পুরাণ সংগ্রহ

গরুড় পুরাণ

সূচীপত্র

পূর্বখণ্ড সমাপ্ত।

উত্তরখণ্ড

সূচিপত্র সমাপ্ত

গরুড়পুরাণম্।

পূর্ব্বখণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

অজমজরমনন্তং জ্ঞানরূপং মহান্তং শিবমমলমনাদিং ভূতদেহাদিহীনম্।
সকলকরণহীনং সর্ব্বভূতস্থিতং তম্, হরিমমলমমায়ং সর্ব্বগং বন্দ একম্ ॥১
নমস্যামি হরিং রুদ্রং ব্রহ্মাণঞ্চ গণাধিপম্। দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব মনোবাক্কর্ম্মভিঃ সদা ॥২
সূতং পৌরাণিকং শান্তং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদম্। বিষ্ণুভক্তং মহাত্মানং নৈমিষারণ্যমাগতম্ ॥৩
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন উপবিষ্টং শুভাসনে। ধ্যায়ন্তং বিষ্ণুমনঘং তমভ্যর্চ্চ্য স্তবন্ কবিম্ ॥৪
শৌনকাদ্যা মহাভাগা নৈমিষীয়াস্তপোধনাঃ। মুনয়ো রবিসঙ্কাশাঃ শান্তা যজ্ঞপরায়ণাঃ ॥৫

ঋষয় ঊচুঃ।

সূত জানাসি সর্ব্বং ত্বং পৃচ্ছামস্ত্বামতো বয়ম্। দেবতানাং হি কো দেব ঈশ্বরঃ পূজ্য এব কঃ ॥৬
কো ধ্যেয়ঃ জগৎস্রষ্টা জগৎপাতি চ হন্তি কঃ। কস্মাৎ প্রবর্ত্ততে ধর্ম্মো দুষ্টহন্তা চ কঃ স্মৃতঃ ॥৭
তস্য দেবস্য কিং রূপং জগৎসর্গঃ কথং মতঃ। কৈর্ব্রতৈঃ স তু তুষ্টঃ স্যাৎ কেন যোগেন বাপ্যতে ॥৮

যিনি জন্মজরাবিহীন, অনন্ত, জ্ঞানস্বরূপ, মহৎ, নির্ম্মল, অনাদি, পাঞ্চভৌতিকদেহশূন্য, নিরিন্দ্রিয়, সর্ব্বভূতব্যাপী ও মায়াবিমুক্ত, সেই সর্ব্বগ একমাত্র হরি ও হরকে বন্দনা করি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, গণাধিপতি ও দেবী সরস্বতী, ইঁহাদিগকে মন, বাক্য এবং কর্ম্ম দ্বারা সতত নমস্কার করি। একদিন পুরাণবেত্তা, শান্ত, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, বিষ্ণুভক্ত, মহাত্মা, সূত তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইয়া শুভাসনে উপবেশন করিয়া বিষ্ণুচিন্তায় তৎপর ছিলেন; এমত সময়ে তত্রত্য তপোধন, যজ্ঞ-পরায়ণ, শান্ত, সূর্য্যসমতেজাঃ, মহাভাগ শৌনকাদি ঋষিগণ কবি সূত ঋষিকে অর্চ্চনা করিয়া স্তব করিয়াছিলেন। ১—৫।

অনন্তর ঋষিগণ বলিলেন, হে সূত! আপনার সর্ব্বতত্ত্ব বিদিত আছে, এ নিমিত্ত আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—দেবতাদিগের দেবতা কে? ঈশ্বরই বা কে? কাহাকেই বা পূজা করা যায়? ধ্যানের যথার্থ পাত্র কে? কেই বা পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতেছেন? কোন্ ব্যক্তি হইতে সনাতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে? কোন্ ব্যক্তি দুষ্টকে বিনাশ করিয়া থাকেন? সেই দেবতার রূপ কি? কি রূপেই বা জগৎ সৃষ্টি হইল?

অবতারাশ্চ কে তস্য কথং বংশাদিসম্ভবঃ। বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মাণাং কঃ পাতা কঃ প্রবর্ত্তকঃ ॥৯
এতৎ সর্ব্বং তথান্যচ্চ ব্রূহি সূত মহামতে। নারায়ণকথাঃ সর্ব্বাঃ কথয়াস্মাকমুত্তমাম্ ॥১০

সূত উবাচ

পুরাণং গারুড়ং বক্ষ্যে সারং বিষ্ণুকথাশ্রয়ম্। গরুড়োক্তং কশ্যপায় পুরা ব্যাসাচ্ছ্রুতং ময়া ॥১১
একো নারায়ণো দেবো দেবানামীশ্বরেশ্বরঃ। পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম জন্মাদ্যস্য যতো ভবেৎ ॥১২
জগতো রক্ষণার্থায় বাসুদেবোঽজরোঽমরঃ। স কুমারাদিরূপেণ অবতারান্ করোত্যজঃ ॥১৩
হরিঃ স প্রথমং দেবঃ কৌমারং সর্গমাশ্রিতঃ। চচার দুশ্চরং ব্রহ্মন্ ব্রহ্মচর্য্যমখণ্ডিতম্ ॥১৪
দ্বিতীয়ন্তু ভবায়াস্য রসাতলগতাং মহীম্। উদ্ধরিষ্যন্নাদত্তে যজ্ঞেশঃ শৌকরং বপুঃ ॥১৫
তৃতীয়মৃষিসর্গঞ্চ দেবর্ষিত্বমুপেত্য সঃ। তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্টে নৈষ্কর্ম্যং কর্ম্মণাং যতঃ ॥১৬
নরনারায়ণো ভূত্বা তুর্য্যে তেপে তপো হরিঃ। ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায় পূজিতঃ স সুরাসুরৈঃ ॥১৭
পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতম্। প্রোবাচাসুরয়ে* সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্ণয়ম্ ॥১৮
ষষ্ঠমত্রেরপত্যত্বং বৃতঃ প্রাপ্তোঽনসূয়য়া। আন্বীক্ষিকীমলর্কায় প্রহ্লাদাদিভ্য ঊচিবান্ ॥১৯

কোন্ কোন্ অনুষ্ঠান করিলে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন ? কোন্ যোগদ্বারাই বা তাঁহাকে লাভ করা যায় ? সেই জগৎকর্ত্তা কি কি রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ? কি প্রকারে তাঁহার বংশসম্ভব হয় ? এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমধর্ম্মের রক্ষক কে ও প্রবর্ত্তক কে ? হে মহামতি সূত ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের নিকটে এই সকল বিষয় এবং আরও অন্যান্য জ্ঞাতব্য উত্তম নারায়ণ-কথাসকল বর্ণন করুন। ৬—১০।

সূত কহিলেন,—আমি গরুড়পুরাণ বর্ণন করিব। এই পুরাণ সর্ব্বপুরাণ-প্রধান এবং বিষ্ণুকথায় পরিপূর্ণ। এই পৌরাণিক কথা পূর্ব্বকালে কশ্যপের নিকট গরুড় বলিয়াছিলেন এবং আমি ব্যাসের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। একমাত্র নারায়ণ দেব দেবতাদিগেরও ঈশ্বরেশ্বর এবং তিনিই পরমাত্মা পরম ব্রহ্ম, তাঁহা হইতেই এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হইয়া থাকে। সেই অজরামর বাসুদেব জগদ্রক্ষণার্থ কুমারাদি নানারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হরি প্রথমে কুমার অবতার হন। এই অবতারে ভগবান্ বাসুদেব কৌমার অবস্থা অবলম্বন করিয়া দুশ্চর ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ১১—১৪।

দ্বিতীয়ে ভূতভাবন যজ্ঞেশ্বর হরি জগৎ রক্ষা করিবার নিমিত্ত 'রসাতলগতা পৃথিবীকে উদ্ধার করিব' এই অভিপ্রায়ে বরাহবপু ধারণ করেন। তৃতীয়ে দেবর্ষিত্ব পরিগ্রহ করিয়া ভগবান্ সাত্বত তন্ত্র বিস্তার করিয়াছেন। ঐ তন্ত্রে নিষ্কাম কর্ম্মের প্রাধান্য বর্ণিত আছে। চতুর্থে নর-নারায়ণাবতার। এই অবতারে নারায়ণ ধর্ম্ম-রক্ষণার্থ কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সুরাসুরগণ অর্চ্চনা করিয়াছিল। পঞ্চমে কপিলাবতার। এই অবতারে ভগবান্ কালকৃত ধর্ম্মবিপ্লব নিবারণার্থ আসুরি নামক শিষ্যকে তত্ত্বসকলের নির্ণয়বিষয়ক সাংখ্য শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছিলেন। (অথবা সাংখ্য পণ্ডিতবর্গকে তত্ত্ব-নির্ণয়দ্বারা ধর্ম্মমার্গে আনয়ন করিয়াছিলেন।) ষষ্ঠে দত্তাত্রেয়াবতার। নারায়ণ অত্রি ঋষির ঔরসে অনসূয়ার গর্ভে দত্তাত্রেয় নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

---

* "প্রোবাচ সুরয়ে" ইতি কচিৎ পাঠঃ।

ততঃ সপ্তম আকূত্যাং রুচের্যজ্ঞোঽভ্যজায়ত। সত্যাদ্যৈস্তৈঃ সুরগণৈর্যুক্তো স্বায়ম্ভুবান্তরে ।২০
স যামাদ্যৈঃ সুরগণৈরপাৎ স্বায়ম্ভুবান্তরম্। অষ্টমে মেরুদেব্যান্তু নাভের্জাত উরুক্রমঃ।
দর্শয়ন্ বর্ত্ম ধীরাণাং সর্ব্বাশ্রমবিবেচিতম়্[1] ॥২১
ঋষিভির্যাচিতো ভেজে নবমং পার্থিবং বপুঃ। দুগ্ধেমহৌষধৈর্বিপ্রা-স্তেন সঞ্জীবিতাঃ প্রজাঃ[2] ॥২২
রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষান্তরসংপ্লবে। নাব্যারোপ্য মহীময্যামপাদ্বৈবস্বতং মনুম্ ॥২৩
সুরাসুরাণামুদধিং মথ্নতাং মন্দরাচলম্। দধ্রে কমঠরূপেণ পৃষ্ঠ একাদশে বিভুঃ ॥২৪
ধান্বন্তরং দ্বাদশমং ত্রয়োদশমমেব চ। অপায়য়ৎ সুরানন্যান্মোহিন্যা মোহয়ন্ স্ত্রিয়া ॥২৫
চতুর্দ্দশং নারসিংহং বিভ্রদ্দৈত্যেন্দ্রমূর্জ্জিতম্। দদার করজৈরূরাবেরকাং কটকৃদ্যথা ॥২৬
পঞ্চদশং বামনকং কৃত্বাগাদধ্বরং বলেঃ। পদত্রয়ং যাচমানঃ প্রত্যাদিৎসুস্ত্রিপিষ্টপম্ ॥২৭
অবতারে ষোড়শমে পশ্যন্ ব্রহ্মদ্রুহো নৃপান্। ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ কুপিতো নিঃক্ষত্রামকরোন্মহীম্ ॥২৮
ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ। চক্রে বেদতরোঃ শাখাং দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ ॥২৯

দত্তাত্রেয় প্রহ্লাদাদির নিমিত্ত অলর্ককে আন্বীক্ষিকীবিদ্যার উপদেশ প্রদান করেন। সপ্তমে স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে নারায়ণ আকূতির গর্ভে ও রুচির ঔরসে যজ্ঞনামে জন্মগ্রহণ করিয়া অমাত্য সত্যগণ ও সুরগণের সহিত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং যামাদি দেবগণের সহিত স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর রক্ষা করেন। অষ্টমাবতারে নাভির ঔরসে মেরুদেবীর গর্ভে উরুক্রম নামে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সর্ব্বাশ্রমোচিত সদাচারপ্রণালী প্রদর্শন করেন। নবমে নারায়ণ ঋষিগণের প্রার্থনানুসারে পৃথুনামে জন্মগ্রহণ করিয়া মহৌষধিরূপ দুগ্ধদ্বারা প্রজাবর্গকে জীবিত করিয়াছিলেন। ১৫—২২।

দশমে চাক্ষুষ-মন্বন্তরের মহাপ্রলয়কালে ভগবান্ মৎস্যরূপী হইয়া বৈবস্বত মনুকে মৃন্ময়ী নৌকাতে আরোপিত করিয়া রক্ষা করেন। একাদশে কূর্ম্মাবতার। দেব ও দানবগণ যখন একত্র মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন করেন, ঐ সময়ে ভগবান্ কূর্ম্মরূপ পরিগ্রহ করিয়া পৃষ্ঠদেশে মন্দরাচল ধারণ করিয়াছিলেন। দ্বাদশে ধান্বন্তরাবতার। ত্রয়োদশে মোহিনী অবতার; হরি ধন্বন্তরিরূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবতাদিগকে অমৃত পানে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন; আবার তৎকালে মোহিনীরূপ ধারণ করিয়া অসুরদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশে ভগবান্ নরসিংহরূপে অবতীর্ণ হইয়া, যেরূপ কটকারী ব্যক্তি এরকা (ইকড়) ভেদ করে, সেইরূপ নখদ্বারা বলদৃপ্ত দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া তাহার প্রাণসংহার করেন। পঞ্চদশে বামনাবতার। হরি বামনরূপ ধারণ করিয়া বলির যজ্ঞে গমন করেন এবং ত্রিপাদ-ভূমি প্রার্থনাচ্ছলে ত্রিলোক গ্রহণ করত বলিকে দমন ও দেবতাদিগকে স্ব-স্ব-অধিকারে পুনঃস্থাপনপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিলেন। ষোড়শে ভগবান্ পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নৃপতিগণ ব্রহ্মদ্রোহী হইয়াছে দেখিয়া তিনি কুপিত হইয়া একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেন। ২৩—২৮।

সপ্তদশে ভগবান্ সত্যবতীর গর্ভে পরাশরের ঔরসে ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন। তিনি

১। সর্ব্বাশ্রমনমস্কৃতম্।

২। দুগ্ধে মহৌষধীর্বিপ্রাস্তেন সংপুষ্টিতাঃ প্রজাঃ ইতি কচিৎ পুস্তকে পাঠঃ।

নরদেবত্বমাপন্নঃ সুরকার্য্যচিকীর্ষয়া। সমুদ্রনিগ্রহাদীনি চক্রে কার্য্যাণ্যতঃ পরম্ ॥ ৩০
একোনবিংশে বিংশতিমে বৃষ্ণিষু প্রাপ্য জন্মনী। রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্ভরম্ ॥ ৩১
ততঃ কলেস্তু সন্ধ্যান্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্। বুদ্ধো নাম্না জিনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥ ৩২
অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং নষ্টপ্রায়েষু রাজসু। ভবিতা বিষ্ণুযশসো নাম্না কল্কী জগৎপতিঃ ॥ ৩৩
অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ। মনুবেদবিদো হ্যাদ্যাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুকলাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৪
তস্মাৎ সর্গাদয়ো জাতাঃ সংপূজ্যাশ্চ ব্রতাদিনঃ ॥ ৩৫
অষ্টৌ শ্লোকসহস্রাণি তথা চাষ্টৌ শতানি চ। পুরাণং গারুড়ং ব্যাসঃ পুরাসৌ মেঽব্রবীদিদম্ ॥ ৩৬

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

কথং ব্যাসেন কথিতং পুরাণং গারুড়ং তব। এতৎ সর্ব্বং সমাখ্যাহি পরং বিষ্ণুকথাশ্রয়ম্ ॥ ১

সূত উবাচ।

অহং হি মুনিভিঃ সার্দ্ধং গতো বদরিকাশ্রমম্। তত্র দৃষ্টো ময়া ব্যাসো ধ্যায়মানঃ পরেশ্বরম্।

সমস্ত মনুষ্যগণকে অল্পমেধা বিবেচনা করিয়া বেদতরুর শাখা প্রণয়ন করেন। অষ্টাদশে দেবতাদিগের কার্য্য-সাধনার্থ নরদেব রূপে অবতীর্ণ হইয়া সমুদ্রনিগ্রহাদি কার্য্য করিয়াছিলেন। ঊনবিংশতি ও বিংশতি অবতারে জনার্দ্দন বৃষ্ণিবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া রাম ও কৃষ্ণ নামে বিখ্যাত হইয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন। একবিংশতি অবতারে ভগবান্ কলিযুগের সন্ধ্যান্তে দেবদ্বেষিদিগের মোহনার্থ কীকটে (মগধদেশে) জিনসুত বুদ্ধনামে আবির্ভূত হইবেন। কলিযুগে সন্ধ্যার অবসানকালে রাজবর্গ নষ্টপ্রায় হইলে, জগৎপতি কল্কী নামে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের ভবনে অবতীর্ণ হইবেন ২৯—৩৩।

হে দ্বিজগণ! হরির কতিপয় অবতারের কথা বর্ণিত হইল। বাস্তবিক সেই সত্ত্বনিধি জগৎপতির অবতার অসংখ্য। মনু বেদবিৎ এবং প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ সকলেই বিষ্ণুর অংশস্বরূপ। সেই মন্বাদি হইতেই এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে, এজন্যই তাঁহারা ব্রতনিয়মাদিদ্বারা পূজনীয় হইয়াছেন এই পুরাণে অষ্টশতাধিক অষ্টসহস্র সংখ্যক শ্লোক আছে পূর্ব্বকালে ব্যাসদেব আমার নিকটে এই গরুড়পুরাণ বলিয়াছিলেন। ৩৪—৩৬।

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—সূত ব্যাসদেব কি নিমিত্ত আপনার নিকটে গরুড়োক্ত বিষ্ণুকথাময় পৌরাণিক ইতিবৃত্ত বলিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগের সমীপে প্রকাশ করুন। সূত বলিলেন, —আমি একদা মুনিগণের সহিত বদরিকাশ্রমে গিয়াছিলাম। সেখানে দেখিলাম, ভগবান্

তং প্রণম্যোপবিষ্টোঽহং পৃষ্টবান্ হি মুনীশ্বরম্ ॥ ২

ব্যাস কথয় হরে রূপং জগৎসর্গাদিকং ততঃ। মন্যে ধ্যায়সি তং যস্মাত্তস্মাজ্জানাসি তং বিভুম্।
এবং পৃষ্টো যথা প্রাহ তথা বিপ্রা নিবোধত ॥ ৩

ব্যাস উবাচ

শৃণু সূত প্রবক্ষ্যামি পুরাণং গারুড়ং তব। সহ নারদদক্ষাদ্যৈর্ব্রহ্মা মামুক্তবান্ যথা ॥ ৪

সূত উবাচ।

দক্ষনারদমুখ্যৈস্তু যুক্তং ত্বাং কথমুক্তবান্। ব্রহ্মা শ্রীগারুড়ং পুণ্যং পুরাণং সারবাচকম্ ॥৫

ব্যাস উবাচ।

অহং হি নারদো দক্ষো ভৃগ্বাদ্যাঃ প্রণিপত্য তম্। সারং ব্রূহীতি পপ্রচ্ছু র্ব্রহ্মাণং ব্রহ্মলোকগম্ ॥৬

ব্রহ্মোবাচ।

পুরাণং গারুড়ং সারং পুরা রুদ্রং মাং যথা। সুরৈঃ সহাব্রবীদ্বিষ্ণুস্তথাহং ব্যাস বচ্মি তে ॥ ৭

ব্যাস উবাচ।

কথং রুদ্রং সুরৈঃ সার্দ্ধমব্রবীদ্বা হরিঃ পুরা। পুরাণং গারুড়ং সারং ব্রূহি ব্রহ্মন্ মহার্থকম্ ॥ ৮

ব্রহ্মোবাচ।

অহং গতোঽদ্রিকৈলাসমিন্দ্রাদ্যৈর্দৈবতৈঃ সহ। তত্র দৃষ্টো ময়া রুদ্রো ধ্যায়মানঃ পরং পদম্ ॥ ৯

ব্যাস পরমেশ্বর ধ্যানে তৎপর আছেন আমি সেই মুনীশ্বরকে যথাবিধি প্রণাম করিয়া উপবেশনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম,—হে ব্যাস! আপনি পরমাত্মা হরির রূপ ও জগৎসৃষ্টিপ্রভৃতি সবিশেষ বর্ণন করিয়া আমার অভিলাষ পরিপূর্ণ করুন। আপনি সেই পরমপুরুষ হরিকে চিন্তা করিতেছেন; সুতরাং তাঁহার স্বরূপ আপনার অপরিজ্ঞাত নহে। হে বিপ্রগণ! আমি ব্যাসদেবের নিকট এইরূপ প্রশ্ন করিলে, তিনি যেরূপ আমাকে বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। বেদব্যাস বলিলেন,—হে সূত! আমি তোমার নিকট গরুড়পুরাণ বর্ণন করিব, শ্রবণ কর। নারদ ও দক্ষপ্রভৃতি প্রজাপতির সমক্ষে ব্রহ্মা এই পৌরাণিক বিবরণ আমাকে বলিয়াছিলেন। ১—৪।

সূত জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্ আপনি কি কারণে দক্ষ-নারদাদির সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং কেনই বা ব্রহ্মা আপনার নিকট পুণ্যকথাশ্রয় সারতত্ত্ব গরুড়পুরাণ বলিয়াছিলেন? ব্যাস কহিলেন,—একদা আমি, নারদ, দক্ষ, ভৃগু-প্রভৃতি মুনিগণ সমবেত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, হে প্রভো! আমাদিগের নিকট সারতত্ত্ব বর্ণন করুন ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বৎস! গরুড়পুরাণ সর্ব্বপুরাণের সারভূত। পূর্ব্বকালে ভগবান্ বিষ্ণু যে প্রকারে সুরগণের সহিত আমাকে ও রুদ্রদেবকে এই সারতত্ত্ব পৌরাণিক কথা বলিয়াছিলেন, হে ব্যাস! আমিও তাহা সেইরূপেই তোমার নিকটে বলিতেছি। পুনর্ব্বার ব্যাস জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্মন্! কি নিমিত্ত হরি সুরবৃন্দের সহিত রুদ্রদেবের নিকটে গরুড়পুরাণ বলিয়াছিলেন, আপনি সেই মহার্থযুক্ত বিষয় আমাকে বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন, আমি একদা ইন্দ্রাদি-দেববৃন্দের সহিত কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিয়া দেখিলাম, রুদ্রদেব পরমপদ চিন্তা করিতেছেন। আমি তাঁহাকে নমস্কার

যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌর্মূর্দ্ধা খং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিঃ। চন্দ্রাদিত্যৌ চ নয়নে তং দেবং চিন্তয়াম্যহম্॥২০
যস্য ত্রিলোকী জঠরে যস্য কাষ্ঠাশ্চ বাহবঃ। যস্যোচ্ছ্বাসশ্চ পবনঃ তং দেবং চিন্তয়াম্যহম্॥২১
যস্য কেশেষু জীমূতা নদ্যঃ সর্ব্বাঙ্গসন্ধিষু। কুক্ষৌ সমুদ্রাশ্চত্বারস্তং দেবং চিন্তয়াম্যহম্॥২২
পরঃ কালাৎ পরো যজ্ঞাৎ পরঃ সদসতশ্চ যঃ। অনাদিরাদির্বিশ্বস্য তং দেবং চিন্তয়াম্যহম্॥২৩
মনসশ্চন্দ্রমা যস্য চক্ষুষোশ্চ দিবাকরঃ। মুখাদগ্নিশ্চ সংজজ্ঞে তং দেবং চিন্তয়াম্যহম্॥২৪
পদ্ভ্যাং যস্য ক্ষিতির্জাতা শ্রোত্রাভ্যাঞ্চ তথা দিশঃ। মূর্দ্ধভাগাদ্দিবং যস্য তং দেবং চিন্তয়াম্যহম্॥২৫
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশমন্বন্তরাণি চ। বংশানুচরিতং যস্মাত্তং দেবং চিন্তয়াম্যহম্॥২৬
যং ধ্যায়াম্যহমেতস্মাদ্ যাবঃ সারমীক্ষিতুম্॥২৭

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যুক্তোঽহং পুরা রুদ্রঃ শ্বেতদ্বীপনিবাসিনম্। গত্বা প্রণম্য তং বিষ্ণুং শ্রোতুকামাঃ কিল স্থিতাঃ॥২৮
অস্মাকং মধ্যতো রুদ্র উবাচ পরমেশ্বরম্। সারাৎ সারতরং বিষ্ণুং পৃষ্টবাংস্তং প্রণম্য বৈ॥২৯
যথা পৃচ্ছসি মাং ব্যাসস্তথাসৌ ভগবান্ ভবঃ। পপ্রচ্ছ বিষ্ণুং দেবৈস্তৈঃ শৃণ্বতো মম বৈ সহ॥৩০

রুদ্র উবাচ।

হরে কথয় দেবেশ দেবদেব ক ঈশ্বরঃ। কো দেবঃ কশ্চ বৈ পূজ্যঃ কৈস্তৈর্ধ্যায়তে পরঃ॥৩১

অতীত অনির্ব্বচনীয়, পরংব্রহ্মকে অর্চনা করে, অগ্নি যাঁহার মুখ, স্বর্গ যাঁহার মস্তক, আকাশ যাঁহার নাভি, পৃথিবী যাঁহার চরণ এবং চন্দ্র ও সূর্য্য যাঁহার নয়নদ্বয়, আমি সেই নারায়ণ দেবকে চিন্তা করিতেছি। ১১—২০।

যাঁহার জঠরে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল, ত্রিলোক বর্ত্তমান আছে, দিক্‌সকল যাঁহার বাহু ও পবন যাঁহার নিঃশ্বাস, সেই অদ্বিতীয় নারায়ণকে চিন্তা করিতেছি। মেঘসকল যাঁহার কেশ, নদীসকল যাঁহার অঙ্গসন্ধি ও চারি সমুদ্র যাঁহার উদর, সেই দেবকে চিন্তা করিতেছি। যিনি কালের পরবর্ত্তী, যজ্ঞাদি-দ্বারা অপ্রাপ্য, জগতে সৎ ও অসৎ, যে কিছু পদার্থ আছে, তৎসমুদায়েরই অতিরিক্ত এবং জগতের আদি ও যাঁহার আদি কিছুই নাই, সেই দেবকে চিন্তা করিতেছি। যাঁহার মনঃ হইতে চন্দ্র, চক্ষুঃ হইতে সূর্য্য এবং মুখ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই দেবকে চিন্তা করিতেছি। যাঁহার চরণদ্বয় হইতে পৃথিবী, শ্রবণ হইতে দিক্ এবং মস্তক হইতে স্বর্গ সৃষ্টি হইয়াছে, সেই দেবকে চিন্তা করিতেছি। যিনি জগৎ-সৃষ্টির আদি কারণ, দক্ষাদি প্রজাপতিবর্গকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাঁহা হইতে বংশ ও মন্বন্তর প্রবর্ত্তিত ও বংশানুচরিত কীর্ত্তিত হয়, সেই দেবকে চিন্তা করিতেছি। যাঁহাকে ধ্যান করি, চল, আমরা সেই সারতত্ত্ব সাক্ষাৎ করিতে যাই ব্রহ্মা বলিলেন,—রুদ্র আমাকে এইরূপ বলিলেন। অনন্তর রুদ্র, দেবগণ ও আমি মিলিত হইয়া শ্বেতদ্বীপনিবাসী বিষ্ণুকে প্রণতি স্তুতি করিয়া সারতত্ত্ব-শ্রবণমানসে দণ্ডায়মান রহিলাম। আমাদিগের মধ্যে রুদ্র সেই পরমেশ্বর বিষ্ণুকে প্রণামপূর্ব্বক সারতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন। হে ব্যাস! তুমি যেরূপ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান্ ভব দেবগণের সহিত বিষ্ণুর নিকটে সেইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২১—৩০।

রুদ্র বলিলেন, হে দেবেশ হরে! আপনি বলুন, দেবাদিদেব ঈশ্বর কে? কাহাকেই বা

অহং সাক্ষাৎ সদাচারো ধর্ম্মোঽহং বৈষ্ণবো হ্যহম্। বর্ণাশ্রমাস্তথা চাহং তদ্ধর্ম্মোঽহং পুরাতনঃ ॥৪৫
যমোঽহং নিয়মো রুদ্র ব্রতানি বিবিধানি চ। অহং সূর্য্যস্তথা চন্দ্রো মঙ্গলাদীনহং তথা ॥ ৪৬
পুরা মাং গরুড়ঃ পক্ষী তপসারাধয়দ্ভুবি। তুষ্ট উচে বরং ব্রূহি মত্তো বব্রে বরং স চ ॥ ৪৭

গরুড় উবাচ।

মম মাতা চ বিনতা নাগৈর্দাসীকৃতা হরে। যথাহং দেবতান্ জিত্বা চামৃতং হ্যানয়ামি তৎ ॥ ৪৮
দাস্যাদ্বিমোক্ষয়িষ্যামি যথাহং বাহনং তব। মহাবলো মহাবীর্য্যঃ সর্ব্বজ্ঞো নাগদারণঃ।
পুরাণসংহিতাকর্ত্তা যথাহং স্যাং তথা কুরু ॥ ৪৯

বিষ্ণুরুবাচ।

যথা ত্বয়োক্তং গরুড় তথা সর্ব্বং ভবিষ্যতি। নাগদাস্যান্মাতরং ত্বং বিনতাং মোক্ষয়িষ্যসি ॥ ৫০
দেবাদীন্ সকলান্ জিত্বা চামৃতং হ্যানয়িষ্যসি। মহাবলো বাহনস্ত্বং ভবিতাসি বিষার্দ্দনঃ ॥ ৫১
পুরাণং মৎপ্রসাদাচ্চ মম মাহাত্ম্যবাচকম্। যদুক্তং মৎস্বরূপঞ্চ তব চাবির্ভবিষ্যতি ॥ ৫২
গারুড়ং তব নাম্না তল্লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি। যথাহং দেবদেবানাং শ্রীঃ খ্যাতো বিনতাসুত।
তথা খ্যাতিং পুরাণেষু গারুড়ং গরুড়ৈষ্যতি ॥ ৫৩

সর্ব্বজ্ঞানময় পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম। আমিই ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মই সমস্তলোক ও সর্ব্বদেবস্বরূপ। আমি সাক্ষাৎ সদাচার, আমি ধর্ম্ম, আমি বৈষ্ণব, আমি সর্ব্ববর্ণাশ্রম এবং আমিই সর্ব্ববর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম ও পুরাণপুরুষ। হে রুদ্র! আমিই যমনিয়মাদি বিবিধ ব্রত। আমি সূর্য্য, চন্দ্র এবং আমিই মঙ্গলাদিগ্রহ। পূর্ব্বকালে পৃথিবীতে পক্ষিরাজ গরুড় তপস্যাদ্বারা আমার আরাধনা করিয়াছিল। আমি খগরাজের তপস্যাবলে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলাম, "আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" তখন সে আমার নিকট বরগ্রহণে প্রবৃত্ত হইল। গরুড় বলিলেন, হে হরে! আমার মাতা বিনতাকে নাগগণ (ছলক্রমে) দাসী করিয়াছে। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই বর প্রদান করুন যে আমি যেন দেবতাদিগকে পরাজয় করিয়া অমৃত আনয়নপূর্ব্বক জননীকে দাস্য হইতে বিমোচিত করিতে পারি, আপনার বাহন হইয়া থাকি এবং মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া নাগসকলকে বিদারণ করিতে পারি। আমি সর্ব্বজ্ঞ হই, পুরাণ প্রণয়ন করিতে পারি। ভগবন্! আমার প্রতি কৃপা করিয়া যাহাতে আমার এই সকল অভিলাষ পূর্ণ হয়, তাহা করুন। ৪১—৪৯।

বিহগরাজ গরুড় এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে, বিষ্ণু বলিলেন,—গরুড় তোমার কথিত বিষয়-সকল সফল হইবে, আমি তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলাম। তুমি নাগলোকগতা জননী বিনতাকে দাস্য হইতে মোচন করিতে পারিবে। দেবগণকে জয় করিয়া অমৃতানয়নে তোমার ক্ষমতা জন্মিবে, মহাবল পরাক্রান্ত এবং আমার বাহন হইতে পারিবে। তোমার নাগ-বিদারণে শক্তি হইবে। হে খগেশ্বর! তুমি আমার প্রসাদে পুরাণসংহিতা প্রণয়ন করিয়া আমার মাহাত্ম্য বর্ণন করিবে। আমার যে স্বরূপ উক্ত আছে, সেই স্বরূপ তোমাতেও আবির্ভূত হইবে, তুমি জ্ঞাননেত্রে আমার স্বরূপ দেখিতে পাইবে। লোকে তোমার প্রণীত পুরাণ গরুড়পুরাণ নামে বিখ্যাত হইবে। হে বিনতাতনয়! দেবতা–

অহং সাক্ষাৎ সদাচারো ধর্ম্মোঽহং বৈষ্ণবো হ্যহম্। বর্ণাশ্রমাস্তথা চাহং তদ্ধর্ম্মোঽহং পুরাতনঃ ॥ ৪৫
যমোঽহং নিয়মো রুদ্র ব্রতানি বিবিধানি চ। অহং সূর্য্যস্তথা চন্দ্রো মঙ্গলাদীনাহং তথা ॥ ৪৬
পুরা মাং গরুড়ঃ পক্ষী তপসারাধয়দ্ভুবি। তুষ্ট উচে বরং ব্রূহি মত্তো বব্রে বরং স চ ॥ ৪৭

গরুড় উবাচ।

মম মাতা চ বিনতা নাগৈর্দাসীকৃতা হরে। যথাহং দেবতান্ জিত্বা চামৃতং হ্যানয়ামি তৎ ॥ ৪৮
দাস্যাদ্বিমোক্ষয়িষ্যামি যথাহং বাহনং তব। মহাবলো মহাবীর্য্যঃ সর্ব্বজ্ঞো নাগদারণঃ।
পুরাণসংহিতাকর্ত্তা যথাহং স্যাং তথা কুরু ॥ ৪৯

বিষ্ণুরুবাচ।

যথা ত্বয়োক্তং গরুড় তথা সর্ব্বং ভবিষ্যতি। নাগদাস্যান্মাতরং ত্বং বিনতাং মোক্ষয়িষ্যসি ॥ ৫০
দেবাদীন্ সকলান্ জিত্বা চামৃতং হ্যানয়িষ্যসি। মহাবলো বাহনস্ত্বং ভবিষ্যসি বিষার্দ্দনঃ ॥ ৫১
পুরাণং মৎপ্রসাদাচ্চ মম মাহাত্ম্যবাচকম্। যদুক্তং মৎস্বরূপঞ্চ ত্বয় চাবির্ভবিষ্যতি ॥ ৫২
গারুড়ং তব নাম্না তল্লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি। যথাহং দেবদেবানাং শ্রীঃ খ্যাতো বিনতাসুত।
তথা খ্যাতিং পুরাণেষু গারুড়ং গরুড়ৈষ্যতি ॥ ৫৩

সর্ব্বজ্ঞানময় পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম। আমিই ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মাই সমস্তলোক ও সর্ব্বলোকস্বরূপ। আমি সাক্ষাৎ সদাচার, আমি ধর্ম্ম, আমি বৈষ্ণব, আমি সর্ব্ববর্ণাশ্রম এবং আমিই সর্ব্ববর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম ও পুরাণপুরুষ। হে রুদ্র! আমিই যমনিয়মাদি বিবিধ ব্রত। আমি সূর্য্য, চন্দ্র এবং আমিই মঙ্গলাদিগ্রহ। পূর্ব্বকালে পৃথিবীতে পক্ষিরাজ গরুড় তপস্যাদ্বারা আমার আরাধনা করিয়াছিল। আমি তদীয় তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলাম, "আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" তখন সে আমার নিকট বরগ্রহণে প্রবৃত্ত হইল। গরুড় বলিলেন, হে হরে! আমার মাতা বিনতাকে নাগগণ (ছলক্রমে) দাসী করিয়াছে। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই বর প্রদান করুন যে আমি যেন দেবতাদিগকে পরাজয় করিয়া অমৃত আনয়নপূর্ব্বক জননীকে দাস্য হইতে বিমোচিত করিতে পারি, আপনার বাহন হইয়া থাকি এবং মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া নাগসকলকে বিদারণ করিতে পারি। আমি সর্ব্বজ্ঞ হই, পুরাণ প্রণয়ন করিতে পারি। ভগবন্! আমার প্রতি কৃপা করিয়া যাহাতে আমার এই সকল অভিলাষ পূর্ণ হয়, তাহা করুন। ৪১—৪৯।

বিহগরাজ গরুড় এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে, বিষ্ণু বলিলেন,—গরুড় তোমার কথিত বিষয়-সকল সফল হইবে, আমি তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলাম। তুমি নাগলোকগতা জননী বিনতাকে দাস্য হইতে মোচন করিতে পারিবে। দেবগণকে জয় করিয়া অমৃতানয়নে তোমার ক্ষমতা জন্মিবে, মহাবল পরাক্রান্ত এবং আমার বাহন হইতে পারিবে। তোমার নাগ-বিদারণে শক্তি হইবে। হে খগেশ্বর! তুমি আমার প্রসাদে পুরাণসংহিতা প্রণয়ন করিয়া আমার মাহাত্ম্য বর্ণন করিবে। আমার যে স্বরূপ উক্ত আছে, সেই স্বরূপ তোমাতেও আবির্ভূত হইবে, তুমি জ্ঞাননেত্রে আমার স্বরূপ দেখিতে পাইবে। লোকে তোমার প্রণীত পুরাণ গরুড়পুরাণ নামে বিখ্যাত হইবে। হে বিনতাতনয়! দেবতা–

যথাহং কীর্ত্তনীয়োঽথ তথা ত্বং গরুড়াত্মনা। মাং ধ্যাত্বা পক্ষিমুখ্যোঽবং পুরাণং গদ গারুড়ম্ ॥ ৫৪
ইত্যুক্তো গরুড়ো হ্যত্র কশ্যপায়াহ পৃচ্ছতে। কশ্যপো গারুড়ং শ্রুত্বা * বৃক্ষং দগ্ধমজীবয়ৎ ॥ ৫৫
স্বয়ঞ্চাশ্বমনা ভূত্বা বিদ্যয়াজ্ঞাজীবয়ৎ ॥৫৬
যক্ষে ওঁ উং স্বাহা জাপী বিদ্যেয়ং গারুড়ী পরা। গরুড়োক্তং গারুড়ং হি শৃণু রুদ্র মহাত্মকম্ ॥৫৭

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ইতি রুদ্রাজকৌ বিষ্ণোঃ শুশ্রাব ব্রহ্মণো মুনিঃ। ব্যাসো ব্যাসাদহং বক্ষ্যে হে শৌনক নৈমিষে ॥ ১
মুনীনাং শৃণ্বতাং মধ্যে সর্গাদ্যং দেবপূজনম্। তীর্থং ভুবনকোষঞ্চ মন্বন্তরমিহোচ্যতে ॥ ২
বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মাংশ্চ দানরাজ্যাদিধর্ম্মকাঃ। ব্যবহারো ব্রতং বংশা বৈদ্যকং সনিদানকম্ ॥ ৩
অঙ্গানি প্রলয়ো ধর্ম্ম-কামার্থজ্ঞানমুত্তমম্। সপ্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চং কৃতং বিষ্ণোর্নিগদ্যতে ॥ ৪
পুরাণে গারুড়ে সর্ব্বং গরুড়ো ভগবান্ হরিঃ। বাসুদেবপ্রভাবেণ সামর্থ্যাতিশয়ৈর্যুতঃ ॥ ৫

দিগের মধ্যে যেরূপ আমার শ্রী বিখ্যাত আছে, সেইরূপ সর্ব্বপুরাণের মধ্যে গরুড়পুরাণ খ্যাতি লাভ করিবে। লোকে আমাকে যেরূপ কীর্ত্তন করে, জগতে তুমিও সেইরূপ কীর্ত্তনীয় হইবে। হে পক্ষিরাজ! তুমি আমাকে চিন্তা করিয়া পুরাণ প্রণয়ন কর, তবেই তোমার প্রবন্ধ সফল হইতে পারিবে। হে রুদ্র! গরুড় এইরূপ উপদেশ পাইয়াছিল। পরে কশ্যপ জিজ্ঞাসা করিলে, খগরাজ কশ্যপকে পুরাণ ইতিবৃত্ত বলিলেন। কশ্যপ গরুড়পুরাণ শ্রবণ করিয়া মৃতসঞ্জীবনী-বিদ্যাবলে একটি দগ্ধবৃক্ষ সঞ্জীবিত করিলেন এবং স্বয়ং অশ্বমনা হইয়া বহুল মৃত পদার্থ বাঁচাইলেন। "যক্ষে ওঁ উং স্বাহা" এইটি গরুড়োক্ত সঞ্জীবনী-মন্ত্র; এই মন্ত্র জপ করিবে হে রুদ্র! গরুড়-রচিত পুরাণে যে যে বিষয় উক্ত হইয়াছে, সেই সমুদয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৫০—৫৭।

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—ব্রহ্মা ও মহাদেব এইরূপে বিষ্ণুর নিকটে গরুড়োক্ত পৌরাণিক ইতিবৃত্ত শুনিয়াছিলেন; মুনিবর ব্যাস ব্রহ্মার সমীপে শ্রবণ করেন। হে শৌনক! এই পৌরাণিক বৃত্তান্ত আমি ব্যাসের প্রসাদে অবগত হইয়া এই নৈমিষক্ষেত্রে তোমাদের সমীপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়, দেবার্চ্চন, তীর্থমাহাত্ম্য, ভুবনবৃত্তান্ত ও মন্বন্তর এইরূপ কথিত হইয়াছে এবং বর্ণ-ধর্ম্ম, আশ্রম-ধর্ম্ম, দানধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, ব্যবহার, ব্রত, বংশানুচরিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, নিদানশাস্ত্র, ষড়ঙ্গ, প্রলয়, ধর্ম্মকামার্থজ্ঞান, বিষ্ণুর স্থূল ও সূক্ষ্মস্বরূপ ইত্যাদি সমস্ত গরুড়পুরাণে বিবৃত হইবে। গরুড় বাসুদেবের প্রসাদে ও স্বীয় সামর্থ্যের আতিশয্যহেতু

---

*গারুড়ং শ্রুত্বেতি বা পাঠান্তরম্।

স্থধা হরের্বাহনশ্চ সর্গাদীনাঞ্চ কারণম্। দেবান্ বিজিত্য গরুড়ো অমৃতাহরণং তথা ॥ ৬
চক্রে সুধাহরণং যস্য ব্রহ্মাণ্ডমুদরে হরেঃ। যং দৃষ্ট্বা স্মরমাণেন নাগাদীনাঞ্চ সংক্ষয়ম্ ॥ ৭
কশ্যপো গারুড়াৎ দগ্ধং বৃক্ষং চাজীবয়দ্যতঃ। গরুড়ঃ স হরিস্তেন প্রোক্তং শ্রীকশ্যপায় চ ॥ ৮
ইদং শ্রীগারুড়ং পুণ্যং সর্ব্বদং পঠিতং শুভম্। হরীরিতঞ্চ কথয়ামি শৃণু শৌনক তদ্যথা ॥ ৯

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

রুদ্র উবাচ।

সর্গঞ্চ প্রতিসর্গঞ্চ বংশমন্বন্তরাণি চ। বংশানুচরিতঞ্চৈব এতদ্ব্রূহি জনার্দ্দন ॥ ১

হরিরুবাচ।

শৃণু রুদ্র প্রবক্ষ্যামি সর্গাদীন্ পাপনাশনীম্। সর্গস্থিতিপ্রলয়ান্তাং বিষ্ণোঃ ক্রীড়াং পুরাতনীম্ ॥ ২
একো নারায়ণো দেবো বাসুদেবো নিরঞ্জনঃ। পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম জগজ্জন্মলয়াদিকৃৎ ॥ ৩
যদেতৎ সর্ব্বমেবৈতদ্ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপবৎ। তথা পুরুষরূপেণ কালরূপেণ চ স্থিতম্ ॥ ৪
ব্যক্তং বিষ্ণুস্তথাব্যক্তং পুরুষঃ কাল এব চ। ক্রীড়তো বালকস্যেব চেষ্টাং তস্য নিশাময় ॥ ৫
অনাদিনিধনো ধাতা অনন্তঃ পুরুষোত্তমঃ। তস্মাদ্ভবতি চাব্যক্তং তস্মাদাত্মাপি জায়তে ॥ ৬

বিষ্ণুর বাহন হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ হইয়াছিলেন এবং দেবাসুর জয় করিয়া অমৃত আহরণ করেন। যে বিশ্বম্ভরের উদরে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড বর্ত্তমান আছে, গরুড় সেই ভগবান্‌কেও সুধাহৃত করিয়াছিলেন। গরুড়কে দর্শন অথবা স্মরণ করিলে, সর্পগণ বিনাশ পায়। কশ্যপ গরুড়মন্ত্রবলে দগ্ধবৃক্ষ সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন। গরুড় প্রথমে কশ্যপের নিকটে বলেন, হরি কশ্যপের নিকট শ্রবণ করেন। শৌনক! হরি যেরূপে মহাদেবকে বলিয়াছিলেন, আমিও তোমাদিগের নিকটে সেইরূপ বলিতেছি, শ্রবণ কর ১—৯।

গরুড়পুরাণে দ্বিতীয়খণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

রুদ্র বলিলেন,—জনার্দ্দন! আপনি আমার নিকটে সৃষ্টির আদিবিবরণ, প্রজাপতিদিগের উৎপত্তি, সেই সকল প্রজাপতি হইতে বংশবিস্তার ও মন্বন্তরবৃত্তান্ত বর্ণন করুন। হরি বলিলেন,—রুদ্র! আমি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কথা পাপনাশিনী বিষ্ণুর পুরাতনী ক্রীড়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। নরনারায়ণ জ্যোতির্ম্ময়, পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, দেবাদিদেব বাসুদেব এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতেছেন। সেই পরব্রহ্মই ব্যক্ত ও অব্যক্ত-নিখিল-জগৎস্বরূপ। তিনিই পুরুষরূপে এবং কালরূপে এই জগতে বিদ্যমান; সেই বিষ্ণু ব্যক্ত পুরুষস্বরূপ ও অব্যক্ত কালস্বরূপ। শিশুগণ যেমন ক্রীড়াকালে নানাকার্য্য করিয়া থাকে, তিনিও যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরের আদি ও অন্ত নাই, তিনিই এ জগতের বিধাতা, অনন্ত, পুরুষোত্তম। সেই

জাতাঃ ক্রোধেন ভূতাস্তে গন্ধর্বা জজ্ঞিরে ততঃ। পিবন্তো জজ্ঞিরে বাচং গন্ধর্বাস্তেন তেঽভবন্‌॥ ৩০
অবয়ো বক্ষসশ্চক্রে মুখতোঽজাঃ স সৃষ্টবান্‌। সৃষ্টবানুদরাদ্‌গাশ্চ পার্শ্বাভ্যাঞ্চ প্রজাপতিঃ॥ ৩১
পদ্ভ্যাঞ্চাশ্বান্‌ স মাতঙ্গান্‌ গর্দ্দভোষ্ট্রাদিকাংস্তথা। ওষধ্যঃ ফলমূলিন্যো রোমভ্যস্তস্য জজ্ঞিরে॥ ৩২
গৌরজঃ পুরুষো মেষা অশ্বাশ্বতরগর্দ্দভাঃ। এতান্‌ গ্রাম্যান্‌ পশূন্‌ প্রাহুরারণ্যাংশ্চ নিবোধ মে॥ ৩৩
শ্বাপদং দ্বিখুরং হস্তিবানরাঃ পক্ষিপঞ্চমাঃ। ঔদকাঃ পশবঃ ষষ্ঠাঃ সপ্তমাশ্চ সরীসৃপাঃ॥ ৩৪
পূর্ব্বাদিভ্যো মুখেভ্যস্তু ঋগ্বেদাদ্যাঃ প্রজজ্ঞিরে। আস্যাদ্বৈ ব্রাহ্মণা জাতা বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ।
ঊরুভ্যাঞ্চ বিশঃ সৃষ্টাঃ শূদ্রঃ পদ্ভ্যামজায়ত॥ ৩৫
ব্রাহ্মো লোকো ব্রাহ্মণানাং শাক্রঃ ক্ষত্রিয়জন্মনাম্‌। মারুতঞ্চ বিশাং স্থানং গান্ধর্ব্বং শূদ্রজন্মনাম্‌।
ব্রহ্মচারিব্রতস্থানাং ব্রহ্মলোকঃ প্রজায়তে। প্রাজাপত্যং গৃহস্থানাং যথাবিহিতকারিণাম্‌॥ ৩৭
স্থানং সপ্তর্ষীণাঞ্চ তথৈব বনবাসিনাম্‌। যতীনামক্ষয়ং স্থানং যদৃচ্ছাগামিনাং সদা॥ ৩৮

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

ব্রহ্মার ক্রোধে ভূত গন্ধর্ব-প্রভৃতি প্রাণিগণ সমুৎপন্ন হইল। এই সকল প্রাণী গানপ্রিয়, এ নিমিত্ত ইহাদিগকে গন্ধর্ব বলা যায়। ২৯—৩০।

প্রজাপতি স্বীয় বক্ষঃস্থল হইতে মেষ, মুখ হইতে ছাগ, উদর ও পার্শ্বদেশ হইতে গো, পদদ্বয় হইতে অশ্ব, মাতঙ্গ, গর্দ্দভ, উষ্ট্র প্রভৃতি জীবগণ সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার রোম হইতে ফল মূল ওষধিসকল জন্মিল। গো, অজ, মনুষ্য, মেষ, অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দ্দভ ইহারা গ্রাম্য পশু। আরণ্য জন্তুর বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথম শ্বাপদ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু; দ্বিতীয় দ্বিখুর, যাহাদের খুর খণ্ডিত, তৃতীয় হস্তী; চতুর্থ বানর; পঞ্চম পক্ষী; ষষ্ঠ কূর্ম্মাদি জলচর জীব; সপ্তম সর্পাদি সরীসৃপ প্রাণী, ইহারা বন্য জন্তু। সেই সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতির পূর্ব্বাদি মুখ চতুষ্টয় হইতে ঋগাদি বেদচতুষ্টয় উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরুদ্বয় হইতে বৈশ্য ও পদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্মিল। পরে ব্রহ্ম ব্রাহ্মণদিগের নিমিত্ত ব্রহ্মলোক, ক্ষত্রিয়দিগের নিমিত্ত ঐন্দ্রলোক, বৈশ্যদিগের নিমিত্ত বায়ুলোক ও শূদ্রদিগের নিমিত্ত গান্ধর্ব্বলোক সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী মুনিদিগের বাসার্থ ব্রহ্মলোক; স্বধর্ম্মরত গৃহস্থদিগের নিমিত্ত প্রাজাপত্যলোক এবং সপ্তর্ষি, বনবাসী ও যতিদিগের নিবাসার্থ যথোপযুক্ত অক্ষয় লোকসকল বিহিত হইল। তাঁহারা স্ব-স্ব-ইচ্ছানুসারে অভিলষিত স্থানে বাস করিলেন। ৩১—৩৮।

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ।

কৃত্বেহামুত্রসংস্থানং প্রজাসর্গঞ্চ মানসম্। যথাসৃজৎ প্রজাকর্তৃন্ মানসাংশ্চ নরান্ প্রভুঃ ॥ ১
ধর্ম্মং রুদ্রং মনুঞ্চৈব সনকং স সনাতনম্। ভৃগুং সনৎকুমারঞ্চ রুচিং শ্রদ্ধাঞ্চৈব চ ॥ ২
মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্। বশিষ্ঠং নারদঞ্চৈব পিতৄন্ বর্হিষদস্তথা ॥ ৩
অগ্নিষ্বাত্তাংশ্চ ক্রব্যাদানাজ্যপাংশ্চ সুকালিনঃ। উপহূতাংস্তথা দীপ্যাংস্ত্রয়ো মূর্ত্তিবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৪
সমূর্ত্তয়শ্চ চত্বারোহঙ্গুষ্ঠাদ্দক্ষমীশ্বর। বামাঙ্গুষ্ঠাত্তস্য ভার্য্যামসৃজৎ পদ্মসম্ভবঃ ॥ ৫
তস্যান্তু জনয়ামাস দক্ষো দুহিতরঃ শুভাঃ। দদৌ তা ব্রহ্মপুত্রেভ্যঃ সতীং রুদ্রায় দত্তবান্।
রুদ্রপুত্রা বভূবুর্হি অসংখ্যাতা মহাবলাঃ ॥ ৬
ভৃগবে চ দদৌ খ্যাতিং রূপেণাপ্রতিমাং শুভাম্। ভৃগোর্ধাতাবিধাতারৌ জনয়ামাস সা শুভা।
শ্রিয়ঞ্চ জনয়ামাস পত্নী নারায়ণস্য যা। তস্যাং বৈ জনয়ামাস বলোন্মাদৌ হরিঃ স্বয়ম্ ॥ ৮
আয়তির্নিয়তিশ্চৈব মনোঃ কন্যে মহাত্মনঃ। ধাতাবিধাত্রোস্তে ভার্য্যে তয়োর্জ্জাতৌ সুতাবুভৌ।
প্রাণশ্চৈব মৃকণ্ডুশ্চ মার্কণ্ডেয়ো মৃকণ্ডুতঃ ॥ ৯
পত্নী মরীচেঃ সম্ভূতিঃ পৌর্ণমাসমসূয়ত। বিরজঃ সর্ব্বগশ্চৈব তস্য পুত্রা মহাত্মনঃ ॥ ১০
স্মৃতেশ্চাঙ্গিরসঃ পুত্রাঃ প্রসূতাঃ কন্যকাস্তথা। সিনীবালী কুহূশ্চৈব রাকা চানুমতিস্তথা ॥ ১১

পঞ্চম অধ্যায়।

হরি বলিলেন, ব্রহ্মা এইরূপে ইহলোক পরলোকাদি সংস্থান করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে বাসনা করিলেন। অনন্তর প্রভু প্রজাপতি মানসপুত্র সৃষ্টি করিলেন। পরে তিনি ধর্ম্ম, রুদ্র, মনু, সনক, সনাতন, ভৃগু, সনৎকুমার, রুচি, শ্রদ্ধা, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, নারদ এবং বর্হিষদ, অগ্নিষ্বাত্ত, ক্রব্যাদ, আজ্যপ, সুকালিন, উপহূত ও দীপ্য-নামা পিতৃগণের সৃষ্টি করিলেন। বর্হিষদ প্রভৃতি পিতৃগণ সপ্ত সংখ্যা। তন্মধ্যে তিনটি মূর্ত্তিহীন, চারিটি মূর্ত্তিমান্। পদ্মযোনি দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষপ্রজাপতি এবং বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে তাঁহার ভার্য্যাকে সৃষ্টি করিলেন। পরে দক্ষপ্রজাপতি স্বীয় পত্নীর গর্ভে কতকগুলি কন্যা উৎপাদন করিয়া, সেই কন্যাদিগকে ধর্ম্ম প্রভৃতি ব্রহ্মার মানসপুত্রগণকে প্রদান করেন। তিনি সতী নামে একটী কন্যা রুদ্রকে প্রদান করেন, তাহাতে রুদ্রের মহাবল অসংখ্য পুত্র জন্মে। অসামান্য রূপবতী খ্যাতিনাম্নী দুহিতাকে ভৃগুকে সমর্পণ করেন। খ্যাতি ভৃগুর ঔরসে ধাতা ও বিধাতা নামক পুত্রদ্বয় উৎপাদন করেন এবং তাঁহারই গর্ভে নারায়ণপত্নী লক্ষ্মীর উৎপত্তি হয়। নারায়ণ লক্ষ্মীর গর্ভে বল ও উন্মাদ নামক দুই পুত্র উৎপাদন করেন। মহাত্মা মনুর আয়তি ও নিয়তি নাম্নী দুই কন্যা ছিলেন। ভৃগুনন্দন ধাতা আয়তিকে এবং বিধাতা নিয়তিকে পরিণয় করেন। কালক্রমে আয়তির গর্ভে প্রাণনামক এক পুত্র হয় এবং নিয়তির মৃকণ্ডু নামে এক সন্তান জন্মে। তাঁহার পুত্রের নাম মার্কণ্ডেয়। ১—৯।

দক্ষরাজের কন্যা মরীচি সম্ভূতিকে বিবাহ করেন। সম্ভূতি পৌর্ণমাস-নামে এক সন্তান প্রসব করেন। পৌর্ণমাসের বিরজঃ ও সর্ব্বগনামে দুই মহাত্মা পুত্র উৎপন্ন হয়। রাজর্ষি অঙ্গিরা দক্ষকন্যা স্মৃতির পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার অনেকগুলি পুত্র এবং সিনীবালী, কুহূ, -

চতুর্ব্বিংশতিকন্যাশ্চ দত্তবান্ দক্ষ-উত্তম ! শ্রদ্ধা লক্ষ্মী ধৃতি-তুষ্টিঃ পুষ্টির্ম্মেধা ক্রিয়া তথা ॥ ২৫
বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তি ঋদ্ধিঃ কীর্ত্তিস্ত্রয়োদশী । পত্ন্যর্থং প্রতিজগ্রাহ ধর্ম্মো দাক্ষায়ণীঃ প্রভুঃ ॥ ২৫
খ্যাতিঃ সত্যথ সম্ভূতিঃ স্মৃতিঃ প্রীতিঃ ক্ষমা তথা । সন্নতিশ্চানসূয়া চ ঊর্জ্জা স্বাহা স্বধা তথা ॥ ২৬
ভৃগুর্ভবো মরীচিশ্চ তথা চৈবাঙ্গিরা মুনিঃ পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব ক্রতুশ্চর্ষিবরস্তথা ॥ ২৭
অত্রির্বশিষ্ঠো বহ্নিশ্চ পিতরশ্চ যথাক্রমম্ । খ্যাত্যাদ্যা জগৃহুঃ কন্যা মুনয়ো মুনিসত্তমাঃ ॥ ২৮
শ্রদ্ধা কামং চলা দর্পং নিয়মং ধৃতিরাত্মজম্ । সন্তোষঞ্চ তথা তুষ্টির্লোভং পুষ্টিরসূয়ত ॥ ২৯
মেধা শ্রুতং ক্রিয়া দণ্ডং নয়ং বিনয়মেব চ । বোধং বুদ্ধিস্তথা লজ্জা বিনয়ং বপুরাত্মজম্ ॥ ৩০
ব্যবসায়ং প্রজজ্ঞে বৈ ক্ষেমং শান্তিরসূয়ত । সুখমৃদ্ধির্যশঃ কীর্ত্তিরিত্যেতে ধর্ম্মসূনবঃ ॥ ৩১
কামস্য চ রতির্ভার্য্যা তৎপুত্রো হর্ষ উচ্যতে । ৩২
ইষ্টে কদাচিদ্যজ্ঞেন হয়মেধেন দক্ষকঃ । তত্র আযযুঃ সর্ব্বে যজ্ঞং কর্ত্তুং নিমন্ত্রিতাঃ ।
জামাতৃভিঃ সহিতাঃ সর্ব্বে রুদ্রং দেবীং সতীং বিনা ॥ ৩৩
অনাহূতা সতী প্রাপ্তা দক্ষেণৈবাবমানিতা ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জাতা মেনায়াং হিমালয়াৎ ॥৩৪
শম্ভোর্ভার্য্যাভবদ্গৌরী তস্যাং জজ্ঞে বিনায়কঃ কুমারশ্চৈব ভৃঙ্গীশঃ ক্রুদ্ধোঽভূচ্চ প্রজাপতিঃ ॥৩৫

ঐ দ্বাদশ পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত ও যম নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। দক্ষের ঔরসে প্রসূতির গর্ভে চতুর্ব্বিংশতি কন্যা উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের নাম কীর্ত্তিত হইতেছে। শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, ঋদ্ধি ও কীর্ত্তি। তন্মধ্যে ভগবান্ ধর্ম্ম এই ত্রয়োদশ কন্যা বিবাহ করিলেন। অবশিষ্ট একাদশ কন্যার নাম,—খ্যাতি, সতী, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনসূয়া, ঊর্জ্জা, স্বাহা ও স্বধা। ভৃগু, মহাদেব, মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অত্রি, বশিষ্ঠ, অগ্নি ও পিতৃগণ, ইঁহারা যথাক্রমে ঐ একাদশ কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, অর্থাৎ ভৃগু খ্যাতিকে, মহাদেব সতীকে, মরীচি সম্ভূতিকে, অঙ্গিরা স্মৃতিকে, পুলস্ত্য প্রীতিকে, পুলহ ক্ষমাকে, ক্রতু সন্নতিকে, অত্রি অনসূয়াকে, বশিষ্ঠ ঊর্জ্জাকে, অগ্নি স্বাহাকে ও পিতৃগণ স্বধাকে বিবাহ করেন। ১১—২৮।

পরে শ্রদ্ধা কামনামে পুত্র, লক্ষ্মী দর্পনামে পুত্র, ধৃতি নিয়ম নামে পুত্র, তুষ্টি সন্তোষনামে পুত্র, পুষ্টি লোভনামে পুত্র, মেধা শ্রুতনামে পুত্র, ক্রিয়া দণ্ড, নয় ও বিনয়-নামে পুত্রত্রয়, বুদ্ধি বোধনামে পুত্র, লজ্জা বিনয়নামে পুত্র, বপুঃ ব্যবসায় নামে পুত্র, শান্তি ক্ষেমনামে পুত্র, ঋদ্ধি সুখনামে পুত্র এবং কীর্ত্তি যশোনামে পুত্র প্রসব করেন। ধর্ম্ম হইতে তদীয় ত্রয়োদশ পত্নীর গর্ভে এই ষোড়শ পুত্রের উৎপত্তি হয়। ধর্ম্মতনয় কামের পত্নী রতি। তাঁহাদের হর্ষনামে এক পুত্র হয়, অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সতী ও রুদ্র ভিন্ন স্বীয় জামাতাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। জামাতারা আহূত হইয়া স্ব স্ব পত্নী সহ যজ্ঞসন্দর্শন করিতে সমাগত হইলেন। সতী পিতৃ-নিমন্ত্রণের অপেক্ষা না করিয়া দক্ষ দর্শন-মানসে গমন করিলেন। দক্ষ অনাহূতা সতীকে উপস্থিত দেখিয়া বহু তিরস্কার করিয়াছিলেন। দক্ষ-কৃত সেই অপমানে সতী স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার হিমালয় হইতে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। সতী হিমালয়-গৃহে গৌরী-নাম গ্রহণপূর্ব্বক শম্ভুর গৃহিণী হন। তাঁহার গর্ভে গণেশ, কার্ত্তিকেয় ও ভৃঙ্গীশ, এই তিন পুত্র জন্মে। সতীর

বিধ্বংস্য যজ্ঞং দক্ষঞ্চ তং শশাপ পিনাকধৃক্। ধ্রুবস্যান্বয়সম্ভূতো মনুষ্যস্ত্বং ভবিষ্যসি। ৩৬
ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ।

উত্তানপাদাদভবৎ সুরুচ্যামুত্তমঃ সুতঃ। সুনীত্যাঞ্চ ধ্রুবঃ পুত্রঃ স লেভে স্থানমুত্তমম্ ॥ ১
মুনিপ্রসাদাদারাধ্য দেবদেবং জনার্দ্দনম্। ধ্রুবস্য তনয়ঃ শিষ্টি র্ভব্যপরাক্রমঃ ॥ ২
তস্য প্রাচীনবর্হিস্তু পুত্রস্তস্যোদারধীঃ। দিবঞ্জয়স্য সুত-স্তস্য পুত্রো রিপুঃ স্মৃতঃ ॥ ৩
রিপোঃ পুত্রস্ততঃ শ্রীমাংশ্চাক্ষুষঃ কীর্ত্তিতো মনুঃ। রুরুস্তস্য সুতঃ শ্রীমানঙ্গস্তস্য তথাত্মজঃ ॥ ৪
অঙ্গস্য বেণঃ পুত্রস্তু নাস্তিকো ধর্ম্মবর্জ্জিতঃ। অধর্ম্মকারী বেণশ্চ মুনিভিশ্চ কুশৈর্হতঃ ॥ ৫
ঊরুং মমন্থুঃ পুত্রার্থং ততোঽস্য তনয়োঽভবৎ। হ্রস্বোঽতিমাত্রঃ কৃষ্ণাঙ্গো নিষীদেতি ততোঽব্রুবন্।
নিষাদস্তেন বৈ জাতো বিন্ধ্যশৈলনিবাসকঃ ॥ ৬
ততোঽস্য দক্ষিণং পাণিং মমন্থুঃ সহসা দ্বিজাঃ। তস্মাত্তস্য সুতো জাতো বিষ্ণোর্মানসরূপধৃক্ ॥ ৭
পৃথুরিত্যেব নাম্না স বেণঃ পুত্রাদ্দিবং যযৌ। দুদোহ পৃথিবীং রাজা প্রজানাং জীবনায় হি ॥ ৮

দেহত্যাগকালে মহাতেজা পিনাকপাণি মহাদেব কুপিত হইয়া যজ্ঞ বিনাশপূর্ব্বক দক্ষকে, "তুমি ধ্রুবের বংশে মনুষ্য হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিবে"—এইরূপে অভিশাপ প্রদান করেন। ১৯—৩৬।
শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হরি কহিলেন,—উত্তানপাদের সুরুচি-নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে উত্তম-নামক এবং সুনীতির গর্ভে ধ্রুব নামক পুত্র উৎপন্ন হয়। ধ্রুব মহর্ষি প্রসাদে দেবদেব জনার্দ্দনের আরাধনা করিয়া উত্তম স্থান লাভ করিয়াছিলেন। ধ্রুবের মহাবল পরাক্রান্ত শিষ্টি নামক এক পুত্র জন্মে। শিষ্টির প্রাচীনবর্হি নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। প্রাচীনবর্হির পুত্র উদারধী, তাঁহার পুত্র দিবঞ্জয়, দিবঞ্জয়ের পুত্র রিপু, রিপুর পুত্র চাক্ষুষ। ইনি চাক্ষুষ-মনু-নামে বিখ্যাত হন। চাক্ষুষ মনুর পুত্র রুরু, রুরুর পুত্র অঙ্গ। অঙ্গের বেণ-নামক এক পুত্র জন্মে। বেণ নাস্তিক অর্থাৎ ঈশ্বর মানিতেন না এবং ধর্ম্মবর্জ্জিত ও অধর্ম্মকারী ছিলেন। মুনিগণ কুশদ্বারা তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। পরে তাপসগণ তাঁহার পুত্রোৎপাদনার্থ ঊরুদেশ মন্থন করিলে, তাহা হইতে খর্ব্বাকৃতি কৃষ্ণাঙ্গ এক তনয় উৎপন্ন হইল, মুনিগণ তাহাকে "নিষীদ," অর্থাৎ উপবেশন কর, এই কথা বলিয়াছিলেন। সেই জন্য সে "নিষাদ" নামে খ্যাত হইল। নিষাদ বিন্ধ্যাচলে বসতি করিতে লাগিল। অনন্তর ঋষিগণ পুনরায় বেণের দক্ষিণ হস্ত মন্থন করিলেন। তাহাতে বিষ্ণুর মানসরূপধারী এক পুত্র উদ্ভূত হইল। সেই বেণতনয় পৃথু নামে বিখ্যাত হইলেন। বেণরাজ পুত্রের জন্মহেতু পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করেন। প্রজাবর্গের জীবনরক্ষার্থ পৃথুরাজ পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন। পৃথুরাজের

প্রদদৌ বহুপুত্রায় সুপ্রভাং ভামিনীং তথা ॥ ২২
মনোরমাং ভানুমতীং বিশালাং বহুদামথ । দক্ষঃ প্রাদান্মহাতেজাশ্চতস্রোঽরিষ্টনেমিনে ॥ ২৩
স কৃশাশ্বায় চ প্রাদাৎ সুপ্রভাঞ্চ তথা জয়াম্ । অরুন্ধতী বসুর্যামী লম্বা ভানুর্মরুত্বতী ॥ ২৪
সঙ্কল্পা চ মুহূর্তা চ সাধ্যা বিশ্বা চ তা দশ । ধর্মপত্ন্যঃ সমাখ্যাতাঃ কশ্যপস্য বদাম্যহম্ ॥ ২৫
অদিতির্দিতির্দনুঃ কালা হ্যনায়ুঃ[1] সিংহিকা মুনিঃ । কদ্রুঃ প্রাধা ইরা ক্রোধা বিনতা সুরভিঃ খগা ॥ ২৬
বিশ্বেদেবাস্তু বিশ্বায়াঃ সাধ্যা সাধ্যান্ ব্যজায়ত । মরুত্বত্যাং মরুত্বন্তো বসোস্তু বসবস্তথা ॥ ২৭
ভানোস্তু ভানবো রুদ্র মুহূর্তাস্তু মুহূর্তজাঃ । লম্বায়াশ্চৈব ঘোষোঽথ নাগবীথী তু যামিজঃ ॥ ২৮
পৃথিবীবিষয়ং সর্বমরুন্ধত্যাং ব্যজায়ত । সঙ্কল্পায়াস্তু সর্বাত্মা জজ্ঞে সঙ্কল্প এব হি ॥ ২৯
আপো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ ধরশ্চৈবানিলোঽনলঃ । প্রত্যূষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবো নামভিঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩০
আপস্য পুত্রো বৈতণ্ড্যঃ শ্রমঃ শান্তো ধ্বনিস্তথা । ধ্রুবস্য পুত্রো ভগবান্ কালো লোকপ্রকালনঃ ॥ ৩১
সোমস্য ভগবান্ বর্চা বর্চস্বী যেন জায়তে । ধরস্য পুত্রো দ্রবিণো হুতহব্যবহস্তথা ॥ ৩২
মনোহরায়াং শিশিরঃ প্রাণোঽথ রমণস্তথা । অনিলস্য শিবা ভার্যা যস্যাঃ পুত্রঃ পুরোজবঃ ॥ ৩৩
অবিজ্ঞাতগতিশ্চৈব দ্বৌ পুত্রাবনিলস্য তু । অগ্নিপুত্রঃ কুমারস্তু শরস্তম্বে ব্যজায়ত ॥ ৩৪
তস্য শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ[2] পৃষ্ঠজঃ । অপত্যং কৃত্তিকানাং তু কার্ত্তিকেয় ইতি স্মৃতঃ ॥ ৩৫

সপ্তবিংশতি কন্যা চন্দ্রকে, সুপ্রভা ও ভামিনীনাম্নী দুই কন্যা বহুপুত্রকে এবং মনোরমা, ভানুমতী, বিশালা ও বহুদা, এই চারি কন্যা অরিষ্টনেমিকে প্রদান করিয়াছিলেন। কৃশাশ্বের পত্নীদিগের নাম সুপ্রভা ও জয়া। অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা, ধর্ম ইহাদিগকে বিবাহ করেন, ইহারা ধর্মপত্নী নামে বিখ্যাত। কশ্যপপত্নী-দিগের নাম কীর্তন করিতেছি,—অদিতি, দিতি, দনু, কালা, অনায়ু, সিংহিকা মুনি, কদ্রু, প্রাধা, ইরা, ক্রোধা, বিনতা, সুরভি ও খগা। ধর্মপত্নীদিগের গর্ভে যে যে সন্তান উৎপন্ন হই-য়াছে, তাহাদিগের নাম কীর্তিত হইতেছে। বিশ্বার গর্ভে বিশ্বদেবগণ, সাধ্যার গর্ভে সাধ্যগণ, মরুত্বতীর গর্ভে মরুদ্গণ, বসু হইতে বসুগণ, ভানু হইতে ভানুগণ, মুহূর্তা হইতে মুহূর্তগণ, লম্বা হইতে ঘোষ ও যামী হইতে নাগবীথি জন্মিয়াছিলেন। এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সেই সমুদয়ই অরুন্ধতী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সর্বাত্মা সঙ্কল্প সঙ্কল্পানাম্নী ধর্ম-পত্নীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। পূর্বোল্লিখিত বসুগণের নাম যথা,—আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস, এই আটজন ভিন্ন ভিন্ন নামে খ্যাত আছেন। ২০-৩০।

ইঁহাদের মধ্যে আপের পুত্র বৈতণ্ড্য, শ্রম, শান্ত ও ধ্বনি। ধ্রুবের পুত্র লোকসংহর্তা ভগবান্ কাল। সোমের পুত্র ভগবান্ বর্চা। ইঁহা হইতে মনুষ্য বর্চস্বী (কান্তিমান্) হইয়া থাকে। মনোহরার গর্ভে ধরের যে পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হয়, তাঁহাদের নাম দ্রবিণ, হুতহব্যবহ, শিশির, প্রাণ ও রমণ। অনিলের ভার্যার নাম শিবা। অনিল হইতে শিবার গর্ভে পুরোজব ও অবিজ্ঞাতগতি নামে দুই পুত্র জন্মে। অগ্নির পুত্র কুমার, ইনি শরবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় নামে তিনটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা

১। অনায়ুরিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। ২। নৈগমেষশ্চেতি পাঠান্তরম্।

প্রত্যূষস্য বিভোঃ পুত্রমৃষিং নাম্না তু দেবলম্। বিশ্বকর্ম্মা প্রভাসস্য বিখ্যাতো দেববর্দ্ধকিঃ ॥ ৩৬
অজৈকপাদহির্ব্বুধ্ন্যস্ত্বষ্টা রুদ্রশ্চ বীর্য্যবান্। ত্বষ্টুশ্চাপ্যাত্মজঃ পুত্রো বিশ্বরূপো মহাতপাঃ ॥ ৩৭
হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চাপরাজিতঃ। বৃষাকপিশ্চ শম্ভুশ্চ কপর্দ্দী রৈবতস্তথা ॥ ৩৮
মৃগব্যাধশ্চ সর্পশ্চ কপালী চ মহামুনে। একাদশৈতে কথিতা রুদ্রাস্ত্রিভুবনেশ্বরাঃ ॥ ৩৯
সপ্তবিংশতি সোমস্য পত্ন্যো নক্ষত্রসংজ্ঞিতাঃ ॥ ৪০
অদিত্যাং কশ্যপাচ্চৈব পূর্ব্বং দ্বাদশ জজ্ঞিরে। বিষ্ণুঃ শক্রোঽর্য্যমা ধাতা ত্বষ্টা পূষা তথৈব চ ॥ ৪১
বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ। অংশুমাংশ্চ ভগশ্চৈব আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥ ৪২
হিরণ্যকশিপুর্দিত্যাং হিরণ্যাক্ষোঽভবত্তথা। সিংহিকা চাভবৎ কন্যা বিপ্রচিত্তি-পরিগ্রহা ॥ ৪৩
হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাশ্চত্বারঃ প্রথিতৌজসঃ। অনুহ্লাদশ্চ হ্লাদশ্চ প্রহ্লাদশ্চৈব বীর্য্যবান্।
সংহ্লাদশ্চাভবত্তেষাং প্রহ্লাদো বিষ্ণুতৎপরঃ ॥ ৪৪
সংহ্লাদপুত্র আয়ুষ্মান্ শিবির্ব্বাস্কল এব চ। বিরোচনস্তু প্রাহ্লাদির্বলির্জজ্ঞে বিরোচনাৎ।
বলেঃ পুত্রশতং ত্বাসীদ্বাণজ্যেষ্ঠং বৃষধ্বজ ॥ ৪৫
হিরণ্যাক্ষসুতাশ্চাসন্ সর্ব্ব এব মহাবলাঃ। উৎকুরঃ শকুনিশ্চৈব ভূতসন্তাপনস্তথা।
মহানাভো মহাবাহুঃ কালনাভস্তথাপরঃ ॥ ৪৬
অভবন্ দনুপুত্রাশ্চ দ্বিমূর্দ্ধা শঙ্করস্তথা। অয়োমুখঃ শঙ্কুশিরাঃ কপিলঃ শম্বরস্তথা ॥ ৪৭

উৎপন্ন হইয়াছিলেন। কৃত্তিকাগণের পুত্ররূপে পরিপালিত হইয়াছিলেন, এ নিমিত্ত তিনি 'কার্ত্তিকেয়' নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহর্ষি দেবল প্রত্যূষের পুত্র। প্রভাসের পুত্র বিখ্যাত বিশ্বকর্ম্মা; ইনি দেবতাদিগের শিল্পী। বিশ্বকর্ম্মার চারি পুত্র, তাঁহাদের নাম অজৈকপাদ, অহির্ব্বুধ্ন, ত্বষ্টা ও রুদ্র। ইঁহারা সকলেই মহাবল। ইঁহাদের মধ্যে ত্বষ্টা হইতে মহাতপাঃ বিশ্বরূপ উৎপন্ন হইলেন। ইঁহারা একাদশ রুদ্র বলিয়া খ্যাত। ইঁহাদের নাম —হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী, রৈবত, মৃগব্যাধ, সর্প ও কপালী; ইঁহারা ত্রিভুবনের ঈশ্বর। দক্ষ চন্দ্রকে যে সপ্তবিংশতি কন্যা অর্পণ করেন, তাঁহারা নক্ষত্র-নামে প্রথিত হন। কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে দ্বাদশ সূর্য্য উৎপন্ন হন। তাঁহাদিগের নাম বিষ্ণু, শক্র, অর্য্যমা, ধাতা, ত্বষ্টা, পূষা, বিবস্বান্, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশুমান্, ভগ। ইঁহারা দ্বাদশ আদিত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ৩১—৪২।

দিতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামক দুই পুত্র এবং সিংহিকা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। বিপ্রচিত্তি এই কন্যার পাণিগ্রহণ করে। হিরণ্যকশিপুর চারি পুত্র উৎপন্ন হয়। ইহারা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত। এই চারি পুত্রের নাম অনুহ্লাদ, হ্লাদ, প্রহ্লাদ ও সংহ্লাদ। ইহাদিগের মধ্যে প্রহ্লাদ বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন। সংহ্লাদের তিন পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহাদের নাম আয়ুষ্মান্, শিবি ও বাস্কল। প্রহ্লাদের এক পুত্র জন্মে, তাহার নাম বিরোচন। বিরোচন হইতে বলির জন্ম হয়। বলির একশত পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে বাণ সকলের জ্যেষ্ঠ। হিরণ্যাক্ষের কতিপয় পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল; তাহারা সকলেই মহাবলশালী। তাহাদের নাম,—উৎকুর, শকুনি, ভূতসন্তাপন, মহানাভ, মহাবাহু ও কালনাভ। ইহারা দৈত্য। দনুর অনেকগুলি পুত্র জন্মে। তাহাদের নাম দ্বিমূর্দ্ধা, শঙ্কর,

একচক্রো মহাবাহুস্তারকশ্চ মহাবলঃ। স্বর্ভানুর্বৃষপর্ব্বা চ পুলোমা চ মহাসুরঃ ॥ ৪৮
এতে দনোঃ সুতাঃ খ্যাতা বিপ্রচিত্তিশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৪৯
স্বর্ভানোঃ প্রভা কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্ব্বণী। উপদানবী হয়শিরাঃ প্রখ্যাতা বরকন্যকাঃ ॥ ৫০
বৈশ্বানরসুতে চোভে পুলোমা কালকা তথা। উভে তে তু মহাভাগে মারীচেস্তু পরিগ্রহঃ ॥ ৫১
তাভ্যাং পুত্রসহস্রাণি ষষ্টিং দানবসত্তমাঃ। পৌলোমাঃ কালকেয়াশ্চ মারীচতনয়াঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫২
সিংহিকায়াং সমুৎপন্না বিপ্রচিত্তিসুতাস্তথা। ব্যংশঃ শল্যশ্চ বলবান্ নভশ্চৈব মহাবলঃ ॥ ৫৩
বাতাপির্নমুচিশ্চৈব ইল্বলঃ খসৃমস্তথা। অঞ্জকো নরকশ্চৈব কালনাভস্তথৈব চ।
নিবাতকবচা দৈত্যাঃ প্রহ্লাদস্য কুলেঽভবন্ ॥ ৫৪
ষড়েবাশ্চ মহাসত্ত্বাস্তাম্রায়াঃ পরিকীর্তিতাঃ। শুকী শ্যেনী চ ভাসী চ সুগ্রীবী শুচিগৃধ্রিকা ॥ ৫৫
শুকী শুকানুলূকাংশ্চ জনয়ামাস পুত্রকান্। শ্যেনী শ্যেনাংস্তথা ভাসী ভাসান্ গৃধ্রাংশ্চ গৃধ্র্যপি ॥ ৫৬
শুচ্যৌদকান্ পক্ষিগণান্ সুগ্রীবী তু ব্যজায়ত। অশ্বানুষ্ট্রান্ গর্দ্দভাংশ্চ তাম্রাবংশঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৫৭
বিনতায়াস্তু পুত্রৌ দ্বৌ বিখ্যাতৌ গরুড়ারুণৌ। সুরসায়াঃ সহস্রন্তু সর্পাণামমিতৌজসাম্ ॥ ৫৮
কাদ্রবেয়াশ্চ ফণিনঃ সহস্রমমিতৌজসঃ। তেষাং প্রধানং ভূতেশ শেষবাসুকিতক্ষকাঃ ॥ ৫৯
শঙ্খঃ শ্বেতো মহাপদ্মঃ কম্বলাশ্বতরৌ তথা। এলাপত্রস্তথা নাগঃ কর্কোটক-ধনঞ্জয়ৌ।
গণং ক্রোধবশং বিদ্ধি তে চ সর্ব্বে চ দংষ্ট্রিণঃ ॥ ৬০
ক্রোধা তু জনয়ামাস পিশাচাংশ্চ মহাবলান্। গাস্তু বৈ জনয়ামাস সুরভির্মহিষাংস্তথা ॥ ৬১

অয়োমুখ, শঙ্কুশিরাঃ, কপিল, শম্বর, একচক্র মহাবাহু, মহাবল, তারক, স্বর্ভানু বৃষপর্ব্বা, মহাসুর, পুলোমা ও বিপ্রচিত্তি। ইঁহারা দানব বলিয়া বিখ্যাত। ঐ সকল পুত্রগণের মধ্যে বিপ্রচিত্তি বীর্য্যবান্। স্বর্ভানুর কন্যার নাম প্রভা। বৃষপর্ব্বার কন্যার নাম শর্ম্মিষ্ঠা। এতদ্ব্যতীত বৃষপর্ব্বার বরাননবিশিষ্টা আরও দুইটি কন্যা ছিল; তাহাদের একটির নাম উপদানবী, অপর নাম হয়শিরা। বৈশ্বানরের যে দুইটি কন্যা জন্মিয়াছিল, তাহাদের নাম পুলোমা ও কালকা। ইঁহারা মহাসৌভাগ্য-শালিনী ছিলেন। মারীচপুত্র কশ্যপ এই দুইটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহাদের গর্ভে ষষ্টিসহস্র দানব সমুৎপন্ন হয়। এই মারীচ তনয়গণ অসুর, পৌলোম ও কালকেয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিপ্রচিত্তি হইতে সিংহিকার গর্ভে যে সকল পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাদের নাম,—ব্যংশ, শল্য, বলবান্ নভ, মহাবল, বাতাপি, নমুচি, ইল্বল, খসৃম, অঞ্জক, নরক, কালনাভ; নিবাতকবচ প্রভৃতি দৈত্য সকল প্রহ্লাদবংশোৎপন্ন। ৪৮—৫৪।

তাম্রার ছয়টি কন্যা জন্মিয়াছিল, তাহাদের প্রভাব অতি-আশ্চর্য্য। ইঁহাদের নাম শুকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, শুচি ও গৃধ্রিকা। ইঁহাদের মধ্যে শুকী হইতে শুকগণ, পেচকগণ ও কাকগণ; শ্যেনী হইতে শ্যেনগণ, ভাসী হইতে ভাসগণ, গৃধ্রী হইতে গৃধ্রগণ, শুচি হইতে জলচর পক্ষিগণ, সুগ্রীবী হইতে অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্দ্দভগণ উদ্ভূত হয়। ইহারা তাম্রার বংশ। বিনতার গর্ভে জগদ্বিখ্যাত দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের জ্যেষ্ঠের নাম অরুণ ও কনিষ্ঠের নাম গরুড়। সুরসার গর্ভে অমিততেজস্বী সহস্র সর্পের উৎপত্তি হয়। কদ্রুর গর্ভেও অমিততেজস্বী সহস্র সর্প উৎপন্ন হয়। তাহাদের মধ্যে শেষ, বাসুকি, তক্ষক, শঙ্খ, শ্বেত, মহাপদ্ম, কম্বল, অশ্বতর, এলাপত্র, কর্কোটক ও ধনঞ্জয় ইঁহারা প্রধান। এই সকল সর্প

ইরা বৃক্ষলতাবল্লীতৃণজাতীশ্চ সর্ব্বশঃ। খসা চ যক্ষরক্ষাংসি মুনিরপ্সরসস্তথা।
অরিষ্টা তু মহাসত্ত্বান্ গন্ধর্ব্বান্ সমজীজনৎ॥ ৬২
দেবা একোনপঞ্চাশন্মরুতো হ্যভবন্নিতি। একজ্যোতির্দ্বিজ্যোতিশ্চ ত্রিচতুর্জ্যোতিরেব চ॥ ৬৩
একশক্রো দ্বিশক্রশ্চ ত্রিশক্রশ্চ মহাবলঃ। ঈদৃক্ চান্যাদৃক্ সদৃক্ চ ততঃ প্রতিসদৃক্ তথা॥ ৬৪
মিতশ্চ সমিতশ্চৈব সুমিতশ্চ মহাবলঃ। ঋতজিৎ সত্যজিচ্চৈব সুষেণঃ সেনজিত্তথা॥ ৬৫
অতিমিত্রোঽন্যমিত্রশ্চ দূরমিত্রোঽজিৎ ঋতঃ। ঋতশ্চ ঋতধর্ম্মা চ বিহর্ত্তা বরুণো ধ্রুবঃ॥ ৬৬
বিধারণশ্চতুর্থোঽয়ং সুহমেষগণঃ স্মৃতঃ। ঈদৃক্ষশ্চ সদৃক্ষশ্চ এতাদৃক্ষো মিতাশনঃ॥ ৬৭
এতনঃ প্রসদৃক্ষশ্চ বৃষভশ্চ মহাযশাঃ। তাদৃগুগ্রোধ্বনির্ভাসো বিমুক্তো বিক্ষিপঃ সহঃ॥ ৬৮
দ্যুতির্ব্বসুরনাধৃষ্যো লাভঃ কামো জয়ী বিরাট্। উদ্বেষণো গণো নাম বায়ুস্কন্ধে তু সপ্তমে॥ ৬৯
এতে সর্ব্বে হরে রূপং রাজানো দানবা সুরাঃ। সূর্য্যাদিপরিবারেণ সর্ব্বান্তা ইজিরে হরিম্॥ ৭০

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

রুদ্র উবাচ।

সূর্য্যাদিপূজনং ব্রূহি স্বায়ম্ভুবাদিভিঃ কৃতম্। ভুক্তিমুক্তিপ্রদং সারং ব্যাস সংক্ষেপতঃ পরম্॥ ১

হরিরুবাচ।

সূর্য্যাদিপূজাং বক্ষ্যামি ধর্ম্মকামাদি-কামিকাম্॥ ২

ক্রোধবশ ও দংষ্ট্রী। ক্রোধ মহাবলশালী মাংসাশী পিশাচগণ উৎপাদন করেন; আর সুরভি গোগণ ও মহিষগণ প্রসব করিয়াছিলেন। ইরা হইতে সমুদয় বৃক্ষ, লতা, বল্লী ও তৃণ-জাতির উৎপত্তি হয়। খসানাম্নী কশ্যপগৃহিণী হইতে যক্ষগণ ও রাক্ষসগণ এবং মুনিনাম্নী স্ত্রীর গর্ভে অপ্সরোগণের উৎপত্তি হইয়াছে। অরিষ্টা মহাসত্ত্ব গন্ধর্ব্বগণকে প্রসব করেন। দিতির গর্ভে মরুৎ নামে একোনপঞ্চাশৎ দেবগণের উৎপত্তি হয়। এই মরুদ্গণের নাম,—একজ্যোতিঃ, দ্বিজ্যোতিঃ, ত্রিজ্যোতিঃ, চতুর্জ্যোতিঃ, একশক্র, দ্বিশক্র, ত্রিশক্র, ঈদৃক্, অন্যাদৃক্, সদৃক্, প্রতিসদৃক্, মিত, সমিত, সুমিত, ঋতজিৎ, সত্যজিৎ, সুষেণ, সেনজিৎ, অতিমিত্র, অমিত্র, দূরমিত্র, অজিৎ, ঋত, ঋতধর্ম্মা, বিহর্ত্তা, বরুণ, ধ্রুব, বিধারণ, ঈদৃক্ষ, সদৃক্ষ, এতাদৃক্ষ, এতন, প্রসদৃক্ষ, বৃষভ, তাদৃক্, উগ্র, ধ্বনি, ভাস, বিমুক্ত, বিক্ষিপ, সহ, দ্যুতি, বসু, অনাধৃষ্য, লাভ, কাম, জয়ী, বিরাট্ ও উদ্বেষণ। এই উনপঞ্চাশৎ বায়ু সকলেই হরির অংশস্বরূপ। রাজা, দানব, দেব, সূর্য্য, মনুপ্রভৃতি সকলেই পরিবারবর্গের সহিত হরির অর্চ্চনা করেন। ৫৫—৭০।

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬॥

সপ্তম অধ্যায়

রুদ্র কহিলেন, ব্যাস! তুমি সংক্ষেপে স্বায়ম্ভুবাদিকৃত ভুক্তিমুক্তিপ্রদ ও সকল পূজার সারভূত সূর্য্যাদিপূজা কীর্ত্তন কর। হরি কহিলেন,—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপ্রদ সূর্য্যাদিপূজা

পত্রধারাঃ সরস্বত্যা আসনাদ্যং প্রকল্পয়েৎ । সূর্য্যাদীনাং স্বকৈর্মন্ত্রৈঃ পবিত্রারোহণং তথা ॥ ১১

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

হরিরুবাচ ।

ভূমিষ্ঠে মণ্ডপে ধাম্নি মণ্ডলে বিষ্ণুমর্চয়েৎ । পঞ্চরত্নকচূর্ণেন বজ্রনাভন্তু মণ্ডলম্ ॥ ১

ষোড়শৈঃ কোষ্ঠকৈর্যুক্তং সমিতং রুদ্র কারয়েৎ । চতুর্থপঞ্চকোণেষু সূত্রপাতঞ্চ কারয়েৎ ॥ ২

কোণসূত্রাদুভয়তঃ কোণা যে তত্র সংস্থিতাঃ । তেষু চৈব প্রকুর্ব্বীত সূত্রপাতং বিচক্ষণঃ ॥ ৩

তদনন্তরকোণেষু এবমেব হি কারয়েৎ । এবং নাভিশ্চিত্রা মধ্যে রেখাপ্রসারণে ॥ ৪

অন্তরেষু চ সর্ব্বেষু অষ্টৌ চৈব তু নাভয়ঃ । পূর্ব্বমধ্যমনাভিভ্যামথ সূত্রঞ্চ ভ্রাময়েৎ ॥ ৫

অন্তরেষু বিসর্গেষু পাদোনং ভ্রাময়েন্মম । অনেন নাভিসূত্রস্য কর্ণিকাং ভ্রাময়েদ্বিঃ ॥ ৬

কর্ণিকায়া বিভাগেন কেশরাণি বিচক্ষণঃ । তদগ্রেণ দলা বিপ্রান্ দলান্তেব সমালিখেৎ ॥ ৭

মন্ত্রে ক্ষেত্রপাল, গুরু ও পরমগুরুর অর্চ্চনা করিবে অতঃপর শ্বেতপদ্মবাসিনী সরস্বতী-দেবীকে আসনাদি উপহার দান করিবে। সূর্য্যাদি দেবতার স্ব স্ব মন্ত্রে অর্চ্চন এবং পবিত্রারোহণ করা কর্ত্তব্য। ১—১১।

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়

হরি বলিলেন,—সাধক যথাবিধি স্নানকার্য্য সমাপন করিয়া ভূমিস্থিত মণ্ডপে মণ্ডল নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেই মণ্ডলে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে। পঞ্চবর্ণ-চূর্ণদ্বারা বজ্রনাভমণ্ডল প্রস্তুত করিতে হইবে। রুদ্র! মণ্ডল-অঙ্কনপ্রণালী যথা,—একহস্ত পরিমিত চতুরস্র অঙ্কিত করিয়া, তাহাকে ষোড়শ কোষ্ঠে বিভক্ত করিবে। অনন্তর চতুর্থ ও পঞ্চম কোণে সূত্রপাত করিয়া রেখা অঙ্কিত করিবে। পরে কোণসূত্রের উভয় পার্শ্বে যে সকল কোণ আছে, তাহাতে সূত্রপাত করিয়া রেখা দিবে এবং তন্মধ্যে কোষ্ঠাতে কোণসূত্রপাত করিয়া রেখা অঙ্কিত করিবে। এইরূপ কোণসূত্রদ্বয়ের মধ্যস্থলে সূত্রপাত করিয়া রেখা অঙ্কিত করিবে। এইরূপ সূত্রপাত ও রেখা অঙ্কিত হইলে, দেখিতে পাইবে যে, মধ্যনাভির (যে স্থলে কোণ-সূত্রদ্বয় মিলিত হয়, সেই মিলনস্থলকে নাভি বলে) চতুষ্পার্শ্বে ঐরূপ আটটী নাভি হইয়াছে। মধ্যনাভি হইতে পূর্ব্বনাভি পর্য্যন্ত সূত্রপাত করিয়া, সেই সূত্র ভ্রামিত করিয়া বৃত্তাকার রেখা অঙ্কিত করিবে। হে হর! বিপ্রবর পুনশ্চ ঐ বৃত্তান্তর্গত স্থানের চতুর্থাংশ পরিত্যাগ করিয়া সূত্রভ্রামণপূর্ব্বক রেখাপাত দ্বারা আর একটি বৃত্ত করিবে। এইরূপ নাভির চতুর্দ্দিকে সূত্রকে ভ্রামিত করিয়া বৃত্তাকার কর্ণিকাক্ষেত্র প্রস্তুত করিবে। কর্ণিকার দ্বিভাগ পরিমিত কেশরক্ষেত্র হইবে। কেশরের অগ্রে দল (পত্র) লিখিবে। হে হরত! পরমতত্ত্বজ্ঞ

সর্ব্বেষু নাভিক্ষেত্রেষু মানেনানেন সুব্রত । পদ্মানি তানি কুর্ব্বীত দেশিকঃ পরমার্থবিৎ ॥ ৮
আদিসূত্রবিভাগেন দ্বারাণি পরিকল্পয়েৎ । দ্বারশোভাং তথা তত্র উপশোভাং তু কল্পয়েৎ ॥ ৯
কর্ণিকাং পীতবর্ণেন সিতরক্তাদিকেশরান্ । অন্তরং নীলবর্ণেন দলানি অসিতেন চ ॥ ১০
কৃষ্ণবর্ণেন রজসা চতুরস্রং প্রপূরয়েৎ । দ্বারাণি শুক্লবর্ণেন রেখাঃ পঞ্চ চ মণ্ডলে ॥ ১১
সিতা রক্তা তথা পীতা কৃষ্ণা চৈব যথাক্রমম্ । কৃত্বৈবং মণ্ডলং চাদৌ ন্যাসং কৃত্বার্চ্চয়েদ্ধরিম্ ॥ ১২
হৃন্মধ্যে তু ন্যসেদ্বিষ্ণুং কণ্ঠে সঙ্কর্ষণং তথা । প্রদ্যুম্নং শিরসি ন্যস্য শিখায়ামনিরুদ্ধকম্ ॥ ১৩
ব্রহ্মাণং সর্ব্বগাত্রেষু করয়োঃ শ্রীধরং তথা । অহং বিষ্ণুরিতি ধ্যাত্বা কর্ণিকায়াং ন্যসেদ্ধরিম্ ॥ ১৪
ন্যসেৎ সঙ্কর্ষণং পূর্ব্বে প্রদ্যুম্নঞ্চৈব দক্ষিণে । অনিরুদ্ধং পশ্চিমে চ ব্রহ্মাণমুত্তরে ন্যসেৎ ॥ ১৫
শ্রীধরং রুদ্রকোণেষু ইন্দ্রাদীন্ দিক্ষু বিন্যসেৎ ।
ততোঽভ্যর্চ্চ্য চ গন্ধাদ্যৈঃ প্রাপ্নুয়াৎ পরমং পদম্ ॥ ১৬

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

সাধক এইরূপ সকল নাভিস্থানে উক্ত পরিমাণে অষ্ট দলাত্মক অঙ্কিত করিয়া পদ্ম অঙ্কিত করিবে। তৎপরে আদি সূত্রের (চতুরস্ররেখার) বিভাগানুসারে দ্বার অঙ্কিত করিয়া, তদর্দ্ধপরিমাণে শোভা ও উপশোভা অঙ্কিত করিবে। চতুরস্রের চতুর্দিকেই দ্বার, শোভা ও উপশোভা করিতে হয়। ১—৯।

এইরূপে মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া, ঐ মণ্ডল পঞ্চবর্ণ চূর্ণদ্বারা শুক্ল, পীত, রক্ত, কৃষ্ণ ও শ্যামল রঞ্জিত করিবে। পীতবর্ণচূর্ণদ্বারা কর্ণিকা রঞ্জিত করিয়া, কেশর-সকল শুক্লবর্ণ কিংবা রক্তবর্ণ করিবে। অভ্যন্তর সকল নীলবর্ণ ও পত্রগুলি কৃষ্ণবর্ণ চিত্রিত করিবে। চতুরস্রের অবকাশ স্থানগুলি কৃষ্ণবর্ণ এবং দ্বারগুলি শুক্লবর্ণ করিয়া মণ্ডলের বহির্ভাগে পাঁচটী রেখা অঙ্কিত করিবে। ঐ সকল রেখা যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ ও শ্যামবর্ণ চূর্ণদ্বারা রঞ্জিত করিবে। এইরূপে মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে হরির অর্চ্চনা করিবে। প্রথমে ন্যাস করিবে, সেই ন্যাসের প্রণালী এই,— হৃদয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, কণ্ঠে ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ, মস্তকে ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ, শিখাস্থানে ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ, সর্ব্বগাত্রে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, হস্তদ্বয়ে ওঁ শ্রীধরায় নমঃ, এইরূপে স্বীয় শরীরে ন্যাস করিয়া স্বীয় আত্মাকে হরির স্বরূপ ধ্যান করিয়া কর্ণিকা-স্থানে হরিকে স্থাপন করিবে। মণ্ডলের পূর্ব্বদ্বারে সঙ্কর্ষণ, দক্ষিণদ্বারে প্রদ্যুম্ন, পশ্চিমদ্বারে অনিরুদ্ধ, উত্তরদ্বারে ব্রহ্মা, ঈশানকোণে শ্রীধর, এই সকল দেবতা স্থাপনপূর্ব্বক পূর্ব্বদিকে ইন্দ্র, অগ্নিকোণে অগ্নি, দক্ষিণদিকে যম, নৈর্ঋতকোণে নির্ঋতি, পশ্চিমদিকে বরুণ, বায়ুকোণে বায়ু, উত্তরদিকে কুবের, ঈশানকোণে ঈশান, এই অষ্টদিক্‌পাল স্থাপন করত গন্ধাদি উপহারে অর্চ্চনা করিবে। মানব এইরূপ অর্চ্চনা করিলে পরমপদ প্রাপ্ত হয়। ১০—১৬।

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ ।

হরিরুবাচ ।

শমী দীক্ষিতঃ শিষ্যো বদ্ধনেত্রস্তু বাসসা । অষ্টোত্তরশতং তস্য মূলমন্ত্রেণ হোমযেৎ ॥ ১
দ্বিগুণং পুত্রকে হোমং ত্রিগুণং সাধকে স্মৃতম্ । নির্বাণদেশিকে রুদ্র চতুর্গুণ-মুদাহৃতম্ ।
গুরুবিপ্রস্ত্রীঘাতীনাং হন্তা বর্জ্যাস্তু দীক্ষিতৈঃ ॥ ২
অথ দীক্ষাং প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মাধর্ম্মক্ষয়করীম্ । উপবেশ্য বহিঃ শিষ্যান্ ধারণাং তেষু কারয়েৎ ॥ ৩
বায়ব্যা কলয়া রুদ্র শোষ্যমাণান্ বিচিন্তয়েৎ । আগ্নেয্যা দহ্যমানাংশ্চ প্লাবিতানম্ভসা পুনঃ ॥ ৪
তেজস্তেজসি তং জীব-মেকীকৃত্য সমাক্ষিপেৎ । প্রণবং চিন্তয়েদ্ব্যোম্নি শরীরেষ্বপি কারণম্ ॥ ৫
একৈকং যোজয়েৎ তত্র কেবলং দেহধারণাৎ । উৎপাদ্য যোজয়েৎ পশ্চা-দেকৈকং বুধসত্তম ॥ ৬
মণ্ডলাদি-প্রকল্পনে অশক্তো মনসার্চয়েদ্ধরিম্ । চতুষ্কোণং ভবেত্তচ্চ ব্রহ্মতীর্থাদিরূপকম্ ॥ ৭
হস্তং পদ্মং সমাখ্যাতং পত্রাণ্যঙ্গুলয়ঃ স্মৃতাঃ । কর্ণিকাং করমধ্যন্তু নখাংশ্চ তু কেশরাঃ ॥ ৮
হস্তাব্জেঽস্মিন্ হরিং ধ্যাত্বা হ্যর্চয়িত্বা তু তেন চ । তং হস্তং পাতয়েন্মূর্দ্ধ্নি শিষ্যস্য তু সমাহিতঃ ॥ ৯
হস্তে বিষ্ণুঃ স্থিতো যস্মা-দ্বিষ্ণুহস্তস্ততঃ স্মৃতম্ । নশ্যন্তি স্পর্শমাত্রেণ পাতকান্যখিলানি চ ॥ ১০
গুরুঃ শিষ্যং সমভ্যর্চ্য নেত্রে বধ্নীত বাসসা ।

নবম অধ্যায়

হরি বলিলেন,—শমী অর্থাৎ নিয়ম পালন-তৎপর সাধক দীক্ষিত হইয়া বস্ত্রদ্বারা নেত্র বন্ধনপূর্ব্বক তাহার মূলমন্ত্রে অষ্টশত আহুতি প্রদান করিয়া হোম করিবে। হে রুদ্র! পুত্রকামী ব্যক্তির পক্ষে দ্বিগুণ (ষোড়শ শত) দেবতা সাধনে ত্রিগুণ (চতুর্ব্বিংশতি শত) এবং নির্ব্বাণ-মুক্তি কামনায় চতুর্গুণ (দ্বাত্রিংশৎশত) সংখ্যক হোম নির্দ্ধারিত আছে। গুরু, বিষ্ণু, ব্রাহ্মণ ও স্ত্রীলোকের হিংসাকারী নরগণ দীক্ষার অযোগ্য। অনন্তর ধর্ম্মাধর্ম্মবিনাশিনী দীক্ষার বিধি বলিতেছি। হে রুদ্র! শিষ্যগণকে বহির্দ্দেশে উপবেশিত করাইয়া তাহাদের শরীরে এইরূপ চিন্তা করিবে। বায়বীয়কলা অর্থাৎ যং বীজ দ্বারা শিষ্যগণকে শোষ্যমাণ, আগ্নেয়কলা অর্থাৎ রং বীজ দ্বারা দহ্যমান এবং বারুণকলা অর্থাৎ বং বীজ দ্বারা প্লাব্যমান চিন্তা করিবে। পরে তেজোরাশিতে তেজঃ নিক্ষেপ করিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যজ্ঞান করিবে। অনন্তর "ওঁ" মন্ত্র জপ করিয়া আকাশাদি হইতে শরীরে আকাশাদি গ্রহণ করিবে। এইরূপে এক এক ভূত আকর্ষণপূর্ব্বক যোগ করিয়া নূতন শরীর নির্ম্মাণ করিবে এবং তাহাতে আত্মা স্থাপন করিয়া নূতন দেহ চিন্তা করিবে। বুধশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি মণ্ডলাদি নির্ম্মাণ করিতে অশক্ত হইবে, সেই সাধক মানসিক মণ্ডল কল্পনা করিয়া হরির অর্চ্চনা করিবে। সেই মানসিক-মণ্ডল চতুষ্কোণবিশিষ্ট হইবে এবং তাহাকে ব্রহ্মতীর্থস্বরূপ জানিবে। ১—৭।

গুরু নিজ হস্তকে পদ্মস্বরূপ, অঙ্গুলিসকলকে পত্রস্বরূপ, হস্ততলকে কর্ণিকাস্বরূপ ও নখ-সকলকে কেশরস্বরূপ জ্ঞান করিয়া, সেই হস্তপদ্মে হরির ধ্যান করিয়া অর্চ্চনা করিবেন। গুরু সংযতমনে ঐ হস্ত শিষ্যের মস্তকে স্থাপন করিবেন। হস্তে স্বয়ং বিষ্ণু অবস্থিতি করিতেছেন, সুতরাং ঐ হস্ত বিষ্ণুস্বরূপ। হস্তস্পর্শমাত্র অখিল পাতক বিনষ্ট হইয়া যায়। গুরু শিষ্যকে

দেবস্য পুরতঃ কৃত্বা পুষ্পাণি মোচয়েত্ততঃ। পুষ্পং নিপতিতং যত্র মূর্দ্ধা দেবস্য শার্ঙ্গিণঃ ॥ ১১
তন্নাম কারয়েত্তত্র স্ত্রীণাং নামাঙ্কিতং স্বকম্। শূদ্রাণাং দাসসংযুক্তং কারয়েত্তু বিচক্ষণঃ ॥ ১২
ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ।

দেবীপূজাং প্রবক্ষ্যামি স্থণ্ডিলাদিষু সিদ্ধয়ে ॥ ১ ওঁ শ্রীঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ ॥ ২
শ্রাঁ শ্রীঁ শ্রূঁ শ্রৈঁ শ্রৌঁ শ্রঃ ক্রমাদ্ধৃদয়কং শিরঃ শিখাং কবচং নেত্রযুক্তম্ আসনং মূর্ত্তিমর্চ্চয়েৎ ॥৩
মণ্ডলে পদ্মগর্ভে চ চতুর্দ্বারি রজোঽন্বিতে। চতুঃষষ্ট্যাস্ত্রযষ্টৌমি পাকেশ্বাদ্যাদি মণ্ডলম্।
শ্রীকীন্দুস্বর্ণ্যগং সর্ব্বং খাদিবেদেন্দুবর্ত্তনাৎ ॥ ৪
লক্ষ্মীমঙ্গানি চৈকস্মিন্ কোণে দুর্গাং গণং গুরুম্। ক্ষেত্রপালমথাগ্ন্যাদৌ হোমাজ্জুহ্বান কামভাক্ ॥৫
ওঁ ঘং টং ডং হং শ্রীং মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ ॥ ৬ অনেন পূজয়েল্লক্ষ্মীং পূর্ব্বোক্ত-পরিবারকৈঃ ॥ ৭
ওঁ সৌঃ সরস্বত্যৈ নমঃ। ওঁ শ্রীং সৌঃ সরস্বত্যৈ নমঃ। ওঁ হ্রীং বদ বদ বাগ্বাদিনি স্বাহা।
ওঁ হ্রীং সরস্বত্যৈ নমঃ ॥ ৮
ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

অর্চনা করিয়া বস্ত্রদ্বারা শিষ্যের নেত্রদ্বয় বন্ধনপূর্ব্বক দেবতার সম্মুখে পুষ্পাঞ্জলি পাতিত করিবেন। অঞ্জলিস্থ পুষ্প যে স্থলে পতিত হইবে, তাহাই বিষ্ণুর মস্তক। তৎপরে বিচক্ষণ গুরু, শিষ্যের নামকরণ করিবেন। ব্রাহ্মণাদির নামে দেবশর্ম্মাদি উপাধি, স্ত্রীলোকের নামে নিজ নিজ পতির উপাধি ও শূদ্রনামে দাস শব্দ যোগ করিতে হয়। ৮—১২।

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়

হরি কহিলেন, লক্ষ্মীদেবীর পূজা বলিব। মন্ত্রসিদ্ধিলাভের নিমিত্ত স্থণ্ডিলাদিতে পূজা করা কর্ত্তব্য। শ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, শ্রীং শিরসে স্বাহা, শ্রূং শিখায়ৈ বষট্, শ্রৈং কবচায় হুঁ, শ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, শ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্, এই প্রকারে করাঙ্গন্যাস করিয়া "ওঁ শ্রীঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ", এই মন্ত্রে পূজা করিবে। পদ্মগর্ভ চতুর্দ্বারবিশিষ্টমণ্ডল প্রস্তুত করিয়া, সেই মণ্ডল পঞ্চবর্ণ চূর্ণদ্বারা রঞ্জিত করিয়া, ৬ হাতে পূজা করিবে। মণ্ডলমধ্যে লক্ষ্মী ও তাঁহার অঙ্গদেবতার পূজা করত কোণে দুর্গা ও তাঁহার গণদেবতার পূজা করিবে। তৎপরে অগ্ন্যাদি কোণে গুরু ও ক্ষেত্রপালের পূজা করিয়া হোম করিতে হইবে। ইহা দ্বারা সর্ব্বাভীষ্ট সম্পন্ন হয়। অনন্তর "ওঁ ঘং টং ডং হং শ্রীং মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে পরিবারগণের সহিত লক্ষ্মীর পূজা করিবে। পরে "ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে সরস্বতীদেবীর পূজা করিবে। ১—৮।

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

বন্দনী হৃদয়াসক্তা সার্দ্ধং দক্ষিণমোন্নতা। ঊর্দ্ধাঙ্গুষ্ঠো বামমুষ্টি-র্দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠবন্ধনঃ ॥ ২৭
সব্যস্য তস্য চাঙ্গুষ্ঠো যঃ স ঊর্দ্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। তিস্রঃ সাধারণা দেবতা মূর্ত্তিভেদেন কল্পিতাঃ॥২৮
কনিষ্ঠাদিপ্রয়োগেণ অষ্টৌ মুদ্রা যথাক্রমম্। অষ্টানাং পূর্ব্বোক্তানাং ক্রমশস্তদ্ব্যবহারয়েৎ ॥ ২৯
অঙ্গুষ্ঠেন কনিষ্ঠাঞ্চ মধ্যমাঙ্গুলিত্রয়ম্। মুদ্রেয়ং নরসিংহস্য স্থাপ্যং কৃত্বা করদ্বয়ম্ ॥ ৩০
দক্ষহস্তং তথোত্তানং কৃত্বোর্দ্ধং ভ্রাময়েন্মুহুঃ। নবমীয়ং স্মৃতা মুদ্রা বারাহীতি মতা সদা ॥ ৩১
মুষ্টিদ্বয়স্যোত্তান মুক্তৈকৈকেন মোচয়েৎ। কুঞ্চয়েৎ সর্ব্বমুদ্রান্ত দশমুদ্রেয়-মুচ্যতে ॥ ৩২
মুষ্টিদ্বয়স্য বন্ধা এবমেবানুপূর্ব্বিশঃ। দশানাং লোকপালানাং মুদ্রাস্ত ক্রমযোগতঃ ॥ ৩৩
স্বরমাদ্যং দ্বিতীয়ঞ্চ উপান্ত্যান্ত্যমেব চ। বাসুদেবো বলঃ কামো হ্যনিরুদ্ধো যথাক্রমম্ ॥ ৩৪
প্রণবস্তৎসবিতোস্তৎ হুঁ ক্ষ্রৌঁ ভূরিতি মন্ত্রকাঃ। নারায়ণস্তথা ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ সিংহো বরাহকাঃ ॥৩৫
সিতারুণহরিদ্রাভা-নীলশ্যামললোহিতাঃ। মেঘাগ্নিমধুপিঙ্গাভা-বর্ণতো নবনায়কাঃ ॥৩৬
কং টং জং শং গরুত্মান্ জং খং হং হং চ সুদর্শনম্।
খং চং ফং বং গদা দেবী বং লং মং ক্ষং চ শঙ্খকম্ ॥ ৩৭
গং চং বং জং হং তথা লক্ষ্মীশ্চ গং জং বং শং চ পুষ্টিকা।
ধং বং ডং বনমালা স্যাৎ শ্রীবৎসো দং ষং ভবেৎ ॥ ৩৮

পূজা করিয়া মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। অঞ্জলি বন্ধন করিলে, সেই প্রথম মুদ্রা হইবে। এই মুদ্রা প্রদর্শনমাত্র দেবতা প্রসন্ন হন। মুষ্টিমুদ্রা হৃদয়াসক্ত হইলে বন্দনী মুদ্রা হয়। এই মুদ্রা দক্ষিণভাগে কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া বামহস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি ঊর্দ্ধদিকে রাখিবে এবং দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা বন্ধন করিবে। পূর্ব্বোক্ত মুদ্রা বন্ধন করিয়া দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ ঊর্দ্ধদিকে রাখিবে। এই সাধারণ ত্রিবিধ মুদ্রা দেবতার মূর্ত্তিভেদে কল্পনা করিতে হয়। কনিষ্ঠাদি অঙ্গুলি প্রয়োগদ্বারা ক্রমশঃ অষ্ট প্রকার মুদ্রা বন্ধন করিবে। এই মুদ্রার সহিত পূর্ব্বোক্ত অষ্ট বীজ যুক্ত করিবে। ২১—২৯।

উভয় হস্ত অধোমুখ করিয়া অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয়, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা এই অঙ্গুলিত্রয়কে নম্র করিয়া রাখিবে। ইহা নরসিংহদেবের মুদ্রা নামে কথিত। দক্ষিণ হস্ত উত্তানীকৃত করিয়া ঊর্দ্ধে পুনঃ পুনঃ ভ্রামিত করিবে। এই মুদ্রা বরাহদেবের অভিপ্রিয়। ইহা নবমী মুদ্রা। উভয় হস্তের মুষ্টি উত্তানভাবে রাখিয়া যথাক্রমে এক একটী অঙ্গুলী সরল করিয়া মুষ্টির মোচন করিবে। পুনর্ব্বার ঐরূপে সকল অঙ্গুলীকে আকুঞ্চিত করিয়া লইবে। ইহার নাম দশমমুদ্রা। পূর্ব্বক্রমানুসারে মুষ্টিদ্বয় বন্ধন করিলে ক্রমানুসারে দশদিক্পালের দশ দশ মুদ্রা হইবে। উক্তরূপে মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া অং বাসুদেবায় নমঃ, আং বলায় নমঃ, অং কামায় নমঃ, অঃ অনিরুদ্ধায় নমঃ, ওঁ নারায়ণায় নমঃ, তৎসৎ ব্রহ্মণে নমঃ, হুঁ বিষ্ণবে নমঃ, ক্ষ্রৌং নরসিংহায় নমঃ, ভূঃ বরাহায় নমঃ, এই সকল মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। উক্ত নব দেবতার বর্ণ কথিত হইতেছে,—বাসুদেব শ্বেতবর্ণ, বলদেব অরুণবর্ণ, কামদেব হরিদ্রাবর্ণ, অনিরুদ্ধ নীলবর্ণ, নারায়ণ শ্যামলবর্ণ, ব্রহ্মা রক্তবর্ণ, বিষ্ণু মেঘবর্ণ, নরসিংহ অগ্নিবর্ণ এবং বরাহ পিঙ্গলবর্ণ। ৩০—৩৬।

কং টং কং শং শং এই মন্ত্রে গরুড়, খং হং হং এই মন্ত্রে সুদর্শন, খং চং ফং বং এই মন্ত্রে গদা, বং লং মং ক্ষং এই মন্ত্রে শঙ্খ, গং চং বং জং হং এই মন্ত্রে লক্ষ্মী, গং জং বং শং এই

হুং ভং ষং কৌস্তুভঃ প্রোক্তস্ত্বনন্তো মদেব চ। ইত্যাদীনি যথাযোগং দেবদেবস্য বৈ দশ ॥ ৩৯
গরুড়োঽম্বুজসঙ্কাশো গদা চৈবাসিতাকৃতিঃ। পুষ্টিঃ শিরীষপুষ্পাভা লক্ষ্মীঃ কাঞ্চনসন্নিভা ॥ ৪০
পূর্ণচন্দ্রনিভঃ শঙ্খঃ কৌস্তুভশ্চারুণদ্যুতিঃ। চক্রং সূর্য্যসহস্রাভং শ্রীবৎসঃ কুন্দসন্নিভঃ।
পঞ্চবর্ণনিভা মালা হ্যনন্তো মেঘসন্নিভঃ ॥ ৪১
বিদ্যুদ্রূপাণি চাস্ত্রাণি যানি নোক্তানি বর্ণতঃ। অর্ঘ্যপাদ্যাদি বৈ দদ্যাৎ পুণ্ডরীকাক্ষবিদ্যয়া ॥ ৪২

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১১॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ।

পূজাক্রমসিদ্ধ্যর্থং পূজাক্রম উচ্যতে। ওঁ নম-ইত্যাদৌ পরমাত্মানুসংস্মৃতিঃ ॥ ১
যং রং লং ইতি কায়শুদ্ধিঃ। ওঁ নমঃ ইতি চতুর্ভুজাত্ম-কায়নির্মাণম্ ॥
হস্ত-ত্রিবিধাকার-কায়বিন্যাসঃ। ততো হৃদি-যোগপীঠপূজা ॥ ২ ॥
ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ। ওঁ জ্ঞানায় নমঃ। ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ। ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ। ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ। ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ। অবৈরাগ্যায় নমঃ। ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। ওঁ পদ্মায় নমঃ। ওঁ আদিত্যমণ্ডলায় নমঃ। চন্দ্রমণ্ডলায় নমঃ। ওঁ বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ। ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ। ওঁ উৎকর্ষিণ্যৈ নমঃ। ওঁ জ্ঞানায় নমঃ। ওঁ ক্রিয়ায়ৈ নমঃ। ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ। ওঁ অক্রিয়ায়ৈ নমঃ। ওঁ যোগায়ৈ নমঃ। ওঁ প্রহ্ব্যৈ নমঃ। ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ। ওঁ ঈশানায়ৈ নমঃ। ওঁ সর্ব্বতোমুখ্যৈ নমঃ। ওঁ সাঙ্গোপাঙ্গায় হরে-রাসনায় নমঃ। ততঃ কর্ণিকায়াং অং বাসুদেবায় নমঃ। আং হৃদয়ায় নমঃ। ঈং শিরসে নমঃ; ঊং শিখায়ৈ নমঃ। ঐঁ কবচায় নমঃ। ঔঁ নেত্রাভ্যাং নমঃ। অঃ ফট্ অস্ত্রায় নমঃ। ওঁ আং সঙ্কর্ষণায় নমঃ। ওঁ অং প্রদ্যুম্নায় নমঃ। ওঁ অঃ অনিরুদ্ধায় নমঃ। ওঁ ওঁ নারায়ণায় নমঃ। ওঁ তৎ সৎ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ হুঁ বিষ্ণবে নমঃ।

মন্ত্রে পুষ্টি, হং বং এই মন্ত্রে বনমালা, ষং ভং এই মন্ত্রে শ্রীবৎস ও হুং ভং ষং এই মন্ত্রে কৌস্তুভের পূজা করিবে। এই সব দেবতা ও অনন্ত, এই দশটী দেবদেবের অঙ্গদেবতা; অনন্ত আমারই নামান্তরমাত্র। গরুড় পদ্মকান্তি, গদা কৃষ্ণবর্ণা, পুষ্টি শিরীষপুষ্পাভা, লক্ষ্মী স্বর্ণবর্ণা, শঙ্খ পূর্ণচন্দ্রাভ, কৌস্তুভ নবোদিত-তপনসবর্ণ, চক্র সহস্র-সূর্য্যাভ, শ্রীবৎস কুন্দপুষ্পসঙ্কাশ, বনমালা পঞ্চবর্ণবিশিষ্টা, অনন্ত মেঘবর্ণ এবং যে সকল অস্ত্রের বর্ণ উক্ত হইল না, সেই সকল অস্ত্র বিদ্যুৎপ্রভ। ইঁহাদিগকে পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা পুণ্ডরীকাক্ষ-মন্ত্রে পূজা করিবে। ৩৬—৪২।

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

হরি কহিলেন, পূজ্যক্রমসিদ্ধির নিমিত্ত পূজাবিধি কথিত হইতেছে। "ওঁ নমঃ" মন্ত্রে পরমাত্মার স্মরণ করিবে। 'যং রং লং' মন্ত্রে শরীরশুদ্ধি করিয়া, পুনরায় "ওঁ নমঃ" মন্ত্রে

উপবিশ্য পুনর্মুদ্রাং দর্শয়িত্বা নমেৎ পুনঃ। নিত্যহোমেষ্বয়ং হোমঃ নৈমিত্তে ত্রিগুণং স্মৃতম্ ॥ ১২
গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং যত্র দেবো নিরঞ্জনঃ। গচ্ছন্তু দেবতাঃ সর্ব্বাঃ স্বস্থানবিহিতেন বৈ ॥ ১৩
সুদর্শনঃ শ্রীহরিশ্চ অচ্যুতশ্চ ত্রিবিক্রমঃ। চতুর্ভুজো বাসুদেবঃ ষষ্ঠঃ প্রদ্যুম্ন এব চ ॥ ১৪
সঙ্কর্ষণঃ পুরুষোঽথ নবব্যূহো দশাত্মকঃ। অনিরুদ্ধো দ্বাদশাত্মা অত ঊর্দ্ধমনন্তকঃ ॥ ১৫
এতে একাদিভিশ্চক্রৈশ্চিহ্নিতা লক্ষিতাঃ সুরাঃ। চক্রাঙ্কিতৈঃ পূজিতৈঃ স্যাদ্‌গৃহরক্ষা সদা নরৈঃ ॥
ওঁ চক্রায় স্বাহা। ওঁ বিচক্রায় স্বাহা। ওঁ সুচক্রায় স্বাহা। ওঁ মহাচক্রায় স্বাহা।
ওঁ অসুরান্তকৃৎ হুঁ ফট্, ওঁ হুঁ সহস্রায় হুঁ ফট্। দ্বারকাচক্রপূজেয়ং গৃহে রক্ষাকরী শুভা ॥ ১৭

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ।

বক্ষ্যাম্যধুনা হে হর বৈষ্ণবং পঞ্জরং শুভম্। নমো নমস্তে গোবিন্দ চক্রং গৃহ্য সুদর্শনম্ ॥ ১
প্রাচ্যাং রক্ষস্ব মাং বিষ্ণো ত্বামহং শরণং গতঃ। গদাং কৌমোদকীং গৃহ্য পদ্মনাভ নমোঽস্তু তে।
যাম্যাং রক্ষস্ব মাং বিষ্ণো ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ২
হলমাদায় সৌনন্দং নমস্তে পুরুষোত্তম। প্রতীচ্যাং রক্ষ মাং বিষ্ণো ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৩

জীবাত্মা লয় করিবে। পরে উপবেশন করত পুনর্ব্বার মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক নমস্কার করিবে। এই হোমবিধি কথিত হইল, ইহা নিত্যহোমে জানিবে; কাম্যহোমে নিত্যহোমের ত্রিগুণ সংখ্যায় হোম করা কর্ত্তব্য। হে দেব! যেখানে নির্ব্বিকার পরমাত্মা বিরাজমান আছেন, সেই পরম ধামে গমন কর এবং দেবগণ অবস্থিতির নিমিত্ত স্বস্থানে প্রস্থান করুন। সুদর্শন, শ্রীহরি, অচ্যুত, ত্রিবিক্রম, চতুর্ভুজ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ, পুরুষ ও অনিরুদ্ধ, এই দশ দেবতাকে নবব্যূহ বলে। অতঃপর আদিত্য ও অনন্ত দেবের পূজা করিতে হইবে। একাদিচক্রে এই সকল দেবতার অর্চনা করিবে। চক্র অঙ্কিত করিয়া ইঁহাদিগের অর্চনা করিলে, রাক্ষস ও দানব জন্য ভয় থাকে না। "ওঁ চক্রায় স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিবে। ইহা দ্বারকাচক্রপূজা। এই পূজা করিলে গৃহরক্ষা হইয়া থাকে ৮—১৭।

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

হরি কহিলেন, এখন বিষ্ণুপঞ্জরস্তোত্র বলিব। এই স্তোত্র শুভ। হে গোবিন্দ! তোমাকে নমস্কার, তুমি সুদর্শন চক্র গ্রহণ করিয়া আমার পূর্ব্বদিক রক্ষা কর; আমি তোমার শরণ লইলাম। হে পদ্মনাভ! তোমাকে নমস্কার। তুমি কৌমোদকী গদা ধারণ করত আমার দক্ষিণদিক রক্ষা কর। আমি তোমার শরণ লইলাম। হে পুরুষোত্তম! তুমি সৌনন্দ হল গ্রহণ করত আমার পশ্চিমদিক রক্ষা কর, আমি তোমার শরণ লইলাম। হে

মুষলং শাতনং গৃহ্য পুণ্ডরীকাক্ষ রক্ষ মাম্। উত্তরস্যাং জগন্নাথ ভবন্তং শরণং গতঃ ॥ ৪
খড়্গমাদায় চর্ম্মাথ অস্ত্রশস্ত্রাদিকং হরে, নমস্তে রক্ষ রক্ষোঘ্ন ঐশান্যাং শরণং গতঃ ॥ ৫
পাঞ্চজন্যং মহাশঙ্খমনুঘোষঞ্চ পঙ্কজম্। প্রগৃহ্য রক্ষ মাং বিষ্ণো আগ্নেয্যাং যজ্ঞশূকর ॥ ৬
চন্দ্রসূর্য্যং সমাগৃহ্য খড়্গং চান্দ্রমসং তথা। নৈর্ঋত্যাং মাঞ্চ রক্ষস্ব দিব্যমূর্ত্তে নৃকেশরিন্ ॥ ৭
বৈজয়ন্তীং সম্প্রগৃহ্য শ্রীবৎসং কণ্ঠভূষণম্। বায়ব্যাং রক্ষ মাং দেব হয়গ্রীব নমোঽস্তু তে ॥ ৮
বৈনতেয়ং সমারুহ্য ত্বন্তরীক্ষে জনার্দ্দন। মাঞ্চ রক্ষাজিত সদা নমস্তেঽস্ত্বপরাজিত ॥ ৯
বিশালাক্ষং সমারুহ্য রক্ষ মাং ত্বং রসাতলে। অকূপার নমস্তুভ্যং মহামীন নমোঽস্তু তে ॥ ১০
করশীর্ষাদ্যঙ্গুলীষু সত্য ত্বং বাহুপঞ্জরম্। কৃত্বা রক্ষস্ব মাং বিষ্ণো নমস্তে পুরুষোত্তম ॥ ১১
এতদুক্তং শঙ্করায় বৈষ্ণবং পঞ্জরং মহৎ। পুরা রক্ষার্থমীশান্যাঃ কাত্যায়ন্যা বৃষধ্বজ ॥ ১২
নাশয়ামাস সা যেন চামরং মহিষাসুরম্। দানবং রক্তবীজঞ্চ অন্যাংশ্চ সুরকণ্টকান্।
এতজ্জপন্ নরো ভক্ত্যা শত্রূন্ বিজয়তে সদা ॥ ১৩

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি শাতন মুষল গ্রহণ করত উত্তরদিক্ রক্ষা কর। হে জগন্নাথ! আমি তোমার শরণ লইলাম। হে হরে! তোমাকে নমস্কার। তুমি খড়্গচর্ম্মাদি অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ করত আমার ঐশানকোণ রক্ষা কর। হে রাক্ষসনাশন! আমি তোমার শরণ লইলাম। হে শূকররূপ বিষ্ণো! তুমি পাঞ্চজন্য শঙ্খ ও অনুঘোষ নামক পদ্ম গ্রহণ করত আমার অগ্নিকোণ রক্ষা কর। ১—৬।

হে দিব্যশরীর নৃসিংহ! তুমি চন্দ্র ও সূর্য্যসম চান্দ্রমস খড়্গ গ্রহণ করত আমাকে নৈর্ঋত-কোণে রক্ষা কর। হে হয়গ্রীব! তোমাকে নমস্কার। তুমি পতাকা ও শ্রীবৎস কণ্ঠভূষণ ধারণ করত আমাকে বায়ুকোণে রক্ষা কর। হে জনার্দ্দন! তুমি বৈনতেয় গরুড়ে আরোহণ করত আমাকে শূন্যপথে রক্ষা কর! হে অজিত! তুমি আমাকে রক্ষা কর। হে অপরাজিত! তোমাকে নমস্কার করি। হে অকূপার মহামীনরূপ! তোমাকে নমস্কার করি, তুমি বিশালাক্ষে আরোহণ করত আমাকে রসাতলে রক্ষা কর। হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার করি। তুমি হস্ত, মস্তক, অঙ্গুলি, বাহু, পঞ্জর প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট আমার দেহকে সদা রক্ষা কর। হে বৃষকেতো! এই বিষ্ণুপঞ্জর স্তব পূর্ব্বে মহাদেবের নিকট ভগবতী কাত্যায়নীর রক্ষার নিমিত্ত কথিত হইয়াছিল। কাত্যায়নী মহিষাসুর, রক্তবীজ, চামর ও অন্যান্য দেবশত্রু দানবগণকে এই স্তবপ্রভাবে বিনাশ করিয়াছিলেন। এই বিষ্ণুপঞ্জর স্তব যে মানব পাঠ করে, সে সকল শত্রু পরাজয় করিতে পারে। ৭—১৩।

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩।

শার্ঙ্গপাণিশ্চ কৃষ্ণশ্চ জ্ঞানমূর্ত্তিঃ পরন্তপঃ । তপস্বী জ্ঞানগম্যো হি জ্ঞানী জ্ঞানবিদেব চ ॥ ১১২
জ্ঞেয়শ্চ জ্ঞেয়হীনশ্চ জ্ঞপ্তিশ্চৈতন্যরূপধৃক্ । ভাবো ভাব্যো ভবকরো ভাবনো ভবনাশনঃ ॥ ১১৩
গোবিন্দো গোপতির্গোপঃ সর্ব্বগোপীসুখপ্রদঃ । গোপালো গোগতিশ্চৈব গোমতির্গোধরস্তথা ॥ ১১৪
উপেন্দ্রশ্চ নৃসিংহশ্চ শৌরিশ্চৈব জনার্দ্দনঃ । আরণেয়ো বৃহদ্ভানুর্বৃহদ্দীপ্তস্তথৈব চ ॥ ১১৫
দামোদরস্ত্রিকালশ্চ কালজ্ঞঃ কালবর্জ্জিতঃ । ত্রিসন্ধ্যো দ্বাপরং ত্রেতা প্রজাদ্বারং ত্রিবিক্রমঃ ॥ ১১৬
বিক্রমো দণ্ডহস্তশ্চ হ্যেকদণ্ডী ত্রিদণ্ডধৃক্ । সামভেদস্তথোপায়ঃ সামরূপী চ সামগঃ ॥ ১১৭
সামবেদো হ্যথর্ব্বা চ সুকৃতঃ সুখরূপধৃক্ । অথর্ব্ববেদবিচ্চৈব হ্যথর্ব্বাচার্য্য এব চ ॥ ১১৮
ঋগ্রূপী চৈব ঋগ্বেদ ঋগ্বেদেষু প্রতিষ্ঠিতঃ । যজুর্ব্বেত্তা যজুর্ব্বেদো যজুর্ব্বেদবিদেকপাৎ ॥ ১১৯
বহুপাচ্চ সুপাচ্চৈব তথা চৈব সহস্রপাৎ । চতুষ্পাচ্চ দ্বিপাচ্চৈব স্মৃতির্ন্যায়ো যমো বলী ॥ ১২০
সন্ন্যাসী চৈব সন্ন্যাসশ্চতুরাশ্রম এব চ । ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থশ্চ ভিক্ষুকঃ ॥ ১২১
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বর্ণস্তথৈব চ । শীলদঃ শীলসম্পন্নো দুঃশীলপরিবর্জ্জিতঃ ॥ ২২
মোক্ষোঽধ্যাত্মসমাবিষ্টঃ স্তুতিঃ স্তোতা চ পূজকঃ ।
পূজ্যো বাক্ করণঞ্চৈব বাচ্যশ্চৈব তু বাচকঃ ॥ ১২৩
বেত্তা ব্যাকরণঞ্চৈব বাক্যঞ্চৈব চ বাক্যবিৎ । বাক্যগম্যস্তীর্থবাসী তীর্থস্তীর্থী চ তীর্থবিৎ ॥ ২৪
তীর্থাদিভূতঃ সাংখ্যশ্চ নিরুক্তং ত্বধিদৈবতম্ । প্রণবঃ প্রণবেশশ্চ প্রণবেন প্রবন্দিতঃ ॥ ১২৫
প্রণবেন চ লক্ষ্যো বৈ গায়ত্রী চ গদাধরঃ । শালগ্রামনিবাসী চ শালগ্রামস্তথৈব চ ॥ ১২৬
জলশায়ী যোগশায়ী শেষশায়ী[১] কুশেশয়ঃ । মহীভর্ত্তা চ কার্য্যঞ্চ কারণং পৃথিবীধরঃ ॥ ১২৭

নারায়ণ, মনোগ্রাহ, বুদ্ধিগ্রাহ, হরি, অহংবুদ্ধিগ্রাহ, চেতোগ্রাহ, শঙ্খপাণি, অব্যয়, গদাপাণি, শার্ঙ্গপাণি, কৃষ্ণ, জ্ঞানমূর্ত্তি, পরন্তপ, তপস্বী, জ্ঞানগম্য, জ্ঞানী, জ্ঞানবিদ্, জ্ঞেয়, জ্ঞেয়হীন, জ্ঞপ্তি, চৈতন্যরূপধৃক্, ভাব, ভাব্য, ভবকর, ভাবন, ভবনাশন, গোবিন্দ, গোপতি, গোপ, সর্ব্বগোপীসুখপ্রদ, গোপাল, গোগতি, গোমতি, গোধর, উপেন্দ্র, নৃসিংহ, শৌরি, জনার্দ্দন, আরণেয়, বৃহদ্ভানু ও বৃহদ্দীপ্ত। ১০৬—১১৫।

দামোদর, ত্রিকাল, কালজ্ঞ, কালবর্জ্জিত, ত্রিসন্ধ্য, দ্বাপর, ত্রেতা, প্রজাদ্বার, ত্রিবিক্রম, বিক্রম, দণ্ডহস্ত, একদণ্ডী, ত্রিদণ্ডধৃক্, সাম, ভেদ, উপায়, সামরূপী, সামগ, সামবেদ, অথর্ব্ব, সুকৃত, সুখরূপ, অথর্ব্ববেদবিদ্, অথর্ব্বাচার্য্য, ঋগ্রূপী, ঋগ্বেদ, ঋগ্বেদপ্রতিষ্ঠিত, যজুর্ব্বেত্তা, যজুর্ব্বেদ, যজুর্ব্বেদবিদ্, একপাৎ, বহুপাৎ, সুপাৎ, সহস্রপাৎ, চতুষ্পাৎ, দ্বিপাৎ, স্মৃতি, ন্যায়, যম, বলী, সন্ন্যাসী, সন্ন্যাস, চতুরাশ্রম, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, ভিক্ষুক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বর্ণ, শীলদ, শীলসম্পন্ন, দুঃশীলপরিবর্জ্জিত, মোক্ষ, অধ্যাত্মসমাবিষ্ট, স্তুতি, স্তোতা, পূজক, পূজ্য, বাক্করণ, বাচ্য, বাচক, বেত্তা, ব্যাকরণ, বাক্য, বাক্যবিৎ, বাক্যগম্য, তীর্থবাস, তীর্থ, তীর্থী, তীর্থবিৎ, তীর্থাদিভূত, সাংখ্য, নিরুক্ত, অধিদৈবত, প্রণব, প্রণবেশ, প্রণবপ্রবন্দিত, প্রণবলক্ষ্য, গায়ত্রী, গদাধর, শালগ্রামনিবাসী ও শালগ্রাম। ১১৬—১২৬।

জলশায়ী, যোগশায়ী, শেষশায়ী, কুশেশয়, মহীভর্ত্তা, কার্য্য, কারণ, পৃথিবীধর, প্রজাপতি,

---

১। নাগশায়ীতি পাঠান্তরম্।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ

পুনঃ সূর্য্যার্চ্চনং বক্ষ্যে যদুক্তং শঙ্করায় হি। অষ্টপত্রং লিখেৎ পদ্মং শুচৌ দেশে সকর্ণিকম্ ॥১
আবাহনীং ততো বদ্ধা মুদ্রামাবাহয়েদ্রবিম্। পদ্মোদরং কর্ণিকামধ্যে স্থাপয়েদ্ রক্তপিঙ্গলম্ ॥২
আগ্নেয্যাং বিন্যসেদ্দেব হৃদয়ং স্থাপয়েচ্ছিব। ঐশান্যাঞ্চ শিরঃ স্থাপ্যং নৈর্ঋত্যাং বিন্যসেৎ শিখাম্ ॥৩
পৌরন্দর্য্যাং ন্যসেদ্বর্ম্মমেকাগ্রস্থিরমানসঃ। বায়ব্যাঞ্চৈব নেত্রঞ্চ বারুণ্যামস্ত্রমেব চ ॥৪
ঐশান্যাং স্থাপয়েৎ সোমং পৌরন্দর্য্যাঞ্চ লোহিতম্।
আগ্নেয্যাং সোমতনয়ং যাম্যায়াঞ্চ বৃহস্পতিম্ ॥৫
নৈর্ঋত্যাং দানবগুরুং বারুণ্যাঞ্চ শনৈশ্চরম্। বায়ব্যাঞ্চ তথা কেতুং কৌবের্য্যাং রাহুমেব চ ॥৬
দ্বিতীয়ায়াঞ্চ কক্ষায়াং সূর্য্যান্ দ্বাদশ পূজয়েৎ। ভগঃ সূর্য্যোঽর্য্যমা চৈব মিত্রো বৈ বরুণস্তথা ॥৭
সবিতা চৈব ধাতা চ বিবস্বাংশ্চ মহাবলঃ। ত্বষ্টা পূষা তথা চেন্দ্রো দ্বাদশো বিষ্ণুরুচ্যতে ॥৮
পূর্ব্বাদ্যাবর্ত্তঃ দেবেশানিন্দ্রাদীন্ প্রণবা নমঃ। জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী চাপরাজিতা।
শেষশ্চ বাসুকিশ্চৈব নাগানিত্যাদি পূজয়েৎ ॥৯

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়

হরি কহিলেন, পুনর্ব্বার সূর্য্যার্চ্চন বলিব। শঙ্করের নিকট এই সূর্য্যার্চ্চন কথিত হইয়াছিল। পবিত্র স্থানে কর্ণিকাযুক্ত অষ্টদলপদ্ম লিখিবে। পরে আবাহনী মুদ্রা বন্ধন করত সূর্য্যদেবের আবাহন করিবে। ঐ পদ্মমধ্যে সূর্য্যদেবকে স্থাপন করত রক্তবর্ণ দেবকে স্নান করাইবে। হে শিব! অগ্নিকোণে দেবের হৃদয়, ঈশান কোণে শিরঃ ও নৈর্ঋতকোণে শিখা বিন্যাস করত পুনরায় একাগ্রচিত্তে পূর্ব্বদিকে বর্ম্ম, বায়ুকোণে নেত্র ও পশ্চিমদিকে অস্ত্র বিন্যাস করিবে। ঈশানকোণে সোম, পূর্ব্বদিকে মঙ্গল, অগ্নিকোণে বুধ, দক্ষিণদিকে বৃহস্পতি, নৈর্ঋতকোণে শুক্র, পশ্চিমদিকে শনি, বায়ুকোণে কেতু এবং উত্তর দিকে রাহুর পূজা করিবে। দ্বিতীয় কক্ষায় দ্বাদশ সূর্য্যের অর্চ্চনা করিবে। দ্বাদশ সূর্য্যের নাম যথা—ভগ, সূর্য্য, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, সবিতা, ধাতা, বিবস্বান, ত্বষ্টা, পূষা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু। "ওঁ ভগায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিবে। প্রণব যুক্ত হইয়া পূর্ব্বাদি দিকক্রমে ইন্দ্রাদি দিক্পালের পূজা করত জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, অপরাজিতা এবং শেষ বাসুকি প্রভৃতি নাগগণেরও পূজা করিবে। ১—৯।

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭ ।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ।

গরুড়োক্তং কশ্যপায় বক্ষ্যে মৃত্যুঞ্জয়ার্চ্চনম্। ওঙ্কারপূর্ব্বকং পুণ্যং সর্ব্বদেবময়ং মতম্ ॥১
ওঙ্কারং পূর্ব্বমুক্ত্বা জুঙ্কারং তদনন্তরম্। সবিসর্গং তৃতীয়ং স্যাৎ মৃত্যুদারিদ্র্যমর্দ্দনম্ ॥২
ঈশবিষ্ণ্বর্কদেবাদি-কবচং সর্ব্বসাধকম্। অমৃতেশং মহামন্ত্রং জপ্যং পূজনং পরম্।
জপনান্মৃত্যুহীনাঃ স্যুঃ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতাঃ ॥৩
শতজপ্যাদ্বেদফলং যজ্ঞতীর্থফলং লভেৎ। অষ্টোত্তরশতং জপ্যং ত্রিসন্ধ্যং মৃত্যুমর্দ্দনম্ ॥৪
ধ্যায়েৎ সিতঞ্চ পদ্মস্থং[1] বরদাভয়কং করে। হস্ত্যাকারং তদুক্তঞ্চ চিন্তয়েদমৃতেশ্বরম্ ॥৫
তদঙ্কবামগতাং দেবীমমৃতামৃতভাষিণীম্। কলসং দক্ষিণে হস্তে বামহস্তে সরোরুহম্ ॥৬
জপেদষ্টশতং দৈব ত্রিসন্ধ্যং মাসমেকতঃ। জরামৃত্যুমহাব্যাধি-শত্রুঃ সর্ব্বজীবশান্তিদঃ ॥৭
আহ্বানং[2] স্থাপনং রোধং সন্নিধানং নিবেদনম্। পাদ্যমাচমনং স্নানমর্ঘ্যমালঙ্করণেপনম্।
দীপাবস্ত্রং ভূষণঞ্চ নৈবেদ্যং পানবীজনম্ ॥৮

অষ্টাদশ অধ্যায়।

হরি কহিলেন, গরুড় কশ্যপের নিকট যে মৃত্যুঞ্জয়ার্চ্চন বলিয়াছিল, সেইরূপ ওঙ্কার-পূর্ব্বক মৃত্যুঞ্জয়দিগের অর্চ্চনা বলিতেছি। এই মৃত্যুঞ্জয়ার্চ্চন পুণ্যদ এবং সর্ব্বদেবময় বলিয়া প্রসিদ্ধ অর্থাৎ যথাবিধি ইঁহার পূজা করিলে সর্ব্বদেবার্চ্চনের ফল লাভ হয়। মন্ত্রোদ্ধার বলিতেছি—প্রথমে 'ওঁ' তার পরে 'জুং' অনন্তর 'সঃ' ইহাতে 'ওঁ জুং সঃ' এই মন্ত্র হয়। এই মন্ত্র জপ করিলে সাধকের মৃত্যুভয় থাকে না এবং দারিদ্র্য বিনষ্ট হয়। ভগবান্ বিষ্ণু, মহেশ্বর, সূর্য্য এবং দেবগণের কবচ ধারণ করিলে যে ফল পাওয়া যায় এই মন্ত্র জপ করিলেও তাদৃশ ফল লাভ হয়। ইহা সর্ব্বার্থসাধক। আদ্যক্ষর মন্ত্রের নাম অমৃতেশ মন্ত্র, এই মহামন্ত্রে পূজা করিলে মহাফল লাভ হইয়া থাকে। এই মন্ত্র জপ করিলে সাধকের মৃত্যুভয় থাকে না এবং সর্ব্ব পাপ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। চতুর্ব্বেদপাঠে, সর্ব্বযজ্ঞানুষ্ঠানে এবং সর্ব্ব তীর্থদর্শনে যে ফল হয়, এই আদ্যক্ষর মন্ত্র শতবার জপ করিলেও সেই সুকৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ত্রিসন্ধ্যা অষ্টোত্তর শতবার জপ করিলে মৃত্যু বা শত্রুজনিত ভয় দূরীকৃত হয়। দেবকে পদ্মাসনস্থিত ধ্যান করিবে। তাঁহার দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বর ও অভয়, বাম হস্তদ্বয়ে অমৃতকুম্ভ আছে। এইরূপে অমৃতেশ্বর দেবের রূপ চিন্তা করিবে। তাঁহার বামাঙ্কে অমৃতভাষিণী দেবী বিরাজিতা। দেবীর দক্ষিণ-হস্তে কলস এবং বামহস্তে পদ্ম আছে। হে শিব! যে ব্যক্তি একমাস পর্য্যন্ত প্রতিসন্ধ্যায় অষ্টোত্তরশত সংখ্যায় উক্ত আদ্যক্ষর অমৃতেশমন্ত্র জপ করে, তাহার জরা, মৃত্যু, মহাব্যাধি, এবং শত্রু পরাজিত হয়। এই মন্ত্র সর্ব্বজীবের শান্তিপ্রদ। ১—৭।

আহ্বান, স্থাপন, রোধন, সন্নিধান ও নিবেদন এই পঞ্চবিধ আবাহন করত পাদ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, অর্ঘ্য, অলঙ্কার, দীপ, বস্ত্র, ভূষণ, নৈবেদ্য এবং পানীয় জল এই সকল উপচারে পূজা

১। ধ্যায়েচ্চ সিতপদ্মস্থমিতি চ পাঠঃ। ২। আবাহনং ইতি পাঠান্তরম্।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ।

প্রাণেশ্বরং গারুড়ঞ্চ শিবোক্তং প্রবদাম্যহম্। স্থানান্যাদৌ প্রবক্ষ্যামি দষ্টো যত্র ন জীবতি ॥১
চিতাবল্মীকশৈলাদৌ কূপে চ বিবরে তরোঃ। দংশে রেখাত্রয়ং যত্র প্রচ্ছন্নং স ন জীবতি ॥২
ষষ্ঠ্যাঞ্চ কর্কটে মেষে মূলাশ্লেষামঘাদিষু। কক্ষাশ্রোণিগলে সন্ধৌ শঙ্খকর্ণোদরাদিষু ॥৩
দণ্ডী শস্ত্রধরো ভিক্ষুর্নগ্নাদিঃ কালদূতকঃ। হস্তে বাহৌ চ গ্রীবায়াং পৃষ্ঠে চ যদি জীবতি ॥৪
পূর্ব্বং দিনপতির্ভুঙ্‌ক্তে অর্দ্ধযামং ততোঽপরে। শেষাঃ গ্রহাঃ প্রতিদিনং ষট্‌সংখ্যাপরিবর্ত্তনৈঃ ॥৫
নাগভোগঃ ক্রমো জ্ঞেয়ো রাত্রৌ যামবিবর্ত্তনৈঃ। শেষোঽর্কঃ ফণিপশ্চন্দ্রস্তক্ষকো ভৌম ঈরিতঃ ॥৬
কর্কোটো জ্ঞো গুরুঃ পদ্মো মহাপদ্মশ্চ ভার্গবঃ। শঙ্খঃ শনৈশ্চরো রাহুঃ কুলিকশ্চাহ্বয়ো গ্রহাঃ ॥৭

ঊনবিংশ অধ্যায়।

হরি কহিলেন, মহাদেব যে শিবোক্ত প্রাণেশ্বর মন্ত্র বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি। অগ্রে স্থানমাহাত্ম্য বলিব। যে ব্যক্তিকে সর্পে এই সকল স্থানে দংশন করে, সে জীবিত থাকিতে পারে না। চিতাতে দংশন করিলে সে কোন মতেই বাঁচে না। শ্মশান, বল্মীক, পর্ব্বত আদি স্থানে, কূপ ও বৃক্ষকোটরে, এই সকল স্থানে সর্প দংশন হইলে, এবং দংশনস্থানে রেখাত্রয় দৃষ্ট হইলে, সেই দংশনে কোন প্রাণী জীবিত থাকে না। ষষ্ঠী তিথিতে, কর্কট ও মেষ এই দুই রাশিতে, মূলা, অশ্লেষা ও মঘা প্রভৃতি কুল নক্ষত্রে এবং কক্ষ স্থানে, কটিদেশে, গলে, অঙ্গসন্ধিতে, ললাটাস্থিতে, কর্ণে, উদরে, মুখে, বাহুতে, গ্রীবাদেশে, পৃষ্ঠস্থানে সর্প দংশন হইলে কোন প্রাণী বাঁচে না। দণ্ডী, শস্ত্রধারী, ভিক্ষুক, নগ্ন আদি ব্যক্তিগণ কালদূত স্বরূপ, অর্থাৎ উক্তরূপ ব্যক্তিগণকে দংশনকালে দর্শন করিলে সেই দংশনে অবশ্য মৃত্যু হয়। ১—৪।

দিবসের প্রথম যামার্দ্ধের অধিপতি রবিগ্রহ প্রথমযামার্দ্ধাধিপতি হইতে ষড়াবৃত্তি গণনায় যে গ্রহ হইবে, সেই গ্রহই দ্বিতীয় যামার্দ্ধের অধিপতি। দ্বিতীয়যামার্দ্ধাধিপতি হইতে ষড়াবৃত্তি গণনায় যে গ্রহ হইবে, সেই গ্রহ তৃতীয়যামার্দ্ধাধিপতি। এইরূপে পূর্ব্বযামার্দ্ধাধিপতি গ্রহ হইতে ষড়াবৃত্তি গণনা করিয়া পর পর যামার্দ্ধাধিপতি স্থির করিবে; যথা,—রবিবার প্রথমযামার্দ্ধাধিপতি রবি, দ্বিতীয়যামার্দ্ধাধিপতি শুক্র। তৃতীয় যামার্দ্ধাধিপতি বুধ, চতুর্থ যামার্দ্ধাধিপতি চন্দ্র, পঞ্চম যামার্দ্ধাধিপতি শনি ইত্যাদি। রাত্রিতেও দিবাধিপতি গ্রহ রবিই প্রথমযামার্দ্ধাধিপতি। প্রথমযামার্দ্ধাধিপতি হইতে পঞ্চাবৃত্তিগণনায় যে গ্রহ তাহাই দ্বিতীয়যামার্দ্ধাধিপতি। এইরূপে পূর্ব্বযামার্দ্ধাধিপতি গ্রহ হইতে পঞ্চাবৃত্তিগণনায় পর পর যামার্দ্ধাধিপতি স্থির করিবে। রবিবারের রাত্রিতে প্রথম যামার্দ্ধাধিপতি রবি। দ্বিতীয়যামার্দ্ধাধিপতি বৃহস্পতি, তৃতীয় যামার্দ্ধাধিপতি চন্দ্র, চতুর্থ যামার্দ্ধাধিপতি শুক্র, পঞ্চম যামার্দ্ধাধিপতি মঙ্গল ইত্যাদি। অষ্টনাগ অষ্টগ্রহ স্বরূপ, তাহার বিশেষ এই,—শেষনাগ রবি, বাসুকিনাগ সোম, তক্ষকনাগ মঙ্গল, কর্কোটকনাগ বুধ, পদ্মনাগ বৃহস্পতি, মহাপদ্মনাগ শুক্র, শঙ্খনাগ শনৈশ্চর ও কুলিকনাগ রাহু। ৫—৭।

যদ্‌গৃহে শর্করা জপ্তা ক্ষিপ্তা নাগাস্ত্যজন্তি তম্ । সপ্তলক্ষজপাদ্ধি সিদ্ধিঃ প্রাপ্তা সুরাসুরৈঃ ॥১৮
ওঁ সুবর্ণরেখে কুক্কুটবিগ্রহরূপিণি স্বাহা ॥ ১৯
একাষ্টদলে পদ্মে দলে বর্ণদ্বয়ং লিখেৎ । নাম্নৈতদ্বারিধারাভিঃ স্নাতো দষ্টো বিষং ত্যজেৎ ॥২০
ওঁ পক্ষি স্বাহা ॥ ২১
অঙ্গুষ্ঠাদি কনিষ্ঠান্তং করে ন্যস্যাথ দেহকে । কে বক্ত্রে হৃদি লিঙ্গে চ পাদয়োর্গরুড়ঃ স হি ॥ ২২
নাক্রামন্তি চ তচ্ছায়াং স্বপ্নেঽপি বিষপন্নগাঃ । যস্ত লক্ষং জপেচ্চাস্য স দৃষ্ট্যা নাশয়েদ্বিষম্ ॥২৩
ওঁ হ্রোং হ্রোং হ্রীং ভিরুণ্ডায়ৈ স্বাহা ॥ ২৪
কর্ণে জপ্তা ত্বিমং বিদ্যা দষ্টকস্য বিষং হরেৎ ॥ ২৫
অ আ ন্যসেত্তু পাদাগ্রে ই ঈ গুল্ফকেঽপ্য জানুনি ।
উ ঊ এ ঐ কটিতটে ও নাভৌ হৃদি ঔ ন্যসেৎ ॥ ২৬
বক্ত্রে অনুস্বারকে অঃ ন্যসেচ্চ হংসসংপুটাঃ । হংসো বিষাদি চ হরেজ্জপ্তো ধ্যাতোঽথ পূজিতঃ ॥২৭
গরুড়োঽহমিতি ধ্যাত্বা কুর্য্যাদ্বিষহরীং ক্রিয়াম্ । হং মন্ত্রং পাদবিন্যস্তং বিষাদিহরণীমিয়ম্ ॥ ২৮
ওঁ হং সঃ বামকরে নাগাস্যনিরোধকৃৎ । দংষ্ট্রা হরেদ্দষ্টকস্য ত্বঙ্‌মাংসাদিগতং বিষম্ ॥ ২৯
স বাহুনা সমাকৃষ্য দষ্টাৎ সংস্থাপনং চরেৎ । ততো ন্যসেদ্দষ্টকস্য নীলকণ্ঠাদি সংস্মরেৎ ॥ ৩০

মন্ত্র কর্ণে ধারণ করে, তাহার সর্পভয় দূর হয়। একখণ্ড শর্করা অর্থাৎ খোলা উক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া যে গৃহে নিক্ষেপ করা যায়, সর্পগণ সেই গৃহ পরিত্যাগ করে। এই মন্ত্র সপ্তলক্ষ জপ করিলে সিদ্ধিলাভ হয়, সুরাসুর এই মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ১০—১৮।

একটি অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করত তাহার অষ্টপত্রের এক এক পত্রে "ওঁ সুবর্ণরেখে কুক্কুটবিগ্রহরূপিণি স্বাহা" এই মন্ত্রের দুই দুইটী বর্ণ লিখিবে। তারপর সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে জলধারাদ্বারা স্নান করাইবে। ইহাতে সেই ব্যক্তির শরীরগত বিষ বিনষ্ট হয়। "ওঁ পক্ষি স্বাহা", এই মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠাদি কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া যে ব্যক্তি মস্তকে, মুখে হৃদয়ে, লিঙ্গে ও পদদ্বয়ে ন্যাস করে, সে সাক্ষাৎ গরুড় তুল্য। বিষধর সর্পগণ স্বপ্নেও তাহার ছায়াও স্পর্শ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি একলক্ষ উক্ত মন্ত্র জপ করে, সেই ব্যক্তি দর্শনমাত্র বিষ বিনাশ করিতে পারে। "ওঁ হ্রোঁ হ্রোঁ হ্রীঁ ভিরুণ্ডায়ৈ স্বাহা", সর্পদষ্ট ব্যক্তির কর্ণে এই মন্ত্র সপ্তবার জপ করিলে তাহার বিষ তৎক্ষণাৎ নাশ পায়। অ আ পাদাগ্রে, ই ঈ গুল্ফে, উ ঊ জানুদ্বয়ে, এ ঐ কটিতে, ও নাভিতে, ঔ হৃদয়ে, অং মুখে এবং অঃ মস্তকে, এইরূপ বর্ণ বিন্যাস করিবে। বিন্যাস কালে হংস মন্ত্র যুক্ত করিয়া উক্ত বর্ণসকলকে ন্যাস করিতে হইবে। উক্ত 'হংসঃ' মন্ত্রের ধ্যান-পূজা, বা জপ করিলে বিষ বিনষ্ট হয়। আপনাকে 'আমিই গরুড়', এইরূপ ধ্যান করিয়া বিষ-বিনাশিনী ক্রিয়া করিবে। "হং" এই বীজ পায়ে ন্যাস করিলে বিষাদি বিনষ্ট হয়। "হং সঃ" এই মন্ত্র বামকরে ন্যাস করিলে সর্পের মাথা ও মুখ রোধ হয়। এই মন্ত্রে সর্পদষ্ট ব্যক্তির চর্ম্ম ও মাংসাদিগত বিষ বিনষ্ট হয়। বাহুদ্বারা সর্পদষ্ট ব্যক্তির বিষ আকর্ষণ করত শরীরে সংস্থাপনপূর্ব্বক নীলকণ্ঠাদি মন্ত্র স্মরণ

ওঁকারো ব্রহ্মবীজং স্যাৎ হ্রীঁকারো বিষ্ণুরেব চ। হ্রূঁকারশ্চ শিবঃ শূলে ত্রিশাখে তু ক্রমান্ন্যসেৎ[1] ॥৩

ওঁ হ্রীঁ হ্রূঁ (হ্রৌং) ॥ ৪

শূলং গৃহীত্বা মন্ত্রেণ ভ্রাম্য চাকাশসম্মুখম্। তদ্দর্শনাদ্ গ্রহা নাগা দুষ্টা বা নাশমাপ্নুয়ুঃ ॥ ৫
ধূম্রং খড়্গং করমধ্যে ধৃত্বা খে চিন্তয়েন্মনুঃ। দুষ্টা নাগা গ্রহা মেঘা বিনশ্যন্তি চ রাক্ষসাঃ।
ত্রিলোকান্ রক্ষয়েন্মন্ত্রো মর্ত্ত্যলোকস্য কা কথা ॥৬

ওঁ হ্রূঁ (হ্রুং) খ্রূঁ হ্রূঁ ফট্ ॥ ৭

খাদিরান্ কীলকানষ্টৌ ক্ষেত্রে মন্ত্র্য বিন্যসেৎ। ন তত্র বজ্রপাতস্য দুর্ব্বিপাকস্য শঙ্কয়াঃ ॥ ৮
শঙ্খচূড়ার্কং মহামন্ত্রং কীলকানষ্ট মন্ত্রয়েৎ। একবিংশতিবারাণি ক্ষেত্রে তু নিখনেন্নিশি ॥ ৯
বিদ্যুদ্বৃশ্চিকবজ্রাদিসম্ভবম্ভয় এব চ। তদ্ভয়ক্ষয়কশ্চৈব বিন্দুযুক্তঃ সদাশিবঃ ॥ ১০

ওঁ হ্রুং সদাশিবায় নমঃ ॥ ১১

তর্জ্জন্যা নিদর্শয়েৎ শিশুং দাড়িম্বীকুসুমপ্রভম্ ॥ ১২
তস্যৈব দর্শনাদ্ দুষ্টা মেঘবিদ্যুদ্বিষাদয়ঃ। রাক্ষসা ভূতডাকিন্যঃ প্রদ্রবন্তি দিশো দশ ॥ ১৩
ওঁ হ্রীঁ গণেশায় নমঃ। ওঁ হ্রীঁ ভক্তার্ত্তিভঞ্জায় নমঃ। ওঁ ঐঁ সৌঁ ত্রৈলোক্যতারণায় নমঃ ॥১৪
ভৈরবং শিশুমাখ্যাতং বিঘ্ননাশপ্রদায়কম্। ক্ষেত্রস্য রক্ষণং ভূতরাক্ষসাদেঃ প্রমর্দ্দনম্ ॥ ১৫

ওঁ নমঃ ॥ ১৬

অকারাদি অষ্ট বর্গ লিখিবে, যথা—পূর্ব্বপত্রে অকারাদি ষোড়শ স্বরবর্ণ, আগ্নেয় পত্রে ক, খ, গ, ঘ, ঙ; দক্ষিণ পত্রে চ, ছ, জ, ঝ, ঞ; নৈঋ্ঝত পত্রে ট, ঠ, ড, ঢ, ণ; পশ্চিম পত্রে ত, থ, দ, ধ, ন; বায়বীয় পত্রে প, ফ, ব, ভ, ম; উত্তর পত্রে য, র, ল, ব, এবং ঈশান পত্রে শ, ষ, স, হ, ল, ক্ষ লিখিতে হইবে। ওঁ এই বীজ ব্রহ্মস্বরূপ, হ্রীঁ এই মন্ত্র বিষ্ণুরূপী; হ্রূঁ এই বীজ শিবস্বরূপ। ক্রমশঃ এই বীজত্রয় অঙ্গে ন্যাস করিবে। ইহাতে "ওঁ হ্রীঁ হ্রূঁ" এই মন্ত্র হইল। সাধক বাম হস্তে শূল গ্রহণ করত উক্ত মন্ত্রে আকাশে ভ্রামিত করিবে। সেই শূল দর্শনমাত্র গ্রহ ও নাগগণ বিনষ্ট হয়। ধূম্রবর্ণ খড়্গ করে রাখিয়া আকাশে উত্তোলন করত পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে ধ্যান করিবে। ইহাতে দুষ্ট নাগ, গ্রহ, মেঘ ও রাক্ষস বিনষ্ট হয়। উক্ত মন্ত্রের প্রভাবে ত্রিভুবন রক্ষিত হয়, মর্ত্ত্যলোকের কথা কি? "ওঁ হ্রূঁ খ্রূঁ হ্রূঁ ফট্" খদিরকাষ্ঠকৃত অষ্ট কীলক এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া ক্ষেত্রের আটদিকে প্রোথিত করিয়া রাখিবে। ইহাতে সেই ক্ষেত্রে বজ্র ও বিদ্যুৎপাতের উপদ্রব থাকে না। শঙ্খচূড়ার্ক মহামন্ত্রে অষ্টকীলক একবিংশতিবার অভিমন্ত্রিত করিয়া রাত্রিকালে ক্ষেত্রমধ্যে পুঁতিয়া রাখিবে। ইহাতে সেই ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ, বৃশ্চিক, বজ্রাদির ভয় থাকে না। "ওঁ হ্রুং সদাশিবায় নমঃ" এই মন্ত্রে তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা দাড়িম্বকুসুমপ্রভ একটি শিশু প্রদর্শন করিবে। এই শিশু প্রদর্শনমাত্র মেঘ, বিদ্যুৎ, বিষাদি দুষ্ট রাক্ষস, ভূত ও ডাকিনী প্রভৃতি দশদিকে পলায়ন করে। ১—১৩।

"ওঁ হ্রীঁ গণেশায় নমঃ", "ওঁ হ্রীঁ ভক্তার্ত্তিভঞ্জায় নমঃ", "ওঁ ঐঁ সৌঁ ত্রৈলোক্যতারণায় নমঃ", এই সকল মন্ত্র ভৈরবশিশু বলিয়া খ্যাত। উক্ত মন্ত্রসকল বিঘ্ননাশপ্রদায়ক ক্ষেত্ররক্ষক

১। হ্রীঁকারশ্চ শিবঃ শূলিন্ লিখিত্বৈবং তৎক্রমান্ন্যসেৎ।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ।

পঞ্চবক্ত্রার্চনং বক্ষ্যে পৃথগ্ ভুক্তিমুক্তিদম্॥ ১
ওঁ ভূর্বিষ্ণবে আদিভূতায় সর্ব্বাধারায় মূর্ত্তয়ে স্বাহা॥ ২
সদ্যোজাতঞ্চ আবাহয়েদেবং প্রথমক্রমাৎ। ৩
ওঁ হাং সদ্যোজাতায়ৈব কলা হ্যষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সিদ্ধির্ঋদ্ধির্ধৃতির্লক্ষ্মীর্মেধা কান্তিঃ স্বধা স্থিতিঃ॥ ৪
ওঁ হাং বামদেবায়ৈব কলা হ্যেব ত্রয়োদশ। রজা রক্ষা রতিঃ পাল্যা কান্তিস্তৃষ্ণা মতিঃ ক্রিয়া।
কামা বুদ্ধিশ্চ রাত্রিশ্চ ত্রাসনী মোহিনী তথা॥ ৫
মনোন্মনী অঘোরা চ তথা মোহা ক্ষুধা কলা। নিদ্রা মৃত্যুশ্চ মায়া চ অষ্টসংখ্যা ভয়ঙ্করা॥ ৬
ওঁ হৈং তৎপুরুষায়ৈব।
নিবৃত্তিশ্চ প্রতিষ্ঠা চ বিদ্যা শান্তিশ্চ চেতনা॥ ৭
ওঁ হৌঁ ঈশানায় নমো[1] নিষ্কলা চ নিরঞ্জনা। শশিনী চাঙ্গনা চৈব মরীচির্জ্বালিনী তথা॥ ৮
ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে পঞ্চবক্ত্রপূজনং নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২১॥

একবিংশ অধ্যায়।

হরি বলিলেন, পঞ্চবক্ত্রার্চন বলিতেছি এই অর্চন ভোগাভিলাষীকে ভোগ এবং মুমুক্ষু ব্যক্তিকে মুক্তি প্রদান করে। 'ওঁ ভূর্বিষ্ণবে আদিভূতায় সর্ব্বাধারায় মূর্ত্তয়ে স্বাহা' এই মন্ত্রে প্রথমে সদ্যোজাতদেবের আবাহন করিবে। তারপর 'ওঁ হাং সদ্যোজাতায় নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। সদ্যোজাতদেবের অষ্টশক্তি আছে। তাঁহাদের নাম যথা,—সিদ্ধি, ঋদ্ধি, ধৃতি, লক্ষ্মী, মেধা, কান্তি, স্বধা ও স্থিতি। ওঁ সিদ্ধ্যৈ নমঃ ইত্যাদি প্রকারে উক্ত অষ্টকলার পূজা করা কর্ত্তব্য। ওঁ হাং বামদেবায় নমঃ, এই মন্ত্রে পূজা করিবে। বামদেবের ত্রয়োদশ কলা; তাহাদিগের নাম যথা,—রজা, রক্ষা, রতি, পাল্যা, কান্তি, তৃষ্ণা, মতি, ক্রিয়া, কামা, বুদ্ধি, রাত্রি, ত্রাসিনী ও মোহিনী। ওঁ রজায়ৈ নমঃ, ইত্যাদি প্রকারে এই ত্রয়োদশ কলার পূজা করিতে হইবে। বামদেবের অপর অষ্টকলা যথা,—মনোন্মনী, অঘোরা, মোহা, ক্ষুধা, নিদ্রা, মৃত্যু, মায়া এবং ভয়ঙ্করা। পরে 'ওঁ হৈং তৎপুরুষায় নমঃ, ওঁ নিবৃত্ত্যৈ নমঃ, ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ, ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ, ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ, ওঁ হৌঁ ঈশানায় নমঃ, ওঁ নিষ্কলায়ৈ নমঃ, ওঁ নিরঞ্জনায়ৈ নমঃ, ওঁ শশিন্যৈ নমঃ, ওঁ অঙ্গনায়ৈ নমঃ, ওঁ মরীচয়ে নমঃ, ওঁ জ্বালিন্যৈ নমঃ, এই সকল দেবতার পূজা করিবে। ১—৮।

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে পঞ্চবক্ত্র-পূজা নামক একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২১॥

১। ভবো।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ

শিবার্চ্চনং প্রবক্ষ্যামি ভুক্তিমুক্তিকরং পরম্। সাধকং সর্ব্বমধ্যং পূর্ব্বং শুদ্ধা বাগ্‌ভবে স্থিতম্।
পঞ্চবক্ত্রাদি হ্রস্বাদি দীর্ঘাদ্যন্তানি বিন্দুনা ॥১
অবিসর্গং বদেৎস্বং শিব উক্তং তথা পুনঃ। অর্চ্চনীয়ো মহামন্ত্রো দৌমিখ্যো ব্যাখিনার্থিনঃ ॥২
হস্তাভ্যাং সংস্পৃশেৎ পাদাদ্যূর্দ্ধং পাদান্তমস্তকম্। মহামুদ্রা হি সর্ব্বেষাং করাঙ্গন্যাসমাচরেৎ ॥৩
অস্ত্রমন্ত্রেণ পৃষ্ঠঞ্চ অস্ত্রমন্ত্রেণ শোধয়েৎ। কনিষ্ঠাদিবিহীনঃ কৃত্বা তর্জ্জন্যাদি বিন্যসেৎ ॥৪
পূজনং সম্প্রবক্ষ্যামি কর্ণিকায়াং হৃদম্বুজে। ধর্ম্মং জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যাদি সমর্চ্চয়েৎ ॥৫
আবাহনং স্থাপনঞ্চ পাদ্যমর্ঘ্যং সমর্পয়েৎ। আচামং স্নপনং পূজামেবাপি হৃদাদ্যকাম্ ॥৬
অগ্নিকার্য্যবিধিং বক্ষ্যে অস্ত্রেণোল্লেখনঞ্চরেৎ। বর্ম্মণা ত্বভ্যুক্ষণং কার্য্যং শক্তিন্যাসং তথা চরেৎ ॥৭
হৃদি বা শক্তিগর্ভে চ প্রক্ষিপেদগ্নিমেবমম্। গর্ভাধানাদিকং কৃত্বা নিষ্কৃতিকান্ত শক্তিধাম্ ॥৮
যথা কৃত্বা সর্ব্বকর্ম্ম শিবং সাঙ্গঞ্চ হোময়েৎ। বৃষভাসনে শম্ভুং পদ্মগর্ভে সদাশিবম্ ॥৯
চতুঃষষ্ঠীকপদৈরাদি স্থাপিতান্মণ্ডলেঽর্চ্চকম্। বাহ্যোঽগ্ন্যাগ্নেয্যাং সর্ব্বং যাদি বেদেন্দুবর্ত্তনাৎ ॥১০
আগ্নেয্যাং কারয়েৎ কুণ্ডমর্দ্ধচন্দ্রনিভং শুভম্। অগ্নীশাদ্যষ্টপদ্ম-কুম্ভাদিষপোচ্যতে[1]।
অন্তং শিবামৃতাদেবস্তু কর্ণিকায়াং সদাশিবম্ ॥১১
দীক্ষাং বক্ষ্যে পঞ্চতত্ত্বে স্থিতাং ভূম্যাদিকাং পরে।
নিবৃত্ত্যাদ্যৈঃ প্রতিষ্ঠাদ্যৈর্বিদ্যাদ্যৈঃ শান্তিবর্জ্জিতৈঃ[2] ॥১২

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

হরি বলিলেন,—শিবার্চ্চন বলিব। এই অর্চ্চনাতে ভোগ ও মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। হৌং এই মন্ত্রে শিবের অর্চ্চনা করিবে। উক্ত মন্ত্রই সকল অর্থ প্রদান করে। উভয় হস্তদ্বারা পাদ স্পর্শ করিয়া, পদ অবধি মস্তক পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে হইবে। ইহার নাম মহামুদ্রা। তৎপরে সর্ব্বদেহে করাঙ্গন্যাস করিবে। ওঁ ফট্ এই মন্ত্রে অস্ত্রমন্ত্র দ্বারা পৃষ্ঠ শোধন করিতে হইবে। কনিষ্ঠাঙ্গুলি হইতে তর্জ্জনী অঙ্গুলি পর্য্যন্ত অঙ্গন্যাস করিবে। অতঃপর পূজাবিধি বলিতেছি। হৃৎ-পদ্মের কর্ণিকাতে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ এই সকল পূজা করিবে। তৎপরে আবাহন ও স্থাপন করিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় ও স্নানীয় প্রভৃতি উপচারে পূজা করিবে। অনন্তর হোমবিধি বলিতেছি। ফট্ এই মন্ত্রে উল্লেখন করিয়া হুঁ এই মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবে। পরে শক্তি ন্যাস করিয়া হৃদয়ে বা কুণ্ডে অগ্নি নিক্ষেপ করিবে। পরে গর্ভাধানাদি অগ্নিসংস্কার করিয়া কুণ্ডস্থিতোক্ত সমস্ত কার্য্য করিবে। ১—৮।

নমঃ এই মন্ত্রে সর্ব্ব কার্য্য সমাধা করিয়া অঙ্গ দেবতার সহিত শিবের হোম করিবে। অনন্তর পদ্মগর্ভ মণ্ডলে বৃষবাহন শম্ভুর অর্চ্চনা করিবে। চতুঃষষ্টি পদান্বিত মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পূজা করিতে হইবে। অগ্নিকোণে অর্দ্ধচন্দ্রাকার সুশোভন কুণ্ড নির্ম্মাণ করিবে। সেই কুণ্ডে অগ্নি ঈশ প্রভৃতি দেবগণের পূজা করিয়া মণ্ডলদিকপ্রান্তে অস্ত্র পূজা করিবে এবং কর্ণিকাতে সদাশিবের পূজা করিবে। অনন্তর পঞ্চতত্ত্ব দীক্ষা বলিতেছি। প্রথমতঃ ভূম্যাদি পঞ্চতত্ত্বে দীক্ষা করিয়া পরে নিবৃত্ত্যাদি দেবতায় পূজা করিবে। পূর্ব্বোক্ত

১। অগ্নিশাদ্যষ্টপদ্মকুম্ভাদিষপোচ্যতে। ২। শান্তিবর্জ্জিতঃ।

শাখ্যন্তীতং ততো হোমে তৎপরং শান্তমব্যয়ম্ । একৈকস্য শতং হোমমিত্যেবং পঞ্চ হোময়েৎ ।
পশ্চাৎ পূর্ণাহুতিং দত্ত্বা প্রণবেন শিবং স্মরেৎ ॥১৩
প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধ্যর্থমেকৈকাম্যাহুতিং ক্রমাৎ । হোমমেতদ্বত্বীজেন এবং দীক্ষা সমাপ্যতে ॥ ১৪
মন্দব্যতিরেকেণ গোপ্যাং সংস্কারমুত্তমম্ । এবং সংস্কারযুক্তস্য শিবত্বং জায়তে ধ্রুবম্ ॥১৫

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

হরিরুবাচ ।

শিবার্চ্চনং প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মকামাদিসাধনম্ । ত্রিভির্ম্মন্ত্রৈরাচামেত স্বাহান্তৈঃ প্রণবাদিকৈঃ ॥১
ওঁ হ্রাং আত্মতত্ত্বায় ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় হ্রীং স্বধা । ওঁ হূঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা ততঃ স্যাৎ স্তোত্রবন্দনম্ ।
স্নানমানং তর্পণঞ্চ ওঁ হ্রাং হাং স্বাহা সর্ব্বমন্ত্রকাঃ ॥২
সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বমুনির্নমোঽস্তুতো বৌষড়ন্তকঃ । স্বধান্তাঃ সর্ব্বপিতরঃ স্বধান্তাশ্চ পিতামহাঃ ॥৩
ওঁ হ্রাং প্রপিতামহেভ্যস্তথা মাতামহাদয়ঃ । হ্রাং নমঃ সর্ব্বমাতৃভ্যস্ততঃ স্যাৎ প্রাণসংযমঃ ॥ ৪
আচামং মার্জ্জনাদ্যো গায়ত্রীঞ্চ জপেত্ততঃ ॥ ৫
ওঁ হ্রাং তন্মহেশায় বিদ্মহে বাগ্বিশুদ্ধায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৬

দেবতাগণের প্রত্যেকে এক এক শত হোম করিবে। এইরূপ পঞ্চশত হোম করিয়া পূর্ণাহুতি প্রদানপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে মহাদেবকে স্মরণ করিবে অর্থাৎ শিবমন্ত্র (হৌঁ) জপ করিবে। পরে প্রায়শ্চিত্তার্থ প্রত্যেক দেবতায় এক এক আহুতি প্রদান করিবে। হূঁ মন্ত্রে হোম করিয়া দীক্ষাকার্য্য সমাপন করিবে। এই দীক্ষা প্রধান সংস্কার। ইহা যজ্ঞাদি কার্য্য ব্যতীত সর্ব্বদা গোপন রাখিবে। দীক্ষাবিশিষ্ট ব্যক্তি শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। ৯—১৫।

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে শিবার্চ্চন নামক দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

হরি কহিলেন শিবার্চ্চন বলিব। এই শিবার্চ্চনে ধর্ম্মকামাদি সিদ্ধ হয়। আত্মতত্ত্বাদি মন্ত্রত্রয়ের আদিতে ওঁ, ও অন্তে স্বাহা পদ যোগ করিয়া অর্থাৎ ওঁ হ্রাং আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ হ্রীঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ও হূঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা, এই মন্ত্রে আচমন করত নমঃ এই মন্ত্রে অর্ঘ স্পর্শ করিবে। তৎপরে স্নান ও তর্পণ করিবে। এই পূজাতে ওঁ হাং হাং স্বাহা এই মন্ত্রে সর্ব্ব কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। সকল দেব ও সকল মুনির নমোঽস্তু ও বৌষড়ন্ত মন্ত্রে এবং পিতৃপিতামহগণকে স্বধান্ত মন্ত্রে তর্পণ করিবে অর্থাৎ—ওঁ হাং প্রপিতামহেভ্যঃ স্বধা, ওঁ হাং মাতামহেভ্যঃ স্বধা, ওঁ হাং সর্ব্বমাতৃভ্যো বৌষট্, ইত্যাদি প্রকারে তর্পণ করিয়া প্রাণায়াম করিবে। পরে আচমন ও মার্জ্জন করিয়া ওঁ হাং তন্মহেশায় বিদ্মহে ইত্যাদি গায়ত্রী জপ করিবে। ১—৬

দ্বারে নন্দিমহাকালৌ গঙ্গা চ যমুনাঽথ গীঃ। শ্রীবৎসং বাস্তুদিক্পতিং ব্রহ্মাণঞ্চ গণং গুরুম্ ॥ ১৭
পদ্মাসনস্থো যজেন্মধ্যে পূর্ব্বাদৌ ধর্ম্মকাদিকম্। অধর্ম্মাদ্যঞ্চ বহ্ন্যাদৌ মধ্যে পদ্মস্য কর্ণিকে
বামাং জ্যেষ্ঠাঞ্চ পূর্ব্বাদৌ রৌদ্রীং কালীং শিবাসিতা ॥ ১৮
ওঁ হ্রৌঁ কলবিকরিণ্যৈ বলবিকরিণী ততঃ। বলপ্রমথিনী সর্ব্বভূতানাং দমনী ততঃ ॥ ১৯
মনোন্মনী যজেদেতাঃ পীঠমধ্যে শিবাগ্রতঃ। শিবাসনমহামূর্ত্তিং মূর্ত্তিমধ্যে শিবায় চ ॥ ২০
আবাহনং স্থাপনঞ্চ সন্নিধানং নিরোধনম্। সকলীকরণং মুদ্রাদর্শনকার্য্যপাদ্যকম্ ॥ ২১
আচামাভ্যঙ্গমুদ্বর্ত্তং স্নানং নির্ম্মঞ্ছনকরেৎ। বস্ত্রং বিলেপনং পুষ্পং ধূপং দীপং চরুং দদেৎ ॥ ২২
আচামং মুখবাসঞ্চ তাম্বূলং হস্তশোধনম্। ছত্রচামরোপবীতং পরমীকরণং চরেৎ ॥ ২৩
মূলমন্ত্রৈকচিত্তে জপো জপসমর্পণম্। স্তুতির্নতির্দ্দশাঙ্গৈশ্চ ক্রমং নামাঙ্গপূজনম্ ॥ ২৪
অস্ত্রাদ্যং কোণবায়ব্যে মধ্যে পূর্ব্বাদিতোঽর্চ্চকম্। ইন্দ্রাদ্যাংশ্চ চণ্ডেশং তস্মৈ নির্ম্মাল্যমর্পয়েৎ।
গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ ত্বয়ি স্থিতে ॥ ২৬
যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্ম হে দেব সদা সুকৃতদুষ্কৃতম্। তন্মে শিবপদস্থস্য হুঁ ক্ষঃ ক্ষপয় শঙ্কর[1] ॥ ২৭

দ্রব্য প্রোক্ষণ করিবে। অনন্তর পদ্মমধ্যে হৌঁ শিবায় নমঃ, বহির্দ্বারে ওঁ নন্দিনে নমঃ ওঁ মহা-কালায় নমঃ, ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ, ওঁ যমুনায়ৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ শ্রীবৎসায় নমঃ, ওঁ বাস্তু-পুরুষায় নমঃ, ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ গণেশায় নমঃ, ওঁ গুরবে নমঃ এই সকল মন্ত্রে পূজা করিবে। পরে পদ্মমধ্যে ওঁ শক্ত্যৈ নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, পূর্ব্বদিকে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, দক্ষিণে ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, পশ্চিমে ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, উত্তরে ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ, অগ্নিকোণে ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ, নৈর্ঋতে ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, বায়ুকোণে ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ, ঈশানকোণে ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ, পদ্মকর্ণিকাতে ওঁ বামায়ৈ নমঃ, ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ, পূর্ব্বাদিদিক্চতুষ্টয়ে ওঁ রৌদ্র্যৈ নমঃ, ওঁ কাল্যৈ নমঃ, ওঁ শিবায়ৈ নমঃ, অসিতায়ৈ নমঃ, এই সকল মন্ত্রে পূজা করিবে। পরে ওঁ হ্রৌঁ কলবিকরিণ্যৈ নমঃ, ওঁ বলবিকরিণ্যৈ নমঃ, ওঁ বলপ্রমথিন্যৈ নমঃ, ওঁ সর্ব্বভূতদমন্যৈ নমঃ, ওঁ মনোন্মন্যৈ নমঃ, পীঠমধ্যে এই সকল দেবতার পূজা করিয়া শিবাগ্রভাগে ওঁ শিবাসন-মহামূর্ত্তয়ে নমঃ, এবং মূর্ত্তিতে ওঁ শিবায় নমঃ, এইরূপ পূজা করিবে। ১৫—২০।

তৎপর আবাহনী, স্থাপনী, সন্নিধাপনী, সন্নিরোধনী ও সকলীকরণী এই পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক অর্ঘ্য পাদ্যাদি নিবেদন করিবে। তারপর আচমনীয় জল, অভ্যঙ্গ দ্রব্য, উদ্বর্ত্তন দ্রব্য ও স্নানীয় জল প্রদান করিয়া নির্ম্মঞ্ছন করিবে এবং বস্ত্র, গন্ধাদি অনুলেপন, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও চরু প্রদান করিবে। পরে আচমনীয়, সুখোপবেশন, তাম্বূল, হস্তশোধন-দ্রব্য, ছত্র, চামর ও যজ্ঞোপবীত প্রদান করিয়া পরমীকরণ করিবে। অনন্তর আত্মা ও দেবতার একচিন্তা করত মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ ও জপ সমর্পণ করিবে। পরে স্তব পাঠ ও নমস্কার করিয়া অস্ত্রাদি ষড়ঙ্গ পূজা করিবে। অস্ত্রাদি চতুষ্কোণে, মধ্যে ও পূর্ব্বাদিদিক্চতুষ্টয়ে ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করিয়া ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ এই মন্ত্রে চণ্ডেশ্বরের পূজা ও তাঁহাকে নির্ম্মাল্য সমর্পণ করিতে হইবে এবং ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং ইত্যাদি মন্ত্রে জপাদি সমর্পণ

১। অমং হুঁ ক্ষ ক্ষপয় ইতি চ ক্বচিৎ পাঠঃ।

শিবো দাতা শিবো ভোক্তা শিবঃ সর্ব্বমিদং জগৎ। শিবো জয়তি সর্ব্বত্র যঃ শিবঃ সোঽহমেব চ ॥২৮
যৎ কৃতং যৎ করিষ্যামি তৎ সর্ব্বং সুকৃতং তব।
ত্বং ত্রাতা বিশ্বনেতা চ নান্যো নাথোঽস্তি মে শিব ॥ ২৯
অথান্যেন প্রকারেণ শিবপূজাং বদাম্যহম্। গণঃ সরস্বতী নন্দী মহাকালোঽথ গঙ্গয়া ॥ ৩০
যমুনাস্ত্রং বাস্তুপতিঃ দ্বারি পূর্ব্বাদিতোঽর্চ্চয়েৎ। ইন্দ্রাদ্যাঃ পূজনীয়াশ্চ তত্ত্বানি পৃথিবী জলম্ ॥৩১
তেজো বায়ুর্ব্যোম গন্ধো রসরূপে চ শব্দকঃ। স্পর্শো বাক্ পাণিপাদৌ চ পায়ূপস্থ শ্রুতিস্ত্বচৌ ॥
চক্ষুর্জিহ্বা ঘ্রাণমনোবুদ্ধ্যহং প্রকৃত্যপি। পুমান্ রাগো দ্বেষবিদ্যে কালাকালৌ নিয়ত্যপি ॥৩৩
মায়া চ শুদ্ধবিদ্যা চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ। শক্তিঃ শিবশ্চ তান্ জ্ঞাত্বা মুক্তো জ্ঞানী শিবো ভবেৎ।
যঃ শিবঃ স হরির্ব্রহ্মা সোঽহং ব্রহ্মাস্মি মুক্তিদঃ ॥৩৪
ভূতশুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি যয়া ভবঃ শিবো ভবেৎ। হৃৎপদ্মে সদ্যো মন্ত্রঃ নিবৃত্তিশ্চ কলা ইড়া।
পিঙ্গলা যে চ নাড্যৌ চ প্রাণোঽপানশ্চ মারুতৌ। ইন্দ্রদেহো ব্রহ্মদেহশ্চতুরস্রঞ্চ মণ্ডলম্ ॥৩৬
বজ্রেণ লাঞ্ছিতং পীতমেকোদ্‌ঘাতগুণাঃ শরাঃ। হৃৎপদ্মসম্পুটগতং শতকোটিপ্রবিস্তরম্ ॥ ৩৭
ওঁ হ্রীঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ ওঁ হুঁ হঃ ফট্। ওঁ হ্রুং বিদ্যায়ৈ হ্রুং হঃ ফট্ ॥ ৩৮
চতুরশীতিকোটীনাযুক্তং স্ফুরদ্রূপম্। এতন্মধ্যে ভবরূপঞ্চ আত্মানঞ্চ বিচিন্তয়েৎ ॥ ৩৯
অধোমুখং ততঃ পদ্মং তদূর্দ্ধ্বং ভবেদ্ ধ্রুবম্। বামদেবী প্রতিষ্ঠা চ সুষুম্না কারিকা তথা ॥ ৪০

করিবে। পরে হুঁ ফঃ মন্ত্র উচ্চারণ করত হে দেব! আমি সুকৃত দুষ্কৃত যে কিছু কর্ম্ম করিয়াছি, তুমি আমার সেই সকল ক্ষয় কর, আমি সর্ব্বদা শিবপদস্থ আছি। শিবই দাতা, শিবই ভোক্তা, শিবই এই অখিলজগৎস্বরূপ। শিব সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হন। যে শিব সেই অর্থাৎ আমিই শিবস্বরূপ। হে দেব! আমি যাহা কিছু করিয়াছি বা করিব, তৎসমুদায়ই তোমার কৃত ও কর্ত্তব্য। হে শিব! তুমি জগতের ত্রাণকর্ত্তা ও বিশ্বনায়ক, তুমি ভিন্ন জগতের আশ্রয় কেহ নাই। ২১—২৯।

অনন্তর অন্যরূপ শিবার্চ্চনা বলিতেছি। গণেশ, সরস্বতী, নন্দী, মহাকাল, গঙ্গা, যমুনা, অস্ত্র ও বাস্তুপুরুষ এই সকল দেবতাকে পূর্ব্বাদিদ্বারচতুষ্টয়ে পূজা করিবে। পরে ইন্দ্রাদি দেবগণের পূজা করত পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, গন্ধ, রস, রূপ, শব্দ, স্পর্শ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, শ্রুতি, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, ঘ্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি, পুরুষ, রাগ, দ্বেষ, বিদ্যা, কাল, অকাল, নিয়তি, মায়া, শুদ্ধবিদ্যা, ঈশ্বর, সদাশিব, শক্তি ও শিব, ইঁহাদিগের পূজা করিবে। যে ব্যক্তি এই সকল জানে, সে মুক্ত, জ্ঞানী ও শিবস্বরূপ হয়। যিনি শিব, তিনিই হরি, তিনিই ব্রহ্মা এবং আমিও সেই হরিহর-ব্রহ্মাত্মক ব্রহ্মস্বরূপ, এই প্রকার চিন্তা করিবে। অনন্তর ভূতশুদ্ধি বলিতেছি, এই ভূতশুদ্ধি করিয়া সাধক শুদ্ধচিত্ত ও শিবস্বরূপ হইতে পারে। হৃৎপদ্ম, সদ্যোজাত মন্ত্র, নিবৃত্তি, কলা, ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী, প্রাণ ও অপান বায়ু, ইন্দ্রদেহ, ব্রহ্মদেহ, বজ্রচিহ্নিত পীতবর্ণ চতুরস্রমণ্ডল, একোদ্‌ঘাতগুণ এবং শর, শতকোটি বিস্তৃত হৃদয়ে এই সকল চিন্তা করিয়া তন্মধ্যে চতুরশীতি কোটি উজ্জ্বলবিশিষ্ট ভবস্বরূপ আত্মাকে চিন্তা করিবে। ৩০—৩৯।

ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াশক্তি-ত্রিনেত্রো হি সদাশিবঃ । এবং শিবার্চ্চনধ্যানী সর্ব্বদা কামবর্জ্জিতঃ ॥ ৫৫
একাহোরাত্রচারেণ ত্রীণি বর্ষাণি জীবতি । দিনদ্বয়স্য চারেণ জীবেদ্বর্ষদ্বয়ং নরঃ ॥ ৫৬
দিনত্রয়স্য চারেণ বর্ষমেকং স জীবতি । নাকালে শীতকে মৃত্যুরুষ্ণে চৈব তু কারয়েৎ ॥ ৫৭

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে শিবাদিপূজায়াং ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

হরিরুবাচ ।

বক্ষ্যে গণাদিকাঃ পূজাঃ সর্ব্বদাঃ স্বর্গদাঃ পরাঃ । গণানাং মন্ত্রকাং মূর্ত্তিং গণাধিপতিমর্চ্চয়েৎ ॥ ১
গাংযাদি * হৃদয়াদ্যঙ্গং দুর্গায়া অঙ্গপাদুকাঃ । দুর্গাসনঞ্চ তন্মূর্ত্তিং হ্রীং দুর্গে দুর্গে রক্ষিণীতি চ ॥
হৃদাদিকাষ্টশক্ত্যো রুদ্রচণ্ডা প্রচণ্ডয়া । চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা চণ্ডা চণ্ডবতী ক্রমাৎ ।
চণ্ডরূপা চণ্ডিকাখ্যা দুর্গে দুর্গেহথ রক্ষিণি ॥ ৩
বজ্রখড়্গাদিকা মুদ্রা শিবাখ্যা বহ্নিদেশতঃ । সদাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসনমথাপি বা ॥ ৪
ঐঁ হ্রীং সৌস্ত্রিপুরায়ৈ নমঃ ॥ ৫
ওঁ হ্রাঁ হ্রীঁ ক্ষেঁ ক্লৈঁ স্ত্রীং ক্ষো রেঁ। ক্ষেঁ স্ফো। শাং পদ্মাসনঞ্চ মূর্ত্তিঞ্চ ত্রিপুরাহৃদয়াদিকম্ ॥ ৬

অভয়াদি মুদ্রা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি দক্ষিণ পঞ্চহস্তে অভয় বজ্রমুদ্রা, শক্তি, শূল, খট্বাঙ্গ; বাম পঞ্চকরে সর্প, অক্ষমালা, ডমরু, নীলোৎপল ও বীজপূর ধারণ করিয়াছেন; ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া, এই তিন শক্তি তাঁহার তিনটী নয়ন, তিনি সদা আনন্দময়। এইরূপে শিবার্চ্চন করিলে সাধক কালভয় হইতে মুক্ত হইতে পারে। এক দিবা রাত্রিতে উক্ত প্রকার শিবার্চ্চন করিলে তিন বৎসর জীবিত থাকিতে পারে, ঐরূপ দুই দিবস শিবের পূজা করিলে দুই বৎসর প্রাণধারণ করিতে পারে এবং তিন দিবস উক্তরূপ পূজা করিলে নিরূপিত আয়ুষ্কাল অপেক্ষা একবৎসর অধিক জীবিত থাকিতে পারে; এবং তাহার অকালমৃত্যু কিংবা অতিশীতল কিংবা অতিউষ্ণ স্থানেও মরণ ঘটে না। ৫১—৫৭।

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে শিবাদিপূজা নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায়

হরি কহিলেন,—গণাদির পূজা বলিতেছি, এই পূজা করিলে সাধকের সর্ব্ববস্তু প্রাপ্তি ও স্বর্গলাভ হয়। প্রথমে গণগণের মন্ত্রময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করত গণাধিপতির অর্চ্চনা করিবে। গাং হৃদয়ায় নমঃ, গীং শিরসে স্বাহা, গূং শিখায়ৈ বষট্, গৈং কবচায় হুঁ, গৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ এইরূপে অঙ্গন্যাস করত ওঁ দুর্গাঙ্গপাদুকায়ৈ নমঃ, ওঁ দুর্গাসনায় নমঃ, ওঁ দুর্গামূর্ত্তয়ে নমঃ, এই মন্ত্রে পূজা করিবে। তারপর হ্রীং দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ক্রমে করাঙ্গন্যাস করিবে। অনন্তর "দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি স্বাহা" এই মন্ত্রে রুদ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা ও অতিচণ্ডিকা এই অষ্টশক্তির পূজা করিবে। পরে বজ্রখড়্গাদি মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক অগ্নিকোণে শিবাখ্য দেবতার পূজা করিয়া ওঁ

---

* গাণাদীতি কচিৎ পাঠঃ।

পীঠাম্বুজে তু ব্রাহ্মাণীত্যাণী চ মহেশ্বরী। কৌমারী বৈষ্ণবী পূজ্যা বারাহী চেন্দ্রদেবতা।
চামুণ্ডা চণ্ডিকা পূজ্যা ভৈরবাষ্টাংস্ততো যজেৎ ॥ ৭
অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধ উন্মত্তভৈরবঃ। কপালী ভীষণশ্চৈব সংহারশ্চাষ্ট ভৈরবাঃ ॥ ৮
রতিঃ প্রীতিঃ কামদেবঃ পঞ্চবাণশ্চ যোগিনী বটুকং দুর্গয়া বিঘ্নরাজো গুরুশ্চ ক্ষেত্রপঃ ॥ ৯
পদ্মগর্ভে মণ্ডলে চ ত্রিকোণে চিন্তয়েদ্ হৃদি। তন্মধ্যে বরাক্ষস্রক্পুস্তকাভয়সমন্বিতাম্।
লক্ষজপ্যাচ্চ হোমাচ্চ ত্রিপুরা সিদ্ধিদা ভবেৎ ॥ ১০

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে গণাদিপূজা নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ।

ঐঁ ক্লীঁ শ্রীঁ স্ফেঁ ক্ষৌঁ অনন্তশক্তিপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ॥ ১
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লৌঁ স্ফৌঁ আধারশক্তিপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ॥ ২
ওঁ হুঁ কালাগ্নিরুদ্রপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ॥ ৩
ওঁ হ্রীং হুং হাটকেশ্বরদেবপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ হ্রীঁ শেষভট্টারকপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ॥৫
ওঁ হ্রীং শ্রীঁ পৃথিবী তদর্ণভুবনদ্বীপসমুদ্রদিশামন্তাধারাসনং পূজয়ামি নমঃ ॥ ৬
হ্রীঁ শ্রীঁ নিবৃত্যাদিকলা পৃথিব্যাদিতত্ত্বমনন্তাদিভুবনমোঙ্কারাদিবর্ণং হকারাদিমন্ত্রাত্মকঃ পদঃ সদ্যোজাতাদিমন্ত্রঃ ॥ ৭

মহাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ, ঐঁ ক্লী সৌঃ ত্রিপুরায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিবে। করন্যাস অঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান পূর্ব্বক পূজা করিবে, পরে পদ্মাসনের পূজা করিবে। ১—৬।

পরে পীঠপদ্মে ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ঐন্দ্রী, চামুণ্ডা ও চণ্ডিকা এই অষ্টশক্তির পূজা করিয়া অসিতাঙ্গাদি অষ্ট ভৈরবের পূজা করিবে। পূজাক্রম যথা,—ওঁ অসিতাঙ্গভৈরবায় নমঃ, ওঁ রুরুভৈরবায় নমঃ, ওঁ চণ্ডভৈরবায় নমঃ, ওঁ ক্রোধভৈরবায় নমঃ, ওঁ উন্মত্তভৈরবায় নমঃ, ওঁ কপালিভৈরবায় নমঃ, ওঁ ভীষণভৈরবায় নমঃ, ওঁ সংহারভৈরবায় নমঃ। এই সকল পূজা করিয়া রতি, প্রীতি, কামদেব, পঞ্চবাণ, যোগিনী, বটুক, দুর্গা, বিঘ্নরাজ, গুরু, ক্ষেত্রপাল, ইঁহাদিগের অর্চ্চনা করিবে। পরে হৃদয়মধ্যে পদ্মগর্ভমণ্ডলান্তর্গত ত্রিকোণ চিন্তা করিয়া তন্মধ্যে বর অক্ষমালা পুস্তক ও অভয়মুদ্রাধারিণী শুক্লবর্ণা ত্রিপুরাদেবীকে চিন্তা করতঃ মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে লক্ষসংখ্যক জপ ও হোম করিলে ত্রিপুরাদেবী সিদ্ধি দান করেন। ৭—১০

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে গণাদিপূজা নামক চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

হরি কহিলেন,—আসনপূজা কহিতেছি। ঐঁ ক্লীঁ শ্রীঁ স্ফেঁ ক্ষৌঁ অনন্তশক্তিপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে পূজা করিয়া নিবৃত্তি প্রভৃতি পঞ্চকলা, পৃথিব্যাদি তত্ত্ব, অনন্তাদি ভুবন ও ওঙ্কারাদিবর্ণের পূজা করিবে। পরে সদ্যোজাতাদি মন্ত্রে

ঐং হ্রীং শ্রীং খখগুমণ্ডলাকারমহাপুরুষমণ্ডলায় নমঃ। ঐং হ্রীং শ্রীং বায়ুমণ্ডলায় নমঃ। ঐং হ্রীং শ্রীং সোমমণ্ডলায় নমঃ। ঐং হ্রীং শ্রীং মহাকুলবোধাবলিমণ্ডলায় নমঃ। ঐং হ্রীং শ্রীং মহাকৌলমণ্ডলায় নমঃ। ঐং হ্রীং শ্রীং গুরুমণ্ডলায় নমঃ। ঐং হ্রীং হ্রীং আত্মমণ্ডলায়[1] নমঃ। ঐং হ্রীং শ্রীং সমস্তসিদ্ধযোগিনীপীঠোপপীঠক্ষেত্রোপক্ষেত্রদশস্থানমণ্ডলায় নমঃ। এবং মণ্ডলানাং দ্বাদশকং ক্রমেণ পূজাম্ ॥ ৫

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে কুব্জিকাপূজা নাম ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

হরিরুবাচ ।

ওঁ কালবিকালকঙ্কালি চর্বিণি কুত্তহারিণি কপিবিষিণি বিষধরারাবিণি উরে[2] হন হন হুত্তে চণ্ড রৌদ্র মাহেশ্বরি মহামুখি জ্বালামুখি শঙ্কুকর্ণি শুকমুণ্ডে শত্রুং হন হন সর্বনাশিনি স্ব স্ব সর্বাঙ্গশোণিতং গুল্লিযৌক্কিণি মনসা দেবি সম্মোহয় সম্মোহয় রুদ্রস্য হৃদয়ে জাতা রুদ্রস্য হৃদয়ে স্থিতা। রুদ্রো রৌদ্রেণ রূপেণ ত্বং দেবি এহি এহি রক্ষ রক্ষ মাম্। হুং হাং (হুং হাং হুং) ক ক ঠ ঠ বজ্রমেখলাধরাম্ প্রেতক্রবিষহারি ও শালে মালে হর হর বিষোহ্রং[3] হ্রাং হ্রাং শবরি হুং শবরি প্রকোপবিশদে সর্বে বিকক্ষেবাতে[4] সর্বনাগাদিবিষহরণম্ ॥ ১

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

আদের মন্ত্র এবং ক্রম মূলে বিশদরূপে বিবৃত আছে, সুধীমাত্র বোধগম্য হইবে। পরে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ইত্যাদি মন্ত্রে ক্রমানুসারে দ্বাদশ মণ্ডলের পূজা করিবে। কুব্জিকাপূজা উক্ত হইল। ১—৫।

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে কুব্জিকাপূজা নামক ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

হরি বলিলেন, ওঁ কালবিকাল ইত্যাদি মন্ত্র বিষনিবারক। উক্ত মন্ত্রের প্রয়োগে সর্বপ্রকার সর্পবিষ তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয় এবং নাগগণ তথা হইতে পলায়ন করিয়া থাকে। ১

গরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে সর্পবিষহরণ নামক সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

১। গগনমণ্ডলায়। ২। উলে। ৩। বিশোহ। ৪। বিকক্ষেবিলে।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ[1]।

গোপালপূজাং বক্ষ্যামি ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনীম্। দ্বারে ধাতা বিধাতা চ গঙ্গা যমুনয়া সহ॥ ১
শঙ্খপদ্মনিধী চৈব সারঙ্গঃ শরভঃ[2] শ্রিয়া। পূর্ব্বে ভদ্রঃ সুভদ্রো দ্বৌ দক্ষে চণ্ডপ্রচণ্ডকৌ॥ ২
পশ্চিমে বলপ্রবলৌ জয়শ্চ বিজয়ো যজেৎ। উত্তরে শ্রীশ্চতুর্দ্বারে গণো দুর্গা সরস্বতী॥ ৩
ক্ষেত্রপালাদিকোণেষু দিক্ষু নারদপূর্ব্বকম্। সিদ্ধো গুরুর্নলকূবরং কোণে ভাগবতং যজেৎ॥ ৪
পূর্ব্বে বিষ্ণুং বিষ্ণুতপো বিষ্ণুশক্তিং সমর্চ্চয়েৎ। ততো বিষ্ণুপরীবারং মধ্যে শক্তিঞ্চ কূর্ম্মকম্॥ ৫
অনন্তং পৃথিবীং ধর্ম্মং[3] জ্ঞানং বৈরাগ্যমগ্নিতঃ। ঐশ্বর্য্যং বায়ুপূর্ব্বঞ্চ প্রকাশাত্মানমুত্তরে॥ ৬
সত্ত্বায় প্রকৃতাত্মনে রজসে মোহরূপিণে। তমসে পদ্মায় বেদাহঙ্কারতত্ত্বকম্॥ ৭
বিদ্যাতত্ত্বং পরং তত্ত্বং সূর্য্যেন্দুবহ্নিমণ্ডলম্। বিমলাদ্যা আসনঞ্চ প্রাচ্যাং ক্লীঁ হ্রীং সম্পূজয়েৎ।
গোপীজনবল্লভায় স্বাহান্তো মন্ত্রকস্ততঃ॥ ৮
আচক্রাখ্যস্বচক্রং বিচক্রঞ্চ সুচক্রকম্[4]। ত্রৈলোক্যরক্ষণং চক্রমসুরান্তিসুদর্শনম্॥ ৯

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

হরি বলিলেন,—এইরূপ গোপালপূজা বলিব। এই গোপালপূজা সাধককে ইহকালে বিবিধ ভোগ ও অন্তকালে মুক্তিপদ প্রদান করে। প্রথমতঃ ওঁ ধাত্রে নমঃ, ওঁ বিধাত্রে নমঃ, ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ, ওঁ যমুনায়ৈ নমঃ, এই মন্ত্রে দ্বারদেশে পূজা করিবে। পরে ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ, ওঁ পদ্মনিধয়ে নমঃ, ওঁ সারঙ্গায় নমঃ, ওঁ শরভায় নমঃ, ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ, এই সকল মন্ত্রে পূজা করত পূর্ব্বদ্বারে ওঁ ভদ্রায় নমঃ, ওঁ সুভদ্রায় নমঃ, দক্ষিণদ্বারে ওঁ চণ্ডায় নমঃ, ওঁ প্রচণ্ডায় নমঃ, পশ্চিমদ্বারে ওঁ বলায় নমঃ, ওঁ প্রবলায় নমঃ, ওঁ জয়ায় নমঃ, ওঁ বিজয়ায় নমঃ, উত্তরদ্বারে ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ, চতুর্দ্বারে ওঁ গণেশায় নমঃ ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ। এই প্রকার পূজাক্ষেত্রের অগ্ন্যাদিকোণে ও দিক্‌চতুষ্টয়ে নারদ, সিদ্ধগণ, গুরু, নলকূবর ও ভাগবত এই সকল দেবতার পূজা করিবে। পূর্ব্বদিকে বিষ্ণু, বিষ্ণুতপ ও বিষ্ণুশক্তির পূজা করিয়া বিষ্ণুপরিবারের পূজা করিবে। মধ্যে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, এই মন্ত্রে পূজা করত অগ্নিকোণে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, নৈঋ‌র্তকোণে ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, বায়ুকোণে ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, এবং ঈশানকোণে ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ। এই সকল মন্ত্রে পূজা করিবে। উত্তরদিকে ওঁ প্রকাশাত্মনে নমঃ। তারপর ওঁ সত্ত্বায় প্রকৃতাত্মনে নমঃ, ওঁ রজসে মোহরূপিণে নমঃ, ওঁ তমসে নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ অহঙ্কারতত্ত্বায় নমঃ, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় নমঃ, ওঁ পরতত্ত্বায় নমঃ, ওঁ সূর্য্যমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ চন্দ্রমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ বিমলাদিভ্যো নমঃ, ওঁ আসনায় নমঃ, এই সকল মন্ত্রে পূজা করিবে। পরে পূর্ব্বদিকে হ্রীং ক্লীঁ গোপীজনবল্লভায় স্বাহা এই মন্ত্রে গোপালদেবের পূজা করিবে ১—৮।

উক্ত গোপালপূজার করাঙ্গন্যাস এই—ওঁ আচক্রায় হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ সুচক্রায় শিরসে স্বাহা, ওঁ বিচক্রায় শিখায়ৈ বষট্, ওঁ ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় কবচায় হুঁ, ওঁ অসুরান্তিচক্রায় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ সুদর্শনচক্রায় অস্ত্রায় ফট্। এইরূপ ওঁ আচক্রায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ

১। সূত উবাচ। ২। শরভঃ। ৩। পৃথিবীধর্ম্মং।
৪। আচক্রঞ্চ সুচক্রঞ্চ বিচক্রঞ্চ তথৈব চ।

ইন্দ্রাদিপূর্ব্বকোণেষু অস্ত্রং শক্তিঞ্চ পূর্ব্বতঃ। রুক্মিণী সত্যভামা চ সুনন্দা নাগ্নজিত্যপি ॥১০
লক্ষ্মণা মিত্রবিন্দা চ জাম্ববত্যা সুশীলয়া। শঙ্খচক্রগদাপদ্মং মুষলং শার্ঙ্গমর্চ্চয়েৎ ॥১১
খড়্গং পাশাঙ্কুশং প্রাচ্যাং শ্রীবৎসং কৌস্তুভং যজেৎ। মুকুটং বনমালাঞ্চ ইন্দ্রাদীন্ ধ্বজমুখ্যকান্ ॥১২
কুমুদাদীন্ বিষ্বক্সেনং কৃষ্ণং শ্রিয়া সহার্চ্চয়েৎ।
জপ্যাদ্ধ্যানাৎ পূজনাচ্চ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥১৩

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণপূজনং নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ।

ত্রৈলোক্যমোহিনীং বক্ষ্যে পুরুষোত্তমপূজনম্। পূজামন্ত্রান্ শ্রীধরাদ্যান্ ধর্ম্মকামাদিদায়কান্ ॥১

ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং হুং ওঁ নমঃ। পুরুষোত্তম অপ্রতিরূপ লক্ষ্মীনিবাস সকলজগৎক্ষোভণ সর্ব্বস্ত্রীহৃদয়বিদারণ ত্রিভুবনমদোন্মাদকর সুরাসুরমনুজসুন্দরীজনমনাংসি তাপয় তাপয় শোষয় শোষয় মারয় মারয় স্তম্ভয় স্তম্ভয় দ্রাবয় দ্রাবয় আকর্ষয় আকর্ষয় ॥২

পরমসুভগ সর্ব্বসৌভাগ্যকর সর্ব্বকামপ্রদ অমুকং হন হন চক্রেণ গদয়া খড়্গেন সর্ব্ববাণৈর্ভিন্ধি ভিন্ধি পাশেন কট্ট কট্ট অঙ্কুশেন তাড়য় তাড়য় তুরু তুরু কিং তিষ্ঠসি? তারয় তারয় তাবৎ যাবৎ সমীহিতং মে সিদ্ধং ভবতি হুং ফট্ নমঃ ॥৩

ওঁ শ্রীং শ্রীধরায় ত্রৈলোক্যমোহনায় নমঃ ॥৪
ওঁ ক্লীং পুরুষোত্তমায় ত্রৈলোক্যমোহনায় নমঃ ॥৫
ওঁ হুং বিষ্ণবে ত্রৈলোক্যমোহনায় নমঃ ॥৬
ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং ত্রৈলোক্যমোহনায় বিষ্ণবে নমঃ ॥৭

ইত্যাদি ক্রমে পূর্ব্বাদি দিক্ সমুদায়ে অঙ্গন্যাস করিবে। পরে পূর্ব্বাদিক্রমে অস্ত্র ও শক্তি পূজা করিবে, যথা—ওঁ রুক্মিণ্যৈ নমঃ, ওঁ সত্যভামায়ৈ নমঃ, ওঁ সুনন্দায়ৈ নমঃ, ওঁ নাগ্নজিত্যৈ নমঃ, ওঁ লক্ষ্মণায়ৈ নমঃ, ওঁ মিত্রবিন্দায়ৈ নমঃ, ওঁ জাম্ববত্যৈ নমঃ, ওঁ সুশীলায়ৈ নমঃ, ওঁ শঙ্খায় নমঃ, ওঁ চক্রায় নমঃ, ওঁ গদায়ৈ নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ মুষলায় নমঃ, ওঁ শার্ঙ্গায় নমঃ, ওঁ খড়্গায় নমঃ, ওঁ পাশায় নমঃ, ওঁ অঙ্কুশায় নমঃ, ওঁ শ্রীবৎসায় নমঃ, ওঁ কৌস্তুভায় নমঃ, ওঁ মুকুটায় নমঃ, ওঁ বনমালায়ৈ নমঃ, ওঁ ইন্দ্রাদিদিক্পালেভ্যো নমঃ, ওঁ ধ্বজমুখ্যকেভ্যো নমঃ, ওঁ কুমুদাদিভ্যো নমঃ, ওঁ বিষ্বক্সেনায় নমঃ, ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ, ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ, এই সকল মন্ত্রে পূজা করিবে। জপ, পূজা ও ধ্যান করিলে সাধক সর্ব্বাভীষ্ট প্রাপ্ত হয়। ১—১৩।

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণপূজন নামক অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

হরি কহিলেন, ত্রিভুবনমোহনকারিণী পুরুষোত্তমপূজা ও ধর্ম্মকামার্থপ্রদায়িনী শ্রীধরাদিপূজা বলিতেছি। মূলের লিখিত ওঁ হ্রীং ইত্যাদি হুং ফট্ নমঃ ইত্যন্ত মন্ত্রে পুরুষোত্তমের পূজা করিয়া ওঁ শ্রীং শ্রীধরায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে শ্রীধরাদির পূজা করিবে। উক্ত মন্ত্র সকল ত্রৈলোক্য-

ত্রৈলোক্যমোহনা মন্ত্রাঃ সর্ব্বে সর্ব্বার্থসাধকাঃ। সর্ব্বৈ স্ত্রিয়াঃ পৃথগ্বাপি ধ্যান-সংক্ষেপতোঽথবা ॥ ৮
আসনং মূর্ত্তিমন্ত্রঞ্চ হোমাঙ্গমঙ্গকম্। চক্রং গদাঞ্চ খড়্গঞ্চ মুষলং শঙ্খশার্ঙ্গকম্ ॥ ৯
শরং পাশমঙ্কুশঞ্চ লক্ষ্মীগরুড়সংযুতম্। বিষ্বক্সেনং বিভজ্যাদৌ নরঃ সর্ব্বমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১০

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে মোহিনীপূজনং নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ।

বিস্তরেণ প্রবক্ষ্যামি শ্রীধরস্যার্চ্চনং শুভম্। পরিবারশ্চ সর্ব্বেষাং সমো জ্ঞেয়ো হি পণ্ডিতৈঃ ॥ ১

ওঁ শ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ শ্রীং শিরসে স্বাহা। ওঁ শ্রূং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ শ্রৈং কবচায় হুং। ওঁ শ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ শ্রঃ অস্ত্রায় ফট্ ইতি ॥ ২

দর্শয়েদাত্মনো মুদ্রাং শঙ্খচক্রগদাদিকাম্। ধ্যাত্বাত্মানং শ্রীধরাখ্যং শঙ্খ-চক্র-গদাধরম্। ৩
ততস্তু পূজয়েদ্দেবং মণ্ডলে স্বস্তিকাদিকে। আসনং পূজয়েদাদৌ দেবদেবস্য শার্ঙ্গিণঃ।
এভির্মন্ত্রৈর্মহাদেব তান্ মন্ত্রান্ শৃণু শঙ্কর ॥ ৪

ওঁ শ্রীধরাসনদেবতা আগচ্ছত। ওঁ সমস্তপরিবারায়াচ্যুতাসনায় নমঃ। ওঁ ধাত্রে নমঃ। ওঁ বিধাত্রে নমঃ। ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ। ওঁ যমুনায়ৈ নমঃ। ওঁ আধারশক্ত্যৈ নমঃ। ওঁ কূর্ম্মায়

মোহনকারক ও সর্ব্বার্থ-সম্পাদক। পৃথক্ পৃথক্ বা একত্র এই সকল মন্ত্রে আরাধনা করিবে। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রসকল দ্বারা পূজা করিয়া আসন, মূর্ত্তি ও অঙ্গ পূজা করিবে। পরে হোম ও অঙ্গ হোম এবং চক্র, গদা, খড়্গ, মুষল, শঙ্খ, শার্ঙ্গ, শর, পাশ ও অঙ্কুশ, এই সকল অস্ত্রপূজা করত তারপর লক্ষ্মী, গরুড় ও বিষ্বক্সেন এই সকল দেবতার পূজা করিবে। সাধক এইরূপ পূজা করিলে সর্ব্ব অভীষ্ট লাভ করে। ১—১০।

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে মোহিনীপূজন নামক ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ অধ্যায়।

হরি কহিলেন,—শুভপ্রদ শ্রীধরার্চ্চন সবিস্তর বর্ণন করিতেছি। সর্ব্বদেবতার পরিবার-পূজা এক প্রকার, সুতরাং পরিবারপূজা পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে করিলেই হইবে। শ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া শঙ্খ চক্র গদা প্রভৃতি মুদ্রা প্রদর্শন করত স্বীয় আত্মাকে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীধরস্বরূপ ধ্যান করিবে। পরে স্বস্তিক কিংবা সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে শ্রীধরদেবের পূজা করিবে। হে মহাদেব! পশ্চাল্লিখিত মন্ত্রে দেবাদিদেব শ্রীধরের আসনপূজা করিবে। হে শঙ্কর! যে যে মন্ত্রে আসনপূজা করিতে হয়, সেই সকল মন্ত্র শ্রবণ কর। ওঁ শ্রীধরাসনদেবতা আগচ্ছত এই মন্ত্রে আবাহন

শ্রীপর্বতনিবাসায় নমঃ ক্ষেমঙ্করায় চ । ক্ষেত্রাণাং পতয়ে চৈব ক্ষেত্রগায় নমো নমঃ ॥ ১৫
নমঃ শ্রেয়ঃস্বরূপায় শ্রীকরায় নমো নমঃ । শরণ্যায় বরেণ্যায় নমো ভূয়ো নমো নমঃ ॥ ১৬
স্তোত্রং কৃত্বা নমস্কৃত্য দেবদেবং বিসর্জয়েৎ । ইতি রুদ্র সমাখ্যাতা পূজা বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ ॥ ১৭
যঃ করোতি মহাভক্ত্যা স যাতি পরমং পদম্ । ইমং যঃ পঠতেঽধ্যায়ং বিষ্ণুপূজাপ্রকাশকম্ ।
স বিধূয়েহ পাপানি যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥ ১৮

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

রুদ্র উবাচ ।

ভূয় এব জগন্নাথ পূজাং কথয় মে প্রভো । যয়া তরেয়ং সংসারসাগরং ত্বতিদুস্তরম্ ॥ ১

হরিরুবাচ ।

অর্চনং বিষ্ণুদেবস্য বক্ষ্যামি বৃষভধ্বজ । তচ্ছৃণুষ্ব মহাভাগ ভুক্তিমুক্তিপ্রদং শুভম্ ॥ ২
কৃত্বা স্নানং ততঃ সন্ধ্যাং ততো যাগগৃহং ব্রজেৎ । প্রক্ষাল্য পাণী পাদৌ চ আচম্য চ বিশেষতঃ ॥ ৩
মূলমন্ত্রং ন্যসেত্তত্র হস্তয়োর্ব্যাপকং ন্যসেৎ । মূলমন্ত্রশ্চ দেবস্য শৃণু রুদ্র বদামি তে ॥ ৪
ওঁ শ্রীঁ[১] শ্রীধরায় বিষ্ণবে নমঃ । অয়ং মন্ত্রঃ সুরেশস্য বিষ্ণোঃ শ্রীশস্য বাচকঃ ॥ ৫
সর্বব্যাধিহরশ্চৈব সর্বগ্রহহরস্তথা । সর্বপাপহরশ্চৈব ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কঃ ॥ ৬

নমস্কার । তুমি শ্রীবৎস, শান্তমূর্তি ও শ্রীমান্, তোমাকে নমস্কার । তুমি শ্রীপর্বতে বসতি কর এবং সকলের মঙ্গল প্রদান কর, তোমাকে নমস্কার । তুমি সর্বপ্রকার মঙ্গলের অধিপতি ও সর্বমঙ্গলাধার, তোমাকে নমস্কার । তুমি মঙ্গলস্বরূপ ও মঙ্গলকর, তোমাকে নমস্কার । তুমি সকলের আশ্রয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ, তোমাকে বারংবার নমস্কার । হে রুদ্র ! এইরূপে স্তব ও নমস্কার করিয়া দেবদেব শ্রীধরকে বিসর্জন করিবে । মহাত্মা শ্রীধরদেবের পূজাবিধি কথিত হইল । যে ব্যক্তি এই বিধি অনুসারে ভক্তিসহকারে শ্রীধরদেবের অর্চনা করে, সে অন্তকালে পরম পদ লাভ করে । যে ব্যক্তি বিষ্ণুপূজাপ্রকাশ করে ও এই গরুড়পুরাণের ত্রিংশ অধ্যায় পাঠ করে, সে সর্বপাপ পরিহার করিয়া অন্তে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয় । ১—১৮ ।

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩০ ।

একত্রিংশ অধ্যায় ।

রুদ্র কহিলেন,—প্রভো ! যে পূজাদ্বারা অতি দুস্তর সংসারসাগর হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি, পুনর্বার আমার নিকট জগন্নাথের সেই পূজাবিধি বলুন । হরি কহিলেন,—হে বৃষ-বাহন ! আমি বিষ্ণুদেবের অর্চনাবিধি বলিতেছি । মহাত্মন্ ! সেই ভুক্তিমুক্তিপ্রদ শুভকর পূজাবিধি তুমি শ্রবণ কর । অগ্রে নিত্যকর্তব্য স্নান ও সন্ধ্যাবন্দন করিয়া যাগমণ্ডপে প্রবেশ করত হস্ত পদ প্রক্ষালনপূর্বক আচমন করিয়া মূলমন্ত্রে উভয় হস্তদ্বারা ব্যাপকন্যাস করিবে । হে রুদ্র ! আমি তোমার নিকট মূলমন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর । ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীধরায় বিষ্ণবে

---

১ । ঐঁ হ্রীং ।

অঙ্গন্যাসং ততঃ কুর্য্যাদেভির্মন্ত্রৈশ্চ শঙ্কর[1] ॥৭
ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা। ওঁ হ্রূং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ হ্রৈং কবচায় হুং। ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্ ॥৮
ইতি মন্ত্রঃ সমাখ্যাতো ময়া তে প্রভবিষ্ণুনা। ন্যাসং কৃত্বাত্মনো যুক্তং সর্ব্বেন্দ্রিয়জিতাত্মবান্ ॥৯
ততো ধ্যায়েৎ পরং বিষ্ণুং হৃৎকোটরসমাশ্রিতম্। শঙ্খচক্রগদাযুক্তং কুন্দেন্দুধবলং হরিম্ ॥১০
শ্রীবৎসকৌস্তুভযুতং বনমালাসমন্বিতম্। রত্নহারকিরীটৈশ্চ সংযুক্তং পরমেশ্বরম্।
অহং বিষ্ণুরিতি ধ্যাত্বা কৃত্বা বৈ শোধনাদিকম্ ॥১১
যং রং ক্ষমিতি বীজৈশ্চ কঠিনীকৃত্য সর্বিতি[2]। খণ্ডমুৎপাদ্য চ ততঃ প্রণবেনৈব ভেদয়েৎ ॥১২
তত্র পূর্ব্বোক্তরূপঞ্চ ভাবয়িত্বা বৃষধ্বজ। আত্মপূজাং ততঃ কুর্য্যাদ্ গন্ধপুষ্পাদিভিঃ শুভৈঃ ॥১৩
আবাহ্য পূজয়েৎ সর্ব্বা দেবতা আসনস্থ যাঃ। মন্ত্রৈরেভির্মহাদেব তান্ শৃণু শঙ্কর ॥১৪
ওঁ বিষ্ণ্বাসনদেবতা আগচ্ছত। ওঁ সমস্ত-পরিবারাচ্যুতায় নমঃ। ওঁ ধাত্রে নমঃ। ওঁ বিধাত্রে নমঃ। ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ। ওঁ যমুনায়ৈ নমঃ। ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ। ওঁ পদ্মনিধয়ে নমঃ। ওঁ চণ্ডায় নমঃ। ওঁ প্রচণ্ডায় নমঃ। ওঁ দ্বারশ্রিয়ৈ নমঃ। ওঁ আধারশক্ত্যৈ নমঃ। ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ। ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ। ওঁ জ্ঞানায় নমঃ। ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ। ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ। ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ। ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ। ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ। ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ। ওঁ রং রজসে নমঃ। ওঁ তং তমসে নমঃ ওঁ কং কন্দর্পায়[3] নমঃ। ওঁ নং নালায় নমঃ। ওঁ পাং[4] পদ্মায় নমঃ। ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় নমঃ। ওঁ উং[5] সোমমণ্ডলায় নমঃ।

নমঃ, পরমেশ্বর বিষ্ণুর এই মন্ত্র ঈশ্বরবাচক। এই মন্ত্রে দেবের আরাধনা করিলে সর্ব্বরোগ বিনষ্ট হয় ও সর্ব্বগ্রহদোষ শান্ত পাইয়া থাকে। উক্ত মন্ত্র সাধককে সর্ব্বপ্রকার পাপক্ষয়পূর্ব্বক ভুক্তি মুক্তি প্রদান করে। শঙ্কর! হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিবে। এই অঙ্গন্যাস মন্ত্র তোমার নিকট কহিলাম, জিতেন্দ্রিয় সাধক ন্যাসাদি সমাপনান্তে মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। ১—৯।

অনন্তর সাধক হৃদয়ে বিষ্ণুর ধ্যান করিবে। যথা—হরি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী কুন্দকুসুম ও ইন্দুমণ্ডলবৎ শুভ্রবর্ণ, তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তভমণি বিরাজিত এবং গলদেশে বনমালা ও রত্নহার লম্বমান রহিয়াছে। শিরোদেশে মুকুট শোভা পাইতেছে। বিষ্ণুরূপী পরমেশ্বরকে এইভাবে স্বীয় আত্মস্বরূপ চিন্তা করত ভূতাদি শোধন করিবে। যং রং ক্ষং এই বীজত্রয়দ্বারা স্বীয় দেহে কঠিনীকৃত পিণ্ড উৎপাদন করিয়া ওঁ এই মন্ত্রে উক্ত পিণ্ড ভেদ করিবে। হে বৃষধ্বজ! উক্ত পিণ্ডে পূর্ব্বোক্তরূপ দেবের মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া উত্তম গন্ধপুষ্পাদি-দ্বারা আত্মপূজা করিবে। অনন্তর আবাহন করিয়া আসনদেবতার পূজা করিবে। শঙ্কর! যে যে মন্ত্রে আসন দেবতার পূজা করিবে, সেই সকল মন্ত্র শ্রবণ কর। ওঁ বিষ্ণ্বাসনদেবতা আগচ্ছত

১। বিচক্ষণ ইতি বা পাঠান্তরম্। ২। সাবধিঃ।
৩। কন্দায়। ৪। পং। ৫। ওঁ সং।

ওঁ বং[1] বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ। ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ। ওঁ উৎকর্ষিণ্যৈ নমঃ। ওঁ জ্ঞানায়ৈ নমঃ। ওঁ ক্রিয়ায়ৈ নমঃ। ওঁ যোগায়ৈ[2] নমঃ। ওঁ প্রহ্ব্যৈ নমঃ। ওঁ সত্যায়ৈ[3] নমঃ। ওঁ ঈশানায়ৈ নমঃ। ওঁ অনুগ্রহায়ৈ নমঃ ॥ ১৫ ॥

গন্ধপুষ্পাদিভিস্ত্বেতৈ র্মন্ত্রৈর্দেবতাঃ প্রপূজয়েৎ। পূজয়িত্বা ততো বিষ্ণুং দুষ্টসংহারকারিণম্ ॥ ১৬
আবাহ্য মণ্ডলে রুদ্র পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্। অনেন বিধিনা রুদ্র সর্ব্বপাপহরং হরিম্ ॥ ১৭
যথাত্মনি তথা দেবে ন্যাসং কুর্ব্বীত চাদিতঃ। মুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ পশ্চাদর্ঘ্যাদি নির্ব্বপেৎ ততঃ ॥ ১৮
আসনং কুর্য্যাৎ ততো বস্ত্রং তথাচমনং ততঃ। গন্ধপুষ্পং তথা ধূপং দীপং দদ্যাচ্চরুং ততঃ ॥ ১৯
প্রদক্ষিণং ততো জপং ততস্তস্মিন্ সমর্পয়েৎ। অঙ্গাদীনাং স্বমন্ত্রৈশ্চ পূজাং কুর্ব্বীত সাধকঃ ॥ ২০
দেবস্য মূলমন্ত্রেণ দীপ্তিং বিদ্ধি বৃষধ্বজ। মন্ত্রান্ শৃণু ত্রিনেত্র ত্বং কথ্যমানান্ ময়াধুনা ॥ ২১

ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ হ্রীং শিরসে নমঃ। ওঁ হ্রূং শিখায়ৈ নমঃ। ওঁ হ্রৈং কবচায় নমঃ। ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় নমঃ। ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় নমঃ ॥ ২২

ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ। ওঁ শঙ্খায় নমঃ। ওঁ পদ্মায় নমঃ। ওঁ চক্রায় নমঃ। ওঁ গদায়ৈ নমঃ। ওঁ শ্রীবৎসায় নমঃ। ওঁ কৌস্তুভায় নমঃ। ওঁ বনমালায়ৈ নমঃ। ওঁ পীতাম্বরায় নমঃ। ওঁ খড়্গায় নমঃ। ওঁ মুষলায় নমঃ। ওঁ পাশায় নমঃ। ওঁ অঙ্কুশায় নমঃ। ওঁ শার্ঙ্গায় নমঃ। ওঁ শরায় নমঃ। ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ নারদায় নমঃ। ওঁ সর্ব্বসিদ্ধেভ্যো নমঃ। ওঁ ভাগবতেভ্যো নমঃ। ওঁ গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ। ওঁ ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে সবাহনপরিবারায় নমঃ। ওঁ অগ্নয়ে তেজোঽধিপতয়ে সবাহনপরিবারায় নমঃ। ওঁ যমায় প্রেতাধিপতয়ে সবাহনপরিবারায় নমঃ। ওঁ নির্ঋতয়ে রক্ষোঽধিপতয়ে সবাহনপরিবারায় নমঃ। ওঁ বরুণায় জলাধিপতয়ে সবাহনপরিবারায় নমঃ। ওঁ বায়বে প্রাণাধিপতয়ে সবাহনপরিবারায় নমঃ। ওঁ সোমায় নক্ষত্রাধিপতয়ে সবাহনপরিবারায় নমঃ। ওঁ কুবেরায় যক্ষাধিপতয়ে সবাহনপরিবারায় নমঃ। ওঁ ঈশানায় বিদ্যাধিপতয়ে সবাহনপরিবারায় নমঃ। ওঁ অনন্তায়

এই মন্ত্রে আবাহন করিয়া ওঁ সমস্ত পরিবারায়াচ্যুতাসনায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে পূজা করিবে। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই পঞ্চোপচারে উক্ত আসনদেবতার পূজা করিয়া দুষ্টনিগ্রহকারী বিষ্ণুর অর্চনা করিবে। হে রুদ্র! মণ্ডলমধ্যে দেবের আবাহন করিয়া বিভুরূপী পরমেশ্বরের পূজা করিবে। এই প্রকার অর্চনা করিলে সাধকের সর্ব্বপাপ নাশ হয়। ১৬—১৭।

প্রথমে যেরূপে আত্মশরীরে ন্যাস করিবে, সেইরূপ দেবশরীরেও ন্যাস করিবে। তারপর মুদ্রাপ্রদর্শন ও অর্ঘ্যাদিপ্রদান করিবে। তৎপরে আসনীয়, বস্ত্র, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ দিয়া চরু অর্পণ করিবে এবং প্রদক্ষিণ করিয়া মূলমন্ত্র জপ করত দেবতাকে জপ সমর্পণ করিবে। তদনন্তর সাধক স্ব স্ব মন্ত্রে অঙ্গাদি পূজা করিবে। হে বৃষধ্বজ! দেবের মূলমন্ত্রে পূজা করিবে। অধুনা অঙ্গাদি মন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গপূজা করিয়া ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে পূজা করিবে। হে শঙ্কর!

১। ওঁ বং। ২। যোগায়ৈ। ৩। সত্যৈ।

নাগাধিপতয়ে সবাহনপরিবারায় নমঃ। ওঁ ব্রহ্মণে সর্ব্বলোকাধিপতয়ে সবাহনপরিবারায় নমঃ। ওঁ বজ্রায় হুঁ ফট্ নমঃ। ওঁ শক্ত্যৈ হুঁ ফট্ নমঃ। দণ্ডায় হুঁ ফট্ নমঃ। ওঁ খড়্গায় হুঁ ফট্ নমঃ। ওঁ পাশায় হুঁ ফট্ নমঃ। ওঁ ধ্বজায় হুঁ ফট্ নমঃ। ওঁ গদায়ৈ হুঁ ফট্ নমঃ। ওঁ ত্রিশূলায় হুঁ ফট্ নমঃ। ওঁ চক্রায় হুঁ ফট্ নমঃ। ওঁ পদ্মায় হুঁ ফট্ নমঃ। ওঁ বৌং বিশ্বক্সেনায় নমঃ ॥ ২৩

এভির্মন্ত্রৈর্মহাদেব পূজ্যা অব্যাদয়ো নরৈঃ ॥ ২৪

পূজয়িত্বা মহাত্মানং বিষ্ণুং ব্রহ্মস্বরূপিণম্। স্তবীত চানয়া স্তুত্যা পরমাত্মানমব্যয়ম্ ॥ ২৫

বিষ্ণবে দেবদেবায় নমো বৈ প্রভবিষ্ণবে। বিষ্ণবে বাসুদেবায় নমঃ স্থিতিকরায় চ ॥ ২৬

গ্রসিষ্ণবে নমশ্চৈব নমঃ প্রলয়শায়িনে। দেবানাং প্রভবে চৈব যজ্ঞানাং প্রভবে নমঃ ॥ ২৭

মুনীনাং প্রভবে নিত্যং যক্ষাণাং প্রভবিষ্ণবে। জিষ্ণবে সর্ব্বদেবানাং সর্ব্বগায় মহাত্মনে ॥ ২৮

ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রবন্দ্যায় সর্ব্বেশায় নমো নমঃ। সর্ব্বলোকহিতার্থায় সর্ব্বাধ্যায়[1] বৈ নমঃ ২৯

সর্ব্বগোপ্ত্রে সর্ব্বকর্ত্রে সর্ব্বদুষ্টবিনাশিনে। বরপ্রদায় শান্তায় বরেণ্যায় নমো নমঃ।
শরণ্যায় সুরূপায় ধর্ম্মকামার্থদায়িনে ॥ ৩০

স্তুত্বা ধ্যায়েৎ স্বহৃদয়ে ব্রহ্মরূপিণমব্যয়ম্। এবন্তু পূজয়েদ্বিষ্ণুং মূলমন্ত্রেণ শঙ্কর।
মূলমন্ত্রং জপেদ্যাপি যঃ স যাতি পরং হরিম্ ॥ ৩১

এবং তে কথিতং রুদ্র বিষ্ণোরর্চ্চনমুত্তমম্। রহস্যং পরমং পুণ্যং[2] ভুক্তিমুক্তিপ্রদং পরম্ ॥ ৩২

এতদ্ যশ্চ পঠেদ্বিদ্বান্ বিষ্ণুভক্তঃ পুমান্ হর। শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েদ্বাপি বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৩৩

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে সাধক অঙ্গদেবতাদিগের অর্চ্চনা করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ অব্যয় পরমাত্মা পরমেশ্বর বিষ্ণুকে স্তব করিবে। যথা—হে বাসুদেব! তুমি স্বয়ং বিষ্ণু, দেবাদিদেব ও জগতের প্রভু, তোমাকে নমস্কার। তুমি বসুদেবতনয় ও জগৎ পালন করিতেছ, তোমাকে নমস্কার। তুমি অন্তিমসময়ে জগৎ গ্রাস কর এবং প্রলয়কালে শয়ান থাক, তোমাকে নমস্কার। তুমি দেবতাদিগেরও প্রভু এবং যজ্ঞাদির কারণ, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি মুনিগণ ও যক্ষবর্গের প্রভু সর্ব্বদেবজয়ী ও সর্ব্বগ। হে মহাত্মন্! তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও মহেশ্বরের বন্দনীয় এবং সকলের ঈশ্বর, তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বদা জগতের হিতসাধন করিতেছ, তুমি ত্রিভুবনের কর্ত্তা, তোমাকে নমস্কার। তুমি সকলের রক্ষা করিতেছ, তুমি জগৎকর্ত্তা, তুমি সর্ব্বদুষ্ট বিনাশ কর, তুমি বরপ্রদ, শান্তশীল ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তোমাকে নমস্কার। তুমি সকলের আশ্রয়স্বরূপ এবং ধর্ম্মকামার্থ প্রদান কর, তোমাকে নমস্কার। ১৮—৩০।

হে শঙ্কর! এইরূপে স্বহৃদয়ে ব্রহ্মরূপী অব্যয় বিষ্ণুর ধ্যান করত স্তব করিবে। এই প্রকার মূলমন্ত্রে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিতে হইবে। যে ব্যক্তি হরির মূলমন্ত্র জপ করে, সে অন্তকালে হরিপদ প্রাপ্ত হয়। রুদ্র! তোমার নিকট বিষ্ণুপূজা বলিলাম। এই বিষ্ণুপূজা অতি গোপনীয় ও ভুক্তিমুক্তিপদ। হে শঙ্কর! যে বিষ্ণুভক্ত সাধক এই বিষ্ণুস্তব পাঠ করে বা শ্রবণ করে, কিংবা শ্রবণ করায়, সেই মনুষ্য অন্তকালে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। ৩১—৩৩।

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

১। লোকাধ্যক্ষায়। ২। গুহ্যং।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

মহেশ্বর উবাচ।

পঞ্চতত্ত্বার্চনং ব্রূহি শঙ্খ-চক্র-গদাধর। যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ নরো যাতি পরং পদম্ ॥ ১

হরিরুবাচ।

পঞ্চতত্ত্বার্চনং বক্ষ্যে তব শঙ্কর সুব্রত মঙ্গল্যং মঙ্গলং দিব্যং রহস্যং কামদং পরম্।
তৎ শৃণুষ্ব মহাদেব পবিত্রং কলিনাশনম্ ॥ ২
এক এবাব্যয়ঃ শান্তঃ পরমাত্মা সনাতনঃ। বাসুদেবো ধ্রুবঃ শুদ্ধঃ সর্ব্বব্যাপী নিরঞ্জনঃ ॥ ৩
স এব মায়য়া দেব পঞ্চধা সংস্থিতো হরিঃ। লোকানুগ্রহকৃদ্বিষ্ণুঃ সর্ব্বদুষ্টবিনাশনঃ ॥ ৪
বাসুদেবস্বরূপেণ তথা সঙ্কর্ষণেন চ। তথা প্রদ্যুম্নরূপেণানিরুদ্ধাখ্যেন চ স্থিতঃ।
নারায়ণস্বরূপেণ পঞ্চধা চ স্বয়ং স্থিতঃ ॥ ৫
এতেষাং বাচকান্[1] মন্ত্রানেতান্ শৃণু বৃষধ্বজ। ওঁ অং বাসুদেবায় নমঃ। ওঁ আং সঙ্কর্ষণায় নমঃ।
ওঁ অং প্রদ্যুম্নায় নমঃ। ওঁ অঃ অনিরুদ্ধায় নমঃ। ওঁ ওঁ নারায়ণায় নমঃ ॥ ৬
পঞ্চ মন্ত্রাঃ সমাখ্যাতা এষামেব বাচকাস্তব। সর্ব্বপাপহরাঃ পুণ্যাঃ সর্ব্বরোগবিনাশনাঃ ॥ ৭
অধুনা সম্প্রবক্ষ্যামি পঞ্চতত্ত্বার্চনং শুভম্। বিধিনা যেন কর্ত্তব্যং বৈষ্ণবৈঃ শৃণু শঙ্কর ॥ ৮
আদৌ স্নানং প্রকুর্ব্বীত তথা সন্ধ্যাং সমাচরেৎ। অর্চনাগারমাসাদ্য প্রক্ষাল্যাঙ্ঘ্রী পাণিকং তথা ॥ ৯

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

মহেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে শঙ্খচক্র-গদাধর ! তুমি আমার নিকট পঞ্চতত্ত্বার্চন বল। এই পঞ্চতত্ত্বার্চন জানিতে পারিলে মনুষ্যগণ পরমপদ লাভ করিয়া থাকে। হরি কহিলেন, হে মহাব্রত শঙ্কর ! আমি পঞ্চতত্ত্বার্চন বলিতেছি। এই দিব্য পঞ্চতত্ত্বার্চন মঙ্গলপ্রদ, মঙ্গলস্বরূপ, অতি গোপনীয় এবং সাধকের অভীষ্টফলপ্রদ। মহেশ্বর ! পবিত্র ও কলিদোষবিনাশক পঞ্চতত্ত্বার্চন শ্রবণ কর। সেই অদ্বিতীয়, অব্যয়, শান্তশীল, পরমাত্মা, সনাতন, বাসুদেবনামা বিষ্ণু নিশ্চল, শুদ্ধস্বভাব, সর্ব্বব্যাপী ও তেজোময়। হে মহাদেব ! সেই এক বিষ্ণু ত্রিভুবনের হিতসাধনার্থ নিজমায়া দ্বারা পঞ্চরূপ আশ্রয় করিয়াছেন। তিনি সকলের প্রতি করুণা প্রকাশ করেন এবং সর্ব্বদোষ নিবারণ করেন। এক বিষ্ণু বাসুদেবরূপে, সঙ্কর্ষণরূপে, প্রদ্যুম্নরূপে, অনিরুদ্ধরূপে ও নারায়ণরূপে বিভক্ত হইয়াছেন। তাঁহার এই পূর্ব্বোক্ত পঞ্চরূপ আছে। বৃষধ্বজ ! উক্ত পঞ্চরূপী জনার্দ্দনের পঞ্চমন্ত্র শ্রবণ কর। ওঁ বাসুদেবায় নমঃ ইত্যাদি পঞ্চমন্ত্রে উক্ত পঞ্চরূপী নারায়ণের পূজা করিবে। এই পঞ্চমন্ত্র পঞ্চদেবতার বাচক। উক্ত পঞ্চমন্ত্র স্মরণে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হইয়া পুণ্যসঞ্চয় হয় এবং সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ পায়। ১—৭।

শঙ্কর ! এইক্ষণ যেরূপ বিধানে ও যে সকল মন্ত্রে পঞ্চতত্ত্বার্চন করিতে হয়, সেই প্রণালী ও মন্ত্রাদি বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমতঃ যথাবিধি স্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করত

১। বাচকাঃ মন্ত্রাঃ।

আচম্যোপবিশেৎ প্রাজ্ঞো স্বাসনমতীন্দ্রিতম্।
শোষণাদি ততঃ কুর্য্যাৎ যং ক্ষৌং রমিতি মন্ত্রকৈঃ ॥ ১০
সমানকঠিনীকৃত্য চাণ্ডমুৎপাদয়েৎ ততঃ। বিভিদ্যাণ্ডং ততো হ্যণ্ডে ভাবয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥ ১১
বাসুদেবং জগন্নাথং পীতকৌষেয়বাসসম্। সহস্রাদিত্যসঙ্কাশং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥ ১২
আত্মনো হৃদি পদ্মে তু ভাবয়িত্বা[1] পরেশ্বরম্। ততঃ সঙ্কর্ষণং দেবমাত্মানং চিন্তয়েৎ প্রভুম্।
প্রদ্যুম্নমনিরুদ্ধঞ্চ শ্রীমন্নারায়ণং ততঃ ॥ ১৩
ইন্দ্রাদীংশ্চ সুরাংস্তস্মাদ্দেবদেবাৎ সমুত্থিতান্। চিন্তয়েচ্চ ততো ন্যাসং কুর্য্যাদৈব করয়োর্দ্বয়োঃ।
ব্যাপকং মূলমন্ত্রেণ চাঙ্গন্যাসং ততঃ পরম্। অঙ্গমন্ত্রৈর্মহাদেব তন্মন্ত্রান্ শৃণু সুব্রত ॥ ১৫
ওঁ আং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ঈং শিরসে নমঃ। ওঁ ঊং শিখায়ৈ নমঃ। ওঁ ঐং কবচায় নমঃ ওঁ ঔং নেত্রত্রয়ায় নমঃ। ওঁ অঃ অস্ত্রায় ফট্ ॥ ১৬
ওঁ সমস্তপরিবারায়াচ্যুতায় নমঃ। ওঁ ধাত্রে নমঃ। ওঁ বিধাত্রে নমঃ। ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ। ওঁ জ্ঞানায় নমঃ। ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ। ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ। ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ। ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ। ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ। ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় নমঃ। ওঁ সোং সোমমণ্ডলায় নমঃ। ওঁ বং বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ[2]। ওঁ অঃ বাসুদেবায় পরমব্রহ্মণে শিবায় তেজোরূপায় ব্যাপিনে সর্ব্বদেবাধিদেবায় নমঃ। ওঁ পাঞ্চজন্যায় নমঃ। ওঁ সুদর্শনায় নমঃ। ওঁ গদায়ৈ নমঃ। ওঁ পদ্মায় নমঃ। ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ। ওঁ ক্রিয়ায়ৈ নমঃ। ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ। ওঁ কীর্ত্ত্যৈ নমঃ। ওঁ শক্ত্যৈ নমঃ। ওঁ প্রীত্যৈ নমঃ। ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ। ওঁ অগ্নয়ে নমঃ। ওঁ যমায় নমঃ। ওঁ নৈর্ঋতয়ে নমঃ। ওঁ বরুণায় নমঃ। ওঁ বায়বে নমঃ। ওঁ সোমায় নমঃ। ওঁ ঈশানায় নমঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ বিষ্বক্সেনায় নমঃ। ওঁ পদ্মায় নমঃ ইতি ॥ ১৭

পূজালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক করচরণাদি প্রক্ষালন করিবে; প্রাজ্ঞ সাধক অগ্রে আচমনপূর্ব্বক স্বকীয়াসনে উপবেশন করত যং ক্ষৌং ওঁ রং এই মন্ত্রে শোষণাদি দ্বারা ভূতশুদ্ধি করিবে, শোষণাদির দ্বারা শরীর বিনাশ করিয়া দৃঢ় অণ্ডাকার দেহ উৎপাদন করত ঐ অণ্ড ভেদ করিয়া ঐ অণ্ডমধ্যে পরমেশ্বররূপ চিন্তা করিবে। দেবের ধ্যান, যথা—জগৎকর্ত্তা বসু-দেবতনয় বিষ্ণু পীতবর্ণ কৌষেয়বস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন, সহস্র রবিকিরণের ন্যায় তাঁহার দেহকান্তি, কর্ণদেশ সমুজ্জ্বল মকরাকৃতি কুণ্ডল দ্বারা শোভিত। স্বীয় হৃৎপদ্মে আত্মাকে এই-রূপ বাসুদেবরূপী চিন্তা করিবে। এইরূপে স্বীয় আত্মাকে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও নারায়ণ স্বরূপ ধ্যান করিবে। পরে ঐ সকল মূর্ত্তি হইতে সমুৎপন্ন ইন্দ্রাদি-দেবগণকে চিন্তা করিয়া পরে করন্যাস করিবে। পরে মূলমন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিয়া অঙ্গমন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিবে। হে শঙ্কর! সেই সকল অঙ্গমন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই সকল মন্ত্র মূলে দ্রষ্টব্য। তৎপরে ওঁ আং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিবে। এই সকল মন্ত্রকে অঙ্গমন্ত্র

১। ধ্যায়েত্তু পরমেশ্বরং। ২ ওঁ সোমমণ্ডলায় নমঃ। বং বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ ইতি বা পাঠঃ।

এতে মন্ত্রাঃ সমাখ্যাতাস্তব রুদ্র সমাসতঃ। পূজা চৈব প্রকর্ত্তব্যা মণ্ডলে স্বস্তিকাদিকে ॥ ১৮
অঙ্গন্যাসঞ্চ কৃত্বা তু মুদ্রাঃ সর্ব্বাঃ প্রদর্শয়েৎ। আত্মানং বাসুদেবঞ্চ ধ্যাত্বা চৈব পরেশ্বরম্ ॥ ১৯
আসনং পূজয়েৎ পশ্চাদাবাহ্য বিধিবন্নরঃ। দ্বারে ধাতৃবিধাতৃভ্যাং পূজা কার্য্যা বৃষধ্বজ ॥ ২০
গরুড়ং পূজয়েদগ্রে বাসুদেবস্য শঙ্কর। শঙ্খাদিপদ্মপর্য্যন্তং মধ্যদেশে প্রপূজয়েৎ ॥ ২১
ধর্ম্মং জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং পূর্ব্বদেশতঃ। আগ্নেয়াদিষু কোণেষু অধর্ম্মাদি চতুষ্টয়ম্ ॥ ২২
মণ্ডলস্থমধ্যে তু কীর্ত্তিতা হ্যাসনস্থিতিঃ। পূর্ব্বাদিপত্রপত্রেষু পূজ্যাঃ সঙ্কর্ষণাদয়ঃ ॥ ২৩
কর্ণিকায়াং বাসুদেবং পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্। শার্ঙ্গকাদয়ঃ পূজ্যা ঐশান্যাদিষু সংস্থিতাঃ ॥ ২৪
মণ্ডলস্যৈব পূর্ব্বাদৌ দেবদেবস্য শঙ্কর। ইন্দ্রাদয়ো লোকপালাঃ পূজ্যাঃ পূর্ব্বাদিষু স্থিতাঃ ॥ ২৫
অধো নাগং তথোর্দ্ধে[1] ব্রহ্মাণং পূজয়েৎ সুধীঃ ইতি স্থানক্রমো জ্ঞেয়ো মণ্ডলে শঙ্কর ত্বয়া ॥ ২৬
আবাহ্য মণ্ডলে দেবং কৃত্বা ন্যাসঞ্চ তস্য চ। মুদ্রাং প্রদর্শ্য পাদ্যাদীন্ দদ্যান্মূলেন শঙ্কর ॥ ২৭
স্নানং বস্ত্রং তথাচামং গন্ধং পুষ্পঞ্চ ধূপকম্। দীপং নৈবেদ্যমাচামং নমস্কারং প্রদক্ষিণম্।
মূলমন্ত্রস্য মূলেন জপঞ্চাপি সমর্পয়েৎ ॥ ২৮

নমে। অনন্তর ওঁ সমস্তপরিবারায় অচ্যুতাসনায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ন্যাস ও পূজাদি করিবে। ৮—১৭।

রুদ্র! এই সমস্ত মন্ত্র সংক্ষেপে তোমার নিকট বলিলাম। স্বস্তিক ও সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল প্রস্তুত করিয়া উক্ত মন্ত্রে পূজা করিবে। পরে অঙ্গন্যাস করিয়া মুদ্রা সকল প্রদর্শন করিবে। তারপর স্বীয় আত্মাকে পরমেশ্বর বাসুদেবস্বরূপ চিন্তা করত আসনপূজা করিবে। বৃষধ্বজ! সাধক মানব যথাবিধি আবাহনপূর্ব্বক ওঁ ধাত্রে নমঃ, ওঁ বিধাত্রে নমঃ, এই মন্ত্রে দ্বারদেশে পূজা করিবে। হে শঙ্কর! পরে বাসুদেবের অগ্রভাগে ওঁ গরুড়ায় নমঃ, মণ্ডলমধ্যে ওঁ শঙ্খায় নমঃ, ওঁ চক্রায় নমঃ, ওঁ গদায়ৈ নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, এই সকল অর্চ্চনা করিবে। মণ্ডলের পূর্ব্বদিকে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, দক্ষিণদিকে ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, পশ্চিমদিকে ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, উত্তরদিকে ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ, অগ্নিকোণে ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ, নৈর্ঋতকোণে ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, বায়ুকোণে ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ, ঈশানকোণে ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ, এই সকল পূজা করিবে। উক্তমণ্ডলমধ্যে দেবতার আসন স্থাপন করিয়া পদ্মের পূর্ব্বাদিপত্রে সঙ্কর্ষণাদি দেবতার পূজা করিবে। পদ্মের কর্ণিকাতে পরাৎপর বাসুদেবের পূজা করত ঈশানাদিকোণে শার্ঙ্গকাদির পূজা করিবে। শঙ্কর! মণ্ডলের পূর্ব্বাদিদিকে দেবদেব বাসুদেবের শক্তি পূজা করিয়া ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালের পূজা করিবে। সাধক মণ্ডলের ঊর্দ্ধভাগে ব্রহ্মার ও অধোদেশে অনন্তের পূজা করিবে। হে শঙ্কর! এই প্রকার মণ্ডলে পূজাস্থান নিশ্চয় করিবে। মণ্ডলে বাসুদেবের আবাহন ও যথোক্তবিধানে ন্যাসাদি করত মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক মূলমন্ত্রে পাদ্যাদি নিবেদন করিয়া স্নানীয়, বস্ত্র ও আচমনীয় বা গন্ধপুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও আচমনীয় প্রদানপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার করিবে। হে শঙ্কর! পরে যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া পূজা সমর্পণ করিবে। ১৮—২৮।

১। তথোর্দ্ধে।

ইদং স্তোত্রং জপেৎ পশ্চাদ্বাসুদেবমনুস্মরন্। ওঁ নমো বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ। ২৯
প্রদ্যুম্নায়াদিদেবায়ানি-রুদ্ধায় নমো নমঃ। নমো নারায়ণায়ৈব নরাণাং পতয়ে নমঃ। ৩০
নরপূজ্যায় কীর্ত্যায় স্তুত্যায় বরদায় চ। অনাদিনিধনায়ৈব পুরাণায় নমো নমঃ। ৩১
সৃষ্টিসংহারকর্ত্রে চ ব্রহ্মণঃ পতয়ে নমঃ। নমো বৈ বেদবেদ্যায় শঙ্খচক্রধরায় চ। ৩২
কলিকল্মষহর্ত্রে চ[1] সুরেশায় নমো নমঃ। সংসারবৃক্ষচ্ছেত্রে চ মায়াভেত্রে নমো নমঃ। ৩৩
বহুরূপায় তীর্থায় ত্রিগুণায়াগুণায় চ[2]। ব্রহ্ম-বিষ্ণ্বীশরূপায় মোক্ষদায় নমো নমঃ। ৩৪
মোক্ষদ্বারায় ধর্ম্মায় নির্ব্বাণায় নমো নমঃ। সর্ব্বকামপ্রদায়েহ পরব্রহ্মস্বরূপিণে। ৩৫
সংসারসাগরে ঘোরে নিমগ্নং মাং সমুদ্ধর।
ত্বত্তো নাস্তি দেবদেবেশ নাস্তি ত্রাতা জগৎপ্রভো। ৩৬
ধ্যায়েৎ সর্ব্বগং বিষ্ণুং সতোঽহং শরণং গতঃ। জ্ঞানদীপপ্রদানেন তমোমুক্তং প্রকাশয়। ৩৭
এবং স্তবীত দেবেশং সর্ব্বক্লেশবিনাশনম্। অন্যৈশ্চ বৈদিকৈঃ স্তোত্রৈঃ স্তুত্বা বা নীরজোহিতা। ৩৮
পঞ্চতত্ত্বসমাযুক্তং ধ্যায়েদ্বিষ্ণুং নরো হৃদি। বিসর্জ্জয়েৎ ততো দেবমিতি পূজা প্রকীর্তিতা। ৩৯

পরে বাসুদেবকে স্মরণ করিতে করিতে স্তব পাঠ করিবে। যথা—হে বাসুদেব! হে সঙ্কর্ষণ! তোমাকে নমস্কার। হে প্রদ্যুম্ন! হে আদিদেব অনিরুদ্ধ! তোমাকে নমস্কার। হে নারায়ণ! হে নরপতে! তোমাকে নমস্কার। হে প্রভো! তুমি মনুষ্যবর্গের পূজনীয় ও ত্রিভুবনে কীর্তনীয়। তোমাকে দেবগণও স্তব করিয়া থাকেন, তুমি সকলের বরপ্রদ; তোমার আদি অন্ত নাই; তুমি পুরাণপুরুষ; তোমাকে নমস্কার। তুমি সমস্ত জগতের সৃষ্টি ও সংহারকর্তা; তুমি ব্রহ্মারও অধিপতি; তুমি বেদপ্রতিপাদ্য এবং শঙ্খচক্রধারী; তোমাকে নমস্কার। তুমি কলিকৃত পাপ হইতে মানবগণকে ত্রাণ কর, তুমি দেবগণের ঈশ্বর, তোমাকে নমস্কার। তুমি সংসার-তরুর ছেদনকর্তা; তুমি ভবমায়া-বিনাশকারী; তোমাকে নমস্কার। তুমি বহুরূপী তীর্থস্বরূপ ত্রিগুণ ও অগুণময়, তোমাকে নমস্কার। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই দেবত্রয় তোমার রূপভেদ মাত্র, তোমার প্রসাদে মনুষ্য মুক্তিলাভ করে, তোমাকে নমস্কার। তুমি মুক্তির দ্বারস্বরূপ, তুমিই একমাত্র ধর্ম্ম, তুমিই নির্ব্বাণ মুক্তিস্বরূপ তোমাকে নমস্কার। তুমি সাধক-বর্গের সর্ব্বাভিলাষ পূর্ণ কর; তুমিই সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ; তোমাকে নমস্কার করি। হে নারায়ণ! আমি ঘোর সংসারসাগরে নিমগ্ন, আমাকে উদ্ধার কর। হে দেবেশ! তুমি ভিন্ন ত্রাণকর্তা আর কেহ নাই। তুমি সর্ব্বগ বিষ্ণু; আমি তোমার শরণাগত হইলাম; তুমি আমার জ্ঞানদীপ সমুজ্জ্বল করিয়া মোহান্ধকার বিনাশ কর। সাধক এইরূপে সর্ব্বক্লেশবিনাশন দেবেশ বাসুদেবকে স্তব করিবে। হে মহেশ্বর! অন্যান্য বৈদিক স্তবদ্বারা বাসুদেবকে স্তব করিয়া পঞ্চতত্ত্বসমাযুক্ত বিষ্ণুকে স্বীয় হৃদয়ে ধ্যান করতঃ দেবদেব বাসুদেবকে বিসর্জ্জন করিবে। পঞ্চতত্ত্বযুক্ত বিষ্ণুর পূজা এই কথিত হইল। হে শঙ্কর! বাসুদেবের উক্ত প্রকারে অর্চ্চনা

১। কলিকল্মষনাশায়। ২। ত্রিগুণায় নমো নমঃ।

সর্ব্বকামপ্রদা শ্রেষ্ঠা বাসুদেবস্য শঙ্কর । এবং পূজনমাত্রেণ কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ ॥ ৪০
ইদঞ্চ যঃ পঠেৎস্তোত্রং পঞ্জরার্চ্চনং নরঃ । শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েদ্বাপি বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥
ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

রুদ্র উবাচ ।

সুদর্শনস্য পূজাং মে বদ শঙ্খগদাধর । গ্রহরোগাদিকং সর্ব্বং যৎ কৃত্বা নাশমেতি হি ॥ ১ ॥

হরিরুবাচ ।

সুদর্শনস্য চক্রস্য শৃণু পূজাং বৃষধ্বজ । স্নানমাদৌ প্রকুর্ব্বীত পূজয়েচ্চ হরিং ততঃ ॥ ২
মূলমন্ত্রেণ বৈ ন্যাসং মূলমন্ত্রং শৃণুষ্ব চ । সহস্রারং হুঁ ফট্ নমো মন্ত্রঃ প্রণবপূর্ব্বকঃ ।
কথিতঃ সর্ব্বদুষ্টানাং নাশকো মন্ত্রকোত্তমঃ ॥ ৩
ধ্যায়েৎ সুদর্শনং দেবং হৃদি পদ্মেঽমলে শুভে । শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং সৌম্যং কিরীটিনম্ ॥ ৪
আবাহ্য মণ্ডলে দেবং পূর্ব্বোক্তবিধিনা হর । পূজয়েদ্ গন্ধপুষ্পাদ্যৈরুপচারৈর্বৃষধ্বজ ॥ ৫
পূজয়িত্বা জপেন্মন্ত্রং শতমষ্টোত্তরং নরঃ । এবং যঃ কুরুতে রুদ্র চক্রস্যার্চ্চনমুত্তমম্ ॥ ৬
সর্ব্বরোগবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকং সমাপ্নুয়াৎ । এতৎ স্তোত্রং জপেৎ পশ্চাৎ
সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্ ॥ ৭

করিলে সাধকের সর্ব্বাভিলাষ পূর্ণ হয় ; এই পূজা সর্ব্বপূজার শ্রেষ্ঠ । এইরূপে বিষ্ণুর পূজা করিলে মানবগণ কৃতার্থ হয় । রুদ্র ! যে সাধক এই পঞ্জরার্চ্চন করিয়া উক্ত স্তব পাঠ বা শ্রবণ করে কিংবা শ্রোতৃবর্গকে শ্রবণ করায়, সে অন্তকালে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয় । ২৯—৪১ ।

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় ।

মহেশ্বর জিজ্ঞাসিলেন,—হে গদাধর ! তুমি আমার নিকট সুদর্শনপূজা বল । এই সুদর্শন-পূজা করিলে গ্রহদোষ ও রোগাদি বিনাশ পায় । হরি কহিলেন, হে বৃষধ্বজ ! সুদর্শনপূজা বলিতেছি, শ্রবণ কর । প্রথমতঃ স্নান করিয়া পরে হরির অর্চ্চনা করিবে । রুদ্র ! মূলমন্ত্র দ্বারা ন্যাস করিবে । মূলমন্ত্র শ্রবণ কর । ওঁ অং হুঁ ফট্ নমঃ এই সুদর্শনদেবের মূলমন্ত্র কথিত হইল । উক্ত মন্ত্র সর্ব্বদুষ্টবিনাশক । সাধক স্বীয় নির্ম্মল হৃৎপদ্মে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, সৌম্যমূর্ত্তি কিরীটধারী সুদর্শনদেবকে ধ্যান করিবে । তারপর মণ্ডলমধ্যে সুদর্শনদেবকে আবাহন করত পূর্ব্বোক্তবিধানে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ প্রভৃতি বিবিধ উপচারে পূজা করিবে । সাধক পূজান্তে মূলমন্ত্র অষ্টোত্তরশত জপ করিবে । হে রুদ্র ! যে সাধক এই প্রকারে সুদর্শনচক্রের পূজা করে, সে ইহকালে সর্ব্বরোগ হইতে মুক্ত হয় এবং পরকালে বিষ্ণুলোক লাভ করিয়া থাকে । পূজান্তে পশ্চাদুক্ত স্তব পাঠ করিবে, এই স্তব পাঠে সাধকের সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনাশ পায় ১—৭ ।

নমঃ সুদর্শনায়ৈব সহস্রাদিত্যবর্চ্চসে । জ্বালামালাপ্রদীপ্তায় সহস্রারায় চক্ষুষে ॥ ৮
সর্ব্বদুষ্টবিনাশায় সর্ব্বপাতকমর্দ্দিনে । সুচক্রায় বিচক্রায় সর্ব্বমন্ত্রবিভেদিনে ॥ ৯
প্রসবিত্রে জগদ্ধাত্রে জগদ্বিধ্বংসিনে নমঃ । পালনার্থায় দেবানাং * দুষ্টাসুরবিনাশিনে ॥ ১০
উগ্রায় চৈব সৌম্যায় চণ্ডায় চ নমো নমঃ । নমশ্চক্ষুঃস্বরূপায় সংসারভয়ভেদিনে ॥ ১১
মায়াপঞ্জরভেত্রে চ শিবায় চ নমো নমঃ । গ্রহাতিগ্রহরূপায় গ্রহাণাং পতয়ে নমঃ ॥ ১২
কালায় মৃত্যবে চৈব ভীমায় চ নমো নমঃ । ভক্তানুগ্রহদাত্রে চ ভক্তগোপ্ত্রে নমো নমঃ ॥ ১৩
বিষ্ণুরূপায় শান্তায় চায়ুধানাং ধরায় চ । বিষ্ণুশস্ত্রায় চক্রায় নমো ভূয়ো নমো নমঃ ॥ ১৪
ইতি স্তোত্রং মহাপুণ্যং চক্রস্য তব কীর্ত্তিতম্ । যঃ পঠেৎ পরয়া ভক্ত্যা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥
চক্রপূজাবিধিং যশ্চ পঠেদ্রুদ্র জিতেন্দ্রিয়ঃ । স পাপং ভস্মসাৎ কৃত্বা বিষ্ণুলোকায় কল্পতে ॥ ১৬

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

সহস্র-সূর্য্যতুল্য তেজোবিশিষ্ট সুদর্শনচক্রকে নমস্কার। সুদর্শন! তোমার দীপ্ত কিরণজালে দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। তুমি সহস্র অরবিশিষ্ট ও চক্ষুঃস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। হে সুদর্শনচক্র! তুমি সর্ব্বদুষ্টবিনাশ করিয়া বিবিধ পাপ নিবারণ কর। তুমি সুচক্র ও বিচক্রস্বরূপ, তোমা হইতে সর্ব্বপ্রকার মন্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তুমি জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছ, তোমাকে নমস্কার। তুমি লোকপালনার্থ দুষ্ট অসুরদিগকে বিনাশ কর। তুমি দুষ্ট দৈত্যদিগের পক্ষে উগ্রমূর্ত্তি ও শান্তশীল দেবগণের পক্ষে সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ। তুমি চণ্ডমূর্ত্তি, জগতের চক্ষুঃস্বরূপ ও সংসারভয়-বিনাশকারী তোমাকে নমস্কার। ৮—১১।

তুমি মায়া-পঞ্জর ভেদ কর, তুমি শিবস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি গ্রহদিগেরও গ্রহস্বরূপ এবং গ্রহাধিপতি; তোমাকে নমস্কার। তুমি কালস্বরূপ, মৃত্যুস্বরূপ ও ভীমরূপী, তোমাকে নমস্কার। তুমি ভক্তবৃন্দের প্রতি অনুগ্রহদানে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাক, তোমাকে নমস্কার। তুমি বিষ্ণুরূপী, শান্তশীল ও আয়ুধধারী; তুমি বিষ্ণুর প্রধান শস্ত্র; তোমাকে বারংবার নমস্কার। ১২—১৪।

হে শঙ্কর! তোমার নিকট এই মহাপুণ্যপ্রদ স্তব কথিত হইল। যে সাধক পরম-ভক্তিসহকারে এই স্তব পাঠ করে, সে অন্তকালে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। হে রুদ্র! যে মানব জিতেন্দ্রিয় হইয়া এই চক্রপূজাবিধি পাঠ করে, সে সর্ব্বপাপ ভস্মীভূত করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। ১৫—১৬।

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

---

* পালনার্থায় লোকানামিতি পাঠান্তরম্।

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

রুদ্র উবাচ।

পুনর্ব্বার্চ্চনং ব্রূহি হৃষীকেশ গদাধর। শৃণ্বতো নাস্তি তৃপ্তির্মে শঙ্খচক্রধর পূজনম্॥ ১

হরিরুবাচ।

হয়গ্রীবস্য দেবস্য পূজনং কথয়ামি তে। তচ্ছৃণুষ জগন্নাথো যেন বিষ্ণুঃ প্রতুষ্যতি॥ ২
মূলমন্ত্রং মহাদেব হয়গ্রীবস্য বাচকম্। প্রবক্ষ্যামি পরং পুণ্যং তদাদৌ শৃণু শঙ্কর॥ ৩
ওঁ হ্রৌং ক্ষ্রৌং শিরসে নমঃ ইতি প্রণবসংযুতঃ। অয়ং নবাক্ষরো মন্ত্রঃ সর্ব্ববিদ্যাপ্রদায়কঃ॥ ৪
অঙ্গান্যানি মহাদেব শৃণু তানি বৃষধ্বজ। ওঁ ক্ষাং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ক্ষীং[1] শিরসে স্বাহাযুক্তং শিরঃ প্রোক্তং ক্ষূং বষট্ তথা॥ ৫
ওঙ্কারযুক্তা দেবস্য শিখা জ্ঞেয়া বৃষধ্বজ। ওঁ ক্ষৈং কবচায় হুং বৈ কবচং পরিকীর্ত্তিতম্॥ ৬
ওঁ ক্ষ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নেত্রং দেবস্য কীর্ত্তিতম্।
ওঁ ক্ষঃ[2] অস্ত্রায় ফট্ অস্ত্রং দেবস্য কীর্ত্তিতম্॥ ৭
পূজাবিধিং প্রবক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু। আদৌ স্নাত্বা তথাচম্য ততো যাগগৃহং ব্রজেৎ॥ ৮
ততঃ প্রবিশ্য বিধিবৎ কুর্য্যাদ্ভূতশোধনাদিকম্। বং ক্ষ্রৌং রমিতি বীজৈশ্চ কঠিনীকৃত্য তদিতি॥ ৯
অণ্ডমুৎপাদ্য চ ততঃ ওঙ্কারেণৈব ভেদয়েৎ। অণ্ডমধ্যে হয়গ্রীবমাত্মানং পরিচিন্তয়েৎ॥ ১০

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

মহেশ্বর কহিলেন, হে হৃষীকেশ! হে গদাধর! পুনর্ব্বার দেবার্চ্চন বল। আমি তোমার নিকট দেবার্চ্চন বিষয় পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারি না। হরি কহিলেন—হয়গ্রীব দেবের পূজা বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই পদ্ধতিক্রমে পূজা করিলে বিষ্ণু পরিতুষ্ট হন। হে শঙ্কর! পুণ্যপ্রদ হয়গ্রীব মন্ত্র বলিব, শ্রবণ কর। এই মূলমন্ত্র হয়গ্রীব বাচক। ওঁ ওঁ হ্রৌং ক্ষ্রৌং শিরসে নমঃ। এই প্রণবসংযুক্ত নবাক্ষর মন্ত্র সর্ব্ববিদ্যাসিদ্ধিপ্রদ। এই মন্ত্রে আরাধনা করিলে সর্ব্ববিধ সিদ্ধি লাভ হয়। হে মহেশ্বর! উক্ত মন্ত্রের অঙ্গন্যাস মন্ত্র শ্রবণ কর। ওঁ ক্ষাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ক্ষীং শিরসে স্বাহা, ওঁ ক্ষূং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ ক্ষৈং কবচায় হুঁ, ওঁ ক্ষ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ ওঁ ক্ষঃ অস্ত্রায় ফট্। এই সকল মন্ত্র দ্বারা অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিবে। এক্ষণে পূজাবিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ স্নান করত আচমন পূর্ব্বক পূজাগৃহে প্রবেশ করিবে। যথাবিধি আসনে উপবেশন করিয়া দেহশোষণাদিক্রমে ভূতশুদ্ধি করিবে। বং ক্ষ্রৌং ও রং এঃ বীজত্রয় দ্বারা শোষণাদিক্রমে ভূতশুদ্ধি সমাপনান্তে লং মন্ত্রে শরীর দৃঢ় চিন্তা করিবে। ১—৯।

পরে মনে মনে একটি অণ্ড উৎপাদন করিয়া ওঁ এই মন্ত্রে সেই অণ্ড ভেদ করিবে। এই অণ্ডমধ্যে নিজ আত্মাকে হয়গ্রীবস্বরূপ চিন্তা করিবে। হয়গ্রীব দেবের ধ্যান যথা—হয়গ্রীব

১। হ্রীং ইতি বহুপুস্তকীয়ঃ পাঠঃ। হ্রীমিতি কেচিৎ।
২। হঃ ইতি বহুপুস্তকীয়ঃ পাঠঃ।

শঙ্খকুন্দেন্দুধবলং মৃণালরজতপ্রভম্ । গোক্ষীরসদৃশং তদ্বৎ সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্[১] ॥ ১১
শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং ধারয়ন্তং চতুর্ভুজম্ । কিরীটিনং কুণ্ডলিনং বনমালাসমন্বিতম্ ॥ ১২
সুবক্ত্রং শুভকপোলঞ্চ পীতাম্বরধরং বিভুম্ । ভাবয়িত্বা মহাত্মানং সর্ব্বদেবৈঃ সমন্বিতম্ ॥ ১৩
অঙ্গমন্ত্রৈস্ততো ন্যাসং মূলমন্ত্রেণ বৈ তথা । ততশ্চ দর্শয়েন্মুদ্রাং শঙ্খপদ্মাদিকাং শুভাম্ ॥ ১৪
ধ্যায়েত্তামর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং মূলমন্ত্রেণ শঙ্কর । ততস্ত্বাবাহয়েত্তত্র দেবতা আসনস্য যাঃ ॥ ১৫
ওঁ হয়গ্রীবাসনস্থ আগচ্ছত চ দেবতাঃ । আবাহ্য মণ্ডলে তাশ্চ পূজয়েৎ বহ্নিকাদিকে ॥ ১৬
দ্বারে ধাতৃবিধাতৃভ্যাং পূজা কার্য্যা বৃষধ্বজ । সমস্তপরিবারায় অচ্যুতায় নমো নমঃ ॥ ১৭
অস্য মধ্যেঽর্চ্চনং কার্য্যং দ্বারে গঙ্গাঞ্চ পূজয়েৎ । যমুনাঞ্চ মহাদেবীং শঙ্খপদ্মনিধী তথা ॥ ১৮
গরুড়ং পূজয়েদগ্রে মধ্যে শক্তিঞ্চ পূজয়েৎ । আধারাখ্যং মহাদেব ততঃ কূর্ম্মং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৯
অনন্তং পৃথিবীং পশ্চাদ্ধর্ম্মজ্ঞানৌ ততোঽর্চ্চয়েৎ । বৈরাগ্যমথ চৈশ্বর্য্যমাগ্নেয়াদিষু পূজয়েৎ ॥ ২০
অধর্ম্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যাদীংস্ত পূর্ব্বতঃ । সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব মধ্যদেশেঽথ পূজয়েৎ ॥ ২১
নন্দং[২] নালঞ্চ পদ্মঞ্চ মধ্যে চৈব প্রপূজয়েৎ । অর্কসোমাগ্নিসংজ্ঞানাং মণ্ডলানাং হি পূজনম্ ।
মধ্যদেশে প্রকর্ত্তব্যমিতি রুদ্র প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২২

শঙ্খ, কুন্দপুষ্প ও চন্দ্রমণ্ডলবৎ ধবলবর্ণ, তাঁহার দেহকান্তি মৃণাল ও রজতের ন্যায়, অথচ গোক্ষীর সদৃশ এবং কোটিসূর্য্যসমুজ্জ্বল। তিনি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, চতুর্ভুজ। তাঁহার শিরোদেশে রত্নমুকুট, কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল এবং কণ্ঠদেশে বনমালা বিলম্বিত আছে। ইঁহার কপোলদেশ ঈষৎ রক্তাভাবিশিষ্ট, পরিধান পীতাম্বর। এইরূপে সর্ব্বদেবসমন্বিত মহাত্মা হয়গ্রীবদেবকে ধ্যান করিয়া পূর্ব্বোক্ত অঙ্গমন্ত্রে অঙ্গন্যাসাদি করিবে। পরে মূলমন্ত্র স্মরণ করত শঙ্খপদ্মাদি মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। ১০—১৪।

এইরূপে হয়গ্রীবরূপী বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্রে পূজা করিবে। রুদ্র! অনন্তর হয়গ্রীবদেবের আসনদেবতা সকলের আবাহন করিবে। যথা—'ওঁ হয়গ্রীবস্য আসন-দেবতাঃ আগচ্ছত' এই মন্ত্রে বহ্নিক বা অগ্নিকোণাদিক্রমে আসনদেবতার আবাহন পূর্ব্বক পূজা করিবে। হে বৃষধ্বজ! দ্বারদেশে ওঁ ধাত্রে নমঃ, ওঁ বিধাত্রে নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিবে। পরে মণ্ডলমধ্যে 'সমস্তপরিবারায় অচ্যুতায় নমঃ' মন্ত্রে অর্চনা করিয়া দ্বারদেশে ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ, ওঁ যমুনায়ৈ নমঃ, ওঁ মহাদেব্যৈ নমঃ, ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ, ওঁ পদ্মনিধয়ে নমঃ, এবং অগ্রভাগে ওঁ গরুড়ায় নমঃ, এই সকল পূজাপূর্ব্বক মধ্যে আধারশক্তির পূজা করিবে। তারপর ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, এই সকল মন্ত্রে পূজা করিয়া অগ্নিকোণে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, নৈর্ঋতকোণে ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, বায়ুকোণে ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, ঈশানকোণে ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ, পূর্ব্বদিকে ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ, দক্ষিণদিকে ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, পশ্চিমদিকে ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ, উত্তরদিকে ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ, এই সকল মন্ত্রে পূজা করত মণ্ডলমধ্যে ওঁ সত্ত্বায় নমঃ, ওঁ রজসে নমঃ, ওঁ তমসে নমঃ, ওঁ নন্দায় নমঃ, ওঁ নালায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ অর্কমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ সোমমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ অগ্নিমণ্ডলায় নমঃ এই সকল পূজা করিবে। ১৫—২২।

১। পংক্তিরিয়ং ন সর্ব্বত্র।
২। কন্দং নীলঞ্চ।

বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগা[1] বৃষধ্বজ । প্রহ্বী সত্যা তথেশানা অনুগ্রহাঃ শক্তয়ো হ্যমূঃ ॥২৩
পূর্ব্বাদিষু চ পত্রেষু পূজ্যাশ্চ বিমলাদয়ঃ । অনুগ্রহা কর্ণিকায়াং পূজ্যা শ্রেয়োঽর্থিভির্নরৈঃ ॥২৪
প্রণবাদ্যৈর্নমোঽন্তৈশ্চ চতুর্থ্যন্তৈশ্চ নামভিঃ । মন্ত্রৈরেতৈর্যথান্যায়মাসনং পরিপূজয়েৎ ॥ ২৫
স্নানগন্ধপ্রদানেন পুষ্পধূপপ্রদানতঃ । দীপনৈবেদ্যদানেন আসনস্যার্চ্চনং শুভম্ ॥ ২৬
কর্ত্তব্যং বিধিনানেন ইতি তে হর কীর্ত্তিতম্[2] ততস্ত্বাবাহয়েদ্দেবং হয়গ্রীবং সুরেশ্বরম্ ॥ ২৭
বামনাসাপুটেনৈব আগচ্ছন্তং বিচিন্তয়েৎ । আগচ্ছতঃ প্রয়োগেণ মূলমন্ত্রেণ শঙ্কর ॥ ২৮
আবাহনং প্রকর্ত্তব্যং দেবদেবস্য শূলিনঃ । আবাহ্য মণ্ডলে তস্য ন্যাসং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ ॥ ২৯
ন্যাসং কৃত্বা চ হৃদয়ে চিন্তয়েৎ পরমেশ্বরম্ হয়গ্রীবং মহাদেবং সুরাসুরনমস্কৃতম্ ॥ ৩০
ইন্দ্রাদিলোকপালৈশ্চ সংযুক্তং বিষ্ণুমব্যয়ম্ । ধ্যাত্বা প্রদর্শয়েন্মুদ্রাঃ শঙ্খচক্রাদিকাঃ শুভাঃ ॥ ৩১
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ানি ততো দদ্যাচ্চ বিষ্ণবে । স্নাপয়েচ্চ ততো দেবং পদ্মনাভমনাময়ম্ ॥ ৩২
দেবং সংস্নাপ্য বিধিবদ্বস্ত্রং দদ্যাদ্ বৃষধ্বজ । ততো হ্যাচমনং দদ্যাদুপবীতং ততঃ শুভম্ ॥ ৩৩
ততশ্চ মণ্ডলে রুদ্র[3] ধ্যায়েদ্দেবং পরেশ্বরম্ । ধ্যাত্বা পাদ্যাদিকং ভূয়ো দদ্যাদ্দেবায় শঙ্কর ॥৩৪
দদ্যাদ্ধি হয়দেবায়[4] মূলমন্ত্রেণ শঙ্কর । ওঁ ক্ষ্রাং হৃদয়ায় নমঃ অনেন প্রথমং যজেৎ ॥ ৩৫

হে রুদ্র । পরে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধক পূর্ব্বাদিক্রমে ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ ওঁ উৎকর্ষিণ্যৈ নমঃ, ওঁ জ্ঞানায়ৈ নমঃ, ওঁ ক্রিয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ যোগায়ৈ নমঃ, ওঁ প্রহ্ব্যৈ নমঃ, ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ, ওঁ ঈশানায়ৈ নমঃ এবং পদ্মকর্ণিকাতে ওঁ অনুগ্রহায়ৈ নমঃ এই সকল পূজা করিবে । দেবতার নামের আদিতে ওঁকার এবং অন্তে নমঃ শব্দ যোগ করত তৎপরে চতুর্থী বিভক্তি যোগ করিয়া সেই মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে । স্নানীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য প্রদানপূর্ব্বক আসনদেবতার অর্চ্চনা করিবে । হে শঙ্কর ! তৎপরে যথোক্তবিধানে সুরেশ্বর হয়গ্রীবদেবের আবাহন করিবে । ২৩—২৭

বামনাসাপুটে শ্বাস আকর্ষণ করিয়া হয়গ্রীবদেবকে আগমনশীল চিন্তা করিবে । হে রুদ্র ! মূলমন্ত্রে শঙ্খধারী হয়গ্রীবদেবের আবাহন করা কর্ত্তব্য । এইরূপে মণ্ডলমধ্যে হয়গ্রীবদেবের আবাহন করিয়া সাবধানে ন্যাস করিবে যথাবিধি ন্যাস করিয়া মণ্ডলমধ্যে দেবাসুর-নমস্কৃত দেবাদিদেব হয়গ্রীবকে ধ্যান করিবে । হয়গ্রীবদেব ইন্দ্র প্রভৃতি দশদিক্‌পালে পরিবেষ্টিত আছেন । সনাতন বিষ্ণুরূপী হয়গ্রীবদেবকে এইরূপ ধ্যান করত শঙ্খ-চক্রাদি মুদ্রা প্রদর্শন করিবে । পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, প্রদান করিয়া পদ্মনাভ হয়গ্রীবদেবকে স্নান করাইবে । হে বৃষধ্বজ ! যথাবিধি হয়গ্রীব-দেবকে স্নাপনপূর্ব্বক বস্ত্র নিবেদন করিয়া দিবে । পরে আচমন ও উত্তম যজ্ঞোপবীত প্রদান করিবে । রুদ্র ! পরে মণ্ডলমধ্যে পরমেশ্বর হয়গ্রীবদেবকে ধ্যান করিবে । হে শঙ্কর ! তৎপরে পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্রে পাদ্যাদি উপচারে পূজা করিবে । হে শিব ! পাদ্যাদি প্রদান করিয়া ওঁ ক্ষ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে ষড়ঙ্গপূজা করিবে । পূর্ব্বদিকে ওঁ ক্ষ্রাং

---

১ । ক্রিয়াযোগে । ২ । ইতি হর প্রকীর্ত্তিতম্ ।
৩ । রুদ্রং । ৪ । দদ্যাদ্ দৈত্যদেবায় ।

প্রদক্ষিণং নমস্কারং জপ্যং তস্মৈ সমর্পয়েৎ[1] । স্তুবীত চানয়া স্তুত্যা প্রণবাদ্যৈর্বিধানতঃ ॥ ৪৯
ওঁ নমো হয়শিরসে বিদ্যাধ্যক্ষায় বৈ নমঃ । নমো বিদ্যাস্বরূপায় বিদ্যাদাত্রে নমো নমঃ ॥ ৫০
নমঃ শান্তায় দেবায় নমঃ শান্তাত্মনে চ[2] । সুরাসুরনিহন্ত্রে চ সর্ব্বদুষ্টবিনাশিনে ॥ ৫১
সর্ব্বলোকাধিপতয়ে ব্রহ্মরূপায় বৈ নমঃ । নমস্তেশ্বরবন্দ্যায় শঙ্খচক্রধরায় চ ॥ ৫২
নম আদ্যায় দান্তায় সর্ব্বসত্ত্বহিতায় চ । ত্রিগুণায়াগুণায়ৈব ব্রহ্মবিষ্ণুস্বরূপিণে ।
কর্ত্রে হর্ত্রে সুরেশায় সর্ব্বগায় নমো নমঃ ॥ ৫৩
ইত্যেবং সংস্তবং কৃত্বা দেবদেবং বিচিন্তয়েৎ । হৃৎপদ্মে বিমলে রুদ্র শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ৫৪
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং সর্ব্বাবয়বসুন্দরম্ । হয়গ্রীবং হংসেশং পরমাত্মানমব্যয়ম্[3] ॥ ৫৫
ইতি তে কথিতা পূজা হয়গ্রীবস্য শঙ্কর । যঃ পঠেৎ পরয়া ভক্ত্যা স গচ্ছেৎ পরমং পদম্ ॥ ৫৬

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

হরিরুবাচ ।

ন্যাসাদিকং প্রবক্ষ্যামি গায়ত্র্যাশ্ছন্দ এব চ । বিশ্বামিত্র ঋষিশ্চৈব সবিতা চাথ দেবতা ॥ ১
ব্রহ্মশীর্ষা রুদ্রশিখা বিষ্ণোর্হৃদয়সংস্থিতা । বিনিয়োগোপনয়নে কাত্যায়নসগোত্রজা ॥ ২

হয়গ্রীবদেবকে প্রদক্ষিণ করত নমস্কারপূর্ব্বক যথাশক্তি জপ ও জপসমর্পণ করিবে। তারপর পশ্চাল্লিখিত স্তুতি পাঠ করিয়া দেবদেব হয়গ্রীবদেবকে সন্তুষ্ট করিবে। স্তব যথা—সর্ব্ববিদ্যাধিপতি হয়গ্রীবদেবকে নমস্কার। হয়গ্রীবদেব বিদ্যাস্বরূপ ও বিদ্যাপ্রদানকর্ত্তা, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি শান্ত, শান্তত্ব আত্মস্বরূপ সেই হয়গ্রীবদেবকে নমস্কার। দেবাসুর নিগ্রহকর্ত্তা ও সর্ব্বদুষ্টসংহর্ত্তা হয়গ্রীবদেবকে নমস্কার। যিনি সর্ব্বলোকাধিপতি ও ব্রহ্মস্বরূপ হয়গ্রীবদেব তাঁহাকে নমস্কার। ঈশ্বর মহাদেব যে শঙ্খচক্রধারী হয়গ্রীবদেবকে বন্দনা করেন, তাঁহাকে নমস্কার। আদিদেব, দান্ত, সর্ব্বপ্রাণির হিতসাধনতৎপর হয়গ্রীবদেবকে নমস্কার। যিনি ত্রিগুণ ও নির্গুণ এবং ব্রহ্মবিষ্ণুস্বরূপ, সেই হয়গ্রীবদেবকে নমস্কার। জগৎকর্ত্তা, সর্ব্বহর্ত্তা, সুরেশ্বর, সর্ব্বগ হয়গ্রীবদেবকে নমস্কার। এইপ্রকার স্তব করিয়া স্বীয় হৃৎপদ্মমধ্যে দেবদেব শঙ্খচক্রগদাধর হয়গ্রীবদেবকে চিন্তা করিবে। হয়গ্রীবদেব কোটিসূর্য্যবৎ আভাবিশিষ্ট, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সনাতন, পরমাত্মা, ব্রহ্মস্বরূপ। হে শঙ্কর! হয়গ্রীবপূজা কথিত হইল। যে মানব ভক্তিসহকারে উক্তপ্রণালীতে পূজা করিয়া স্তব পাঠ করে, সেই মানব পরমপদ প্রাপ্ত হয় ৪৯—৫৬।

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

হরি বলিলেন,—গায়ত্রীর ছন্দঃ ও ন্যাসাদি বলিতেছি। গায়ত্রীমন্ত্রের বিশ্বামিত্র ঋষি

১। সংপঠেৎ। ২। নির্গুণায়াত্মনে নমঃ ইতি কচিৎ পাঠঃ।
৩। হয়গ্রীবোঽহমীশেশঃ পরমাত্মাহমব্যয়ঃ ইতি কচিৎ পাঠঃ।

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ।

সন্ধ্যাবিধিং প্রবক্ষ্যামি শৃণু রুদ্রাঘনাশনম্। প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা সন্ধ্যাস্নানমুপক্রমেৎ॥ ১
সপ্রণবাং সব্যাহৃতিং গায়ত্রীং শিরসা সহ। ত্রিঃ পঠেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে॥২
মনোবাক্কায়জং দোষং প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দ্বিজঃ। তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু প্রাণায়ামপরো ভবেৎ॥৩
সায়মগ্নিশ্চ মেত্যুক্ত্বা প্রাতঃ সূর্য্যেত্যপঃ পিবেৎ। আপঃ পুনন্তু মধ্যাহ্নে উপস্পৃশ্য যথাবিধি॥ ৪
আপো হি ষ্ঠেত্যৃচা কুর্য্যান্মার্জ্জনন্তু কুশোদকৈঃ। প্রণবেন তু সংযুক্তং ক্ষিপেদ্বারি পদে পদে॥৫
রজস্তমোমোহজাতান্ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিজান্। বাঙ্মনঃকর্ম্মজান্ দোষান্ নবৈতান্ নবভির্দহেৎ॥৬
সমুদ্ধৃত্যোদকং পাণৌ জপ্ত্বা চ দ্রুপদাং ক্ষিপেৎ। ত্রিষড়ষ্টৌ দ্বাদশধা বর্ত্তয়েদঘমর্ষণম্॥ ৭
উদুত্যং চিত্রমিত্যাভ্যামুপতিষ্ঠেদ্দিবাকরম্। দিবারাত্রৌ চ যৎ পাপং সর্ব্বং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ॥ ৮
পূর্ব্বসন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠেৎ[1] পশ্চিমামুপবিশ্য চ। মহাব্যাহৃতিসংযুক্তাং গায়ত্রীং প্রণবান্বিতাম্॥ ৯
দশভির্জন্মজনিতং শতেন তু পুরাকৃতম্। ত্রিযুগন্তু সহস্রেণ গায়ত্রী হন্তি দুষ্কৃতম্॥ ১০

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

হরি বলিলেন,—হে রুদ্র! সন্ধ্যাবিধি বলিব, শ্রবণ কর। অগ্রে তিনবার প্রাণায়াম করিয়া সন্ধ্যাস্নান করিবে। প্রাণবায়ু সংযম করিয়া ওঁকার ও ব্যাহৃতি অর্থাৎ ভূর্ভুবঃ স্বঃ যুক্ত এবং আপো শির সহিত গায়ত্রী তিনবার পাঠ করিলে প্রাণায়াম হয়। ব্রাহ্মণ উক্তরূপে প্রাণায়াম করিলে মানসিক, কায়িক ও বাচনিক এই ত্রিবিধ পাপ ভস্মীভূত হয়। অতএব ব্রাহ্মণ সর্ব্বকাল প্রাণায়ামপর হইয়া থাকিবেন। সায়ংকালে অগ্নিশ্চ মামন্যুশ্চ ইত্যাদি, প্রাতঃকালে সূর্য্যশ্চ মামন্যুশ্চ ইত্যাদি এবং মধ্যাহ্নে আপঃ পুনন্তু ইত্যাদি মন্ত্রে জলপান করিয়া যথাবিধি আচমন করিবে। পরে আপো হিষ্ঠা ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়ে কুশজলদ্বারা আপোমার্জ্জন করিবে। আপোমার্জ্জন সময়ে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রগুলির সহিত ওঁকার যোগ করিয়া পাদে পাদে জলক্ষেপ করিবে। তিনবার প্রাণায়াম, তিনবার আচমন এবং তিনবার আপোমার্জ্জন, এই নবকার্য্য দ্বারা রজোগুণোৎপন্ন, তমোগুণোদ্ভূত, মোহকৃত, জাগ্রদবস্থা (জ্ঞান) কৃত, নিদ্রাবস্থা (অজ্ঞান) জনিত, সুষুপ্তিকালসম্ভূত কায়িক, মানসিক ও বাচনিক, এই নববিধ পাপ বিনাশ পায়। ১—৬।

অঞ্জলিতে জলগ্রহণ করিয়া দ্রুপদাদিব ইত্যাদি মন্ত্রে জলক্ষেপ করিবে। এইরূপ তিন-বার, ছয়বার, আটবার কিংবা বারবার জলক্ষেপ করিবে। ইহাকে অঘমর্ষণ বলে। পরে উদুত্যং ইত্যাদি এবং চিত্রং দেবানাং ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যোপস্থান করিবে। এইরূপ সন্ধ্যা করিলে দিবাকৃত ও রাত্রিকৃত পাপসকল নষ্ট হইয়া যায়। রাত্রিকৃত পাপ প্রাতঃসন্ধ্যায় এবং দিবাকৃতপাপ সায়ংসন্ধ্যায় বিনাশ পায়। দণ্ডায়মান হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা এবং উপবেশন করিয়া সায়ংসন্ধ্যা করিবে। ওঁকার ও মহাব্যাহৃতি অর্থাৎ ভূর্ভুবঃস্বঃ সংযুক্ত গায়ত্রী শতবার জপ করিলে পূর্ব্ব দশ জন্মার্জ্জিত এবং সহস্রবার জপ করিলে যুগত্রয়কৃত পাপ বিনাশ পায়। ৭—১০।

১। তিষ্ঠেৎ।

রক্তা ভবতি গায়ত্রী সাবিত্রী শুক্লবর্ণিকা। কৃষ্ণা সরস্বতী জ্ঞেয়া সন্ধ্যাত্রয়মুদাহৃতম্। ১১
ওঁ ভূরিতি ন্যস্য হৃদয়ে ওঁ ভুবঃ শিরসি ন্যসেৎ। ওঁ স্বরিতি শিখায়াঞ্চ গায়ত্র্যাঃ প্রথমং পদম্॥ ১২
বিন্যসেৎ কবচে বিদ্বান্ দ্বিতীয়ং নেত্রয়োর্ন্যসেৎ। তৃতীয়েনাঙ্গবিন্যাসং চতুর্থং সর্ব্বতো ন্যসেৎ॥
সন্ধ্যাকালে তু বিন্যস্য জপেদ্বৈ বেদমাতরম্। শিরস্ত্যস্ত সর্ব্বাঙ্গে প্রাণায়ামপরঃ স্মরেৎ॥ ১৩
ত্রিপদা যা তু গায়ত্রী ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরী। বিনিয়োগমৃষিং ছন্দো জ্ঞাত্বা তু জপমাচরেৎ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ॥ ১৫
পরোরজসি সাবং তৎ তুরীয়পদমীরিতম্ তৎ হন্তি সূর্য্যঃ সন্ধ্যায়াং নোপাস্তিং কুরুতে তু যঃ ১৬
তুরীয়স্য পদস্যাপি ঋষির্নির্ম্মল ঈরিতঃ[1]। ছন্দশ্চ দেবী গায়ত্রী পরমাত্মা চ দেবতা॥ ১৭

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে সন্ধ্যা-বিধির্নাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৬॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ।

গায়ত্রী পরমা দেবী ভুক্তিমুক্তিপ্রদা চ তাম্। যো জপেৎ তস্য পাপানি বিনশ্যন্তি মহান্ত্যপি॥

প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল, সায়ংকাল এই তিনকালে তিনরূপে ধ্যান করিবে। প্রাতঃকালে রক্তবর্ণা গায়ত্রী, মধ্যাহ্নকালে শুক্লবর্ণা সাবিত্রী এবং সায়ংকালে কৃষ্ণবর্ণা সরস্বতীরূপে ধ্যান করিয়া সন্ধ্যাত্রয় করিবে। গায়ত্রীর ষড়ঙ্গন্যাস যথা—ওঁ ভূঃ হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ভুবঃ শিরসে স্বাহা, ওঁ স্বঃ শিখায়ৈ বষট্, ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং কবচায় হুঁ, ওঁ ভর্গো দেবস্য ধীমহি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এই রূপে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া সর্ব্বাঙ্গে সমস্ত গায়ত্রী ন্যাস করিবে। সন্ধ্যার সময়ে উক্ত রূপে ন্যাস করিয়া প্রাণায়ামপূর্ব্বক বেদমাতা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিলে সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল হয়। ত্রিপদা গায়ত্রী ব্রহ্মবিষ্ণুশিবরূপা। ইহার ঋষি ছন্দঃ ও বিনিয়োগ সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইয়া জপ করিলে সাধক সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যা উপাসনা করে না, তাহাকে রজোগুণাতীত তুরীয় ব্রহ্ম সূর্য্যদেব বিনষ্ট করেন। তুরীয় ব্রহ্মমন্ত্রের ঋষি নির্ম্মল, ছন্দ গায়ত্রী দেবী, এবং দেবতা পরমাত্মা। ১১—১৮।

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে সন্ধ্যাবিধি নামক ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৬॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

হরি বলিলেন, যে সাধক ভুক্তিমুক্তিপ্রদা পরমা দেবী গায়ত্রী জপ করে, তাহার মহাপাপ সকল বিনাশ পায়। এক্ষণে গায়ত্রীপ্রকরণ বলিতেছি। এই গায়ত্রীপ্রকরণানুসারে

১। এষ চ।

গায়ত্রীজপ্যমানাত্তে ভুক্তিমুক্তিপ্রদং তৎ। অষ্টোত্তরং সহস্রং বা অষ্টাধিকশতং জপেৎ।
ত্রিসন্ধ্যং ব্রহ্মলোকী স্যাজ্জপ্তমন্ত্রং জলং পিবেৎ ॥ ২
সন্ধ্যায়াং সর্ব্বপাপঘ্নীং দেবীমাবাহ্য পূজয়েৎ। ভূর্ভুবঃ স্বঃ সমস্তেন পূজাং সাধ্যনামভিঃ ॥ ৩
গায়ত্র্যৈ নমঃ সাবিত্র্যৈ সরস্বত্যৈ নমো নমঃ। বেদমাত্রে চ সাংকৃত্যৈ ব্রহ্মাণী কৌশিকী ক্রমাৎ ॥ ৪
সাধ্যৈ সর্ব্বার্থসাধিন্যৈ সহস্রাক্ষ্যৈ চ ভূর্ভুবঃ। এবমেব মধুস্বাদ্যৌ সমিধাজ্যং হবিস্তথা ॥ ৫
অষ্টোত্তরসহস্রং বাষ্টাধিকশতং হুতম্। ধর্ম্মকামাদিসিদ্ধ্যর্থং জুহুয়াৎ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৬
প্রতিমাং সপ্তবর্ণ-বিনির্ম্মিতাং প্রতিপূজ্য চ। লক্ষমেকং জপেদ্বাথ পয়োমূলফলাশনৈঃ।
অযুতদ্বয়হোমেন সর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭
উত্তরে শিখরে জাতা ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনী[1]। ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথাসুখম্ ॥ ৮

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে গায়ত্রী-মাহাত্ম্যবর্ণনং
নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

জপ্য করিলে সাধকের ইহকালে বিবিধ ভোগ ও পরকালে মুক্তিলাভ হয়। ত্রিসন্ধ্যা অষ্টোত্তর-সহস্র অথবা অষ্টোত্তরশত গায়ত্রী জপ করিবে। গায়ত্রীদ্বারা জল অভিমন্ত্রিত করিয়া পান করিবে। ইহাতে সাধক ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারে। সন্ধ্যাকালে সর্ব্বপাপ-বিনাশিনী গায়ত্রী দেবীর আবাহন করতঃ ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই সকল মন্ত্রে সাধ্যনামের উল্লেখ করিয়া পূজা করিবে। ১—৩।

ওঁ গায়ত্র্যৈ নমঃ, ওঁ সাবিত্র্যৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ বেদমাত্রে নমঃ, ওঁ সাংকৃত্যৈ নমঃ, ওঁ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ, ওঁ কৌশিক্যৈ নমঃ, ওঁ সাধ্যৈ নমঃ, ওঁ সর্ব্বার্থসাধিকে নমঃ, ওঁ সহস্রাক্ষ্যৈ নমঃ, এই সকল মন্ত্রে পূজা ও ভূর্ভুবঃস্বঃ এই মন্ত্রে মধুযুক্তসমিধ্ দ্বারা অগ্নিতে হোম করিবে। সাধক ধর্ম্মকামাদি সাধনার্থ অগ্নিতে অষ্টোত্তরসহস্র বা অষ্টোত্তরশত সংখ্যায় ঘৃতহোম করিবে। সর্ব্ববিধ কার্য্যে এইরূপ হোম করিলে সেই সেই কার্য্য সিদ্ধ হয়। তদনন্তর ৭ বর্ণদ্বারা প্রতিমানির্ম্মাণ করিয়া যথাবিধি পূজা করিবে এবং দুগ্ধ, ফল ও মূল ভক্ষণ করিয়া লক্ষজপ এবং বিংশতি সহস্র হোম করিবে, ইহাতে সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিপূর্ণ হয়। হে দেবি! তুমি উত্তরশিখরে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ভূমিতে ও পর্ব্বতে বাস করিতেছ, একণে ব্রহ্মার আজ্ঞানুসারে অভিলষিত স্থানে গমন কর—বলিয়া গায়ত্রীকে বিসর্জ্জন করিবে। ৪—৮।

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে গায়ত্রী মাহাত্ম্যবর্ণন নামক সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

১। পর্ব্বতবাসিনি।

অষ্টাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ।

নবম্যাদৌ যজেদ্ দুর্গাং হ্রীং দুর্গে রক্ষিণীতি চ। মাতর্মাতর্বরে দুর্গে সর্ব্বকামার্থসাধনে।
অনেন বলিদানেন সর্ব্বকামান্ প্রযচ্ছ মে॥ ১
গৌরী কালী উমা দুর্গা ভদ্রা কান্তিঃ সরস্বতী। মঙ্গলা বিজয়া লক্ষ্মীঃ শিবা নারায়ণী ক্রমাৎ।
মার্গতৃতীয়ামারভ্য পূজয়েন্ন বিয়োগভাক্[১]॥ ২
অষ্টাদশভুজাং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণং তর্জ্জনীম্। ধনুর্ধ্বজং ডমরুকং পরশুং পাশমেব চ॥ ৩
শক্তিমুদ্গরশূলানি[২] কপালবজ্রকাঙ্কুশান্। শরং চক্রং শলাকাঞ্চ অষ্টাদশভুজাং স্মরেৎ॥ ৪
মন্ত্রৈঃ শ্রীভগবত্যাশ্চ প্রবক্ষ্যামি জপাদিকম্॥ ৫

ওঁ নমো ভগবতি চামুণ্ডে শ্মশানবাসিনি কপালহস্তে মহাপ্রেতসমারূঢ়ে মহাবিমানসমাকুলে কালরাত্রি মহাগণপরিবৃতে মহামুখে বহুভুজে ঘণ্টাডমরুকিঙ্কিণীকে অট্টাট্টহাসে কিলি কিলি হূং (দংষ্ট্রাঘোরান্ধকারিণি) সর্ব্বনাদশব্দবহুলে গজচর্ম্মপ্রাবৃতশরীরে রুধিরমাংসলিপ্তে লেলিহানোগ্রজিহ্বে[৩] মহারাক্ষসি রৌদ্রদংষ্ট্রাকরালে ভীমাট্টাট্টহাসে স্ফুরদ্বিদ্যুৎসমপ্রভে চল চল করালনেত্রে হিলি হিলি ললজ্জিহ্বে হ্রীং ভ্রুকুটিমুখি হুঙ্কারভয়ত্রাসনে[৪] কপালমালাবেষ্টিতে জটামুকুটশশাঙ্কধারিণি অট্টাট্টহাসে কিলি কিলি হূং হূং দংষ্ট্রাঘোরান্ধকারিণি সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনি ইদং কর্ম্ম সাধয় সাধয় শীঘ্রং কুরু কুরু কট কট[৫] অঙ্কুশেন সমনুপ্রবেশয় বর্ম্ম বর্ম্ম[৬] কম্পয় কম্পয় চল চল চালয় চালয় রুধিরমাংসমদ্যপ্রিয়ে হন হন কুট্ট কুট্ট ছিন্ধি ছিন্ধি মারয়

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়।

হরি কহিলেন,—নবম্যাদি তিথিতে 'হ্রীং দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি স্বাহা' এই মন্ত্রে দুর্গার পূজা করিবে। মাতঃ! দুর্গে! তুমি সর্ব্বকামার্থ সাধন কর। তুমি এই বলিদানে পরিতুষ্টা হইয়া আমার সর্ব্বাভিলাষ পূর্ণ কর। এইরূপ প্রার্থনা করিবে। অগ্রহায়ণ মাসের তৃতীয়াতে "ওঁ গৌর্য্যৈ নমঃ, ওঁ কাল্যৈ নমঃ, ওঁ উমায়ৈ নমঃ, ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ, ওঁ ভদ্রায়ৈ নমঃ, ওঁ কান্ত্যৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ মঙ্গলায়ৈ নমঃ, ওঁ বিজয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ, ওঁ শিবায়ৈ নমঃ, ওঁ নারায়ণ্যৈ নমঃ," এই সকল মন্ত্রে পূজা আরম্ভ করিবে। সাধক এইরূপ পূজা করিলে বিয়োগভাগী হয় না। দেবীর অষ্টাদশ হস্তে খেটক, ঘণ্টা, দর্পণ, তর্জ্জনীমুদ্রা, ধনুঃ, ধ্বজ, ডমরু, পরশু, পাশ, শক্তি, মুষল, শূল, নরকপাল, বজ্র, অঙ্কুশ, শর, চক্র ও শলাকা এই সকল অস্ত্র আছে। এই সকল অস্ত্রধারিণী দুর্গাদেবীকে চিন্তা করিয়া পূজা করিবে ১—৪।

ভগবতীর পূজা ও জপাদি যে মন্ত্রে করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি। ওঁ নমো ভগবতি চামুণ্ডে ইত্যাদি বিচ্চে হুঁ ফট্ স্বাহা' ইত্যন্ত অষ্টোত্তর শতপদ মন্ত্রে জপ পূজাদি করিবে।

১। মার্গে…নিয়োগভাক্। ২। শক্তিমুষলশূলানি।
৩। লোলাগ্রজিহ্বে ইতি কচিৎ পাঠঃ। ৪। মুদ্রাসনে। ৫। কহ কহ। ৬। বশ বশ।

মারয় অনুক্রম[1] অমুকস্য বজ্রশরীরং পাতয় পাতয় ত্রৈলোক্যগতমপি দুষ্টং বা গৃহীতমগৃহীতং বা আবেশয় আবেশয় ভ্রাময় ভ্রাময় নৃত্য নৃত্য বন্ধ বন্ধ বম বম কোটরাক্ষি ঊর্দ্ধকেশি উলূকবদনে করঙ্কিণি করঙ্কমালাধারিণি দহ দহ পচ পচ গৃহ্ণ গৃহ্ণ মণ্ডলমধ্যে প্রবেশয় প্রবেশয় কিং বিলম্বসি ব্রহ্মসত্যেন বিষ্ণুসত্যেন রুদ্রসত্যেন ঋষিসত্যেন আবেশয় আবেশয় কিলি কিলি খিলি খিলি মিলি মিলি চিলি চিলি বিকৃতরূপধারিণি কৃষ্ণভুজঙ্গবেষ্টিতশরীরে সর্ব্বগ্রহাবেশিনি প্রলম্বোষ্ঠি ভ্রূভঙ্গনাসিকে বিকটমুখি কপিলজটে ব্রাহ্মি ভঞ্জ ভঞ্জ জ্বল জ্বল কালমুখি খল খল পাতয় পাতয় রক্তাক্ষি ঘূর্ণয় ঘূর্ণাপয় ভূমিং পাতয় পাতয় শিরো গৃহ্ণ গৃহ্ণ চক্ষুর্মীলয় মীলয় ভঞ্জ ভঞ্জ হস্তপাদৌ গৃহ্ণ গৃহ্ণ মুদ্রাং স্ফোটয় স্ফোটয় হুং হুং ফট্ বিদারয় বিদারয় ত্রিশূলেন ভেদয় ভেদয় বজ্রেণ হন হন দণ্ডেন তাড়য় তাড়য় চক্রেণ ছেদয় ছেদয় শক্তিনা ভেদয় ভেদয় দংষ্ট্রয়া দংষ্ট্রয় দংষ্ট্রয় কীলকেন কীলয় কীলয় কর্ত্তর্য্যা পাটয় পাটয় অঙ্কুশেন গৃহ্ণ গৃহ্ণ শিরোহক্ষি-জ্বরমৈকাহিকং দ্ব্যাহিকং ত্র্যাহিকং চাতুর্থিকং ডাকিনীস্কন্দ-গ্রহান্ মুঞ্চাপয় মুঞ্চাপয় জন জন উৎপাদয় উৎপাদয় ভূমিং পাতয় পাতয় গৃহ্ণ গৃহ্ণ ব্রহ্মাণি এহি এহি মাহেশ্বরি এহি এহি কৌমারি এহি এহি বারাহি এহি এহি ঐন্দ্রি এহি এহি চামুণ্ডে এহি এহি বৈষ্ণবি এহি এহি নারসিংহি এহি এহি শিবদূতি এহি এহি কপালিনি এহি এহি মহাকালি এহি এহি রেবতি এহি এহি শুষ্করেবতি এহি এহি আকাশরেবতি এহি এহি হিমবচ্চারিণি এহি এহি কৈলাসচারিণি এহি এহি পরমন্ত্রং ছিন্ধি ছিন্ধি কিলি কিলি বিচ্চে[2] অঘোরে ঘোররূপিণি চামুণ্ডে রুরুক্রোধবিনিঃসৃতে অসুরক্ষয়ঙ্করি আকাশগামিনি পাশেন বন্ধ বন্ধ কট্ট কট্ট সমযং তিষ্ঠ তিষ্ঠ মণ্ডলং প্রবেশয় প্রবেশয় পাতয় পাতয় গৃহ্ণ গৃহ্ণ মুখং বন্ধ বন্ধ চক্ষুর্বন্ধ বন্ধয় হস্তপাদং বন্ধ বন্ধ হস্তপাদৌ বন্ধ বন্ধ দুষ্টগ্রহান্ সর্ব্বান্ বন্ধ বন্ধ দিশাং বন্ধ বন্ধ বিদিশাং বন্ধ বন্ধ ঊর্দ্ধং বন্ধ বন্ধ (অধস্তাং বন্ধ বন্ধ) ভস্মনা পানীয়েন মৃত্তিকয়া সর্ষপৈর্বা আবেশয় আবেশয় পাতয় পাতয় চামুণ্ডে কিলি কিলি (বিচ্চে) হুঁ ফট্ স্বাহা ॥ ৬

অষ্টোত্তরশতানাং হি মালামন্ত্রস্য জপা ॥ ৭

একৈকপাদমন্ত্রস্য ত্রিমধুরাক্ততিলাষ্ট-সহস্রহোমঃ। মহামাংসেন ত্রিমধুরাক্তেন ॥ ৮

অষ্টোত্তরশতশাতং একৈকশঃ পদং জপেৎ। তিলাংস্ত্রিমধুরাক্তাংশ্চ সহস্রাষ্টং হোমযেৎ ॥ ৯

সংস্মাংস্যং ত্রিমধুরাদশধা সর্ব্বকর্মকৃৎ। বারিসর্ষপকস্যাদি-ক্ষেপাদ্ যুদ্ধাদিকে জয়ঃ ॥ ১০

অষ্টাবিংশভুজা ধ্যেয়া অষ্টাদশভুজাথবা। দ্বাদশাষ্টভুজা বাপি ধ্যেয়া বাপি চতুর্ভুজা ॥ ১১

ইহার প্রত্যেকপদে অষ্টোত্তর সহস্র সংখ্যায় অভিমন্ত্রিত ঘৃত, শর্করা ও মধু এই ত্রিমধুযুক্ত তিল দ্বারা অষ্টোত্তরশত বার হোম করিবে। কিংবা ত্রিমধুমিশ্রিতমহামাংস দ্বারা হোম করিবে এবং উক্ত এক এক পদ অষ্টোত্তর সহস্রবার জপ করিবে। এইরূপ হোম ও জপ করিলে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয়। উক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জল, সর্ষপ, ভস্ম প্রভৃতি বিপক্ষদল-মধ্যে নিক্ষেপ করিলে যুদ্ধে জয় লাভ হয়। ৫—১০।

অষ্টাবিংশতিভুজা, অষ্টাদশভুজা, দ্বাদশভুজা, অষ্টভুজা, অথবা চতুর্ভুজা দুর্গাদেবীর ধ্যান

১। অনুক্রম। ২। বিচ্চে।

অসিখেটান্বিতৌ হস্তৌ গদাদণ্ডযুতৌ পরৌ । শরচাপযুতৌ চান্যৌ খড়্গমুদ্গরসংযুতৌ ॥ ১২
শঙ্খঘণ্টান্বিতৌ চান্যৌ ধ্বজদণ্ডযুতৌ পরৌ । অন্যৌ পরশুচক্রাঢ্যৌ ডমরুদর্পণান্বিতৌ ॥ ১৩
শক্তিকুন্তান্বিতৌ চান্যৌ নটন্তী মুষলান্বিতৌ[1] পাশতোমরসংযুক্তৌ ঢক্কাপণবসংযুতৌ ॥ ১৪
তর্জ্জয়ন্তী পরেণৈব অন্যঃ কনককলঝনিঃ[2] । অভয়পত্রিকাঢ্যৌ চ মহিষঘ্নী চ সিংহগা ॥ ১৫
জয় ত্বং কামভূতেশে সর্ব্বভূতময়াবৃতে । রক্ষ মাং নিজভূতেভ্যো বলিং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে ॥ ১৬

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে আচারখণ্ডে অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

রুদ্র উবাচ ।

পুনর্দেবার্চ্চনং ব্রূহি সংক্ষেপেণ জনার্দ্দন । সূর্য্যস্য বিষ্ণুরূপস্য ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ॥ ১

হরিরুবাচ ।

শৃণু সূর্য্যস্য রুদ্র ত্বং পুনর্ব্বক্ষ্যামি পূজনম্ । ২
ওঁ উচ্চৈঃশ্রবসে নমঃ । ওঁ অরুণায় নমঃ । ওঁ দণ্ডিনে নমঃ । ওঁ পিঙ্গলায় নমঃ ॥ ৩
এতে দ্বারে প্রপূজ্যা বৈ প্রতিহার্য্যৈর্বৃষধ্বজ ॥ ৪
ওঁ খং ভূতায় নমঃ ॥ ৫

করিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে উক্ত প্রকারে পূজা করিবে। অষ্টাবিংশতিভুজা দেবীর হস্তে অসি, খেটক, গদা, দণ্ড, শর, চাপ, খড়্গ, মুদ্গর, শঙ্খ, ঘণ্টা, ধ্বজ, দণ্ড, পরশু, চক্র, ডমরু, দর্পণ, শক্তি, মুষল, পাশ, তোমর, ঢক্কা, পণব, এই সকল অস্ত্রাদি আছে। দেবী এক হস্তদ্বারা শত্রুগণকে তর্জ্জন এবং অন্য হস্তে কনককলঝনি করিতেছেন, তাঁহার অন্য সকল হস্তে অভয়, পত্রিকাদি মুদ্রা রহিয়াছে। ওঁ জয় ত্বং কামভূতেশে ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে সিংহবাহিনী মহিষমর্দ্দিনী দেবীর বলি প্রদানপূর্ব্বক পূজা সমাপন করিবে। ১১—১৬।

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে আচারখণ্ডে অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

রুদ্র কহিলেন, হে হরে! সংক্ষেপে পুনরায় দেবার্চ্চন বল, বিষ্ণুরূপী সূর্য্যদেবের পূজা করিলে ইহকালে ভোগ ও পরকালে মুক্তি লাভ হয়। আমার সেই সূর্য্যপূজা শ্রবণে অভিলাষ হইয়াছে। বাসুদেব বলিলেন, হে রুদ্র! পুনর্ব্বার সূর্য্যার্চ্চন বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বদ্বারে ওঁ উচ্চৈঃশ্রবসে নমঃ, দক্ষিণদ্বারে ওঁ অরুণায় নমঃ, পশ্চিমদ্বারে ওঁ দণ্ডিনে নমঃ, উত্তরদ্বারে ওঁ পিঙ্গলায় নমঃ। হে বৃষধ্বজ! এইপ্রকারে দ্বারদেবতার পূজা করিয়া মধ্যে ওঁ খং ভূতায় নমঃ,

---

১। শক্তিহস্তান্বিতৌ নটন্তী চান্যৌ মুষলান্বিতৌ। ২। অন্যৎ কনককলঝনিম্।

ইষ্ট্বা পূজয়েন্মধ্যে সত্ত্বাসনসংজ্ঞকম্ ॥ ৬
ওঁ বং বিমলায় নমঃ। ওঁ বং সারায় নমঃ। ওঁ বং আধারায় নমঃ। ওঁ বং পরমসুখায়ৈ নমঃ ॥ ৭
ইত্যাগ্নেয়াদিকোণেষু পূজ্যা বৈ বিমলাদয়ঃ ॥ ৮
ওঁ পদ্মায় নমঃ। ওঁ কর্ণিকায়ৈ নমঃ[1] ॥ ৯
মধ্যে তু পূজয়েচ্চৈব পূর্বাদিষু তথৈব চ। দীপ্তাদ্যাঃ পূজয়েন্মধ্যে পূজয়েৎ সর্বতোমুখীম্ ॥ ১০
ওঁ বাং দীপ্তায়ৈ নমঃ। ওঁ বীং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ। ওঁ বূং জয়ায়ৈ নমঃ। ওঁ বৈং ভদ্রায়ৈ নমঃ। ওঁ বৌং বিভূত্যৈ নমঃ। ওঁ বং অঘোরায়ৈ নমঃ। ওঁ বং বিদ্যুতায়ৈ নমঃ। ওঁ বঃ বিজয়ায়ৈ নমঃ।
ওঁ সর্বতোমুখ্যৈ নমঃ। ওঁ অর্কাসনায় নমঃ। ওঁ হ্রাং সূর্যমূর্তয়ে নমঃ ॥ ১১
এতাভিঃ পূজয়েন্মধ্যে ক্রমশান্ শৃণু শঙ্কর ॥ ১২
ওঁ হং সং খং খখোল্কায় স্বাং স্বীং সঃ স্বাহা। সূর্যমূর্তয়ে নমঃ ॥ ১৩
অনেনাবাহনং সূর্যস্য স্থাপনং সন্নিধানকম্। সন্নিরোধনমন্ত্রেণ সকলীকরণং তথা।
মুদ্রায়া দর্শনং কৃত্বা মূলমন্ত্রেণ পূজয়েৎ ॥ ১৪
তেজোরূপং রক্তবর্ণং সিতপদ্মোপরি স্থিতম্। একচক্ররথারূঢ়ং দ্বিবাহুং পদ্মধারকম্ ॥ ১৫
এবং ধ্যায়েৎ সদা সূর্যং মূলমন্ত্রং শৃণুষ্ব চ ॥ ১৬
ওঁ হ্রাং হ্রীং সঃ সূর্যায় নমঃ ॥ ১৭

অগ্নিকোণে ওঁ বং বিমলায় নমঃ, নৈর্ঋতকোণে ওঁ বং সারায় নমঃ, বায়ুকোণে ওঁ বং আধারায় নমঃ, ঈশানকোণে ওঁ বং পরমসুখায়ৈ নমঃ, মধ্যে ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ কর্ণিকায়ৈ নমঃ এইরূপে পূজা করিয়া পূর্বাদি দিকে দীপ্তা প্রভৃতি এবং মধ্যে সর্বতোমুখী দেবতার পূজা করিবে। ১—১০

তাহার ক্রম যথা—পূর্বদিকে ওঁ বাং দীপ্তায়ৈ নমঃ, অগ্নিকোণে ওঁ বীং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ, দক্ষিণ দিকে ওঁ বূং জয়ায়ৈ নমঃ, নৈর্ঋতকোণে ওঁ বৈং ভদ্রায়ৈ নমঃ, পশ্চিমদিকে ওঁ বৌং বিভূত্যৈ নমঃ, বায়ুকোণে ওঁ বং অঘোরায়ৈ নমঃ, উত্তরদিকে ওঁ বং বিদ্যুতায়ৈ নমঃ, ঈশানকোণে ওঁ বঃ বিজয়ায়ৈ নমঃ, মধ্যে ওঁ সর্বতোমুখ্যৈ নমঃ এবং ওঁ অর্কাসনায় নমঃ, ওঁ হ্রাং সূর্যমূর্তয়ে নমঃ, মধ্যভাগে এই দুই দেবতার পূজা করিবে। হে শঙ্কর! আবাহনমন্ত্র শ্রবণ কর। ওঁ হং সং খং ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন, স্থাপন, সন্নিধান, সন্নিরোধন ও সকলীকরণ করিবে। তৎপরে মুদ্রা দর্শন করিয়া মূলমন্ত্রে পূজা করিবে। পরে দেবতার ধ্যান করিবে। সূর্যদেবের ধ্যান—তিনি তেজোময়, রক্তবর্ণ, শ্বেতপদ্মের উপরি উপবিষ্ট, একচক্র রথে আরূঢ়, দ্বিভুজবিশিষ্ট ও পদ্মধারী। হে রুদ্র! উক্ত প্রকারে সূর্যদেবের ধ্যান করিবে। এক্ষণে মূলমন্ত্র শ্রবণ কর। ১১—১৬।

ওঁ হ্রাং হ্রীং সঃ সূর্যায় নমঃ, এই মন্ত্রে সূর্যের পূজা করিবে। তারপর যাগস্থান শঙ্খাদি

১। ওঁ কর্ণিকায়ৈ নম ইতি ক্ব পাঠঃ।

সূর্য্যস্য কথিতা পূজা কৃত্বেমাং বিষ্ণুলোকভাক্ ॥ ৩১

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শঙ্কর উবাচ।

মাহেশ্বরীং মে পূজাং বদ শঙ্খগদাধর। যাং কৃত্বা মানবাঃ সিদ্ধিং গচ্ছন্তি পরমেশ্বর ॥ ১

হরিরুবাচ।

শৃণু মাহেশ্বরীং পূজাং কথ্যমানাং বৃষধ্বজ। আদৌ স্নাত্বা তথাচম্য হ্যাসনে চোপবিশ্য চ ॥ ২
ন্যাসং কৃত্বা মণ্ডলে বৈ পূজয়েচ্চ মহেশ্বরম্। নৈবেদ্যৈর্ধূপদীপৈশ্চ পরিবারযুতং হরম্ ॥ ৩
ওঁ হাং শিবাসনদেবতা আগচ্ছত ইতি ॥ ৪
অনেনাবাহয়েত্তত্র দেবতা আসনস্য বৈ ॥ ৫
ওঁ হাং গণপতয়ে নমঃ। ওঁ হাং সরস্বত্যৈ নমঃ। ওঁ হাং নন্দিনে নমঃ। ওঁ হাং মহাকালায় নমঃ। ওঁ হাং গঙ্গায়ৈ নমঃ। ওঁ হাং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। ওঁ হাং অস্ত্রায় নম ইতি ॥ ৬
এতে দ্বারে প্রপূজ্যা বৈ গন্ধপুষ্পাদিভির্হর ॥ ৭
ওঁ হাং ব্রহ্মণে বাস্তুধিপতয়ে নমঃ। ওঁ হাং গুরুভ্যো নমঃ ওঁ হাং আধারশক্ত্যৈ নমঃ। ওঁ হাং অনন্তায় নমঃ। ওঁ হাং ধর্মায় নমঃ। ওঁ হাং জ্ঞানায় নমঃ। ওঁ হাং বৈরাগ্যায় নমঃ। ওঁ হাং ঐশ্বর্য্যায় নমঃ। ওঁ হাং অধর্মায় নমঃ। ওঁ হাং অজ্ঞানায় নমঃ। ওঁ হাং অবৈরাগ্যায় নমঃ। ওঁ হাং অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। ওঁ হাং ঊর্দ্ধচ্ছদায় নমঃ। ওঁ হাং অধশ্ছদায় নমঃ। ওঁ হাং পদ্মায় নমঃ। ওঁ হাং কর্ণিকায়ৈ নমঃ। ওঁ হাং বামায়ৈ নমঃ। ওঁ হাং জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ। ওঁ হাং রৌদ্র্যৈ নমঃ। ওঁ হাং কাল্যৈ নমঃ। ওঁ হাং কলবিকরিণ্যৈ নমঃ। ওঁ হাং বলপ্রমথিন্যৈ নমঃ। ওঁ হাং সর্ব্বভূতদমন্যৈ নমঃ। ওঁ হাং মনোন্মন্যৈ নমঃ। ওঁ হাং মণ্ডলত্রিতয়ায় নমঃ। ওঁ

গুরুভ্যো নমঃ এই মন্ত্রে গুরুর পূজা করিবে। এই সূর্য্যপূজা কথিত হইল। সাধক এই বিধানানুসারে সূর্য্যপূজা করিলে বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারে। ২৫—৩১।

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ অধ্যায়।

শঙ্কর কহিলেন,—হে বিষ্ণো! মহেশ্বরপূজা কীর্ত্তন করুন। এই পূজা পরিজ্ঞাত হইলে, সাধক সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধি লাভ করে। হরি কহিলেন,—বৃষধ্বজ! মহেশ্বরের পূজা বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ যথাবিধি স্নানাচমনপূর্ব্বক বিশুদ্ধ আসনে উপবেশন করিয়া যথোক্ত ন্যাসকরণানন্তর মণ্ডলে মহেশ্বরের পূজা করিবে। পরে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে পরিবারসহ মহাদেবের অর্চ্চনা করিবে এবং ওঁ হাং শিবাসনদেবতা আগচ্ছত এই মন্ত্রে আসনদেবতার আবাহন

ঈশানান্ত কলাঃ পঞ্চ স্নানীতি দ্রবভবক্ত্র ॥ ১৮

ওঁ হাং শিবপরিবারেভ্যো নমঃ। ওঁ হাং ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে নমঃ। ওঁ হাং অগ্নয়ে তেজোঽধি-পতয়ে নমঃ। ওঁ হাং যমায় প্রেতাধিপতয়ে নমঃ। ওঁ হাং নির্ঋতয়ে রক্ষোঽধিপতয়ে নমঃ। ওঁ হাং বরুণায় জলাধিপতয়ে নমঃ। ওঁ হাং বায়বে প্রাণাধিপতয়ে নমঃ। ওঁ হাং সোমায় নক্ষত্রাধিপতয়ে নমঃ। ওঁ হাং ঈশানায় সর্ব্ববিদ্যাধিপতয়ে নমঃ। ওঁ হাং অনন্তায় নাগাধি-পতয়ে নমঃ। ওঁ হাং ব্রহ্মণে সর্ব্বলোকাধিপতয়ে নমঃ। ওঁ হাং ধূলিচণ্ডেশ্বরায় নম ইতি ॥ ১৯

আবাহনং স্থাপনঞ্চ সন্নিধানঞ্চ শঙ্কর। সন্নিরোধং তথা কুর্য্যাৎ সকলীকরণং তথা ॥ ২০
অবগুণ্ঠনঞ্চ মুদ্রায়া দর্শনং ধ্যানমেব চ। পাদ্যমাচমনং অর্ঘ্যং পুষ্পাণ্যভ্যঞ্জদানকম্ ॥ ২১
তত উদ্বর্ত্তনং স্নানং সুগন্ধানুলেপনম্। বস্ত্রালঙ্কারভোগাংশ্চ অঙ্গরাগঞ্চ ধূপকম্ ॥ ২২
দীপং নৈবেদ্যদানঞ্চ হস্তোদ্বর্ত্তনমেব চ। পাদার্ঘ্যাচমনং গন্ধং তাম্বূলং নীরাজনম্ ॥ ২৩
নৃত্যং ছত্রাদিকরণং মুদ্রাণাং দর্শনং তথা। রূপং ধ্যানং জপকাদ্য একতাং এব চ ॥ ২৪
মূলমন্ত্রেণ বৈ কুর্য্যাজ্জপপূজাসমর্পণম্। মাহেশী কথিতা পূজা রুদ্র পাপবিনাশিনী ॥ ২৫

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

পূজা করিবে। পরে ওঁ হাং শিবপরিবারেভ্যো নমঃ, এই মন্ত্রে পূজাপূর্ব্বক ওঁ হাং ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে নমঃ ইত্যাদি মূলোক্ত লিখিত মন্ত্রে দশদিক্পালের পূজা করিবে। হে রুদ্র! তারপর ওঁ হাং ধূলিচণ্ডেশ্বরায় নমঃ, এই মন্ত্রে পূজাপূর্ব্বক মহেশ্বরের আবাহন, স্থাপন, সন্নি-ধান, সন্নিরোধন ও সকলীকরণ করিয়া অবগুণ্ঠনপূর্ব্বক মুদ্রাপ্রদর্শন ও ধ্যান করিবে। ১৪-২০

পরে পাদ্য ও আচমনীয় জল, অর্ঘ্য, পুষ্প, অভ্যঞ্জনার্থ তৈল, উদ্বর্ত্তনদ্রব্য, স্নানীয় দ্রব্য, চন্দনাদি সুগন্ধি অনুলেপন, বস্ত্র, অলঙ্কার, ভোজ্যদ্রব্য, অঙ্গরাগদ্রব্য, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও হস্তোদ্বর্ত্তন দ্রব্য প্রদানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধ ও তাম্বূল নিবেদন করিয়া নীরাজন করিবে। তারপর নৃত্য প্রদর্শন ও ছত্রাদি নিবেদন করতঃ মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। দেবতা, ধ্যান ও মন্ত্রের ঐক্যজ্ঞানে মূলমন্ত্রে পূজা ও জপ করিয়া জপসমর্পণ করিবে। রুদ্র! মহেশ্বরপূজা এই কথিত হইল। এই পূজা করিলে সাধকের সর্ব্বপাপ নষ্ট হয়। ২১—২৫।

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

এতৌ দৃষ্ট্বা বিকথ্যন্তি দানবান্ সুরবীক্ষিতঃ। বিকথ্যন্তে সুরবীরাশ্চ বাসুকেরসুরুত্তমা ॥ ৩
গৃহীত চ পবিত্রাখ্যং বরকেশং সুরধ্বজ হৈমৈরেবং হরিদত্ত মমাখ্যা খ্যাতিমেষ্যতি।
ইত্যুক্তে তেন সর্বাংস্তাংশ্চ তদ্বরং দদৌ ॥ ৪
প্রাবৃট্কালে তু যে মর্ত্যা নার্চয়ন্তি পবিত্রকৈঃ। তেষাং সাংবৎসরী পূজা বিফলা চ ভবিষ্যতি।
তস্মাৎ সর্বেষু দেবেষু পবিত্রারোহণং ক্রমাৎ ॥ ৫
প্রতিপৎপৌর্ণমাস্যন্তা যস্য যা তিথিরুচ্যতে। তস্য তস্যাং বিষ্ণবে কার্যং শুক্লে কৃষ্ণেঽথবা হর ॥ ৬
ব্যতীপাতেঽয়নে চৈব চন্দ্রসূর্যগ্রহে শিব। বিষ্ণবে বৃদ্ধিকার্যে চ গুরোরাগমনে তথা।
নিত্যং পবিত্রমুদ্দিষ্টং প্রাবৃট্কালে যথাক্রমম্ ॥ ৭
কৌশেয়ং পট্টসূত্রং বা কার্পাসং ক্ষৌমমেব বা। কুশসূত্রং দ্বিজানাং স্যাৎ রাজ্ঞাং কৌষেয়পট্টকম্ ॥ ৮
বৈশ্যানাং কৌশকং ক্ষৌমং শূদ্রাণাং নববল্কলম্। কার্পাসং পদ্মসূত্রং সর্বেষাং পরমীশ্বর ॥ ৯
ব্রাহ্মণ্যা কর্তিতং সূত্রং ত্রিগুণং ত্রিগুণীকৃতম্। ওঙ্কারো হর শিবঃ সোমো হুতভুগ্ ব্রহ্মা ফণী রবিঃ ॥
বিঘ্নেশো বিষ্ণুরিত্যেতে নবতন্তুষু দেবতাঃ। ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ত্রিসূত্রে দেবতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১১
সৌবর্ণে রাজতে তাম্রে বৈণবে মৃন্ময়ে ন্যসেৎ। অঙ্গুষ্ঠেন চতুঃষষ্টিঃ শ্রেষ্ঠং মধ্যং তদৰ্দ্ধতঃ ॥ ১২
তদর্দ্ধা তু কনিষ্ঠা স্যাৎ মূলমষ্টোত্তরং শতম্। উত্তমং মধ্যমঞ্চৈব কন্যসং পূর্ববৎ ক্রমাৎ ॥ ১৩

করেন, দানবগণ তাহা দেখিয়া সেই গ্রীবাভূষণ ও ধ্বজ গ্রহণ করিতে উৎসুক হইবে, হরি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা পবিত্রাখ্য বর প্রার্থনা কর। তখন বাসুকির অনুজ নাগ বলিল, হরিদত্ত গ্রীবাভূষণ আমার নামে বিখ্যাত হইবে। সেই নাগ এই কথা বলিলে, বিষ্ণু "তথাস্তু" বলিয়া তাহাকে বরপ্রদান করিলেন। যে সকল মানব বর্ষাকালে পবিত্রার্চ্চন না করে, তাহাদিগের সংবৎসরকৃত পূজা বিফল, এ নিমিত্ত ক্রমানুসারে সকল দেবতার পবিত্রারোহণ করা কর্ত্তব্য। প্রতিপদাদি পূর্ণিমান্ত যে যে তিথিতে যে যে দেবতার পবিত্রারোহণ বিহিত আছে, সেই সেই তিথিতে সেই সেই দেবতার পবিত্রারোহণ করিতে হইবে। হে রুদ্র! শুক্ল কিংবা কৃষ্ণপক্ষীয় দ্বাদশী তিথিতে বিষ্ণুর পবিত্রারোহণ করা বিধেয়। ব্যতীপাত-যোগে, উত্তরায়ণ কিংবা দক্ষিণায়ন সংক্রান্তিতে, চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্য্যগ্রহণকালেও বিষ্ণুর পবিত্রারোহণ করিলে সমধিক পুণ্য হয়। বিবাহাদি মঙ্গলকার্য্যে ও গুরুদেবের আগমনে পবিত্রারোহণ করিবে। বিশেষতঃ বর্ষাকালে পবিত্রারোহণ কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের পবিত্র কৌষেয়সূত্র, পট্টসূত্র, কার্পাসসূত্র, ক্ষৌমসূত্র অথবা কুশসূত্রদ্বারা নির্ম্মিত, ক্ষত্রিয়ের পবিত্র কৌষেয়সূত্র ও পট্টসূত্ররচিত; বৈশ্যের পবিত্র নববল্কলসূত্রকৃতই প্রশস্ত। কার্পাসসূত্র ও পদ্মসূত্ররচিত পবিত্র সর্ব্ববর্ণের পক্ষেই বিহিত। ১—৯।

ব্রাহ্মণীকর্ত্তৃক রচিত সূত্র ত্রিগুণিত করিয়া পুনরায় ঐ ত্রিগুণীকৃত সূত্রকে ত্রিগুণ করিয়া পবিত্র করিবে। ওঁকার, শিব, চন্দ্রমা, অগ্নি, ব্রহ্মা, অনন্ত, সূর্য্য, গণেশ ও বিষ্ণু, ইঁহারা সূত্রস্থিত দেবতা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই দেবত্রয় ত্রিগুণিত সূত্রে অধিষ্ঠিত আছেন। স্বর্ণময়, রৌপ্যরচিত, তাম্রনির্ম্মিত বংশপ্রস্তুত অথবা মৃন্ময় পাত্রে পবিত্র স্থাপন করিবে অঙ্গুষ্ঠদ্বারা, উৎকৃষ্টপবিত্রে চতুঃষষ্টি, মধ্যমপবিত্রে দ্বাত্রিংশৎ ও কনিষ্ঠপবিত্রে ষোড়শ গ্রন্থি

১। বিকথ্যন্তি দানবা।

উত্তমোঽঙ্গুষ্ঠমানেন মধ্যমো মধ্যমেন তু । কন্যসে চ কনিষ্ঠেন অঙ্গুলা গ্রন্থয়ঃ স্মৃতাঃ ।
বিমানে স্থণ্ডিলে চৈব এতৎ সামান্যলক্ষণম্ ॥ ১৪
শিরোমানহৃৎ পবিত্রন্তু প্রতিমায়াঃ কারয়েৎ । হৃন্নাভিজঙ্ঘামানেন জান্বন্তাবলম্বিনী ॥ ১৫
অষ্টোত্তরসহস্রেণ চত্বারো গ্রন্থয়ঃ স্মৃতাঃ । ষট্‌ত্রিংশচ্চ চতুর্ব্বিংশদ্দ্বাদশ গ্রন্থয়োঽথবা ॥ ১৬
উত্তমাদিষু বিজ্ঞেয়াঃ পর্ব্বভির্ব্বা পবিত্রকম্ । চর্চ্চিতং কুঙ্কুমেনৈব হরিদ্রাচন্দনেন বা ॥ ১৭
গোপবাসঃ পবিত্রং পাত্রস্থমধিবাসয়েৎ । অশ্বত্থপত্রপুটকে অষ্টদিক্ষু নিবেশিতম্ ॥ ১৮
দণ্ডকাষ্ঠং কুশাগ্রঞ্চ পূর্ব্বে সঙ্কর্ষণেন তু । গোরোচনাকুঙ্কুমেনৈব প্রদ্যুম্নেন তু দক্ষিণে ॥ ১৯
মৃত্তিকাং ফলসিদ্ধার্থমনিরুদ্ধেন পশ্চিমে । চন্দনং নীলসূক্তঞ্চ তিলভস্মাক্ষতং তথা ।
আগ্নেয়াদিষু কোণেষু শ্রিয়াদীনাং ক্রমান্ন্যসেৎ ॥ ২০
পবিত্রং বাসুদেবেন অভিমন্ত্র্য সকৃৎ সকৃৎ । ধূপং পুনঃ প্রপূজ্যাথ বস্ত্রেণাচ্ছাদ্য যত্নতঃ ॥ ২১
দেবস্য পুরতঃ স্থাপ্যং প্রতিমামণ্ডলস্য বা । পশ্চিমে দক্ষিণে চৈব উত্তরে পূর্ব্ববৎ ক্রমাৎ ॥ ২২
ব্রাহ্মণাদীংশ্চ সংপূজ্য কলশস্থাপ্য পূজয়েৎ । অন্নেন মণ্ডলং কৃত্বা নৈবেদ্যঞ্চ সমর্পয়েৎ ॥ ২৩
অধিবাস্য পবিত্রন্তু ত্রিসূত্রং নবমেব বা । বেদিকাং বেষ্টয়িত্বা তু আত্মানং কলসং যুতম্[1] ॥ ২৪
অগ্নিকুণ্ডং বিমানঞ্চ মণ্ডপং গৃহমেব চ । সূত্রমেকঞ্চ সংগৃহ্য দদ্যাদ্দেবস্য মূর্দ্ধনি ॥ ২৫

দিবে। মতান্তর এই যে, শ্রেষ্ঠ পবিত্রে অষ্টোত্তরশত, মধ্যমে চতুঃপঞ্চাশৎ ও কনিষ্ঠপবিত্রে সপ্তবিংশতি গ্রন্থি দিতে হয়। উত্তম পবিত্রে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণে, মধ্যম পবিত্রে মধ্যমাঙ্গুলিপ্রমাণে এবং কনিষ্ঠপবিত্রে কনিষ্ঠাঙ্গুলিপ্রমাণে গ্রন্থি দিতে হইবে। ইহাই পবিত্রের সামান্য লক্ষণ; বিশেষ লক্ষণ পরে বর্ণিত হইবে। প্রতিমাস্থলে মস্তকপরিমিত পবিত্র করিবে। অথবা হৃদয়, নাভি, উরু ও জানু পরিমিত পবিত্র করিতে হইবে। অষ্টোত্তরসহস্র মন্ত্র জপ করিয়া পবিত্রে চারিটি গ্রন্থিবন্ধন করিবে, অথবা ষট্‌ত্রিংশৎ, চতুর্ব্বিংশতি ও দ্বাদশ গ্রন্থি দিয়া পবিত্র বন্ধন করিবে। উত্তমাদি পবিত্রে যথানিয়মে পর্ব্বে পর্ব্বে গ্রন্থিবন্ধন করিয়া কুঙ্কুম, হরিদ্রা বা চন্দনদ্বারা রঞ্জিত করিবে। পরে সাধক উপবাসী থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত পাত্রে পবিত্র সংস্থাপন করত গন্ধাদিদ্বারা পবিত্রের অধিবাস করিবে। তারপর অশ্বত্থপত্ররচিত পুটমধ্যে দণ্ডকাষ্ঠ ও কুশাগ্র স্থাপন করিয়া অষ্টদিকে বিন্যস্ত করিবে। পুটক স্থাপনের ক্রম এই—পূর্ব্বদিকে সঙ্কর্ষণ-মন্ত্রে, দক্ষিণদিকে গোরোচনা ও কুঙ্কুমের সহিত প্রদ্যুম্নমন্ত্রে, পশ্চিমদিকে ফল ও সর্ষপের সহিত অনিরুদ্ধমন্ত্রে, অগ্ন্যাদিকোণে চন্দন, নীল তিল, ভস্ম ও তণ্ডুলের সহিত ক্রমানুসারে লক্ষ্মী প্রভৃতি মন্ত্রে ঐ পুটক স্থাপন করিবে। ১০—২০।

পরে বাসুদেবমন্ত্রে পবিত্র অভিমন্ত্রিত করিয়া পুনর্ব্বার ধূপ, পূজা ও বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দেবপ্রতিমার পূর্ব্বে স্থাপন করিবে এবং পূর্ব্ববৎ ক্রমানুসারে পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তরে স্থাপন করিতে হইবে। পরে কলস স্থাপনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণাদির পূজা করিবে এবং অন্ন দ্বারা মণ্ডল করিয়া নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। পূর্ব্বোক্তরূপে পবিত্রের অধিবাস করিয়া নূতন সূত্রের দ্বারা বেদী বেষ্টন করিয়া সাধক স্বীয় শরীর, কলস, অগ্নিকুণ্ড, বিমান, মণ্ডপ ও গৃহ এই সকলে সূত্রদ্বারা বেষ্টন করিবে এবং একগাছি সূত্র লইয়া দেবতার মস্তকে দিবে। ২১—২৫।

১। ধৃতম্।

দত্ত্বা[1] পঠেদিমং মন্ত্রং পূজয়িত্বা মহেশ্বরম্। আবাহিতোঽসি দেবেশ পূজার্থং পরমেশ্বর।
তৎপ্রভাতেঽর্চয়িষ্যামি সান্নিধ্যং সন্নিধীভব ॥ ২৬
একবারং ত্রিবারং বা অধিবাস্য পবিত্রকম্। জাগরণং কৃত্বা প্রাতঃ সম্পূজ্য কেশবম্ ॥২৭
আরোপয়েৎ ক্রমেণৈব জ্যেষ্ঠমধ্যকনীয়সম্। ধূপয়িত্বা পবিত্রঞ্চ মন্ত্রেণৈবাভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ২৮
প্রণবগ্রন্থিকৈশ্চৈব পূজয়েৎ কুসুমাদিভিঃ। গায়ত্র্যা চার্চিতং তেন দেবং সম্পূজ্য দাপয়েৎ ॥ ২৯
ময়া পুত্রকলত্রৈশ্চ ধৃতমেতৎ ধারয়েৎ। বিশুদ্ধগ্রন্থিকং রম্যং মহাপাতকনাশনম্।
সর্বপাপক্ষয়করং দেব তবাগ্রে ধারয়াম্যহম্ ॥ ৩০
এবং ধূপাদিনাভ্যর্চ্য মধ্যমাদীন্ সমর্পয়েৎ। পবিত্রং বৈষ্ণবং তেজঃ সর্বপাতকনাশনম্।
ধর্মকামার্থসিদ্ধ্যর্থং স্বকণ্ঠে ধারয়াম্যহম্ ॥ ৩১
বনমালাং সমভ্যর্চ্য তেন মন্ত্রেণ দাপয়েৎ। নৈবেদ্যাদ্যং বিবিধং দত্ত্বা কুসুমাদেবলিং হরেৎ ॥ ৩২
অগ্নিং সম্পূজ্য তত্রাপি হস্তপাদপ্রমাণতঃ। অষ্টোত্তরশতেনৈব হোমান্তে চ পবিত্রকম্ ॥ ৩৩
আদৌ দুর্গাদিভ্যো দত্ত্বা চৈকং পবিত্রকম্। বিষ্বক্সেনং ততঃ প্রপূজ্য অর্ঘ্যাদিভির্দ্বিজ।
দেবতাগ্রে পঠেন্মন্ত্রং কৃতাঞ্জলিপুটস্থিতঃ ॥ ৩৪
আনন্দতোঽকামতো বাপি পূজনাদি কৃতং ময়া। তৎ সর্বং পূর্ণমেবাস্তু ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর ॥৩৫

দেবতার মস্তকে সূত্র প্রদানপূর্বক মহেশ্বরের পূজান্তে আবাহিতোঽসি দেবেশ ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। "হে পরমেশ্বর! আমি তোমাকে পূজা করিবার নিমিত্ত আবাহন করিতেছি। প্রাতঃকালে তোমার পূজা করিব। তুমি সেই পূজোপকরণসমীপে আবির্ভূত হও।" এইরূপে একবার বা তিনবার পবিত্রের অধিবাস করিয়া রাত্রি জাগরণ করত প্রাতঃ-কালে কেশবের পূজা করিয়া জ্যেষ্ঠ মধ্যম ও কনিষ্ঠ ক্রমে পবিত্রারোহণ করিবে। ঐ পবিত্র ধূপিত করিয়া পূর্বোক্তমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে। অনন্তর পবিত্রগ্রন্থিতে জপ করিয়া পুষ্পাদি-দ্বারা পূজা করিবে। পরে গায়ত্রীমন্ত্রে পবিত্রের পূজা করিয়া সেই অর্চিত পবিত্র দ্বারা দেবতার পূজান্তে দেবতাকে সেই পবিত্র প্রদান করিবে। পরে বিষ্ণুসমীপে প্রার্থনা করিবে। ২৬—২৯।

"আমি পুত্রকলত্রাদির সহিত পবিত্র ধারণ করিয়াছি। হে দেব! আমি বিশুদ্ধ গ্রন্থিযুক্ত, রমণীয়, মহাপাতক-বিনাশকারী ও সর্বপাপক্ষয়কারক এই পবিত্র তোমার সমীপে ধারণ করিতেছি।" প্রথম পবিত্র ধারণ করিয়া ধূপাদি দ্বারা অর্চনপূর্বক এই ক্রমে মধ্যমাদি পবিত্রও বিষ্ণুকে সমর্পণ করিবে। "সর্বপাপবিনাশকুশল বিষ্ণুর তেজঃস্বরূপ পবিত্র আমি ধর্মকামার্থসিদ্ধ্যর্থ নিজ কণ্ঠে ধারণ করিতেছি," এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া বিষ্ণুসমীপে স্তুতি পাঠ করিবে। পরে বনমালার অর্চনা করিয়া যথোক্ত মন্ত্রে নিবেদন করিবে এবং বিবিধ নৈবেদ্যাদি উপহার নিবেদন করিয়া কুসুমাদি বলিপ্রদান করিবে। তাবপর অগ্নিঅর্চনাপূর্বক সেই অগ্নিতে হস্তপাদ পরিমিত একটি পবিত্র অষ্টোত্তরশতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া প্রদান করিবে। প্রথমতঃ দুর্গাদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া একটী পবিত্র প্রদান করিবে; অনন্তর বিষ্বক্সেনদেবের পূজা করিয়া অর্ঘ্যাদিদ্বারা তাঁহার অর্চনা করিবে এবং দেবের অগ্রে কৃতা-ঞ্জলিপুটে অবস্থান করত পশ্চাদুক্ত "আনন্দতোঽকামতো বাপি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।

১। দত্বা।

দ্বারকাদিশিলাসংস্থো ধ্যেয়ঃ পূজ্যোঽপি বা হরিঃ।
মনসোঽভীপ্সিতং প্রাপ্য দেবো বৈমানিকো ভবেৎ
নিষ্কামো মুক্তিমাপ্নোতি মূর্ত্তিং ধ্যায়ন্ স্তুবন্ জপন্ ॥ ১৫

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে মূর্ত্তামূর্ত্তধ্যানং নাম চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ।

অথাতঃ কথয়িষ্যামি শালগ্রামস্য লক্ষণম্ শালগ্রামশিলাস্পর্শাৎ কোটিজন্মাঘনাশনম্ ॥ ১
শঙ্খচক্রগদাপদ্মী কেশবাখ্যো গদাধরঃ। শার্ঙ্গকৌমোদকীচক্র-শঙ্খী নারায়ণো বিভুঃ ॥ ২
সচক্রশঙ্খাব্জগদো মাধবঃ শ্রীগদাধরঃ গদাব্জশঙ্খচক্রী বা গোবিন্দোঽর্চ্চ্যো গদাধরঃ ॥ ৩
পদ্মশঙ্খারিগদিনে * বিষ্ণুরূপায় তে নমঃ। সশঙ্খাব্জ-গদা-চক্র-মধুসূদনমূর্ত্তয়ে ॥ ৪
নমো গদারিশঙ্খাব্জ-যুক্তিত্রৈবিক্রমায় চ শার্ঙ্গকৌমোদকীপদ্ম-শঙ্খবামনমূর্ত্তয়ে ॥ ৫
চক্রাব্জশঙ্খগদিনে নমঃ শ্রীধরমূর্ত্তয়ে। হৃষীকেশায়াব্জগদা-শঙ্খিনে চক্রিণে নমঃ ॥ ৬
সাব্জচক্রগদাশঙ্খ-পদ্মনাভস্বরূপিণে। দামোদর শঙ্খচক্র-গদাপদ্মিন্ নমো নমঃ ॥ ৭

শালগ্রামশিলাবিষ্ঠিত এবং দ্বারকাদি শিলাতে অবস্থিত নারায়ণকে যে ব্যক্তি আত্মস্বরূপ ধ্যান করিয়া পূজা করে, সেই ব্যক্তি মনোঽভিলষিত বিষয়ভোগে বিতৃপ্ত হইয়া বিমানচর দেবতুল্য হয়। নিষ্কাম হইয়া হরিকে ধ্যান, স্তব এবং তদীয় মন্ত্র জপ করিলে তাহার মুক্তি লাভ হয়। ৯—১৫।

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে মূর্ত্তামূর্ত্ত ধ্যান নামক চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

হরি কহিলেন,—প্রথমতঃ শালগ্রামলক্ষণ বলিব। একবার শালগ্রামশিলা স্পর্শ করিলে কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়। যে শালগ্রাম শিলাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম এই চতুর্ব্বিধ চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে, তাহার নাম কেশব। যে শিলাতে পদ্ম, গদা, চক্র ও শঙ্খাকার চিহ্ন থাকে, তাহাকে নারায়ণ বলে। চক্র, শঙ্খ, পদ্ম ও গদাচিহ্নযুক্ত শিলার নাম মাধব। গদা, পদ্ম, শঙ্খ, ও চক্রান্বিত শালগ্রাম শিলাকে গোবিন্দ বলা যায়। যাহাতে পদ্ম, শঙ্খ, চক্র ও গদা চিহ্ন আছে, তাহার নাম বিষ্ণু। শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্রযুক্ত শিলার নাম মধুসূদন। গদা চক্র, শঙ্খ ও পদ্মচিহ্নান্বিত শিলার নাম ত্রিবিক্রম। চক্র, গদা, পদ্ম ও শঙ্খাঙ্কিত শিলার নাম বামন। চক্র, পদ্ম, শঙ্খ ও গদাচিহ্নিত শিলাকে শ্রীধর ও পদ্ম, গদা, শঙ্খ ও চক্রযুক্ত শালগ্রামকে হৃষীকেশ বলে পদ্ম, চক্র, গদা ও শঙ্খচিহ্নান্বিত শিলাকে পদ্মনাভ, শঙ্খ, চক্র,

---

* পদ্মশঙ্খাব্জগদিনে ইতি বা পাঠঃ।

গজাস্যশ্চ পরঃ স্কন্দঃ ষণ্মুখোঽনেকধাগণঃ[1]। এতেঽর্চ্চিতাঃ স্থাপিতাশ্চ প্রাসাদে বাস্তুপূজিতে।
ধর্মার্থকামমোক্ষাভ্যাং প্রাপ্যতে পুরুষেণ চ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বাসুদেবমূর্ত্তিকথনং নাম পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ।

বাস্তুং সংক্ষেপতো বক্ষ্যে গৃহাদৌ বিঘ্নমর্দনম্। ঈশানকোণাদারভ্য হ্যেকাশীতিপদে যজেৎ ॥ ১
ঈশানে চ শিরঃ পাদৌ নৈর্ঋতেঽগ্ন্যনিলে করৌ। আবাসবাসবেশ্মাদৌ পুরে গ্রামে বণিক্পথে ॥ ২
প্রাসাদারামদুর্গেষু দেবালয়মঠেষু চ। দ্বাত্রিংশৎ তু সুরান্ বাহ্যে তদন্তশ্চ ত্রয়োদশ ॥ ৩
ঈশশ্চৈবাথ পর্জ্জন্যো জয়ন্তঃ কুলিশায়ুধঃ। সূর্য্যঃ সত্যো ভৃশশ্চৈব আকাশো বায়ুরেব চ ॥ ৪
পূষা চ বিতথশ্চৈব গৃহক্ষেত্রযমাবুভৌ। গন্ধর্ব্বো ভৃঙ্গরাজশ্চ মৃগঃ পিতৃগণস্তথা ॥ ৫
দৌবারিকোঽথ সুগ্রীবঃ পুষ্পদন্তো গণাধিপঃ। অসুরঃ শেষপাদৌ চ রোগোঽহির্মুখ্য এব চ ॥ ৬
ভল্লাটঃ সোমসর্পৌ চ অদিতিশ্চ দিতিস্তথা। বহির্দ্বাত্রিংশদেতে তু তদন্তশ্চতুরঃ শৃণু ॥ ৭

সরস্বতী, মহালক্ষ্মী, মাতৃগণ, পদ্মধর দিবাকর, গজানন গণপতি ও ষড়ানন স্কন্দ, এই সকল দেবতাকেও সেই বাস্তুপূজিত প্রাসাদে অর্চনা করিবে। ইঁহারা অর্চ্চিত হইলে সেই প্রাসাদে অধিষ্ঠিত হন। যে মানব বাস্তুপূজা করে, সে ধর্মার্থ-কামমোক্ষাদি প্রাপ্ত হয়। ৩১—৩৩।

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বাসুদেবমূর্ত্তি কথন নামক পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়।

হরি কহিলেন,—সংক্ষেপে বাস্তুপূজাবিধি বলিতেছি। গৃহারম্ভের পূর্ব্বে বাস্তুযোগ করিলে সেই গৃহে কোন বিঘ্ন হয় না। একাশীতিপদ বাস্তুমণ্ডল করিয়া ঈশানকোণ হইতে পূজা আরম্ভ করিবে। ঐ মণ্ডলের ঈশানকোণে বাস্তুদেবের মস্তক, নৈর্ঋতকোণে পাদদ্বয় এবং বায়ু ও অগ্নিকোণে হস্তদ্বয় কল্পনা করিয়া বাস্তুর পূজা করিবে। আবাসগৃহ, বাসবাটী, পুর, গ্রাম, বাণিজ্যস্থান, প্রাসাদ, উপবন, দুর্গ, দেবালয় এবং মঠের আরম্ভকালে বাস্তুযাগ করিবে। প্রথমতঃ মণ্ডলের বহির্ভাগে দ্বাত্রিংশৎ দেবতার আবাহন ও পূজা করিয়া তাহার মধ্যে ত্রয়োদশ দেবতার আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিবে। দ্বাত্রিংশৎ দেবতার নাম এই—ঈশান, পর্জ্জন্য, জয়ন্ত, ইন্দ্র, সূর্য্য, সত্য ভৃশ, আকাশ, বায়ু, পূষা, বিতথ, গৃহক্ষেত্র, যম, গন্ধর্ব্ব, ভৃঙ্গ, রাজা, মৃগ, পিতৃগণ, দৌবারিক, সুগ্রীব, পুষ্পদন্ত, গণাধিপ, অসুর, শেষ, পাদ, রোগ, অহিমুখ্য, ভল্লাট, সোম, সর্প, অদিতি ও দিতি। মণ্ডলের বহির্ভাগে এই দ্বাত্রিংশৎ দেবতার পূজা

১। অনেকধাগণাঃ।

ঈশানাদি চতুষ্কোণ-সংস্থিতান্ পূজয়েদ্ বুধঃ। আপশ্চৈবাথ সাবিত্রো জয়ো রুদ্রস্তথৈব চ ॥ ৮
মধ্যে নবপদে ব্রহ্মা তস্যাষ্টৌ চ সমীপগান্। দেবানেকোত্তরানেতান্ পূর্ব্বাদৌ নামতঃ শৃণু ॥৯
অর্য্যমা সবিতা চৈব বিবস্বান্ বিবুধাধিপঃ। মিত্রোঽথ রাজযক্ষ্মা চ তথা পৃথ্বীধরঃ ক্রমাৎ।
অষ্টমশ্চাপবৎসশ্চ পরিতো ব্রহ্মণঃ স্মৃতাঃ ॥ ১০
ঈশানকোণাদারভ্য দুর্গে চ বংশ উচ্যতে আগ্নেয়কোণাদারভ্য বংশো ভবতি দুর্জ্জয়ঃ ॥ ১১
অদিতিং হিমবন্তঞ্চ জয়ন্তঞ্চ ইদং ত্রয়ম্। নায়িকা কালিকা[1] নাম শক্রাদ্ গন্ধর্ব্বকাঃ পুনঃ।
বাস্তদেবান্ পূজয়িত্বা গৃহপ্রাসাদকৃদ্ভবেৎ ॥ ১২
প্রবেশঃ পুরতঃ কার্য্যো দিশ্যাগ্নেয্যাং মহানসম্। কায়নির্গমনে[2] যেন পূর্ব্বতঃ যানমণ্ডপম্ ॥ ১৩
গন্ধপুষ্পগৃহং কার্য্যমৈশান্যাং পট্টসংযুতম্ ভাণ্ডাগারঞ্চ কৌবের্য্যাং গোষ্ঠাগারঞ্চ বায়বে ॥ ১৪
উদকাশ্রয়ং বারুণ্যাং বাতায়নসমন্বিতম্। সমিৎকুশেন্ধনস্থানমায়ুধানাঞ্চ নৈর্ঋতে ॥ ১৫
অভ্যাগতাশ্রয়ং রম্যং সশয্যাসনপাদুকম্। তোয়াগ্নিদীপসদ্ভৃত্যৈর্যুক্তং দক্ষিণতো ভবেৎ ॥১৬
গৃহান্তরাণি সর্ব্বাণি সজলৈঃ কদলীগৃহৈঃ। পঞ্চবর্ণৈশ্চ কুসুমৈঃ শোভিতানি প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৭

করিবে। তৎপরে মণ্ডলমধ্যে যে চারি দেবতার পূজা করিতে হইবে, তাহা শ্রবণ কর। আপঃ ঈশানকোণে, সাবিত্র অগ্নিকোণে, জয় নৈর্ঋতকোণে ও রুদ্র বায়ুকোণে ইহাদিগের পূজা করিবে। মধ্যস্থ নবপদের মধ্যে ব্রহ্মার পূজা করিয়া তৎসমীপে মণ্ডলাকার অষ্টদেবতার পূজা করিবে। পূর্ব্বাদিদিকে একাদিক্রমে যে অষ্টদেবতার পূজা করিতে হইবে, তাহাদের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর। ১—৯।

অর্য্যমা, সবিতা, বিবস্বান্, বিবুধাধিপ, মিত্র, রাজযক্ষ্মা, পৃথ্বীধর ও অপবৎস। পূর্ব্বদিকে ওঁ অর্য্যম্ণে নমঃ, অগ্নিকোণে ওঁ সবিত্রে নমঃ, দক্ষিণদিকে ওঁ বিবস্বতে নমঃ, নৈর্ঋতকোণে ওঁ বিবুধাধিপায় নমঃ, পশ্চিমদিকে ওঁ মিত্রায় নমঃ, বায়ুকোণে ওঁ রাজযক্ষ্মণে নমঃ, উত্তরদিকে ওঁ পৃথ্বীধরায় নমঃ ও ঈশানকোণে ওঁ অপবৎসায় নমঃ,এই সকল মন্ত্রে ইহাদিগের পূজা করিবে। এই দেবগণ ব্রহ্মার পরিবার। দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে হইলে গৃহাদিনির্ম্মাণের ন্যায় এই একাশীতিপদ বাস্তুমণ্ডলই করিতে হইবে। তাহাতে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে, যথা বাস্তুমণ্ডলের ঈশানকোণ হইতে নৈর্ঋতকোণ পর্য্যন্ত এবং অগ্নিকোণ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত সূত্রপাত করত দুইটী রেখা অঙ্কিত করিবে এই রেখার নাম ‘বংশ’। একাশীতিপদ বাস্তুমণ্ডলের বহির্ভাগস্থ দ্বাত্রিংশৎপদের মধ্যে যে পঞ্চপদে অদিতি, দিতি, ঈশ, পর্জ্জন্য ও জয়ন্ত এই পঞ্চদেবতা আছে, দুর্গের একাশীতিপদ বাস্তুমণ্ডলে সেই পঞ্চপদে ঐ পঞ্চদেবতার স্থলে অদিতি, হিমবান্, জয়ন্ত, নায়িকা ও কালিকা, এই পঞ্চদেবতা বিন্যস্ত হইবে। অপর সপ্তবিংশতিপদে গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি হইতে সর্পান্ত পর্য্যন্ত যে সপ্তবিংশতি দেবতা তৎস্থলে অন্য কোন দেবতার নাম পরিবর্ত্তিত হইবে না। গৃহ ও প্রাসাদ নির্ম্মাণে এই দ্বাত্রিংশৎ বাস্তদেবতার পূজা করিবে। ১০—১২।

বাস্তুর সম্মুখভাগে দেবালয়, অগ্নিকোণে পাকশালা, পূর্ব্বদিকে প্রবেশ-নির্গম-পথ ও যানমণ্ডপ, ঈশানকোণে পট্টবস্ত্রযুক্ত গন্ধপুষ্পালয়, উত্তরদিকে ভাণ্ডারাগার, বায়ুকোণে গোশালা, পশ্চিমদিকে বাতায়নযুক্ত জলাগার, নৈর্ঋতকোণে সমিধ কুশ কাষ্ঠাদির গৃহ ও অস্ত্রশালা, আর দক্ষিণদিকে মনোহর অতিথিশালা প্রস্তুত করিবে। ঐ গৃহে শয্যা, আসন, পাদুকা,

---

১। কলিকা ২। কপিনির্গমনে।

প্রাকারস্তদ্বহির্দেয়াৎ পঞ্চহস্তপ্রমাণতঃ। এবং বিষ্ণুগৃহং কুর্য্যাদুদ্যানৈশ্চোপশোভিতম্॥ ১৮
চতুঃষষ্টিপদো বাস্তুঃ প্রাসাদাদৌ প্রপূজিতঃ। মধ্যে চতুষ্পদো ব্রহ্মা দ্বিপদাস্ত্বর্য্যমাদয়ঃ॥ ১৯
কর্ণে চৈবাথ শিখ্যাদ্যাশ্চার্দ্ধদেবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ তেভ্যোঽন্যত্রাপরে সার্দ্ধান্যেঽপি দ্বিপদাঃ স্মৃতাঃ
চতুঃষষ্টিপদা দেবা ইত্যেবং পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ২০
চরকী চ বিদারী চ পূতনা পাপরাক্ষসী। ঈশানাদ্যাস্ততো বাহ্যে দেবাস্তা হেতুকাদয়ঃ॥ ২১
হেতুকস্ত্রিপুরান্তশ্চ অগ্নির্বেতালকো যমঃ। অগ্নিজিহ্বঃ কালকশ্চ করালো হ্যেকপাদকঃ॥ ২২
ঐশান্যাং ভীমরূপশ্চ পাতালে প্রেতনায়কঃ।
আকাশে গন্ধমালী স্যাৎ ক্ষেত্রপালাংস্ততো যজেৎ॥ ২৩
বিস্তারাভিহতং দৈর্ঘ্যং রাশিং বাস্তোস্তু কারয়েৎ। কৃত্বা চ বস্বভির্ভাগং শেষৈরায়মাদিশেৎ॥ ২৪
পুনর্গুণিতমষ্টাভির্ঋক্ষভাগঞ্চ কারয়েৎ। যচ্ছেষমৃক্ষমেবেদৃক্ষং অষ্টৈর্হৃত্বা ব্যয়স্তবেৎ॥ ২৫
ঋক্ষং চতুর্গুণং কৃত্বা নবভির্ভাগহারিতম্। শেষমংশং বিজানীয়াদেবমংশশ্চ মতং যথা॥ ২৬

জল, অগ্নি, দীপ এবং যোগ্য ভৃত্য রাখিবে। গৃহ সকলের সমস্ত অবকাশ-স্থান সরল কদলী-বৃক্ষ ও পঞ্চবর্ণ কুসুম দ্বারা সুশোভিত করিতে হইবে। বাস্তুমণ্ডলের বহির্ভাগে চতুর্দ্দিকে প্রাকার নির্ম্মাণ করিবে। ইহা ঊর্দ্ধে পঞ্চহস্ত পরিমিত হইবে। এইরূপে বিষ্ণুগৃহও নির্ম্মাণ করিবে ইহার চতুঃপার্শ্ব বন ও উপবন দ্বারা শোভিত করিবে। ১৩—১৮।

প্রাসাদাদি নির্ম্মাণে চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুমণ্ডল করিয়া তাহাতে বাস্তুদেবের পূজা করিবে। ঐ মণ্ডলের মধ্যগত পদ-চতুষ্টয়ে ব্রহ্মা ও তৎসমীপস্থ প্রতি পদদ্বয়ে অর্য্যমাদিদেবের অর্চ্চনা করিবে। ঐ বাস্তুমণ্ডলের ঈশানাদি চারিকোণ গত চারিটি পদে এক একটি কর্ণরেখা পাতনদ্বারা অর্দ্ধ অর্দ্ধভাগে বিভক্ত করত প্রতিকোণে দুইটি করিয়া আটটি পদ করিবে। ঐ আট-পদে ঈশানাদি কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া শিখী প্রভৃতি দেবতা স্থাপিত করিবে ঐ শিখী প্রভৃতি দেবগণ এবং তাঁহার উভয়পার্শ্ব প্রতিপদদ্বয়ে অন্যান্য দেবগণের পূজা করিবে। এই-রূপে চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুমণ্ডল করিতে হয়। এই বাস্তুমণ্ডলের ঈশানাদি চারিকোণে চরকী, বিদারী, পূতনা ও পাপরাক্ষসী, এই চারিদেবতা পূজা করিবে। পরে বহির্ভাগে ঈশানাদি ও হেতুকাদি দেবের পূজা করিবে। হেতুকাদিগণ যথা—হেতুক, ত্রিপুরান্তক, অগ্নি, বেতাল, যম, অগ্নিজিহ্ব, কালক, করাল ও একপাদ। ইহাদিগের পূজান্তে ঈশানকোণে ভীমরূপ, পাতালে প্রেতনায়ক ও আকাশে গন্ধমালী ও ক্ষেত্রপাল, এই সকলদেবতার পূজা করিবে। বাস্তুর বিস্তার পরিমাণদ্বারা দৈর্ঘ্যপরিমাণকে গুণ করিবে। এই গুণফলই "বাস্তুরাশি" (বাস্তুক্ষেত্র ফল) হইবে। এই বাস্তু-রাশিকে আটদ্বারা ভাগ করিবে। উহার ভাগ-শেষাঙ্ককে "আয়" বলে। পুনর্ব্বার ঐ বাস্তুরাশিকে আট দিয়া গুণ করত যে গুণফল হইবে, তাহাকে সাতাইশ দ্বারা ভাগ করিবে। ঐ শেষাঙ্ককে "বাস্তুনক্ষত্রাংশ" বলে। ঐ ভাগশেষ বাস্তুনক্ষত্র রাশিকে আট দ্বারা হরণ করিবে। উহার হৃতশেষাঙ্ককে "ব্যয়" কহে। ঐ বাস্তুনক্ষত্ররাশিকে চারি দ্বারা গুণ করিবে। ঐ গুণফলকে নয় দ্বারা হরণ করিবে। উহাতে যে শেষাঙ্ক থাকিবে, তাহার নাম "তিথি"। এই তিথি অঙ্ক দ্বারাই বাস্তুমণ্ডলের অংশ নির্ণীত হইবে। এই দেবল ঋষির মত। ১৯—২৬।

অষ্টাভির্গুণিতং পিণ্ডং ষষ্টিভির্ভাগহারিতম্। যচ্ছেষং তদ্ ভবেজ্জীবং মরণং ভূতহারিতম্ ॥২৭
বাস্তুক্রোড়ে গৃহং কুর্য্যান্ন পৃষ্ঠে মানবঃ সদা। বামপার্শ্বেন স্বপিতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৮
সিংহকন্যাতুলায়াঞ্চ দ্বারং তস্যোদগোত্তরম্। এবঞ্চ বৃশ্চিকাদৌ স্যাৎ পূর্ব্বদক্ষিণপশ্চিমম্ ॥ ২৯
দ্বারং দৈর্ঘ্যার্দ্ধবিস্তারং দ্বারাণ্যষ্টৌ স্মৃতানি চ ॥ ৩০
মণ্ডপে প্লবনীচত্বং শয়ানং* সুখভাজনম্। পুত্রহীনঞ্চ রোগেণ বীর্য্যাঢ্যং দক্ষিণে তথা ॥ ৩১
বহ্নৌ বন্ধশ্চ বায়ৌ চ পুত্রলাভঃ সুতৃপ্তিদঃ। ধনদে নৃপপীড়াঞ্চ বন্ধনং রোগদং জলে ॥ ৩২
নৃপভীতির্ম্মৃতাপত্যং স্বনপত্যঞ্চ নৈর্ঋতম্। অর্ব্বদে চার্থহানিশ্চ রোষণং পুত্রদুঃখদম্।
দ্বারাণ্যন্তরসংস্থানি পূর্ব্বদ্বারাণি বচ্ম্যহম্ ॥ ৩৩

উক্ত বাস্তুরাশিকে আট দ্বারা গুণ করিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহাকে "পিণ্ডাঙ্ক" বলে। ঐ পিণ্ডাঙ্ককে ৬৪ চৌষট্টি দিয়া ভাগ করিলে যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা গৃহস্বামীর জীবন এবং ঐ পিণ্ডাঙ্ককে ৫ পাঁচ দিয়া ভাগ করিলে যাহা ভাগশেষ থাকিবে, তাহা দ্বারা গৃহস্বামীর মরণ নির্ণয় করিবে। এই ক্রমে আয়, ব্যয়, স্থিতি, জীবন ও মরণ নির্ণীত হয়। বাস্তুর ক্রোড়ে গৃহ করিবে, কিন্তু পৃষ্ঠে গৃহ করিবে না। বাস্তুদেব সর্পাকারে পতিত ও বামপার্শ্বে শয়ান থাকেন, ইহার অন্যথা হয় না। গৃহ এবং প্রাসাদের দ্বারকরণের নিয়ম যথা—সিংহ, কন্যা, তুলা রাশিতে (ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক এই তিন মাসে) পূর্ব্বদিকে মস্তক, উত্তরদিকে পৃষ্ঠ, দক্ষিণদিকে ক্রোড় ও পশ্চিমদিকে চরণ রাখিয়া বাস্তুনাগ শায়িত থাকেন ঐ তিন মাসে দক্ষিণদিকে উত্তরদ্বারী গৃহ করিবে। বৃশ্চিক, ধনুঃ, মকর রাশিতে অর্থাৎ (অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ এই তিন মাসে) বাস্তুনাগের শিরঃ দক্ষিণে, পৃষ্ঠ পূর্ব্বে, ক্রোড় পশ্চিমে ও পাদ উত্তরে থাকে, এ নিমিত্ত ঐ সময়ে পশ্চিমদিকে পূর্ব্বদ্বারী গৃহ করিবে। কুম্ভ, মীন, মেষ রাশিতে (ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ এই তিন মাসে) বাস্তুনাগের পশ্চিমে মস্তক, দক্ষিণে পৃষ্ঠ, উত্তরে ক্রোড়ে ও পূর্ব্বে পদ থাকে। এই কালে উত্তরদিকে দক্ষিণদ্বারী গৃহ করিবে। বৃষ, মিথুন, কর্কট রাশিতে (জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ মাসে) বাস্তুনাগের মস্তক উত্তরে, পৃষ্ঠ পশ্চিমে, ক্রোড় পূর্ব্বে এবং পদ দক্ষিণে থাকে। এইকালে পূর্ব্বদিকে পশ্চিমদ্বারী গৃহ করিবে। ২৭—২৯

গৃহের দ্বার যে পরিমাণে দীর্ঘ হইবে, তাহার অর্দ্ধ পরিমাণে দ্বারের বিস্তার করিবে। এইরূপ অষ্টদ্বারবিশিষ্ট গৃহ নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। বাস্তুনাগ যে মাসে যে দিকে পৃষ্ঠ করিয়া শায়িত থাকে, সেই মাসে সেই দিকে প্লব অর্থাৎ (জল গড়াইয়া যাইতে পারে এরূপ) নিম্ন করিয়া গৃহের অঙ্গনভূমি নির্ম্মাণ করিবে। বাটীর ঈশানকোণ প্লব হইলে পুত্রহানি হয়, এইরূপ দক্ষিণ প্লব হইলে বীর্য্যহীনতা, অগ্নিকোণ প্লব হইলে বন্ধন, বায়ুকোণ প্লব হইলে পুত্র ও সুতৃপ্তি লাভ, উত্তর প্লব হইলে রাজভয় এবং পশ্চিম প্লব হইলে পীড়া, বন্ধন ইত্যাদি

১। সর্পেণ।

অগ্নিভীতির্বহুকন্যা ধনসম্মানকং পদম্ । রাজঘ্নং রোগদং পূর্ব্বে ফলতো দ্বারমীরিতম্ ॥ ৩৪
ঈশানাদৌ ভবেৎ পূর্ব্বমাগ্নেয়াদৌ তু দক্ষিণম্ ।
নৈঋ‍র্ত্যাদৌ পশ্চিমং স্যাদ্বায়ব্যাদৌ তু চোত্তরম্ ।
অষ্টভাগে কৃতে ভাগে দ্বারাণাঞ্চ ফলাফলম্ ॥ ৩৫
অশ্বত্থ-প্লক্ষ-ন্যগ্রোধাঃ পূর্ব্বাদৌ স্যাদুডুম্বরঃ । গৃহস্য শোভনঃ প্রোক্ত ঈশানে চৈব শাল্মলিঃ ।
পূজিতো বিঘ্নহারী স্যাৎ প্রাসাদস্য গৃহস্য চ ॥ ৩৬

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বাস্তুমানলক্ষণং নাম ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

প্রাসাদানাং লক্ষণঞ্চ বক্ষ্যে শৌনক তচ্ছৃণু । চতুঃষষ্টিপদং কৃত্বা দিগ্বিদিক্ষূপলক্ষিতম্ ॥ ১
চতুষ্কোণং চতুর্ভিশ্চ দ্বারাণি সূর্য্যসংখ্যয়া । চত্বারিংশাষ্টভিশ্চৈব ভিত্তীনাং কল্পনা ভবেৎ ॥ ২

রূপ ফল হইয়া থাকে গৃহের উত্তরদিকে দ্বার করিলে, রাজভয়, সন্তানবিনাশ, সম্পত্তিহানতা, শত্রুবৃদ্ধি, ধনহানি, কলহ, পুত্রবিনাশ প্রভৃতি নানাবিধ অশুভ ফল ঘটিয়া থাকে। এক্ষণে পূর্ব্বদ্বারী গৃহের ফল বলিতেছি। ৩০—৩৩

গৃহের পূর্ব্বদিকে দ্বার করিলে অগ্নিদাহভয়, বহু কন্যালাভ, ধনপ্রাপ্তি, মানবৃদ্ধি, পদোন্নতি, রাজবিনাশ, রোগ প্রভৃতি ফল হইয়া থাকে। গৃহদ্বারনির্ণয়-বিষয়ে ঈশান অবধি পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দিক্ভাগে পূর্ব্বদিক্, অগ্নি হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত দক্ষিণদিক্, নৈঋ‍র্ত অবধি পশ্চিম পর্য্যন্ত পশ্চিমদিক্ এবং বায়ু হইতে উত্তরপর্য্যন্ত উত্তরদিক্ নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। বাটীর চারিদিক্ অষ্টভাগ করিয়া দ্বার প্রস্তুত করিবার ফলাফল জানিতে পারিবে। বাটীর পূর্ব্বদিকে অশ্বত্থ, দক্ষিণে প্লক্ষ, পশ্চিমে ন্যগ্রোধ, উত্তরে উডুম্বর এবং ঈশানকোণে শাল্মলি বৃক্ষ রোপণ করিবে। গৃহের চতুর্দ্দিকে এইরূপে শোভা সম্পাদন করিবে। এই বিধি অনুসারে গৃহ ও প্রাসাদনির্ম্মাণে বাস্তুদেব অর্চ্চিত হইলে সমস্ত বিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া যায়। ৩৪—৩৬

শ্রীগরুড়পুরাণে বাস্তুমানলক্ষণ নামক ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৬।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

সূত কহিলেন,—হে শৌনক! দেবপ্রাসাদের লক্ষণ ও তন্নির্ম্মাণ প্রণালী বলিতেছি, শ্রবণ কর। যেস্থানে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে হবে, সেই স্থানকে সমচতুষ্কোণ এবং

ঊর্দ্ধং ক্ষেত্রসমা জঙ্ঘা তদূর্দ্ধং দ্বিগুণং ভবেৎ। গর্ভবিস্তারবিস্তীর্ণা শুকাঙ্ঘ্রিশ্চ বিধীয়তে ॥ ৩
তত্ত্রিভাগেণ[1] কর্ত্তব্যঃ পঞ্চভাগেন বা পুনঃ। নির্গমস্তু শুকাঙ্ঘ্রেশ্চ উচ্ছ্রায়ঃ শিখরার্দ্ধগঃ ॥ ৪
চতুর্দ্ধা শিখরং কৃত্বা ত্রিভাগে বেদিবন্ধনম্। চতুর্থে পুনরস্যৈব কণ্ঠমামলসাধনম্ ॥ ৫
অথবাপি সমং বাস্তু কৃত্বা ষোড়শভাগিকম্। তস্য মধ্যে চতুর্ভাগমাদৌ গর্ভস্তু কারয়েৎ ॥ ৬
ভাগদ্বাদশিকাং ভিত্তিং ততস্তু পরিকল্পয়েৎ। চতুর্ভাগেন ভিত্তীনামুচ্ছ্রায়ঃ স্যাৎ প্রমাণতঃ ॥ ৭
দ্বিগুণঃ শিখরোচ্ছ্রায়ো ভিত্ত্যুচ্ছ্রায়াচ্চ মানতঃ। শিখরার্দ্ধস্য চার্দ্ধেন বিধেয়াস্তু প্রদক্ষিণাঃ ॥ ৮
চতুর্দ্দিক্ষু তথা জ্ঞেয়ো নির্গমস্তু তথা বুধৈঃ। পঞ্চভাগেন সম্ভজ্য গর্ভমানং বিচক্ষণঃ ॥ ৯
ভাগমেকং গৃহীত্বা তু নির্গমং কল্পয়েৎ পুনঃ। গর্ভসূত্রসমো ভাগাদগ্রতো মুখমণ্ডপঃ।
এতৎ সামান্যমুদ্দিষ্টং প্রাসাদস্য হি লক্ষণম্ ॥ ১০

সমচতুরস্র করিয়া তাহাকে চতুঃষষ্টিভাগে বিভক্ত করিবে। এমন ভাবে ভাগ করিতে হইবে যে, বিভক্ত স্থানগুলিও যেন সমচতুষ্কোণ হয়। ইহাতে ঐ ক্ষেত্রটী চতুঃষষ্টিপদবিশিষ্ট হইবে। দেবপ্রাসাদের চতুর্দিকে সমচতুরস্র দ্বাদশটি দ্বার করিবে। চতুঃষষ্টিপদবিভক্ত ক্ষেত্রের বহির্ভাগস্থ অষ্টাবিংশতি পদ ও তদন্তর্বর্ত্তী বিংশতি পদ, এই অষ্টচত্বারিংশৎ পদে মন্দিরের ভিত্তি নির্ম্মাণ করিবে। ১—২

মন্দিরের উচ্চতার পরিমাণ কহিতেছি। ভূমি হইতে গৃহতল পর্য্যন্ত যে উচ্চতা তাহাকে জঙ্ঘা (পোঁতা) কহে। প্রাসাদের উচ্চতার পরিমাণ জঙ্ঘার উচ্চতার পরিমাণ যত তদূর্দ্ধে, তাহার দ্বিগুণ হইবে। এবং প্রাসাদগর্ভের অর্থাৎ মেঝের বিস্তারপরিমাণ যত, তৎপরিমাণে শিখরের অর্থাৎ চূড়ার মূল কুনিয়াদ করিবে। এইরূপ পরিমাণ একচূড় মন্দিরস্থলেই জানিবে। ত্রিচূড় কিংবা পঞ্চচূড় মন্দির নির্ম্মাণে গর্ভবিস্তার পরিমাণের ত্রিভাগ বা পঞ্চভাগপরিমাণে চূড়ার কুনিয়াদ করিতে হয়। শিখরদেশে যে দ্বার করিবে, শিখরপরিমাণের অর্দ্ধ পরিমাণে তাহার উচ্চতা হইবে। শিখরের উচ্চতার পরিমাণকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার তিনভাগে শিখরের বেদি ও চতুর্থভাগে কণ্ঠ নির্ম্মাণ করিবে। ৩—৫

প্রাসাদনির্ম্মাণপ্রণালী প্রকারান্তর যথা—বাস্তুক্ষেত্রকে ষোড়শভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার মধ্যগত চতুর্ভাগ মন্দিরের গর্ভ করিবে। বাহিরের দ্বাদশভাগে ভিত্তি কল্পনা করিবে। ক্ষেত্রের চতুর্ভাগের যত পরিমাণ, ভিত্তির উচ্চতার পরিমাণও তত হইবে। ভিত্তির উচ্চতা-পরিমাণের দ্বিগুণ শিখরের উচ্চতা করিবে। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণার্থ শিখরের উচ্চতার চতুর্থাংশ পরিমাণে বিস্তৃত রাস্তা রাখিবে। দেবপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকেই প্রবেশ ও নির্গমার্থ দ্বার করিবে। মন্দিরমধ্যে চারিভাগ ও সম্মুখে একভাগ এই পঞ্চভাগকে গর্ভমান বলে। বিচক্ষণ ব্যক্তি এইক্রমে ভাগ করিয়া পুনর্ব্বার একভাগ গ্রহণ করত নির্গমার্থ দ্বার করিবে। গর্ভস্থানের সমসূত্রে অগ্রভাগ মণ্ডপের সম্মুখস্থান হইবে। এই যে প্রাসাদলক্ষণ কথিত হইল, ইহা সামান্য

---

১ তৎ ত্রিভাগেন।

লিঙ্গমানসমো বন্দ্যো পীঠো লিঙ্গসমো ভবেৎ । দ্বিগুণেন ভবেদ্গর্ভঃ সমন্তাচ্ছৌনক ধ্রুবম্ ॥
তদ্বিধা চ ভবেদ্ভিত্তির্জঙ্ঘা তদ্বিস্তরার্দ্ধিকা ॥ ১১
দ্বিগুণং শিখরং প্রোক্তং জঙ্ঘায়াশ্চৈব শৌনক । পীঠগর্ভাবধিং কুর্য্যাত্তন্মানেন শুকাঙ্ঘ্রিকাম্ ॥ ১২
নির্গমস্তু সমাখ্যাতঃ শেষং পূর্ব্ববদেব তু । লিঙ্গমানঃ স্মৃতো হ্যেষ দ্বারমানমথোচ্যতে ॥ ১৩
করাগ্রং বেদবৎ কৃত্বা দ্বারং ভাগাষ্টকং ভবেৎ । বিস্তারেণ সমাখ্যাতং দ্বিগুণং হ্যুচ্ছ্রয়ো ভবেৎ ॥ ১৪
দ্বারবৎ পীঠমধ্যে তু শেষং সুষিরকং ভবেৎ । পাদিকং শেষিকং ভিত্তি-র্দ্বারার্দ্ধেন পরিগ্রহাৎ ॥ ১৫
তদ্বিস্তারসমা জঙ্ঘা শিখরং দ্বিগুণং ভবেৎ । শুকাঙ্ঘ্রিঃ পূর্ব্ববজ্জ্ঞেয়া নির্গমোচ্ছ্রায়কং ভবেৎ ।
উক্তং মণ্ডপমানন্তু বক্ষপক্ষাপরং বদে[1] ॥ ১৬
দৈর্ঘ্যেবং কারয়েৎ ক্ষেত্রং যত্র তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ । ইত্থং কৃত্বেন মানেন বাহ্য-ভাগবিনির্গতম্ ॥ ১৭
নেমিঃ পাদেন বিস্তীর্ণা প্রাসাদস্য সমন্ততঃ । গর্ভস্তু দ্বিগুণং কুর্য্যান্নেম্যা মানং ভবেদিহ ।
স এব ভিত্তেরুৎসেধো দ্বিগুণস্য শিরো মতম্[2] ॥ ১৮

লক্ষণ বলিয়া জানিবে। ইহা ভিন্ন যেচ্ছানুসারে মঠ রথাদি নানাবিধ আকারে দেবমন্দির করিতে পারে। ৬—১০

অনন্তর লিঙ্গ পরিমাণ বলিতেছি লিঙ্গের যত পরিমাণ পীঠের পরিমাণও তত‌ই হইবে। শৌনক! পীঠপরিমাণের দ্বিগুণ করিয়া চতুর্দ্দিকে পীঠগর্ভ করিবে। পীঠগর্ভের যে পরিমাণ, সেই পরিমাণেই ভিত্তি এবং বিস্তারের অর্দ্ধ পরিমাণে জঙ্ঘা করিবে। জঙ্ঘার দ্বিগুণ পরিমাণে শিখর করিবে। হে শৌনক! পীঠ ও গর্ভ এতদুভয়ের অবধি পরিমাণ যত হইবে, তৎপরিমাণে শিখরের বনিয়াদ করা উচিত। দ্বারপরিমাণ পূর্ব্ববৎ করিবে। লিঙ্গপরিমাণ এই কথিত হইল, এক্ষণে দ্বারপরিমাণ কহিতেছি। প্রাসাদসীমার হস্তচতুষ্টয় অন্তরে বাস্তুক্ষেত্রের অষ্টমভাগে বহির্দ্বার হইবে। বনিয়াদ প্রভৃতির বিষয় প্রাসাদবর্ণনস্থলে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। ১১—১৪

বহির্দ্বার মন্দিরদ্বারের দ্বিগুণ, ইচ্ছানুসারে যথাযোগ্য পরিমাণবিশিষ্ট করিবে। বহির্দ্বারের পীঠ (কবাট) সচ্ছিদ্র করা বিধেয়। দ্বারের অর্দ্ধ পরিমাণে দ্বারের শেষভিত্তি করিতে হয়। বহির্দ্বারের বিস্তার পরিমাণ যত, তাহার জঙ্ঘাও তত পরিমাণবিশিষ্ট করা আবশ্যক। জঙ্ঘা যত উচ্চ, শিখর তাহার দ্বিগুণ উচ্চ হইবে। প্রাসাদশিখরের বনিয়াদ ও দ্বারের উচ্চতাদি যেরূপ কথিত হইয়াছে, দ্বারশিখরের বনিয়াদ ও উচ্চতাদিও তদ্রূপই করিবে। মণ্ডপের পরিমাণাদি কথিত হইল, এক্ষণে তাহার স্বরূপান্তর বলিতেছি। প্রাসাদ-ক্ষেত্রের বহির্ভাগের বিবরণ কহিতেছি। দেবপ্রাসাদে সর্ব্বদা দেবগণ বিদ্যমান থাকেন। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া নিম্নোক্ত প্রণালীতে বাহ্যভাগ নির্ম্মাণ করিবে।

১। বদ। ২। শিখরো দ্বিগুণো মত ইতি পাঠান্তরম্।

প্রাসাদানাঞ্চ বক্ষ্যামি মানং যোনিঞ্চ নামতঃ। বৈরাজঃ পুষ্পকাখ্যশ্চ কৈলাসো মালিকাহ্বয়ঃ।
ত্রিপিষ্টপঞ্চ পঞ্চৈতে প্রাসাদাঃ সর্ব্বযোনয়ঃ ॥ ১৯
প্রথমশ্চতুরস্রো হি দ্বিতীয়স্তু তদায়তঃ। বৃত্তো বৃত্তায়তশ্চান্যোঽষ্টাস্রশ্চেহ চ পঞ্চমঃ ॥ ২০
এতেভ্য এব সম্ভূতাঃ প্রাসাদাঃ সুমনোহরাঃ। সর্ব্বপ্রকৃতিভূতেভ্য-শ্চত্বারিংশচ্চ এব চ ॥ ২১
মেরুশ্চ মন্দরশ্চৈব বিমানশ্চ তথাপরঃ। ভদ্রকঃ সর্ব্বতোভদ্রো রুচকো নন্দনস্তথা ॥ ২২
নন্দিবর্দ্ধনসংজ্ঞশ্চ শ্রীবৎসশ্চ নবেত্যমী। চতুরস্রাঃ সমুদ্ভূতা বৈরাজাদিতি গম্যতাম্ ॥ ২৩
বড়ভী[1] গৃহরাজশ্চ শালাগৃহঞ্চ মন্দিরম্। বিমানঞ্চ তথা ব্রহ্ম-মন্দিরং ভবনং তথা।
উত্তম্ভং শিবিকাবেশ্ম নবৈতে পুষ্পকোদ্ভবাঃ ॥ ২৪
বলয়ো দুন্দুভিঃ পদ্মো মহাপদ্ম-তথাপরঃ। মুকুলী চাথ উষ্ণীষী শঙ্খশ্চ কলসস্তথা।
গুবাবৃক্ষস্তথান্যশ্চ বৃত্তাঃ[2] কৈলাসসম্ভবাঃ ॥ ২৫
গজোঽথ বৃষভো হংসো গরুড়ঃ সিংহনামকঃ। ভূমুখো ভূধরশ্চৈব শ্রীজয়ঃ পৃথিবীধরঃ।
বৃত্তায়তাঃ সমুদ্ভূতা নবৈতে মালকাহ্বয়াৎ ॥ ২৬
বজ্রং চক্রং তথান্যচ্চ মুষ্টিকং বভ্রুসংজ্ঞিতম্। বক্রঃ স্বস্তিক-খড়্গৌ চ গদা শ্রীবৃক্ষ এব চ।
বিজয়ো নামতঃ শ্বেত-ত্রিপিষ্টপ-সমুদ্ভবাঃ ॥ ২৭

প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে তাহার চতুর্থাংশ বিস্তীর্ণ নেমি (জলনির্গমার্থ পয়ঃপ্রণালী) করিবে। ঐ নেমি বৃত্তাকার হইবে। নেমির গর্ত্তপরিমাণ বিস্তারের দ্বিগুণ করা কর্তব্য। গর্ত্ত-পরিমাণ যত, নেমির ভিত্তি পরিমাণও তত হইবে এবং শিখরভাগের পরিমাণ তাহার দ্বিগুণ করা বিধেয়। ১৫—১৮

সম্প্রতি প্রাসাদের নাম এবং নামভেদে বিশেষ লক্ষণ বলিতেছি। দেবমন্দির পঞ্চবিধ, তাহার নাম যথা—বৈরাজ, পুষ্পক, কৈলাস, মালক ও ত্রিপিষ্টপ। এই পঞ্চ মন্দির সর্ব্বদেবতার আশ্রয়। বৈরাজ দেবালয় মন্দির সমচতুরস্র। পুষ্পক আয়ত অর্থাৎ (বিস্তার হইতে অধিক দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট)। কৈলাস মন্দির বৃত্তাকৃতি। মালক মন্দির বৃত্তায়ত (ডিম্বাকার) এবং ত্রিপিষ্টপ নামক দেবপ্রাসাদ অষ্টাস্র (অষ্টভুজবিশিষ্ট)। সমস্ত প্রাসাদের প্রকৃতিস্বরূপ এই পঞ্চ প্রাসাদ হইতেই চত্বারিংশৎপ্রকার মনোহর প্রাসাদ উদ্ভূত হয়। ১৯—২১

মেরু, মন্দর, বিমান, ভদ্রক, সর্ব্বতোভদ্র, রুচক, নন্দন, নন্দিবর্দ্ধন, শ্রীবৎস, এই নবসংখ্য মন্দির চতুরস্র, এবং বৈরাজ মন্দির হইতে উৎপন্ন। বড়ভী, গৃহরাজ, শালাগৃহ, মন্দির, বিমান, ব্রহ্মমন্দির, ভবন, উত্তম্ভ, শিবিকাবেশ্ম, এই নবমন্দির পুষ্পমন্দির হইতে সমুৎপন্ন। বলয়, দুন্দুভি, পদ্ম, মহাপদ্ম, মুকুলী, উষ্ণীষী, শঙ্খ, কলস ও গুবাবৃক্ষ নামক মন্দির বৃত্তাকার; এবং কৈলাস মন্দির হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। গজ, বৃষভ, হংস, গরুড়, সিংহ, ভূমুখ, ভূধর, শ্রীজয় ও পৃথিবীধর, এই নবমন্দির বৃত্তায়ত (ডিম্বাকার) এই নবমন্দির

১। বলভী।   ২। বৃত্তাঃ।

ত্রিকোণং পদ্মমর্দ্ধেন্দু-শ্চতুষ্কোণং দ্বিরষ্টকম্ । যত্র তত্র বিধাতব্যং সংস্থানং মণ্ডপস্য তু ॥ ২৮
রাজ্যঞ্চ বিজয়শ্চৈব হ্যায়ুর্বর্দ্ধনমেব চ । পুত্রলাভঃ শ্রিয়ঃ[1] পুষ্টি-স্ত্রিকোণাদি-ক্রমাদ্ভবেৎ ॥ ২৯
কুর্য্যাদ্ ধ্বজাদিকং দৃষ্ট্বা দ্বারি গর্ভগৃহং তথা । মণ্ডপঃ সমসংখ্যাভি-রংশিতঃ সূত্রকস্তথা ॥ ৩০
মণ্ডপস্য চতুর্থাংশাদ্ভদ্রঃ কার্য্যো বিজানতা । সার্দ্ধগবাক্ষকোপেতো নির্গবাক্ষোঽথবা ভবেৎ ॥ ৩১
সার্দ্ধভিত্তিপ্রমাণেন ভিত্তিমানেন বা পুনঃ । ভিত্তের্দ্বৈগুণ্যতো বাপি কর্তব্যা মণ্ডপাঃ ক্বচিৎ ॥ ৩২
প্রাসাদে মঞ্জরী কার্য্যা চিত্রা বিষমভূমিকা । পরিমাণবিরোধেন রেখা বৈষম্যভূষিতা ॥ ৩৩
আধারস্য চতুর্দ্বার-শ্চতুর্মণ্ডপশোভিতঃ । শতশৃঙ্গসমাযুক্তো মেরুঃ প্রাসাদ উত্তমঃ ॥ ৩৪
মণ্ডপাস্তস্য কর্তব্যা ভদ্রৈস্ত্রিভিরলঙ্কৃতাঃ । গঠনাকার-মানানাং ভিন্নাভিন্না ভবন্তি তে ॥ ৩৫
কিয়ন্তো বেশ্ম চাধারা নিরাধারাশ্চ কেচন । প্রতিচ্ছন্দকভেদেন প্রাসাদাঃ সম্ভবন্তি তে ॥ ৩৬
অন্যোন্যসংকারাৎ তেষাং গঠনানামভেদতঃ । দেবতানাং বিশেষাচ্চ প্রাসাদা বহবঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৭

মালকনামক মন্দির হইতে উৎপন্ন হয়। বজ্র, মালচক্র, মুষ্টিক, বক্র, বভ্রু, স্বস্তিক, খড়্গ, গদা, শ্রীবৃক্ষ, বিজয়, শ্বেত এই সকল মন্দির ত্রিপিষ্টক নামক আদি মন্দির হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। ২২—২৭

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে কতিপয় মন্দির বর্ণিত হইল, এইক্ষণ যেরূপ ত্রিকোণ, পদ্মমধ্য, অর্দ্ধচন্দ্র, চতুষ্কোণ, অষ্টকোণ ও ষোড়শকোণ মণ্ডপ করিতে হয় এবং ঐ সকল মন্দিরের যাহা ফল, তাহা বর্ণিত হইতেছে। সর্ব্বস্থানেই মণ্ডপ স্থাপন করিতে পারে। ত্রিকোণাকার মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে দেবতা স্থাপন করিলে রাজ্যলাভ, পদ্মমধ্যে দেবপ্রাসাদে সর্ব্বত্র বিজয় ও সম্পৎপ্রাপ্তি, অর্দ্ধচন্দ্র ও চতুষ্কোণমন্দিরে দেবতাপ্রতিষ্ঠা করিলে পরমায়ুবৃদ্ধি, অষ্টকোণ মণ্ডপ নির্ম্মাণ করত দেবতাস্থাপন করিলে পুত্রলাভ এবং ষোড়শকোণ মন্দিরে দেবপ্রতিষ্ঠাতে শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। দ্বারদেশে ধ্বজাদিসহ গর্ভগৃহ করিবে। সূত্রধারা পরিমাণ করত যাহাতে মণ্ডপের কোণগুলি সমসংখ্যাবিশিষ্ট হয় এইরূপ মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিতে হয়। বিচক্ষণ মানব মণ্ডপের চতুর্থাংশ পরিমাণে ভদ্রগৃহ নির্ম্মাণ করিবে। ঐ গৃহ অর্দ্ধ-গবাক্ষবিশিষ্ট বা গবাক্ষবিহীন করিবে। ২৮—৩১

কখন বা ভিত্তির সমপরিমাণে এবং সময়বিশেষে ভিত্তির দ্বিগুণ পরিমাণে মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে। প্রাসাদের গাত্রে সমস্থানে বিবিধ বর্ণে লতা চিত্রিত করিবে, ঐ লতার বিশেষ কোন পরিমাণ নাই। যাহাতে সুদৃশ্য হয় সেইরূপ চিত্রিত করিয়া বিষমরেখায় ভূষিত করিবে। মণ্ডপের আধারস্থানের চারিদিকে চারিদ্বার ; ঐ চারিদ্বারে চারি গৃহ নির্ম্মাণ করিবে। মেরুপ্রাসাদ শতশৃঙ্গ সংযুক্ত করিবে, মেরুমণ্ডপের প্রান্তভাগে ভদ্রত্রয়ে শোভিত কতিপয় মণ্ডপ করিবে। গঠনাকার ও পরিমাণ ভেদে মন্দির নানাপ্রকার। কতিপয় মণ্ডপ আধারযুক্ত এবং কতিপয় মন্দির আধারহীন করিবে। প্রতিকৃতির ভিন্নতাহেতু প্রাসাদ

১। স্ত্রিয়ঃ।

প্রাসাদে নিয়মো নাস্তি দেবতানাং স্বয়ম্ভুবাম্। তানেব দেবতানাঞ্চ পূর্ব্বমানেন কারয়েৎ॥ ৩৮
চতুরস্রায়তাস্তত্র চতুষ্কোণসমন্বিতাঃ। চন্দ্রশালান্বিতাঃ কার্য্যা ভেরীশিখরসংযুতাঃ॥ ৩৯
পুরতো বাহনানাঞ্চ কর্ত্তব্যা লঘুমণ্ডপাঃ। নাট্যশালা চ কর্ত্তব্যা দ্বারদেশসমাশ্রয়া॥ ৪০
প্রাসাদে দেবতানাঞ্চ কার্য্যা দিক্ষু বিদিক্ষপি দ্বারপালাশ্চ কর্ত্তব্যা মুখ্যা গৃহাঃ পৃথক্ পৃথক্॥ ৪১
কিঞ্চিদ্ দূরতঃ কার্য্যা মঠা-তত্রোপজীবিনাম্। প্রাবৃতা জগতী কার্য্যা ফলপুষ্পজলান্বিতা॥ ৪২

প্রাসাদেষু সুরান্ স্থাপ্যান্ পূজাভিঃ পূজয়েন্নরঃ।
বাসুদেবঃ সর্ব্বদেবঃ সর্ব্বভাক্ তদ্গৃহাদিকৃৎ॥ ৪৩

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে প্রাসাদকীর্ত্তনং নাম সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৭॥

নানারূপে নির্ম্মিত হয়। দেবপ্রাসাদের গঠন, নাম ও সংস্কারের ভিন্নতাবশতঃ দেবপ্রাসাদ নানাবিধ নির্ম্মিত হইতে পারে। দেবতা ও কার্য্যের ভেদে মণ্ডপও বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি স্বয়ম্ভূদেবগণের মন্দিরের বিশেষ কোন নিয়ম নাই। উক্ত দেবগণের মন্দির পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অবলম্বনে প্রস্তুত করিবে। ৩২—৩৮

প্রায় সমস্ত মণ্ডপই চতুরস্র ও সম-চতুষ্কোণ করিয়া নির্ম্মাণ করিতে হয়। দেবমন্দিরসকল চন্দ্রশালাবিশিষ্ট ও শিখরদেশে ভেরীযুক্ত করিবে। দেবপ্রাসাদের অগ্রভাগে সেই সেই দেবতার বাহন স্থাপন নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করিবে। দেবপ্রাসাদে দ্বার-প্রদেশে নাট্যশালা প্রস্তুত করিবে। উহার পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে এবং ঈশানাদি চতুষ্কোণে পৃথক্ পৃথক্ দ্বারপালগণের মন্দির করিবে; ঐ সকল গৃহে দ্বারপালগণের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। দেবালয়স্থ উপজীবিগণের আবাসার্থ দেবপ্রাসাদের কিঞ্চিৎ দূরে মঠ নির্ম্মাণ করিবে। দেবমন্দিরের চতুর্দ্দিক্ ফল, পুষ্প, জলসমন্বিত ও-লতাপ্রতানবিশিষ্ট প্রাবরণদ্বারা বেষ্টন করিতে হয়। দেবমন্দিরে দেবপ্রতিষ্ঠা করিয়া বিবিধ উপচারে পূজা করিবে। বাসুদেব সর্ব্বদেবময়। যে মানব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাসুদেবমূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক পূজা করে, সে সর্ব্বদেবপ্রতিষ্ঠার ফলভোগী হয়। ৩৯—৪৩

শ্রীগরুড়পুরাণে মন্দির-নির্ম্মাণ নামক সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৭॥

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।

প্রতিষ্ঠাং সর্ব্বদেবানাং সংক্ষেপেণ বদাম্যহম্। সুতিথ্যাদৌ সুনক্ষত্রে প্রতিষ্ঠাং কারয়েদ্ গুরুঃ ॥১
ঋত্বিগ্ভিঃ সহ চাচার্য্যং বরয়েন্মধ্যদেশগম্। যথাযোক্ত-বিধানেন অথবা প্রণবেন তু ॥২
পঞ্চভির্বহুভির্বাথ কুর্য্যাৎ পাদ্যার্ঘ্যমেব চ। মুদ্রিকাভিস্তথা বস্ত্রৈ-র্গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ।
মন্ত্রন্যাসং গুরুঃ কৃত্বা ততঃ কর্ম্ম সমারভেৎ ॥৩
প্রাসাদস্যাগ্রতঃ কুর্য্যান্মণ্ডপং দশহস্তকম্। কুর্য্যাদ্দ্বাদশহস্তং বা স্তম্ভৈঃ ষোড়শভির্যুতম্।
ধ্বজাষ্টকৈশ্চতুর্দ্বারং মধ্যে বেদিঞ্চ কারয়েৎ ॥৪
নদীসঙ্গমতীরোত্থাং বালুকাং তত্র দাপয়েৎ। চতুরস্রং কার্ম্মুকাভং বর্ত্তুলং কমলাকৃতিঃ ॥৫
পূর্ব্বাদিতঃ সমারভ্য কর্ত্তব্যং কুণ্ডপঞ্চকম্। অথবা চতুরস্রাণি সর্ব্বাণ্যেতানি কারয়েৎ ॥৬
শান্তিকর্ম্মবিধানেন সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে। শিরঃস্থানে তু দেবস্য আচার্য্যো হোমমাচরেৎ।
ঐশান্যাং কেচিদিচ্ছন্তি উপলিপ্যাবনীং শুভাম্ ॥৭
দ্বারাণি চৈব চত্বারি কৃত্বা বৈ তোরণান্তিকে। ন্যগ্রোধোডুম্বরাশ্বত্থ-বৈল্ব-পালাশ-খাদিরাঃ ॥৮
তোরণাঃ পঞ্চহস্তাস্ত বস্ত্রপুষ্পাদ্যলঙ্কৃতাঃ। নিখনেদ্ধস্তমেকৈকং চত্বারশ্চতুরো দিশঃ ॥৯

সূত কহিলেন,—এক্ষণে সংক্ষেপে সর্ব্বদেবতাপ্রতিষ্ঠা বলিতেছি। প্রশস্ত তিথি, নক্ষত্রাদিতে গুরু বিধানানুসারে উত্তমরূপে দেবপ্রতিষ্ঠা করিবেন। দেবপ্রতিষ্ঠা কার্য্যে কর্ত্তা বেদোক্ত বিধি অনুসারে ঋত্বিগ্বর্গের সহিত মধ্যদেশস্থ আচার্য্যকে বরণ করিবেন। গুরু পাদ্য অর্ঘ্যাদি পঞ্চ উপচার অথবা বহুবিধ উপচার দ্বারা যথোক্ত মুদ্রাসহ বস্ত্র, গন্ধ, মাল্য ও অনুলেপনাদি প্রদানে পূজা করিয়া মন্ত্রন্যাসপূর্ব্বক প্রকৃত কর্ম্ম আরম্ভ করিবেন। দেবপ্রাসাদের সম্মুখে দশ হস্ত অথবা দ্বাদশহস্ত পরিমাণ ষোড়শ-স্তম্ভযুক্ত ও অষ্টধ্বজোপ-শোভিত মণ্ডপ করিয়া তন্মধ্যে চারি হস্ত পরিমিত বেদী নির্ম্মাণ করিবেন। ১—৪

বেদীর উপরিভাগে নদীসঙ্গম-স্থলের বালুকা আস্তৃত করিয়া তদুপরি পূর্ব্বদিকে চতুরস্র, দক্ষিণে ধনুরাকৃতি, পশ্চিমে বর্ত্তুল ও উত্তরে পদ্মাকার কুণ্ড নির্ম্মাণ করিবেন কিম্বা সকল কুণ্ডই চতুরস্র করিয়া নির্ম্মাণ করিবেন। আচার্য্য সর্ব্বকামার্থ সিদ্ধি নিমিত্ত শান্তিকার্য্যোক্ত বিধানে দেবতার শিরঃস্থানে হোম করিবেন। ঈশানকোণের ভূভাগ লেপন করিয়া সেই স্থানেও কোন কোন আচার্য হোম ইচ্ছা করেন। মণ্ডপের তোরণসমীপে দ্বারচতুষ্টয় করিবেন। বট, উডুম্বর, অশ্বত্থ, বিল্ব, পলাশ অথবা খদির কাষ্ঠ দ্বারা তোরণস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিবেন। তোরণস্তম্ভগুলি পঞ্চহস্ত পরিমিত হওয়া কর্ত্তব্য। তাহার এক হস্ত ভূমিতে প্রোথিত করিয়া চারিহস্ত উপরে রাখিবেন। ঐ সকল স্তম্ভ পুষ্পাদিদ্বারা সুসজ্জিত করিয়া মণ্ডপের চতুর্দ্দিকে স্থাপন করিবেন। ৫—৯

পূর্ব্বদ্বারে সুরেন্দ্রন্তু হয়রাজন্ত দক্ষিণে। পশ্চিমে গোপতির্নাম সুরশার্দ্দূলমুত্তরে ॥ ১০
অগ্নিমীলেতি মন্ত্রেণ প্রথমং পূর্ব্বতো ন্যসেৎ। ইষে ত্বেতি চ মন্ত্রেণ দক্ষিণস্যাং দ্বিতীয়কম্ ॥ ১১
অগ্ন আয়াহি মন্ত্রেণ পশ্চিমস্যাং তৃতীয়কম্। শন্নো দেবীতি মন্ত্রেণ উত্তরস্যাং চতুর্থকম্ ॥ ১২

পূর্ব্বে অম্বুবৎ কার্য্যা আগ্নেয্যাং ধূম্ররূপিণী।
যাম্যাং বৈ কৃষ্ণরূপা তু নৈর্ঋত্যাং ধূসরা[১] ভবেৎ ॥ ১৩

বারুণ্যাং পাণ্ডরা জ্ঞেয়া বায়ব্যাং পীতবর্ণিকা। উত্তরে রক্তবর্ণা তু শুক্লৈশানী চ পতাকিকা।
বহুরূপা তথা মধ্যে ইন্দ্রবিষ্ণেতি পূজিকা ॥ ১৪
অগ্নিং সংসৃষ্টিমন্ত্রেণ যমো নাগেতি দক্ষিণে। পূজ্যা রক্ষোহনাযেতি পশ্চিমে উত্তরেঽপি চ ॥ ১৫
বাত ইত্যভিষিচ্যাথ আপ্যায়স্বেতি চোত্তরে। তমীশানমন্ত্রৈশ্চৈব বিষ্ণুর্লোকেতি মধ্যমা ॥ ১৬
কলসৌ দ্বৌ ততো দ্বৌ দ্বৌ নিবেশ্যৌ তোরণান্তিকে। বস্ত্রযুগ্মসমাযুক্তা-চন্দনাদ্যৈঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥ ১৭
পুষ্পৈশ্চিত্রানৈর্বহুভি-র্বাদিবর্ণাভিমন্ত্রিতাঃ। দিক্পালাংস্ততঃ পূজ্যাঃ শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ১৮
ত্রাতারমিন্দ্রমন্ত্রেণ অগ্নির্মূর্দ্ধেতি চাপরে। অস্মিন্ বৃক্ষ ইত্যৈশ্চৈব প্রচারীতি পরা স্মৃতা ॥ ১৯
কিকেদধাতু আত ত্বা ভিন্না দেবীতি সপ্তমী। ইমা রুদ্রেতি দিক্পালান্ পূজয়িত্বা বিচক্ষণঃ।
হোমদ্রব্যাণি বাহ্যতো কুর্য্যাৎ সোপস্করাণি চ ॥ ২০

পূর্ব্ব তোরণের নাম সুরেন্দ্র, দক্ষিণ তোরণের নাম হয়রাজ, পশ্চিম তোরণের নাম গোপতি, উত্তর তোরণের নাম সুরশার্দ্দূল। "অগ্নিমীলে" ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্বদিকে প্রথম তোরণ, "ইষে ত্বোর্জ্জে" ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণে দ্বিতীয় তোরণ, "অগ্ন আয়াহি" ইত্যাদি মন্ত্রে পশ্চিমে তৃতীয় তোরণ, "শন্নো দেবী" ইত্যাদি মন্ত্রে উত্তরে চতুর্থ তোরণ বিন্যাস করিতে হয়। প্রতিষ্ঠামণ্ডপের পূর্ব্বদিকে মেঘবর্ণ, অগ্নিকোণে ধূম্রবর্ণ, দক্ষিণদিকে কৃষ্ণবর্ণ, নৈর্ঋত-কোণে ধূসরবর্ণ, পশ্চিমে পাণ্ডুবর্ণ, বায়ুকোণে পীতবর্ণ, উত্তরে রক্তবর্ণ, ঈশানকোণে শুক্লবর্ণ এবং মধ্যে নানাবর্ণ পতাকাদ্বারা মণ্ডপকে সুশোভিত করিবেন। ঐ সকল পতাকাতে পূর্ব্বাদিক্রমে ইন্দ্রাদির পূজা করিতে হয়। ১০—১৪

পূর্ব্বে ওঁ অগ্নিং সংসৃষ্টি ইত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্রের, দক্ষিণে ওঁ যমো নাগ ইত্যাদি মন্ত্রে যমের এবং পশ্চিমে ওঁ রক্ষোহণো বলগহন ইত্যাদি মন্ত্রে বরুণের পূজা করিয়া, বাত আবাত ইত্যাদি মন্ত্রে অভিষেক করত উত্তরে ওঁ বিষ্ণুর্লোক ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুর পূজা করিবেন। তোরণ-সমীপে প্রতিদ্বারে, বস্ত্রযুগ্মাচ্ছাদিত চন্দনাদিচর্চ্চিত দুই দুইটী কলসী স্থাপন করিবেন। প্রতিষ্ঠামণ্ডপকে পুষ্প-চন্দ্রাতপাদি বিবিধ ভূষণে সজ্জিত করিয়া শাস্ত্রবিহিত প্রণালীতে ইন্দ্রাদি দশদিক্পালের পূজা করিবে। ১৫—১৮

ওঁ ত্রাতারমিন্দ্রং ইত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্রের, ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নির, ওঁ অস্মিন্ বৃক্ষ ইত্যাদি মন্ত্রে যমের, ওঁ প্রচারিক ইত্যাদি মন্ত্রে নির্ঋতির, ওঁ কিকেদধাতু ইত্যাদি মন্ত্রে বরুণের,

---

১। শ্যামলেতি বা পাঠঃ।

শঙ্খান্ শাস্ত্রোদিতান্ শ্বেতান্ নেত্রাভ্যাং বিন্যসেদ্ গুরুঃ।
আলোকনেন দ্রব্যাণি শুদ্ধিং যান্তি ন সংশয়ঃ ॥ ২১

হৃদয়াদীনি চাঙ্গানি ব্যাহৃতিপ্রণবেন চ। অঙ্গন্যাসং সমস্তানাং ন্যাসোঽয়ং সর্ব্বকামিকঃ ॥ ২২
অক্ষতান্ বিষ্টরঞ্চৈব অস্ত্রেণৈবাভিমন্ত্রিতান্। বিষ্টরেণ স্পৃশেদ্দ্রব্যান্ যাগমণ্ডপ-সংযুতান্।
অক্ষতান্ বিকিরেৎ পশ্চাদস্ত্রপূতান্ সমন্ততঃ ॥ ২৩
প্রাচ্যাং দিশমথারভ্য যাবদীশানগোচরম্। অবকীর্য্যাক্ষতান্ সর্ব্বান্ লেপয়েন্মণ্ডপং ততঃ ॥ ২৪
গন্ধাদ্যৈরর্ঘ্যপাত্রে চ মন্ত্রগ্রামং ন্যসেদ্ গুরুঃ। তেনার্ঘ্যপাত্রতোয়েন প্রোক্ষয়েদ্ যাগমণ্ডপম্ ॥ ২৫
প্রতিষ্ঠা যস্য দেবস্য তন্নাম্না কলসং ন্যসেৎ। ঐশান্যাং পূজয়েদ্ যাম্যে অস্ত্রেণৈব চ বর্দ্ধনীম্।
কলসং বর্দ্ধনীঞ্চৈব গ্রহান্ বাস্তোষ্পতিং তথা ॥ ২৬
আসনে তানি সর্ব্বাণি প্রণবাখ্যং জপেদ্ গুরুঃ। সূত্রগ্রীবং রত্নগর্ভং বস্ত্রযুগ্মেন[১] বেষ্টিতম্।
সর্ব্বৌষধি-গন্ধলিপ্তং পূজয়েৎ কলসং গুরুঃ ॥ ২৭

ওঁ আচ ত্বা ইত্যাদি মন্ত্রে কুবেরের এবং ওঁ ইমা রুদ্র ইত্যাদি মন্ত্রে শিবের পূজা করিবেন। বিচক্ষণ আচার্য্য এইরূপে দিক্‌পালগণের পূজা করিতে বায়ুকোণে হোমদ্রব্য ও প্রতিষ্ঠাবিধির অন্যান্য উপকরণ সকল সংস্থাপন করিয়া রাখিবেন। গুরু মূলমন্ত্রোক্ত শ্বেতবর্ণ শঙ্খ স্থাপন করিয়া নেত্রদ্বারা পূজাদ্রব্য সমস্ত অবলোকন করিবেন; ইহাতে ঐ সকল দ্রব্য বিশুদ্ধ হয়। ১৯—২১

গুরু হৃদয়াদি ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন, যথা—ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, ভূঃ শিরসে স্বাহা, ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্, স্বঃ কবচায় হুঁ, ভূর্ভুবঃ স্বঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ভূর্ভুবঃ স্বঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপে ন্যাস করিলে সর্ব্বকাম সিদ্ধ হয়। পরে অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে তণ্ডুল ও বিষ্টরদ্বারা যাগদ্রব্য এবং যাগমণ্ডপ স্পর্শ করিবেন ও ঐ মন্ত্রে চতুর্দ্দিকে তণ্ডুল বিকিরণ করিবেন। পূর্ব্বদিক্ হইতে দক্ষিণাদিক্রমে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত অষ্ট দিকে তণ্ডুল বিক্ষেপ করিয়া যাগমণ্ডপ লেপন করিতে হয়। গুরু তৎপরে গন্ধাদিদ্বারা অর্ঘ্যপাত্র পূজাপূর্ব্বক অর্ঘ্যপাত্রে মন্ত্রন্যাস এবং অর্ঘ্যপাত্রস্থ জলদ্বারা যাগমণ্ডপ প্রোক্ষণ করিবেন। যে দেবতার প্রতিষ্ঠা হইবে, সেই দেবতার নামে ঈশানকোণে কুম্ভ ও দক্ষিণদিকে অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে বর্দ্ধনী স্থাপন করিবেন। কুম্ভ, বর্দ্ধনী, আদিত্যাদি নবগ্রহ, বাস্তুপুরুষ এই সকলের পূজা করিবেন। ২২—২৬

গুরু বিশুদ্ধ আসনে উপবেশনপূর্ব্বক প্রণব (ওঁ) জপ করিবেন। কুম্ভের গলদেশ সূত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া গর্ভে পঞ্চরত্ন নিক্ষেপ করিবেন এবং কুম্ভকে বস্ত্রযুগ্ম দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক সর্ব্বৌষধি ও সুগন্ধি চন্দনাদি অনুলিপ্ত করিয়া কুম্ভের পূজা করিবেন। কলসে

১। বস্ত্রযুগ্মেণ।

দেবস্য কলসে পূজ্যো বর্দ্ধন্যা বস্ত্রমুত্তমম্। বর্দ্ধন্যা তু সমাযুক্তং কলসং ভ্রাময়েন্নৃপ॥ ২৮
বর্দ্ধনীধারয়া সিঞ্চন্নগ্রতো ধারয়েৎ ততঃ। অভ্যর্চ্য বর্দ্ধনীং কুম্ভং স্থণ্ডিলে দেবমর্চ্চয়েৎ॥ ২৯
ঘটকাবাহ্য বায়ব্যাং গণানাং ত্বেতি মন্ত্রতঃ। দেবমীশানকোণে তু জপেদ্বাস্তুপতিং বুধঃ।
বাস্তোষ্পতীতি মন্ত্রেণ বাস্তুদোষোপশান্তয়ে। ৩০
কুম্ভস্য পূর্ব্বতো ভূতং গণদেবং বলিং হরেৎ। পঠেদ্বেতি চ বিদ্বাংস্তু কুর্য্যাদালম্ভনং বুধঃ॥ ৩১
যোগেযোগেতি[1] মন্ত্রেণ সংস্তরন্ জ্বলনৈঃ কুশৈঃ।
আচার্য্য ঋত্বিগ্ভিঃ সার্দ্ধং স্নানপীঠে হরেত্তথা॥ ৩২
বিবিধৈর্ব্রহ্মঘোষৈশ্চ পুণ্যাহজয়মঙ্গলৈঃ। কৃত্বা ব্রহ্মরথে দেবং প্রতিষ্ঠতি ততো দ্বিজঃ॥ ৩৩
ঐশান্যামানয়েৎ পীঠং মণ্ডপে বিন্যসেদ্ গুরুঃ। ভদ্রং কর্ণেভিরথ স্নাপ্য সর্ব্বলক্ষণকেন তু।
সংস্থাপ্য লক্ষণে ধারং কুর্য্যাদ্ তূর্য্যাভিবাদনৈঃ[2]॥ ৩৪
মধুসর্পিঃসমাযুক্তং কাংস্যে বা তাম্রভাজনে। অঙ্কিণী চাঞ্জয়েচ্চাস্য সুবর্ণস্য শলাকয়া॥ ৩৫
অগ্নির্জ্যোতীতি মন্ত্রেণ নেত্রোদ্ঘাটঞ্চ কারয়েৎ।
লক্ষণে ক্রিয়মাণে তু নামৈকং স্থাপকো বদেৎ॥ ৩৬
ইমং মে গঙ্গে মন্ত্রেণ[3] নেত্রয়োঃ শীতলক্রিয়া। অগ্নির্মূর্দ্ধেতি মন্ত্রেণ বল্মীকমৃত্তিকাম্॥ ৩৭

প্রতিষ্ঠেয় দেবতার পূজা করিয়া বস্ত্রদ্বারা বর্দ্ধনী আচ্ছাদন করিবেন পরে বর্দ্ধনীসহ কলস ভ্রামিত করিবেন। বর্দ্ধনীর জলধারায় কুম্ভ সিঞ্চন করত অগ্রভাগে বর্দ্ধনী স্থাপন করিবেন, তারপর বর্দ্ধনী ও কুম্ভের অর্চ্চনা করিয়া স্থণ্ডিলে মূল দেবতার পূজা করিবেন। বায়ুকোণে একটি ঘট স্থাপন করিয়া সেই গণপতির আবাহন পূর্ব্বক ওঁ গণানাং ত্বা ইত্যাদি মন্ত্রে গণপতির পূজা করিয়া ঈশানকোণে ঘটস্থাপন করত বাস্তোষ্পতীত্যাদি মন্ত্রে বাস্তুদোষোপশমনার্থ বাস্তুদেবের অর্চ্চনা করিবেন। ২৭—৩০

কুম্ভের পূর্ব্বভাগে ভূত এবং গণদেবের বলিপ্রদান করত বেদজ্ঞনিপুণঃসহ বেদিকালম্ভন করিবেন। পরে যোগাযোগ ইত্যাদি মন্ত্রে প্রজ্বলিত কুশদ্বারা আস্তরণ করিয়া আচার্য্য অন্যান্য ঋত্বিগ্বর্গের সহিত স্নানপীঠে দেবতাস্থাপনপূর্ব্বক নানাবিধ ব্রহ্মঘোষ, পুণ্যাহবাচন ও জয়মঙ্গলধ্বনি করিয়া দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ৩১—৩৩

পরে পীঠ সহ দেবমূর্ত্তি মণ্ডপে আনয়নপূর্ব্বক ঈশানকোণে সংস্থাপন করিয়া, ভদ্রং কর্ণেভিঃ ইত্যাদি মন্ত্রে স্নান করাইয়া দেবতাকে সর্ব্বলক্ষণ-লক্ষিত করত তূর্য্যে অভিবাদন করিবেন। কাংস্যপাত্রে বা তাম্রপাত্রে ঘৃত মধু মিশ্রিত করিয়া সুবর্ণ-শলাকা দ্বারা দেবপ্রতিমার চক্ষুদ্বয় অঙ্কিত করিবেন। অগ্নির্জ্যোতিঃ ইত্যাদি মন্ত্রে নেত্রোদ্ঘাটন করিবেন। এইরূপে দেবমূর্ত্তি সর্ব্বলক্ষণলক্ষিত হইলে প্রতিষ্ঠাতা মানব সেই দেবতার একটি নামকরণ করিবেন। ইমং মে গঙ্গে ইত্যাদি মন্ত্রে দেবতার নেত্রে শীতলক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অগ্নির্মূর্দ্ধা ইত্যাদি মন্ত্রে

১। যোগে যোগেতি। ২। তূর্য্যাভিবাদনৈঃ। ৩। বাক্যমন্ত্রেণ।

বিল্বোডুম্বরমশ্বত্থং বটং পালাশমেব চ । যজ্ঞায়জ্ঞেতি মন্ত্রেণ দদ্যাৎ পঞ্চকষায়কম্ ॥ ৩৮
পঞ্চগব্যৈঃ স্নাপয়েচ্চ সহদেব্যাদিভিস্ততঃ । সহদেবী বলা চৈব শতমূলী শতাবরী
কুমারী চ গুড়ূচী চ সিংহী ব্যাঘ্রী তথৈব চ ॥ ৩৯
যা ওষধীতি মন্ত্রেণ স্নানমোষধিমজ্জলৈঃ । যাঃ ফলিনীতি মন্ত্রেণ ফলস্নানং বিধীয়তে ॥ ৪০
দ্রুপদাদিবেতি মন্ত্রেণ কার্যমুদ্বর্তনং বুধৈঃ । কলসেষু চ বিন্যস্য উত্তরাদিষনুক্রমাৎ ।
রত্নানি চৈব ধান্যানি ওষধীং শতপুষ্পিকাম্ ॥ ৪১
সমুদ্রাংশ্চৈব বিন্যস্য চতুরশ্চতুরো দিশঃ । ক্ষীরং দধি ক্ষীরোদস্য ঘৃতোদস্যেতি বা পুনঃ ॥ ৪২
আপ্যায়স্ব দধিক্রাব্ণো যা ওষধীরিতীতি চ । তেজোঽসীতি মন্ত্রেণ কুম্ভকেবাভিমন্ত্রয়েৎ ।
সমুদ্রাখ্যৈশ্চতুর্ভিশ্চ স্নাপয়েৎ কলসৈঃ পুনঃ ॥ ৪৩
স্নাতঞ্চৈব সুদেবঞ্চ ধূপো দেয়শ্চ গুগ্গুলুঃ । অভিষেকায় কুম্ভেষু তত্তীর্থানি বিন্যসেৎ ॥ ৪৪
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাস্তথা । যা ওষধীতি মন্ত্রেণ কুম্ভকেবাভিমন্ত্রয়েৎ ।
তেন তোয়েন যঃ স্নায়াৎ স মুচ্যেৎ সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৪৫
অভিষিচ্য সমুদ্রেণ চার্ঘ্যং দদ্যাৎ ততঃ পুনঃ । গন্ধদ্বারেতি গন্ধঞ্চ স্নানং বৈ বেদমন্ত্রকৈঃ ॥ ৪৬

দেবমূর্ত্তিকে বল্মীক মৃত্তিকাদ্বারা স্নান করাইবেন। বিল্ব, উডুম্বর, অশ্বত্থ, বট ও পলাশ এই পঞ্চ কষায়দ্বারা যজ্ঞায়জ্ঞে ইত্যাদি মন্ত্রে স্নান করাইবেন। তারপর পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইয়া, সহদেবী, বলা (বেড়েলা) শতমূলী, শতাবরী, ঘৃতকুমারী, গুড়ূচী, বৃহতী, কণ্টকারী এই সকল দ্রব্যের কষায়দ্বারা স্নান করাইবেন এবং যা ওষধি ইত্যাদি মন্ত্রে সর্ব্বৌষধি মিশ্রিত জলদ্বারা এবং যাঃ ফলিনী ইত্যাদি মন্ত্রে ফলোদকদ্বারা স্নান করাইবেন। তারপর দ্রুপদাদিব মুমুচান ইত্যাদি মন্ত্রে উদ্বর্ত্তন করিয়া উত্তরাদিক্রমে কলসচতুষ্টয় স্থাপন-পূর্ব্বক তন্মধ্যে পঞ্চরত্ন, ধান্য, সর্ব্বৌষধি ও শতপুষ্পা নিক্ষেপ করিয়া সেই সেই কলসস্থ জলদ্বারা স্নান করাইবেন। ৩৯—৪১

তৎপরে চতুর্দ্দিকে চারিটি কুম্ভ বিন্যাস করত তাহার প্রথম কুম্ভকে ক্ষীরসমুদ্র, দ্বিতীয় কুম্ভকে দধিসমুদ্র, তৃতীয় কুম্ভকে জলসমুদ্র এবং চতুর্থ কুম্ভকে ঘৃতসমুদ্রস্বরূপ কল্পনা করিয়া আপ্যায়স্ব ইত্যাদি মন্ত্রে প্রথম কুম্ভকে, দধিক্রাব্ণো ইত্যাদি মন্ত্রে দ্বিতীয় কুম্ভকে, যা ওষধি ইত্যাদি মন্ত্রে তৃতীয় কুম্ভকে, এবং তেজোঽসি ইত্যাদি মন্ত্রে চতুর্থ কুম্ভকে, অভিমন্ত্রিত করিয়া সমুদ্রাখ্যক সেই কলসচতুষ্টয় দ্বারা দেবমূর্ত্তিকে স্নান করাইবেন। এই প্রকার স্নান ও বেশভূষাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া গুগ্‌গুলু ধূপ প্রদান করিবেন। পুনরায় পূর্ব্বোক্ত অভিষিক্ত কুম্ভচতুষ্টয়ে সরিৎ, সাগর ও পৃথিবীস্থ যাবতীয় তীর্থ বিন্যাস করিয়া যা ওষধি ইত্যাদি মন্ত্রে কুম্ভচতুষ্টয়কে অভিমন্ত্রিত করিবেন। এই সকল কুম্ভস্থ জলদ্বারা যে ব্যক্তি স্নান করে সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি পায়। দেবতার উক্তরূপে অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অর্ঘ্যপ্রদানপূর্ব্বক গন্ধদ্বারাং ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্রে সুগন্ধি চন্দন দ্বারা অনুলেপন

যথাস্ত্রবিহিতৈঃ প্রাগুক্তৈরিমং মন্ত্রেতি মন্ত্রকম্। কবিহাবিতি মন্ত্রেণ আনয়েন্মণ্ডপং ততঃ ॥ ৪৭
শন্তবায়েতি মন্ত্রেণ শয্যায়াং বিনিবেশয়েৎ। বিশ্বতশ্চক্ষুর্মন্ত্রেণ কুর্য্যাৎ সকলনিষ্কলম্ ॥ ৪৮
স্থিত্বা চৈব পরে তত্ত্বে মন্ত্রন্যাসন্তু কারয়েৎ। যথাস্ত্রবিহিতো মন্ত্রো ন্যাসস্তস্মিংস্তথোদিতঃ ॥ ৪৯
মন্ত্রেণাচ্ছাদয়িত্বা তু পূজনীয়ঃ যথাবতঃ। যথাশাস্ত্রং নিবেদ্যানি পাদমূলে তু দাপয়েৎ ॥ ৫০
অথ প্রণবসংযুক্তং বস্ত্রযুগ্মেন বেষ্টিতম্। কলসং সহিরণ্যঞ্চ শিরঃস্থানে নিবেদয়েৎ ॥ ৫১
স্থিত্বা কুণ্ডসমীপেঽথ অগ্নেঃ স্থাপনমাচরেৎ। যথাস্ত্রবিহিতৈর্মন্ত্রৈ-র্বেদোক্তৈর্বাথবা গুরুঃ ॥ ৫২
শ্রীসূক্তং পাবমানঞ্চ ঝাসং শান্তং মহাজিবম্। যুবাকশিঞ্চ মিত্রঞ্চ বহ্বৃচঃ পূর্ব্বতো জপেৎ ॥ ৫৩
রুদ্রং পুরুষসূক্তঞ্চ শ্লোকাধ্যায়ঞ্চ শুক্রিয়ঃ। ব্রহ্মাণং পিতৃমৈত্রঞ্চ অধ্বর্য্যুর্দক্ষিণে জপেৎ ॥ ৫৪
বেদব্রতং বামদেব্যং জ্যেষ্ঠসামরথন্তরম্। ভেরুণ্ডানি চ সামানি ছন্দোগঃ পশ্চিমে জপেৎ ॥ ৫৫
অথর্ব্বশিরসশ্চৈব কুম্ভসূক্তমথর্ব্বণঃ। নীলরুদ্রাংশ্চ মৈত্রঞ্চ অথর্ব্বশ্চোত্তরে জপেৎ ॥ ৫৬
কুণ্ডমন্ত্রেণ সম্প্রোক্ষ্য আচার্য্যস্তু[1] বিশেষতঃ। তাম্রপাত্রে শরাবে বা যথাবিত্তমতোঽপি বা।
জাতবেদঃ সমানীয় অগ্রতস্তন্নিবেশয়েৎ ॥ ৫৭
অস্ত্রেণ জ্বালয়েদ্বহ্নিং কবচেন তু বেষ্টয়েৎ। অমৃতীকৃত্য তং পশ্চান্মন্ত্রৈঃ সর্ব্বৈশ্চ দেশিকঃ ॥ ৫৮

করিবেন। এইরূপে অস্ত্রবিহিত মন্ত্রে সমুদয় দ্রব্য নিবেদন করিয়া প্রদান করিবেন। পরে দেবপ্রতিমা মণ্ডপে আনয়ন করিয়া শন্তবায় ইত্যাদি মন্ত্রে শয্যাতে নিবেশিত করিবেন। তৎপরে বিশ্বতশ্চক্ষুঃ ইত্যাদি মন্ত্রে দেবমূর্ত্তির যে যে অঙ্গ বিকল থাকিবে, সেই সেই অঙ্গ পরিপূরণ করিবেন। পরে পরম তত্ত্ব ধ্যান করিয়া মন্ত্রন্যাস করিবে এবং প্রতিষ্ঠেয় দেবতার পূজাপদ্ধতির লিখিত সমস্ত ন্যাস করিয়া বস্ত্র দ্বারা দেবমূর্ত্তি আচ্ছাদনপূর্ব্বক স্বীয় বিত্তানুসারে পূজা করিবেন। শাস্ত্রোক্ত বিধানে উপকরণ দ্রব্য সকল নিবেদন করিয়া নিবেদিত দ্রব্যজাত দেবতার পাদমূলে প্রদান করিবেন। ৪১—৫০

তারপর কলসকে প্রণবসংযুক্ত বস্ত্রযুগ্মদ্বারা আচ্ছাদিত এবং হিরণ্যসমন্বিত করিয়া দেবতার শিরঃসমীপে স্থাপন করিবেন। পরে গুরু কুণ্ডসমীপে উপবেশন করিয়া বেদোক্ত মন্ত্রে অগ্নি স্থাপন করিবেন। ঋগ্বেদবিদ্ আচার্য্য পূর্ব্বদিকস্থিত-কুণ্ডসমীপে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীসূক্ত, পাবমানীসূক্ত, রুদ্রসূক্ত, বিষ্ণুসূক্ত এবং সূর্য্যসূক্ত পাঠ করিবেন। যজুর্ব্বেদবিদ্ আচার্য্য দক্ষিণদিক্‌স্থিত কুণ্ডসমীপে বসিয়া পুরুষসূক্ত, শ্লোকাধ্যায়, ব্রহ্মসংহিতা, পিতৃসংহিতা ও সূর্য্যসংহিতা পাঠ করিবেন। সামবেদবিদ্ আচার্য্য পশ্চিম কুণ্ডসমীপে উপবিষ্ট হইয়া বেদব্রতসূক্ত, বামদেব্য গান, জ্যেষ্ঠসাম, রথন্তরসংহিতা, ভারুণ্ড সাম প্রভৃতি সামবেদ পাঠ করিবেন। অথর্ব্ববেদবিদ্ আচার্য্য উত্তর কুণ্ডসমীপে উপবেশন করিয়া অথর্ব্ববেদোক্ত কুম্ভসূক্ত, নীলরুদ্রসংহিতা ও সূর্য্যসূক্ত পাঠ করিবেন। গুরু ফট্ এই মন্ত্রে কুণ্ড প্রোক্ষণ করিয়া বিত্তানুসারে তাম্রপাত্রে, শরাবে বা অন্য কোন ধাতুনির্ম্মিত পাত্রে অগ্নি আনয়ন-

[1] আচার্য্যস্ত।

পাত্রং গৃহ্য করাভ্যাঞ্চ কুণ্ডং ভ্রাম্য ততঃ পুনঃ।
বৈষ্ণবেন তু যোগেন পরং তেজস্তু নিক্ষিপেৎ ॥ ৫৯
দক্ষিণে স্থাপয়েদ্ ব্রহ্ম প্রণীতাঞ্চোত্তরেণ তু। সাধারণেন মন্ত্রেণ যথাশাস্ত্রবিহিতেন বা।
দিক্ষু দিক্ষু ততো দদ্যাৎ পরিধিং বিষ্টরৈঃ সহ ॥ ৬০
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-হরেশানাং পূজ্যাঃ সাধারণেন তু। দর্ভেষু স্থাপয়েদ্বহ্নিং দর্ভৈশ্চ পরিবেষ্টিতম্।
দর্ভতোয়েন সংস্পৃষ্টো মন্ত্রহীনোঽপি শুধ্যতি ॥ ৬১
প্রাগগ্রৈরুদগগ্রৈশ্চ প্রত্যগগ্রৈরখণ্ডিতৈঃ। বিস্তৃতৈর্বেষ্টিতো বহ্নিঃ স্বয়ং সান্নিধ্যতাং ব্রজেৎ ॥ ৬২
অগ্নেস্তু রক্ষণার্থায় যদুক্তং কর্ম মন্ত্রবিৎ আচার্য্যাঃ কেচিদিচ্ছন্তি জাতকর্মাদনন্তরম্ ॥ ৬৩
পবিত্রঞ্চ ততঃ কৃত্বা কুর্য্যাদাজ্যস্য সংস্কৃতিম্।
আচার্য্যোঽথ নিরীক্ষ্যাপি নীরাজ্যমভিমন্ত্রিতম্ ॥ ৬৪
আজ্যভাগাদিধারান্ত-মবেক্ষেতাজ্যসিদ্ধয়ে। পঞ্চ পঞ্চাহুতীর্দ্দত্বা আজ্যেন তদনন্তরম্ ॥ ৬৫
গর্ভাধানাদিকং তাবদ্ যাবদ্বৈবাহিকং ভবেৎ। যথাশাস্ত্রবিহিতৈর্মন্ত্রৈঃ প্রণবেনাথ হোময়েৎ ॥ ৬৬
ততঃ পূর্ণাহুতিং দত্ত্বা পূর্ণাৎ পূর্ণমনোরথঃ। এবমুৎপাদিতো বহ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মসু সিদ্ধিদঃ ॥ ৬৭
পূজয়িত্বা ততো বহ্নিং কুণ্ডেষু বিহরেৎ তথা। ইন্দ্রাদীনাং স্বমন্ত্রেণ অথাহুতিশতং শতম্ ॥ ৬৮

পূর্ব্বক আত্মসম্মুখে স্থাপন করিবেন; পরে ফট্ মন্ত্রে বহ্নি প্রজ্বালিত করিয়া হুঁ মন্ত্রে অগ্নিবেষ্টন করিবেন এবং অমৃতীকরণ করিয়া মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক উভয় হস্তে অগ্নি গ্রহণ করিয়া কুণ্ড পরিভ্রামণানন্তর বৈষ্ণবযোগে জাজ্জ্বল্যমান অগ্নি কুণ্ডমধ্যে নিক্ষেপ করিবেন। অগ্নির দক্ষিণে ব্রহ্মা এবং উত্তরে প্রণীতাপাত্র করিয়া চতুর্দ্দিকে বেদোক্ত সাধারণ পদ্ধতির লিখিত মন্ত্রে বিষ্টরের সহিত পরিধি পরিস্তরণ করিবেন। ৫৯—৬০

তারপর গুরু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের পূজা করিয়া দর্ভোপরি অগ্নিস্থাপন করিবেন। ঐ অগ্নিকে দর্ভদ্বারা বেষ্টন করত দর্ভোদকদ্বারা প্রোক্ষণ করিবেন। এইরূপ করিলে গুরু, অগ্নি ও পূজোপকরণ সামগ্রী বিশুদ্ধ হয়। পরে পূর্ব্বাগ্র, উত্তরাগ্র, পশ্চিমাগ্র ও দক্ষিণাগ্র অখণ্ড দর্ভদ্বারা অগ্নিকে পরিবেষ্টন করিবেন, ইহাতে সেই স্থানে অগ্নিদেবের সান্নিধ্য হয়। কোন কোন আচার্য্য বলেন, অগ্নিরক্ষার্থ যে সকল কর্ম্ম উক্ত আছে, জাতকর্ম্মের পর সেই সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে। অনন্তর আচার্য্য পবিত্র ছেদন করিয়া আজ্যসংস্কার করিবেন। ঐ আজ্য অবলোকন করত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আজ্যাভিমন্ত্রণ করা কর্ত্তব্য। তৎপরে আজ্য-শোধনার্থ আজ্যদ্বারা আঘারাহুতি প্রদানপূর্ব্বক পাঁচ পাঁচ আহুতি প্রদান করিবেন। তারপর অগ্নির জাতকর্ম্মাদি বিবাহান্ত দশ সংস্কার করিয়া যথাশাস্ত্রোক্ত সপ্রণব মন্ত্রে হোম করিবেন। তৎপরে পূর্ণাহুতি দিবেন। পূর্ণাহুতি প্রদানে যজমানের মনোরথ পূর্ণ হইয়া থাকে। এই প্রকারে সমুৎপন্ন বহ্নি সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধি প্রদান করে। অনন্তর কুণ্ডস্থ বহ্নির অর্চ্চনা করিয়া স্ব স্ব মন্ত্রে ইন্দ্রাদি দেবতার প্রত্যেকে শত সংখ্যক আহুতি দিবেন। এইরূপে

পূর্ণাহুতিং শতান্তে সর্ব্বেষাঞ্চৈব হোময়েৎ।
প্রাণাহুতির্যথাজ্যেষু হোতা তৎকলসে ন্যসেৎ ॥ ৬৯
দেবতাশ্চৈব মন্ত্রাংশ্চ তথৈব জাতবেদসম্। আত্মানমেকতঃ কৃত্বা ততঃ পূর্ণাং প্রদাপয়েৎ ॥ ৭০
নিষ্ক্রম্য বহিরাচার্য্যো দিক্পালানাং বলিং হরেৎ।
ভূতানাঞ্চৈব দেবানাং নাগানাঞ্চ প্রযোগতঃ ॥ ৭১
তিলাশ্চ সমিধশ্চৈব হোমদ্রব্যং দ্বয়ং স্মৃতম্।
আজ্যং তয়োঃ সহকারি তৎপ্রধানং মদক্ষয়োঃ[1] ॥ ৭২
পুরুষসূক্তং পূর্ব্বেণৈব রুদ্রঞ্চৈব তু দক্ষিণে। জ্যেষ্ঠসাম চ ভারুণ্ডং তম যামীতি পশ্চিমে ॥ ৭৩
নীলরুদ্রো মহামন্ত্রঃ কুম্ভসূক্তমথর্ব্বণঃ। হুত্বা সহস্রমেকৈকং দেবং শিরসি কল্পয়েৎ ॥ ৭৪
এবং মধ্যে তথা পাদে পূর্ণাহুত্যা তথা পুনঃ। শিরঃস্থানেষু কুণ্ডাদ্যবিশেষাদনুক্রমাৎ[2] ॥ ৭৫
দেবানামাদিমন্ত্রৈর্বা মন্ত্রৈর্বা অথবা পুনঃ। যথাস্ত্রবিহিতৈর্বাপি গায়ত্র্যা বাথ তে দ্বিজাঃ।
গায়ত্র্যা বাথবাচার্য্যো ব্যাহৃতিপ্রণবেন তু ॥ ৭৬
এবং হোমবিধিং কৃত্বা ন্যসেন্মন্ত্রাংস্তু দেশিকঃ।
চরণাবগ্নিমীলে তু ইষে ত্বো গুল্ফয়োঃ স্থিতাঃ ॥ ৭৭
অগ্ন আয়াহি জঙ্ঘে বৈ শন্নো দেবীতি জানুনী। বৃহদ্রথন্তরে ঊরূ উদরেত্বাতিলো ন্যসেৎ ॥ ৭৮

শতাহুতি প্রদান করিয়া পূর্ণাহুতি প্রদানপূর্ব্বক অন্যান্য দেবতাকে এক এক আহুতি দিতে হয়। হোতা মূল দেবতাকে যে আহুতি দিবেন, তাহার প্রত্যাহুতি কলসে নিক্ষেপ করিবেন। দেবতা মন্ত্র, অগ্নি ও আত্মাকে অভেদ জ্ঞান করিয়া পূর্ণাহুতি দিতে হয়। ৬৯—৭০

তারপর আচার্য্য বহির্গমনপূর্ব্বক দিক্পালগণের বলি প্রদান করিয়া বিধানানুসারে ভূত, দেবতা ও নাগদিগকে বলি প্রদান করিবেন। এই কার্য্যে তিল ও সমিধ এই দ্বিবিধ হোমদ্রব্যের প্রয়োজন। ঘৃতসংযোগে উক্ত দুই দ্রব্যদ্বারা হোম করিতে হইবে। উক্ত কার্য্যে এই হোমই প্রধান হোম বলিয়া খ্যাত; পুরুষসূক্তদ্বারা পূর্ব্বকুণ্ডে, রুদ্রসূক্তদ্বারা দক্ষিণখণ্ডে, জ্যেষ্ঠসাম ও ভারুণ্ডসংহিতাদ্বারা পশ্চিমকুণ্ডে, আর নীলরুদ্রসূক্ত ও অথর্ব্বোক্ত কুম্ভসূক্তদ্বারা উত্তরকুণ্ডে হোম করিবেন। উক্তক্রমে প্রতিকুণ্ডে এক এক সহস্র হোম করিয়া দেবমূর্ত্তি মস্তকে ধারণ করিবেন। এই হোমের মধ্যে পুনঃপুনঃ পূর্ণাহুতি দিতে হয়। পুনরায় শিরঃস্থিত কুণ্ডে হোম করিয়া ক্রমানুসারে মণ্ডপে প্রবেশ করিবে। দেবগণের আদি মন্ত্রে কিম্বা যথাস্ত্রলিখিত মন্ত্রে, গায়ত্রী মন্ত্রে অথবা প্রণবসংযুক্ত ব্যাহৃতি মন্ত্রে হোম করিবে। এইরূপে হোম সমাপন করত দেবশরীরে মন্ত্রন্যাস করিতে হয়। যথা,—অগ্নিমীলে ইত্যাদি মন্ত্র চরণদ্বয়ে, ইষে ত্বোর্জে ত্বা ইত্যাদি মন্ত্র গুল্ফদ্বয়ে, অগ্ন আয়াহি ইত্যাদি মন্ত্র জঙ্ঘাদ্বয়ে, শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে ইত্যাদি মন্ত্র জানুদ্বয়ে, বৃহদ্রথন্তর মন্ত্র ঊরুদ্বয়ে, আতিল ইত্যাদি মন্ত্র

১। মদক্ষয়োঃ। ২। কুণ্ডাদ্যাবিশেষ অনুক্রমাৎ।

দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় হৃদয়ে শ্রীশ্চ তে গলকে ন্যসেৎ। ত্রাতারমিন্দ্রং বক্ষে চ নেত্রাভ্যাঞ্চ ত্রিসুপর্ণকম্।
মূর্দ্ধা ভবং তথা মূর্দ্ধি ন্যস্য[১] পুনর্হোমমথাচরেৎ ॥ ৭৯
উত্থাপয়েৎ ততো দেবমুত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণঃ পতে। বেদপুণ্যাহশব্দেন প্রাসাদানাং প্রদক্ষিণম্ ॥ ৮০
পিণ্ডিকালভনং কৃত্বা দেবস্য ত্বেতি মন্ত্রবিৎ। দিক্‌পালান্ সহ রত্নৈশ্চ ধাতুনৌষধয়স্তথা।
লোহবীজানি সিদ্ধানি পশ্চাদ্দেবস্তু বিন্যসেৎ ॥ ৮১
ন গর্ত্তে স্থাপয়েদ্দেবং ন গর্ত্তস্য পরিত্যজেৎ। ঈষন্মধ্যং পরিত্যজ্য ততো দোষাপনুদ্ ভবেৎ ॥ ৮২
তিলস্য তু যথাযস্ত উত্তরং কিঞ্চিদানয়েৎ। ওঁ স্থিরো ভব শিবো ভব প্রজাভ্যশ্চ নমো নমঃ ॥ ৮৩
দেবস্য ত্বা সবিতুর্বঃ ষড়্‌ভ্যো বৈ বিন্যসেদ্ গুরুঃ। তত্ত্ববর্ণকলামাত্রং প্রজাদি ভুবনাধিপে ॥ ৮৪
ষড়্‌ভ্যো বিন্যস্য সিদ্ধার্থং ধ্রুবার্ঘৈরভিমন্ত্রয়েৎ। সম্পাতকলসেনৈব স্নাপয়েৎ সুপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৮৫
দীপ-ধূপ-সুগন্ধৈশ্চ নৈবেদ্যৈশ্চ প্রপূজয়েৎ। অর্ঘ্যং দত্ত্বা নমস্কৃত্য ততো দেবং ক্ষমাপয়েৎ ॥ ৮৬
পাত্রং বস্ত্রযুগং ছত্রং তথা দিব্যাঙ্গুরীয়কম্। ঋত্বিগ্‌ভ্যশ্চ প্রদাতব্যা দক্ষিণা চৈব শক্তিতঃ ॥ ৮৭

চতুর্থীং জুহুয়াৎ পশ্চাদ্ যজমানঃ সমাহিতঃ।
আহুতীনাং শতং হুত্বা ততঃ পূর্ণাং প্রদাপয়েৎ ॥ ৮৮
নিষ্ক্রম্য বহিরাচার্য্যো দিক্‌পালানাং বলিং হরেৎ।
আচার্য্যঃ পুষ্পহস্তস্তু ক্ষমস্বেতি বিসর্জয়েৎ ॥ ৮৯

উদরে, দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় ইত্যাদি মন্ত্র হৃদয়ে, শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা ইত্যাদি মন্ত্র, গলদেশে, ত্রাতারমিন্দ্র ইত্যাদি মন্ত্র বক্ষঃস্থলে, ত্রিসুপর্ণ মন্ত্র নেত্রদ্বয়ে মূর্দ্ধা ভব ইত্যাদি মন্ত্র মস্তকে ন্যাস করিয়া পুনরায় হোম করিতে হয়। পরে উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে ইত্যাদি মন্ত্রে দেবমূর্ত্তি উত্থাপন করত বেদধ্বনি ও পুণ্যাহ শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক মণ্ডপ এবং প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিবে। দেবস্য ত্বা ইত্যাদি মন্ত্রে পিণ্ডিকালম্ভন করিয়া দিক্‌পালগণের পূজাপূর্ব্বক রত্ন, ধাতু, ওষধি প্রভৃতি দেবের পশ্চাদ্ভাগে বিন্যস্ত করিবে। মন্দিরের গর্ত্তভাগে দেবস্থাপন করিবে না, অথচ গর্ত্তভাগ পরিত্যাগও করিবে না, পরন্তু কিঞ্চিন্মধ্যভাগ পরিত্যাগ করিয়া দেবস্থাপন করিবে, তাহাতে কার্য্যের দোষশান্তি হয়। তিলপ্রমাণে কিঞ্চিৎ উত্তরভাগে দেবপ্রতিমা আনয়ন করত গুরু "ওঁ স্থিরো ভব" ইত্যাদি মন্ত্রে এবং "দেবস্য ত্বা" ইত্যাদি ছয়টী মন্ত্রে দেবমূর্ত্তি বিন্যাস করিবেন। ধ্রুবার্ঘ্য মন্ত্রে দেবতাকে অভিমন্ত্রিত করিয়া পরে পূর্ব্বস্থাপিত কলসদ্বারা দেবমূর্ত্তিকে স্নান করাইয়া প্রতিষ্ঠিত করিবে। দীপ, সুগন্ধি ধূপ ও নৈবেদ্যদ্বারা দেবের পূজা, অর্ঘ্যপ্রদান ও নমস্কার করিয়া দেবতার সমীপে স্তুতিপাঠ পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। যজমান স্বীয় শক্তির অনুরূপ বস্ত্রযুগ্ম, ছত্র, অঙ্গুরীয়ক এই সকল দ্রব্য পুরোহিত-বর্গকে দক্ষিণা স্বরূপ প্রদান করিবে। পরে যজমান সংযত হইয়া চতুর্থীহোম করিবে। চতুর্থীহোমে শত আহুতি প্রদান করিয়া পূর্ণাহুতি দিবে। অনন্তর আচার্য্য বহির্দ্দেশে

১। ন্যাসয়েৎ।

দানান্তে কপিলাং দদ্যাদাচার্য্যায় চ চামরম্। মুকুটং কুণ্ডলং ছত্রং কেয়ূরং কটিসূত্রকম্।
বাহনং গ্রামবস্ত্রাদীন্ সোপস্কারং সমণ্ডপম্[১]॥ ১০
ভোজনঞ্চ ততঃ কুর্য্যাৎ কৃতকৃত্যোপজায়তে[২]। যজমানো বিমুক্তঃ স্যাৎ স্থাপকস্য প্রসাদতঃ॥ ১১

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে প্রতিষ্ঠাপ্রকরণং নামাষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৮॥

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ।

সর্গাদিকৃদ্ধরিশ্চৈব পূজিতঃ স্বায়ম্ভুবাদিভিঃ। বিপ্রাদ্যৈঃ যেন ধর্ম্মেণ তদ্ধর্ম্মং ব্যাস বৈ শৃণু॥ ১
যজনং যাজনং দানং ব্রাহ্মণস্য প্রতিগ্রহঃ। অধ্যাপনঞ্চাধ্যয়নং ষট্ কর্ম্মাণি দ্বিজোত্তম॥ ২
দানমধ্যয়নং যজ্ঞো ধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যয়োঃ। দণ্ডস্তু ক্ষত্রিয়স্য কৃষির্বৈশ্যস্য শস্যতে॥ ৩
শুশ্রূষৈব দ্বিজাতীনাং শূদ্রাণাং ধর্ম্মসাধনম্। কারুকর্ম্ম তথাজীবঃ পাকযজ্ঞোঽপি[৩] ধর্ম্মতঃ॥ ৪
ভিক্ষাচর্য্যাথ শুশ্রূষা গুরোঃ স্বাধ্যায় এব চ। সন্ধ্যাসকর্ম্মাগ্নিকার্য্যঞ্চ ধর্ম্মোঽয়ং ব্রহ্মচারিণঃ॥ ৫

পূজনপূর্ব্বক দিক্পালগণকে বলিপ্রদান করিয়া পুষ্পহস্ত হইয়া "ক্ষমস্ব" এই বাক্যে বিসর্জ্জন করিবে। যজ্ঞ সমাপনান্তে আচার্য্যকে কপিলা ধেনু, চামর, মুকুট, কুণ্ডল, ছত্র, কেয়ূর, কটিসূত্র, বাহন ও মণ্ডপ সুসজ্জিত গ্রাম এই সকল দ্রব্য দক্ষিণা দিবে। তারপর আচার্য্য, পুরোহিতদিগকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিবেন। যজমান এইরূপে প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পাদন করিলে কৃতকৃত্য হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে। ৭১—৯১

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে প্রতিষ্ঠাপ্রকরণ নামক অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৮॥

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়

ব্রহ্মা বলিলেন,—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী হরিকে স্বায়ম্ভুবাদি মনু ও ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। হে ব্যাস! ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সেই স্ব স্ব ধর্ম্ম বলিতেছি, শ্রবণ কর। যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ, অধ্যয়ন, অধ্যাপন ব্রাহ্মণের এই ষট্ কর্ম্ম স্বধর্ম্ম। দান অধ্যয়ন যজ্ঞ এই কর্ম্মত্রয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সাধারণ ধর্ম্ম; তন্মধ্যে ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালন এবং বৈশ্যের কৃষিকার্য্য বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষাই শূদ্রজাতির প্রশস্ত ধর্ম্ম। শিল্পকার্য্য শূদ্রবর্গের জীবিকা। তাহারা ধর্ম্মোদ্দেশে অপাক যজ্ঞ করিতে পারে। ভিক্ষাচরণ, গুরুশুশ্রূষা, স্বাধ্যায়, সন্ন্যাস ও অগ্নিক্রিয়া এই

১। সমণ্ডপম্। ২। কৃতকৃত্যস্ত জায়তে। ৩। তথা জীবোঽপাকযজ্ঞোঽপি।

সর্ব্বেষামাশ্রমাণাঞ্চ দ্বৈবিধ্যন্তু চতুর্ব্বিধম্। ব্রহ্মচার্য্যুপকুর্ব্বাণো নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মতৎপরঃ ॥ ৬
যোঽধীত্য বিধিবদ্বেদান্ গৃহস্থাশ্রমমাব্রজেৎ। উপকুর্ব্বাণকো জ্ঞেয়ো নৈষ্ঠিকো মরণান্তিকঃ ॥ ৭
অগ্নয়োঽতিথিশুশ্রূষা যজ্ঞো দানং সুরার্চ্চনম্। গৃহস্থস্য সমাসেন ধর্ম্মোঽয়ং দ্বিজসত্তম ॥ ৮
উদাসীনঃ সাধকশ্চ গৃহস্থো দ্বিবিধো ভবেৎ। কুটুম্বভরণে যুক্তঃ সাধকোঽসৌ গৃহী ভবেৎ ॥ ৯

ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য ত্যক্ত্বা ভার্য্যাধনাদিকম্।
একাকী যস্তু বিচরেদুদাসীনঃ স মৌক্ষিকঃ ॥ ১০

ভূমৌ মূলফলাশিত্বং স্বাধ্যায়স্তপ এব চ। সংবিভাগো যথান্যায়ং ধর্ম্মোঽয়ং বনবাসিনঃ ॥ ১১

তপস্তপ্যতি যোঽরণ্যে যজেদ্দেবান্ জুহোতি চ
স্বাধ্যায়ে চৈব নিরতো বনস্থস্তাপসোত্তমঃ ॥ ১২
তপসা কর্ষিতোঽত্যর্থং যস্তু ধ্যানপরো ভবেৎ।
সন্ন্যাসী স হি বিজ্ঞেয়ো বানপ্রস্থাশ্রমে স্থিতঃ ॥ ১৩
যোগাভ্যাসরতো নিত্যমারুরুক্ষুর্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানায় বর্ত্ততে ভিক্ষুঃ প্রোচ্যতে পারমেষ্ঠিকঃ ॥ ১৪

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যান্নিত্যতৃপ্তো মহামুনিঃ। সম্যক্ চ দমসম্পন্নঃ স যোগী ভিক্ষুরুচ্যতে ॥ ১৫

সকল ব্রহ্মচারীদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই যে সকল আশ্রমধর্ম্ম কথিত হইল, ইহাদের প্রত্যেকেরই প্রকারভেদ আছে। কোন কোন আশ্রমধর্ম্ম দ্বিবিধ এবং কোন কোন আশ্রমধর্ম্ম চতুর্ব্বিধ ; তন্মধ্যে ব্রহ্মচারী, উপকুর্ব্বাণ, নৈষ্ঠিক এবং ব্রহ্মতৎপর এই কয়টি প্রধান। বিধিপূর্ব্বক বেদপাঠ করিয়া যাহারা গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করে, তাহারা উপকুর্ব্বাণ ; আর যাহারা আজীবন বেদ অধ্যয়ন করে, তাহারা নৈষ্ঠিক বলিয়া খ্যাত। অগ্নিকার্য্য, অতিথিসেবা, যজ্ঞ, দান, দেবার্চ্চন এই সকল গৃহস্থদিগের সংক্ষিপ্ত ধর্ম্ম। গৃহস্থ দ্বিবিধ,—উদাসীন এবং সাধক। যে গৃহস্থ ব্যক্তি নিজ কুটুম্ববর্গের ভরণপোষণে তৎপর থাকে, সেই সাধক। ১—৯

যে গৃহী ব্যক্তি পিতৃঋণ, ঋষিঋণ, ও দেবঋণ এই ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া পত্নীধনাদি সংসার পরিত্যাগ করত একাকী ধর্ম্মাচরণ করে, তাঁহাকে মোক্ষকামী উদাসীন বলা যায়। ফলমূলাহারী, বেদাদি অধ্যয়ন, তপস্যা ও যথোচিত সংবিভাগ এই সমস্ত বনবাসীর ধর্ম্ম। যে মানুষ বনবাসী হইয়া তপশ্চরণ, দেবার্চ্চন ও হোম করত স্বাধ্যায় কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তিনি বনস্থ তপস্বীদিগের প্রধান। যিনি তপশ্চরণ দ্বারা অত্যন্ত ক্লিষ্টদেহ হইয়া সর্ব্বদা ঈশ্বরধ্যানে তৎপর থাকেন, তাঁহাকে বানপ্রস্থাশ্রমী সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে। যে ভিক্ষুক অভ্যাসদ্বারা প্রাণাদি বায়ু নিরোধপূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়া সর্ব্বদা যোগাভ্যাসে রত থাকেন ,বা ব্রহ্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করেন, তাঁহাকে পারমেষ্ঠিক বলে। যে মানব সর্ব্বদা আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে পরিতৃপ্ত এবং দমসম্পন্ন থাকেন, তাঁহাকে ভিক্ষুক বলা যায়। ১০—১৫

ভৈক্ষ্যং শ্রুতঞ্চ মৌনিত্বং তপো ধ্যানং বিশেষতঃ।
সম্যক্ চ জ্ঞানবৈরাগ্যং ধর্ম্মোঽয়ং ভিক্ষুকে মতঃ॥ ১৬

জ্ঞানসন্ন্যাসিনঃ কেচিদ্বেদসন্ন্যাসিনোঽপরে। কর্ম্মসন্ন্যাসিনঃ কেচিৎ ত্রিবিধঃ পারমেষ্ঠিকঃ॥ ১৭

যোগী চ ত্রিবিধো জ্ঞেয়ো ভৌতিকো মোক্ষ এব চ।
তৃতীয়োঽত্যাশ্রমী প্রোক্তো যোগমূর্ত্তি-সমাশ্রিতঃ॥ ১৮

প্রথমা ভাবনা পূর্ব্বে মোক্ষে দুষ্করভাবনা। তৃতীয়ে চান্তিমা প্রোক্তা ভাবনা পারমেশ্বরী॥ ১৯

ধর্ম্মাৎ সঞ্জায়তে মোক্ষো হ্যর্থাৎ কামোঽভিজায়তে॥ ২০

প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকম্। জ্ঞানপূর্ব্বং নিবৃত্তং স্যাৎ প্রবৃত্তমাগ্নিবেদকং॥ ২১

ক্ষমা দমো দয়া দানমলোভস্ত্যাগ এব চ। আর্জ্জবঞ্চানসূয়া চ তীর্থানুসরণং তথা॥ ২২

সত্যং সন্তোষ আস্তিক্যং তথা চেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দেবতাভ্যর্চ্চনং পূজা ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ॥ ২৩

অহিংসা প্রিয়বাদিত্বমপৈশুন্যমরুক্ষতা। এতে আশ্রমিকা ধর্ম্মাশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং ব্রবীম্যতঃ॥ ২৪

প্রাজাপত্যং ব্রাহ্মণানাং স্মৃতং স্থানং ক্রিয়াবতাম্।
স্থানমৈন্দ্রং ক্ষত্রিয়াণাং সংগ্রামেষ্বপলায়িনাম্॥ ২৫

বৈশ্যানাং মারুতং স্থানং স্বধর্ম্মমনুবর্ত্ততাম্। গান্ধর্ব্বং শূদ্রজাতীনাং পরিচারে চ বর্ত্ততাম্॥ ২৬

ভিক্ষাচরণ, বেদপাঠ, মৌনাবলম্বন, তপস্যা, ঈশ্বরচিন্তন, জ্ঞানানুসন্ধান, সংসারবৈরাগ্য এই সমস্ত ভিক্ষুকের ধর্ম। পারমেষ্ঠিক ত্রিবিধ—প্রথম কতকগুলি জ্ঞানসন্ন্যাসী, দ্বিতীয় কতিপয় বেদসন্ন্যাসী ও তৃতীয় কতকগুলি কর্ম্মসন্ন্যাসী। যোগী ত্রিবিধ,—প্রথম ভৌতিক যোগী, দ্বিতীয় মোক্ষযোগী ও তৃতীয় যোগাত্যাশ্রমী; প্রথম ভাবনা, মধ্য ভাবনা ও তৃতীয় ভাবনা। মনুষ্যমাত্রেরই প্রথমে সংসারভাবনা হইয়া থাকে। তৎপরে মোক্ষভাবনা; এই ভাবনা অতি দুষ্কর। অন্তিমে পরমেশ্বরচিন্তা; ইহাকেই তৃতীয় ভাবনা বলে। ধর্ম্মাচরণ করিলে মোক্ষপদ লাভ হয়, অর্থোপার্জ্জনে ঐহিক অভিলাষ পূর্ণ হইয়া থাকে। বৈদিক কর্ম্ম দ্বিবিধ,—প্রবৃত্তিজনক ও নিবৃত্তিসাধক। জ্ঞানপূর্ব্বক যে কার্য্য তাহা প্রবৃত্তিজনক ও বেদাগ্নি সম্বন্ধীয় যে কার্য্য তাহা নিবৃত্তিসাধক ১৬—২১

ক্ষমা, দম, দয়া, দান, অলোভ, বেদাভ্যাস, সরলতা, অহিংসা, তীর্থপর্য্যটন, সত্যপালন, সন্তোষ, আস্তিকতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দেবার্চ্চন ও পূজা এই সকল ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। অহিংসা, প্রিয়বাদিতা, খলস্বভাবপরিহার, রুক্ষভাববর্জ্জন এই সকল সর্ব্বাশ্রমবিহিত ধর্ম্ম। অতঃপর চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম বলিতেছি। ব্রাহ্মণ পূর্ব্বোক্ত আশ্রমধর্ম্ম পালন করিলে অন্তে প্রাজাপত্য স্থান প্রাপ্ত হয়। যে সকল ক্ষত্রিয় সংগ্রামভীরু নহে, অথচ স্বধর্ম্মতৎপর, তাহারা ইন্দ্রলোক লাভ করে। বৈশ্যগণ স্বধর্ম্মানুরক্ত হইলে অন্তকালে তাহাদিগের বায়ুলোকে গমন হয়; শূদ্রগণ ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের পরিচর্য্যায় রত থাকিলে অন্তিমে গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হয়।

অষ্টাশীতিসহস্রাণামৃষীণামূর্দ্ধরেতসাম্। স্মৃতং তেষাঞ্চ যৎ স্থানং তদেব গুরুবাসিনাম্ ॥ ২৭
সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৎ স্থানং স্থানং তদ্বৈ বনৌকসাম্ ॥ ২৮
যতীনাং যতচিত্তানাং ন্যাসিনামূর্দ্ধরেতসাম্। আনন্দং ব্রহ্ম তৎ স্থানং যস্মান্নাবর্ত্ততে মুনিঃ ॥ ২৯
যোগিনামমৃতস্থানং ব্যোমাখ্যং পরমক্ষরম্। আনন্দমৈশ্বরং যস্মান্মুক্তো নাবর্ত্ততে নরঃ ॥ ৩০
মুক্তিরষ্টাঙ্গবিজ্ঞানাৎ সংক্ষেপাৎ তদ্বদে শৃণু। যমাঃ পঞ্চ ত্বহিংসাদ্যা অহিংসা প্রাণ্যহিংসনম্ ॥ ৩১
সত্যং ভূতহিতং বাক্যমস্তেয়ং স্বাগ্রহং পরম্। অমৈথুনং ব্রহ্মচর্য্যং সর্ব্বত্যাগোঽপরিগ্রহঃ ॥ ৩২
নিয়মাঃ পঞ্চ সত্যাদ্যা বাহ্যমাভ্যন্তরং দ্বিধা। শৌচং সত্যঞ্চ সন্তোষস্তপশ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ॥ ৩৩
স্বাধ্যায়ঃ স্যান্মন্ত্রজাপঃ প্রণিধানং হরের্যজিঃ। আসনং পদ্মকাদ্যুক্তং প্রাণায়ামো মরুজ্জয়ঃ ॥ ৩৪
মন্ত্রধ্যানযুতো গর্ভো বিপরীতো হ্যগর্ভকঃ। অগর্ভাৎ তু সগর্ভস্তু প্রাণায়ামস্ততোঽধিকঃ ॥ ৩৫
এবং দ্বিধা ত্রিধাপ্যুক্তং পূরণাৎ পূরকঃ স চ। কুম্ভকো নিশ্চলত্বাচ্চ রেচনাদ্রেচকস্ত্রিধা ॥ ৩৬
লঘুর্দ্বাদশমাত্রঃ স্যাচ্চতুর্ব্বিংশতিকঃ পরঃ। ষট্ত্রিংশন্মাত্রিকঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রত্যাহারশ্চ রোধনম্ ॥ ৩৭

অষ্টাশীতি সহস্র ঋষিগণ স্বীয় তপঃপ্রভাবে যে যে স্থান লাভ করেন, গুরুগৃহবাসী মানব সেই সেই স্থান প্রাপ্ত হয়। ২২—২৭

মরীচি, অত্রি প্রভৃতি সপ্তর্ষিগণ স্বীয় তপস্যাবলে যে স্থান লাভ করেন, বনবাসী তপস্বিগণও সেই স্থান প্রাপ্ত হন; সংযমচিত্ত, যতি এবং ঊর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসিগণ নিত্যানন্দময় ব্রহ্মধাম লাভ করেন। মুনিগণের সেই স্থান হইতে পুনরায় সংসারে আগমন হয় না। যাঁহারা সতত যোগানুসন্ধানে রত থাকেন, তাঁহাদিগের ব্যোমাখ্য অক্ষর মোক্ষপদ লাভ হয়। মুক্ত ব্যক্তির কখনও সংসারাবৃত্তি হয় না। অষ্টাঙ্গযোগ পরিজ্ঞানে মানবগণের মুক্তি হইয়া থাকে। এক্ষণে সংক্ষেপে সেই অষ্টাঙ্গ যোগ বলিতেছি, শ্রবণ কর। সংযম, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অমৈথুন, ব্রহ্মচর্য্য, সর্ব্বত্যাগ ও অপরিগ্রহ ইহাদিগকে অষ্টাঙ্গযোগ বলে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিগ্রহকে সংযম, প্রাণিমাত্রের হিংসাভাবকে অহিংসা, সর্ব্বভূতের হিতবাক্যকে সত্য, পরদ্রব্য গ্রহণাভাবকে অস্তেয়, মৈথুনাভাবকে ব্রহ্মচর্য্য ও সর্ব্বত্যাগকে অপরিগ্রহ বলে। ২৮—৩২

সত্যাদি পাঁচটীকে নিয়ম বলে; সেই নিয়ম আবার দ্বিবিধ, বাহ্য ও আভ্যন্তরিক। সত্যকে শৌচ, পরতুষ্টি সাধনকে সন্তোষ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহকে তপস্যা, মন্ত্রজপকে স্বাধ্যায়, হরির অর্চ্চনাকে প্রণিধান, পদ্মাদিকে আসন ও বায়ুনিরোধকে প্রাণায়াম বলে। প্রাণায়াম দ্বিবিধ, সগর্ভ ও অগর্ভ। মন্ত্র ও ধ্যানযুক্ত প্রাণায়ামকে সগর্ভ ও তদ্বিপরীত (মন্ত্রধ্যানবিহীন) প্রাণায়ামকে অগর্ভ বলে। অগর্ভ অপেক্ষা সগর্ভ প্রাণায়াম শ্রেষ্ঠ। ঐ প্রাণায়ামের অবান্তর প্রভেদ ত্রিবিধ। যথা—পূরক, কুম্ভক ও রেচক। বায়ুপূরণকে পূরক, বায়ুনিরোধ করত দেহেন্দ্রিয়ের স্থিরীভাবকে কুম্ভক এবং বায়ুরেচনকে রেচক কহে। দ্বাদশবার জপে যে প্রাণায়াম হয়, তাহা লঘু, চতুর্ব্বিংশতি বার জপে মধ্যম এবং ষট্‌ত্রিংশবার জপে শ্রেষ্ঠ

ব্রহ্মাত্মচিন্তা ধ্যানং স্যাদ্ধারণা মনসো ধৃতিঃ। অহং ব্রহ্মেত্যবস্থানং সমাধির্ব্রহ্মণঃ স্থিতিঃ ॥ ৩৮
অহমাত্মা পরং ব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানমনন্তকম্। ব্রহ্ম বিজ্ঞানমানন্দঃ স তত্ত্বমসি কেবলম্ ॥ ৩৯
অহং ব্রহ্মাস্ম্যহং ব্রহ্ম অশরীরমনিন্দ্রিয়ম্। অহং মনো-বুদ্ধি-মহদহঙ্কারাদিবর্জ্জিতম্ ॥ ৪০
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদিমুক্তং[1] জ্যোতিরদ্বীয়কম্। নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধিযুক্তং সত্যমানন্দমদ্বয়ম্ ॥ ৪১
যোঽসাবাদিত্যপুরুষঃ সোঽসাবহমখণ্ডিতম্। ইতি ধ্যায়ন্ বিমুচ্যেত ব্রাহ্মণো ভববন্ধনাৎ ॥ ৪২

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডেঽষ্টাঙ্গযোগে নামৈকোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ।

অহন্যহনি যঃ কুর্য্যাৎ ক্রিয়াং স জ্ঞানমাপ্নুয়াৎ। ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় ধর্ম্মমর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ ॥ ১
চিন্তয়েদ্ হৃদিপদ্মস্থ-মানন্দমজরং হরিম্। ঊষঃকালে তু সম্প্রাপ্তে কৃত্বা চাবশ্যকং বুধঃ ॥ ২
স্নায়ান্নদীষু শুদ্ধাসু শৌচং কৃত্বা যথাবিধি। প্রাতঃস্নানেন পূয়ন্তে যেঽপি পাপকৃতো জনাঃ ॥ ৩
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রাতঃস্নানং সমাচরেৎ। প্রাতঃস্নানং প্রশংসন্তি দৃষ্টাদৃষ্টকরং হি তৎ ॥ ৪

প্রাণায়াম হয়। বায়ুনিরোধ হইলেই প্রত্যাহার হয়। ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভেদ চিন্তাই ধ্যান, মনের ধৈর্য্যাবলম্বনই ধারণা, অহং ব্রহ্ম (আমিই ব্রহ্ম) এইরূপ অভেদ জ্ঞানে যে ব্রহ্মতে চিত্তস্থাপন তাহাই সমাধি। "আমিই পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম" এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান হইলে কদাচ সেই নিত্য জ্ঞানের বিনাশ হয় না। ব্রহ্মবিজ্ঞানই পরমানন্দ, আত্মাই ব্রহ্মস্বরূপ। আমি ব্রহ্ম, আমি অশরীরী, ইন্দ্রিয়বিহীন ব্রহ্ম, আমি মনঃ, বায়ু, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাদি-বর্জ্জিত। আমি জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাদি অবস্থারহিত ব্রহ্মতেজঃস্বরূপ; আমি নিত্যশুদ্ধ, বুদ্ধিযুক্ত, অদ্বিতীয়, আনন্দস্বরূপ; তেজঃস্বরূপ যে আদিত্য পুরুষ, তাহাও আমি। যে ব্রাহ্মণ এইরূপ ধ্যান করে, সে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। ৩৩—৪২

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে অষ্টাঙ্গযোগ নামক উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশ অধ্যায়

ব্রহ্মা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন নিত্য ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করে, সে দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। নিত্যক্রিয়া-প্রণালী যথা—ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া ধর্ম্ম ও অর্থ চিন্তা করিবে। দ্বিজাতিগণ প্রাতঃকাল উপস্থিত হইলে, হৃৎপদ্মমধ্যে সনাতন হরিকে ধ্যান করিবে। তারপর শৌচাদিক্রিয়া সমাপনান্তে যথাবিধি আচমনপূর্ব্বক পুণ্যসলিলা নদীতে

১। মুক্তং।

মুখাৎ সুপ্তস্য সততং লালা যাঃ সংস্রবন্তি হি। অতো নৈবাচরেৎ কর্ম্মাণ্যকৃত্বা স্নানমাদিতঃ ॥ ৫
অলক্ষ্মীঃ কালকর্ণী চ দুঃস্বপ্নং দুর্ব্বিচিন্তিতম্। প্রাতঃস্নানেন পাপানি ধূয়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬

ন চ স্নানং বিনা পুংসাং প্রাশস্ত্যং কর্ম্ম সংস্কৃতম্।
হোমে জপ্যে বিশেষেণ তস্মাৎ স্নানং সমাচরেৎ ॥ ৭

অশক্তাবশিরস্কন্তু স্নানমস্য বিধীয়তে। আর্দ্রেণ বাসসা বাপি মার্জ্জনং কায়িকং স্মৃতম্ ॥ ৮
ব্রাহ্মমাগ্নেয়মুদ্দিষ্টং বায়ব্যং দিব্যমেব চ। বারুণং যৌগিকং তদ্বৎ ষড়ঙ্গং স্নানমাচরেৎ ॥ ৯
ব্রাহ্মন্তু মার্জ্জনং মন্ত্রৈঃ কুশৈঃ সোদকবিন্দুভিঃ। আগ্নেয়ং ভস্মনা পাদমস্তকাদ্দেহধূলনম্ ॥ ১০
গবাং হি রজসা প্রোক্তং বায়ব্যং স্নানমুত্তমম্। যৎ তু সাতপবর্ষেণ স্নানং তদ্দিব্যমুচ্যতে ॥ ১১
বারুণঞ্চাবগাহস্তু মানসন্ত্বাত্মবেদনম্। যৌগিকং স্নানমাখ্যাতং যোগেন হরিচিন্তনম্[1]।
আত্মতীর্থমিতি খ্যাতং সেবিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ১২
ক্ষীরবৃক্ষসমুদ্ভূতং মালতীসম্ভবং শুভম্। অপামার্গঞ্চ বিল্বঞ্চ করবীরঞ্চ ধাবনে[2] ॥ ১৩
উদঙ্মুখো প্রাঙ্মুখো বা কুর্য্যাদ্দন্তধাবনম্। প্রক্ষাল্য ভুক্ত্বা তজ্জহ্যাচ্ছুচৌ দেশে সমাহিতঃ ॥ ১৪

স্নান করিয়া শুদ্ধদেহ হইবে। প্রাতঃস্নান করিলে পাপাত্মা ব্যক্তিও পবিত্র হইতে পারে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে প্রাতঃস্নান করিবে। প্রাতঃস্নান ঐহিক ও পারত্রিক ফলপ্রদান করে, এ নিমিত্ত সকলেই প্রাতঃস্নানকে প্রশংসা করিয়া থাকেন। রাত্রিতে মুখসুপ্ত মানবের লালাস্রাব হয় বলিয়া সকলেরই দেহ অপবিত্র হয়। অতএব প্রথমে স্নান না করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি কোন কার্য্য করিবে না। প্রাতঃস্নান করিলে অলক্ষ্মী, পিশাচাদির দৃষ্টি ও দুঃস্বপ্ন-দুশ্চিন্তা প্রভৃতি পাপ নিঃসন্দেহে ধৌত হইয়া যায়। স্নানব্যতীত মনুষ্যকৃত জপহোমাদি কোন কর্ম্মের প্রশস্ততা হয় না, জপহোমাদি সর্ব্বকর্ম্মের প্রারম্ভে বিশেষরূপে স্নান করিবে। ১—৭

অবগাহন স্নানে যাহারা অশক্ত, তাহাদিগের পক্ষে অশিরস্ক স্নান বিধি। আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা শরীর মার্জ্জন করিলেই তাহাদিগের স্নান সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাকেই কায়িক স্নান বলে; স্নান ছয় প্রকার যথা—ব্রাহ্ম, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ ও যৌগিক। পাত্রবিশেষে এই ষট্‌প্রকার স্নানের অন্যতম স্নানের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। মন্ত্রপাঠ করত কুশদ্বারা অঙ্গে জলসেক করিয়া অঙ্গমার্জ্জন করিলেই ব্রাহ্মস্নান হয়। মস্তক হইতে পাদপর্য্যন্ত ভস্মদ্বারা অঙ্গমার্জ্জনকে আগ্নেয়স্নান, গোরজদ্বারা অঙ্গমার্জ্জনকে বায়ব্য স্নান, আতপ সেবন অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গে রৌদ্র লাগান দিব্য স্নান, জলে অবগাহনকে বারুণস্নান, আর ঈশ্বরে আত্মনিবেদনকে যৌগিক স্নান বলে। যোগাবলম্বন করিয়া শ্রীহরিকে ধ্যান করিলেই যৌগিক স্নান সিদ্ধ হয়। ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ আত্মাকে তীর্থ বলিয়া সেবা করিয়া থাকেন। ৮—১২

ক্ষীরিবৃক্ষ, উদুম্বরাদিকাষ্ঠ, মালতীকাষ্ঠ, অপামার্গকাষ্ঠ, করবীরকাষ্ঠ অথবা বিল্বকাষ্ঠদ্বারা উত্তরমুখে বা পূর্ব্বমুখে দন্তধাবন করিতে হয়। দন্তধাবনের পর সংযত হইয়া মুখপ্রক্ষালন

১। পরিচিন্তনম্। ২। ধাবনম্।

স্নাত্বা সন্তর্পয়েদ্দেবানৃষীন্ পিতৃগণাংস্তথা। আচম্য বিধিবন্নিত্যং পুনরাচম্য বাগ্‌যতঃ ॥ ১৫

সম্মার্জ্য মন্ত্রৈরাত্মানং কুশৈঃ সোদকবিন্দুভিঃ।

আপো হি ষ্ঠা ব্যাহৃতিভিঃ সাবিত্র্যা বারুণৈঃ শুভৈঃ ॥ ১৬

ওঙ্কারব্যাহৃতিযুতাং গায়ত্রীং বেদমাতরম্। জপ্ত্বা জলাঞ্জলিং দদ্যাদ্ভাস্করং প্রতি তন্মনাঃ ॥ ১৭

প্রাক্‌কূলেষু[1] ততঃ স্থিত্বা দর্ভেষু সুসমাহিতঃ। প্রাণায়ামত্রয়ং[2] কৃত্বা ধ্যায়েৎ সন্ধ্যামিতি শ্রুতিঃ ॥ ১৮

যা সন্ধ্যা সা জগৎসূতির্মায়াতীতা হি নিষ্কলা। ঐশ্বরী কেবলা শক্তি-স্তত্ত্বত্রয়সমুদ্ভবা ॥ ১৯

ধ্যাত্বা রক্তাং সিতাং কৃষ্ণাং গায়ত্রীং বৈ জপেদ্বুধঃ।

প্রাঙ্মুখঃ সততং বিপ্রঃ সন্ধ্যোপাসনমাচরেৎ ॥ ২০

সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু। যদন্যৎ কুরুতে কিঞ্চিন্ন তস্য ফলভাগ্ ভবেৎ ॥ ২১

অনন্যচেতসঃ শান্তা[3] ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। উপাস্য বিধিবৎ সন্ধ্যাং প্রাপ্তাঃ পূর্ব্বে পরাং[4] গতিম্ ॥ ২২

যোঽন্যত্র কুরুতে যত্নং ধর্ম্মকার্য্যে দ্বিজোত্তমঃ। বিহায় সন্ধ্যাপ্রণতিং স যাতি নরকাযুতম্ ॥ ২৩

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সন্ধ্যোপাসনমাচরেৎ। উপাসিতো ভবেৎ তেন দেবো যোগতনুঃ পরঃ ॥ ২৪

সহস্রপরমাং নিত্যাং শতমধ্যাং দশাবরাম্। গায়ত্রীং বৈ জপেদ্বিদ্বান্ প্রাঙ্মুখঃ প্রযতঃ শুচিঃ ॥ ২৫

করত শুদ্ধস্থানে দন্তকাষ্ঠ নিক্ষেপ করিবে। পরে স্নান করিয়া দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে। অনন্তর সংযতবাক্ হইয়া বিধিপূর্ব্বক আচমন করত পুনরায় আচমন করিবে। তারপর কুশদ্বারা জলসেক করিয়া অঙ্গমার্জ্জন করিবে। আপো হি ষ্ঠা ময়ো ভুবঃ ইত্যাদি মন্ত্রে আপোমার্জ্জন করিয়া ওঁকার ও ব্যাহৃতি (ভূর্ভুবঃস্বঃ) সংযুক্ত বেদমাতা গায়ত্রী জপ করিবে গায়ত্রী জপান্তে অনন্যচিত্ত হইয়া সূর্য্যদেবের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিবে। স্নানান্তে কূলে উঠিয়া কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া সংযতচিত্তে প্রাণায়াম করিয়া সাবিত্রীর ধ্যান করিবে, ইহাই সন্ধ্যা বলিয়া শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ আছে। সন্ধ্যা মায়াতীতা, নিষ্কলা, জগৎপ্রসূতিস্বরূপা; এই সন্ধ্যা সত্ত্ব, রজঃ তমঃ তত্ত্বত্রয়সম্ভূতা ঐশ্বরী শক্তি। ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বমুখ হইয়া প্রাতঃকালে রক্তবর্ণা, মধ্যাহ্নে কৃষ্ণবর্ণা এবং সায়াহ্নে শুক্লবর্ণা গায়ত্রীর ধ্যান করিয়া সন্ধ্যা উপাসনা করিবে। ১৩—২০

সন্ধ্যাহীন ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা অশুচি, তাহার কোন কার্য্যেই অধিকার নাই। সে যে কিছু কার্য্য করে, তাহার ফললাভ করিতে পারে না। পূর্ব্বকালে প্রশান্তচিত্ত বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ অনন্যমনে যথাবিধি সন্ধ্যোপাসনা করিয়া উত্তম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যোপাসনাকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য ধর্ম্মকার্য্যে রত হয়, সে অযুত নরকভোগ করে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সন্ধ্যোপাসনা করিবে, তাহাতে উপাসকের প্রতি দেবগণ প্রসন্ন থাকেন। বিদ্বান ব্রাহ্মণ পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া সংযতভাবে বিশুদ্ধান্তঃকরণে সহস্র, শত অথবা দশবার গায়ত্রী জপ করিবে। উক্তরূপে সহস্র জপ করিলে উৎকৃষ্ট ফল, শতজপে

১। প্রাতঃকালে ততঃ। ২। প্রাণায়ামং ততঃ। ৩ সন্তো। ৪। পূর্ব্বপরাং।

অথোপতিষ্ঠেদাদিত্য-মুদয়ন্তং সমাহিতঃ। মন্ত্রৈস্তু বিবিধৈঃ সৌরৈঋগ্‌যজুঃসামসংজ্ঞিতৈঃ ।২৬
উপস্থায় মহাযোগং দেবদেবং দিবাকরম্। কুর্ব্বীত প্রণতিং ভূমৌ মূর্দ্ধানমভিমন্ত্রিতঃ ।২৭
ওঁ খদ্যোতায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্মানং নমস্তে জ্ঞানরূপিণে ।২৮
ত্বমেব ব্রহ্ম পরমমাপো জ্যোতী রসোঽমৃতম্। ভূর্ভুবঃস্ব-স্ত্বমোঙ্কারঃ সর্ব্বো রুদ্রঃ সনাতনঃ ।২৯
এতদ্বৈ সূর্য্যহৃদয়ং জপ্ত্বা স্তবনমুত্তমম্। প্রাতঃকালে চ মধ্যাহ্নে নমস্কুর্য্যাদ্দিবাকরম্ ।৩০
অথাগম্য গৃহং বিপ্রঃ সমাচম্য যথাবিধি। প্রজ্বাল্য বহ্নিং বিধিবজ্জুহুয়াজ্জাতবেদসম্ ।৩১
ঋত্বিক্ পুত্রোঽথ পত্নী বা শিষ্যো বাপি সহোদরঃ। প্রাপ্যানুজ্ঞাং বিশেষেণ জুহুয়াদ্বা যথাবিধি।
বিনা তান্ কারয়েৎ কর্ম্ম[1] নামুত্রেহ ফলপ্রদম্ ।৩২
দৈবতানি নমস্কুর্য্যাদুপহারান্ নিবেদয়েৎ। গুরুঞ্চৈবাপ্যুপাসীত হিতঞ্চাস্য সমাচরেৎ ।৩৩

বেদাভ্যাসং ততঃ কুর্য্যাৎ প্রযত্নাচ্ছক্তিতো দ্বিজঃ।
জপেদধ্যাপয়েচ্ছিষ্যান্ ধারয়েদ্বা বিচারয়েৎ ।৩৪

অবেক্ষেত চ শাস্ত্রাণি ধর্ম্মাদীনি দ্বিজোত্তমঃ। বৈদিকাংশ্চৈব নিগমান্ বেদাঙ্গানি চ সর্ব্বশঃ ।৩৫
উপেয়াদীশ্বরঞ্চৈব যোগক্ষেমপ্রসিদ্ধয়ে। সাধয়েদ্বিবিধানর্থান্ কুটুম্বার্থং ততো দ্বিজঃ ।৩৬

মধ্যম ফল ও দশবার জপ করিলে অধম ফল হইয়া থাকে। অনন্তর সংযতচিত্ত হইয়া ঋক্-যজুঃ-সাম-বেদান্তর্গত বিবিধ মন্ত্রে উদয়কালীন সূর্য্যদেবের উপাসনা করিবে। এইরূপ সর্ব্বযোগময় দেবাদিদেব দিবাকরের আরাধনা করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ভূমিতে মস্তক অবনত করত নমস্কার করিবে। হে সূর্য্যদেব! তুমি প্রশান্তমূর্ত্তি ও কারণত্রয়ের কারণ। তুমি জ্ঞানরূপী; তোমাকে নমস্কার করিয়া আত্মসমর্পণ করিলাম। হে দিবাকর! তুমি পরম ব্রহ্ম, তুমি আপ্, জ্যোতিঃ রস ও অমৃতস্বরূপ, তুমি ভূর্ভুবঃস্বঃ এই ব্যাহৃতি-মন্ত্র-রূপী, তুমি ওঙ্কারস্বরূপ, তুমি একাদশ রুদ্ররূপী; তুমি সনাতন। এই সূর্য্যহৃদয় নামক স্তব পাঠপূর্ব্বক প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে সূর্য্যদেবকে নমস্কার করিবে। ২১—৩০

ব্রাহ্মণগণ এইরূপে যথাবিধি সন্ধ্যোপাসনা সমাপন করত গৃহে গমন করিয়া পুনর্ব্বার বিধানক্রমে আচমন করিবে। পরে যথাবিধি বহ্নি প্রজ্বালনপূর্ব্বক হোম করিবে। হোম-কার্য্যে স্বয়ং অশক্ত হইলে পুরোহিত, পুত্র, পত্নী, শিষ্য বা সহোদর ইহারা কর্ত্তার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধি হোম করিতে পারে। বিধিবিহীন কোন কর্ম্মই ইহকাল বা পরকাল কোন কালেই ফলপ্রদ হয় না। তৎপরে দেবতাদিগকে নমস্কার করত বিবিধ উপহার নিবেদন করিবে এবং গুরুদেবের উপাসনা করিয়া তাঁহার হিত সাধনে প্রবৃত্ত হইবে। তৎপরে বিপ্রগণ যত্নপূর্ব্বক বেদপাঠ ও ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া শিষ্যবর্গের অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত হইবে। তারপর ব্রাহ্মণ ধর্ম্মশাস্ত্রাদি দর্শন করিয়া বৈদিক, নিগম ও বেদাদি শাস্ত্র অবলোকন করিবে। এবং ঈশ্বরচিন্তা করিয়া কুটুম্ববর্গের যোগক্ষেম অর্থাৎ ভরণপোষণার্থ অর্থোপার্জ্জন

১। বিনা মন্ত্রেণ যৎ কর্ম্ম।

ততো মধ্যাহ্নসময়ে স্নানার্থং মৃদমাহরেৎ। পুষ্পাক্ষতান্ তিলকুশান্ গোময়ং শুদ্ধমেব চ ॥ ৩৭
নদীষু দেবখাতেষু তড়াগেষু সরঃসু চ। স্নানং সমাচরেন্নৈব পরকীয়ে কদাচন।
পঞ্চ পিণ্ডাননুদ্ধৃত্য স্নানং দুষ্যতি নিত্যশঃ ॥ ৩৮

মৃত্তিকয়া[1] শিরঃ ক্ষাল্যং দ্বাভ্যাং নাভেস্তথোপরি।
অধশ্চ তিসৃভিঃ ক্ষাল্যং পাদৌ ষড়্ভিস্তথৈব চ ॥ ৩৯

মৃত্তিকা চ সমুদ্দিষ্টা বৃদ্ধামলকমাত্রিকা। গোময়স্য প্রমাণন্তু তেনাঙ্গং লেপয়েৎ ততঃ ॥ ৪০
প্রক্ষাল্যাচম্য বিধিবৎ ততঃ স্নায়াৎ সমাহিতঃ। লেপয়িত্বা তু তীরস্থ-স্তল্লিঙ্গৈরেব মন্ত্রতঃ ॥ ৪১
অভিমন্ত্র্য জলং মন্ত্র-স্তল্লিঙ্গৈর্বারুণৈঃ শুভৈঃ। স্নানকালে স্মরেদ্বিষ্ণুমাপো নারায়ণো যতঃ ॥ ৪২
প্রেক্ষ্য সোঙ্কারমাদিত্যং[2] ত্রির্নিমজ্জেজ্জলাশয়ে। আচান্তঃ পুনরাচামেন্মন্ত্রেণানেন মন্ত্রবিৎ ॥ ৪৩
অন্তশ্চরসি ভূতেষু গুহায়াং বিশ্বতোমুখঃ। ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কার আপো জ্যোতী রসোঽমৃতম্ ॥ ৪৪
দ্রুপদাং বা ত্রিরভ্যস্যেদ্ব্যাহৃতিপ্রণবান্বিতাম্। সাবিত্রীং বা জপেদ্বিদ্বাংস্তথা চৈবাঘমর্ষণম্ ॥ ৪৫
ততঃ সম্মার্জনং কুর্য্যাদাপো হি ষ্ঠা ময়োভুবঃ। ইদমাপঃ প্রবহত ব্যাহৃতিভিস্তথৈব চ ॥ ৪৬

করিবে। তৎপর মধ্যাহ্ন সময়ে স্নানার্থ শুদ্ধ মৃত্তিকা, পুষ্প, অক্ষত, তিল, কুশ, গোময় প্রভৃতি দ্রব্য আহরণ করিবে। নদী, দেবখাত, হ্রদ ও সরোবরে স্নান করিবে, কদাচ পরকীয় খাতে স্নান করিবে না। পরকীয় খাতে স্নান করিতে হইলে উহা হইতে পঞ্চমৃত্তিকাপিণ্ড উদ্ধৃত করিয়া স্নান করিতে হইবে। পাঁচটি মৃৎপিণ্ড উদ্ধৃত না করিয়া পরকীয় খাতে অবগাহন করিলে সেই স্নান বিশুদ্ধ হয় না। স্নানকালে যে, মৃত্তিকাদ্বারা অঙ্গ ক্ষালন করিবে, তাহার নিয়ম যথা—মস্তকে একবার, ও তাহার উপরিভাগে দুইবার, নাভির অধোদেশে তিনবার এবং পাদদ্বয়ে ছয়বার মৃত্তিকা লেপন করিয়া ধৌত করিবে। একটি পরিপক্ক আমলকী তুল্য মৃত্তিকা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ঐ পরিমাণে গোময়াদি লইয়া তাহা দ্বারা অঙ্গলেপন করত গাত্র ক্ষালনপূর্ব্বক যথাবিধি স্নান করিবে। মন্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ স্নানান্তর তীরে উঠিয়া পুনরায় মৃত্তিকাদ্বারা অঙ্গলেপনপূর্ব্বক বারুণ মন্ত্রে জল অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই জলদ্বারা গাত্র ধৌত করিবে। স্নানকালে জলকে বিষ্ণুরূপে স্মরণ করিবে, যেহেতু জল স্বয়ং নারায়ণ-স্বরূপ। ৩১—৪২

তারপর মন্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ ওঁকার উচ্চারণপূর্ব্বক সূর্য্যদর্শন করিয়া জলাশয়ে তিনবার নিমগ্ন হইয়া 'অন্তশ্চরসি' ইত্যাদি মন্ত্রে আচমনান্তে পুনর্ব্বার আচমন করিবে। হে জল! তুমি সর্ব্বভূতের অন্তঃরূপ গুহামধ্যে অবস্থিত আছ, সর্ব্বত্রই তোমার গতি আছে, তুমি যজ্ঞ এবং তুমিই বষট্কার মন্ত্রস্বরূপ, জ্যোতির্ম্ময় ও তুমি সর্ব্বরসের আধার। তৎপরে ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচান ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া ওঁকার ও ব্যাহৃতি (ভূর্ভুবঃ স্বঃ) সংযুক্ত গায়ত্রী জপ করিবে। অঘমর্ষণ করিয়া আপো হি ষ্ঠা ময়ো ভুবঃ ইত্যাদি মন্ত্রে আপোমার্জ্জন

১। মৃদৈকয়া। ২। প্রেক্ষ্য ওঙ্কারমাদিত্যং।

ততোঽভিমন্ত্রিতং তোয়মাপো হি ষ্ঠাদিমন্ত্রকৈঃ । অন্তর্জলমবাপ্যমগ্নো জপেৎ ত্রিরঘমর্ষণম্ ॥ ৪৭
দ্রুপদাং বাথ সাবিত্রীং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ । আবর্ত্তয়েদ্বা প্রণবং দেবদেবং স্মরেদ্ধরিম্ ॥ ৪৮

আপঃ পাণৌ সমাদায় জপ্ত্বা বৈ মার্জ্জনে কৃতে ।
বিন্যস্য মূর্দ্ধ্নি তৎ তোয়ং মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৪৯

সন্ধ্যামুপাস্য চাচম্য সংস্মরেন্নিত্যমীশ্বরম্[১] । অথোপতিষ্ঠেদাদিত্যমূর্দ্ধং পুষ্পান্বিতাঞ্জলিঃ ॥ ৫০
প্রক্ষিপ্যালোকয়েদ্দেবমুদয়ন্তং ন শক্যতে । উদুত্যং চিত্রমিত্যেতৌ তচ্চক্ষুরিতি মন্ত্রতঃ ॥ ৫১
হংসঃ শুচিষদেতেন[২] সাবিত্র্যা চ বিশেষতঃ । অন্যৈঃ সৌরৈর্বৈদিকৈশ্চ গায়ত্রীঞ্চ ততো জপেৎ ॥ ৫২

মন্ত্রাংশ্চ বিবিধান্ পশ্চাৎ প্রাক্‌কূলে চ কুশাসনে ।
তিষ্ঠংশ্চ বীক্ষমাণোঽর্কং জপং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ ॥ ৫৩

স্ফটিকাব্জাক্ষ-রুদ্রাক্ষৈঃ পুত্রজীব-সমুদ্ভবৈঃ । কর্ত্তব্যা ত্বক্ষমালা স্যাদন্তরা তত্র সা স্মৃতা ॥ ৫৪
যদি স্যাৎ ক্লিন্নবাসা বৈ বারিমধ্যগতশ্চরেৎ । অন্যথা চ শুচৌ ভূম্যাং দর্ভেষু চ সমাহিতঃ ॥ ৫৫
প্রদক্ষিণং সমাবৃত্য নমস্কুর্য্যাৎ ততঃ ক্ষিতৌ । আচম্য চ যথাশাস্ত্রং শক্ত্যা স্বাধ্যায়মাচরেৎ ॥ ৫৬

করিবে। পুনরায় ইমমাপঃ প্রবহত ইত্যাদি ভূর্ভুবঃস্বঃ এই মন্ত্রদ্বারা জল অভিমন্ত্রিত করিয়া ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়ো ভুবঃ ইত্যাদি মন্ত্রে আপোমার্জ্জন করিবে। অনন্তর মৌনভাবে তিনবার অঘমর্ষণ করিয়া দ্রুপদাদিব মুমুচান ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক গায়ত্রী ও তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক দেবদেব হরিকে স্মরণ করিবে। পরে হস্তে জল লইয়া তদুপরি গায়ত্রী জপ করিয়া সেই জল মস্তকে নিক্ষেপ করিবে এরূপ করিলে ব্রাহ্মণ সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। দ্বিজাতিগণ এইরূপে প্রতিদিন সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া আচমনপূর্ব্বক ইষ্টদেবকে চিন্তা করিবে। তৎপরে ঊর্দ্ধহস্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া সূর্য্যদেবের উপাসনা করিবে। সূর্য্যোপস্থানকালে দিবাকরের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়, কিন্তু উদয়কালে সূর্য্যাবলোকন করিবে না। উদুত্যং জাতবেদসং ইত্যাদি, চিত্রং দেবানামিত্যাদি, তচ্চক্ষুর্দেবহিতমিত্যাদি এবং হংসঃ শুচিঃ ইত্যাদি সূর্য্যোপস্থান মন্ত্রে সূর্য্যোপস্থান করিতে হয়; আর অন্যান্য সূর্য্যোপাসন বৈদিক মন্ত্রে সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে। ৪৭—৫২

তারপর কুশাসনোপরি পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া সংযতচিত্তে আদিত্যদেবকে দর্শন করত বিবিধ মন্ত্র পাঠ করিয়া জপ করিবে। স্ফটিক, পদ্মাক্ষ, রুদ্রাক্ষ, কিংবা জীবপুত্রক দ্বারা জপমালা প্রস্তুত করত গায়ত্রী জপ করিবে। প্রত্যেক মালার পরে এক একটি গ্রন্থি দিয়া মালাগুলি পৃথক্ পৃথক্ বিন্যাস করিবে। সাধকের বস্ত্র যদি আর্দ্র থাকে, তাহা হইলে জলমধ্যস্থ হইয়া অন্যথা পবিত্র স্থানে দর্ভাসনে উপবিষ্ট হইয়া সংযতচিত্তে জপাদি কার্য্য করিবে। পরে সাধক ভাস্করদেবের উদ্দেশে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক দণ্ডবৎ হইয়া ভূমিতে নমস্কার করত

১। নিত্যমীশ্বরীম্। ২। শুচিঃ সদেতেন।

ততঃ সন্তর্পয়েদ্দেবানৃষীন্ পিতৃগণাংস্তথা। আদাবোঙ্কারমুচ্চার্য্য নমোঽন্তে তর্পয়ামি চ ॥ ৫৭
দেবান্ ব্রহ্মঋষীংশ্চৈব তর্পয়েদক্ষতোদকৈঃ। পিতৄন্ দেবান্ মুনীন্ ভক্ত্যা স্বসূত্রোক্তবিধানতঃ ॥
দেবর্ষীংস্তর্পয়েদ্ধীমানুদকাঞ্জলিভিঃ পিতৄন্ ॥ ৫৮
যজ্ঞোপবীতী দেবানাং নিবীতী ঋষিতর্পণে। প্রাচীনাবীতী পিত্র্যে তু তেন তীর্থেন ভাবতঃ ॥৫৯
নিষ্পীড্য স্নানবস্ত্রং বৈ সমাচম্য চ বাগ্‌যতঃ। স্বৈর্মন্ত্রৈরর্চ্চয়েদ্দেবান্ পুষ্পৈঃ পত্রৈস্তথাম্বুভিঃ ॥ ৬০
ব্রহ্মাণং শঙ্করং সূর্য্যং তথৈব মধুসূদনম্। অন্যাংশ্চাভিমতান্ দেবান্ ভক্ত্যা চাক্রোধনোঽত্বরঃ[1] ॥৬১
প্রদদ্যাদথ পুষ্পাণি সূক্তেন পৌরুষেণ তু। আপো বা দেবতাঃ সর্ব্বাস্তেন সম্যক্ সমর্চ্চিতাঃ ॥৬২
ধ্যাত্বা প্রণবপূর্ব্বং বৈ দেবং পরিসমাহিতঃ। নমস্কারেণ পুষ্পাণি বিন্যসেদ্বৈ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৬৩
নর্ত্তে হ্যারাধনাৎ পুণ্যং বিদ্যতে কর্ম্ম বৈদিকম্। তস্মাৎ তদাদিমধ্যান্তে চেতসা ধারয়েদ্ধরিম্ ॥৬৪
তদ্বিষ্ণোরিতি মন্ত্রেণ সূক্তেন পুরুষেণ তু। নিবেদয়েচ্চ আত্মানং বিষ্ণবেঽমলতেজসে ॥ ৬৫
তদা ধ্যাতমনাঃ শান্ত-তদ্বিষ্ণোরিতি মন্ত্রতঃ[2]। অস্ত্রোত্তমসি বাবেতি মন্ত্রেণা পুষ্পকে হরিম্[3] ॥৬৬

যথাশাস্ত্র আচমনান্তে স্বীয় শক্তি অনুসারে বেদপাঠাদি স্বাধ্যায় কর্ম্মে নিযুক্ত হইবে। তারপর দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে। "ওঁ নমঃ পিতৄন্ তর্পয়ামি, ওঁ নমো দেবাংস্তর্পয়ামি" ইত্যাদি বাক্যে তর্পণ করা কর্ত্তব্য। অক্ষতযুক্ত জলদ্বারা দেবতর্পণ ও ব্রহ্মর্ষিতর্পণ কর্ত্তব্য। স্বশাখোক্ত সূক্ত বিধানে ভক্তিপূর্ব্বক দেবতর্পণ, পিতৃতর্পণ ও মুনিতর্পণ করিবে। একাঞ্জলি জলদ্বারা দেবতর্পণ ও ঋষিতর্পণ এবং তিন অঞ্জলি জলদ্বারা পিতৃতর্পণ কর্ত্তব্য। দেবতর্পণ, বামস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত রাখিয়া, ঋষিতর্পণ যজ্ঞোপবীতকে মালাবৎ কণ্ঠলম্বিত করিয়া এবং পিতৃতর্পণ দক্ষিণস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত রাখিয়া করিতে হয় দৈবতীর্থে অর্থাৎ অঙ্গুলীর অগ্রভাগে দেবতর্পণ, পিতৃতীর্থে অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যপ্রদেশে পিতৃতর্পণ এবং কায়তীর্থে অর্থাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূলে ঋষিতর্পণ করিবে। এইরূপে দেবাদি-তর্পণান্তে স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়নপূর্ব্বক সেই বস্ত্র-নিষ্পীড়িত জলদ্বারা তর্পণ করিয়া সংযতবাক্ হইয়া আচমন করত স্বস্বমন্ত্রে পুষ্প, পত্র ও জল দ্বারা দেবার্চ্চন করিবে। হে রুদ্র! ভক্তিযুক্ত ও ক্রোধহীন হইয়া ব্রহ্মা, শঙ্কর, সূর্য্য, বিষ্ণু ও অন্যান্য অভীষ্ট দেবগণের অর্চ্চনা করিবে। তারপর পুরুষসূক্ত মন্ত্রে পুষ্প প্রদান করিবে। জল সর্ব্বদেবময়, অতএব সকলেই জলের আদর করিয়া থাকেন। ৫৩—৬২

সংযত হইয়া অগ্রে দেবতার ধ্যান করিয়া ওঁকার উচ্চারণপূর্ব্বক পূজা করিবে ও নমস্কারান্তে সর্ব্বদেবতাকে পৃথক্ পৃথক্ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। দেবারাধনা ব্যতীত বেদোক্ত কোন পুণ্যজনক কর্ম্ম নাই। অতএব আদি, মধ্য ও অন্তে স্বীয় চিত্তে হরিকে ধ্যান করিবে। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ইত্যাদি মন্ত্র ও পুরুষসূক্ত মন্ত্রদ্বারা অমলতেজস্বী বিষ্ণুকে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। সাধক বিষ্ণুধ্যানপরায়ণ ও 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্' ইত্যাদি মন্ত্রে

---

১ চাক্রোধনো হরঃ। ২। মন্ত্রিতঃ। ৩। অয়ং পাঠঃ ন সর্ব্বত্র দৃশ্যতে।

দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞং তথৈব চ ।[১] মানুষং ব্রহ্মযজ্ঞঞ্চ পঞ্চ যজ্ঞান্ সমাচরেৎ ॥ ৬৭
যদি স্যাৎ তর্পণাদর্বাগ্ ব্রহ্মযজ্ঞঃ কৃতো ভবেৎ । কৃত্বা মনুষ্যযজ্ঞং বৈ ততঃ স্বাধ্যায়মাচরেৎ ॥ ৬৮
বৈশ্বদেবস্তু কর্ত্তব্যো দেবযজ্ঞঃ স তু স্মৃতঃ । ভূতযজ্ঞঃ স বৈ জ্ঞেয়ো ভূতেভ্যো যস্ত্বয়ং বলিঃ ॥ ৬৯
শ্বভ্যশ্চ শ্বপচেভ্যশ্চ পতিতাদিভ্য এব চ । দদ্যাদ্ভূমৌ বহিস্ত্বন্নং পক্ষিভ্যশ্চ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৭০
একন্তু ভোজয়েদ্বিপ্রং পিতৄনুদ্দিশ্য সত্তমঃ । নিত্যশ্রাদ্ধং তদুদ্দিষ্টং পিতৃযজ্ঞো গতিপ্রদঃ ॥ ৭১
উদ্ধৃত্য বা যথাশক্তি কিঞ্চিদন্নং সমাহিতঃ । বেদতত্ত্বার্থবিদুষে দ্বিজায়ৈবোপপাদয়েৎ ॥ ৭২
পূজয়েদতিথিং নিত্যং নমস্যেদর্চ্চয়েদ্দ্বিজম্ । মনোবাক্কর্ম্মভিঃ শান্তং স্বাগতৈঃ স্বগৃহং ততঃ ॥৭৩
ভিক্ষামাহুর্গ্রাসমাত্রমন্নং তচ্চ চতুর্গুণম্ । পুষ্কলং হন্তকারস্তু তচ্চতুর্গুণমুচ্যতে ॥ ৭৪
গোদোহমাত্রকালং[১] বৈ প্রতীক্ষেদতিথিঃ স্বয়ম্ । অভ্যাগতান্ যথাশক্তি পূজয়েদতিথিং তথা ॥৭৫
ভিক্ষাং বৈ ভিক্ষবে দদ্যাদ্বিধিবদ্ ব্রহ্মচারিণে । দদ্যাদন্নং যথাশক্ত্যাহ্যর্থিভ্যো[২] লোভবর্জ্জিতঃ ।
ভুঞ্জীত বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং বাগ্যতোঽন্নমকুৎসয়ন্ ॥ ৭৬

অথবা অপোঽশ্নাসি ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত হইয়া, কিংবা একটী পুষ্প অভিমন্ত্রিত করিয়া তাহা ধারণপূর্ব্বক প্রতিদিন দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ মনুষ্যযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। তর্পণান্তে মানুষযজ্ঞ করিলে ব্রহ্মযজ্ঞ হইতে পারে না; সুতরাং প্রথমে ব্রহ্মযজ্ঞ করিয়া পরে মানুষযজ্ঞ সমাপনান্তে বেদপাঠাদি স্বাধ্যায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। ব্রাহ্মণ বৈশ্বদেবকে অবশ্য বলি প্রদান করিবে। বৈশ্বদেবের বলি প্রদানকে দেবযজ্ঞ বলে। প্রাণিগণকে যে বলি প্রদান করা যায়, তাহাই ভূতযজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত। আত্মীয় স্বজন ও চণ্ডালাদি পতিতকে ভোজনদ্রব্য নিবেদন করিয়া বহির্দেশে ভূমিতে পক্ষিগণকে আহার প্রদান করিবে, ইহাই ভূতবলি। পিতৃলোকের উদ্দেশে প্রতিদিন একটি করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, আর প্রত্যহ পিতৃগণকে উদ্দেশ করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে; তাহা হইলেই পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন হয়, এই পিতৃযজ্ঞ পরকালে উৎকৃষ্ট গতি প্রদান করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ একাগ্রচিত্ত হইয়া অন্ন উদ্ধৃত করিয়া বেদতত্ত্বার্থবিদ্ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। প্রতিদিন অতিথি সৎকার করিয়া নমস্কারপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে স্বগৃহাগত সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণকে অর্চ্চনা করিবে। ভিক্ষা-প্রদানকালে একগ্রাস অন্ন দিবে। চারিগ্রাস অন্ন প্রদান করিলেই পুষ্কল ভিক্ষা প্রদান করা হয়; কিংবা একমুষ্টি পরিমিত তণ্ডুলাদি প্রদান করিলেও ভিক্ষাদান সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৬৩—৭৩

কোন অতিথি উপস্থিত হইবা একটি গোদোহন কালমাত্র অপেক্ষা করিবে। গৃহস্থ ব্যক্তি আপন শক্তি অনুসারে অভ্যাগত ব্যক্তির অর্চ্চনা করিবে। গৃহী মানব ব্রহ্মচারী ভিক্ষার্থীকে যথাবিধি ভিক্ষা প্রদান করিয়া নির্লোভচিত্তে অতিথিদিগকে যথাশক্তি অন্নপ্রদান করিবে, তার পর মৌনী হইয়া বন্ধুবর্গের সহিত ভোজন করিবে। ভোজনকালে অন্নাদি

১। কালো। ২। যথাশক্তি অথিভ্যঃ ইতি কচিৎ পাঠঃ।

অকৃত্বা তু দ্বিজঃ পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ দ্বিজোত্তমঃ।
ভুঙ্‌ক্তে স হি বিমূঢ়াত্মা তির্য্যগ্‌যোনিঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৭৭
বেদাভ্যাসোঽন্বহং শক্ত্যা মহাযজ্ঞ-ক্রিয়াক্ষমাঃ। নাশয়ত্যাশু পাপানি দেবানামর্চ্চনং তথা ॥৭৮
যো মোহাদথবালস্যাদকৃত্বা দেবতার্চ্চনম্। ভুঙ্‌ক্তে স যাতি নরকান্ শূকরেষ্বেব[1] জায়তে ॥৭৯
অশৌচং সম্প্রবক্ষ্যামি অশুচিঃ পাতকী সদা। অশৌচৈশ্চৈব সংসর্গাচ্ছুচিঃ সংসর্গবর্জ্জনাৎ ॥ ৮০
দশাহং প্রাহুরাশৌচং সপিণ্ডেষু বিপশ্চিতঃ[2]। মৃতেষু বাথ জাতেষু ব্রাহ্মণানাং দ্বিজোত্তমাঃ ॥৮১
আ দন্তজননাৎ সদ্য আ চূড়াদেকরাত্রকম্। ত্রিরাত্রমৌপনয়নাদ্দশরাত্রমতঃ পরম্ ॥ ৮২
ক্ষত্রিয়ো দ্বাদশাহেন দশভিঃ পঞ্চভির্বিশঃ। তথা মাসেন বৈ শূদ্রো যতীনাং নাস্তি পাতকম্।
রাত্রিভির্মাসতুল্যাভির্গর্ভস্রাবেঽশৌচকম্[3] ॥ ৮৩

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে আচারবিধানং নাম পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

আহারীয় দ্রব্যকে নিন্দা করিবে না। এই সমস্ত কার্য্য করিলেই পঞ্চ মহাযজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়। যে ব্রাহ্মণ পঞ্চ মহাযজ্ঞ না করিয়া ভোজন করে, সেই মূঢ়াত্মা অন্তকালে তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যে ব্রাহ্মণ পঞ্চমহাযজ্ঞে নিবৃত্ত থাকিয়া প্রতিদিন বেদ পাঠ করে, সেই বিপ্র পাপরাশি বিনাশিত করিয়া নিখিল দেবার্চ্চনার ফলভাগী হয়। যে বিপ্র অজ্ঞান অথবা আলস্যবশতঃ দেবার্চ্চনাদি না করিয়া ভোজন করে, সেই ব্রাহ্মণ নরকভোগ করিয়া শূকরযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। ৭৫—৭৯

অতঃপর অশৌচবিবরণ বলিব। দেহের শৌচাশৌচ বিবেচনা করিয়া বৈদিক কার্য্য করা কর্ত্তব্য। অশুচি ব্যক্তি সর্ব্বদা পাতকী থাকে। অশুচি ব্যক্তির সংসর্গেও নিজের অশৌচ হয় এবং অশুচির সংসর্গ পরিত্যাগ করিলে নিজ দেহ পবিত্র থাকে। ব্রাহ্মণের জন্ম-মরণে জ্ঞাতিবর্গের দশাহ অশৌচ হয়। প্রাচীন পণ্ডিতগণ ইহা বলিয়া থাকেন। মরণাশৌচের বিশেষ নিয়ম যথা—যখন বালকের দন্তোৎপত্তির পূর্ব্বে মরণ হইলে জ্ঞাতিবর্গের সদ্যঃ অশৌচ পরিত্যাগ হয়, দন্তজননের পর চূড়াকালের পূর্ব্বে কোন শিশুর মৃত্যু হইলে, জ্ঞাতিগণের একরাত্রি অশৌচ হয়। চূড়াকালের পর উপনয়ন কাল পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র অশৌচ এবং উপনয়নের পর মৃত্যু হইলে দশরাত্র অশৌচ হয়। ক্ষত্রিয়ের জননমরণে জ্ঞাতিগণের দ্বাদশাহ, বৈশ্যের পঞ্চদশাহ এবং শূদ্রজাতির একমাস অশৌচ হয়। যতী ও বানপ্রস্থদিগের জ্ঞাতির জনন বা মরণ হইলে অশৌচ নাই। গর্ভস্রাবে মাসসমসংখ্যক দিনে অশৌচ নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ একমাসে এক রাত্রি, দুইমাসে দুই রাত্রি এবং তিনমাসে গর্ভস্রাব হইলে তিনরাত্রি অশৌচ হয়। এইরূপে চতুর্থাদি মাসের ব্যবস্থা জানিবে। ৮০—৮৩

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে আচারবিধান নামক পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

১। শূকরাদেব। ২। সর্ব্বে বিপ্রা বিপশ্চিতঃ। ৩। স্রাবেষু শৌচকম্।

একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ।

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি দানধর্মমনুত্তমম্। অর্থানামুদিতে পাত্রে শ্রদ্ধয়া প্রতিপাদনম্॥ ১
দানঞ্চ কথিতং তজ্ জ্ঞৈ ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্। ন্যায়েনোপার্জ্জয়েদ্বিত্তং দানভোগফলঞ্চ তৎ॥ ২
অধ্যাপনং যাজনঞ্চ বৃত্তমাহুঃ প্রতিগ্রহম্। কুসীদং কৃষি-বাণিজ্যং ক্ষত্রবৃত্তোঽথবার্জ্জয়েৎ॥ ৩
যদ্দীয়তে তু পাত্রেভ্যস্তদ্দানং পরিকীর্ত্তিতম্।
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং বিমলং দানমীরিতম্॥ ৪
অহন্যহনি যৎ কিঞ্চিদ্দীয়তেঽনুপকারিণে। অনুদ্দিশ্য ফলং তস্মাদ্ ব্রাহ্মণায় তু নিত্যকম্[১]॥ ৫
যৎ তু পাপোপশান্ত্যৈ চ দীয়তে বিদুষাং করে। নৈমিত্তিকং তদুদ্দিষ্টং দানং সদ্ভিরনুষ্ঠিতম্॥ ৬
অপত্য-বিজয়ৈশ্বর্য্য-স্বর্গার্থং যৎ প্রদীয়তে। দানং তৎ কাম্যমাখ্যাতমৃষিভির্ধর্মচিন্তকৈঃ॥ ৭
ঈশ্বরপ্রীণনার্থায় ব্রহ্মবিৎসু প্রদীয়তে। চেতসা সত্ত্বযুক্তেন দানং তদ্বিমলং শিবম্॥ ৮
ইক্ষুভিঃ সন্ততাং ভূমিং যবগোধূম-শালিনীম্ দদাতি বেদবিদুষে স ন ভূয়োঽভিজায়তে॥ ৯

ব্রহ্মা বলিয়াছেন, অতঃপর সর্বোত্তম দানধর্ম বলিব। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উপযুক্ত পাত্রে অর্থ সমর্পণ করাকে দানধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতগণ দান বলিয়া থাকেন। দানধর্ম্মদ্বারা দাতার ইহকালে ভোগ ও অন্তকালে মোক্ষপদ লাভ হয়। সদুপায়ে ধন উপার্জ্জন করিয়া সেই ধনের দান ও ভোগ করিলেই তাহা সফল হয়। অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ, এই বৃত্তিত্রয় ব্রাহ্মণের ধর্ম। ইহা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ না হইলে ক্ষত্রিয়বৃত্তি অর্থাৎ যুদ্ধাদি এবং কুসীদ (সুদগ্রহণ), কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য প্রভৃতি বৃত্তি অর্থাৎ যাহা বৈশ্যজাতির বৃত্তি বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়াও অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে। সৎপাত্র উদ্দেশ করিয়া যে দান করা যায়, সেই দানকে সাত্ত্বিক দান বলে। সাত্ত্বিক দান চতুর্ব্বিধ,—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, বিমল। কোন উপকারের প্রত্যাশা অথবা কোন ফলাভিলাষ না করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রতিদিন যাহা কিছু দান করা যায়, সেই দানই নিত্য দান বলিয়া খ্যাত। কোন প্রকার পাপশান্তির নিমিত্ত বিদ্বান্‌গণের করে যে দান করা যায়, সেই দানকে সাধুব্যক্তিরা নৈমিত্তিক দান বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সন্তান, বিজয়, ঐশ্বর্য্য ও স্বর্গ কামনায় যে দান করা যায়, দানধর্ম্মবিদ্ মনীষিগণ সেই দানকে কাম্যদান বলেন। ঈশ্বরপ্রীতি উদ্দেশে সত্ত্বযুক্তচিত্তে ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণকে যে দান করা যায়, সেই দানকে বিমল দান বলা যায়। মনুষ্যগণের এই দান মঙ্গলপ্রদ। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে যে ব্যক্তি ইক্ষু, যব, গোধূমাদি

১। নিত্যশঃ।

ভূমিদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। বিদ্যাং দত্ত্বা ব্রাহ্মণায় ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১০
দদ্যাদহরহস্তান্তু শ্রদ্ধয়া ব্রহ্মচারিণে। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মস্থানমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১১
বৈশাখ্যাং পৌর্ণমাস্যান্তু ব্রাহ্মণান্ সপ্ত পঞ্চ চ। উপোষ্যাভ্যর্চ্চয়েদ্বিদ্বান্ মধুনা তিলপিষ্টকৈঃ।
গন্ধাদিভিঃ সমভ্যর্চ্চ্য বাচয়েদ্বা স্বয়ং বদেৎ ॥ ১২
প্রীয়তাং ধর্ম্মরাজেতি যথা[১] মনসি বর্ত্ততে। যাবজ্জীবং কৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ১৩
কৃষ্ণাজিনে তিলান্ কৃত্বা হিরণ্যমধুসর্পিষা। দদাতি যস্তু বিপ্রায় সর্ব্বং তরতি দুষ্কৃতম্ ॥ ১৪
কৃতান্নমুদকুম্ভঞ্চ[২] বৈশাখ্যাঞ্চ বিশেষতঃ। নির্দ্দিশ্য ধর্ম্মরাজায় বিপ্রেভ্যো মুচ্যতে ভয়াৎ ॥ ১৫
দ্বাদশ্যামর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুমুপোষ্যাঘপ্রণাশনম্। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো নরো ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ১৬

যো হি যাং দেবতামিচ্ছেৎ সমারাধয়িতুং নরঃ।
ব্রাহ্মণান্ পূজয়েদ্ যত্নাত্তোষায় তোষিতাঃ সুরাঃ[৩] ॥ ১৭

সন্তানকামঃ সততং পূজয়েদ্বৈ পুরন্দরম্। ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্তু ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মনিশ্চয়াৎ ॥ ১৮
আরোগ্যকামোঽথ রবিং ধনকামো হুতাশনম্। কর্ম্মণাং সিদ্ধিকামস্তু পূজয়েদ্বৈ বিনায়কম্ ॥ ১৯
ভোগকামো হি শশিনং বলকামঃ সমীরণম্। মুমুক্ষুঃ সর্ব্বসংসারাৎ প্রযত্নেনার্চ্চয়েদ্ধরিম্।
অকামঃ সর্ব্বকামো বা পূজয়েৎ তু গদাধরম্ ॥ ২০

শস্যশালিনী ভূমি দান করে, তাহার পুনর্জন্ম হয় না। সর্ব্ববিধ দানমধ্যে ভূমিদান অতি প্রশস্ত ভূমিদান হইতে উৎকৃষ্ট দান কোনকালে হয় নাই, হইবেও না। ব্রাহ্মণকে বিদ্যা প্রদান করিলে তাহার ব্রহ্মলোকে গতি হয়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধাসহকারে বিদ্যা প্রদান করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মস্থান প্রাপ্ত হয়। ১—১০

বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উপবাসী থাকিয়া পঞ্চ কিংবা সপ্ত ব্রাহ্মণকে যথাবিধি অর্চনা করত মধু ও তিলপিষ্টক দ্বারা ভোজন করাইবে, পুনরায় গন্ধাদি দ্বারা অর্চনা করিয়া অধ্যাপন এবং স্বয়ং ও অধ্যয়ন করিবে "এই কার্য্য দ্বারা ধর্ম্মরাজ প্রীত থাকুন" এইরূপ মনে করিয়া স্বয়ং সন্তুষ্ট থাকিবে। এইরূপ করিলে আজন্মকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। যে মানব মধু ও ঘৃতযুক্ত তিল ও সুবর্ণ কৃষ্ণসারচর্ম্মে রাখিয়া ব্রাহ্মণকে দান করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে পরিত্রাণ পায়। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সঘৃত অন্ন ও জল ধর্ম্মরাজের উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলে সর্ব্বভয় হইতে মুক্তি পায়। একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে বিষ্ণুর অর্চনা করিলে মানবগণ নিশ্চয়ই সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। যে নর যে দেবতার আরাধনা করিতে অভিলাষ করে, সে যত্নসহকারে ব্রাহ্মণকে অর্চনাপূর্ব্বক ভোজন করাইলে সেই সেই দেবতা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন। সন্তানকামী নর ইন্দ্রদেবের পূজা করিবে, ব্রহ্মবর্চ্চসকামনায় ব্রহ্মবৎ কল্পনাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের, আরোগ্য-কামনায় সূর্য্যের, ধনকামনায় অগ্নির, কর্ম্মসিদ্ধিকামনায় গণেশের, ভোগকামনায় চন্দ্রের

১। ধর্ম্মরাজেতি তথা। ২। ঘৃতান্নমুদকৈশ্চ। ৩। তোষিতঃ সুরান্।

বারিদস্তৃপ্তিমাপ্নোতি সুখমক্ষয্যমন্নদঃ। তিলপ্রদঃ প্রজামিষ্টাং দীপদশ্চক্ষুরুত্তমম্॥ ২১
ভূমিদঃ সর্ব্বমাপ্নোতি দীর্ঘমায়ুর্হিরণ্যদঃ। গৃহদোঽগ্র্যাণি বেশ্মানি রূপ্যদো রূপমুত্তমম্॥ ২২
বাসোদশ্চন্দ্রসালোক্যমশ্বিসালোক্যমশ্বদঃ। অনডুহঃ শ্রিয়ং পুষ্টাং গোদো ব্রধ্নস্য বিষ্টপম্॥২৩
যানশয্যাপ্রদো ভার্য্যামৈশ্বর্য্যমভয়প্রদঃ। ধান্যদঃ শাশ্বতং সৌখ্যং ব্রহ্মদো ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥ ২৪
বেদবিৎসু দদজ্জ্ঞানং স্বর্গলোকে মহীয়তে। গবাং ঘাসপ্রদানেন সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
ইন্ধনানাং প্রদানেন দীপ্তাগ্নির্জায়তে নরঃ॥ ২৫
ঔষধং স্নেহমাহারং রোগিণো রোগশান্তয়ে। দদানো রোগরহিতঃ সুখী দীর্ঘায়ুরেব চ॥ ২৬
অসিপত্রবনং মার্গং ক্ষুরধারাসমন্বিতম্। তীব্রাতপঞ্চ তরতি ছত্রোপানৎপ্রদানতঃ॥ ২৭
যদ্ যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাস্য দয়িতং গৃহে। তৎ তদ্ গুণবতে দেয়ং তদেবাক্ষয়মিচ্ছতা॥ ২৮
অয়নে বিষুবে চৈব গ্রহণে চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ। সংক্রান্ত্যাদিষু কালেষু দত্তং ভবতি চাক্ষয়ম্॥ ২৯
প্রয়াগাদিষু তীর্থেষু গয়ায়াঞ্চ বিশেষতঃ। দানধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মো ভূতানাং নেহ বিদ্যতে॥ ৩০
স্বর্গায়ুর্ভূতিকামেন দেয়ং পাপোপশান্তয়ে। দীয়মানন্তু যো মোহাদ্ গো-বিপ্রাগ্নি-সুরেষু চ[১]।
নিবারয়তি পাপাত্মা তির্য্যগ্‌যোনিং ব্রজেত্তু সঃ॥ ৩১

বলকামনায় বায়ুর এবং সংসারমুক্তিকামনায় যত্নসহকারে হরির আরাধনা করিবে। নিষ্কামী অথবা সর্ব্বকামী ব্যক্তি গদাধর নারায়ণের অর্চনা করিবে। জলপ্রদানে তৃপ্তিলাভ, অন্নপ্রদানে অক্ষয় স্বর্গ, তিলপ্রদানে অভীষ্ট প্রজা, দীপপ্রদানে উত্তম নেত্র, ভূমিদানে সর্ব্বাভিলষিত দ্রব্যভোগ, হিরণ্যদানে দীর্ঘায়ুঃ, গৃহপ্রদানে উৎকৃষ্ট লোক এবং রৌপ্যপ্রদানে উত্তম রূপ লাভ হয়। ২১—২২

বস্ত্র প্রদান করিলে চন্দ্রলোকে গতি, অশ্বদানে অশ্বিনীকুমারলোকপ্রাপ্তি, বৃষদানে বিপুল সম্পত্তিলাভ, গোদানে সূর্য্যলোকপ্রাপ্তি, যান ও শয্যাদানে ভার্য্যালাভ, অভয়দানে ঐশ্বর্য্যলাভ, ধান্যদানে নিত্য সুখ প্রাপ্তি, বেদদানে নিত্য ব্রহ্মলোকগমন, বেদবিদ্ ব্রাহ্মণদিগকে জ্ঞানোপদেশ করিলে স্বর্গলাভ, গোগণকে ঘাস প্রদান করিলে সর্ব্বপাপমুক্তি এবং কাষ্ঠদানে উদরাগ্নির উদ্দীপন হয়। রোগী ব্যক্তির রোগ শান্তির নিমিত্ত ঔষধ, তৈল ও সুপথ্য খাদ্য প্রদান করিলে দাতা নীরোগ, সুখী ও দীর্ঘায়ুঃ হইয়া থাকে। ছত্র ও পাদুকা দান করিলে ক্ষুরধারাযুক্ত অসিপত্রবন ও তীব্ররৌদ্র সমন্বিত পন্থা নামক নরকপথ হইতে পরিত্রাণ পায়। যাহার যে যে বস্তু প্রিয়, সেই মানব সেই সেই দ্রব্য গুণশালী ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ইহাতে পরজন্মে নিজ নিজ অভিলষিত বস্তু লাভ হইয়া থাকে। উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, মহাবিষুবাদি সংক্রান্তিতে এবং চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণকালে দান করিলে সেই দানে অক্ষয় ফল লাভ হয়। প্রয়াগাদি মহাতীর্থে ও গয়াক্ষেত্রে দান করিলে যে পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে, তাহা হইতে পুণ্য এ জগতে আর নাই। ২৩—৩০

কোন মানব স্বর্গচ্যুতি-নিবারণ ও সর্ব্বপাপশান্তির নিমিত্ত যজ্ঞাদি করিয়া গো, বিপ্র,

---

১। মোহাদ্বিপ্রাগ্নিমধ্যেষু চ।

যস্তু দুর্ভিক্ষবেলায়ামন্নাদ্যং ন প্রযচ্ছতি। ম্রিয়মাণেষু বিপ্রেষু ব্রহ্মহা স তু গর্হিতঃ ॥ ৩২

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে দানধর্ম্মো নাম একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি প্রায়শ্চিত্তবিধিং দ্বিজাঃ। ব্রহ্মহা চ সুরাপশ্চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ ॥ ১
পঞ্চ পাতকিনস্ত্বেতে তৎসংযোগী চ পঞ্চমঃ। উপপাপানি গোহত্যা-প্রভৃতীনি সুরা জগুঃ ॥ ২
ব্রহ্মহা দ্বাদশাব্দানি কুটীং কৃত্বা বনে বসেৎ। কুর্য্যাদনশনং বাথ ভৃগোঃ পতনমেব চ।
জ্বলন্তং বা বিশেদগ্নিং জলং বা প্রবিশেৎ স্বয়ম্ ॥ ৩
ব্রাহ্মণার্থে গবার্থে বা সম্যক্ প্রাণান্ পরিত্যজেৎ।
দত্ত্বা চান্নঞ্চ বিদুষে ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥ ৪

ঋষি কিংবা দেবতা উদ্দেশে দান করিতেছে এমন সময়ে যদি কোন পাপাত্মা মোহবশতঃ দাতাকে নিবারণ করে, তবে সেই পাপিষ্ঠ তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হয়। দুর্ভিক্ষকালে আহারাভাবে কোন ব্রাহ্মণের প্রাণবিয়োগ হইতেছে, এরূপ দেখিয়াও যদি কোন নরাধম সেই ম্রিয়মাণ বিপ্রকে অন্ন আদি প্রদান না করে, তবে সে ব্রহ্মবধ জনিত পাপভাগী হয়। ৩১—৩২

শ্রীগরুড়পুরাণে দানধর্ম্ম নামক একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১ ।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়

ব্রহ্মা বলিলেন—বিপ্রগণ। অতঃপর প্রায়শ্চিত্তবিধি বলিব। ব্রহ্মবধকারী, মদ্যপায়ী, চৌর ও গুর্ব্বঙ্গনাগামী ইহারা পাতকী ; আর যে অপর ইহাদিগের সংসর্গ করে, তাহাকেও পাতকী বলিয়া জানিবে। উক্ত পঞ্চ পাতকী প্রায়শ্চিত্তার্হ। দেবগণ গোহত্যা প্রভৃতি পাপকে উপপাতক কহিয়াছেন। ব্রহ্মবধকারী ব্যক্তি বনে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দ্বাদশবর্ষ বাস করিবে। অনশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। ভৃগু (উচ্চস্থান) হইতে পতিত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিবে। প্রজ্বলিত হুতাশনে দেহ নিক্ষেপ করিবে। জলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে। ব্রাহ্মণ অথবা গোবধজনিত পাপে লিপ্ত হইলে উক্ত অক্ষম

অশ্বমেধাবভৃথকে স্নাত্বা বা শুধ্যতে দ্বিজঃ। সর্ব্বস্বং বা বেদবিদে ব্রাহ্মণায় প্রদাপয়েৎ ॥ ৫

সরস্বত্যারুণিগ্যাঃ সঙ্গমে লোকবিশ্রুতে।
শুধ্যেৎ ত্রিষবণস্নাত-স্ত্রিরাত্রোপোষিতো দ্বিজঃ ॥ ৬

সেতুবন্ধে নরঃ স্নাত্বা মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া। কপালমোচনে স্নাত্বা বারাণস্যাং তথৈব চ ॥ ৭

সুরাপস্তু সুরাং পীত্বা অগ্নিবর্ণাং দ্বিজোত্তমঃ।
পয়ো ঘৃতং বা গোমূত্রং তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৮

স্বর্ণস্তেয়ী চ মুক্তঃ স্যান্মুষলেন হতো নৃপৈঃ। চীরবাসা দ্বিজোঽরণ্যে চরেদ্ ব্রহ্মহণো ব্রতম্ ॥ ৯

গুরুভার্য্যাং সমারুহ্য ব্রাহ্মণঃ কামমোহিতঃ।
অবগূহেৎ স্ত্রিয়ং তপ্তাং দীপ্তাং কার্ষ্ণায়সীকৃতাম্ ॥ ১০

গুর্ব্বঙ্গনাগামিনশ্চ চরেদ্ ব্রহ্মহব্রতম্। চান্দ্রায়ণানি বা কুর্য্যাৎ পঞ্চ চত্বারি বা পুনঃ ॥ ১১

পতিতেন চ সংসর্গং কুরুতে যস্তু বৈ দ্বিজঃ। স তৎপাপাপনোদার্থং তস্যৈব ব্রতমাচরেৎ ॥ ১২

তপ্তকৃচ্ছ্রং চরেদ্বাথ সংবৎসরমতন্দ্রিতঃ। সর্ব্বস্বদানং বিধিবৎ সর্ব্বপাপবিশোধনম্ ॥ ১৩

ব্রত অবলম্বন করিলে সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। বেদবিদ ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হয়। ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপের অন্য প্রায়শ্চিত্ত যথা—ব্রাহ্মণ ব্যক্তি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া অবভৃথে স্নানাচরণ করিলে শুদ্ধিলাভ করে। বেদবিদ্-ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্ব দান করিলেও ব্রহ্মবধোৎপন্ন পাপ বিনাশ পায়। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই নদীত্রয় যে স্থলে মিলিত হইয়াছে, লোকবিশ্রুত পবিত্র সেই মহাতীর্থে ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপের মোচন হয়। সেতুবন্ধতীর্থে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ বিনাশ পায়। কপালমোচনতীর্থে কিংবা বারাণসীতে স্নান করিলেও ব্রহ্মবধজনিত পাপ হইতে মুক্তি হয়। মদ্যপায়ী মানব অগ্নিবর্ণ উত্তপ্ত সুরা পান করিয়া দুগ্ধ, ঘৃত বা গোমূত্র পান করিলে মদ্যপানজনিত পাপ হইতে পরিত্রাণ পায়। স্বর্ণচোর ব্রাহ্মণকে রাজা মুষলদ্বারা আঘাত করিবেন, পরে ঐ ব্রাহ্মণ ছিন্নবস্ত্রধারী হইয়া ব্রহ্মহনন ব্রত (পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ) করিয়া দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করিবে। এইরূপ কঠোর ব্রত আচরণ করিলে স্বর্ণচোরের প্রায়শ্চিত্ত হয়। যে ব্রাহ্মণ কামমোহিত হইয়া গুরুপত্নী গমনে দুষ্ট হইয়াছে, সে লৌহময়ী স্ত্রীপ্রতিমাকে অগ্নিবৎ উত্তপ্ত ও প্রদীপ্ত করিয়া আলিঙ্গন করিবে। গুরুপত্নীগামী মানব এইরূপ কঠোর ব্রত আচরণ করিয়া পূর্ব্ববৎ ব্রহ্মবধোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিলে, অথবা পাঁচ বা চারিবার চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিলে গুরুগৃহিণী-গমনজনিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। ১—১১

যে ব্রাহ্মণ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চপাতকীর সংসর্গে পাপিষ্ঠ হইয়াছে, সে স্বীয় পাপ বিনাশার্থ যেরূপ পাপীর সংসর্গে দুষ্ট হইয়াছে, সেই সেই পাপের যথোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইবে, অথবা পতিতসংসর্গী ব্যক্তি সংবৎসর কাল তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবে, কিংবা সর্ব্বপাপ-

চান্দ্রায়ণঞ্চ বিধিনা কৃচ্ছ্রঞ্চৈবাতিকৃচ্ছ্রকম্ । পুণ্যক্ষেত্রে গয়াদৌ চ গমনং পাপনাশনম্ ॥ ১৪

অমাবস্যাং তিথিং প্রাপ্য যঃ সমারাধয়েদ্ভবম্ ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা তু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৫

উপোষিতশ্চতুর্দ্দশ্যাং কৃষ্ণপক্ষে সমাহিতঃ । যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ ॥ ১৬

প্রত্যেকং তিলসংযুক্তান্ দদ্যাৎ সপ্ত জলাঞ্জলীন্ ।
স্নাত্বা নদ্যান্তু পূর্ব্বাহ্নে মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ১৭

ব্রহ্মচর্য্যমধঃশয্যামুপবাসং দ্বিজার্চ্চনম্ । ব্রতেষ্বেতেষু কুর্ব্বীত শান্তঃ সংযতমানসঃ ॥ ১৮
ষষ্ঠ্যামুপোষিতো দেবং শুক্লপক্ষে সমাহিতঃ । সপ্তম্যামর্চ্চয়েদ্ ভানুং মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥১৯
একাদশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনম্ । দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষস্য মহাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২০
তপো জপস্তীর্থসেবা দেবব্রাহ্মণপূজনম্ । গ্রহণাদিষু কালেষু মহাপাতক-নাশনম্ ॥ ২১
যঃ সর্ব্বপাপযুক্তোঽপি পুণ্যতীর্থেষু মানবঃ । নিয়মেন ত্যজেৎ প্রাণান্ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥২২
ব্রহ্মঘ্নং বা কৃতঘ্নং বা মহাপাতক-দূষিতম্ । ভর্ত্তারমুদ্ধরেন্নারী প্রবিষ্টা সহ পাবকম্ ॥ ২৩

বিনাশার্থ যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া বিধিপূর্ব্বক চান্দ্রায়ণব্রতাচরণান্তে অতিকৃচ্ছ্র ব্রত আচরণপূর্ব্বক গয়াদি পুণ্যক্ষেত্রে গমনাদিদ্বারা সেই দুষ্কৃতি হইতে মুক্তি লাভ করিবে। যে মানব অমাবস্যা তিথিতে মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া ব্রাহ্মণকে ভোজন করায় সে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। যে নর কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিয়া সংযতচিত্তে ওঁ যমায় নমঃ, ওঁ ধর্ম্মরাজায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে যম, ধর্ম্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক, বৈবস্বত, কাল ও সর্ব্বভূতক্ষয় ইহাদিগের তর্পণ করিয়া দিবসের প্রথমভাগে নদীতে স্নান করিবে, সে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তি পায়। এই তর্পণে প্রত্যেককে তিলোদকদ্বারা সপ্ত-জলাঞ্জলি প্রদান করিতে হয়। পূর্ব্বাহ্নে নদীতে স্নান করিয়া সর্ব্ববিধ পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত ব্রতাচরণ কালে ব্রতী শান্ত ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য, ভূমিতে শয়ন, উপবাস ও দ্বিজপূজা এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিবে। সংযতমানসে শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে উপবাস করিয়া সপ্তমীতে সূর্য্যদেবের অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। শুক্লপক্ষীয় একাদশীতিথিতে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশীতে জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিলে মহাপাপ হইতে মুক্ত হয়। ১২—২০

চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণকালে ইষ্টমন্ত্র জপ, তীর্থসেবা, দেবার্চ্চন ও ব্রাহ্মণ পূজা করিলে মহাপাতক-সকল বিনষ্ট হয়। কোন মানব সর্ব্বপ্রকার পাপে সংযুক্ত হইয়াও যদি নিয়মসহকারে পুণ্যতীর্থে প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে সে অন্তে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পুণ্যধামে বাস করে। যদি কোন রমণী স্ব স্ব পতির সহিত অগ্নিপ্রবেশ করিতে পারে তাহা হইলে সে তাহার পতি ব্রহ্মহত্যাকারী কৃতঘ্ন ও মহাপাতকদূষিত হইলেও তাহাকে

পতিব্রতা তু যা নারী ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণোৎসুকা। ন তস্যা বিদ্যতে পাপমিহ লোকে পরত্র চ ॥ ২৪
যথা রামস্য সুভগা সীতা ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা। পত্নী দাশরথের্দেবী বিজিগ্যে রাক্ষসেশ্বরম্ ॥ ২৫
ফল্গুতীর্থাদিষু স্নাতঃ সর্ব্বাচারফলং লভেৎ। ইত্যাহ ভগবান্ বিষ্ণুঃ পুরা মম যতব্রতাঃ ॥ ২৬

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে প্রায়শ্চিত্তবিধির্নাম দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।

এবং ব্রহ্মাব্রবীচ্ছ্রুত্বা হরেরষ্টনিধীংস্তথা। তত্র পদ্মমহাপদ্মৌ তথা মকরকচ্ছপৌ ॥ ১
মুকুন্দনন্দৌ নীলশ্চ শঙ্খশ্চৈবাপরো নিধিঃ। সত্যাং লব্ধৌ ভবন্ত্যেতে স্বরূপং কথয়াম্যহম্ ॥ ২
পদ্মেন লক্ষিতশ্চৈব সাত্ত্বিকো জায়তে নরঃ। দাক্ষিণ্যসারঃ পুরুষঃ সুবর্ণাদিক-সংগ্রহম্ ॥ ৩
রূপ্যাদি কুর্য্যাদ্দদ্যাৎ তু যতিদেবাদি-যজ্বনাম্। মহাপদ্মাঙ্কিতো দদ্যাদ্ধনাদ্যং ধার্ম্মিকায় চ ॥ ৪

উদ্ধার করিয়া স্বর্গলাভ করিতে পারে। যে পতিব্রতা নারী ঔৎসুক্য সহকারে ভর্ত্তার শুশ্রূষা কার্য্যে রতা থাকে, তাহার ইহকালে কিংবা পরকালে কোন প্রকার পাপস্পর্শ করিতে হয় না। দশরথনন্দন শ্রীরামের পত্নী জগদ্বিখ্যাতা সতী সীতাদেবী যেরূপ রাক্ষসাধিপতি দশাননকে বিনাশ করিয়াছিলেন তদ্রূপ পতিপরায়ণা রমণী পাপরাশি বিনাশ করিতে পারে। ফল্গু প্রভৃতি তীর্থের জলে স্নান করিলে সর্ব্বপ্রকার আচারজনিত ফল লাভ করিতে পারে। হে সংশিতব্রত ঋষিগণ! ভগবান বিষ্ণু পুরাকালে আমার নিকটে এই সকল সদাচরণের ফল নির্দেশ করিয়াছিলেন। ২১—২৬

শ্রীগরুড়পুরাণে প্রায়শ্চিত্তবিধি নামক দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়

সূত কহিলেন—হরির নিকটে অষ্টনিধির কথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা তাহা বর্ণন করিয়াছেন, আমি তাহা শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে তাহা বলিতেছি। পদ্ম, মহাপদ্ম, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, নন্দ, নীল ও শঙ্খ এই অষ্টনিধির নাম কথিত হইল, এক্ষণে তাহাদিগের স্বরূপ বলিতেছি। পদ্মচিহ্নে চিহ্নিত নর অত্যন্ত সাত্ত্বিক ও সকলের সহায় হয়। সে মানব সুবর্ণ রজতাদি সংগ্রহ করিয়া যতি, দেবতা ও যাজ্ঞিকদিগকে দান করে। মহাপদ্মচিহ্নে অঙ্কিত পুরুষ

নিধী পদ্ম-মহাপদ্মৌ সাত্ত্বিকৌ পুরুষৌ স্মৃতৌ। মকরেণান্বিতঃ খড়্গবাণকুন্তাদিসংগ্রহী ॥ ৫

দদাতি শ্রোত্রিয়ায় মৈত্রীঞ্চ যাতি নিত্যঞ্চ রাজভিঃ।
দ্রব্যার্থং শত্রুণা নাশং[১] সংগ্রামে চাপি সংব্রজেৎ ॥ ৬

মকরঃ কচ্ছপশ্চৈব তামসৌ তু নিধী স্মৃতৌ। কচ্ছপী বিশ্বসেন্নৈব ন ভুঙ্‌ক্তে ন দদাতি চ ॥ ৭
নিধানমুর্ব্ব্যাং কুরুতে নিধিঃ সোঽপ্যেকপুরুষঃ। রাজসেন মুকুন্দেন লক্ষিতো রাজ্যসংগ্রহী ॥ ৮
ভুক্তভোগো গায়নেভ্যো দদাতি বেশ্যাদিকাসু চ। রজস্তমো মহানন্দী আধারঃ স্যাৎ কুলস্য চ ॥ ৯

স্তুতঃ প্রীতো ভবতি বৈ বহুভার্য্যো ভবতি চ।
পূর্ব্বমিত্রেষু শৈথিল্যং প্রীতিমন্যৈঃ করোতি চ ॥ ১০

নীলেন চাঙ্কিতঃ সত্ত্ব-তেজসা সংযুতো ভবেৎ। বস্ত্রধান্যাদি-সংগ্রাহী তড়াগাদি করোতি চ ॥ ১১
ত্রিপৌরুষো নিধিশ্চৈব আম্রারামাদি কারয়েৎ ॥ ১২
একস্য চাপি নিধিঃ শঙ্খঃ স্বয়ং ভুঙ্‌ক্তে ধনাত্মকম্। কদন্নভুক্ পরিজনো ন চ শোভনবস্ত্রধৃক্ ॥ ১৩
স্বপোষণপরঃ শঙ্খী দদাৎ পরস্মৈ বৃথা। মিশ্রাবলোকনান্মিশ্রে স্বভাবফলদায়িনঃ ॥ ১৪

দর্শনবশে মনুষ্যদিগকে ধনাদি দান করিয়া থাকে। যদি কোন মানবের শরীরে পদ্ম বা মহাপদ্ম চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে সে অতীব সাত্ত্বিক হয়। মকর লক্ষণে চিহ্নিত মনুষ্য খড়্গ বাণ, কুন্ত, আদি অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে দান করে এবং রাজার সহিত তাহার সর্ব্বদা মিত্রতা হইয়া থাকে। মকর ও কচ্ছপ এই উভয় নিধিই তামস। যাহার শরীরে এই উভয় চিহ্ন থাকে, সেই নর তামসিক কার্য্যে তৎপর হয়। সে সর্ব্বদা সংগ্রামে যায়, তাহাতে নানাবিধ দ্রব্য ও শত্রুবর্গের বিনাশ হয়। কচ্ছপ চিহ্নে অঙ্কিত মানব কোন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে না, স্বয়ং ভোজন করে না, আর কিঞ্চিন্মাত্রও দান করে না; কেবল ধনসঞ্চয় করে এবং সেইধন মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখে। মুকুন্দচিহ্নে লক্ষিত পুরুষ রজোগুণান্বিত হয়; সে রাজ্য সংগ্রহ করিতে পারে। সে নিজে কোন বস্তু ভোগ করে না, পরন্তু গায়ক ও বেশ্যা প্রভৃতিকে দান করিতে ভালবাসে। নন্দচিহ্নে চিহ্নিত মানব রাজস ও তামস কার্য্যে রত থাকে; সে কুলশ্রেষ্ঠ ও সকলের আশ্রয়ীয় হয় এবং বহু কন্যা বিবাহ করিয়া প্রসন্নচিত্তে কালযাপন করে। তাহার পূর্ব্ব বন্ধুগণের সহিত মিত্রতার লাঘব হইয়া যায়, কিন্তু অপরের সহিত বন্ধুতা জন্মে। ১—১০

নীল চিহ্নে অঙ্কিত মনুষ্য সত্ত্বগুণান্বিত হয়; সে বস্ত্র ধান্যাদি সংগ্রহ করিতে থাকে এবং দীর্ঘিকা প্রভৃতি জলাশয় ও আম্রকানন নির্ম্মাণ করিতে ভালবাসে। শঙ্খচিহ্নাঙ্কিত ব্যক্তি স্বয়ং ধন সঞ্চয় করিয়া স্বয়ংই সমস্ত ধন ভোগ করে। তাহার পরিবারবর্গ কদন্ন আহার ও মলিন বস্ত্র পরিধান করিতে পায়। শঙ্খ-চিহ্নাঙ্কিত পুরুষ নিজের পোষণেই তৎপর থাকে; অপর মনুষ্যদিগকে কিঞ্চিন্মাত্রও দান করিতে পারে না। মিশ্রচিহ্ন থাকিলে

১ দ্রব্যার্থং শত্রুণাং নাশং।

নিষীনাং রূপযুক্তঞ্চ হরিণাপি হরাদিকে। হরিভু'বনকোষাদি যথোবাচ তথা বদে॥ ১৫

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নিষীনাং ফলকথনং নাম ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৩॥

চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ।

অগ্নীধ্রশ্চাগ্নিবাহুশ্চ বপুষ্মান্ দ্যুতিমাংস্তথা। মেধা মেধাতিথির্ভব্যঃ সবনঃ পুত্র এব চ॥ ১
জ্যোতিষ্মান্ দশমো জাতঃ পুত্রা হ্যেতে প্রিয়ব্রতাৎ। মেধাগ্নিবাহুপুত্রাস্তু ত্রয়ো যোগপরায়ণাঃ।
জাতিস্মরা মহাভাগা ন রাজ্যায় মনো দধুঃ॥ ২
বিভজ্য সপ্ত দ্বীপানি সপ্তানাং প্রদদৌ নৃপঃ॥ ৩
যোজনানাং প্রমাণেন পঞ্চাশৎকোটিরাপ্লুতা। জলোপরি মহী যাতা নৌরিবাস্তে সরিজ্জলে॥ ৪
জম্বুপ্লক্ষাহ্বয়ৌ[1] দ্বীপৌ শাল্মলশ্চাপরো দ্বিজ। কুশঃ ক্রৌঞ্চস্তথা শাকঃ পুষ্করশ্চৈব সপ্তমঃ॥ ৫
এতে দ্বীপাঃ সমুদ্রৈস্তু সপ্ত-সপ্তভিরাবৃতাঃ। লবণেক্ষু সুরা-সর্পি-র্দধি-দুগ্ধ-জলাব্ধকাঃ॥ ৬

নিধিফল হয়। হরি, হরপ্রভৃতিকে যে সকল নিধির ফলাদি বলিয়াছেন, সেই সকল কথিত হইল ; অনন্তর হরি ভুবনকোষাদি যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি। ১১—১৫

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নিধিচিহ্নাদির ফলকথন নামক ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৩।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়

হরি কহিলেন,—রাজা প্রিয়ব্রতের দশ পুত্র জন্মে, তাহাদের নাম যথা—অগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, বপুষ্মান, দ্যুতিমান্, মেধস, মেধাতিথি, ভব্য, সবন, পুত্র ও জ্যোতিষ্মান্। পূর্ব্বোক্ত দশ পুত্রের মধ্যে মেধস, অগ্নিবাহু ও পুত্র এই তিন জন যোগসাধনে রত হইলেন, ইঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত বিস্মৃত হন নাই। ইঁহারা সকলেই মহাভাগ্যধর, রাজ্যগ্রহণে ইঁহাদিগের অভিলাষ ছিল না। রাজা প্রিয়ব্রত স্বীয় রাজ্য সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়া আপনার সপ্ত পুত্রকে প্রদান করিলেন। কালক্রমে পঞ্চাশৎকোটি যোজন বিস্তীর্ণা পৃথিবী জলে আপ্লুতা হইয়া নদীজলে ভাসমানা নৌকার ন্যায় ভাসিতেছিল। পরে জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মল, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর এই সপ্তদ্বীপ সমুৎপন্ন হইল। এই সপ্তদ্বীপ লবণ, ইক্ষু,

---

১। জম্বুপ্লক্ষযৌ।

দ্বীপাৎ তু দ্বিগুণো দ্বীপঃ সমুদ্রশ্চ বৃষধ্বজ। জম্বুদ্বীপে স্থিতো মেরু-র্লক্ষযোজনবিস্তৃতঃ ॥ ৭
চতুরশীতিসাহস্রৈর্যোজনৈরস্য চোচ্ছ্রয়ঃ। প্রবিষ্টঃ ষোড়শাধস্তাৎ দ্বাত্রিংশন্মূর্দ্ধ্নি বিস্তৃতঃ ॥ ৮
অধঃ ষোড়শসাহস্রঃ কর্ণিকাকার-সংস্থিতঃ। হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধশ্চাস্য দক্ষিণে।
নীলঃ শ্বেতশ্চ শৃঙ্গী চ উত্তরে বর্ষপর্ব্বতাঃ ॥ ৯
প্লক্ষাদিষু নরা রুদ্র যে বসন্তি সনাতনাঃ। নক্লেশোঽস্ত্য[1] ন তেষ্বস্তি যুগাবস্থা কথঞ্চন ॥ ১০
জম্বুদ্বীপেশ্বরাৎ পুত্রা হ্যগ্নীধ্রাদভবন্ নব। নাভিঃ কিম্পুরুষশ্চৈব হরিবর্ষ ইলাবৃতঃ ॥ ১১
রম্যো হিরণ্বান্ ষষ্ঠশ্চ কুরুর্ভদ্রাশ্ব এব চ। কেতুমালো নৃপস্তেভ্যঃ স্বংসংজ্ঞান্ খণ্ডকান্ দদৌ ॥ ১২
নাভেস্তু মেরুদেব্যাস্তু পুত্রোঽভূদৃষভো হর। তৎপুত্রো ভরতো নাম শালগ্রামে স্থিতো ব্রতী ॥ ১৩
সুমতির্ভরতস্যাভূৎ তৎপুত্রস্তৈজসোঽভবৎ। ইন্দ্রদ্যুম্নশ্চ তৎপুত্রঃ পরমেষ্ঠী ততঃ স্মৃতঃ।
প্রতীহারশ্চ তৎপুত্রঃ প্রতিহর্ত্তা তদাত্মজঃ ॥ ১৪
সুতস্তস্মাদভো জাতঃ প্রস্তার-স্তৎসুতো বিভুঃ। পৃথুশ্চ তৎসুতো নক্তো নক্তস্যাপি গয়ঃ সুতঃ ॥ ১৫

সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ ও জল এই সপ্ত সমুদ্রদ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে। হে বৃষধ্বজ! জম্বু প্রভৃতি সপ্ত দ্বীপ এবং লবণাদি সপ্ত সমুদ্র পরস্পর পরস্পর হইতে দ্বিগুণ পরিমাণে বিস্তৃত। জম্বুদ্বীপের মধ্যভাগে লক্ষযোজন বিস্তৃত সুমেরু পর্ব্বত রহিয়াছে। উক্ত সুমেরুর উচ্চতার পরিমাণ চতুরশীতিসহস্র যোজন। উহার অধোভাগ ষোড়শসহস্র যোজন নিম্নে প্রবিষ্ট হইয়াছে ও শিখরদেশ দ্বাত্রিংশৎসহস্র যোজন বিস্তৃত আছে। ইহার অধোদেশের বিস্তারও ষোড়শসহস্র যোজন। সুমেরু পর্ব্বত পৃথিবীরূপ পদ্মের কর্ণিকাকারে অবস্থিত রহিয়াছে। সুমেরুর দক্ষিণে হিমালয়, হেমকূট ও নিষধ, এই তিনটী বর্ষপর্ব্বত বিদ্যমান রহিয়াছে। সুমেরুর উত্তরে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান্ এই তিনটী বর্ষপর্ব্বত বিদ্যমান আছে। প্লক্ষ প্রভৃতি দ্বীপে যে সকল মানব বসতি করে তাহাদিগের পক্ষে কোনরূপ যুগভেদ ব্যবস্থা আবশ্যক নহে। ১—১০

জম্বুদ্বীপাধিপতি অগ্নীধ্রের নয় পুত্র জন্মে; তাহাদের নাম যথা—নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্য, হিরণ্বান্, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল। রাজা ইহাদিগকে এক এক খণ্ড প্রদান করে। উক্ত নাভি প্রভৃতির নামানুসারেই সেই সকল ভূমিভাগের নাভিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ ইত্যাদি রূপ নাম হইয়াছে। নাভির ঔরসে মেরুদেবীর গর্ভে এক পুত্র হয়, তাহার নাম ঋষভ। ঋষভের পুত্রের নাম ভরত; ইনি ব্রতাচরণপূর্ব্বক শালগ্রাম তীর্থে বাস করেন। ভরতের এক পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম সুমতি; সুমতির পুত্র তৈজস, তৈজসের পুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন, ইন্দ্রদ্যুম্নের পুত্র পরমেষ্ঠী, পরমেষ্ঠীর পুত্র প্রতীহার, প্রতীহারের পুত্র প্রতিহর্ত্তা; প্রতিহর্ত্তার পুত্র প্রস্তার, প্রস্তারের পুত্র বিভু, বিভুর পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র নক্ত, নক্তের পুত্র

১। শঙ্কর হি।

নরো গয়স্য তনয়-স্তৎপুত্রো বৃদ্ধিরাট্ ততঃ। ততো ধীমান্ মহাতেজা ভৌবনস্তস্য চাত্মজঃ ॥১৬
ত্বষ্টা ত্বষ্টুশ্চ বিরজা রজস্তস্যাপ্যভূৎ সুতঃ। শতজিদ্রজসস্তস্য বিশ্বগ্‌জ্যোতিঃ সুতঃ স্মৃতঃ ॥ ১৭

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ভুবনকোষবর্ণনে চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ।

মধ্যে ত্বিলাবৃতো বর্ষো ভদ্রাশ্বঃ পূর্ব্বতো ভবেৎ। পূর্ব্বদক্ষিণতো বর্ষো হিরণ্বান্ বৃষভধ্বজ ॥ ১
ততঃ কিম্পুরুষো বর্ষো মেরোর্দক্ষিণতঃ স্মৃতঃ। ভারতো দক্ষিণে প্রোক্তো হরির্দক্ষিণপশ্চিমে ॥২
পশ্চিমে কেতুমালশ্চ রম্যকঃ পশ্চিমোত্তরে। উত্তরে চ কুরোর্বর্ষঃ কল্পবৃক্ষসমাবৃতঃ ॥ ৩
সিদ্ধিঃ স্বাভাবিকী রুদ্র বর্জ্জয়িত্বা তু ভারতম্। ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুমাং-স্তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্ ॥ ৪
নাগদ্বীপঃ কটাহশ্চ সিংহলো বারুণস্তথা। অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগর-সংবৃতঃ ॥ ৫
পূর্ব্বে কিরাতাশ্চাস্যান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্থিতাঃ। অন্ধ্রা দক্ষিণতো রুদ্র তুরুষ্কাস্ত্বপি চোত্তরে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চান্তরবাসিনঃ ॥ ৬

গয়. গয়ের পুত্র নর, নরের পুত্র বৃদ্ধিরাট্, বৃদ্ধিরাটের পুত্র মহাতেজাঃ ধীমান্ ভৌবন, ভৌবনের পুত্র ত্বষ্টা, ত্বষ্টার পুত্র বিরজা, বিরজার পুত্র রজস্, রজসের পুত্র শতজিৎ ও শতজিতের পুত্র বিশ্বগ্‌জ্যোতিঃ। ১১—১৭

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ভুবনকোষ বর্ণনা নামক চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়

হরি কহিলেন,—জম্বুদ্বীপের মধ্যভাগে ইলাবৃত বর্ষ। এই বর্ষেই সুমেরু পর্ব্বত অবস্থিত আছে। সুমেরুর পূর্ব্বভাগে ভদ্রাশ্ববর্ষ, পূর্ব্বদক্ষিণভাগে হিরণ্বান্ বর্ষ, দক্ষিণে কিম্পুরুষবর্ষ ও ভারতবর্ষ, দক্ষিণপশ্চিমে হরিবর্ষ, পশ্চিমে কেতুমাল বর্ষ, পশ্চিমোত্তরে রম্যক বর্ষ এবং উত্তরে কুরুবর্ষ। এই সকল ভূভাগ কল্পবৃক্ষসমূহে সমাবৃত আছে। ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য সকল বর্ষেই স্বাভাবিকী সিদ্ধি হইয়া থাকে ভারতবর্ষ নবভাগে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাদের নাম যথা—ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরুমান্, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, কটাহ, সিংহল ও বারুণ। নবম ভাগের নাম সাগর দ্বীপ, ইহা প্রায়শঃ সাগরদ্বারা বেষ্টিত। ভারতবর্ষের পূর্ব্বভাগে কিরাতদিগের বসতি, পশ্চিমে যবন, দক্ষিণে অন্ধ্রজাতি এবং উত্তরে তুরুষ্ক জাতি বাস করে। ইহার মধ্যভাগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি অবস্থান করে।

মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষপর্ব্বতঃ। বিন্ধ্যশ্চ পারিভদ্রশ্চ সপ্তাত্র কুলপর্ব্বতাঃ ॥ ৭
বেদস্মৃতির্নর্মদা চ বরদা সুরসা শিবা। তাপী পয়োষ্ণী সরযূঃ কাবেরী গোমতী তথা ॥ ৮
গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণবেণী[1] মহানদী। কেতুমালা তাম্রপর্ণী চন্দ্রভাগা সরস্বতী ॥ ৯
ঋষিকুল্যা চ কাবেরী মর্ত্তগঙ্গা[2] পয়স্বিনী। বিদর্ভা চ শতদ্রুশ্চ নদ্যঃ পাপহরাঃ শুভাঃ।
তাসাং পিবন্তি সলিলং মধ্যদেশাদয়ো জনাঃ ॥ ১০

পাঞ্চালাঃ কুরবো মৎস্যা যৌধেয়াঃ সপটচ্চরাঃ।
কুন্তয়ঃ শূরসেনাশ্চ মধ্যদেশজনাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১১

বৃষধ্বজ জনাঃ পাদ্মাঃ সূত-মাগধ-চেদয়ঃ। কাশ্যাশ্চ বিদেহাশ্চ পূর্ব্বস্যাং কোশলাস্তথা ॥ ১২
কলিঙ্গ-বঙ্গ-পুণ্ড্রাঙ্গা বৈদর্ভা মূলকাস্তথা। বিন্ধ্যান্তর্নিলয়া দেশাঃ পূর্ব্বদক্ষিণতঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৩
পুলিন্দাশ্মকজীমূত-নয়রাষ্ট্রনিবাসিনঃ। কার্ণাটাঃ কম্বোজঘটা[3] দক্ষিণাপথবাসিনঃ ॥ ১৪

অম্বষ্ঠা দ্রবিড়া লাটাঃ কাম্বোজাঃ স্ত্রীমুখাঃ শকাঃ।
আনর্ত্তবাসিনশ্চৈব জ্ঞেয়া দক্ষিণপশ্চিমে ॥ ১৫
স্ত্রীরাজ্যাঃ সৈন্ধবা ম্লেচ্ছা নাস্তিকা যবনাস্তথা।
পশ্চিমেন চ বিজ্ঞেয়া মাথুরা নৈষধৈঃ সহ ॥ ১৬

মাণ্ডব্যাশ্চ তুষারাশ্চ মূলিকাশ্চ মুখাঃ খশাঃ। মহাকেশা মহানাদা দেশাস্তূত্তরপশ্চিমে ॥ ১৭

মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিভদ্র এই সাতটী কুলপর্ব্বত। বেদস্মৃতি, নর্ম্মদা, বরদা, সুরসা, শিবা, তাপী, পয়োষ্ণী, সরযূ, কাবেরী, গোমতী, গোদাবরী, ভীমরথী কৃষ্ণবেণী, মহানদী, কেতুমালা, তাম্রপর্ণী, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, ঋষিকুল্যা, কাবেরী, মর্ত্তগঙ্গা, পয়স্বিনী, বিদর্ভা ও শতদ্রু এই সকল নদী সর্ব্ববিধ পাপ হরণ করে। মধ্যপ্রভৃতি দেশবাসী নরগণ এই সকল নদীর জল পান করিয়া থাকে। ১—১০

পাঞ্চাল, কুরু, মৎস্য, যৌধেয়, পটচ্চর, কুন্তি, শূরসেন, এই সকল দেশ ভারতবর্ষের মধ্যভাগে অবস্থিত আছে। ইহাদের একটি সাধারণ নাম মধ্যদেশ। হে রুদ্র! পদ্ম, সূত, মাগধ, চেদি, কাশ্য, বিদেহ ও কোশল এই সকল দেশ ভারতবর্ষের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। কলিঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, অঙ্গ, বিদর্ভ ও মূলক এই সকল দেশ আর বিন্ধ্যপর্ব্বতের অন্তর্গত দেশ সকল ভারতবর্ষের পূর্ব্বদক্ষিণভাগে অবস্থিত। পুলিন্দ, অশ্মক, জীমূত, নয়রাষ্ট্র, কর্ণাট, কাম্বোজ, ঘাট, দক্ষিণাপথ, অম্বষ্ঠ, দ্রবিড়, লাট, কম্বোজ, স্ত্রীমুখ, শক, আনর্ত্ত এই সকল দেশ ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। স্ত্রীরাজ্য, সিন্ধু, এবং ম্লেচ্ছ নাস্তিক ও যবনগণের দেশ আর মাথুর ও নিষধ এই সকল দেশ ভারতবর্ষের পশ্চিমভাগে অবস্থিত আছে। মাণ্ডব্য, তুষার, মূলিক, মুখ, খশ, মহাকেশ ও মহানাদ এই সকল দেশ ভারতবর্ষের উত্তর-

---

১। কৃষ্ণবর্ণা। ২। মৃত্তগঙ্গা। ৩। কাম্বোজা ঘাটা।

লম্বকাঃ স্তনপাশ্চ মদ্রগান্ধারবাহ্লিকাঃ।
হিমাচলালয়া ম্লেচ্ছা উদীচীং দিশমাশ্রিতাঃ ॥ ১৮
ত্রিগর্ত-নীল-কোলাভ-ব্রহ্মপুত্রাঃ সটঙ্কণাঃ।
অভীষাহাঃ সকাশ্মীরা উদকপূর্ব্বেণ কীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৯

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ইলাবৃতাদিবর্ষ-বর্ণনং নাম পঞ্চ-পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

ষট্পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ।

সপ্ত মেধাতিথেঃ পুত্রাঃ প্লক্ষদ্বীপেশ্বরাস্তু চ। জ্যেষ্ঠঃ শান্তভবো[1] নাম শিশিরস্তদনন্তরঃ ॥ ১
সুখোদয়স্তথা নন্দঃ শিবঃ ক্ষেমক এব চ। ধ্রুবশ্চ সপ্তমস্তেষাং প্লক্ষদ্বীপেশ্বরা হি তে ॥ ২
গোমেদশ্চৈব চন্দ্রশ্চ নারদো দুন্দুভিস্তথা। সোমকঃ সুমনাঃ শৈলো বৈভ্রাজশ্চাত্র সপ্তমঃ ॥ ৩
অনুতপ্তা শিখী চৈব বিপাশা ত্রিদিবা ক্রমুঃ। অমৃতা সুকৃতা চৈব সপ্তৈতাস্তত্র নিম্নগাঃ ॥ ৪

পশ্চিমে অবস্থিত। লম্বক, স্তন, পাশ, মদ্র, গান্ধার ও বাহ্লিক এই সকল দেশ আর হিমালয়বাসী ম্লেচ্ছগণের দেশ ভারতবর্ষের উত্তরভাগে অবস্থিত। ত্রিগর্ত, নীল, কোলাভ, ব্রহ্মপুত্রের সন্নিহিত দেশ, টঙ্কণ, অভীষাহ এবং কাশ্মীর এই সকল দেশ ভারতবর্ষের পূর্ব্বোত্তরভাগে অবস্থিত আছে। ১১—১৯

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ইলাবৃতাদি বর্ষ বর্ণন নামক পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায়

হরি কহিলেন—প্লক্ষদ্বীপাধিপতি মেধাতিথির সাত পুত্র জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শান্তভব, দ্বিতীয় শিশির, তৃতীয় সুখোদয়, চতুর্থ নন্দ, পঞ্চম শিব, ষষ্ঠ ক্ষেমক ও সপ্তম ধ্রুব। ইঁহারা সকলেই প্লক্ষদ্বীপের অধিপতি। গোমেদ, চন্দ্র, নারদ, দুন্দুভি, সোমক, সুমনাঃ ও বৈভ্রাজ এই সাতটী পর্ব্বত প্লক্ষদ্বীপে বিদ্যমান আছে। সেই প্লক্ষদ্বীপে অনুতপ্তা, শিখী, বিপাশা, ত্রিদিবা, ক্রমু, অমৃতা ও সুকৃতা এই সাত নদী বর্ত্তমান রহিয়াছে।

১। শান্তভব ইতি বিষ্ণুপুরাণসম্মতঃ পাঠঃ।

বপুষ্মান্ শাল্মলস্যেশ-স্তৎসুতা বর্ষনামকাঃ । শ্বেতোঽথ হরিতশ্চৈব জীমূতো রোহিতস্তথা ।
বৈদ্যুতো মানসশ্চৈব সুপ্রভশ্চাপি সপ্তমঃ ॥ ৫

কুমুদশ্চোন্নতো দ্রোণো মহিষোঽথ বলাহকঃ ।
কঙ্কঃ ককুদ্মান্[১] ষেতে বৈ গিরয়ঃ সরিতস্ত্বিমাঃ ॥ ৬
যোনিস্তোয়া বিতৃষ্ণা চ চন্দ্রা শুক্লা বিমোচনী ।
বিধৃতিঃ সপ্তমী তাসাং স্মৃতাঃ পাপপ্রশান্তিদাঃ ॥ ৭

জ্যোতিষ্মতঃ কুশদ্বীপে সপ্ত পুত্রাঃ শৃণুষ্ব তান্ । উদ্ভিদো বেণুমাংশ্চৈব বৈরথো লম্বনো ধৃতিঃ ।
প্রভাকরোঽথ কপিল-স্তন্নাম্না বর্ষপদ্ধতিঃ ॥ ৮
বিদ্রুমো হেমশৈলশ্চ দ্যুতিমান্ পুষ্পবাংস্তথা । কুশেশয়ো হরিশ্চৈব সপ্তমো মন্দরাচলঃ ॥ ৯
ধূতপাপা শিবা চৈব পবিত্রা সম্মতিস্তথা । বিদ্যুদম্ভা মহীকাশা সর্ব্বপাপহরাস্ত্বিমাঃ ॥ ১০
ক্রৌঞ্চদ্বীপে দ্যুতিমতঃ পুত্রাঃ সপ্ত মহাত্মনঃ । কুশলো মন্দগশ্চোষ্ণঃ পীবরোঽথান্ধকারকঃ ।
মুনিশ্চ দুন্দুভিশ্চৈব সপ্তৈতে তৎসুতা হর ॥ ১১
ক্রৌঞ্চশ্চ বামনশ্চৈব তৃতীয়শ্চান্ধকারকঃ । দেবাবৃচ্চ মহাশৈলো দুন্দুভিঃ পুণ্ডরীকবান্ ॥ ১২

বপুষ্মান্ শাল্মলদ্বীপের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাঁহার সাত পুত্রের নামানুসারে শাল্মলদ্বীপস্থ সাতবর্ষের নাম হইয়াছে। ঐ সাত পুত্রের নাম যথা—শ্বেত, হরিত, জীমূত, রোহিত, বৈদ্যুত, মানস ও সুপ্রভ। ১—৫

এই দ্বীপে সাতটী বর্ষপর্ব্বত আছে। প্রথমের নাম কুমুদ, দ্বিতীয় উন্নত, তৃতীয় দ্রোণ, চতুর্থ মহিষ, পঞ্চম বলাহক, ষষ্ঠ কঙ্ক, সপ্তম ককুদ্মান্। উক্ত দ্বীপে যে সাতটী নদী আছে তাহাদিগের নাম যথা—যোনি, তোয়া, বিতৃষ্ণা, চন্দ্রা, শুক্লা, বিমোচনী ও বিধৃতি। এই সকল নদী সর্ব্বপ্রকার পাপনাশিনী। জ্যোতিষ্মান্ কুশদ্বীপের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাঁহার সাত পুত্র জন্মিয়াছিল, ঐ সকল পুত্রের নাম শ্রবণ কর। উদ্ভিদ্, বেণুমান্, বৈরথ, লম্বন, ধৃতি, প্রভাকর ও কপিল। ইহাঁদিগের নামানুসারে কুশদ্বীপস্থ সাত বর্ষের নামকরণ হইয়াছে। উক্ত কুশদ্বীপে সাত বর্ষপর্ব্বত আছে ; তাহাদের নাম যথা—বিদ্রুম, হেমশৈল, দ্যুতিমান্, পুষ্পবান্, কুশেশয়, হরি ও মন্দরাচল। ৬—৯

উক্ত কুশদ্বীপে সাতটি নদী আছে, তাহাদিগের নাম যথা—ধূতপাপা, শিবা, পবিত্রা, সম্মতি, বিদ্যুদম্ভা, মহী ও কাশা এই নদীগুলি সর্ব্ববিধ পাপ বিনাশ করে। হে হর। ক্রৌঞ্চদ্বীপাধিপতি মহাত্মা দ্যুতিমানের সাত পুত্র জন্মে, তাহাদিগের নাম যথা—কুশল, মন্দগ, উষ্ণ, পীবর, অন্ধকারক, মুনি এবং দুন্দুভি। ঐ সাত পুত্রের নামানুসারে তত্রত্য সাত বর্ষের নামকরণ হইয়াছে। ঐ সাত বর্ষে যে সাতটী বর্ষাচল আছে, তাহাদিগের নাম কীর্ত্তিত হইতেছে। যথা ক্রৌঞ্চ, বামন, অন্ধকারক, দেবাবৃৎ, মহাশৈল, দুন্দুভি ও পুণ্ডরীকবান্।

১। ককুদ্মান্।

গৌরী কুমুদ্বতী চৈব সন্ধ্যা রাত্রির্মনোজবা । খ্যাতিশ্চ পুণ্ডরীকা চ সপ্তৈতা বর্ষনিম্নগাঃ ॥ ১৩
শাকদ্বীপেশ্বরাদ্ভব্যাৎ সপ্ত পুত্রাঃ প্রজজ্ঞিরে । জলদশ্চ কুমারশ্চ সুকুমারো মনীচকঃ[১] ।
কুসুমোদঃ মোদাকিঃ সপ্তমশ্চ মহাদ্রুমঃ ॥ ১৪
সুকুমারী কুমারী চ নলিনী বেণুকা চ যা । ইক্ষুশ্চ বেণুকা চৈব গভস্তী সপ্তমী তথা ॥ ১৫
শবলাৎ পুষ্করেশাচ্চ মহাবীরশ্চ ধাতকিঃ । অতুর্বর্ষধরশ্চৈব মানসোত্তরপর্ব্বতঃ ॥ ১৬
যোজনানাং সহস্রাণি ঊর্দ্ধং পঞ্চাশদুচ্ছ্রিতঃ । তাবচ্চৈব চ বিস্তীর্ণঃ সর্ব্বতঃ পরিমণ্ডলঃ ॥ ১৭
স্বাদূদকেনোদধিনা পুষ্করঃ পরিবেষ্টিতঃ । স্বাদূদকস্য পুরতো দৃশ্যতে লোকসংস্থিতিঃ ॥ ১৮
দ্বিগুণা কাঞ্চনী ভূমিঃ সর্ব্বজন্তুবিবর্জ্জিতা ॥ ১৯

লোকালোকস্ততঃ শৈলো যোজনাযুতবিস্তৃতঃ ।
তমসা পর্ব্বতো ব্যাপ্ত-তমোঽপাণ্ডকটাহতঃ ॥ ২০

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে মেধাতিথেঃ বংশবর্ণনং নাম ষট্পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

এই দ্বীপে সাতটি প্রধান নদী আছে, তাহাদিগের নাম যথা—গৌরী, কুমুদ্বতী, সন্ধ্যা, রাত্রি, মনোজবা, খ্যাতি ও পুণ্ডরীকা। এই সাতটি নদী বর্ষ-নদী নামে খ্যাত। ১০—১৩

শাকদ্বীপের অধিপতি ভব্য; তাঁহার সাত পুত্র জন্মিয়াছিল। জলদ, কুমার, সুকুমার, মনীচক, কুসুমোদ, মোদাকি ও মহাদ্রুম; এই সাত পুত্রের নামানুসারে তত্রত্য সাত বর্ষের নাম হইয়াছে। এই সকল বর্ষে সাতটি নদী আছে, তাহাদিগের নাম যথা—সুকুমারী, কুমারী, নালনী, বেণুকা, ইক্ষু, বেণুকা ও গভস্তী এই সাত নদী এই দ্বীপের বর্ষ-নদী। পুষ্কর দ্বীপের অধিপতি শবল, তাঁহার দুইটি পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহাদের একের নাম মহাবীর ও অপরের নাম ধাতকি। এই পুত্রের নামানুসারে উক্ত দ্বীপে মহাবীর-বর্ষ ও ধাতকি-বর্ষ নামে দুইটি বর্ষ হইয়াছে। উক্ত দ্বীপে এক মাত্র বর্ষপর্ব্বত আছে, তাহার নাম মানসোত্তর গিরি। ১৪—১৬

এই পর্ব্বত পঞ্চাশৎসহস্র যোজন উচ্চ এবং ঐ পরিমাণে চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে বিস্তৃত। এই পুষ্করদ্বীপ স্বাদূদক নামক সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। ঐ সমুদ্রের জল অতি স্বাদু। ঐ স্বাদুসলিলপূর্ণ সাগরের পুরোভাগে লোকের বসতি আছে। ঐ সমুদ্রপ্রান্তে সমুদ্রের দ্বিগুণপরিমাণে বিস্তৃত কাঞ্চনী ভূমি আছে। উহা কাঞ্চনময়ী। সেই কাঞ্চনী ভূমিতে কোন প্রকার জন্তুর আবাস নাই। ঐ কাঞ্চনময়ী ভূমির প্রান্তে দশসহস্র যোজন চতুর্দ্দিকে বলয়াকারে বিস্তৃত লোকালোক পর্ব্বত বিদ্যমান আছে। সেই গিরির অন্ত পার্শ্বে চতুর্দ্দিকেই নিবিড় অন্ধকারময় স্থান সুবিস্তৃত রহিয়াছে। ঐ তিমিরাবৃত স্থান অণ্ডকটাহ দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত আছে। ১৭—২০

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে মেধাতিথির বংশবর্ণন নামক ষট্পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৬ ।

১। মনীধকঃ।

সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ।

সপ্ততিস্ত সহস্রাণি ভূম্যুচ্ছ্রায়োঽপি কথ্যতে। দশসাহস্রমেকৈকং পাতালং বৃষভধ্বজ ॥ ১
অতলং বিতলঞ্চৈব নিতলঞ্চ গভস্তিমৎ। মহাখ্যং সুতলঞ্চাগ্র্যং পাতালঞ্চাপি সপ্তমম্ ॥ ২
কৃষ্ণা শুক্লারুণা পীতা শর্করা শৈলকাঞ্চনা। ভূময়স্তত্র দৈত্যেন্দ্রা বসন্তি চ ভুজঙ্গমাঃ ॥ ৩
রৌরবে তু পুষ্করদ্বীপে নরকাঃ সন্তি তান্ শৃণু। রৌরবঃ শূকরো রোধ তালো বিশসনস্তথা ॥ ৪
মহাজ্বাল-তপ্তকুম্ভো লবণোঽথ বিলোহিতঃ। রুধিরাম্ভো বৈতরণী কৃমীশঃ কৃমিভোজনঃ ॥ ৫
অসিপত্রবনং কৃষ্ণো লালাভক্ষ[1] দারুণঃ। তথা পূয়বহঃ পাপো বহ্নিজ্বালো হ্যধঃশিরাঃ[2] ॥ ৬
সন্দংশঃ কৃষ্ণসূত্রশ্চ[3] তমশ্চাবীচিরেব চ। শ্বভোজনোঽথাপ্রতিষ্ঠো-ষ্ণবীচির্নরকাঃ স্মৃতাঃ।
পাপিনস্তেষু পচ্যন্তে বিষশস্ত্রাগ্নিদায়িনঃ ॥ ৭

উপর্য্যুপরি বৈ লোকা রুদ্র ভূতাদয়ঃ স্থিতাঃ।
বারিবহ্ন্যনিলাকাশৈ-র্বৃতং[4] ভূতাদিনা চ তৎ ॥ ৮

হরি কহিলেন,—পৃথিবীর উচ্চতা সপ্ততি সহস্র যোজন কথিত আছে। হে রুদ্র! পৃথিবীর অধোভাগে সপ্ত পাতাল আছে, সেই সেই সপ্ত পাতালের অন্তর্গত এক একটি পাতাল দশসহস্র যোজন বিস্তৃত। ঐ সপ্তপাতালের নাম যথা—অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিমৎ, মহাতল, সুতল ও পাতাল। ঐ সকল পাতালে যথাক্রমে কৃষ্ণবর্ণা, শুক্লবর্ণা, অরুণবর্ণা, পীতবর্ণা, শর্করাময়ী, শৈলময়ী ও কাঞ্চনময়ী ভূমি আছে। ঐ সপ্ত পাতালে দৈত্য ও ভুজঙ্গগণ বাস করে। তন্মধ্যে পুষ্করদ্বীপে যে সকল নরক আছে; তাহার বিবরণ শ্রবণ কর। সেই দ্বীপে রৌরব, শূকর, রোধ, তাল, বিশসন, মহাজ্বাল, তপ্তকুম্ভ, লবণ, বিলোহিত, রুধিরাম্ভ, বৈতরণী, কৃমীশ, কৃমিভোজন, অসিপত্রবন, কৃষ্ণ, লালাভক্ষ, দারুণ, পূয়বহ, পাপ, বহ্নিজ্বাল, অধঃশিরা, সন্দংশ, কৃষ্ণসূত্র, তমঃ, অবীচি, শ্বভোজন, অপ্রতিষ্ঠ ও উষ্ণবীচি নামে অনেকগুলি নরক আছে। যে সমস্ত পাপী বিষ, অগ্নি ও অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা অকারণে জীবহিংসা করে, তাহারা এই সকল নরকে পতিত হইয়া থাকে। ১—৭

হে হর! পৃথিবীর ঊর্দ্ধদেশে ভূতাদিগণের লোকসকল যথাক্রমে উপর্য্যুপরি অবস্থিত আছে। এই চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড ঊর্দ্ধ, অধঃ ও পার্শ্বে চতুর্দ্দিকে অণ্ডকটাহদ্বারা পরিবৃত রহিয়াছে। হে রুদ্র! ঐ অণ্ডকটাহ চতুর্দ্দিকে জল দ্বারা বেষ্টিত; ঐ জলাবরণও

১। অসিপত্রবনঃ কৃষ্ণো লালাভক্ষঃ। ২। বহ্নিজ্বালোহধোঽশিরঃ।
৩। কালসূত্রশ্চেতি কচিৎ পাঠঃ। ৪। বারিবহ্ন্যনিলাকাশৈ র্বৃতং।

অণ্ডং মহতা তত্র প্রধানেন চ বেষ্টিতম্। অণ্ডং¹ দশগুণং ব্যাপ্তং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥ ৯

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নরকবর্ণনং নাম সপ্ত-পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ।

বক্ষ্যে প্রমাণসংস্থানে সূর্য্যাদীনাং শৃণুষ মে। যোজনানাং সহস্রাণি ভাস্করস্য রথো নব ॥ ১
ঈষাদণ্ড-স্তথৈবাস্য দ্বিগুণো বৃষভধ্বজ। সার্দ্ধকোটিস্তথা সপ্ত নিযুতান্যধিকানি চ।
যোজনানান্তু তস্যাক্ষ-স্তত্র চক্রং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ২
ত্রিনাভিমতি পঞ্চারে² ষণ্নেমিন্যক্ষয়াত্মকে। সংবৎসরময়ে কৃৎস্নং কালচক্রং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৩

আবার চতুর্দ্দিকে অগ্নিদ্বারা আবৃত আছে। এই প্রকার অগ্নি বায়ুদ্বারা, বায়ু আকাশদ্বারা ও আকাশ ভূতাদি (তামস) অহঙ্কার দ্বারা পরিবৃত আছে, সেই অহঙ্কারও মহত্তত্ত্বদ্বারা পরিবৃত আছে। এই সপ্ত আবরণের পরিমাণ প্রত্যেকেই পরস্পরের দশগুণ (অণ্ডকটাহের দশগুণ পরিমিত জলাবরণ, জলের দশগুণ পরিমিত অনলাবরণ ইত্যাদিরূপ)। সর্ব্বশেষে ঐ মহত্তত্ত্বও আবার প্রধান (প্রকৃতি) দ্বারা পরিবৃত রহিয়াছে। সেই প্রধান আবরণ অপরিমেয়। এই ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সেই প্রধানে অবস্থিত আছে। ঐ প্রধান সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত আছে। ৮—৯

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নরকবর্ণন নামক সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়

হরি কহিলেন,—এক্ষণে সূর্য্যাদি গ্রহের পরিমাণ ও সংস্থান বলিতেছি, শ্রবণ কর। সূর্য্যের রথের পরিমাণ নবসহস্র যোজন, তাহার ঈষাদণ্ডের (যাহাতে অশ্বযুগের সন্ধি হয়) পরিমাণ রথপরিমাণের দ্বিগুণ (অষ্টাদশসহস্র যোজন)। তাহার অক্ষের পরিমাণ দেড়কোটি সাতনিযুত (দুইকোটি বিংশতি লক্ষ) যোজন, তাহাতেই চক্র প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই চক্রের পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ স্বরূপ তিনটী নাভি আছে; সংবৎসর পরিবৎসরাদি পাঁচটী অর (চক্রশলাকা) এবং ছয় ঋতুস্বরূপ ছয়টি নেমি (চক্রের প্রান্তবলয়) আছে। ইহা অক্ষয় ও সংবৎসরময়; সুতরাং ইহাতেই সমস্ত কালচক্র প্রতিষ্ঠিত আছে। দিনপতির রথের

১। অখণ্ডং। ২। ত্রিনাভিমতিপঞ্চারে।

চত্বারিংশৎসহস্রাণি দ্বিতীয়োঽক্ষো বিবস্বতঃ। পঞ্চান্যানি তু সার্দ্ধানি স্যন্দনস্য বৃষধ্বজ ॥ ৪
অক্ষপ্রমাণমুভয়োঃ প্রমাণস্য যুগার্দ্ধয়োঃ। হ্রস্বোঽক্ষ-স্তদ্যুগার্দ্ধেন ধ্রুবাধারং রথস্য বৈ।
দ্বিতীয়েঽক্ষে তু তচ্চক্রং সংস্থিতং মানসাচলে ॥ ৫

গায়ত্রী সবৃহত্যুষ্ণিগ্‌-জগতী ত্রিষ্টুবেব চ।
অনুষ্টুপ্‌ পঙ্‌ক্তি-রিত্যুক্তা-শ্ছন্দাংসি হয়া রবেঃ ॥ ৬

ধাতা কৃতস্থলা চৈব পুলস্ত্যো বাসুকিস্তথা। রথকৃদ্‌গ্রামণীর্হেতি-স্তুম্বুরুশ্চৈত্রমাসকে ॥ ৭
অর্য্যমা পুলহশ্চৈব রথৌজাঃ পুঞ্জিকস্থলা। প্রহেতিঃ কচ্ছনীরশ্চ নারদশ্চৈব মাধবে ॥ ৮

মিত্রোঽত্রিস্তক্ষকো রক্ষঃ পৌরুষেয়োঽথ মেনকা।
হাহা রথস্বনশ্চৈব জ্যৈষ্ঠে ভানো রথে স্থিতাঃ ॥ ৯

বরুণো বসিষ্ঠো রম্ভা চ সহজন্যা হুহুর্হুঃ[১]। রথচিত্রস্তথা শুক্রো বসত্যাষাঢ়সংজ্ঞিতে ॥ ১০
ইন্দ্রো বিশ্বাবসুঃ স্রোত এলাপত্র-স্তথাঙ্গিরাঃ। প্রম্লোচা চ নভস্যেতে সর্পাশ্চার্কে তু সন্তি বৈ ॥ ১১
বিবস্বানুগ্রসেনশ্চ ভৃগুরাপূরণস্তথা। অনুম্লোচা শঙ্খপালো ব্যাঘ্রো ভাদ্রপদে তথা ॥ ১২

দ্বিতীয় অক্ষের পরিমাণ চত্বারিংশৎসহস্র যোজন। হে বৃষধ্বজ! অন্যান্য অক্ষের পরিমাণ সার্দ্ধ পঞ্চসহস্র যোজন। অক্ষের পরিমাণ যত দুইপার্শ্বস্থ দুই যুগার্দ্ধের[২] পরিমাণও সেইরূপ। পূর্ব্বোক্ত হ্রস্ব অক্ষ ঐ যুগার্দ্ধের সহিত বায়ুরাশিতে নিবদ্ধ হইয়া ধ্রুবাধাররূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। দ্বিতীয় অক্ষ ও তাহার চক্র মানসাচলে সংস্থিত আছে। তাহাতে ঐ রবিরথ সংস্থাপিত আছে। ১—৫

সপ্ত ছন্দঃ দিবাকরের সপ্ত অশ্ব, তাহাদিগের নাম যথা—গায়ত্রী, বৃহতী, উষ্ণিক্‌, জগতী, ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ্‌ ও পংক্তি। মাসবিশেষে সূর্য্যরথ যে সকল দেবাদিকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হয়, তাহা বিবৃত হইতেছে। চৈত্র মাসে ধাতা, কৃতস্থলা, পুলস্ত্য নামক প্রধান রাক্ষস বাসুকি রথকৃৎ নামক যক্ষ, হেতি ও তুম্বুরু এই সাত জন সূর্য্যরথে বাস করে। বৈশাখ মাসে অর্য্যমা, পুলহ নামক যক্ষ, রথৌজাঃ পুঞ্জিকাস্থলা নামক রাক্ষস, প্রহেতি, কচ্ছনীর ও নারদ ইহারা সূর্য্যরথে অবস্থিত থাকে। জ্যৈষ্ঠমাসে মিত্র, অত্রি, তক্ষক নামক নাগ, পৌরুষেয় নামক রাক্ষস, মেনকা, হাহা ও রথস্বন ইহারা আদিত্যরথে অধিষ্ঠান করে। ৬—৯

আষাঢ়মাসে বরুণ, বসিষ্ঠ, রম্ভা, সহজন্যা, হুহুর্হু, চিত্ররথ ও শুক্র এই সাতজন রবিরথে বাস করিয়া থাকে। শ্রাবণমাসে ইন্দ্র, বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব, স্রোতঃ, এলাপত্র, অঙ্গিরা প্রম্লোচা ও সর্প ইহারা সূর্য্যরথে অধিষ্ঠান করে। ভাদ্রমাসে বিবস্বান্‌, উগ্রসেন নামক গন্ধর্ব, ভৃগু, আপূরণ নামক যক্ষ, অনুম্লোচা, শঙ্খপাল ও ব্যাঘ্র নামে রাক্ষস, এই সকল আদিত্যরথে

১। হুহুর্ঃ।

২। ঈষাদণ্ডের অগ্রভাগে বক্রভাবে অশ্ব বন্ধনার্থ যে দণ্ড নিবদ্ধ থাকে, তাহার নাম যুগ।

বায়্বগ্নিদ্রব্যসম্ভূতো রথশ্চন্দ্রসুতস্য চ। পিশঙ্গৈস্তুরগৈর্যুক্তঃ সোঽষ্টাভির্বায়ুবেগিভিঃ ॥ ২৩
সবরূথঃ সানুকর্ষো যুক্তো ভূমিভবৈর্হয়ৈঃ। সোপাসঙ্গ-পতাকস্তু শুক্রস্যাপি রথো মহান্। ২৪
রথো ভূমিসুতস্যাপি তপ্তকাঞ্চনসন্নিভঃ। অষ্টাশ্বঃ কাঞ্চনঃ শ্রীমান্ ভৌমস্যাপি রথো মহান্।
পদ্মরাগারুণৈরশ্বৈঃ সংযুক্তো বহ্নিসম্ভবৈঃ। ২৫

অষ্টাভিঃ পাণ্ডরৈর্যুক্তো বাজিভিঃ কাঞ্চনে রথে।
তিষ্ঠংস্তিষ্ঠতি বর্ষং বৈ রাশৌ রাশৌ বৃহস্পতিঃ ॥ ২৬

আকাশসম্ভবৈরশ্বৈঃ শবলৈঃ স্যন্দনং যুতম্। সমারুহ্য শনৈর্যাতি মন্দগামী শনৈশ্চরঃ ॥ ২৭
স্বর্ভানোস্তুরগা হ্যষ্টৌ ভৃঙ্গাভা ধূসরং রথম্। সকৃদ্যুক্তাস্তু ভূতেশ বহন্ত্যবিরতং সদা ॥ ২৮
তথা কেতুরথস্যাশ্বা অষ্টৌ তে বাতরংহসঃ। পলালধূমবর্ণাভা লাক্ষারসনিভারুণাঃ। ২৯
দ্বীপনদ্যদ্রিসমেতো ভুবনানি হরেবপুঃ। ৩০

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ভুবনকোষো নামাষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

বাম ও দক্ষিণ উভয় পার্শ্বে সংযোজিত আছে। চন্দ্র সেই সকল অশ্ব দ্বারা গমন করিতেছেন। চন্দ্রতনয় বুধের রথ বায়ু ও অগ্নি এই দুই দ্রব্য দ্বারা নির্ম্মিত। সেই রথে বায়ুতুল্য বেগগামী পিঙ্গলবর্ণ অষ্ট অশ্ব যোজিত আছে। শুক্রের রথ অত্যন্ত বৃহৎপ্রমাণ, সেই রথের অশ্বগুলি ভূমিসম্ভূত, তাহাতে বরূথ (রথগুপ্তি—যদ্দ্বারা রথারূঢ় ব্যক্তি তিরোহিত হইয়া থাকিতে পারে) এবং অনুকর্ষ (রথের অধঃস্থিত কাষ্ঠ) ও পতাকার সহিত উপাসঙ্গ (রথচূড়াস্থিত কাষ্ঠ) বিদ্যমান আছে। ভূমিনন্দন মঙ্গলের রথ প্রতপ্ত কাঞ্চনবৎ সমুজ্জ্বল। এই রথ অতি বৃহৎ ও সুদৃশ্য। উক্ত রথে কাঞ্চনময় অষ্ট অশ্ব যোজিত আছে। ঐ অশ্বগুলি পদ্মরাগ মণির ন্যায় অরুণ বর্ণ। সেই অশ্বসকল অগ্নি হইতে সম্ভূত হইয়াছে। ২০—২৫

বৃহস্পতির রথ সুবর্ণরচিত, এই রথে পাণ্ডরবর্ণ অষ্ট অশ্ব সংযোজিত আছে। বৃহস্পতি এই রথে আরোহণ করিয়া প্রতিবৎসর এক এক রাশিতে ভ্রমণ করেন। মন্দগামী শনৈশ্চর যে রথে আরোহণ করিয়া গমন করেন, তাহা আকাশ-সম্ভূত কর্ব্বুরবর্ণ অশ্বদ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। হে ভূতনাথ! রাহুর রথে আটটি অশ্ব সংযুক্ত আছে। সেই অশ্বগুলি ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। রাহুর রথ ধূসর বর্ণ, ঐ সকল অশ্ব একবার মাত্র যোজিত হইয়াই চিরকাল রথ বহন করিতেছে। কেতুগ্রহের রথে আটটি অশ্ব যোজিত আছে, তাহারা বায়ুতুল্য বেগগামী। সেই সকল অশ্ব পালালধূমের ন্যায় ধূম্রবর্ণ ও লাক্ষারসের ন্যায় অরুণবর্ণ। দ্বীপ, নদী, পর্ব্বত সমুদ্রাদি সমন্বিত সমগ্র ভুবনমণ্ডল হরির শরীর স্বরূপ। ২৬—৩০

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ভুবনকোষ নামক অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৮।

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।

জ্যোতিশ্চক্রং ভুবো মানমুক্ত্বা প্রোবাচ কেশবঃ।
চতুর্লক্ষং জ্যোতিষস্য সারং রুদ্রায় সর্ববিৎ॥ ১

হরিরুবাচ।

কৃত্তিকাগ্নিদেবত্যা রোহিণ্যো ব্রহ্মণঃ স্মৃতাঃ। ইল্বলাঃ সোমদেবত্যা রৌদ্রকার্দ্রমুদাহৃতম্॥ ২
পুনর্বসুস্তথাদিত্যা তিষ্যশ্চ গুরুদেবতঃ। অশ্লেষাঃ সর্পদেবত্যা মঘাশ্চ পিতৃদেবতাঃ॥ ৩
ভাগ্যাশ্চ পূর্বফল্গুণ্য আর্যম্যাশ্চ[1] তথোত্তরাঃ। সাবিত্রী চ তথা হস্তা চিত্রা ত্বাষ্ট্রী প্রকীর্তিতাঃ॥ ৪
স্বাতী চ বায়ুদেবত্যং নক্ষত্রং পরিকীর্তিতম্। ইন্দ্রাগ্নিদেবতা প্রোক্তা বিশাখা সুরসত্তম॥ ৫
মৈত্রমুক্তমনুরাধা জ্যেষ্ঠা শাক্রং প্রকীর্তিতম্। তথা নির্ঋতিদেবত্যো মূলস্তত্ত্বজ্ঞৈরুদাহৃতঃ॥ ৬
আপ্যাষাঢ়াপূর্বাস্তু উত্তরা বৈশ্বদেবতাঃ। ব্রাহ্মী চৈবাভিজিৎ প্রোক্তা শ্রবণা বৈষ্ণবী স্মৃতা[2]॥ ৭
বাসবস্তু তথা ঋক্ষং ধনিষ্ঠা প্রোচ্যতে বুধৈঃ। তথা শতভিষা প্রোক্তং নক্ষত্রং বারুণং শিব॥ ৮
আজং ভাদ্রপদা পূর্বা আহির্বুধ্ন্যা তথোত্তরা। পৌষ্ণঞ্চ রেবতী ঋক্ষমশ্বযুক্ চাশ্বদৈবতম্।
ভরণ্যশ্চ তথা যাম্যাঃ[3] প্রোক্তাস্তা ঋক্ষদেবতাঃ॥ ৯
ব্রহ্মাণী সংস্থিতা পূর্বে প্রতিপন্নবমীতিথৌ। মাহেশ্বরী চোত্তরে চ দ্বিতীয়াদশমীতিথৌ॥ ১০

সূত কহিলেন—সর্বপ্রদাতা কেশব জ্যোতিশ্চক্র ও পৃথিবীর পরিমাণ বলিয়া জ্যোতির্মণ্ডলের সারভূত চতুর্লক্ষ জ্যোতিষের বিষয় শিবের নিকট বিবৃত করিয়াছেন। হরি বলিলেন—এক্ষণে নক্ষত্রগণের দেবতা কথিত হইতেছে। কৃত্তিকা নক্ষত্রের দেবতা অগ্নি, রোহিণী নক্ষত্রের দেবতা ব্রহ্মা, মৃগশিরা নক্ষত্রের দেবতা চন্দ্র, আর্দ্রা নক্ষত্রের দেবতা শিব। এইরূপ—পুনর্বসু নক্ষত্রের আদিত্য, পুষ্যার গুরু, অশ্লেষার সর্প, মঘার পিতৃদেবগণ, পূর্বফল্গুনীর ভগ, উত্তরফল্গুনীর অর্যমা, হস্তার সবিতা, চিত্রার ত্বষ্টা, স্বাতীর বায়ু, বিশাখার ইন্দ্রাগ্নি, অনুরাধার মিত্র, জ্যেষ্ঠার শক্র, মূলার নির্ঋতি, পূর্বাষাঢ়ার অপ্, উত্তরাষাঢ়ার বিশ্বদেব, অভিজিৎ নামক নক্ষত্রের ব্রহ্মা, শ্রবণার বিষ্ণু, ধনিষ্ঠার বাসব, শতভিষার বরুণ, পূর্বভাদ্রপদের অজ, উত্তরভাদ্রপদের অহির্বুধ্ন, রেবতীর পূষা, অশ্বিনীর অশ্ব এবং ভরণীনক্ষত্রের দেবতা যম। নক্ষত্রগণের এইরূপ দেবতা জানিয়া কার্য করিবে। ১—৯

এক্ষণে যোগিনীস্থিতি নির্ণয় বর্ণিত হইতেছে। ব্রহ্মাণী প্রভৃতি অষ্ট যোগিনী নির্দিষ্ট আছে; তিথিবিশেষে ঐ অষ্ট যোগিনীর অষ্টদিকে অবস্থান হইয়া থাকে। প্রতিপৎ ও

১। অর্যমা চ তথোত্তরাঃ। ২। প্রোক্তঃ শ্রবণো বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ। ৩। যাম্যং।

স্থিতাগ্নেয়ে চ কৌমারী তৃতীয়ৈকাদশীতিথৌ। নারায়ণী চ নৈর্ঋত্যাং চতুর্থীদ্বাদশীতিথৌ ॥১১
পঞ্চম্যাঞ্চ ত্রয়োদশ্যাং বারাহী দক্ষিণে স্থিতা। ষষ্ঠ্যাঞ্চৈব চতুর্দ্দশ্যামিন্দ্রাণী পশ্চিমে স্থিতা ॥১২
সপ্তম্যাং পৌর্ণমাস্যাঞ্চ চামুণ্ডা বায়ুগোচরে। অষ্টম্যামমাবাস্যায়াঞ্চ মহালক্ষ্মীশগোচরে ॥ ১৩
যোগিনীসম্মুখে নৈব গমনাদি প্রকারয়েৎ ॥ ১৪
অশ্বিনীমৈত্র-রেবত্যো মৃগমূলা পুনর্ব্বসুঃ। পুষ্যা হস্তা তথা জ্যেষ্ঠা প্রস্থানেশ্রেষ্ঠমুচ্যতে ॥ ১৫
হস্তাদি পঞ্চ ঋক্ষাণি উত্তরাত্রয়মেব চ। অশ্বিনী রোহিণী পুষ্যা ধনিষ্ঠা চ পুনর্ব্বসুঃ।
বস্ত্রপ্রাবরণে শ্রেষ্ঠো নক্ষত্রাণাং গণঃ স্মৃতঃ ॥ ১৬

কৃত্তিকা ভরণ্যশ্লেষা মঘা মূলবিশাখয়োঃ।
ত্রীণি পূর্ব্বা তথা চৈব অধোবক্ত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৭

অত্র বাপী-তড়াগাদি-কূপ-ভূমি-গৃহাণি চ। দেবাগারস্য খননং নিধানখননং তথা ॥ ১৮
গণিতং জ্যোতিষারম্ভং খনিবিলপ্রবেশনম্। কুর্য্যাদধোগতাকেব গমনানি চ বৃষধ্বজ ॥ ১৯

নবমী তিথিতে ব্রহ্মাণী যোগিনী পূর্ব্বদিকে অবস্থিতি করেন। দ্বিতীয়া ও দশমী তিথিতে মাহেশ্বরী যোগিনী উত্তরদিকে, তৃতীয়া ও একাদশী তিথিতে কৌমারী যোগিনী অগ্নিকোণে, চতুর্দ্দশী ও দ্বাদশী তিথিতে নারায়ণী যোগিনী নৈর্ঋত কোণে, পঞ্চমী ও ত্রয়োদশী তিথিতে বারাহী যোগিনী দক্ষিণদিকে, ষষ্ঠী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে ইন্দ্রাণী যোগিনী পশ্চিমদিকে, সপ্তমী ও পূর্ণিমা তিথিতে চামুণ্ডা যোগিনী বায়ুদিকে, অষ্টমী ও অমাবস্যা তিথিতে মহালক্ষ্মী যোগিনী ঈশানকোণে, একাদশী ও তৃতীয়া তিথিতে বৈষ্ণবী যোগিনী অগ্নিকোণে এবং দ্বাদশী ও চতুর্থী তিথিতে কৌমারী যোগিনী নৈর্ঋতকোণে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। এই সকল যোগিনীর স্থিতিনির্ণয় করিয়া যাত্রাদি কার্য্য করিতে হয়। যোগিনী সম্মুখে থাকিলে গমন করিবে না, গমনকালে বিবেচনা করিয়া দেখিবে যে যোগিনী কোন্ দিকে আছে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে যদি গমনদিকে যোগিনীর স্থিতি বোধ হয়, তাহা হইলে সেই তিথিতে সেইদিকে গমন করিবে না। ১০—১৪

অশ্বিনী, অনুরাধা, রেবতী, মৃগশিরা, মূলা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, হস্তা ও জ্যেষ্ঠা এই সকল নক্ষত্র যাত্রায় প্রশস্ত। হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, অশ্বিনী, রোহিণী, পুষ্যা, ধনিষ্ঠা ও পুনর্ব্বসু এই সকল নক্ষত্র নব-বস্ত্রাদি পরিধানে প্রশস্ত। কৃত্তিকা, ভরণী, অশ্লেষা, মঘা, মূলা, বিশাখা, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া ও পূর্ব্বভাদ্রপদ এই সকল নক্ষত্র অধোমুখগণ বলিয়া কীর্ত্তিত। অধোমুখগণোক্ত নক্ষত্রে পুষ্করিণী, সরোবর, কূপ ও ভূমি খননাদি আরম্ভ করিলে শুভদায়ক হয়। বাগতুনাদি ভেদন, দেবালয়ারম্ভ, নিধিখনন প্রভৃতি কার্য্যও উক্ত অধোমুখ নক্ষত্রে শুভকর হইয়া থাকে। হে বৃষবাহন! জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনারম্ভ ও খনি বিল প্রবেশ কার্য্যে এই অধোমুখগণোক্ত নক্ষত্র প্রশস্ত। ১৫—১৯

রেবতী চাশ্বিনী চিত্রা স্বাতী হস্তা পুনর্ব্বসুঃ।
অনুরাধা মৃগো জ্যেষ্ঠা এতে পার্শ্বমুখাঃ স্মৃতাঃ॥ ২০

গজোষ্ট্রাশ্ববলীবর্দ্দ-দমনং মহিষস্য চ। বীজানাং বপনং কুর্য্যাদ্ গমনাগমনাদিকম্। ২১
চক্র-যন্ত্র-রথানাঞ্চ নাবাদীনাং প্রবাহনম্ পবাং দমনকর্ম্মাণি কুর্য্যাদেতেষু তাস্বপি॥ ২২
রোহিণ্যার্দ্রা তথা পুষ্যা ধনিষ্ঠা চোত্তরাত্রয়ম্। বারুণং শ্রবণঞ্চৈব নব চোর্দ্ধমুখাঃ স্মৃতাঃ॥ ২৩
এষু রাজ্যাভিষেকঞ্চ পট্টবন্ধঞ্চ কারয়েৎ। ঊর্দ্ধমুখান্যৃক্ষিতানি সর্ব্বাণ্যেতেষু কারয়েৎ॥ ২৪
চতুর্থী চাশুভা ষষ্ঠী অষ্টমী নবমী তথা। অমাবস্যা পূর্ণিমা চ দ্বাদশী চ চতুর্দ্দশী॥ ২৫॥
অশুক্লা প্রতিপচ্ছ্রেষ্ঠা দ্বিতীয়া চন্দ্রসূনুনা। তৃতীয়া ভূমিপুত্রেণ চতুর্থী চ শনৈশ্চরে॥ ২৬
গুরৌ শুভা পঞ্চমী স্যাৎ ষষ্ঠী মঙ্গলশুক্রয়োঃ। সপ্তমী সোমপুত্রেণ অষ্টমী কুজভাস্করৌ॥ ২৭
নবমী চন্দ্রবারেণ দশমী তু গুরৌ শুভা। একাদশ্যাং শুক্রঃ শুভো দ্বাদশ্যাঞ্চ পুনর্বুধঃ॥ ২৮
ত্রয়োদশী শুক্রভৌমৌ শনৌ শ্রেষ্ঠা চতুর্দ্দশী। পৌর্ণমাস্যমাবাস্যা শ্রেষ্ঠা তাস্তু বৃহস্পতৌ॥ ২৯
দ্বাদশীং দহতে ভানুঃ শশী চৈকাদশীং দহেৎ। কুজো দহেচ্চ দশমীং নবমীঞ্চ বুধো দহেৎ॥ ৩০
অষ্টমীং দহতে জীবঃ সপ্তমীং ভার্গবো দহেৎ।
সূর্য্যপুত্রো দহেৎ ষষ্ঠীং গমনং তাসু নাস্তি বৈ॥ ৩১

রেবতী, অশ্বিনী, চিত্রা, স্বাতী, হস্তা, পুনর্ব্বসু, অনুরাধা, মৃগশিরা ও জ্যেষ্ঠা এই সকল নক্ষত্র পার্শ্বমুখগণ বলিয়া খ্যাত। এই পার্শ্বমুখগণোক্ত নক্ষত্রে গজ, অশ্ব, উষ্ট্র, বৃষ ও মহিষাদি দুষ্ট জন্তুর দমনাদি কার্য্য আরম্ভ করিলে তাহাদের শুভ ফল হইয়া থাকে। বীজবপন, গমনাগমন এবং চক্র, যন্ত্র, রথ, নৌকা প্রভৃতির কার্য্যারম্ভ, এই সকল কার্য্য উক্ত পার্শ্বমুখ নক্ষত্রে করা প্রশস্ত। আর এই সকল নক্ষত্রে গো প্রভৃতি পশুদমন কার্য্য করিলেও সফল হইয়া থাকে। রোহিণী, আর্দ্রা, পুষ্যা, ধনিষ্ঠা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, শতভিষা ও শ্রবণা এই নয়টী নক্ষত্র ঊর্দ্ধমুখ বলিয়া খ্যাত। ঊর্দ্ধমুখ নক্ষত্রে রাজ্যাভিষেক ও পট্টবন্ধ প্রভৃতি শুভ কার্য্য করিলে শুভফল ঘটিয়া থাকে। এই সকল নক্ষত্র সর্ব্বকার্য্যেই প্রশস্ত। চতুর্থী, ষষ্ঠী, অষ্টমী, নবমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী ও চতুর্দ্দশী, এই সকল তিথি অশুভদায়িনী, এই সকল তিথিতে কোনও শুভকার্য্য করিবে না। শুক্লা প্রতিপৎ যাত্রাকার্য্যে বর্জ্জনীয়। কৃষ্ণাপ্রতিপদে যাত্রা করিলে সেই যাত্রা শুভ ফল প্রদান করে। বুধবারে দ্বিতীয়া, মঙ্গলবারে তৃতীয়া, শনিবারে চতুর্থী, বৃহস্পতিবারে পঞ্চমী, মঙ্গল ও শুক্রবারে ষষ্ঠী, বুধবারে সপ্তমী, মঙ্গল ও রবিবারে অষ্টমী, সোমবারে নবমী, বৃহস্পতিবারে দশমী ও একাদশী, বুধবারে দ্বাদশী, শুক্র ও মঙ্গলবারে ত্রয়োদশী, শনিবারে চতুর্দ্দশী ও বৃহস্পতিবারে পূর্ণিমা কি অমাবস্যা তিথি হইলে শুভযোগ হয়। ২০—২৯

এক্ষণে দিনদগ্ধ কথিত হইতেছে। রবিবারে দ্বাদশী, সোমবারে একাদশী, মঙ্গলবারে দশমী, বুধবারে নবমী, বৃহস্পতিবারে অষ্টমী, শুক্রবারে সপ্তমী ও শনিবারে ষষ্ঠীতিথি হইলে

প্রতিপন্নবমীষেব চতুর্দ্দশ্যষ্টমীষু চ। বুধবারে চ প্রস্থানং প্রযত্নঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩২
মেষে কর্কটকে ষষ্ঠী কন্যায়াং মিথুনেঽষ্টমী। বৃষে কুম্ভে চতুর্থী চ দ্বাদশী মকরে তুলে ॥ ৩৩
দশমী বৃশ্চিকে সিংহে ধনুর্মীনে চতুর্দ্দশী। এতা দগ্ধা ন শস্তাঃ স্যুঃ কিল জীবাদিধিষানবৈঃ ॥ ৩৪
বিশাখাত্রয়মাদিত্যে পূর্ব্বাষাঢ়াত্রয়ে শশী। ধনিষ্ঠাত্রিতয়ং ভৌমে বুধে বৈ রেবতীত্রয়ম্ ॥ ৩৫
রোহিণ্যাদিত্রয়ং জীবে শুক্রে পুষ্যাত্রয়ং শিব। শনিবারে বর্জ্জয়েচ্চ উত্তরাফল্গুনীত্রয়ম্
এষ উৎপাতিকো যোগো মৃত্যুরোগাদিকং ভবেৎ ॥ ৩৬
মূলেঽর্কঃ শ্রবণে চন্দ্রঃ প্রোষ্ঠপদ্যুত্তরে কুজঃ। কৃত্তিকাসু বুধশ্চৈব গুরৌ রুদ্র পুনর্ব্বসুঃ ॥ ৩৭
পূর্ব্বফল্গুনী শুক্রে চ স্বাতিশ্চৈব শনৈশ্চরে। এতে চামৃতযোগাঃ স্যুঃ সর্ব্বকার্য্যপ্রসাধকাঃ ॥ ৩৮

বিষ্কুম্ভে ঘটিকাঃ পঞ্চ শূলে সপ্ত প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ষড় গণ্ডে চাতিগণ্ডে চ নব ব্যাঘাত-বজ্রয়োঃ ॥ ৩৯

ব্যতীপাতে পরীঘে চ বৈধৃতৌ চ দিনং তথা[১]। এতে মৃত্যুকরা[২] হেয়াঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি বর্জ্জয়েৎ ॥ ৪০

হস্তেঽর্কশ্চ গুরুঃ পুষ্যে অনুরাধা বুধে তথা।
রোহিণী চ শনৌ শ্রেষ্ঠা সৌম্যং সোমেন বৈ শুভম্ ॥ ৪১

শুক্রে চ রেবতী শ্রেষ্ঠা অশ্বিনী মঙ্গলে শুভা। এতেষু সিদ্ধিযোগা বৈ সর্ব্বদোষ-বিনাশনাঃ ॥ ৪২

দিনদগ্ধ দোষ হয়। দগ্ধদিনে যাত্রাদি শুভ কার্য্য করিবে না। শুক্লা প্রতিপৎ, নবমী, চতুর্দ্দশী ও অষ্টমী এই সকল তিথি ও বুধবারে যাত্রা কার্য্য নিষিদ্ধ। বৈশাখ ও শ্রাবণমাসে ষষ্ঠী, আশ্বিন ও আষাঢ় মাসে অষ্টমী, জ্যৈষ্ঠ ও ফাল্গুনমাসে চতুর্থী, মাঘ ও কার্ত্তিকমাসে দ্বাদশী, অগ্রহায়ণ ও ভাদ্রমাসে দশমী এবং পৌষ ও চৈত্রমাসে চতুর্দ্দশী তিথি দগ্ধদোষে দূষিত হয়। দগ্ধদোষে কদাচ গমন করিবে না। রবিবারে বিশাখা, অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠা; সোমবারে পূর্ব্বাষাঢ়া ও শ্রবণা; মঙ্গলবারে ধনিষ্ঠা, শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ, বুধবারে রেবতী, অশ্বিনী ও ভরণী; বৃহস্পতিবারে রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা; শুক্রবারে পুষ্যা, অশ্লেষা ও মঘা এবং শনিবারে উত্তরফাল্গুনী, হস্তা ও চিত্রানক্ষত্র হইলে উৎপাতিক যোগ বলা যায়। এই যোগে গমন করিলে মৃত্যু কিংবা রোগাদি হইয়া থাকে। রবিবারে মূলানক্ষত্র, সোমবারে শ্রবণা নক্ষত্র, মঙ্গলবারে উত্তরভাদ্রপদ, বুধবারে কৃত্তিকা, বৃহস্পতিবারে পুনর্ব্বসু, শুক্রবারে পূর্ব্বফল্গুনী ও শনিবারে স্বাতী নক্ষত্র হইলে অমৃতযোগ হয়। এই অমৃতযোগ সর্ব্বকার্য্যে প্রশস্ত। ৩৩—৩৮

বিষ্কুম্ভাদি ২৭ সাতাইশটী যোগের মধ্যে বিষ্কুম্ভ যোগের প্রথম ৫ পাঁচদণ্ড, শূলযোগের ৭ সাত দণ্ড, গণ্ডযোগের ও অতিগণ্ডযোগের ৬ ছয় দণ্ড, ব্যাঘাত ও বজ্রযোগের ৯ নয় দণ্ড এবং ব্যতীপাত, পরিঘ ও বৈধৃতি যোগের সমস্ত দিন বর্জ্জন করিবে। এই সকল দুষ্ট সময়ে কোন কার্য্য আরম্ভ করিলে কর্ত্তার মৃত্যু হইয়া থাকে। রবিবারে হস্তা নক্ষত্র, বৃহস্পতিবারে

১। বৈধৃতে চ দিনে দিনে। ২। মৃত্যুযুতা।

ভার্গবে ভরণী চৈব সোমে চিত্রা বৃষধ্বজ । ভৌমে চৈবোত্তরাষাঢ়া ধনিষ্ঠা চ বুধে হর ॥ ৪৩
গুরৌ শতভিষা রুদ্র শুক্রে বৈ রোহিণী তথা ।
শনৌ চ রেবতী শস্তা বিষযোগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৪৪
পুষ্যঃ পুনর্ব্বসুশ্চৈব রেবতী চিত্রয়া সহ । শ্রবণা চ ধনিষ্ঠা চ হস্তাশ্বিনী মৃগস্তথা ।
কুর্য্যাচ্ছতভিষায়াঞ্চ জাতকর্ম্মাদি মানবঃ ॥ ৪৫
বিশাখা চোত্তরা ত্রীণি মঘার্দ্রা ভরণী তথা । অশ্লেষা কৃত্তিকা রুদ্র প্রস্থানে মরণপ্রদাঃ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নক্ষত্রবিচারণা নাম একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ ।

ষড়াদিত্যে দশা জ্ঞেয়া সোমে পঞ্চদশ স্মৃতাঃ । অষ্টাবঙ্গারকে চৈব বুধে সপ্তদশ স্মৃতাঃ ॥ ১
শনৈশ্চরে দশ জ্ঞেয়া গুরোরেকোনবিংশতিঃ । রাহোর্দ্বাদশবর্ষাণি একবিংশতি ভার্গবে ॥ ২

পুষ্যা নক্ষত্র, বুধবারে অনুরাধা, শনিবারে রোহিণী, সোমবারে মৃগশিরা, শুক্রবারে রেবতী ও মঙ্গলবারে অশ্বিনী নক্ষত্র হইলে সিদ্ধিযোগ হয় । এই সিদ্ধিযোগ হইলে সর্ব্বদোষ বিনাশ পাইয়া থাকে । আরব্ধ কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় । শুক্রবারে ভরণী, সোমবারে চিত্রা, মঙ্গলবারে উত্তরাষাঢ়া, বুধবারে ধনিষ্ঠা, বৃহস্পতিবারে শতভিষা, শুক্রবারে রোহিণী ও শনিবারে রেবতী নক্ষত্র হইলে বিষযোগ হয় । পুষ্যা, পুনর্ব্বসু, রেবতী, চিত্রা, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, হস্তা, অশ্বিনী, মৃগশিরা এবং শতভিষা এই সকল নক্ষত্র জাতকর্ম্মাদি কার্য্যে প্রশস্ত । হে শঙ্কর ! বিশাখা, উত্তরফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, মঘা, আর্দ্রা, ভরণী, অশ্লেষা ও কৃত্তিকা এই সকল নক্ষত্রে যাত্রা করিলে কর্ত্তার মৃত্যু হইয়া থাকে ।২৯—৪৬

শ্রীগরুড় মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নক্ষত্র বিচার নামক উনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতম অধ্যায়

হরি কহিলেন,—রবির দশাকাল ৬ ছয় বৎসর, চন্দ্রের ১৫ পঞ্চদশ বৎসর, মঙ্গলের ৮ আট বৎসর, বুধের ১৭ সপ্তদশ বৎসর, শনির ১০ দশ বৎসর, বৃহস্পতির ১৯ উনবিংশ বৎসর, রাহুর ১২ দ্বাদশ বৎসর ও শুক্রের একবিংশ বৎসর দশা ভোগের কাল নিরূপিত আছে ।

রবের্দশা দুঃখদা স্যাদুদ্বেগনৃপনাশকৃৎ। বিভূতিদা সোমদশা সুখমিষ্টান্নদা তথা ॥ ৩
দুঃখপ্রদা কুজদশা রাজ্যাদেঃ স্যাদ্বিনাশিনী। স্ত্র্যাপ্তিদা বুধদশা রাজ্যদা কোষবৃদ্ধিদা ॥ ৪
শনের্দশা রাজনাশ-বন্ধুদুঃখকরী ভবেৎ। গুরোর্দশা রাজ্যদা স্যাৎ সুখধর্ম্মাদি-দায়িনী ॥ ৫
রাহোর্দশা রাজ্যনাশ-ব্যাধিদা দুঃখদা ভবেৎ। হস্ত্যশ্বদা শুক্রদশা রাজ্যস্ত্রীলাভদা ভবেৎ ॥ ৬
মেষস্ত্বারকক্ষেত্রং বৃষঃ শুক্রস্য কীর্ত্তিতঃ[১]। বুধস্য মিথুনং ক্ষেত্রং সোমস্য কর্কটস্তথা ॥ ৭

সূর্য্যক্ষেত্রং ভবেৎ সিংহঃ কন্যা ক্ষেত্রং বুধস্য চ।
ভার্গবস্য তুলা ক্ষেত্রং বৃশ্চিকোঽঙ্গারকস্য চ ॥ ৮

ধনুঃ সুরগুরোশ্চৈব শনের্মকর কুম্ভকৌ। মীনঃ সুরগুরোশ্চৈব গ্রহক্ষেত্রং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৯

পৌর্ণমাস্যা দ্বয়ং যত্র পূর্ব্বাষাঢ়াদ্বয়ং ভবেৎ।
দ্বিরাষাঢ়ঃ স বিজ্ঞেয়ো বিষ্ণুঃ স্বপিতি কর্কটে ॥ ১০
অশ্বিনী রেবতী চিত্রা ধনিষ্ঠা স্যাদলঙ্কৃতৌ ॥ ১১

মৃগাহি-কপি-মার্জ্জার-শ্বানঃ শূকর-পক্ষিণঃ। নকুলো মূষিকশ্চৈব যাত্রায়াং দক্ষিণে শুভাঃ ॥ ১২
বিপ্রকন্যা শবা রুদ্র শঙ্খ-ভেরী-বসুন্ধরাঃ। বেণুস্ত্রীপূর্ণকুম্ভানাং যাত্রায়াং দর্শনং শুভম্ ॥ ১৩
জম্বুকোষ্ট্রখরাদ্যাশ্চ যাত্রায়াং বামকে শুভাঃ ॥ ১৪
কার্পাসৌষধতৈলঞ্চ পঙ্কাঙ্গারভুজঙ্গমাঃ। মুক্তকেশী রক্তমাল্যং যাত্রাশুভমীক্ষিতম্ ॥ ১৫

রবির দশাতে মানবের নানাপ্রকার দুঃখ, উদ্বেগ ও রাজ্য বিনাশ হইয়া থাকে। চন্দ্রের দশাকালে বিবিধ সম্পত্তি ও মিষ্টান্ন লাভ হয়। মঙ্গলের দশায় দুঃখভোগ ও রাজ্যাদির বিনাশ হয়। বুধের দশাতে স্ত্রীলাভ, রাজ্যপ্রাপ্তি এবং কোষবৃদ্ধি হইয়া থাকে। শনির দশাতে রাজ্যনাশ ও বন্ধুর দুঃখ ঘটিয়া থাকে। বৃহস্পতির দশাতে রাজ্য লাভ, সুখ ও ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়। রাহুর দশায় রাজ্যনাশ, পীড়া ও দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। শুক্রের দশাতে হস্তী, অশ্ব, রাজ্য ও স্ত্রী লাভ হইয়া থাকে। মেষরাশি মঙ্গলের ক্ষেত্র, বৃষরাশি শুক্রের, মিথুন বুধের, কর্কট চন্দ্রের, সিংহ রবির, কন্যা বুধের, তুলা শুক্রের, বৃশ্চিক মঙ্গলের, ধনু বৃহস্পতির, মকর ও কুম্ভ শনির এবং মীনরাশি বৃহস্পতির ক্ষেত্র হয়। ১—৯

পূর্ণিমা ও পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র যে মাসে দুইবার পতিত হয়, সেই মাসকে "দ্বিরাষাঢ়" বলে। যে বর্ষে দ্বিরাষাঢ় হয়, বিষ্ণু সেই বর্ষে শ্রাবণ মাসে শয়ন করেন। অশ্বিনী, রেবতী, চিত্রা ও ধনিষ্ঠা এই সকল নক্ষত্র অলঙ্কারাদি পরিধানে প্রশস্ত। যাত্রাকালে মৃগ, সর্প, বানর, মার্জ্জার, কুক্কুর, শূকর, পক্ষী, নকুল ও মূষিক এই সকল জীব দক্ষিণভাগে দৃষ্ট হইলে, সেই যাত্রায় শুভফল হইয়া থাকে। যাত্রাকালে ব্রাহ্মণকন্যা, শব, শঙ্খ, ভেরী, বসুন্ধরা, বেণু ও পূর্ণকুম্ভান্বিতা স্ত্রী দর্শন করিলে, সেই যাত্রায় শুভফল হয়। যাত্রাসময়ে বামভাগে শৃগাল, উষ্ট্র, গর্দ্দভ আদি দর্শন করিলে উত্তম ফল জানিবে। যাত্রাসময়ে যদি কার্পাস, ঔষধ, তৈল,

---

১। বৃষং শুক্রস্য কীর্ত্তিতম্।

হিক্কায়া লক্ষণং বক্ষ্যে লভেৎ পূর্ব্বে মহাফলম্ ।
আগ্নেয়ে শোক-সন্তাপৌ দক্ষিণে হানিমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৬
নৈঋ'ত্যে শোক-সন্তাপৌ মিষ্টান্নঞ্চৈব পশ্চিমে ।
অর্থং প্রাপ্নোতি বায়ব্যে উত্তরে কলহো ভবেৎ ।
ঈশানে মরণং প্রোক্তং হিক্কায়াশ্চ ফলাফলম্ ॥ ১৭
লিখ্যতে রবিচক্রন্তু ভাস্করো নরসন্নিভঃ । যস্মিন্নৃক্ষে বসেদ্ভানুস্তদাদি ত্রীণি মস্তকে ॥ ১৮
ত্রয়ং বক্ত্রে প্রদাতব্যমেকৈকং স্কন্ধয়োর্ন্যসেৎ ।
একৈকং বাহুযুগ্মে তু একৈকং হস্তয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ১৯
হৃদয়ে পঞ্চ ঋক্ষাণি একং নাভৌ প্রদাপয়েৎ ।
ঋক্ষমেকং ন্যসেদ্ গুহ্যে একৈকং জানুকে ন্যসেৎ ॥ ২০
নক্ষত্রাণি চ শেষাণি রবিপাদে নিযোজয়েৎ । চরণস্থেন ঋক্ষেণ অল্পায়ুর্জায়তে নরঃ ॥ ২১
বিদেশগমনং জানৌ গুহ্যকে পরদারবান্ । নাভিস্থেনাল্পসন্তুষ্টো হৃৎস্থেন স্বাম্যহেশ্বরঃ ॥ ২২
পাণিস্থেন ভবেচ্চৌরঃ স্থানভ্রষ্টো ভবেদ্ভুজে । স্কন্ধস্থিতে ধনপতির্মুখে মিষ্টান্নমাপ্নুয়াৎ ।
মস্তকে পট্টবস্ত্রং নক্ষত্রং স্যাদ্ যদি স্থিতম্ ॥ ২৩
ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে যাত্রাকালে শুভাশুভকথনং নাম ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥

দগ্ধ অঙ্গার, সর্প, মুক্তকেশা স্ত্রী, রক্তমালা, উলঙ্গ পুরুষ প্রভৃতি দর্শন করে, তাহা হইলে সেই যাত্রায় অশুভ ফল হইয়া থাকে। অনন্তর হিক্কা শ্রবণ করিলে মহাফল হয়; অগ্নিকোণে শোক ও সন্তাপ, দক্ষিণে হানি, নৈঋ'তকোণে শোক ও সন্তাপ, পশ্চিমে মিষ্টান্নভোজন, বায়ুকোণে অর্থপ্রাপ্তি, উত্তরে কলহ ও ঈশানকোণে হিক্কাধ্বনি শ্রবণে মরণ হয়। অতঃপর রবিচক্র কথিত হইতেছে। সূর্য্যের একটি নরাকার চক্র অঙ্কিত করিয়া তাহার অঙ্গে বক্ষ্যমাণ প্রকারে নক্ষত্র স্থাপন করিবে। যথা—জন্মকালে যে নক্ষত্রে রবি অবস্থিতি করেন, সেই নক্ষত্র হইতে তিন নক্ষত্র মস্তকে, তৎপরবর্ত্তী তিন নক্ষত্র মুখে, এক একটি স্কন্ধদ্বয়ে, এক একটি বাহুদ্বয়ে, এক একটি হস্তদ্বয়ে, পাঁচটি নক্ষত্র হৃদয়ে, একটি নাভিতে, একটি গুহ্যে এবং এক একটি জানুদ্বয়ে লিখিয়া অবশিষ্ট নক্ষত্র সকল রবিচক্রের পাদদ্বয়ে লিখিবে। এইরূপে নক্ষত্রাদি বিন্যাস করিয়া শুভাশুভ ফল নির্ণয় করিবে। রবিচক্রের চরণে যাহার জন্মনক্ষত্র পতিত হয়, সেই ব্যক্তি অল্পায়ুঃ হইয়া থাকে। এইরূপ—জানুতে বিদেশগমন, গুহ্যে পরদাররতি, নাভিতে অল্প সন্তোষ, হৃদয়ে মহৈশ্বর্য্য, হস্তে চৌর্য্য, ভুজে স্থানচ্যুতি, স্কন্ধে ধনলাভ, মুখে মিষ্টান্নপ্রাপ্তি এবং মস্তকে জন্ম-নক্ষত্র দৃষ্ট হইলে পট্টবস্ত্র লাভ হইয়া থাকে। ১০—২৩

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে যাত্রাকালে শুভ ও অশুভ নিরূপণ নামক
ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ।

সপ্তমোপচয়াদ্য-স্থঃ চন্দ্রঃ সর্ব্বত্র শোভনঃ। শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়স্তু পঞ্চমো নবমস্তথা ॥ ১
সংপূজ্যমানো লোকৈশ্চ গুরুবদ্দৃশ্যতে শশী ॥ ২
চন্দ্রস্য দ্বাদশাবস্থা ভবন্তি শৃণু তা অপি। ত্রিষু ত্রিষু চ ঋক্ষেষু অশ্বিন্যাদি বদাম্যহম্ ॥ ৩
প্রবাসস্থং পুনর্নষ্টং মৃতাবস্থং জয়াবহম্। হাস্যাবস্থং ক্রীড়াবস্থং প্রমোদাবস্থমেব চ ॥ ৪
বিষাদাবস্থভোগস্থে জ্বরাবস্থং ব্যবস্থিতম্। কম্পাবস্থং সুস্থাবস্থং দ্বাদশাবস্থশং ভবেৎ ॥ ৫

প্রবাসো হানির্মৃত্যুশ্চ জয়ো হাস্যো রতিঃ সুখম্।
শোকো ভোগো জ্বরঃ কম্পঃ সুস্থাবস্থা ক্রমাৎ ফলম্ ॥ ৬

জন্মস্থঃ কুরুতে তুষ্টিং দ্বিতীয়ে নাস্তি নির্বৃতিঃ। তৃতীয়ে রাজসম্মানং চতুর্থে কলহাগমঃ ॥ ৭
পঞ্চমেন মৃগাঙ্কেন স্ত্রীলাভো বৈ তথা ভবেৎ। ধনধান্যাগমঃ ষষ্ঠে রতিঃ পূজা চ সপ্তমে ॥ ৮
অষ্টমে প্রাণসন্দেহো নবমে কোষসঞ্চয়ঃ। দশমে কার্য্যনিষ্পত্তি-রেকাদশে জয়ঃ।
দ্বাদশেন শশাঙ্কেন মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ৯

হরি কহিলেন,—চন্দ্রশুদ্ধির বিবরণ কথিত হইতেছে। চন্দ্র জন্মরাশি হইতে সপ্তম, তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম অথবা একাদশ রাশিস্থিত কিংবা জন্মরাশিস্থিত হইলে, উভয়পক্ষেই চন্দ্রশুদ্ধি জানিবে। শুক্লপক্ষে উক্ত সপ্তমাদি রাশিস্থিত এবং দ্বিতীয় পঞ্চম কিংবা নবম রাশিতে গত হইলেও চন্দ্রশুদ্ধি হইয়া থাকে। যাত্রাদি কার্য্যে চন্দ্রশুদ্ধি না থাকিলে, চন্দ্রের অর্চনা করিয়া চন্দ্রকে গুরুবৎ অবলোকন করিবে; তাহাতে চন্দ্রাশুদ্ধিজনিত দোষ বিগত হয়। চন্দ্রের দ্বাদশ অবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে; হে শঙ্কর। ঐ দ্বাদশ অবস্থা ও তাহার শুভাশুভ ফল বলিতেছি শ্রবণ কর। অশ্বিনী আদি তিন তিন নক্ষত্রে এক একটী অবস্থা হইয়া থাকে। দ্বাদশ অবস্থা; যথা—প্রবাসাবস্থা, নষ্টাবস্থা, মৃতাবস্থা, জয়াবস্থা, হাস্যাবস্থা, ক্রীড়াবস্থা, প্রমোদাবস্থা, বিষাদাবস্থা, ভোগাবস্থা, জ্বরাবস্থা, কম্পাবস্থা ও স্বাস্থ্যাবস্থা, চন্দ্রের এই দ্বাদশপ্রকার অবস্থা হইয়া থাকে। যে সময়ে চন্দ্র যে অবস্থায় অবস্থিত থাকেন, সে সময়ে মনুষ্যের তদনুরূপ ফল হয়। তাহার বিশেষ যথা—প্রবাসাবস্থায় প্রবাস, নষ্টাবস্থায় হানি, মৃতাবস্থায় মৃত্যু, জয়াবস্থায় জয়, হাস্যাবস্থায় হাস্য, ক্রীড়াবস্থায় রতি, প্রমোদাবস্থায় সুখ, বিষাদাবস্থায় শোক, ভোগাবস্থায় ভোগ, জ্বরাবস্থায় জ্বর, কম্পাবস্থায় কম্প ও সুস্থাবস্থায় স্বাস্থ্যলাভ হইয়া থাকে। চন্দ্র জন্মরাশিস্থিত হইলে সন্তোষ লাভ হয়, দ্বিতীয় চন্দ্রে অর্থের অনটন, তৃতীয় চন্দ্রে রাজসম্মান, চতুর্থ চন্দ্রে কলহ, পঞ্চম চন্দ্রে স্ত্রীলাভ, ষষ্ঠ চন্দ্রে ধনধান্যাগম, সপ্তম চন্দ্রে রতি ও সম্মান, অষ্টম চন্দ্রে প্রাণসংকট, নবম চন্দ্রে ধনবৃদ্ধি, দশম চন্দ্রে কার্য্যসিদ্ধি, একাদশ চন্দ্রে জয় ও দ্বাদশ চন্দ্রে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়া থাকে। ১—৯

কৃত্তিকাদ্যৌ চ পূর্ব্বেণ সপ্তর্ক্ষাণি চ বৈ ব্রজেৎ। মঘাদ্যৌ দক্ষিণে গচ্ছেদনুরাধাদি পশ্চিমে ॥ ১০
প্রশস্তা চোত্তরে যাত্রা ধনিষ্ঠাদিষু সপ্তসু। অশ্বিনী রেবতী চিত্রা ধনিষ্ঠা অলঙ্কৃতৌ ॥ ১১
মৃগাশ্বিচিত্রাপুষ্যাশ্চ মূলং হস্তঃ শুভাঃ সদা। কন্যাপ্রদানে যাত্রায়াং প্রতিষ্ঠাদিষু কর্ম্মসু ॥ ১২
গুরুচন্দ্রৌ জন্মসংস্থৌ শুভদৌ চ দ্বিতীয়কৌ। শশি-জ্ঞ-শুক্র-জীবাশ্চ বাশো চাশ তৃতীয়কে[১] ॥ ১৩
ভৌমমন্দশশাঙ্কার্কা বুধঃ শ্রেষ্ঠশ্চতুর্থকে। শুক্রজীবৌ পঞ্চমৌ চ শ্রেষ্ঠৌ সহিতক্রমাঙ্কতৌ[২] ॥ ১৪
মন্দার্কেন্দু কুজাঃ[৩] ষষ্ঠে গুরু-চন্দ্রৌ চ সপ্তমে। জ্ঞ শুক্রাবষ্টমে শ্রেষ্ঠৌ নবমস্থো গুরুঃ শুভঃ ॥ ১৫
অর্কাকিচন্দ্রা দশমে একাদশেঽখিলা গ্রহাঃ। বুধোঽথ দ্বাদশে চৈব ভার্গবঃ শুভদো ভবেৎ ॥ ১৬
সিংহেন মকরোঽশ্রেষ্ঠঃ মেষশ্চ কন্যয়াধমঃ[৪]। তুলয়া সহ মীনস্তু কুম্ভেন সহ কর্কটঃ ॥ ১৭
ধনুষা বৃষভোঽশ্রেষ্ঠো[৫] মিথুনেন চ বৃশ্চিকঃ। এতৎ ষড়ষ্টকং বিষ্ট্যৈ[৬] ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৮

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে চন্দ্রশুদ্ধি-বিবরণং নাম একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

কৃত্তিকাদি (কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা ও অশ্লেষা এই) সপ্ত নক্ষত্রে পূর্ব্বদিকে গমন করিবে। মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী ও বিশাখা এই সপ্ত নক্ষত্রে দক্ষিণদিকে গমন প্রশস্ত। অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা ও অভিজিৎ এই সপ্ত নক্ষত্রে পশ্চিমদিকে গমন করিলে শুভ হয়। ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, রেবতী, অশ্বিনী ও ভরণী এই সপ্ত নক্ষত্রে উত্তর দিকে যাত্রা করিবে। অশ্বিনী, রেবতী, চিত্রা ও ধনিষ্ঠা এই সকল নক্ষত্র অলঙ্কারাদি ধারণে প্রশস্ত। মৃগশিরা, অশ্বিনী, চিত্রা, পুষ্যা, মূলা ও হস্তা এই সকল নক্ষত্র কন্যাদান, যাত্রা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্য্যে শুভপ্রদ হয়, গুরু ও চন্দ্র জন্মরাশিস্থিত হইলে শুভপ্রদান করে। এইরূপ দ্বিতীয় রাশিতে চন্দ্র, বুধ, শুক্র ও বৃহস্পতি ; তৃতীয় রাশিতে মঙ্গল, শনি, ও সূর্য্য ; চতুর্থ রাশিতে বুধ ; পঞ্চম স্থানে শুক্র, বৃহস্পতি, চন্দ্র ও কেতু, ষষ্ঠে শনি, রবি ও মঙ্গল ; সপ্তমে বৃহস্পতি ও চন্দ্র ; অষ্টমে বুধ ও শুক্র ; নবমস্থানে বৃহস্পতি, দশম রাশিতে রবি, শনি ও চন্দ্র অবস্থিত হইলে শুভ ফল প্রদান করে। একাদশস্থানে সকল গ্রহই শুভকর হইয়া থাকে। দ্বাদশ স্থানে বুধ ও শুক্র অবস্থিতি করিলে উত্তম ফল প্রদান করে। কন্যার জন্মরাশি সিংহ, বরের জন্মরাশি মকর, কন্যার রাশি মেষ, বরের রাশি কন্যা ; কন্যার রাশি তুলা, বরের রাশি মীন ; কন্যার রাশি কুম্ভ, বরের রাশি কর্কট ; কন্যার রাশি ধনুঃ, বরের রাশি বৃষ ; কন্যার রাশি মিথুন এবং বরের রাশি বৃশ্চিক হইলে, ষড়ষ্টকযোগ হয়, এই যোগ বিবাহে বিচারণীয়। বিবাহকালে বরকন্যার জন্মরাশি লইয়া উক্তরূপে বিচারপূর্ব্বক বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিলে, সেই বিবাহে স্ত্রীপুরুষের অতিশয় প্রণয় হইয়া থাকে। ১০—১৮

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে চন্দ্রশুদ্ধি বিচার নামক একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

১। তৃতীয়কৌ। ২। পঞ্চমে চ চন্দ্রকেতু-সমাশ্রিতৌ। ৩। মন্দার্কৌ চ কুজঃ।
৪। সিংহেন মকরঃ শ্রেষ্ঠঃ কন্যয়া মেষ উত্তমঃ। ৫। বৃষভঃ শ্রেষ্ঠঃ। ৬। প্রীত্যৈ।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ।

উদয়াৎ তু সমারভ্য রাশৌ ভানুঃ স্থিতো হর।
স্বরাশ্যাদেবমেবহি ষড়্‌ভিঃ ষড়্‌ভিস্তথা নিশাম্ ॥ ১

মীনে মেষে চ পঞ্চ স্যুশ্চতস্রো বৃষকুম্ভয়োঃ। মকরে মিথুনে তিস্রঃ পঞ্চ চাপে চ কর্কটে ॥ ২
সিংহে চ বৃশ্চিকে ষট্ চ সপ্ত কন্যাতুলে তথা। এতা লগ্নপ্রমাণেন ঘটিকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩
রসপূর্ব্বাবসানেষু রসাব্ধিবহ্নিসায়কাঃ। লঙ্কোদয়া হি ভবং তু লগ্না মেষাদয়োঽথবা ॥ ৪
মেষলগ্নে ভবেদ্বন্ধ্যা বৃষে ভবতি কামিনী। মিথুনে সুভগা কন্যা বেশ্যা ভবতি কর্কটে ॥ ৫
সিংহে চৈবাল্পপুত্রা চ কন্যায়াং রূপসংযুতা। তুলায়াং রূপৈশ্বর্য্যং বৃশ্চিকে কর্কশা ভবেৎ ॥ ৬
সৌভাগ্যং ধনুষি স্যাচ্চ মকরে নীচগামিনী। কুম্ভে চৈবাল্পপুত্রা স্যান্মীনে বৈরাগ্যসংযুতা ॥ ৭
তুলা কর্কটকো মেষো মকরশ্চৈব রাশয়ঃ। চরকার্য্যাণি কুর্য্যাচ্চ স্থিরকার্য্যাণি চৈব হি ॥ ৮
পঞ্চাননো বৃষঃ কুম্ভো বৃশ্চিকঃ স্যুঃ স্থিরাণি হি। কন্যা ধনুশ্চ মীনশ্চ মিথুনং দ্বিস্বভাবতঃ ॥ ৯
দ্বিস্বভাবানি কর্ম্মাণি কুর্য্যাদেষু বিচক্ষণঃ। যাত্রা চরেণ কর্ত্তব্যা প্রবেষ্টব্যং স্থিরেণ তু।
দেবস্থাপনবৈবাহং দ্বিস্বভাবেন কারয়েৎ ॥ ১০

হরি কহিতেছেন,—উদয়রাশি হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্যদেব প্রতিরাশিতে ভ্রমণ করেন। দিবাতে উদয়রাশি হইতে ৬ ছয়রাশি এবং রাত্রিতে ৬ ছয়রাশি ভ্রমণ করেন। এক্ষণে দ্বাদশরাশির পরিমাণ কথিত হইতেছে। মীন ও মেষরাশির পরিমাণ ৫ পাঁচদণ্ড, বৃষ ও কুম্ভরাশির পরিমাণ ৪ চারিদণ্ড, মকর ও মিথুনলগ্নের পরিমাণ ৩ তিনদণ্ড, ধনুঃ ও কর্কটের পরিমাণ ৫ পাঁচদণ্ড, সিংহ ও বৃশ্চিকের পরিমাণ ৬ ছয়দণ্ড এবং কন্যা ও তুলার পরিমাণ ৭ সাতদণ্ড; এইরূপে লগ্ন পরিমাণ নির্ণয় করিয়া কার্য্য করিবে। মতান্তরে মীন ও মেষের পরিমাণ ৬ ছয়দণ্ড, বৃষ ও কুম্ভের পরিমাণ ৬ ছয়দণ্ড, মকর ও মিথুনের ৪ চারিদণ্ড, ধনু ও কর্কটের ৫ পাঁচদণ্ড, বৃশ্চিক ও সিংহের পরিমাণ ৬ ছয়দণ্ড এবং কন্যা ও তুলার পরিমাণ ৭ সাতদণ্ড। এই লগ্ন-পরিমাণকে লঙ্কোদয় পরিমাণ বলিয়া জানিবে। ১—৪

মেষলগ্নে বন্ধ্যা, বৃষলগ্নে সুন্দরী, মিথুনে সৌভাগ্যশালিনী, কর্কটে বেশ্যা, সিংহে অল্পপুত্রা, কন্যাতে রূপবতী, তুলাতে সৌন্দর্য্যশালিনী ও বিত্তবতী, বৃশ্চিকে কর্কশা, ধনুতে সৌভাগ্যবতী, মকরে নীচগামিনী, কুম্ভে অল্পপুত্রা ও মীনরাশিতে বিবাহ হইলে বৈরাগ্যযুক্তা হয়। তুলা, কর্কট, মেষ ও মকর এই সকল চররাশি। উক্ত চারিলগ্নে যাত্রাদি চরকার্য্য করিবে। সিংহ, বৃষ, কুম্ভ ও বৃশ্চিক এইগুলি স্থিররাশি। কন্যা, ধনুঃ, মীন ও মিথুন এই চারিরাশি দ্ব্যাত্মক। চরলগ্নে চরকার্য্য, স্থিরলগ্নে স্থিরকার্য্য ও দ্ব্যাত্মকলগ্নে দ্বিস্বভাব কার্য্যসকল করিবে। চরলগ্নে যাত্রা, স্থিরলগ্নে গৃহপ্রবেশ এবং দ্ব্যাত্মকলগ্নে দেবস্থাপন ও বিবাহ কার্য্য করিবে। ৫—১০

প্রতিপচ্চাথ ষষ্ঠী চ নন্দা চৈকাদশী স্মৃতা। দ্বিতীয়া সপ্তমী ভদ্রা দ্বাদশী বৃষভধ্বজ ॥ ১১
জয়াষ্টমী তৃতীয়া চ স্মৃতা রুদ্র ত্রয়োদশী। চতুর্থী নবমী রিক্তা সা বর্জ্যাথ চতুর্দশী।
পঞ্চমী দশমী পূর্ণা পূর্ণিমা চ শুভাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১২

চরঃ সৌম্যো গুরুঃ ক্ষিপ্রো মৃদুঃ শুক্রো রবির্ধ্রুবঃ।
শনিশ্চ দারুণো জ্ঞেয়ো ভৌম উগ্রঃ শশী সমঃ ॥ ১৩

চরক্ষিপ্রৈঃ প্রয়াতব্যং প্রবেষ্টব্যং মৃদুধ্রুবৈঃ। দারুণোগ্রৈশ্চ যোদ্ধব্যং ক্ষত্রিয়ৈর্জয়কাঙ্ক্ষিভিঃ।
নৃপাভিষেকোঽগ্নিকার্য্যং সূর্য্যবারে[১] প্রশস্যতে ॥ ১৪

সোমে সুখে প্রয়াণঞ্চ কুর্য্যাচ্চৈব গৃহাদিকম্।
সৈনাপত্যং শৌর্য্যযুদ্ধং শস্ত্রাভ্যাসঃ কুজে স্মৃতা ॥ ১৫

সিদ্ধিকার্য্যঞ্চ মন্ত্রশ্চ যাত্রা চৈব বুধে স্মৃতা। পঠনং দেবপূজা চ বস্ত্রাদ্যাভরণং গুরৌ ॥ ১৬
কন্যাদানং গজারোহঃ শুক্রে স্যাৎ সমরঃ স্ত্রিয়াঃ। স্থাপ্যং গৃহপ্রবেশশ্চ গজবন্ধঃ শনৌ শুভঃ ॥ ১৭

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে রাশ্যাদীনাং পরিমাণ-নির্ণয়ো নাম
দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬২ ॥

প্রতিপৎ, ষষ্ঠী, একাদশী এই তিন তিথি নন্দা। দ্বিতীয়া, সপ্তমী, দ্বাদশী এই তিন তিথি ভদ্রা। হে হর! তৃতীয়া, অষ্টমী, ত্রয়োদশী এই তিন তিথি জয়া। চতুর্থী, নবমী, চতুর্দ্দশী এই তিন তিথি রিক্তা এবং পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমা এই তিন তিথি পূর্ণা। বুধ বৃহস্পতি ক্ষিপ্রনামা, চরসংজ্ঞক, শুক্র মৃদুগ্রহ, রবি ধ্রুবসংজ্ঞক, শনি দারুণগ্রহ, মঙ্গল উগ্র ও চন্দ্র সমগ্রহ। বুধ ও বৃহস্পতিবারে যাত্রা আর শুক্র ও রবিবারে গৃহপ্রবেশ করিবে। শনি ও মঙ্গলবারে জয়াকাঙ্ক্ষী ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধযাত্রা করিবে। সোমবারে রাজ্যাভিষেক ও যজ্ঞাদি অগ্নিকার্য্য প্রশস্ত। সোমবারে ভূম্যারোহণ এবং গৃহকার্য্য করিবে মঙ্গলবারে সেনাপতিপদে অভিষেক, শৌর্য্য, যুদ্ধ ও অস্ত্রশিক্ষা এই সমস্ত কার্য্য আরম্ভ করিলে শুভফল হয়। বুধবারে সিদ্ধিকার্য্য, মন্ত্রণা এবং যাত্রা প্রশস্ত। বৃহস্পতিবারে বেদপাঠ, দেবপূজা, বস্ত্রপরিধান ও আভরণধারণ এই সমস্ত কার্য্য করিবে শুক্রবারে কন্যাদান, গজারোহণ ও স্ত্রীসহবাস এই সমস্ত কার্য্য শুভপ্রদ হয়। শনিবারে গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ ও গজবন্ধন এই সমস্ত কার্য্য প্রশস্ত। ১১—১৭

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে দ্বাদশ রাশির পরিমাণ কথন নামক
দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

১। সোমবারে।

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ।

নরস্ত্রীলক্ষণং বক্ষ্যে সংক্ষেপাচ্ছৃণু শঙ্কর। ১
অস্বেদিনৌ মৃদুতলৌ কমলোদরসন্নিভৌ। শ্লিষ্টাঙ্গুলী তাম্রনখৌ সুগুল্ফৌ শিরয়োজ্ঝিতৌ।
কূর্ম্মোন্নতৌ চ চরণৌ স্যাতাং নৃপবরস্য হি॥ ২
বিরুক্ষপাণ্ডুরনখৌ বক্রৌ চৈব শিরাবিতৌ[১]। শূর্পাকারৌ চ চরণৌ সংশুষ্কৌ বিরলাঙ্গুলী[২]।
দুঃখদারিদ্র্যদৌ স্যাতাং নাত্র কার্য্যা বিচারণা। ৩
অল্পরোমযুতা শ্রেষ্ঠা জঙ্ঘা হস্তিকরোপমা। রোমৈকৈকং কূপকে স্যাদ্ভূপানাঞ্চ মহাত্মনাম্। ৪

যে যে রোমে পণ্ডিতানাং শ্রোত্রিয়াণাং তথৈব চ।
রোমত্রয়ং দরিদ্রাণাং রোগী নির্মাংসজানুকঃ। ৫

অল্পলিঙ্গে চ ধনবান্ স্যাচ্চ পুত্রাদিবর্জ্জিতঃ। স্থূললিঙ্গো দরিদ্রঃ স্যাদ্দুঃখ্যেকবৃষণো ভবেৎ। ৬
বিষমে স্ত্রীচঞ্চলো বৈ নৃপঃ স্যাদ্বৃষণে সমে। প্রলম্ববৃষণোঽল্পায়ু-র্নির্দ্ধনঃ কুমণির্ভবেৎ।
পাণ্ডরৈর্মলিনৈশ্চৈব মণিভিশ্চ সুখী নরঃ। ৭

হরি কহিলেন,—হে রুদ্র! নরলক্ষণ ও স্ত্রীলক্ষণ সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। যাহার চরণদ্বয়ের তলভাগ কোমল, পদ্মমধ্যবৎ সুদৃশ্য হয়, আর তাহাতে যদি ঘর্ম না হয়; অঙ্গুলিগুলি পরস্পর সংযোজিত, উপরিভাগ কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত, নখ তাম্রবর্ণ, গুল্ফ সুন্দর ও চরণ শিরাশূন্য, সেই মানব রাজা হইয়া থাকে। যে নরের করচরণের নখগুলি রুক্ষ ও পাণ্ডুবর্ণ, মুখের শিরাসকল উন্নত; পাদদ্বয় শূর্পবৎ বিস্তৃত ও পাদদ্বয়ের অঙ্গুলিসকল শুষ্ক, সেই নিশ্চয়ই দারিদ্র্য ও দুঃখভোগ করে। যাহার জঙ্ঘা হস্তিশুণ্ডের ন্যায় সুগোল ও অল্প রোমযুক্ত এবং লোমকূপে একএকটি রোম থাকে, সেই মানব রাজা হইয়া থাকে। যাহার এক এক রোমকূপে দুই দুইটি করিয়া রোম থাকে, সেই ব্যক্তি শ্রোত্রিয় বা পণ্ডিত হয়। যাহার এক এক রোমকূপে তিনটি করিয়া রোম দৃষ্ট হয়, সে দরিদ্র হয়। যাহার জানুদ্বয় অতিকৃশ, সেই মানব চিরকাল রোগভোগ করে। যাহার লিঙ্গ ক্ষুদ্র সেই নর ধনবান্ হয়, কিন্তু তাহার সন্তান জন্মে না। যাহার লিঙ্গ অতি স্থূল, সেই মনুষ্য দরিদ্র এবং যাহার একটিমাত্র কোষ থাকে, সেই মানব চিরকাল দুঃখভোগ করে। যাহার কোষদ্বয় বিষম অর্থাৎ একটি ছোট ও একটি বড় তাহার স্ত্রী চঞ্চলা হয় এবং যাহার কোষ দুইটি সমানাকার, সেই নর রাজা হইয়া থাকে। যাহার কোষদ্বয় প্রলম্বিত, সে অল্পায়ুঃ হয়। লিঙ্গমণি কুণ্ঠ

১। বক্রং চৈব শিরোন্নতম্। ২। চরণাঙ্গুলী।

স্নিগ্ধাঃ[1] সমশুক্রাঃ স্যুর্নৃপা নিঃশব্দধারয়া[2]। ভোগাঢ্যাঃ সমজঠরা নিঃস্বাঃ স্যুর্ঘটসন্নিভাঃ ॥ ৮
সর্পোদরা দরিদ্রাঃ স্যু রেখাভিশ্চায়ুরুচ্যতে ॥ ৯
ললাটে যস্য দৃশ্যন্তে তিস্রো রেখাঃ সমাহিতাঃ। সুখী পুত্রসমাযুক্তঃ স ষষ্টিং জীবতে নরঃ ॥ ১০
চত্বারিংশচ্চ বর্ষাণি দ্বিরেখাদর্শনান্নরঃ। বিংশত্যব্দমেকরেখা আকর্ণান্তা শতায়ুষঃ ॥ ১১
আকর্ণান্তস্থিতা রেখা-স্তিস্রশ্চ স্যুঃ শতায়ুষঃ। সপ্তত্যায়ুর্দ্বিরেখা তু ষষ্ট্যায়ুস্তিসৃভির্ভবেৎ ॥ ১২
ব্যক্তাব্যক্তাভী রেখাভি-র্বিংশত্যায়ুর্ভবেন্নরঃ। চত্বারিংশচ্চ বর্ষাণি হীনরেখশ্চ জীবতি।
ভিন্নাভিশ্চৈব রেখাভি-রপমৃত্যুর্নরস্য হি ॥ ১৩
ত্রিশূলং পট্টিশং বাপি ললাটে যস্য দৃশ্যতে। ধনপুত্রসমাযুক্ত স জীবেচ্ছরদঃ শতম্ ॥ ১৪
তর্জ্জন্যা মধ্যমাঙ্গুল্যা আয়ুরেখা তু মধ্যতঃ। সম্প্রাপ্তা যা ভবেদ্যস্য স জীবেচ্ছরদঃ শতম্ ॥ ১৫
প্রথমা জ্ঞানরেখা তু অঙ্গুষ্ঠাদনুবর্ত্ততে[3]। মধ্যমাঙ্গগতা রেখা আয়ুরেখা ততঃ পরম্ ॥ ১৬

হইলে মানব প্রবাহীন হয়। যাহার লিঙ্গমণি পাণ্ডুবর্ণ অথবা মলিন, সেই নর সুখী হইয়া থাকে। যাহার মূত্র শব্দ করিয়া পতিত হয়, সে দরিদ্র হয়। যাহার মূত্রত্যাগকালে অধিক শব্দ না হয়, সেই মনুষ্য ভূপতি হয়। যাহার উদর সমানাকার,সেই নর ভোগবান্; আর যাহার জঠর কুম্ভের ন্যায়, সেই মানব নির্ধন হইয়া থাকে। যাহার উদর সর্পোদরের ন্যায়, সেই নর দরিদ্র হয়। রেখাদ্বারা আয়ুঃ নির্ণয় হইয়া থাকে। যাহার ললাটে সমানাকার তিনটি রেখা দৃষ্ট হয়, সেই মানব সুখী ও পুত্রাদিযুক্ত হইয়া ষষ্টিবর্ষ জীবিত থাকে। ১—১০

যাহার ললাটে দুইটি রেখা দৃষ্ট হয়, তাহার চল্লিশ বৎসর পরমায়ু হয়। যাহার কপালে একটি মাত্র রেখা থাকে, সে মানব বিংশতিবর্ষ জীবিত থাকে। যাহার কপালস্থ একটি রেখা আকর্ণ বিস্তৃত, সেই মানব অতি অল্পায়ুঃ হয়। যাহার কপালে আকর্ণান্ত বিস্তৃত তিনটী রেখা থাকে, সে শত বৎসর জীবিত থাকে। যাহার ললাটে দুইটি রেখা থাকে, তাহার সপ্ততিবৎসর এবং যাহার তিনটি রেখা তাহার ষষ্টিবৎসর পরমায়ু জানিবে। যাহার কপালস্থ রেখাগুলির কতক অংশ ব্যক্ত ও কতক অংশ অব্যক্ত থাকে, সেই নর বিংশতি বৎসরের অধিক জীবিত থাকে না। যাহার কপালে একটীও রেখা দৃষ্টি হয় না, সে মানব চল্লিশ বৎসর জীবিত থাকে এবং যাহার কপালস্থিত রেখা ছিন্ন-ভিন্ন দৃষ্ট হয়, তাহার অপমৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহার কপালে ত্রিশূল অথবা পট্টিশাকার চিহ্ন থাকে, সেই মানব ধনপুত্রসমন্বিত হইয়া শত বৎসর জীবিত থাকে। হে হর! যাহার আয়ুরেখা তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সেই নর শত বৎসর জীবিত থাকে। অঙ্গুষ্ঠের মূল হইতে যে রেখা প্রথম নির্গত হইয়াছে, তাহার নাম জ্ঞানরেখা। যে রেখা মধ্যমাঙ্গুলীর

১। নিঃস্বস্য। ২। নিঃশব্দধারকঃ।
৩। কুলরেখা তু প্রথমা অঙ্গুষ্ঠাদনুবর্ত্ততে ইতি পাঠান্তরম্।

কনিষ্ঠিকা-১ সমাশ্রিত্য আয়ুরেখা সমাবিশেৎ ।
অচ্ছিন্না বা বিভক্তা বা স জীবেচ্ছরদঃ শতম্ ॥ ১৭
যস্য পাণিতলে রেখা আয়ুষস্তু প্রকাশয়েৎ । শতং বর্ষাণি জীবেত্তু ভোগী তত্র ন সংশয়ঃ ॥ ১৮
কনিষ্ঠিকাং সমাশ্রিত্য মধ্যমাঙ্গুলিসংগতা । ষষ্টিবর্ষায়ুষং কুর্য্যাদায়ুরেখা তু মানবম্ ॥ ১৯

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নরস্ত্রীলক্ষণং নাম ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ ।

যস্যাস্তু কুঞ্চিতাঃ কেশা মুখঞ্চ পরিমণ্ডলম্ । নাভিশ্চ দক্ষিণাবর্ত্তা সা কন্যা কুলবর্দ্ধিনী ॥ ১
যা চ কাঞ্চনবর্ণাভা রক্তহস্তসরোরুহা । সহস্রাণাঞ্চ নারীণাং ভবেৎ সাপি পতিব্রতা ॥ ২
বক্রকেশা চ যা কন্যা মণ্ডলাক্ষী চ যা ভবেৎ । ভর্ত্তা চ ম্রিয়তে তস্যা নিয়তং দুঃখভাগিনী ॥ ৩
পূর্ণচন্দ্রমুখী কন্যা বালসূর্য্যসমপ্রভা । বিশালনেত্রা বিম্বোষ্ঠী সা কন্যা লভতে সুখম্ ॥ ৪

মূলগত, তাহাকে আয়ুরেখা বলে । এই রেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূল হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে । যাহার আয়ুরেখা বিচ্ছিন্ন বা বিভক্ত নহে, সেই মানবের শতবর্ষ পরমায়ু হয় । হে শঙ্কর । যাহার পাণিতলগত আয়ুরেখা সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়, সেই মানবের শতবর্ষ কাল আয়ু হইয়া থাকে । ইহাতে কোন সংশয় নাই । যাহার আয়ুরেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল হইতে মধ্যাঙ্গুলির মূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সেই মানব ষষ্টিবর্ষ জীবিত থাকে । ১৭—১৯

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নর ও নারীর লক্ষণ-বিচার নামক
ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়

হরি কহিলেন, যে রমণীর কেশ আকুঞ্চিত, মুখ মণ্ডলাকার এবং নাভি দক্ষিণাবর্ত্ত, সেই নারী কুলবর্দ্ধিনী হয় । যে রমণীর দেহকান্তি সুবর্ণের ন্যায়, সে পতিব্রতা ও সহস্রনারীর প্রধানা হইয়া থাকে । যে স্ত্রীর কেশ বক্র ও চক্ষুঃ মণ্ডলাকার, সেই নারীর ভর্ত্তার অচিরে মরণ হয় এবং সেই স্ত্রী চিরকাল দুঃখভোগ করে । যে কন্যার মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুবৃত্ত, দেহপ্রভা নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় রক্তিম, নেত্রদ্বয় বিশাল এবং ওষ্ঠ বিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ,

---

১ । কনিষ্ঠায়াঃ ।

রেখাভির্বহুভিঃ ক্লেশং স্বল্পাভির্ধনহীনতা।
রক্তাভিঃ সুখমাপ্নোতি কৃষ্ণাভিঃ প্রেষ্যতাং ব্রজেৎ ॥ ৫
কার্য্যেঽপি মন্ত্রী পত্নী স্যাৎ সখী স্যাৎ করণেষু চ।
স্নেহেষু ভার্য্যা মাতা স্যাদ্বেশ্যা চ শয়নে শুভা ॥ ৬
অঙ্কুশং কুণ্ডলং চক্রং যস্যাঃ পাণিতলে ভবেৎ।
পুত্রং প্রসূয়তে নারী নরেন্দ্রং লভতে পতিম্ ॥ ৭
যস্যাস্তু রোমশৌ পার্শ্বৌ রোমশৌ চ পয়োধরৌ।
উন্নতৌ চাধরোষ্ঠৌ চ ক্ষিপ্রং মারয়তে পতিম্ ॥ ৮
যস্যাঃ পাণিতলে রেখা প্রাকারস্তোরণং ভবেৎ।
অপি দাসকুলে জাতা রাজ্ঞীত্বমুপগচ্ছতি ॥ ৯
উদ্বৃত্তা কপিলা যস্যা রোমরাজী নিরন্তরম্। অপি রাজকুলে জাতা দাসীত্বমুপগচ্ছতি ॥ ১০
যস্যা অনামিকাঙ্গুষ্ঠৌ পৃথিব্যাং নৈব তিষ্ঠতঃ। পতিং মারয়তে ক্ষিপ্রং স্বেচ্ছাচারেণ বর্ত্ততে ॥ ১১
যস্যা গমনমাত্রেণ ভূমিকম্পঃ প্রজায়তে। পতিং মারয়তে ক্ষিপ্রং ম্লেচ্ছাচারেণ বর্ত্ততে ॥ ১২
চক্ষুঃস্নেহেন সৌভাগ্যং দন্তস্নেহেন ভোজনম্। ত্বচঃ স্নেহেন শয্যাঞ্চ পাদস্নেহেন বাহনম্ ॥ ১৩

সে চিরকাল সুখভোগ করে। যাহার করতলে বহুল রেখা দৃষ্ট হয়, সে ক্লেশ ভোগ করে; যাহার করতলে অতি অল্পমাত্র রেখা থাকে, সে ধনহীন হয়, যাহার পাণিতলস্থ রেখা রক্তবর্ণ, সে সুখভোগ করে; আর করতলস্থ রেখা কৃষ্ণবর্ণ হইলে, সেই সব দাসবৃত্তি অবলম্বন করত জীবিকা নির্ব্বাহ করে। যে সতী পত্নী হয়, সে ভর্তার বিষয়কার্য্যে মন্ত্রী ও ক্রিয়াকলাপে সখীস্বরূপা হইয়া ব্যবহার করে, মাতার ন্যায় স্নেহ করে এবং শয়নকালে বেশ্যা-বৎ সুখ বর্দ্ধন করিয়া থাকে। যে নারীর পাণিতলে অঙ্কুশ, কুণ্ডল ও চক্রাকার চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই কামিনী রাজপত্নী ও রাজমাতা হয়, যে রমণীর পার্শ্বদ্বয় ও স্তনযুগল রোমাবৃত এবং ওষ্ঠ ও অধর সমুন্নত, সেই নারীর পতির শীঘ্র মরণ হইয়া থাকে। যে রমণীর করতলে প্রাকার ও তোরণাকার রেখা দৃষ্ট হয়, সে দাসবংশে জন্মিয়াও রাজপত্নী হইয়া থাকে। যে নারীর রোমাবলী নাভিদেশ হইতে অবিচ্ছিন্নভাবে উদগত হইয়াছে এবং সেই রোমরাজী যদি কপিলবর্ণ ও ঊর্দ্ধদিকে বৃত্তাকার হয়, তাহা হইলে সেই রমণী রাজকন্যা হইলেও দাসীবৃত্তি আশ্রয় করে। ১—১০

যে রমণীর গমনকালে পাদদ্বয়ের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি মৃত্তিকা স্পর্শ করে না, সে সত্বর পতিকে বিনাশ করিয়া স্বাধীনবৃত্তি আশ্রয় করিয়া থাকে। যে রমণীর গমনকালে পদভরে ভূভাগ কম্পিত হয়, সে বিধবা হইয়া ম্লেচ্ছের আচার গ্রহণ করে। যাহার চক্ষুঃ সমুজ্জ্বল, সে সৌভাগ্যশালী হইয়া থাকে। যাহার দন্ত চাকচিক্যশালী, তাহার উত্তম ভোজন লাভ হয়; যাহার গাত্রচর্ম্ম উজ্জ্বল, সে উত্তম শয্যা ভোগ করে, আর যাহার পাদদ্বয় স্নেহযুক্ত

স্নিগ্ধোন্নতৌ তাম্রনখৌ নার্য্যাশ্চ চরণৌ শুভৌ ॥ ১৪
মৎস্যাঙ্কুশাব্জচিহ্নৌ চ চক্রলাঙ্গললক্ষিতৌ। অস্বেদিনৌ মৃদুতলৌ প্রশস্তৌ চরণৌ স্ত্রিয়াঃ ॥ ১৫
শুভে জঙ্ঘে বিরোমে চ ঊরূ হস্তিকরোপমৌ। অশ্বত্থপত্রসদৃশং বিপুলং গুহ্যমুত্তমম্ ॥ ১৬
নাভিঃ প্রশস্তা গম্ভীরা দক্ষিণাবর্ত্তিকা শুভা।
অরোমা ত্রিবলী নার্য্যা হৃৎস্তনৌ রোমবর্জ্জিতৌ ॥ ১৭

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ।

সামুদ্রোক্তং প্রবক্ষ্যামি নরস্ত্রীলক্ষণং শুভম্। যেন বিজ্ঞাতমাত্রেণ অতীতানাগতজ্ঞতা ॥ ১
অস্বেদিনৌ মৃদুতলৌ কমলোদরসন্নিভৌ। শ্লিষ্টাঙ্গুলী তাম্রনখৌ পাদাবুষ্ণৌ শিরোজ্ঝিতৌ।
কূর্ম্মোন্নতৌ গূঢ়গুল্ফৌ সুপার্ষ্ণী নৃপতেঃ স্মৃতৌ ॥ ২

সে উত্তম বাহন [illegible] প্রাপ্ত হয়। কামিনীর চরণদ্বয় সমুন্নত ও স্নিগ্ধ, নখ তাম্রবর্ণ এবং তাহাতে মৎস্য, অঙ্কুশ, পদ্ম, চক্র ও লাঙ্গল-চিহ্নদৃষ্ট হইলে, তাহাকে শুভলক্ষণা বলিয়া জানিবে। নারীগণের চরণতল কোমল ও স্বেদশূন্য হইলে প্রশস্ত হয়। জঙ্ঘা ও ঊরুযুগল রোমশূন্য এবং হস্তিশুণ্ডের ন্যায় সুবৃত্ত, গুহ্যদেশ অশ্বত্থপত্রের ন্যায় বিস্তৃত, নাভি গভীর ও দক্ষিণাবর্ত্ত, উদরে রোমশূন্য ত্রিবলী আর হৃদয় ও স্তনযুগল রোমশূন্য হইলে সেই রমণীকে শুভলক্ষণা বলিয়া জানিবে। ১১—১৭

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৪।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

হরি কহিলেন,—অতঃপর সামুদ্রোক্ত স্ত্রী ও পুরুষের শুভাশুভ লক্ষণ বলিতেছি। এই সামুদ্রিক শাস্ত্র অবগত হওয়ামাত্র ভূত ও ভবিষ্যৎ আদি বিষয় প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয়। যাহার পাদতলে কদাচ ঘর্ম্ম হয় না এবং উহা যদি কোমল ও পদ্মগর্ভ তুল্য হয়, অঙ্গুলি সকল সংযুক্ত, নখ তাম্র বর্ণ, পাদদ্বয় উষ্ণ ও শিরাবিহীন, আর পাদদ্বয়ের উপরিভাগ কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় সমুন্নত, গুল্ফদ্বয় গূঢ় ও পার্ষ্ণিযুগল সুবর্ত্তুল, সেই মানবকে রাজলক্ষণলক্ষিত বলিয়া

শূর্পাকারৌ বিরূক্ষৌ চ বক্রৌ পাদৌ শিরালকৌ।
সংশুষ্কৌ পাণ্ডুরনখৌ নিঃস্বস্য বিরলাঙ্গুলী[1] ॥ ৩

মার্গায়োৎকটকৌ পাদৌ কষায়সদৃশৌ তথা। বিচ্ছিত্তিদৌ চ বংশস্য ব্রহ্মঘ্নৌ পক্বসন্নিভৌ ॥ ৪
মৃগস্যায়তনে তুল্যা জঙ্ঘা বিরলরোমিকা। মৃদুরোমা যথা জঙ্ঘা তথা করিকরপ্রভা ॥ ৫
ঊরবো জানবস্তুল্যা নৃপস্যোপচিতাঃ স্মৃতাঃ। নিঃস্বস্য শৃগালজঙ্ঘা রোমৈকৈকঞ্চ কূপকে ॥ ৬

নৃপাণাং শ্রোত্রিয়াণাঞ্চ দ্বে দ্বে শ্রিয়ে চ ধীমতাম্।
ত্র্যাদ্যৈর্নিঃস্বা মানবাঃ স্যুর্দুঃখভাজশ্চ নিন্দিতাঃ ॥ ৭

কেশাশ্চৈব কুঞ্চিতাশ্চ প্রবাসে ম্রিয়তে নরঃ ॥ ৮
নির্মাংসজানুঃ সৌভাগ্যং নৈর্নিম্নৈ রতঃ স্ত্রিয়াম্। বিকটৈশ্চ দরিদ্রাঃ স্যুঃ সমাংসৈ রাজ্যমেব চ ॥৯
মহদ্ভির্বা পুরাধ্যক্ষং হ্রস্বলিঙ্গো ধনী নরঃ। অপত্যরহিতশ্চৈব স্থূললিঙ্গো ধনোজ্ঝিতঃ ॥ ১০
মেঢ্রে বামনতে চৈব সুতার্থরহিতো ভবেৎ। বক্রেঽন্যথা পুত্রবান্ স্যাদ্দরিদ্রং বিনতে ধ্রুবঃ ॥ ১১
অল্পে তু তনয়ো লিঙ্গে শিরালেঽথ সুখী নরঃ। স্থূলগ্রন্থিযুতে লিঙ্গে ভবেৎ পুত্রাদিসংযুতঃ ॥ ১২

জানিবে। যাহার পদদ্বয় শূর্পাকার, রূক্ষ, বক্র, শিরাবিশিষ্ট ও শুষ্ক এবং নখসকল পাণ্ডুর বর্ণ, আর অঙ্গুলীসকল বিরল, সেই ব্যক্তি নির্ধন হইয়া থাকে। যাহার গমনকালে পাদযুগল বিষমভাবে পতিত হয় এবং চরণ রক্ত ও পীতমিশ্রিত, সেই ব্যক্তির বংশ থাকে না। যাহার চরণ পক্বের ন্যায়, সেই মানব ব্রহ্মহত্যাকারী হয়। যাহার জঙ্ঘা মৃগের (কোরঙ্গের) ন্যায় আয়ত সমানাকার অথবা হস্তিশুণ্ডের ন্যায় সুগোল এবং বিরল ও কোমল রোমবিশিষ্ট, সেই মানব রাজা হইয়া থাকে। ঊরুযুগল ও জানুদেশ সমানাকৃতি হইলেও মনুষ্য রাজা হয়। যাহার জঙ্ঘা শৃগালজঙ্ঘা তুল্য এবং এক এক রোমকূপে একটি করিয়া রোম থাকে, সেই নর নির্ধন এবং যাহার এক এক রোমকূপে দুইটি করিয়া রোম দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি রাজা, শ্রোত্রিয় ধীমান্ ও শ্রীমান্ হয়। যাহার প্রতিরোমকূপে তিনটি বা ততোধিক রোম দৃষ্ট হয়, সে নির্ধন, দুঃখী ও নিন্দিত হইয়া থাকে। যে মানবের কেশ আকুঞ্চিত তাহার বিদেশে মৃত্যু হয়। যাহার জানুযুগল কৃশ, সে ভাগ্যবান্ এবং যাহার জানু অতি খর্ব্ব, সে মানব নিত্য স্ত্রী-রত থাকে। যে পুরুষের জানু বিকটাকার, সে দরিদ্র ও যাহার জানু স্থূল, সেই মানব রাজা হয়। যাহার লিঙ্গ বৃহৎ, সে মানব দীর্ঘায়ুঃ এবং যাহার লিঙ্গ লঘু, সে ধনবান্ হয়। যাহার লিঙ্গ অতিস্থূল, সে মানব সন্তানহীন দরিদ্র হইয়া থাকে। ১—১০

যাহার লিঙ্গ বামনত সে নরের সন্তান জন্মে না ও অর্থ সংগ্রহ হয় না। যাহার লিঙ্গ বক্র, সে পুত্রবান্ হয় এবং যাহার লিঙ্গ অধোনত, তাহার ধন থাকে না। যাহার লিঙ্গ লঘু, সেই নরের অনেক সন্তান উৎপন্ন হয়, আর যাহার লিঙ্গ শিরাল, সেই মনুষ্য সুখী হইয়া থাকে।

১। বিপুলাঙ্গুলী ইতি খ পাঠঃ।

কোষবৃদ্ধে নৃপো দীর্ঘৈর্বৃষণৈশ্চ ধনান্বিতঃ। বলবান্ যুদ্ধশীলশ্চ[১] লঘুশেফঃ স এব চ ॥ ১৩

দুর্ব্বলস্ত্বেকবৃষণো বিষমাভ্যাং চলঃ স্ত্রিয়াম্।
সমাভ্যাং ক্ষিতিপঃ প্রোক্তঃ প্রলম্বেন শতাব্দবান্ ॥ ১৪

ঊর্দ্ধং স্বাভ্যাং বহ্বায়ু র্রক্তৈর্মণিভিরীশ্বরাঃ। পাণ্ডরৈর্মণিভির্নিঃস্বা মলিনৈঃ সুখভাগিনঃ ॥ ১৫
সশব্দনিঃশব্দমূত্রাঃ সুদরিদ্রাশ্চ মানবাঃ। একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চ-ষড়্ধারাভিস্তিরেব চ ॥ ১৬
দক্ষিণাবর্ত্তবলিতমূত্রাস্তেস্তু নৃপাঃ স্মৃতাঃ। বিকীর্ণমূত্রা নিঃস্বাশ্চ প্রধানসুখদায়িকাঃ ॥ ১৭
একধারাশ্চ বনিতাঃ স্নিগ্ধৈর্মণিভিরুন্নতৈঃ। সমৈঃ স্ত্রীরত্নধনিনো মধ্যে নিম্নৈশ্চ কন্যকাঃ ॥ ১৮
শুক্রৈর্নিঃস্বা বিশুষ্কৈশ্চ দুর্ভগাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ। পুষ্পগন্ধে নৃপাঃ শুক্রে মধুগন্ধে ধনং বহু ॥ ১৯
পুত্রাঃ শুক্রে মৎস্যগন্ধে তদভাবে চ কন্যকাঃ। মহাভোগী মদ্যগন্ধে যজ্বা মাংসসগন্ধিনি ॥ ২০
দরিদ্রঃ ক্ষারগন্ধে চ দীর্ঘায়ুঃ শীঘ্রমৈথুনী। অশীঘ্রমৈথুনশ্চাল্পায়ুঃ স্থূলস্ফিক্ স্থাপ্যলোকস্থিতঃ ॥ ২১

যাহার লিঙ্গ স্থূল অথচ গ্রন্থিযুক্ত, সে পুত্রবান্ হয়। যাহার কোষ বৃদ্ধ, সে রাজা এবং যাহার কোষ দীর্ঘ ও বৃষণ, সে নর ধনবান্ হইয়া থাকে। যাহার লিঙ্গ লঘু, সে বলবান্ ও যুদ্ধবিশারদ হয়। যে মানবের কোষ একটি সে দুর্ব্বল হয়, যাহার কোষদ্বয়ের মধ্যে একটি ছোট ও অপরটি বড়, তাহার স্ত্রী চঞ্চলা হইয়া থাকে। যাহার কোষদ্বয় সমান সেই নর রাজা ও যাহার কোষ লম্বমান, সে শতবর্ষ জীবিত থাকে। যাহার অণ্ডদ্বয় কোষাধারের ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত, সেই নর দীর্ঘায়ু হয়। যাহার লিঙ্গমণি রক্ত সে ধনবান্, পাণ্ডুরবর্ণ মণিবিশিষ্ট মানব নির্ধন এবং মলিনমণিযুক্ত নর সুখী হইয়া থাকে। যে সকল মানবের মূত্রত্যাগকালে অধিক শব্দ হয়, বা কিঞ্চিন্মাত্রও শব্দ হয় না, তাহারা দরিদ্র হয়। যাহার মূত্র এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ কিংবা ছয় ধারাযুক্ত হইয়া দক্ষিণাবর্ত্তে ভূমিতে পতিত হয়, সেই নর রাজা হইয়া থাকে। যাহাদিগের মূত্র বিকীর্ণ হইয়া ভূমিতে পতিত হয়, তাহারা দরিদ্র ও সুখভোগী হইয়া থাকে। নারীর মূত্র একধারে ভূমিতে নিপতিত হইলে, সে সুখভাগিনী হয়। লিঙ্গমণি স্নিগ্ধ ও উন্নত হইলে, সেই পুরুষ ধনশালী ও শুভলক্ষণাক্রান্ত হয়। যাহার লিঙ্গমণি সম অর্থাৎ নিম্ন বা উন্নত নহে, সেই মনুষ্য স্ত্রী ও রত্নাদি ধনশালী হইয়া থাকে। স্ত্রীর মণি মধ্যনিম্ন হইলে সে শুভলক্ষণবতী হয়। যাহাদিগের শুক্র শুষ্ক, তাহারা দরিদ্র ও ভাগ্যহীন হইয়া থাকে। শুক্রে পুষ্পগন্ধ অনুভূত হইলে, সেই মানব রাজা এবং যাহার শুক্রে মধুবৎ গন্ধ প্রতীত হয়, তাহার বহু ধন হইয়া থাকে। যাহার শুক্রে মৎস্যগন্ধ থাকে, তাহার পুত্র জন্মে এবং শুক্রে মৎস্যগন্ধ না থাকিলে, সেই নরের কন্যা হয়। যাহার শুক্র মদ্যবৎ গন্ধবিশিষ্ট সেই মানব মহাভোগী ও যাহার শুক্র মাংসগন্ধযুক্ত, সেই মানব যজ্ঞশীল হয়। ১১—২০

শুক্র ক্ষারগন্ধযুক্ত হইলে, দরিদ্র হয়। যে নরের শীঘ্র মৈথুনক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সে

১। ধনবান্ত্ব যুদ্ধবন্ত ইতি বা পাঠঃ।

মাংসলস্ফিক্ সুখী স্যাচ্চ সিংহস্ফিক্ ভূপতিঃ স্মৃতঃ ।
ভবেৎ সিংহকটী রাজা নিঃস্বঃ কপিকটির্নরঃ ॥ ২২
সমোদরা দরিদ্রাঃ স্যুঃ পিঠরৈশ্চ ঘটৈঃ সমাঃ ।
ধনিনো বিকটৈঃ পার্শ্বৈর্নিঃস্বা বক্রৈশ্চ নিম্নকৈঃ ॥ ২৩
সমকক্ষাশ্চ ভোগাঢ্যা নিম্নকক্ষা ধনোজ্ঝিতাঃ । নৃপাস্তূন্নতকক্ষাঃ স্যুর্জিহ্মা বিষমকক্ষকাঃ ॥২৪
মৎস্যোদরা বহুধনা নাভিভিঃ সুখিনঃ স্মৃতাঃ ।
বিস্তীর্ণাভির্বর্তুলাভি নিম্নাভিঃ ক্লেশভাগিনঃ ॥ ২৫
বলিমধ্যগতা নাভিঃ শূলবাধাং করোতি হি । বামাবর্তশ্চ শাঠ্যং বৈ মেধাং দক্ষিণতস্তথা ॥ ২৬
পার্শ্বায়তা চিরায়ুঃ স্যাদুপরিষ্টাদীশ্বরম্ । অধো গবাঢ্যং কুর্য্যাচ্চ নৃপত্বং পদ্মকর্ণিকা ॥ ২৭
একবলিঃ শতায়ুঃ স্যাৎ স্ত্রীভোগী দ্বিবলিঃ স্মৃতঃ । ত্রিবলিঃ স্যান্নৃপ আচার্য্য ঋজুভির্বলিভিঃ সুখী ।
অগম্যাগামী জিহ্মবলির্ভূপাঃ পার্শ্বৈশ্চ মাংসলৈঃ ॥ ২৮
মৃদুভিঃ কুঞ্চিতৈশ্চৈব দক্ষিণাবর্ত্তরোমভিঃ । বিপরীতৈঃ পরপ্রেষ্যা নির্দ্ধনাঃ সুখবর্জ্জিতাঃ ॥ ২৯

দীর্ঘজীবী ও যাহার মৈথুনকার্য্যে অনেক সময় অতিপাত হয়, সে অল্পকাল জীবিত থাকে। যাহার নিতম্ব স্থূল, সেই পুরুষ ধনহীন হইয়া থাকে। এবং যাহার নিতম্ব মাংসল সে সুখী হয়। যাহার নিতম্ব সিংহের ন্যায় সে পুরুষ রাজা আর যাহার কটিদেশ সিংহকটির ন্যায়, সে মানব ভূপতি হইয়া থাকে। যাহার কটি বানরকটির তুল্য সে নর নির্ধন হয়। যাহার উদর সর্পোদর বা স্থালীবৎ বিস্তৃত কিংবা ঘটাকার, সে দরিদ্র হয়। যাহার পার্শ্বদেশ বিপুল, সেই মানব ধনী ও যাহার পার্শ্ব নিম্ন ও বক্রবর্ণ, সে নির্ধন হইয়া থাকে। যাহার কক্ষ সমান, সে নর ভোগী এবং যাহার কক্ষপ্রদেশ নিম্ন, সে ধনহীন হয়। যাহার কক্ষ উন্নত, সে রাজা, আর যাহার কক্ষ বিষম সে মানব খল হয়। যাহাদিগের উদর মৎস্যের উদরবৎ তাহারা বহু ধনবান্ হয়। যাহার নাভি বিস্তীর্ণ সেই নর সুখী এবং যাহার নাভি নিম্ন, সে ক্লেশভাগী হইয়া থাকে। যাহার নাভি বলিমধ্যগত, সেই মানবের শূলরোগ হয়। নাভি বামাবর্তচিহ্নিত হইলে শঠতাসম্পন্ন, দক্ষিণাবর্ত রেখাযুক্ত হইলে মেধাবী, পার্শ্বদেশে বিস্তৃত হইলে চিরজীবী, উন্নত হইলে ঐশ্বর্য্যশালী, অধোমুখ হইলে গোধনসমন্বিত, আর পদ্মের অভ্যন্তর-ভাগের ন্যায় গভীর ও মনোরম হইলে সেই মানব ভূপতি হইয়া থাকে। যে মানবের উদরে একটিমাত্র বলি দৃষ্ট হয়, সে শতবর্ষ জীবিত থাকে। এইরূপ—দ্বিবলিবিশিষ্ট পুরুষ স্ত্রীসম্ভোগ এবং ত্রিবলিযুক্ত মনুষ্য রাজা অথবা অধ্যাপক হইয়া থাকে। ঐ সকল বলি সরল হইলে সেই মানব সুখী হয়। যাহার উদরস্থ বলি বক্র থাকে, সে অগম্যাগামী হয় এবং যাহাদিগের পার্শ্বদ্বয় স্থূল সেই মানব রাজা হইয়া থাকে। যাহার উদরে কোমল, সুন্দর ও দক্ষিণাবর্ত রোমরাজি থাকে, সেই ব্যক্তি রাজা হয়; ইহার বিপরীত (উদরস্থ রোমসকল কর্কশ, কুৎসিত ও বামাবর্ত) হইলে সেই মানব পরের ভৃত্য, নির্ধন ও দুঃখী হইয়া থাকে। যে পুরুষের

অনুদ্বৃত্তৈশ্চ চূচুকৈশ্চ ভবন্তি সুভগা নরাঃ। নির্ধনা বিষমৈর্দীর্ঘৈঃ পীনোপচিতৈর্নৃপাঃ ॥ ৩০
সমোন্নতঞ্চ হৃদয়মকম্পং মাংসলং পৃথু। নৃপাণামধমানাঞ্চ খররোমশিরালকম্ ॥ ৩১

অর্থবান্ সমবক্ষাঃ স্যাৎ পীনৈর্বক্ষোভিরূর্জিতঃ।
বক্ষোভির্বিষমৈর্নিঃস্বাঃ শস্ত্রেণ নিধনাস্তথা ॥ ৩২

বিষমৈর্জত্রুভির্নিঃস্বা অস্থিনদ্ধৈশ্চ মানবাঃ। উন্নতৈর্ভোগিনো নিম্নৈর্নিঃস্বাঃ পীনৈর্ধনান্বিতাঃ ॥৩৩
নিঃস্বশ্চিপিটকণ্ঠঃ স্যাচ্ছিরাততগলঃ সুখী। শূরঃ স্যান্মহিষগ্রীবঃ শাস্ত্রান্তো বৃষকণ্ঠকঃ ॥ ৩৪
কম্বুগ্রীবশ্চ নৃপতির্লম্বকণ্ঠোঽতিভক্ষকঃ। অরোমশোভুগ্নপৃষ্ঠং শুভকারতমন্যথা ॥ ৩৫
কক্ষা চাশ্বদলা শ্রেষ্ঠা সুগন্ধির্মৃগরোমিকা। অন্যথা ধর্মহীনানাং দারিদ্র্যস্য চ কারণম্ ॥ ৩৬
সমাংসৌ চৈব ভুগ্নাগ্রৌ শ্লিষ্টৌ চ বিপুলৌ ভুজৌ। আজানুলম্বিতৌ বাহুবৃত্তৌ পীনৌ নৃপেশ্বরে।
নিঃস্বানাং রোমশৌ হ্রস্বৌ শ্রেষ্ঠৌ করিকরপ্রভৌ ॥ ৩৭
হস্তাঙ্গুল্য এব দীর্ঘায়ুষামনিতাঃ শুভাঃ। মেধাবিনাঞ্চ সূক্ষ্মাঃ স্যুর্ভৃত্যানাং চিপিটাঃ স্মৃতাঃ।
স্থূলাঙ্গুলীভির্নিঃস্বাঃ স্যুর্নতাঃ স্যুঃ সুরূপেশ্বরা ॥ ৩৮

স্তনের অগ্রভাগ উন্নত নহে, সে সৌভাগ্যবান্ হইয়া থাকে এবং যাহার স্তনদ্বয়ের অগ্রভাগ বিষম ও দীর্ঘ সে নির্ধন এবং পীতবর্ণ, স্থূল ও বিস্তৃত হইলে সে ব্যক্তি রাজা হয়। ২১—৩০

যাহার হৃদয় সম (বন্ধুর নহে) উন্নত, মাংসল, বিস্তৃত ও অকম্প (কোন প্রকার বিভীষিকাদি দর্শনে কম্পিত হয় না), সেই নর রাজা হইয়া থাকে। যাহার হৃদয়ের রোমরাজি কর্কশ ও শিরাসকল সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়, সে দরিদ্র হয়। যাহার বক্ষঃস্থল সমতল সেই নর, অর্থবান্, যাহার বক্ষঃ স্থূল সেই বলশালী, যাহার বক্ষঃস্থল বিষম (বন্ধুর) সে নির্ধন এবং তাহার অস্ত্রাঘাতে নিধন হইয়া থাকে। জত্রু (স্কন্ধসন্ধি) অসমান ও অস্থিসংলগ্ন হইলে দরিদ্র, উন্নত হইলে ভোগী, নিম্ন হইলে অর্থহীন এবং স্থূল হইলে সেই মানব ধনী হইয়া থাকে। যাহার কণ্ঠ চিপিটাকার সে নির্ধন; যাহার গলদেশ শুষ্ক ও শিরাগুলি উন্নত সেই মানব সুখী; যাহার গ্রীবা মহিষগ্রীবার ন্যায় সে বলবান্, আর যাহার কণ্ঠদেশ বৃষকণ্ঠবৎ সেই মানব বিবিধ শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া থাকে। যাহার গ্রীবাদেশ শঙ্খের ন্যায়, সেই মানব রাজা হইয়া থাকে; যাহার কণ্ঠদেশ লম্বমান সে ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পৃষ্ঠদেশ রোমশ ও ভুগ্ন না হইলে শুভলক্ষণ বলিয়া জানিবে। ইহার বিপরীত (পৃষ্ঠদেশ রোমযুক্ত ও ভুগ্ন) হইলে তাহাকে অশুভ লক্ষণ বলিয়া নির্ণয় করিবে। কক্ষদেশ অশ্বত্থপত্রের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, সুগন্ধযুক্ত ও মৃগরোমের ন্যায় রোমযুক্ত হইলে তাহা অতিশয় প্রশস্ত। ইহার বিপরীত হইলে অশুভ লক্ষণ বলিয়া জানিবে। যাহার বাহুযুগল মাংসল, কিঞ্চিৎ বক্র, সুমিলিত, বিশাল, জানুপর্য্যন্ত লম্বিত, সুগোল ও স্থূল সেই মানব সম্রাট্ হয়। যাহার বাহুদ্বয় রোমশ ও খর্ব্ব সে নির্ধন হয়। বাহুযুগল হস্তিশুণ্ডবৎ সুবৃত্ত হইলে তাহা শুভচিহ্ন জানিবে। যাহার হস্তাঙ্গুলির অগ্রভাগ সূক্ষ্ম, সে মানব মেধাবী, যাহার হস্তাঙ্গুলি চিপিটাকার

কপিতুল্যকরা নিঃস্বা ব্যাঘ্রতুল্যকরৈর্ধনম্। পিতৃবিত্তবিনাশশ্চ নিম্নাৎ করতলান্নরাঃ ॥ ৩৯
মণিবন্ধৈর্নিগূঢ়ৈশ্চ সুশ্লিষ্টৈঃ শুভসন্ধিভিঃ। নৃপা হীনৈঃ করচ্ছেদৈঃ সশব্দৈর্ধনবর্জ্জিতাঃ ॥ ৪০
সংবৃতৈশ্চৈব নিম্নৈশ্চ ধনিনঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। প্রোত্তানকর-দাতারো বিষমৈর্বিষমা নরাঃ ॥ ৪১
করৈঃ করতলৈশ্চৈব লাক্ষাভৈরীশ্বরঃ ভবৈঃ। পরদাররতা পীতৈঃ রুক্ষৈর্নিঃস্বা নরা মতাঃ ॥ ৪২
তুষতুল্যনখাঃ ক্লীবাঃ কুটিলৈঃ স্ফুটিতৈর্নরাঃ। নিঃস্বাশ্চ কুনখৈস্তদ্বদ্বিবর্ণৈঃ পরতর্ককাঃ ॥ ৪৩
তাম্রৈর্ভূপা ধনাঢ্যাশ্চ অঙ্গুষ্ঠৈঃ সযবৈস্তথা। অঙ্গুষ্ঠমূলজৈঃ পুত্রী স্যাদ্দীর্ঘাঙ্গুলিপর্ব্বকঃ ॥ ৪৪
দীর্ঘায়ুঃ সুভগশ্চৈব নির্ধনো বিরলাঙ্গুলিঃ। ঘনাঙ্গুলিশ্চ সধনস্তিস্রো রেখাশ্চ যস্য বৈ।
নৃপতেঃ করতলগা মণিবন্ধাৎ সমুত্থিতাঃ ॥ ৪৫
যূপমীনাঙ্কিতকরো ভবেৎ সত্রপ্রদো নরঃ। বজ্রাকারাশ্চ ধনিনাং মৎস্যপুচ্ছনিভা বুধে ॥ ৪৬
শঙ্খাতপত্রশিবিকা-গজ-পদ্মোপমা নৃপে। কুম্ভাঙ্কুশপতাকাভা মৃণালাভা নিধীশ্বরে ॥ ৪৭
দামাভাশ্চ গবাঢ্যানাং স্বস্তিকাভা নৃপেশ্বরে। চক্রাসিতোমরধনুঃ কুন্তাভা নৃপতেঃ করে ॥ ৪৮

সে ভৃত্য হয়, যাহার হস্তাঙ্গুলি স্থূল সে নির্ধন ও যাহার হস্তাঙ্গুলি কৃশ সে বিদ্বান্ হইয়া থাকে। যাহার কর বানরকরবৎ সেই নর নির্ধন, যাহার হস্ত ব্যাঘ্রহস্তবৎ সে ধনবান্, আর যাহার করতল নিম্ন তাহার পিতৃবিত্ত বিনাশ পাইয়া থাকে। যাহাদিগের মণিবন্ধ নিগূঢ় সুগঠিত ও সুগন্ধযুক্ত সেই সকল মানব ভূপতি হয়। যাহার মণিবন্ধ শব্দযুক্ত ও হস্তে ছেদ থাকে, সে অধম ও নির্ধন হয়। ৩৯—৪০

যাহারা করতল সংবৃত অথচ নিম্ন সেই ধনশালী হইয়া থাকে। যাহার করতল উন্নত, সেই নর দাতা হয়। করতল বিষম হইলে তাহা অশুভচিহ্ন বলিয়া জানিবে। যাহার কর, করতল ও নখ লাক্ষাবৎ বর্ণবিশিষ্ট, সেই মানব ধনবান্ হয়। করতল পীতবর্ণ হইলে পরস্ত্রীরত এবং রুক্ষ হইলে সেই মানব নির্ধন হইয়া থাকে। যাহার নখসকল তুষের ন্যায় অতিলঘু, সেই নর ক্লীব এবং যাহার নখ বক্র স্ফুটিত সেই মানব নির্ধন হয়। কুনখী ও বিবর্ণনখবিশিষ্ট নর পরতর্ককারী হইয়া থাকে। যাহার অঙ্গুষ্ঠ রক্তবর্ণ এবং অঙ্গুষ্ঠমূল যবচিহ্ন-যুক্ত, সেই মানব রাজা বা ধনাঢ্য হয়। যাহার অঙ্গুলির পর্ব্বগুলি দীর্ঘ, সে পুত্রবান্ হইয়া থাকে। যাহার অঙ্গুলিসকল বিরল সে দীর্ঘজীবী ও পুত্রপৌত্রাদি সৌভাগ্যশালী হয়, কিন্তু নির্ধন হইয়া থাকে। যাহার অঙ্গুলিসকল ঘন, সেই মানব ধনবান্ হয়, আর যাহার মণিবন্ধ হইতে তিনটি রেখা সমুত্থিত হইয়া করতলে বিস্তৃত থাকে, সেই মানব রাজা হইয়া থাকে। যাহার করতলে যূপ (জোয়াল) বা মৎস্যের ন্যায় চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সে যজ্ঞশীল হইয়া থাকে। যাহার হস্তে বজ্রাকার চিহ্ন থাকে, সে ধনী, আর যাহার করতলে মীনপুচ্ছাকার চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই মানব পণ্ডিত হইয়া থাকে। করতলে শঙ্খ, ছত্র, শিবিকা, গজ ও পদ্মাকার চিহ্ন দৃষ্ট হইলে সেই নর রাজা হইবে। আর যাহার হস্তে কুম্ভ, অঙ্কুশ, পতাকা ও মৃণালবৎ চিহ্ন থাকে, সে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া থাকে। যে মনুষ্যের করতলে দামতুল্য চিহ্ন

উদূখলাভা যজ্ঞাঢ্যে বেদীভাশ্চাগ্নিহোত্রিণি। বাপীদেবকুলাভাশ্চ ত্রিকোণাশ্চ ধার্ম্মিকে॥ ৪৯
অঙ্গুষ্ঠমূলগা রেখা পুত্রাশ্চ সুখদায়কাঃ। প্রদেশিনী গতা রেখা কনিষ্ঠামূলগামিনী।
শতায়ুষঞ্চ কুরুতে ছিন্নাচ্চ তরুতো ভয়ম্॥ ৫০

নিঃস্বাশ্চ বহুরেখাঃ স্যু-নির্দ্ধনাশ্চিবুকৈঃ কৃশৈঃ।
মাংসলৈশ্চ ধনোপেতা আরক্তৈ-[1] রধরৈর্নৃপাঃ॥ ৫১
বিম্বোপমৈশ্চ স্ফুটিতৈ-রোষ্ঠৈ রুক্ষৈশ্চ খণ্ডিতৈঃ।
বিবর্ণৈ-র্ধনহীনাশ্চ দন্তাঃ স্নিগ্ধা ঘনাঃ শুভাঃ॥ ৫২
তীক্ষ্ণা দন্তাঃ সমাঃ শ্রেষ্ঠা জিহ্বা রক্তা সমাঃ শুভাঃ।
শ্লক্ষ্ণা দীর্ঘা চ বিজ্ঞেয়া তালুঃ শ্বেতো ধনক্ষয়ে॥ ৫৩
কৃষ্ণা চ পরুষা বক্ত্রং সমং সৌম্যঞ্চ সংবৃতম্।
ভূপানামমলং শ্লক্ষ্ণং বিপরীতঞ্চ দুঃখিনাম্॥ ৫৪
মহাদুঃখং দুর্ভগানাং স্ত্রীমুখং পুত্রমাপ্নুয়াৎ।
আঢ্যানাং বর্ত্তুলং বক্ত্রং নির্দ্ধনানাঞ্চ দীর্ঘকম্॥ ৫৫

লক্ষিত হয়, সে বহু গোধনের অধিকারী হয়। যাহার হস্তে স্বস্তিক চিহ্ন থাকে, সেই মানব চক্রবর্ত্তী রাজা হয়; আর করতলে চক্র, অসি, তোমর, ধনুঃ ও বাণ চিহ্ন দৃষ্ট হইলে, সে রাজা হইয়া থাকে। যাহার হস্তে উদূখলাকার চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই মানব যজ্ঞশীল হয়, আর যাহার করতলে বেদীবৎ চিহ্ন দেখা যায়, সে অগ্নিহোত্র যজ্ঞে নিযুক্ত থাকে। যাহার করতলে পুষ্করিণী, দেবগৃহ এবং ত্রিকোণাদি চিহ্ন লক্ষিত হয়, সে অতি ধার্ম্মিক হইয়া থাকে। যাহার অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীর মূলে রেখা দৃষ্ট হয়, সেই মানব পুত্রদ্বারা সুখভোগ করে। যাহার কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূলগত রেখা তর্জ্জনীর মূল পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে, সে নর শতবর্ষ জীবিত থাকে। ঐ রেখা যদি কোন স্থানে ছিন্ন থাকে, তাহা হইলে সেই নরের বৃক্ষ হইতে পতনভয় থাকে। ৪৯-৫০

যাহার করতলে বহু রেখা দৃষ্ট হয়, সেই মানব নির্দ্ধন হয়, আর যাহার চিবুক কৃশ, সে পুরুষ দ্রব্যহীন হইয়া থাকে। যাহার অধর স্থূল তাহার ধনসম্পত্তি হয়। যাহার অধর বিম্ববৎ ঈষৎ রক্তবর্ণ সেই মনুষ্য রাজা হয়। যাহার ওষ্ঠ বিষম, স্ফুটিত, রুক্ষ ও খণ্ডিত, সে মানব নির্দ্ধন হয়। দন্ত যদি স্নিগ্ধ ও ঘন হয়, তাহা হইলে উহা শুভ লক্ষণ বলিয়া জানিবে। দন্তসকল তীক্ষ্ণ ও সমানাকার হইলে মানব অনেকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়। জিহ্বা সমতল, রক্তবর্ণ সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ হইলে শুভ লক্ষণ বলিয়া নির্ণয় করিবে। তালু শ্বেতবর্ণ, সেই মানবের ধনক্ষয় হইয়া থাকে। যাহার মুখ শ্যামবর্ণ, কর্কশ, সম, শান্ত ও সংবৃত সেই নর রাজা হয়, আর যাহার বদন মলযুক্ত, সূক্ষ্ম ও পূর্ব্বোক্ত লক্ষণের বিপরীত সেই মানব মহাদুঃখী হইয়া থাকে। যাহাদের মুখ স্ত্রীমুখাকার তাহারা পুত্রসম্পন্ন হয়। যাহাদের মুখ বর্ত্তুল, তাহারা সম্পত্তিশালী

১। অধরৈরিতি কচিৎ পাঠঃ।

ভীরুবক্ত্রাঃ পাপকর্ম্মা ধূর্ত্তানাং চতুরস্রকম্ ।
নিম্নং বক্ত্রমপুত্রাণাং কৃপণানাঞ্চ হ্রস্বকম্ ॥ ৫৬
সম্পূর্ণং ভোগিনাং কান্তং শ্মশ্রু স্নিগ্ধং শুভং মৃদু ।
সংহতাস্ফুটিতাগ্রং রক্তশ্মশ্রুশ্চ চৌরকঃ ॥ ৫৭
রক্তাল্পপরুষশ্মশ্রুঃ কর্ণাঃ স্যুঃ পাপমৃত্যবঃ ।
নির্মাংসৈশ্চিপিটৈর্ভোগাঃ কৃপণা হ্রস্বকর্ণকাঃ ॥ ৫৮
শঙ্কুকর্ণাশ্চ রাজানো রোমকর্ণাঃ শতায়ুষঃ ।
বৃহৎকর্ণাশ্চ ধনিনো রাজানঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৫৯

কর্ণৈঃ স্নিগ্ধৈর্ঘনৈশ্চ ব্যালম্বৈর্মাংসলৈর্নৃপাঃ । ভোগী বৈ নিম্নগণ্ডঃ স্যান্মন্ত্রী সম্পূর্ণগণ্ডকঃ ॥ ৬০
শুকনাসঃ সুখী স্যাচ্চ শুষ্কনাসোঽতিজীবনঃ । ছিন্নাগ্রকূপনাসঃ স্যাদগম্যাগমনে রতঃ ॥ ৬১

দীর্ঘনাসে চ সৌভাগ্যং চৌরস্যাকুঞ্চিতেন্দ্রিয়ঃ ।
স্ত্রীমৃত্যুশ্চিপিটনাসঃ স্যাদ্বীমভাগ্যবন্তং ভবেৎ ॥ ৬২

হইয়া থাকে। যাহাদের মুখ দীর্ঘ, তাহাদের কোনরূপ সন্তান সংস্থান হয় না। যে সকল মানবের মুখ দেখিলে তাহাদিগকে ভীরু বলিয়া বোধ হয়, তাহারা নিশ্চয়ই পাপকর্মা হইয়া থাকে। যে মানবের মুখ চতুরস্র, তাহাকে ধূর্ত্ত বলিয়া জানিবে। যাহার মুখ নিম্ন তাহারা অপুত্র হয়। যাহাদিগের মুখ খর্ব্ব, তাহারা অতিশয় কৃপণ হইয়া থাকে। যাহাদিগের শ্মশ্রু সম্পূর্ণ, স্নিগ্ধ, কোমল ও অতিশয় সুন্দর, পরস্পর মিলিত ও অগ্রভাগে স্ফুটিত নহে, সেই সকল মানবেরা মহাভোগে কালযাপন করে; আর যাহার শ্মশ্রু রক্তবর্ণ সেই ব্যক্তি চোর হয়। যাহাদিগের শ্মশ্রু ও কেশ রক্তবর্ণ, বিরল ও কর্কশ, তাহাদিগের পাপকার্য্যে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যে সকল মানবের কর্ণ চিপিটাকার ও অধিক মাংসযুক্ত নহে তাহারা ভোগী হইয়া থাকে। যাহাদের কর্ণ অতিশয় ছোট তাহারা অতীব কৃপণ হয়। যাহাদের কর্ণ শঙ্কুর ন্যায় তাহারা রাজা হইয়া থাকে; আর যাহার কর্ণে অধিক রোম দৃষ্ট হয় সে মানব শতায়ুঃ হয়। যে সকল মানবের কর্ণ বৃহৎ, তাহারা ধনশালী অথবা রাজা হয়। কর্ণদ্বয় স্নিগ্ধ, বিস্তৃত, মাংসল ও লম্বমান হইলে তাহা রাজচিহ্ন বলিয়া নিশ্চয় করিবে। গণ্ডপ্রদেশ নিম্ন হইলে মনুষ্য ভোগী ও পূর্ণ হইলে মন্ত্রী হয় ৫১—৬০

যে নারীর নাসিকা সমান (নিম্নোন্নত নহে), নাসারন্ধ্রদ্বয় সমান ও লাবণ্যপূর্ণ সেই নারী ভাগ্যবতী হয়। যে পুরুষের নাসিকা শুকনাসার ন্যায় সেই ব্যক্তি অতি সুখী এবং যাহার নাসিকা শুষ্ক সে অল্পায়ুঃ হইয়া থাকে। যাহার নাসিকার অগ্রভাগ ছিন্ন ও নাসারন্ধ্রদ্বয় কূপবৎ গভীর বোধ হয় সে অগম্যা স্ত্রীগমনে রত থাকে। যাহার নাসিকা দীর্ঘ সে ভাগ্যবান্ ও যাহার নাসিকা বক্র সেই পুরুষ চৌর্য্যকার্য্যে রত হয়। পুরুষের নাসা চিপিটাকার হইলে, স্ত্রীবিয়োগ হইয়া থাকে, আর সুন্দরাকার হইলে সে পুরুষ ভোগী হয়। যাহার

হ্রস্বচ্ছিদ্রা চ সুপুটা অবক্রা চ নৃপেশ্বরে । ক্রূরে দক্ষিণবক্রা স্যাচ্চিক্কনাৎ ক্ষুতং শুভং ॥ ৬০
স্যাদ্বিনির্গতশ্চ ক্ষুতো সানুনাদশ্চ জীবকৃৎ ॥ ৬১

বক্রান্তৈঃ পদ্মপত্রাভৈ-র্লোচনৈঃ সুখভাগিনঃ ।
মার্জ্জারলোচনৈঃ পাপা হুতাশা মধুপিঙ্গলৈঃ ॥ ৬৫
ক্রূরাঃ কেকরনেত্রাশ্চ হরিতাক্ষাঃ সকল্মষাঃ ।
জিহ্মৈশ্চ লোচনৈঃ শূরাঃ সেনান্যো গজলোচনাঃ ॥ ৬৬
গভীরাক্ষা ঈশ্বরাঃ স্যুর্মন্ত্রিণঃ স্থূলচক্ষুষঃ ।
নীলোৎপলাক্ষা বিদ্বাংসঃ সৌভাগ্যং শ্যাবচক্ষুষাম্ ৬৭
স্যাৎ কৃষ্ণতারকাক্ষাণা-মক্ষ্ণামুৎপাটনং কিল ।
মণ্ডলাক্ষাশ্চ পাপাঃ স্যু-র্নিঃস্বাঃ স্যুর্দীনলোচনাঃ ॥ ৬৮

বিশালোন্নতাঃ সুখিনো দরিদ্রা বিষমভ্রুবঃ ॥ ৬৯
ধনী দীর্ঘাসংসক্তভ্রূ-র্বালেন্দুন্নতসুভ্রুকঃ । আঢ্যো নিঃস্বশ্চ খণ্ডভ্রূর্মধ্যে চ বিষমভ্রুকঃ ।
অগম্যাভিসক্তাঃ স্যুঃ সৌভাগ্যপরিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৭০

নাসিকার ছিদ্র সূক্ষ্ম, সুগোল ও অবক্র সেই মানব রাজচক্রবর্তী হইয়া থাকে। যাহার নাসিকা দক্ষিণভাগে বক্র সে ক্রূর হয়। যে মানবের এক সময়ে একটিমাত্র হাঁচি হয়, সে বলবান্ হইয়া থাকে। যাহার এককালে অনেক হাঁচি হয়, সে সত্তচিত্ত ও যাহার কথা সানুনাসিক উচ্চারিত হয়, সে দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। যাহাদিগের নেত্রের প্রান্তদ্বয় ঈষদ্বক্র ও চক্ষুঃ পদ্মপত্রবৎ বিস্তৃত, তাহারা সুখভোগী হয়। যাহার চক্ষুঃ মার্জ্জারচক্ষুবৎ, সেই ব্যক্তি পাপাত্মা ও যাহার চক্ষুঃ পিঙ্গলবর্ণ সে অতিশয় দুঃশীল হইয়া থাকে। যাহার চক্ষুঃ কেকর (ট্যারা) সে অতিশয়, ক্রূর হয়। যাহার চক্ষুঃ হরিদ্বর্ণ সে মহা পাপাত্মা, যাহার লোচন বক্র, সে অতি বলবান্, আর যাহার নেত্রযুগল গজনেত্রের ন্যায় সে সেনাপতি হইয়া থাকে। যাহাদিগের চক্ষুঃ গভীর তাহারা অনেকের প্রভু, যাহাদিগের নেত্র স্থূল তাহারা মন্ত্রী, যাহাদিগের নয়ন নীলোৎপলের ন্যায় তাহারা বিদ্বান্; আর যাহাদিগের চক্ষুঃ শ্যাববর্ণ তাহারা সৌভাগ্যশালী হইয়া থাকে। যে সকল মানবের চক্ষুর তারকা কৃষ্ণবর্ণ তাহাদিগের চক্ষু উৎপাটিত হয়, যাহার চক্ষুঃ মণ্ডলাকার সে পুরুষ পাপিষ্ঠ, আর যাহার নেত্র দীনভাবাপন্ন সেই মানব নির্ধন হইয়া থাকে যাহার দেহচর্ম্ম স্নিগ্ধ তাহার বিপুল ভোগ হয়, আর যাহার নাভি উন্নত সেই মানব অল্পায়ুঃ হইয়া থাকে। যাহাদিগের ভ্রূযুগল বিশাল ও উন্নত তাহারা সুখী, আর যাহাদিগের ভ্রূদ্বয় বিষম তাহারা দরিদ্র; যাহাদিগের ভ্রূযুগল দীর্ঘ, অসংলগ্ন ও বালচন্দ্রবৎ সুদৃশ্য ও উন্নত তাহারা ধনবান্ হইয়া থাকে। যাহার ভ্রূ মধ্যভাগে ছিন্ন সে নির্ধন এবং যাহার ভ্রূযুগল অবনত, সেই মানব অগম্যাস্ত্রীতে আসক্ত থাকে এবং সৌভাগ্য-বিহীন হয়। ৬১—৭০

উন্নতৈর্বিপুলৈঃ শঙ্খৈর্ললাটৈর্বিষমৈস্তথা। নির্ধনা ধনবন্তশ্চ অর্দ্ধেন্দুসদৃশৈর্নরাঃ ॥ ৭১

আচার্য্যাঃ শুক্তিবিশালৈঃ শিরালৈঃ পাপকারিণঃ।
উন্নতাভিঃ শিরাভিশ্চ স্বস্তিকাভি-র্ধনেশ্বরাঃ ॥ ৭২

নিম্নৈর্ললাটৈর্বধার্হাঃ ক্রূরকর্ম্মরতাস্তথা। সংবৃতৈশ্চ ললাটৈশ্চ কৃপণা উন্নতৈর্নৃপাঃ ॥ ৭৩
অনশ্রুস্নিগ্ধরুদিত-মদীনমশুভং নৃণাম্। রূক্ষাশ্রুযুক্তং দীনঞ্চ রুদিতঞ্চ সুখাবহম্ ॥ ৭৪
অকম্পং হসিতং শ্রেষ্ঠং নিমীলিতমথাধমম্। অসকৃদ্ধসিতং দুষ্টং সোন্মাদস্য হসেচ্চ যঃ ॥ ৭৫
ললাটোপসৃতাস্তিস্রো রেখাঃ স্যুঃ শতবার্ষিণাম্। নৃপত্বং স্যাচ্চতসৃভি-রায়ুঃ পঞ্চনবত্যথ ॥ ৭৬

অরেখেণায়ুর্নবতি-র্বিচ্ছিন্নাভিশ্চ পুংশ্চলাঃ।
কেশান্তোপগতাভিশ্চ অশীত্যায়ুর্নরো ভবেৎ ॥ ৭৭

পঞ্চভিঃ সপ্তভিঃ ষড়্ভিঃ পঞ্চাশদ্ভিস্তথা। চত্বারিংশচ্চ বক্রাভি-স্ত্রিংশদ্ভ্রূলগ্নগামিভিঃ।
বিংশতির্বামবক্রাভি-রায়ুঃ ক্ষুদ্রাভিরল্পকম্ ॥ ৭৮

যে মানবের ললাটটি উন্নত ও বিশাল এবং কপাল উচ্চনীচ অথবা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হয়, সে নির্ধন হইলেও পরে বিত্তশালী হইয়া থাকে। যাহার কপাল ঝিনুকের ন্যায় আকার-বিশিষ্ট এবং বিপুলায়ত হয় সে অধ্যাপক হইয়া থাকে। ললাটদেশ বহু শিরাবিশিষ্ট হইলে সেই মানব পাপী হয়। যাহার কপালে স্বস্তিক (মাঙ্গল্য দ্রব্যবিশেষ) তুল্য চিহ্ন দৃষ্ট হয় এবং উহা যদি উন্নত শিরাসমূহে পরিব্যাপ্ত থাকে, তাহা হইলে সেই নর মহাধনবান্ হয়। ললাটদেশ নিম্ন হইলে মানব বধযোগ্য ও নিষ্ঠুর কার্য্যে রত হয়। ললাট আবৃত হইলে কৃপণ এবং উন্নত হইলে মনুষ্য রাজা হইয়া থাকে। যাহাদিগের ক্রন্দনকালে অশ্রুপাত হয় না, আর ক্রন্দনশ্রবণে শোকপ্রকাশ পায় না, সেই সকল ব্যক্তি ভাগ্যহীন হয় এবং যাহার রোদনকালে অধিক অশ্রুপাত হয় ও রোদন শুনিলে শোকের উদ্দীপনা হয়, সেই মানব ভাগ্যবান্ হইয়া থাকে। হাস্যকালে মস্তকাদি কম্পিত না হইলে তাহা শুভলক্ষণ বলিয়া স্থির করিবে। যাহার হাস্য স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় না, তাহার অন্তঃকরণে কোন দুরভিসন্ধি আছে ইহা জানা যায়, আর যে মানব পুনঃপুনঃ হাস্য করে তাহাকে অতিদুষ্ট অথবা উন্মত্ত বলিয়া জানিবে। ললাটে তিনটি রেখা থাকিলে মানব একশতবর্ষজীবী, চারিটী রেখা থাকিলে পঞ্চনবতিবৎসরজীবী এবং রাজা হয়। যাহার ললাটে রেখা দৃষ্ট হয় না, সেই নর নবতিবৎসর জীবিত থাকে; যাহার ললাটরেখা বিচ্ছিন্ন, সেই পুরুষ লম্পট হয়; আর যাহার ললাটরেখা কেশের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সেই মানব অশীতিবর্ষ বাঁচিয়া থাকে। যাহার ললাটে পাঁচটী, ছয়টী, সাতটী বা অনেকগুলি রেখা থাকে, তাহার পঞ্চাশবৎসর পরমায়ুঃ হয়। ললাটে বক্রবর্ণ রেখা দৃষ্ট হইলে তাহার আয়ুঃ চল্লিশবৎসর স্থির করিবে। ললাটরেখা ভ্রূতল পর্য্যন্ত আয়ত হইলে সেই মানবের পরমায়ুঃ ত্রিংশবর্ষ হয়। যাহার ললাটরেখা বামদিকে বক্র হইয়া অঙ্কিত, তাহার বিংশতি বৎসর পরমায়ুঃ জানিবে।

ছত্রাকারৈঃ শিরোভিশ্চ নৃপঃ শিরয়মো ধনী। চিপিটৈশ্চ পিতৃঘ্নাঃ স্যু-র্ধনাঢ্যাঃ[1] পরিমণ্ডলৈঃ।
ঘটমূর্দ্ধা পাপরুচি-র্ধনাঢ্যৈঃ পরিবর্জ্জিতঃ ॥ ৭৯

কৃষ্ণৈরাকুঞ্চিতৈঃ কেশৈঃ স্নিগ্ধৈরেকৈকসম্ভবৈঃ।
অভিন্নাগ্রৈশ্চ মৃদুভির্ন চাতিবহুভির্নৃপাঃ ॥ ৮০

বহুমূলৈশ্চ বিষমৈঃ স্থূলাগ্রৈঃ কপিলৈস্তথা। নিঃস্বাশ্চৈবাতিকুটিলৈ-র্ঘনৈরসিতমূর্দ্ধজৈঃ ॥ ৮১

যদ্ যদ্ গাত্রং মহারুক্ষং শিরালং মাংসবর্জ্জিতম্।
তৎ তৎ স্যাদশুভং সর্ব্বং শুভং সর্ব্বং ততোঽন্যথা ॥ ৮২

বিপুলস্ত্রিষু গম্ভীরো দীর্ঘঃ সূক্ষ্মশ্চ পঞ্চসু। ষড়ুন্নতশ্চতুর্হ্রস্বো রক্তাঃ সপ্ত নৃপৈঃ সমঃ ॥ ৮৩
নাভিঃ স্বরশ্চ বুদ্ধিশ্চ ত্রয়ং গম্ভীরমীরিতম্। পুংসঃ স্যাদতিবিস্তীর্ণং ললাটং বদনম্ উরঃ ॥ ৮৪
চক্ষুঃকক্ষনখনাসাঃ ষট্ সু মুখকৃকাটিকাঃ। উন্নতানি চ হ্রস্বানি জঙ্ঘা গ্রীবা চ লিঙ্গকম্ ॥ ৮৫
পৃষ্ঠং চত্বারি রক্তানি করতাল্বধরা নখাঃ। নেত্রান্তপাদজিহ্বৌষ্ঠাঃ পঞ্চ সূক্ষ্মাণি সন্তি বৈ ॥ ৮৬
দশনাঙ্গুলিপর্ব্বাণি নখ-কেশ-ত্বচঃ শুভাঃ। দীর্ঘাঃ স্তনান্তরং বাহু-দন্ত-লোচন-নাসিকাঃ ॥ ৮৭
নরাণাং লক্ষণং প্রোক্তং বদামি স্ত্রীষু লক্ষণম্ ॥ ৮৮

এই সকল রেখা ক্ষুদ্র হইলে পরমায়ুর পরিমাণ অল্প হইয়া থাকে। যাহার মস্তক ছত্রাকার সেই মানব রাজা, ধনী ও সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলভাগী হয়। যাহার মস্তক চিপিটাকার তাহার পিতার মৃত্যু হইয়া থাকে। যাহার মস্তক সুগোল সেই নর ধনাঢ্য ও যাহার মস্তক ঘটাকার সেই মানব পাপাশয় এবং নির্ধন হইয়া থাকে। যে সকল মানবের কেশরাশি কৃষ্ণবর্ণ, আকুঞ্চিত, স্নিগ্ধ, এক একটি কেশ পৃথক্ উৎপন্ন কোমল প্রত্যেকের অগ্রভাগ অভিন্ন এবং যদি সেই কেশ অতিবহুল না হয় তাহা হইলে সে রাজা হইয়া থাকে। ৭৯—৮০।

কেশগুলি বহুমূল দুই তিনটি কেশ একত্র উৎপন্ন, বিষম, স্থূলাগ্র, কপিলবর্ণ, নিস্ব, অতীব কুটিল, ঘন বা অসিত হইলে তাহা অশুভ চিহ্ন জানিবে। মনুষ্যদিগের যে যে অঙ্গ মহারুক্ষ, শিরাবিশিষ্ট ও মাংসবিহীন হয়, সেই সেই অঙ্গ অশুভসূচক বলিয়া স্থির করিবে। ইহার বিপরীত (অঙ্গসকল স্নিগ্ধ, নিম্নশির ও মাংসল) হইলে তাহাকে শুভলক্ষণ বলিয়া জানিবে। পুরুষের সমস্ত শরীরের মধ্যে তিনটি অঙ্গ বিশাল ও গভীর, পাঁচটি অঙ্গ দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম, ছয়টি অঙ্গ উন্নত, চারটি অঙ্গ হ্রস্ব এবং সাতটি অঙ্গ রক্তবর্ণ হইলে সে নরপতি তুল্য হয়। মনুষ্যদিগের নাভি, কণ্ঠস্বর, বুদ্ধি এই তিনটি গভীর হইলে উত্তম ও প্রশস্ত লক্ষণ জানিবে। পুরুষের কপাল, মুখ ও বক্ষঃস্থল এই তিনটি বিশাল হইলে শুভদায়ক হয়। চক্ষুঃ, কক্ষ, নখ, নাসিকা, মুখ ও ঘাড় এই ছয়টি অঙ্গ উন্নত হইলে তাহা শুভচিহ্ন। জঙ্ঘা, গ্রীবা, লিঙ্গ ও পৃষ্ঠ এই চারি অঙ্গ হ্রস্ব হইলে মানব সম্মান প্রাপ্ত হয়। করতল, তালু, ওষ্ঠ, অধর, নখ, নয়নপ্রান্ত, চরণতল এবং জিহ্বা এই অষ্ট অঙ্গ রক্তবর্ণ হইলে শুভজনক হয়। দন্ত, অঙ্গুলি-

১। ধনাঢ্য ইতি বা পাঠঃ।

রাজ্ঞ্যাঃ স্নিগ্ধৌ সমৌ পাদৌ তলৌ তাম্রৌ নখৌ তথা।
শ্লিষ্টাঙ্গুলী চোন্নতাগ্রৌ তাং প্রাপ্য নৃপতির্ভবেৎ ॥ ৮৯
নিগূঢ়গুল্ফকোপচিতৌ পদ্মকান্তিতলৌ তথা। অস্বেদিনৌ মৃদুতলৌ মৎস্যাঙ্ক-মকরাঙ্কিতৌ।
বজ্রাব্জহলচিহ্নৌ চ নার্য্যাঃ পাদৌ শুভোঽন্যথা ॥ ৯০
জঙ্ঘে চ রোমরহিতে সুবৃত্তে বিশিরে শুভে। অনুল্বণং সন্ধিদেশং সমং জানুদ্বয়ং শুভম্ ॥ ৯১
ঊরূ করিকরাকারা-বরোমৌ চ সমৌ শুভৌ। অশ্বত্থপত্রসদৃশং বিপুলং গুহ্যমুত্তমম্ ॥ ৯২
শ্রোণীললাটকং স্ত্রীণামুরঃ কূর্ম্মোন্নতং শুভম্। গূঢ়ো মণিশ্চ শুভদো নিতম্বশ্চ গুরুঃ শুভঃ ॥ ৯৩
বিস্তীর্ণা মাংসোপচিতা গম্ভীরা বিপুলা শুভা।
নাভিঃ প্রদক্ষিণাবর্ত্তা মধ্যং ত্রিবলিশোভিতম্ ॥ ৯৪
অরোমশৌ স্তনৌ পীনৌ ঘনাববিষমৌ শুভৌ। কঠিনা রোমশা শস্তা মৃদুগ্রীবা চ কম্বুভা ॥ ৯৫
আরক্তাধরো শ্রেষ্ঠৌ মাংসলং বর্ত্তুলং মুখম্। কুন্দপুষ্পসমা দন্তা ভাষিতং কোকিলাসমম্ ॥ ৯৬

পর্ব্ব, নখ, কেশ ও চর্ম্ম এই পঞ্চ অঙ্গ সূক্ষ্ম হইলে শুভকর। স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগ, বাহুদ্বয়, দন্তপংক্তি, নয়নদ্বয় ও নাসিকা এই পঞ্চ অঙ্গ দীর্ঘ হইলে তাহা শুভলক্ষণ বলিয়া জানিবে। ইতঃপূর্ব্বে পুরুষগণের করচরণাদি অবয়বের শুভাশুভচিহ্ন ও তাহার ফল বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে নারীদিগের ঐ সমস্ত অঙ্গের শুভাশুভ লক্ষণ ও তাহার ফল কথিত হইতেছে। যে নারীর চরণযুগল স্নিগ্ধ ও সমান, পদতল ও নখ তাম্রবর্ণ, অঙ্গুলিগুলি পরস্পর মিলিত এবং পদের অগ্রভাগ উন্নত, সেই নারী রাজপত্নী হয়, কিম্বা তাহাকে যে বিবাহ করে সেই পুরুষ রাজা হইয়া থাকে। যাহার গুল্ফপ্রদেশ গূঢ় ও প্রশস্ত, পাদতলে পদ্মের ন্যায় মনোরম, কোমল ও স্বেদবিহীন হয়; আর তাহাতে যদি মৎস্য, মকর, বজ্র, পদ্ম ও হলচিহ্ন অঙ্কিত থাকে, তাহা হইলে সেই নারী রাজপত্নী হইয়া থাকে। এই সকল চিহ্ন না থাকিলে সেই রমণী রাজপত্নী হইতে পারে না, পরন্তু সে দাসী হইয়া থাকে। ৮৯—৯০

জঙ্ঘা রোমশূন্য, শিরাবিহীন, সরল, সুগোল ও সমান আর জানুদ্বয় সমানাকার ও তাহার সন্ধিস্থান অনুচ্চ হইলে তাহা শুভলক্ষণ বলিয়া জানিবে। নারীগণের ঊরুযুগল হস্তিশুণ্ডবৎ সুগোল, রোমবিহীন ও সমান হইলে তাহা শুভচিহ্ন, আর গুহ্যদেশ অশ্বত্থপত্রবৎ বিস্তৃত হইলে তাহা প্রশস্ত। স্ত্রীদিগের নিতম্ব, ললাট ও বক্ষঃস্থল কূর্ম্মপৃষ্ঠবৎ উন্নত হইলে তাহা শুভলক্ষণ। নারীর মণি গূঢ় এবং নিতম্ব গুরুতর হইলে তাহা শুভচিহ্ন বলিয়া জানিবে। যে রমণীর নাভি বিস্তৃত, মাংসল, গভীর, বিপুল, দক্ষিণাবর্ত্ত ও মধ্য ভাগে ত্রিবলিবেষ্টিত সেই রমণীকে শুভলক্ষণা বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। নারীগণের স্তনযুগল রোমশূন্য, স্থূল, ঘন এবং অবিষম (একটি ছোট ও অপরটি বড় নহে) হইলে শুভচিহ্ন বলিয়া জানিবে। আর রমণী-দিগের গ্রীবাদেশ, কঠিন, লোমযুক্ত, মৃদু (সুখস্পর্শ) ও শঙ্খবৎ হইলে তাহা শুভলক্ষণ। রমণীর অধর ঈষৎ রক্তবর্ণ, মুখ মাংসল ও বর্ত্তুল, দন্ত কুন্দপুষ্পবৎ সুদৃশ্য, বাক্য কোকিলা-

দাক্ষিণ্যযুক্তমশঠং হংসশব্দসুখাবহম্। নাসা সমা সমপুটা স্ত্রীণাং রুচিরা শুভা ॥ ৯৭
নীলোৎপলনিভং চক্ষুর্নাসালগ্নং শুভাবহম্ ॥ ৯৮
ন পৃথূ বালেন্দুনিভে ভ্রুবৌ চাথ ললাটকম্। শুভমর্দ্ধেন্দুসংস্থান-মতুঙ্গং ত্বলোমকম্ ॥ ৯৯
অমাংসলং কর্ণযুগং সমং মৃদু সমাহিতম্। স্নিগ্ধনীলাশ্চ মৃদবো মূর্দ্ধজাঃ কুঞ্চিতাঃ শুভাঃ ॥ ১০০
স্ত্রীণাং সমং শিরঃ শ্রেষ্ঠং পাদে পাণিতলেঽথবা। বাজিকুঞ্জরশ্রীবৃক্ষ-যূপেষু-যব-তোমরৈঃ ॥ ১০১
ধ্বজ-চামর-মালাভিঃ শৈল-কুণ্ডলবেদিভিঃ। শঙ্খাতপত্রপদ্মৈশ্চ মৎস্য-স্বস্তিক-সদ্রথৈঃ।
লক্ষ্মৈরঙ্কুশাদ্যৈশ্চ স্ত্রিয়ঃ স্যু রাজবল্লভাঃ ॥ ১০২
নিগূঢ়মণিবন্ধৌ চ পদ্মগর্ভোপমৌ করৌ। ন নিম্নং নোন্নতং স্ত্রীণাং ভবেৎ করতলং শুভম্ ॥ ১০৩

রেখাভিস্ত্ববিধবাং কুর্য্যাৎ সম্ভোগিনীং স্ত্রিয়ম্।
রেখা যা মণিবন্ধোত্থা গতা মধ্যাঙ্গুলীং করে ॥ ১০৪
গতা পাণিতলে যা চ যাদ্বপাদতলে[1] স্থিতা।
স্ত্রীণাং পুংসাং তথা সা তু রাজ্যায় চ সুখায় চ ॥ ১০৫

কনিষ্ঠিকামূলভবা রেখা কুর্য্যাচ্ছতায়ুষম্। প্রদেশিনীমধ্যমাভ্যাং-মধ্যমাগতা সতী ॥ ১০৬

কাকলী তুল্য সুমধুর, দাক্ষিণ্যযুক্ত, অকপট কিংবা হংসশব্দবৎ সুখাবহ, নাসিকা ও নাসাপুট সমান ও সুন্দর হইলে তাহা শুভচিহ্ন বলিয়া স্থির করিবে। স্ত্রীদিগের চক্ষুঃ নীলোৎপলবৎ এবং নাসিকালগ্ন হইলে তাহা শুভচিহ্ন বলিয়া জানিবে। ভ্রূযুগল বালচন্দ্রবৎ ও অতিশয় বিস্তৃত না হইলে আর ললাট অর্দ্ধচন্দ্রবৎ অনুচ্চ ও লোমবিহীন হইলে তাহা শুভলক্ষণ। যে নারীর কর্ণদ্বয় অতি স্থূল নহে, অথচ সমানাকার ও কোমল তাহাকে শুভলক্ষণা বলিয়া জানিবে। কেশপাশ স্নিগ্ধ, নীলবর্ণ কোমল ও আকুঞ্চিত হইলে শুভলক্ষণ হয়। ৯৭—১০০

রমণীর মস্তক সমান হইলে তাহা প্রশস্ত; যার করতলে বা পদতলে অশ্ব, হস্তী, শ্রীবৃক্ষ, যূপ, বাণ, যব, তোমর, ধ্বজ, চামর, মালা, পর্ব্বত, কুণ্ডল, বেদী, শঙ্খ, ছত্র, পদ্ম, মৎস্য, স্বস্তিক, রথ, অঙ্কুশ প্রভৃতি চিহ্ন থাকিলে সেই কামিনী রাজপত্নী হইয়া থাকে। স্ত্রীদিগের মণিবন্ধ নিগূঢ়, হস্তদ্বয় পদ্মের ন্যায়, করতল নিম্ন ও উন্নত না হইলে তাহা শুভচিহ্ন বলিয়া জানিবে। স্ত্রীদিগের করতলে অধিক রেখা দৃষ্ট হইলে সেই রমণী যাবজ্জীবন সধবা থাকিয়া বিবিধভোগে কালযাপন করিতে থাকে। করতলে যে রেখা মণিবন্ধ হইতে উদ্গত হইয়া মধ্যমাঙ্গুলির মূলপর্য্যন্ত গমন করে, তাহার নাম ঊর্দ্ধরেখা। স্ত্রী কিম্বা পুরুষ যাহারই করতলে অথবা পদতলে ঐরূপ ঊর্দ্ধরেখা দৃষ্ট হয়, সেই স্ত্রী বা পুরুষ রাজ্যলাভ করিয়া সুখভোগে কালযাপন করে। যাহার করতলে আয়ুরেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূল হইতে উৎপন্ন হইয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলীর মধ্যস্থান পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে, সেই মানব শতবর্ষ জীবিত থাকে। তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলীর মধ্যভাগ হইতে যাহার আয়ুরেখা যে পরিমাণে ন্যূন থাকে, তাহার পরমায়ুর

১। যোদ্ধপাদ ৫.ন।

ঊনা ঊনায়ুষং কুর্য্যাদ্রেখা চাঙ্গুষ্ঠমূলগা।
বৃহত্যঃ পুত্রদাস্তাঃ ক্ষীণাঃ প্রমদাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১০৭
স্বল্পায়ুষো বহুচ্ছিন্না দীর্ঘাচ্ছিন্না মহায়ুষঃ।
শুভঞ্চ লক্ষণং স্ত্রীণাং প্রোক্তমশুভমন্যথা ॥ ১০৮
কনিষ্ঠিকানামিকা বা যস্যা ন স্পৃশতে মহীম্।
অঙ্গুষ্ঠং বা গতাতীত্য তর্জ্জনী কুলটা চ সা ॥ ১০৯
উর্দ্ধং যাভ্যাং পিণ্ডিকাভ্যাং জঙ্ঘে চাতিশিরালকে।
রোমশে চাতিমাংসে চ কুম্ভাকারং তথোদরম্।
বামাবর্ত্তং নিম্নমল্পং দুঃখিতানাঞ্চ গুহ্যকম্ ॥ ১১০
গ্রীবয়া হ্রস্বয়া নিঃস্বা দীর্ঘয়া চ কুলক্ষয়ঃ। পৃথুলয়া প্রচণ্ডাশ্চ স্ত্রিয়ঃ স্যুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১১
কেকরে পিঙ্গলে নেত্রে শ্যাবে লোলেক্ষণাসতী।
স্মিতে কূপে গণ্ডয়োশ্চ সা ধ্রুবং ব্যভিচারিণী ॥ ১১২
প্রলম্বিনি ললাটে তু দেবরং হন্তি চাঙ্গনা।
উদরে শ্বশুরং হন্তি পতিং হন্তি স্ফিচোর্দ্বয়োঃ ॥ ১১৩
যা তু রোমোত্তরোষ্ঠী স্যান্ন শুভা ভর্ত্তুরেব হি।
স্তনৌ সরোমাবশুভৌ কর্ণৌ চ বিষমৌ তথা ॥ ১১৪

পরিমাণও সেই পরিমাণে ন্যূন হয়। আয়ুরেখা স্থূল থাকে, তাহার অনেক পুত্র; আর যাহার ঐ রেখা ক্ষীণ হয় তাহার অনেক কন্যা জন্মে। যাহাদের আয়ুরেখা স্থানে স্থানে ছিন্ন থাকে তাহারা অল্পকালজীবী এবং যাহাদিগের আয়ুরেখা অচ্ছিন্ন ও দীর্ঘ তাহারা দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। যে সকল শুভলক্ষণ কথিত হইল, ইহার বিপরীত হইলে অশুভলক্ষণ বলিয়া জানিবে। গমনকালে যে যে নারীর কনিষ্ঠা কিংবা অনামিকাঙ্গুলী ভূমি স্পর্শ করে না এবং পাদদ্বয়ের তর্জ্জনী অঙ্গুষ্ঠা হইতে বৃহৎ, সে বেশ্যা হইয়া থাকে। যে সকল রমণীর পিণ্ডিকাদ্বয় জঙ্ঘার ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত, জঙ্ঘাদ্বয় শিরাল, রোমশ ও মাংসল, উদর কুম্ভবৎ, গুহ্যদেশ বামাবর্ত্ত ও কিঞ্চিৎ নিম্ন; সেই সকল নারী দুঃখভাগিনী। ১০১—১১০

যে রমণীর গ্রীবা খর্ব্ব, সে ধনহীনা ও যাহার গ্রীবা অতিদীর্ঘ, সেই নারী কুলক্ষয়কারিণী; আর যাহার গ্রীবা বিস্তৃত, সে নিশ্চয়ই প্রচণ্ডা হইয়া থাকে। যে নারীর নয়ন কেকর (ট্যারা), পিঙ্গলবর্ণ, শ্যামলবর্ণ বা চঞ্চল সে নিশ্চয়ই অসতী হয়। যাহার হাস্যকালে গণ্ডদ্বয়ে কূপ দৃষ্ট হয়, সেই রমণী ব্যভিচারিণী হইয়া থাকে। যে নারীর ললাটে লম্বমান রেখা থাকে, তাহার দেবর নষ্ট হয়। কামিনীর উদরে ঐরূপ রেখা দৃষ্ট হইলে তাহার শ্বশুর এবং যাহার নিতম্বদ্বয়ে ঊরূরূপ রেখা থাকে, তাহার পতি বিনষ্ট হয়। যে স্ত্রীর অধরে রোম দৃষ্ট হয়, সে কদাপি স্বামীর সুখবর্দ্ধন করিতে পারে না। স্ত্রীদিগের স্তনদ্বয় রোমযুক্ত হইলে তাহা

করালা বিষমা যস্যাঃ ক্লেশায় চ ভবায় চ[1] ।
চৌর্য্যায় কৃষ্ণমাংসাস্তু দীর্ঘা ভর্ত্তুশ্চ মৃত্যবে ॥ ১১৫
ক্রব্যাদরূপৈর্হস্তৈশ্চ বৃককাকাদিসন্নিভৈঃ । শিরালৈর্বিষমৈঃ শুষ্কৈর্বিত্তহীনা ভবন্তি হি ।
সশ্মশ্রূত্তরৌষ্ঠী যা কলহে রূক্ষভাষিণী ॥ ১১৬
স্ত্রীষু দোষা বিরূপাসু যত্রাকারো গুণাস্ততঃ ।
নরস্ত্রীলক্ষণং প্রোক্তং বক্ষ্যে তু জ্ঞানদায়কম্ ॥ ১১৭

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নরস্ত্রীলক্ষণং নাম পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ ।

নির্লক্ষণা শুভা স্যাচ্চ চক্রাঙ্কিত-শিলার্চ্চনাৎ । আদৌ সুদর্শনো মুক্তি-লক্ষ্মীনারায়ণঃ পরঃ ॥ ১
ত্রিচক্রোঽচ্যুতদেবঃ স্যাচ্চতুশ্চক্রশ্চতুর্ভুজঃ । বাসুদেবশ্চ প্রদ্যুম্নস্তথা সঙ্কর্ষণঃ স্মৃতঃ ॥ ২

অশুভচিহ্ন বলিয়া জানিবে ; আর কর্ণদ্বয় বিষম হইলে সেই স্ত্রীকে অশুভলক্ষণা জানিয়া পরিহার করিবে। যে স্ত্রীর দন্ত করাল ও বিষম সে যাবজ্জীবন ক্লেশভাগিনী হয়। যাহার দন্তমাংস কৃষ্ণবর্ণ, সে চৌর্য্যবৃত্তি আশ্রয় করে। যাহার দন্ত দীর্ঘ সে রমণী পতিঘাতিনী হয়। হস্ত রাক্ষস, ব্যাঘ্র অথবা কাকাদির হস্তের ন্যায়, শিরাবিশিষ্ট, বিষম ও শুষ্ক তাহারা নির্দ্ধন হয়। যে স্ত্রীর উত্তরোষ্ঠ সশ্মশ্রু, সে সর্ব্বদা লোকের সহিত কলহ করিয়া রুক্ষবাক্য প্রয়োগ করে। যে সকল নারীর আকার কুৎসিত, তাহাদিগের স্বভাবেও অনেক দোষ থাকে ; আর যাহাদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল সুলক্ষণাক্রান্ত তাহাদিগের চরিত্রও বিশুদ্ধ জানিবে। "গুণসকল রূপের অনুগামী" এই মহাবাক্য প্রসিদ্ধ আছে। এই নরনারী-লক্ষণ কথিত হইল ; এই সকল লক্ষণ পরিজ্ঞাত থাকিলে মনুষ্যের সচ্চরিত্র বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে। ১১২—১১৭

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নরস্ত্রীলক্ষণ নামক পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়

হরি কহিলেন,—যদি কোন স্ত্রীর শরীরলক্ষণ অতিশয় নিন্দিত হয়, তাহা হইলে শাল-গ্রামশিলোপরি বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিলে শুভফল হইয়া থাকে। সুদর্শন, লক্ষ্মীনারায়ণ, ত্রিচক্র,

১ । ভবতি চে ।

পুরুষোত্তমশ্চাষ্টমঃ বাসুব্যূহো দশাত্মকঃ। একাদশেঽনিরুদ্ধঃ স্যাদ্দ্বাদশো দ্বাদশাত্মকঃ ॥ ৩
অত ঊর্দ্ধমনন্তঃ স্যাচ্চক্রে রেখাদিকৈঃ ক্রমাৎ। সুদর্শনা লক্ষিতাশ্চ পূজিতাঃ সর্ব্বকামদাঃ ॥ ৪
শালগ্রামশিলা যত্র দেবো দ্বারাবতীভবঃ। উভয়োঃ সঙ্গমো যত্র তত্র মুক্তির্ন সংশয়ঃ ॥ ৫
শালগ্রামো দ্বারকা চ নৈমিষং পুষ্করং গয়া। বারাণসী প্রয়াগশ্চ কুরুক্ষেত্রঞ্চ শূকরম্ ॥ ৬
গঙ্গা চ নর্ম্মদা গোদা চন্দ্রভাগা সরস্বতী। শ্রীক্ষেত্রঞ্চ[1] মহাকালং তীর্থান্যেতানি শঙ্কর।
সর্ব্বপাপহরাণ্যেব ভুক্তিমুক্তিপ্রদানি বৈ ॥ ৭
প্রভবো বিভবঃ শুক্লঃ প্রমোদোঽথ প্রজাপতিঃ। অঙ্গিরাঃ শ্রীমুখো ভাবো যুবা ধাতা তথৈব চ ॥ ৮
ঈশ্বরো বহুধান্যশ্চ প্রমাথী বিক্রমো বৃষঃ। চিত্রভানুঃ সুভানুশ্চ তারণঃ পার্থিবোঽব্যয়ঃ[2] ॥ ৯
সর্ব্বজিৎ সর্ব্বধারী চ বিরোধী বিকৃতঃ খরঃ[3]। নন্দনো বিজয়শ্চৈব জয়ো মন্মথদুর্ম্মুখৌ ॥ ১০
হেমলম্বো বিলম্বশ্চ বিকারী শর্ব্বরী প্লবঃ। শুভকৃচ্ছোভনঃ ক্রোধী বিশ্বাবসুঃ পরাভবঃ ॥ ১১
প্লবঙ্গঃ কীলকঃ সৌম্যঃ সাধারণ-বিরোধকৃৎ। পরিধাবী[4] প্রমাদী চ আনন্দো রাক্ষসো নলঃ ॥১২
পিঙ্গলঃ কালসিদ্ধার্থৌ[5] রৌদ্রো দুর্ম্মতিঃ দুন্দুভিস্তথা। রুধিরোদ্গারী রক্তাক্ষঃ ক্রোধনোঽক্ষয়ঃ।
শোভনাশোভনা জ্ঞেয়া নামতুল্যফলা হি বৎসরাঃ ॥ ১৩

অচ্যুত, চতুশ্চক্র, চতুর্ভুজ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ, পুরুষোত্তম একস্থানে এই দশ চক্র সমাবেশিত হইলে নবব্যূহ হয়। একাদশ অনিরুদ্ধ, দ্বাদশ দ্বাদশাত্মক চক্র ও তদোর্দ্ধ্ব অনন্তচক্র। রেখাদি লক্ষণদ্বারা চক্রসকল নির্ণীত হইয়া থাকে। উক্ত চক্রসকল বিলোকন করত অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বকামনা পরিপূর্ণ হয়। যে স্থানে শালগ্রামশিলা ও দ্বারকাশিলা এতদুভয়ের সঙ্গম হয়, সেই স্থান মহাতীর্থ, সেই সেই মহাতীর্থে মনুষ্যের নিশ্চয় মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। হে শিব! শালগ্রাম, দ্বারকা, নৈমিষ, পুষ্কর, গয়া, বারাণসী, প্রয়াগ, কুরুক্ষেত্র, শূকরগঙ্গা, নর্ম্মদা, গোদা, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, শ্রীক্ষেত্র ও মহাকাল এই সকল স্থান পুণ্যতীর্থ। উক্ত পুণ্যতীর্থ দর্শন করিলে সর্ব্ববিধ পাপ নষ্ট হয় এবং ভুক্তি ও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। ১—৭

অনন্তর বর্ষনাম কথিত হইতেছে। প্রভব, বিভব, শুক্ল, প্রমোদ, প্রজাপতি, অঙ্গিরাঃ, শ্রীমুখ, ভাব, যুবা, ধাতা, ঈশ্বর, বহুধান্য, প্রমাথী, বিক্রম, বৃষ, চিত্রভানু, সুভানু, তারণ, পার্থিব, ব্যয়, সর্ব্বজিৎ, সর্ব্বধারী, বিরোধী, বিকৃত, খর, নন্দন, বিজয়, জয়, মন্মথ, দুর্ম্মুখ, হেমলম্ব, বিলম্ব, বিকারী, শর্ব্বরী, প্লব, শুভকৃৎ, শোভন, ক্রোধ, বিশ্বাবসু, পরাভব, প্লবঙ্গ, কীলক, সৌম্য, সাধারণ, বিরোধকৃৎ, পরিধাবী, প্রমাদী, আনন্দ, রাক্ষস, নল, পিঙ্গল, কাল, সিদ্ধার্থ, রৌদ্র, দুর্ম্মতি, দুন্দুভি, রুধিরোদ্গারী, রক্তাক্ষ, ক্রোধন এবং অক্ষয় এই সকল নামে বর্ষসকল খ্যাত হয়। নামানুসারে উক্ত বর্ষসমূহের শুভাশুভ ফল নির্ণীত হইয়া থাকে। ৮—১৩

১। [illegible]। ২। পার্থিবো ব্যয়ঃ। ৩। খরঃ। ৪। পরিধাবী।
৫। [illegible] র্থৌঃ।

কালং বক্ষ্যামি সংসিদ্ধ্যৈ রুদ্র পঞ্চস্বরোদয়াৎ । রাজ্য সাক্ষ্য উদাসী চ পীড়া মৃত্যুস্তথৈব চ ॥ ১৪

আ ঈ ঊ ঐ ঔ স্বরাণি চ লিখেৎ পঞ্চাদিকোষ্ঠকে।
ঊর্দ্ধতির্য্যগ্‌গতৈ রেখৈঃ ষড়্‌বহ্নিক্রমমাগতৈঃ ॥ ১৫
তিথী একাদিকোষ্ঠেষু অগ্নো রাজাথ সাক্ষ্যঃ ।
উদাসপীড়ামৃত্যুশ্চ কুজঃ সোমসুতঃ ক্রমাৎ ॥ ১৬

শুক্রশ্চনৈশ্চরো রবিচন্দ্রৌ যথোদিতম্‌ । রেবত্যাদি-শিবান্তাশ্চ ঋক্ষে চ প্রথমা কলা ॥ ১৭
পঞ্চ পঞ্চাত্র ভানি চৈত্রাদ উদয়স্তথা । দ্বাদশাহো দ্বিমাসৈশ্চ নাম্ন আদ্যক্ষরং তথা ॥ ১৮
কলাদিনা চ যা তিষ্ঠেৎ পঞ্চমস্তস্য বৈ মৃতিঃ । কলাতিথিস্তথা বারো নক্ষত্রং মাসমেব চ ।
নামোদয়শ্চ পূর্ব্বশ্চ তথা ভবতি নান্যথা ॥ ১৯

ওঁ ক্ষৌং শিবায় নমঃ ॥ ২০

আখ্যাতজং শিরসি ক্ষাং[1] বিষগ্রহহরং তথৈব । ত্রৈলোক্যমোহনং বীজং নৃসিংহস্য তু পদপম্‌ ॥ ২১

হে শঙ্কর ! লোকের শুভাশুভ নির্ণয়ার্থ পঞ্চস্বরের উদয়কাল নিরূপিত হইতেছে । রাজ্য, সাক্ষ্য, উদাসী, পীড়া ও মৃত্যু—পঞ্চস্বরের এই পঞ্চ নাম নির্দ্দিষ্ট আছে । আ, ঈ, ঊ, ঐ, ঔ এই পাঁচটী স্বর লইয়া এই পঞ্চস্বরামতে গণনা করিবে । ঊর্দ্ধে ছয় রেখা এবং তির্য্যগ্‌ভাবে চারিটী রেখা অঙ্কিত করিয়া পঞ্চদশ কোষ্ঠায় বিভক্ত একটি চক্র অঙ্কিত করিবে । তাহাতে আ, ঈ, ঊ, ঐ, ঔ, এই পঞ্চস্বর ; রাজ্য-সাক্ষ্যাদি পাঁচ নাম ; নন্দা, ভদ্রা, জয়া, রিক্তা, পূর্ণা এই সকল তিথি ; আর মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রবি, সোম এই সকল বার লিখিবে । অ-স্বরে রেবতী হইতে আর্দ্রা পর্য্যন্ত সাত নক্ষত্র, ই স্বরে পুনর্ব্বসু হইতে উত্তর-ফল্গুনী পর্য্যন্ত পাঁচ নক্ষত্র, উ স্বরে উত্তরফল্গুনী হইতে বিশাখা পর্য্যন্ত পাঁচ নক্ষত্র, এ-স্বরে অনুরাধা হইতে উত্তরাষাঢ়া পর্য্যন্ত পাঁচ নক্ষত্র আর ও-স্বরে শ্রবণা হইতে উত্তরভাদ্রপদ পর্য্যন্ত পাঁচ নক্ষত্র অঙ্কিত করিবে । ১৪ ১৭

চৈত্রমাস হইতে দুই মাস বার দিন করিয়া এক এক স্বরের উদয় হয় । অ স্বরে—আ, কা, চা, ডা, ধা, ভা, বা ; ই স্বরে—ঈ, খি, জি, ঢি, নি, মি, শি ; উ স্বরে—ঊ, গু, ঝু, তু, পু, যু, ষু ; এ স্বরে—এ, ঘে, টৈ, থে, ফে, রে, সে ; ও স্বরে—ও, ঙৌ, ঠৌ, দো, বো, লো, হো ; এই প্রকারে বর্ণ বিন্যাস করিয়া নামের আদ্যক্ষর অনুসারে স্বর নির্ণয় করিবে । ইহার পাঁচ প্রকার স্বরনির্ণয় করিয়া শুভাশুভ গণনা নির্ণয় করিবে । যাহার নামের আদি বর্ণ যে কোষ্ঠাতে দৃষ্ট হইবে, সেই কোষ্ঠার লিখিত মাস বার তিথি নক্ষত্রাদিতে শুভাশুভ ফল নিশ্চয় করিবে । রাজ্যস্বরে বিজয়, সাক্ষ্য-স্বরে লাভ, উদাসী-স্বরে কার্য্যসিদ্ধি, পীড়া-স্বরে রোগ এবং মৃত্যু-স্বরে মৃত্যু হইয়া থাকে । ওঁ ক্ষৌং শিবায় নমঃ, এই মন্ত্র পূর্ব্বপক্ষে

---

১ । আখ্যাতজশিখায়াঞ্চ ।

মৃত্যুঞ্জয়ো গণো লক্ষ্মী রোচনাদ্যৈশ্চ লেখিতাঃ।
মূর্দ্ধ্নি তু ধারিতাঃ কণ্ঠে বাহৌ চেতি জয়াদিদাঃ ॥ ২২

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে জ্যোতিঃশাস্ত্রং নাম ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

হরেঃ শ্রুত্বা হরো গৌরীং দেহস্থং জ্ঞানমব্রবীৎ।
কুজো বহ্নী রবিঃ পৃথ্বী শৌরিরাপঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১
বায়ুসংস্থঃ স্থিতো রাহুর্দক্ষরন্ধ্রপ্রভাসকঃ। গুরুঃ শুক্রস্তথা সৌম্য-শশাঙ্কশ্চৈব চতুর্থকঃ ॥ ২
বামনাড্যাশ্চ মধ্যস্থান্ কারয়েৎপাবনস্তথা। যদা চার ইড়াযুক্তস্তদা কর্ম্ম সমাচরেৎ ॥ ৩
স্থানসেবাং তথা ধ্যানং বাণিজ্যং রাজদর্শনম্। অন্যানি শুভকর্মাণি কারয়েচ্চ প্রযত্নতঃ ॥ ৪
দক্ষনাড়ীপ্রবাহে তু শনির্ভৌমশ্চ সৈংহিকঃ। ইনশ্চৈব তথাপ্যেষ পাপানামুদয়ো ভবেৎ ॥ ৫
শুভাশুভবিবেকো হি জায়তে তু স্বরোদয়াৎ। ৬

গোরোচনা দ্বারা লিখিয়া বাহুতে কিংবা কণ্ঠে ধারণ করিলে সর্ব্বস্থানে বিজয়লাভ হয়। অথবা ঐরূপে নৃসিংহবীজ ধারণ করিলে ত্রিভুবন মোহিত করিতে পারে। ১৮-২২

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে জ্যোতিশাস্ত্র নামক ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৬।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়

সূত কহিলেন, মহাদেব হরির নিকট যে দেহনির্ণায়ক স্বরোদয়শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছিলেন, তিনি তাহা পার্ব্বতীকে বলিতে লাগিলেন। পিঙ্গলা নাড়ীতে (দক্ষিণ নাসিকাতে) শ্বাস-বহনকালে মঙ্গল অগ্নিতত্ত্বের অধিপতি, সূর্য্য পৃথিবীতত্ত্বের অধিপতি, শনি জলতত্ত্বের অধিপতি এবং রাহু বায়ুতত্ত্বের অধিপতি হয়। ইড়া নাড়ীতে (বামনাসিকাতে) শ্বাসবহন-কালে বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ ও চন্দ্র এই চারি গ্রহ যথাক্রমে উক্ত চারি তত্ত্বের অধিপতি হইয়া থাকে। যখন ইড়া নাড়ীতে (বামনাসাপুটে) শ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন স্থানসেবা (তীর্থযাত্রাদি), ধ্যান, বাণিজ্য, রাজদর্শন ও অন্যান্য শুভকর্ম্ম অতি যত্নের সহিত করিবে। পিঙ্গলানাড়ীতে (দক্ষিণনাসাপুটে) শ্বাস প্রবহণকালে শনি, মঙ্গল, রাহু ও সূর্য্য এই চারি পাপগ্রহের উদয় হইয়া থাকে। এই স্বরোদয় শাস্ত্র শিক্ষা করিলে, সমুদয় শুভ কার্য্যের জ্ঞান জন্মে। শুভগ্রহ শুভকার্য্যের ফল প্রদান করে। এ নিমিত্ত শুভকার্য্য করিতে হইলে, যখন

দেহমধ্যে স্থিতা নাড্যো বহুরূপাঃ সুবিস্তরাঃ। নাভেরধস্তাৎ যঃ কন্দঃ অঙ্কুরাস্তত্র নির্গতাঃ ॥ ৭
দ্বিসপ্ততিসহস্রাণি নাভিমধ্যে ব্যবস্থিতাঃ। চক্রবচ্চ স্থিতাস্তাস্তু সর্ব্বাঃ প্রাণহরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮
তাসাং মধ্যে ত্রয়ঃ শ্রেষ্ঠা[1] বাম-দক্ষিণ-মধ্যমাঃ ॥ ৯

বামা সোমাত্মিকা প্রোক্তা দক্ষিণা রবিসন্নিভা।
মধ্যমা চ ভবেদগ্নিঃ ফলভাং কালরূপিণী ॥ ১০

বামা অমৃতরূপা চ জগদাপ্যায়নে স্থিতা। দক্ষিণা রৌদ্রভাবেন জগচ্ছোষয়তে সদা ॥ ১১

উভয়োর্বাহে তু মৃত্যুঃ স্যাৎ সর্ব্বকার্য্যবিনাশিনী।
নির্গমে তু ভবেদ্বামা প্রবেশে দক্ষিণা স্মৃতা ॥ ১২

ইড়াচারে তথা সৌম্যং চন্দ্রসূর্য্যগতস্তথা। কারয়েৎ ক্রূরকর্ম্মাণি প্রাণে পিঙ্গলসংস্থিতে ॥ ১৩

যাত্রায়াং সর্ব্বকার্য্যেষু বিষাপহরণে ইড়া।
ভোজনে মৈথুনে যুদ্ধে পিঙ্গলা সিদ্ধিদায়িকা ॥ ১৪

উচ্চাটমারণাদ্যেষু কর্ম্মস্বেতেষু পিঙ্গলা। মৈথুনে চৈব সংগ্রামে ভোজনে সিদ্ধিদায়িকা ॥ ১৫

শোভনেষু চ কার্য্যেষু যাত্রায়াং বিষকর্ম্মণি।
শান্তিমুক্ত্যর্থসিদ্ধ্যৈ চ ইড়া যোজ্যা নরাধিপৈঃ ॥ ১৬

বামনাসাতে শ্বাস প্রবাহিত হইবে তখন করিবে ; আর অশুভকার্য্য করিতে হইলে, যখন দক্ষিণনাসাতে শ্বাস বহন হইবে, তখন করিবে। শরীরের মধ্যে বিবিধ আকারের অনেকগুলি সুবিস্তৃত নাড়ী আছে। এই সকল নাড়ী নাভির নিম্নে মূলকন্দ (মূলাধার) হইতে নির্গত হইয়াছে। সর্ব্বসমেত নাড়ীর সংখ্যা বাহাত্তর হাজার। ইহারা চক্রবৎ অবস্থিতি করিতেছে। এই সকল নাড়ীর মধ্যে বাম (ইড়া), দক্ষিণ (পিঙ্গলা) ও মধ্যম (সুষুম্না) এই তিনটী নাড়ীই প্রধান। ইড়া নাড়ী চন্দ্র, পিঙ্গলা সূর্য্য ও সুষুম্না অগ্নি তুল্য। এই সুষুম্না নাড়ীই কালরূপিণী। ৯-১০

বামদিকের নাড়ী সুধাস্বরূপা, জগতের তৃপ্তি সাধনই ইহার কার্য্য। দক্ষিণদিকের নাড়ীতে পিঙ্গলা শ্বাস বহনকালে মহাতাপ প্রকাশ পায় ; জগতের শোষণ করাই ইহার কার্য্য। আর উভয় নাসাপুটে (সুষুম্নাতে) শ্বাসবহনকালে মৃত্যু এবং সর্ব্বকর্ম্ম ধ্বংস হয়। পিঙ্গলানাড়ীতে (দক্ষিণনাসাবহনকালে) ক্রূরকর্ম্মসকল করিবে। আর ইড়ানাড়ীতে (বামনাসাবহনসময়ে) শুভ কার্য্যসকল করিবে, তাহাতে শুভ ফল হইবে। ইড়ানাড়ীতে (বামনাসাবহনকালে) যাত্রা ও বিষহরণ, আর পিঙ্গলাতে (দক্ষিণনাসাবহনকালে) ভোজন, যুদ্ধ, সুরত ইত্যাদি কার্য্য করিবে। পিঙ্গলানাড়ীতে বায়ুবহনকালে উচ্চাটন, মারণ, মৈথুন, সংগ্রাম প্রভৃতি কর্ম্ম করিলে, সিদ্ধি হইবে। ইড়ানাড়ীতে (বামনাসাবহনকালে) শুভকার্য্য, যাত্রা, বিষপ্রয়োগ, শান্তিকার্য্য, মুক্তি এবং অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্ম করিলে শুভদায়ক

১। [illegible]।

শান্ত্যাদৈকব প্রবাহে চ ক্রূরসৌম্যবিবর্জ্জনে। বিষুবং তত্র জানীয়াৎ সংস্মরেৎ তু বিচক্ষণঃ ॥ ১৭
সৌম্যাদি-শুভকার্য্যেষু লাভাদি-জয়জীবিতে। গমনাগমনে চৈব বামা সর্ব্বত্র পূজিতা ॥ ১৮
যুদ্ধাদিভোজনে[১] স্নাতে স্ত্রীণাঞ্চৈব তু সঙ্গমে। প্রশস্তা দক্ষিণা নাড়ী প্রবেশে ক্ষুদ্রকর্ম্মণি ॥ ১৯

শুভাশুভানি কার্য্যাণি লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
জীবো জীবাম যং পৃচ্ছেৎ ন সিধ্যতি চ মধ্যমা ॥ ২০

বামাচারেঽথবা দক্ষে প্রবেশে যত্র মারুতঃ। তত্রস্থঃ পৃচ্ছতে যস্তু তত্র সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ ॥ ২১
বৈচ্ছেদ্যো বামদেবস্তু যদা বহতি চানিলে। তত্র ভাগে স্থিতঃ পৃচ্ছেৎ সিদ্ধির্ভবতি নিষ্ফলা ॥ ২২

বামে বা দক্ষিণে বাপি যত্র সংক্রমতে শিবা।
ঘোরে ঘোরাণি কার্য্যাণি সৌম্যে বৈ মধ্যমানি চ ॥ ২৩
প্রস্থিতে জানতো হংসে শান্ত্যাং বৈ সর্ব্ববাহিনি।
তদা মৃত্যুং বিজানীয়াদ্ যোগী যোগবিশারদঃ ॥ ২৪

যত্র যত্র স্থিতঃ পৃচ্ছে-দ্বামদক্ষিণসম্মুখঃ। তত্র তত্র সমং বিদ্যাদ্বাতচক্রোদয়নং সদা ॥ ২৫
অগ্রতো বামিকা শ্রেষ্ঠা পৃষ্ঠতো দক্ষিণা শুভা। বামেন বামিকা প্রোক্তা দক্ষিণে দক্ষিণা শুভা ॥ ২৬
জীবো জীবতি জীবেন যদ্যুদ্ধং স মন্ত্রো ভবেৎ ॥ ২৭
যৎ কিঞ্চিৎ কার্য্যমুদ্দিষ্টং জয়াদিশুভলক্ষণম্। তৎ সর্ব্বং পূর্ণনাড্যান্তু জায়তে নির্ব্বিকল্পতঃ ॥ ২৮

হইবে। সুষুম্না নাড়ীতে (উভয়নাসাবহনকালে) শুভ কিংবা অশুভ কোন কার্য্যই করিবে না; বিচক্ষণ ব্যক্তি সুষুম্না-নাড়ী-বহনকালে সর্ব্বকার্য্যই পরিহার করিবে। লাভ, বিজয়, শুভ, আয়ুষ্করকার্য্য, গমন, আগমন ইত্যাদি বিষয়ে ইড়ানাড়ীই প্রশস্ত। যুদ্ধ, ভোজন, প্রহার, স্ত্রীসঙ্গম, প্রবেশ, ক্ষুদ্রকার্য্য (খাদ্যকরণ প্রভৃতি) দক্ষিণনাসিকা-বহনকালে করিলে, সুসিদ্ধ হইবে। সুষুম্নানাড়ী বহনকালে শুভ ও অশুভ যে কোন কার্য্য, লাভ, অলাভ, জয়, পরাজয়, ইত্যাদি সিদ্ধ হয় না; আর জীবনবিষয়ক প্রশ্নেরও শুভ হয় না। বামনাসাতে অথবা দক্ষিণনাসাতে শ্বাস-প্রবেশসময়ে যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রশ্ন করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে। ইহার বিপরীতে, অর্থাৎ শ্বাস নির্গমকালে ও যে নাসাতে শ্বাসবহন হয়, সেই দিক্ হইতে কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করিলে, তাহা নিষ্ফল হইবে। ১১-২২

বাম নাসা অথবা দক্ষিণনাসাতে বায়ুবহনকালে বিবেচনা সহকারে ক্রূরের উদয়ে ক্রূরকার্য্য এবং শুভের উদয়ে শুভকার্য্য করিবে। আর সুষুম্নার বহনে মৃত্যু হইয়া থাকে, ইহা যোগবিশারদ যোগিব্যক্তি জ্ঞাত আছেন। প্রশ্নকর্ত্তা বাম, দক্ষিণ কিংবা সম্মুখে অবস্থিত হইয়া যখন প্রশ্ন করিবে, তখন কোন্ নাড়ীতে বায়ুর বহন হইতেছে, বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবে। যদি বামনাসা বহনকালে সম্মুখ বা বামদিক্ হইতে আর দক্ষিণনাসা-বহনকালে পশ্চাদ্ভাগ বা দক্ষিণদিক্ হইতে প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে শুভ হইবে। পূর্ণনাড়ী বহনকালে জয়াদি শুভ কার্য্য

১। যুদ্ধাদৌ ভোজনে।

জন্মনাড্যাদিপর্য্যন্তং পক্ষত্রয়মুদাহৃতম্। যাবৎ বহিশ্চ পৃচ্ছায়াং পূর্ণায়াং প্রথমো জয়েৎ
রিক্তায়াং দ্বিতীয়স্তু কথয়েৎ তদলক্ষিতঃ ॥ ২৯
বামাচারসমো বায়ুর্জায়তে কর্ম্মসিদ্ধিদঃ। প্রবৃত্তে দক্ষিণে মার্গে বিষমে বিষমাক্ষরম্ ॥ ৩০
যস্য বামবাহে তু নাম বৈ বিষমাক্ষরম্। তদাসৌ জয়মাপ্নোতি যোধঃ সংগ্রামমধ্যতঃ ॥ ৩১
দক্ষবাতপ্রবাহে তু যদি নাম সমাক্ষরম্। জায়তে নাত্র সন্দেহো নাড়ীমধ্যে তু লক্ষয়েৎ ॥ ৩২
পিঙ্গলান্তর্গতে প্রাণে শমনীয়াহবং জয়েৎ। যাবন্নাড্যোদয়ং চারস্তাং দিশং যাবদাপয়েৎ।
ন দাতুং জায়তে সোঽপি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩৩
অথ সংগ্রামমধ্যে তু যত্র নাড়ী সদা বহেৎ। সা দিশা জয়মাপ্নোতি শূন্যে ভঙ্গং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৩৪
জাতচারে জয়ং বিদ্যান্মৃতকে মৃতমাদিশেৎ। জয়ং পরাজয়ঞ্চৈব যো জানাতি স পণ্ডিতঃ ॥ ৩৫
বামে বা দক্ষিণে বাপি যত্র সংক্রমতে শিবম্। কৃত্বা তৎ পাদমাদৌ তু যাত্রা সততশোভনা ॥ ৩৬
নাড়িপূর্ণপ্রবাহে তু সতি যুদ্ধং সমাচরেৎ। তত্রস্থঃ পৃচ্ছতে যস্তু স সাধুর্জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ৩৭

উদ্দেশ করিয়া প্রশ্ন কিম্বা কার্য্য করিলে, নিঃসন্দেহ সফল হইবে। পূর্ণা কিংবা রিক্তা নাড়ীতে প্রশ্ন হইলে উক্ত জয়াদি শুভকার্য্য সম্পন্ন হইবার পক্ষে তিন পক্ষ পর্য্যন্ত সময় স্বরোদয়শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। নাসাপুট স্বরপূর্ণ থাকিলে, তাহাকে পূর্ণা নাড়ী এবং শ্বাসশূন্য থাকিলে রিক্তা নাড়ী কহে। পূর্ণানাড়ীর অগ্রভাগ শ্বাসপূর্ণ এবং পশ্চাদ্ভাগ শ্বাসশূন্য হইয়াছে, এমন সময়ে জয়াদি প্রশ্ন হইলে, ঐ পক্ষত্রয়ের প্রথমভাগেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে, আর রিক্তানাড়ীর সময়ে ঐরূপ প্রশ্ন হইলে পক্ষত্রয়ের শেষভাগে কার্য্যসিদ্ধি হইবে, জানা যায়। বামনাসা-বহনকালে প্রশ্ন-অক্ষর সমনাম যদি যুগ্ম হয়, তাহা হইলে কর্ম্মসিদ্ধি হইবে। দক্ষিণনাসায় অথবা বামনাসায় বহনসময়ে যদি অযুগ্ম অক্ষরে প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে যোদ্ধা যুদ্ধে জয়প্রাপ্ত হইবে। দক্ষিণনাসা বহনকালে যদি প্রশ্ন কিংবা নাম সমান অক্ষরে হয়, তাহা হইলে সন্ধির যোগ্য যুদ্ধেও জয় হইবে। প্রথমে যে দিকের নাসাপুটে স্বরের উদয় হয়, ঠিক সেই সময়ে সেই দিকে অবস্থিত হইয়া জয়াদি প্রশ্ন করিলে, সে যুদ্ধে অবশ্য জয় হইবে। সে রাজা কদাপিও রিপুকের হস্তে স্বীয় রাজ্য বা আত্মা সমর্পণ করিবে না। ২৩-৩৩

যুদ্ধপ্রশ্নসময়ে যে দিকের নাড়ী প্রবাহিত থাকিবে, সেই দিকেই জয় হইবে, আর তাহার অন্যদিকে যুদ্ধ ভঙ্গ বুঝাইবে। ইড়া বা পিঙ্গলা, যে কোন নাড়ীতে বায়ু বহমান থাকিলে, প্রশ্নের উল্লিখিত মতে জয় এবং সুষুম্না নাড়ী বহমান থাকিলে মৃত্যু বুঝাইবে। যে ব্যক্তি এই জয়পরাজয়বিবরণ জ্ঞাত আছেন, তিনিই পণ্ডিত। যাত্রাকালে বাম অথবা দক্ষিণ, যে নাসাতে বায়ু বহিবে সেই দিকের পা অগ্রে ফেলিয়া যদি কোন ব্যক্তি গমন করে, তাহা হইলে অবশ্য শুভ হইবে। ইড়া বা পিঙ্গলানাড়ীতে বায়ু বহনসময়ে যুদ্ধ করিবে, আর যে যে নাসাতে বায়ুবহন হইবে সেই দিকে থাকিয়া প্রশ্ন করিলে সেইদিকের জয় হইবে। যে নাসাতে বায়ু প্রবাহিত হইবে, সেই দিকে স্থিত হইয়া যদি কেহ প্রশ্ন করে, তাহা হইলে যদি

যাং দিশং বহতে বায়ুস্তাং দিশং যাবদাক্রমেৎ। জয়তে নাত্র সন্দেহ ইন্দ্রো যদ্যগ্রতঃ স্থিতঃ ॥৩৮
মেষাদ্যা দশ যা নাড্যো দক্ষিণা বামসংস্থিতাঃ। চরস্থিরদ্বিমার্গে তা-স্তাসু দেশে তাদৃশং ক্রমাৎ ॥৩৯
নির্গমে নির্গমং যাতি সংগ্রহে সংগ্রহং বিদুঃ। প্রচ্ছকস্য বচঃ শ্রুত্বা খণ্ডাকারেণ লক্ষয়েৎ ॥৪০
বামে বা দক্ষিণে বাপি পঞ্চতত্ত্বস্থিতঃ শিবে। ঊর্দ্ধেঽগ্নিরথ আপশ্চ তির্য্যক্সংস্থঃ প্রভঞ্জনঃ।
মধ্যে তু পৃথিবী জ্ঞেয়া নভঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥৪১

ঊর্দ্ধে মৃত্যুরধঃ শান্তিং* তির্য্যক্ চোচ্চাটয়েৎ সুধীঃ।
মধ্যে স্তম্ভং বিজানীয়ান্মোক্ষঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বগে ॥৪২

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে পবনবিজয়াদির্নাম সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৭॥

ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ হয়, তাহাতেও নিঃসন্দেহ জয় বুঝাইবে। বাম এবং দক্ষিণদিকের দশটি নাড়ীতে মেষ-আদি রাশি ও তাহাদের চর, স্থির ও বাধক সংজ্ঞাদি বিচার করিয়া প্রশ্নের ফলাফল বলিবে। শ্বাসনির্গমনকালে প্রশ্ন হইলে সেই প্রশ্নে অশুভ এবং শ্বাস প্রবেশকালে প্রশ্ন হইলে সেই প্রশ্নে শুভ জানা যাইবে। বাম এবং দক্ষিণ, উভয় নাসিকাতেই পঞ্চ তত্ত্ব উদিত হইয়া থাকে। যখন নাসাপুটের ঊর্দ্ধদেশ স্পর্শ করিয়া শ্বাস প্রবাহিত হয় তখন অগ্নিতত্ত্বের উদয়, নাসাপুটের নিম্নদেশ স্পর্শ করিয়া বহিলে জলতত্ত্ব, পার্শ্বদেশ স্পর্শ করিয়া বহিলে বায়ুতত্ত্ব, মধ্যস্থান দিয়া বহিলে পৃথিবীতত্ত্ব এবং সর্ব্বত্র স্পর্শ করিয়া ঘূর্ণিত হইয়া বহিলে, আকাশতত্ত্বের উদয় বুঝিবে। অগ্নিতত্ত্বের উদয়ে মারণ, জলতত্ত্বের উদয়ে শান্তি, বায়ুতত্ত্বের উদয়ে উচ্চাটন, পৃথিবীতত্ত্বের উদয়ে স্তম্ভন ও আকাশতত্ত্বের উদয়ে মোক্ষ, এই সমস্ত কার্য্য করিবে ॥৩৮-৪২

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে পবনবিজয় নামক সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৬৭॥

১। শান্তিস্তির্য্যক্।

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

পরীক্ষাং বচ্মি রত্নানাং বলো নামাসুরোঽভবৎ।
ইন্দ্রাদ্যা নির্জ্জিতাস্তেন নির্জ্জেতুং তৈর্ন শক্যতে ॥ ১

বরব্যাজেন পশুতাং যাচিতঃ স সুরৈর্মখে। বলো দদৌ স্বপশুতামতিসত্ত্বো মখে হতঃ ॥ ২

পশুবৎ প্রবিশৎ স্তম্ভে স্ববাক্যপাশনিযন্ত্রিতঃ।
বলো লোকোপকারায় দেবানাং হিতকাম্যয়া ॥ ৩

তস্য সত্ত্ববিশুদ্ধস্য বিশুদ্ধেন চ কর্ম্মণা। কায়স্যাবয়বাঃ সর্ব্বে রত্নবীজত্বমাযযুঃ ॥ ৪

দেবানামথ যক্ষাণাং সিদ্ধানাং পবনাশিনাম্। রত্নবীজময়ং গ্রাহঃ সুমহানভবৎ তদা ॥ ৫

তেষান্তু পততাং বেগাদ্বিমানেন বিহায়সা। যদ্যৎ পপাত রত্নানাং বীজং কচন কিঞ্চন ॥ ৬

মহোদধৌ সরিতি বা পর্ব্বতে কাননেঽপি বা। তত্তদাকরতাং যাতং স্থানমাধেয়গৌরবাৎ ॥ ৭

তেষু রক্ষো-বিষ-ব্যাল-ব্যাধিঘ্নান্যঘহানি চ। প্রাদুর্ভবন্তি রত্নানি তথৈব বিগুণানি চ ॥ ৮

বজ্রং মুক্তা মণয়ঃ সপদ্মরাগা মরকতাঃ প্রোক্তাঃ।
অপি চেন্দ্রনীলমণিবরবৈদূর্য্যাশ্চ পুষ্পরাগাশ্চ ॥ ৯

সূত কহিলেন, রত্নসকলের পরীক্ষাপ্রণালী বলিব। পূর্ব্বকালে বলনামক এক অসুর ছিল; সে ইন্দ্রাদিদেবগণকে পরাজিত করিয়াছিল। কেহই সেই বলাসুরকে জয় করিতে পারেন নাই। তখন দেবগণ অন্য কোন উপায়ে তাহাকে বিনাশ করিতে না পারিয়া ছলপূর্ব্বক একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন এবং সেই বলাসুরের নিকট উপস্থিত হইয়া যজ্ঞীয় পশুরূপে বলের শরীর ভিক্ষা করিয়া লইলেন। বলাসুর দেবগণের নিকটে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়া যজ্ঞীয়পশুরূপে স্বীয়শরীর প্রদান করত পশুবৎ স্তম্ভসমীপে গমনপূর্ব্বক দেবতাদিগের হিতসাধনার্থ স্বীয় শরীর বিসর্জ্জন করিয়া দেবলোকে গমন করিল। এইরূপ উৎকট পুণ্যপ্রভাবে সেই মহাবল পরাক্রান্ত বলাসুরের শরীরের অবয়বসকল রত্নের বীজস্বরূপ হইল। ১-৪

রত্নের উক্তরূপে উৎপত্তি হওয়াতে দেব, যক্ষ, সিদ্ধ, নাগ প্রভৃতি সকলেরই মহান্ উপকার সাধিত হইল। দেবগণ বিমানে আরোহণ করত বলাসুরের মৃতদেহ লইয়া আকাশমার্গে গমন করিলেন। তাঁহাদিগের গমনবেগে ঐ দেহ বিমান হইতে খণ্ড খণ্ড হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল। বলাসুরের দেহখণ্ড সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত, কানন প্রভৃতি যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে এক একটি রত্নের আকর হইল। ঐ সমস্ত আকরে বিবিধ রত্ন উৎপন্ন হইতে লাগিল। তাহার মধ্যে কতিপয় রত্ন বিষপীড়াবিনাশক, রাক্ষস-সর্পাদি ভয়নিবারক ও পাপহারক, তবে কতকগুলি নির্গুণ রত্নশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ

কর্কেতনং সপুলকং রুধিরাখ্যসমন্বিতং তথা স্ফটিকম্ ।
বিদ্রুমমণিশ্চ যত্নাদুদ্দিষ্টং সংগ্রহে তজ্জ্ঞৈঃ ॥ ১০
আকারবর্ণৌ প্রথমং গুণদোষৌ তৎফলং পরীক্ষ্য চ ।
মূল্যঞ্চ রত্নকুশলৈ-র্বিজ্ঞেয়ং সর্ব্বশাস্ত্রাণাম্ ॥ ১১
কুদেশেষু পতায়ন্তে যানি চোপহতেঽহনি । দোষৈস্তান্যুপযুজ্যন্তে হীয়ন্তে গুণসম্পদা ॥ ১২
পরীক্ষাপরিশুদ্ধানাং রত্নানাং পৃথিবীভুজা ।
ধারণং সংগ্রহো বাপি কার্য্যঃ শ্রিয়মভীপ্সতা ॥ ১৩
শাস্ত্রজ্ঞাঃ কুশলাশ্চাপি রত্নভাজঃ পরীক্ষকাঃ । ত এব মূল্যমাত্রায় বেত্তারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥১৪
মহাপ্রভাবং বিবুধৈর্বজ্রমুদাহৃতম্ ।
বজ্রপূর্ব্বা পরীক্ষেয়ং ততোঽস্মাভিঃ প্রকীর্ত্ত্যতে ॥ ১৫
তস্যাস্থিলেশো নিপপাত যেষু ভুবঃ প্রদেশেষু কথঞ্চিদেব ।
বজ্রাণি বজ্রায়ুধনির্জ্জিগীষোর্ভবন্তি নানাকৃতিমন্তি তেষু ॥ ১৬
হৈম-মাতঙ্গ-সৌরাষ্ট্রাঃ পৌণ্ড্র-কালিঙ্গ-কোশলাঃ ।
বেণ্বাতটাঃ সসৌবীরা বজ্রস্যাষ্টৌ বিহারকাঃ ॥ ১৭
আতাম্রা হিমশৈলজাশ্চ শশিভা বেণ্বাতটীয়াঃ স্মৃতাঃ,
সৌবীরে ত্বসিতাব্জমেঘসদৃশা-স্তাম্রাশ্চ সৌরাষ্ট্রিকাঃ ।
কালিঙ্গাঃ কনকাবদাত-রুচিরাঃ পীতপ্রভাঃ কোশলে ।
শ্যামাঃ পৌণ্ড্রভবা মতঙ্গবিষয়ে নাত্যন্তপীতপ্রভাঃ ॥ ১৮

ঐ সকল আকর হইতে বজ্র, মুক্তা, মণি, পদ্মরাগ, মরকত, ইন্দ্রনীল, বৈদূর্য্য, পুষ্পরাগ, কর্কেতন, পুলক, রুধির, স্ফটিক, প্রবাল প্রভৃতি নানাবিধ রত্ন সংগ্রহ করিতে লাগিলেন ।৫-১০

রত্নশাস্ত্রে পারদর্শী বধুগণ প্রথমতঃ ঐ সকল রত্নের আকার, বর্ণ, গুণ, দোষ ও ফল পরীক্ষা করত মূল্য নির্ণয় করিবেন। এক্ষণে রত্নপরীক্ষা কথিত হইতেছে। কুদেশে ও অশুভ দিনে যে সমস্ত রত্নের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই সকল রত্ন দোষযুক্ত ও গুণহীন। শুভাভিলাষী রাজা রত্নের পরীক্ষা করিয়া ধারণ ও সংগ্রহ করিবেন। যাঁহারা মূল্য পরীক্ষক, তাঁহারাই রত্নের মূল্যের পরিমাণ করিতে পারেন। যে মণির প্রভা অতি সমুজ্জ্বল, তাহাকে পণ্ডিতগণ বজ্র (হীরক) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব প্রথমতঃ বজ্রপরীক্ষা কথিত হইতেছে। ইন্দ্রবিজয়ী বলাসুরের অস্থিকণা পৃথিবীর যে যে প্রদেশে পতিত হইয়াছিল, সেই সকল স্থানে বিবিধবর্ণ হীরকের উৎপত্তি হয়। হিমালয়, মাতঙ্গ পর্ব্বত, সুরাষ্ট্র, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ, কোশল, বেণ্বাতট ও সৌবীর দেশ, এই অষ্টস্থান হীরকের আকর। হিমগিরিজাত হীরক ঈষৎতাম্রবর্ণ, বেণ্বাতটজাত হীরক শশিপ্রভ, সৌবীরদেশজ হীরক নীলপদ্ম ও মেঘের ন্যায় আভাসম্পন্ন, সুরাষ্ট্রদেশোৎপন্ন হীরক তাম্রবর্ণ, কলিঙ্গদেশজ হীরক সুবর্ণবৎ মনোহর

অত্যর্থং লঘু বর্ণবচ্চ গুণবৎ পার্শ্বেষু সম্যক্ সমম্।
রেখাবিন্দু-কলঙ্ক-কাকপদক-ত্রাসাদিভি-র্বর্জ্জিতম্।
লোকেঽস্মিন্ পরমাণু-মাত্রমপি যদ্বজ্রং কচিদ্দৃশ্যতে।
তস্মিন্ দেবসমাশ্রয়ো ধ্রুবমতঃ তীক্ষ্ণাগ্র-ধারং যদি ॥ ১৯
বজ্রেষু বর্ণযুক্ত্যা দেবানামপি বিগ্রহঃ প্রোক্তঃ। বর্ণেভ্যশ্চ বিভাগঃ কার্য্যো বর্ণাশ্রয়াদেব ॥ ২০
হরিৎ শ্বেতপীতপিঙ্গশ্যাম-তাম্রাঃ স্বভাবতো রুচিরাঃ।
হরিবরুণশক্রহুতবহ-পিতৃপতিমরুতাং স্বকা বর্ণাঃ ॥ ২১
বিপ্রস্য শঙ্খকুমুদস্ফটিকাবদাতঃ, স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য শশবভ্রুবিলোচনাভঃ।
বৈশ্যস্য কান্তকদলীদলসন্নিকাশঃ, শূদ্রস্য ধৌতকরবালসমানদীপ্তিঃ ॥ ২২
দ্বৌ বজ্রবর্ণৌ পৃথিবীপতীনাং, সদ্ভিঃ প্রদিষ্টৌ ন তু সার্ব্বজন্যৌ।
যঃ স্যাজ্জবাবিদ্রুমভঙ্গশোণো, যো বা হরিদ্রারসসন্নিকাশঃ ॥ ২৩
ঈশত্বাৎ সর্ব্ববর্ণানাং গুণবৎ সার্ব্ববর্ণিকম্। কামতো ধারয়েদ্রাজা ন ততোঽন্যঃ কথঞ্চন ॥ ২৪
অধরোত্তরবৃত্ত্যা হি যথা স্যাদ্বর্ণসঙ্করঃ। ততঃ কষ্টতরো বজ্রী বর্ণানাং সঙ্করো মতঃ ॥ ২৫
ন চ মার্গবিভাগমাত্রযুক্ত্যা, বিবুধৈঃ বজ্রপরিগ্রহো বিধেয়ঃ।
গুণবদ্গুণসম্পদাং বিভূতি র্বিপরীতো ব্যসনোদয়স্য হেতুঃ ॥ ২৬

কান্তিবিশিষ্ট, কোশলদেশীয় হীরক পীতবর্ণ, পুণ্ড্রদেশজ হীরক শ্যামবর্ণ, মতঙ্গদেশজ হীরক ঈষৎ পীতপ্রভ। যে হীরক অপেক্ষাকৃত লঘু, সমুজ্জ্বল, পার্শ্বদেশে সমান, রেখা-বিন্দু কলঙ্কাদি-চিহ্নবিহীন এবং ত্রাসাদি-সর্ব্বদোষবর্জ্জিত তাদৃশ তীক্ষ্ণধার হীরক পরমাণু পরিমাণ যে স্থানে দৃষ্ট হয়, সেই স্থানে দেবগণের অধিষ্ঠান নিশ্চয় হইয়া থাকে। হীরকের বর্ণানুসারে দেবাধিষ্ঠান নিশ্চয় করিবে, আর ঐ বর্ণদৃষ্টেই হীরকের জাতি বিভাগ হয়। ১১-২০

হরিদ্বর্ণ হীরকে হরি, শ্বেতবর্ণে বরুণ, পীতবর্ণে ইন্দ্র, পিঙ্গলবর্ণে অগ্নি, শ্যামবর্ণে যম ও তাম্রবর্ণে হীরকে বায়ুর অধিষ্ঠান আছে। ব্রাহ্মণের পক্ষে শঙ্খ, কুমুদ ও স্ফটিক তুল্য শুভ্রবর্ণ, ক্ষত্রিয়ের শশক ও নকুল নেত্রবৎ বর্ণবিশিষ্ট; বৈশ্যের কদলীপত্রবৎ কান্তিযুক্ত এবং শূদ্রের পক্ষে শাণিত করবালের ন্যায় আভাবিশিষ্ট হীরক প্রশস্ত। পণ্ডিতগণ রাজার পক্ষে দ্বিবিধ হীরকের প্রশস্ততা বলিয়াছেন; জবাপুষ্প ও প্রবালবৎ রক্তবর্ণ ও হরিদ্রারস তুল্য পীতবর্ণ, এই দ্বিবিধ হীরক কেবল রাজার পক্ষেই প্রশস্ত; অন্যের নহে। রাজা সর্ব্ববর্ণের অধীশ্বর; অতএব তিনি ইচ্ছা করিলে সর্ব্ববর্ণ ও সর্ব্বগুণসংযুক্ত হীরক ধারণ করিতে পারেন; কিন্তু অন্য বর্ণের এই অধিকার নাই। যে হীরকের পূর্ব্বাপরভাগ বৃত্তাকার ও নানাবর্ণ বিশিষ্ট সেই হীরক ইন্দ্রেরও ক্লেশপ্রদ হয়, অতএব কেহই উক্তরূপ হীরক ধারণ করিবে না। পণ্ডিতগণ কেবল হীরকের মাত্রাবিভাগানুসারে ধারণের ব্যবস্থা নির্ণয় করিবেন না, তাহার গুণদোষ বিচার করিয়া ধারণের বিশেষ ব্যবস্থা করিবেন। গুণসম্পন্ন হীরক সম্পৎ প্রদান

একমপি যস্য শৃঙ্গং বিদলিতমবলোক্যতে বিশীর্ণং বা ।
গুণবদপি তন্ন ধার্য্যং বজ্রং শ্রেয়োঽর্থিভির্ভবনে ॥ ২৭
স্ফুটিতাগ্রবিশীর্ণশৃঙ্গদেশং মলবর্ণৈঃ পৃষতৈরুপেতমধ্যম্ ।
ন হি বজ্রভৃতোঽপি বজ্রমাশু শ্রিয়মত্যাশ্রয়লালসাং ন কুর্য্যাৎ ॥ ২৮
যস্যৈকদেশঃ ক্ষতজাবভাসো যদ্বা ভবেল্লোহিতবর্ণচিত্রম্ ।
ন তত্র কুর্য্যাদ্ ধ্রিয়মাণমাশু স্বচ্ছন্দমৃত্যোরপি জীবিতান্তম্ ॥ ২৯
কোট্যঃ পার্শ্বানি ধারাশ্চ ষড়ষ্টৌ দ্বাদশেতি চ । উত্তুঙ্গসমতীক্ষ্ণাগ্রা বজ্রস্যাকরজা গুণাঃ ॥ ৩০
ষট্কোটিশুদ্ধমমলং স্ফুটতীক্ষ্ণধারং, বর্ণান্বিতং লঘু সুপার্শ্বমপেতদোষম্ ।
ইন্দ্রায়ুধাংশুবিসৃতিচ্ছুরিতান্তরীক্ষ-মেবংবিধং ভুবি ভবেৎ সুলভং ন বজ্রম্ ॥ ৩১
তীক্ষ্ণাগ্রং বিমলমপেতসর্ব্বদোষং, ধত্তে যঃ প্রযততনুঃ সদৈব বজ্রম্ ।
বৃদ্ধিস্তং প্রতিদিনমেতি যাবদায়ুঃ, স্ত্রী-সম্পৎসুত-ধন-ধান্য-গো-পশূনাম্ ॥ ৩২
ব্যাল-বহ্নি-বিষ-ব্যাধি-তস্করাম্বুভয়ানি চ । দূরাৎ তস্য নিবর্ত্তন্তে কর্ম্মাণ্যাথর্ব্বণানি চ ॥ ৩৩
যদি বজ্রমপেতসর্ব্বদোষং, বিভৃয়াৎ তণ্ডুলবিংশতিং গুরুত্বে ।
মণিশাস্ত্রবিদো বদন্তি তস্য দ্বিগুণং রূপকলক্ষমস্য মূল্যম্[1] ॥ ৩৪
ত্রিভাগহীনার্দ্ধতদর্দ্ধশেষং ত্রয়োদশং ত্রিংশদতোঽর্দ্ধভাগাঃ ।
অশীতিভাগোঽথ শতাংশভাগঃ সহস্রভাগোঽল্পসমানযোগঃ ॥ ৩৫

করে, কিন্তু দুষ্ট হীরক দুঃখের কারণ হয়। যে হীরকের একটিমাত্র শৃঙ্গ আছে এবং ঐ শৃঙ্গ যদি বিশীর্ণ বা বিদলিত দৃষ্ট হয়, তবে সেই হীরক গুণসম্পন্ন হইলেও তাহা মঙ্গলার্থী পুরুষ ধারণ করিবে না। যে হীরকের শৃঙ্গ স্ফুটিত, অগ্রিদগ্ধ অথবা মধ্যভাগে মলিন, কিংবা যাহাতে বিন্দুচিহ্ন দৃষ্ট হয় সেই হীরক ধারণে ইন্দ্রও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। যে হীরক একদেশে রক্তবর্ণ বা রক্তবর্ণে চিত্রিত, সেই হীরক ধারণ করিলে ইচ্ছামৃত্যু ব্যক্তিরও জীবন নষ্ট হয়। ষট্‌কোণ, অষ্টকোণ, দ্বাদশকোণ, ষট্‌পার্শ্ব, অষ্টপার্শ্ব, দ্বাদশপার্শ্ব ষড়্‌ধার, অষ্টধার, দ্বাদশধার, উত্তুঙ্গ, সমতীক্ষ্ণ, সমানাগ্র প্রভৃতি নানাবিধ হীরক আছে। ঐ সকল হীরকের আকরজাত গুণ। আকরভেদে হীরকের আকারগত ভিন্নতা হইয়া থাকে। ২১-৩০

যে হীরক ষট্‌কোণ, বিশুদ্ধ, নির্ম্মল, তীক্ষ্ণধার, প্রশস্তবর্ণ বিশিষ্ট, লঘু, শোভনপার্শ্ব এবং দোষশূন্য; আর যাহার প্রভারাশি ইন্দ্রায়ুধবৎ আকাশমার্গে প্রতিফলিত হয়, তাদৃশ হীরক পৃথিবীতে অতি দুর্লভ। যে হীরক তীক্ষ্ণাগ্র, নির্ম্মল ও দোষশূন্য তাহা যে ব্যক্তি ধারণ করে, তাহার প্রতিদিন আয়ুঃ, সম্পৎ, স্ত্রী, পুত্র, ধন, ধান্য, গো, পশু প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সর্প, অগ্নি, বিষ, ব্যাধি, জল, তস্করাদির ভয় ও শত্রুকৃত অভিচার দূরীভূত হয়। যে হীরক সর্ব্বদোষহীন ও গুরুত্বে বিংশতিতণ্ডুল পরিমিত, মণিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত তাহার মূল্য

১। রূপকলক্ষমগ্রমূল্যম্ ।

যত্তণ্ডুলৈর্দ্বাদশভিঃ কৃতস্য বজ্রস্য মূল্যং প্রথমং প্রদিষ্টম্ ।
তাভ্যাং ক্রমাদ্ধানিমুপাগতস্য ত্রৈকাবসানস্য বিনিশ্চয়োঽয়ম্ ॥ ৩৬
ন চাপি তণ্ডুলৈরেব বজ্রাণাং ধারণক্রমঃ । অষ্টাভিঃ সর্ষপৈর্গৌরৈস্তণ্ডুলং পরিকল্পয়েৎ ॥ ৩৭
যৎ তু সর্ব্বগুণৈর্যুক্তং বজ্রং তরতি বারিণি । রত্নবর্গে সমস্তেঽপি তস্য ধারণমিষ্যতে ॥ ৩৮
অল্পেনাপি হি দোষেণ লক্ষ্যালক্ষ্যেণ দূষিতম্ । স্বমূল্যাদ্দশমং ভাগং বজ্রং লভতি মানবঃ ॥ ৩৯
প্রকটানেকদোষস্য স্বল্পস্য মহতোঽপি বা । স্বমূল্যাচ্ছতশো ভাগো বজ্রস্য ন বিধীয়তে ॥ ৪০
স্পৃষ্টদোষমলঙ্কারে বজ্রং যদপি দৃশ্যতে । রত্নানাং পরিকল্পার্থং মূল্যং তস্য ভবেল্লঘু ॥ ৪১
প্রথমং গুণসম্পদাভ্যুপেতং, প্রতিবদ্ধং সমুপৈতি যচ্চ দোষম্ ।
অলমাভরণেন তস্য রাজ্ঞো, গুণহীনোঽপি মণির্ন ভূষণায় ॥ ৪২
নার্য্যা বজ্রমধার্য্যং গুণবদপি সুতপ্রসূতিমিচ্ছন্ত্যা । অন্যত্র দীর্ঘচিপিটত্র্যস্রাদ্ গুণৈর্বিযুক্তাচ্চ ॥ ৪৩
অয়সা পুষ্পরাগেণ তথা গোমেদকেন চ । বৈদূর্য্যস্ফটিকাভ্যাঞ্চ কাচৈশ্চাপি পৃথগ্বিধৈঃ ॥ ৪৪
প্রতিরূপাণি কুর্ব্বন্তি বজ্রস্য কুশলা জনাঃ । পরীক্ষা তেষু কর্ত্তব্যা বিদ্বদ্ভিঃ সুপরীক্ষকৈঃ ।
ক্ষারোল্লেখনশানাভি-স্তেষাং কার্য্যং পরীক্ষণম্ ॥ ৪৫

পরিমাণ অষ্ট হীরকের দ্বিগুণ নির্ণয় করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত পরিমাণের ত্রিভাগ, অর্দ্ধ, চতুর্থাংশ, ত্রয়োদশাংশ, ত্রিংশাংশ, ষষ্টিতমাংশ, অশীতিতমাংশ, শততমাংশ বা সহস্রতমাংশ ন্যূন কিংবা অধিক হইলে মূল্যও সেই সেই পরিমাণে ন্যূন বা অধিক হইবে। দ্বাদশতণ্ডুল পরিমিত হীরক হইতেই হীরকের মূল্য প্রথমনির্দিষ্ট হয়। পরে দুই তণ্ডুল পরিমাণ ন্যূনাধিক্যে মূল্যের তারতম্য হইয়া থাকে। সাক্ষাৎ তণ্ডুলদ্বারা হীরকের পরিমাণ করিবে না, কিন্তু অষ্টসংখ্যক শ্বেতসর্ষপে এক তণ্ডুল কল্পনা করিয়া ওজন করিবে। মণিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের মতে অষ্টসংখ্যক শ্বেতসর্ষপের পারিভাষিক তণ্ডুলসংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট আছে। যে হীরক সর্ব্বগুণযুক্ত ও জলে নিক্ষেপ করিলে নিমগ্ন হয় না, সেই হীরকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাই ধারণ করিবে। যে হীরক অল্প বা লক্ষ্য কিংবা অলক্ষ্য কোন দোষে দূষিত হয়, স্বাভাবিক মূল্য অপেক্ষা দশ ভাগের এক ভাগ তাহার মূল্য হইয়া থাকে। যে হীরকে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ দৃশ্যমান অনেক দোষ থাকে, স্বাভাবিক মূল্যের শতাংশও সেই হীরকের মূল্য হয় না। ৩১—৪০

আলঙ্কারিক হীরকে যদি কোনরূপ স্পর্শদোষ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে সেই হীরকের মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া থাকে। কোন কোন হীরক প্রথমতঃ সর্ব্বগুণযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু পরে তাহার দোষ প্রকটিত হইয়া থাকে, তাদৃশ হীরককে রাজা গ্রহণ করিবেন না। গুণহীন মণি ভূষণের শোভা বর্দ্ধন করিতে পারে না। সন্তানাভিলাষিণী রমণী দীর্ঘ, চিপিটাকার, ত্র্যস্র ও গুণহীন হীরকভিন্ন অন্য গুণবৎ হীরক ধারণ করিবেন না। মণিশাস্ত্র-কুশল ব্যক্তিগণ অয়স্কান্ত, পুষ্পরাগ, গোমেদ, বৈদূর্য্য, স্ফটিক ও অন্য বিবিধ বর্ণের কাচদ্বারা হীরকের প্রতিরূপ করিয়া থাকেন। পণ্ডিতগণ হীরক পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিবেন

পৃথিব্যাং যানি রত্নানি যে চান্যে লোহধাতবঃ।
সর্ব্বাণি বিলিখেদ্বজ্রং তচ্চ তৈর্ন বিলিখ্যতে ॥ ৪৬

গুরুতা সর্ব্বরত্নানাং গৌরবাধারকারণম্। বজ্রে তাং বৈপরীত্যেন সূরয়ঃ পরিচক্ষতে ॥ ৪৭

জাতিরজাতিং বিলিখতি জাতিং বিলিখতি বজ্রকুরুবিন্দাঃ।
বজ্রৈর্ব্বজ্রং বিলিখতি নান্যেন বিলিখ্যতে বজ্রম্ ॥ ৪৮

বজ্রাণি মুক্তামণয়ো যে চ কেচন জাতয়ঃ। ন তেষাং প্রতিবদ্ধানাং ভা ভবত্যূর্দ্ধগামিনী ॥ ৪৯

তির্য্যক্‌ক্ষতত্বাৎ কেষাঞ্চিৎ কথঞ্চিদ্ যদি দৃশ্যতে।
তির্য্যগালিখ্যমানানাং ন পার্শ্বেষু বিহন্যতে ॥ ৫০

যদ্যপি বিশীর্ণকোটিঃ সবিন্দুরেখান্বিতো বিবর্ণো বা।
তদপি ধনধান্যপুত্রান্ করোতি সেন্দ্রায়ুধো বজ্রঃ ॥ ৫১

সৌদামিনীবিস্ফুরিতাভিরামং, রাজা যথোক্তং কুলিশং দধানঃ।
পরাক্রমাক্রান্তপরপ্রতাপঃ, সমস্তসামন্তভুবং ভুনক্তি ॥ ৫২

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বজ্রপরীক্ষা নামাষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৮ ॥

ক্ষারদ্রব্যদ্বারা উল্লেখন করিয়া হীরকের পরীক্ষা করিতে হয়। পৃথিবীতে যত প্রকার রত্ন ও লৌহ প্রভৃতি ধাতু আছে, হীরক সেই সমস্তকেই বিলেখন করিতে পারে, কিন্তু অন্য কোন রত্ন বা ধাতু হীরককে বিলেখন করিতে পারে না। সর্ব্বপ্রকার রত্নের গুরুতাই গৌরবের কারণ; কিন্তু পণ্ডিতগণ হীরকসম্বন্ধে তাহার বৈপরীত্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অন্যান্য রত্ন যত গুরু হয়, ততই তাহার গৌরব বৃদ্ধি হয়; কিন্তু হীরক যত লঘু হইবে ততই তাহার প্রাধান্য জানা যাইবে। পদ্মরাগ ও হীরক অন্যান্য সকল মণিকেই কর্ত্তন করিতে পারে। হীরককে কেবল হীরকদ্বারাই কর্ত্তন করা যায়, অন্য ধাতু দ্বারা তাহাকে কাটিতে পারা যায় না। হীরক, মণি, মুক্তাদি যত প্রকার রত্ন আছে তন্মধ্যে প্রতিবদ্ধ কোন রত্নেরই কিরণ ঊর্দ্ধগত হয় না। কোন হীরক যদি বক্রভাবে ভগ্ন হয়, অথবা বক্রাকার রেখা তাহাতে থাকে, তাহা হইলে সেই হীরকের পার্শ্বভাগে দীপ্তি থাকে না। হীরকের প্রান্তভাগ যদি বিশীর্ণ হয় এবং তাহাতে বিন্দুযুক্ত রেখা থাকে, অথবা ঐ হীরক মলিন হয়, তাহা হইলেও সেই হীরক ধন, ধান্য ও লক্ষ্মী প্রদান করে। কোন রাজা বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও সুলক্ষণান্বিত হীরক ধারণ করিলে, তিনি স্বীয় প্রতাপে শত্রুদলকে দমন করিয়া এবং সামন্তগণকে বশবর্ত্তী করিয়া সসাগরা ধরা ভোগ করিতে পারেন। ৪৬-৫২

শ্রীগরুড়পুরাণে হীরকপরীক্ষা নামক অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

দ্বিপেন্দ্র-জীমূত-বরাহ-শঙ্খ-মৎস্যাহিশুক্ত্যুদ্ভববেণুজানি।
মুক্তাফলানি প্রথিতানি লোকে তেষাঞ্চ শুক্ত্যুদ্ভবমেব ভূরি। ১
তত্রৈব চৈকস্য হি মূল্যমাত্রা নির্দিশ্যতে রত্নপরস্য তজ্জ্ঞৈঃ।
বেধ্যন্তু শুক্ত্যুদ্ভবমেব তেষাং শেষাণ্যবেধ্যানি বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ। ২
শঙ্খসারঙ্গনাগেন্দ্রতিমিপ্রসূতং যদ্বেণুজং যচ্চ বরাহজাতম্।
প্রায়ো বিমুক্তানি ভবন্তি তানি শস্তানি মাঙ্গল্যতয়া তথাপি। ৩
যা মৌক্তিকানামিহ জাতয়োঽষ্টৌ প্রকীর্তিতা রত্নবিনিশ্চয়জ্ঞৈঃ।
কম্বুদ্ভবং তেষ্বধমং প্রদিষ্টমুৎপদ্যতে যচ্চ গজেন্দ্রকুম্ভাৎ। ৪
স্বযোনিমধ্যচ্ছবিতুল্যবৈশদ্যং[1] বৃহৎকোলফলপ্রমাণম্।
উৎপদ্যতে বারণকুম্ভমধ্যাদাপীতবর্ণং প্রভয়া বিহীনম্। ৫
যে কম্ববঃ শার্ঙ্গমুখাবমর্দ-পীতস্য শঙ্খপ্রবরস্য গোত্রে।
মতঙ্গজাশ্চাপি বিশুদ্ধবংশা-স্তে মৌক্তিকানাং প্রভবাঃ প্রদিষ্টাঃ।
উৎপদ্যতে মৌক্তিকমেষু বৃত্তমাপীতবর্ণং প্রভয়া বিহীনম্। ৬
পাঠীনপৃষ্ঠস্য সমানবর্ণং মীনাৎ সুবৃত্তং লঘু চাতিসূক্ষ্মম্।
উৎপদ্যতে বারিচরাননেষু মৎস্যাশ্চ তে মধ্যচরাঃ পয়োধেঃ। ৭

সূত কহিলেন,—হস্তী, মেঘ, শূকর, শঙ্খ, মৎস্য, সর্প, শুক্তি ও বেণু (বাঁশ), এই সকল দ্রব্যে মুক্তা উৎপন্ন হয়। এই সকল মুক্তার মধ্যে শুক্তিজাত মুক্তাই প্রধান। মুক্তাশাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতগণ বলেন, যত প্রকার মুক্তা আছে, তাহার মধ্যে কেবল শুক্তিজ মুক্তাকেই বেধ করিতে পারা যায়, অন্য মুক্তাকে বিদ্ধ করা যায় না। বংশ, হস্তী, মৎস্য, শঙ্খ এবং বরাহজাত মুক্তা অপেক্ষাকৃত ঔজ্জ্বল্যহীন, তথাপি এই সকল মুক্তাই মঙ্গলকার্য্যে প্রশস্ত। রত্নশাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতগণ যে অষ্টবিধ মুক্তা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে শঙ্খমুক্তা ও গজজাত মুক্তাই নিকৃষ্ট। শঙ্খ হইতে যে মুক্তা উৎপন্ন হয়, তাহা স্বীয় উৎপত্তিস্থানের মধ্যভাগের ন্যায়, বৃহৎকোণবিশিষ্ট ও কুলপ্রমাণ হইয়া থাকে। করিকুম্ভ হইতে উৎপন্ন মুক্তা ঈষৎপীতবর্ণ ও আভাহীন। যে সকল মুক্তা শঙ্খজ, তাহারা প্রায়ই পীতশঙ্খপ্রভব, আর যে সকল গজ বিশুদ্ধবংশজাত, তাহাদেরই কুম্ভদেশে মুক্তা উৎপন্ন হইয়া থাকে। মৌক্তিকদন্তী অতিপ্রধান। গজমুক্তা বৃত্তাকার, ঈষৎ পীতবর্ণ ও প্রভাহীন। ১-৬

মৎস্যজ মুক্তা পাঠীন মৎস্যের পৃষ্ঠবৎ বর্ণবিশিষ্ট, সুবৃত্ত, অতিসূক্ষ্ম ও অতিলঘু। যে সকল

১। তুল্যবর্ণং পাঠঃ।

বরাহদংষ্ট্রাপ্রভবং প্রদিষ্টং তস্যৈব দংষ্ট্রাঙ্কুরতুল্যবর্ণম্।
ক্বচিৎ কথঞ্চিৎ স ভুবঃ প্রদেশে প্রজায়তে শূকররাড়্বিশিষ্টঃ॥ ৮
বর্ষোপলানাং সমবর্ণশোভং ত্বক্সারপর্ব্বপ্রভবং প্রদিষ্টম্।
তে বেণবো দিব্যজনোপভোগ্যে[1] স্থানে প্ররোহন্তি ন সার্ব্বজন্যে॥ ৯
ভৌজঙ্গমং নীলবিশুদ্ধবৃত্তং সংস্থানতোঽত্যুজ্জ্বলবর্ণশোভম্।
নিশাতধৌতপ্রবিকম্প্যমান-নিস্ত্রিংশধারাসমবর্ণকান্তি॥ ১০
প্রাপ্যাতিরত্নানি মহাপ্রভাণি রাজ্যং শ্রিয়ং বা মহতীং দুরাপাম্।
পাত্রং হি নাপুণ্যকৃতো[2] ভবন্তি মুক্তাফলস্যাহিশিরোভবস্য॥ ১১
জিজ্ঞাসয়া রত্নধনং বিধিজ্ঞৈঃ শুভে মুহূর্ত্তে প্রবরৈঃ প্রযত্নাৎ।
মুক্তাবিতানং সুমহদ্বিধায় হর্ম্ম্যোপরিষ্টাৎ ক্রিয়তে যদা তৎ॥ ১২
তদা মহাদুন্দুভিমন্দ্রঘোষৈ-র্বিদ্যুল্লতাবিস্ফুরিতান্তরালৈঃ।
পয়োধরাক্রান্তিবিলম্বিতাগ্রৈ-র্ঘনৈর্ঘনৈরাব্রিয়তেঽন্তরীক্ষম্॥ ১৩
ন তং ভুজঙ্গা ন চ যাতুধানা ন ব্যাধয়ো নাপ্যুপসর্গদোষাঃ।
হিংসন্তি যস্যাহিশিরঃসমুত্থং মুক্তাফলং তিষ্ঠতি কোষমধ্যে॥ ১৪
নাভ্যেতি মেঘপ্রভবং ধরিত্রীং বিয়দ্গতং তদ্বিবুধা হরন্তি।
অক্তিঃপ্রভাজালবৃতদিগ্বিভাগ-মাদিত্যবদ্দুঃখবিভাব্যবিম্বম্॥ ১৫

মৎস্যে মুক্তা উৎপন্ন হয়, তাহারা সাগরের মধ্যভাগে বিচরণ করে। বরাহের দন্তে যে মুক্তা জন্মে, তাহা অতি প্রশস্ত ও বরাহের নবোদ্গত দন্তের ন্যায় আভাবিশিষ্ট। সকলসময়ে বা সর্ব্বদেশজাত বরাহে মুক্তা জন্মে না, পরন্তু কখন কখন কোন কোন দেশজাত অতিপ্রাচীন বরাহেই মুক্তা হইয়া থাকে। বংশপর্ব্বপ্রভব মুক্তা বর্ষোপলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও অতিশোভন। এই মুক্তা মহাজনদিগেরই উপভোগ্য, ইহারা স্থানবিশেষে উৎপন্ন হয়, এই মুক্তা সকল স্থানে জন্মে না। সর্পমুক্তা মৎস্যমুক্তার ন্যায় বিশুদ্ধ ও বর্ত্তুলাকার। স্থানবিশেষে ইহা অতি সমুজ্জ্বল ও শোভান্বিত হয়, ইহা শাণিত খড়্গের ধারভাগের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট। ৭-১০

সর্পশিরোজাত মুক্তা ধারণ করিলে মানব মহাপ্রভান্বিত রত্ন, রাজ্য ও দুষ্প্রাপ্য মহাসম্পত্তি লাভ করিয়া অতি প্রতাপশালী ও পুণ্যাত্মা হয়। রত্নের গুণাগুণ জানিতে হইলে বিজ্ঞ রত্নশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা যত্নপূর্ব্বক শুভলগ্নে প্রাসাদোপরি স্থাপনপূর্ব্বক রত্নের পরীক্ষা করিবে। সর্পমুক্তা এইরূপে প্রাসাদোপরি সংস্থাপন করিলে আকাশে মহা দুন্দুভি নাদ হইতে থাকে, বিদ্যুৎ স্ফুরিত হয়, আর প্রগাঢ় মেঘজালে নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। যাহার কোষাগারে সর্পমুক্তা থাকে, সর্প বা রাক্ষসগণ তাহাকে হিংসা পারে না, তাহার অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। মেঘজাত মুক্তা পৃথিবীর অলভ্য, দেবগণ আকাশ হইতে

১। ভব্যজনোপভোগ্যে। ২। তেজোঽন্বিতাঃ পুণ্যকৃতো।

তেজস্তিরস্কৃত্য হুতাশনেন্দু-নক্ষত্রতারাগ্রহজং সমগ্রম্ ।
দিবা যথা দীপ্তিকরং তথৈব তমোঽন্ধকারেঽপি তমিস্রাসু ॥ ১৬
বিচিত্ররত্নদ্যুতিচারুতোয়া-চতুঃসমুদ্রা ভবনাভিরামা ।
মূল্যং ন বা স্যাদিতি নিশ্চয়ো মে, কৃৎস্না মহী তস্য সুবর্ণপূর্ণা ॥ ১৭
হীনোঽপি যত্নাল্লভতে কদাচিৎ, বিপাকযোগান্মহতঃ শুভস্য ।
সপত্নহীনাং স মহীং সমগ্রাং, ভুনক্তি তং তিষ্ঠতি যাবদেষ ॥ ১৮
ন কেবলং তদ্ভুক্তকৃতস্য,[1] ভাগ্যৈঃ প্রজানামপি তস্য জন্ম ।
তদ্‌যোজনানাং পরিতঃ সহস্রং, সর্ব্বাননর্থান্ বিমুখীকরোতি ॥ ১৯
নক্ষত্রমালেব দিবো বিশীর্ণা দন্তাবলী তস্য মহাসুরস্য ।
বিচিত্রবর্ণেষু বিশুদ্ধবর্ণা পয়ঃসু পত্যুঃ পয়সাং পপাত ॥ ২০
সম্পূর্ণচন্দ্রাংশুকলাপকান্তে-র্মণিপ্রবেকস্য মহাগুণস্য ।
তচ্ছুক্তিমধ্যে স্থিতিমাপ বীজ-মাসন্ পুরাপ্যম্ভভবানি যানি ॥ ২১
যস্মিন্ প্রদেশেঽম্বুনিধৌ পপাত, সুচারুমুক্তামণি-রত্নবীজম্ ।
তস্মিন্ পয়স্তোয়ধরাবকীর্ণং, শুক্তৌ স্থিতং মৌক্তিকতামবাপ ॥ ২২
সৈংহলিক-পারলৌকিক-সৌরাষ্ট্রিক-তাম্রপর্ণ-পারশবাঃ ।
কৌবের-পাণ্ড্য-হাটক-হেমকা ইত্যাকরাস্ত্বষ্টৌ ॥ ২৩

তাহা হরণ করেন। তাহার প্রভায় দিঙ্মণ্ডল আলোকিত হইয়া থাকে, সূর্য্যের ন্যায় তাহার প্রতি অক্ষিকষ্টে লক্ষ্য করা যায়। হুতাশন, শশী, নক্ষত্র ও তারাগণের সমস্ত আলোক তিরোহিত করিয়া যেমনাক্ত মণি প্রকাশ পায়। দিবাভাগে যেরূপ ইহার উজ্জ্বল আলোক থাকে, ঘোরাচ্ছন্ন অন্ধকারাবৃত রজনীতেও তাহার অন্যথা হয় না। যাহার গৃহে যেমনাক্ত অমূল্যমুক্তা বিদ্যমান আছে, সে মানব এই বিচিত্র রত্নশোভিতা সুবর্ণপরিপূর্ণা চতুঃসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া থাকে দরিদ্র মানবও যদি মহাপুণ্যের পরিণামস্বরূপ উক্ত মণি লাভ করে, তাহা হইলে ঐ মণি তাহার গৃহে যাবৎ থাকে, সে তাবৎ নিষ্কণ্টকে সমস্ত পৃথিবী ভোগ করিতে সমর্থ হয়। এই মণি যে, কেবল রাজার শুভপ্রদ এমত নহে, কিন্তু প্রজাবর্গের সৌভাগ্যবশতঃ রাজ্যমধ্যে উক্ত মণির জন্ম হয়। যে স্থানে এই মণি থাকে, তাহার সহস্র যোজনপর্য্যন্ত কোন প্রকার অমঙ্গল হয় না। বলনামা সেই মহাসুরের বিশুদ্ধবর্ণ দন্তাবলী স্বর্গচ্যুত নক্ষত্রমালাবৎ সমুদ্রের বিচিত্রবর্ণ জলে পতিত হইয়াছিল। ১১-২০

পূর্ণ চন্দ্রের কিরণজালের ন্যায় উজ্জ্বল মণিতুল্য প্রভাবিশিষ্ট সমুদ্রজলে পূর্ব্বে যে সকল মণি ছিল, আর ঐ পতিত দন্তাবলী, এই সকলই শুক্তিপ্রভব মুক্তার কারণ হইল। সমুদ্রের যে জলভাগে ঐ মুক্তা-মণি-রত্নাদির কারণীভূত বলাসুরের সেই দন্তাবলী পতিত হইয়াছিল,

---

[1] শুভকৃৎপক্ষ।

ওজস্তুল্যং নাতিনিকৃষ্টবর্ণং, প্রমাণসংস্থানগুণপ্রভাভিঃ।
উৎপদ্যতে বর্দ্ধনপারসীক-পাতাললোকাকরসিংহলেষু। ২৪
চিন্ত্যো ন তস্যাকরজো বিশেষো রূপে প্রমাণে চ যতেত বিদ্বান্।
ন চ ব্যবস্থাস্তি গুণাগুণেষু সর্ব্বত্র সর্ব্বাকৃতয়ো ভবন্তি। ২৫
একস্য শুক্তিপ্রভবস্য মুক্তা-ফলস্য শাণেন সমুন্মিতস্য।
মূল্যং সহস্রাণি তু রূপকাণাং ত্রিভিঃ শতৈরপ্যধিকানি পঞ্চ। ২৬
যন্মাষকার্দ্ধেন ততো বিহীনং তৎপঞ্চভাগত্রয়হীনমূল্যম্।
যন্মাষকাংস্ত্রীন্ বিভৃয়াৎ সহস্রে দ্বে তস্য মূল্যং পরমং প্রদিষ্টম্। ২৭
অর্দ্ধাধিকৌ যদ্বহতোঽস্য মূল্যং ত্রিভিঃ শতৈরপ্যধিকং সহস্রম্।
দ্বিমাষকোন্মাপিতগৌরবস্য শতানি চাষ্টৌ কথিতানি মূল্যম্। ২৮
অর্দ্ধাধিকং মাষকমুন্মিতস্য স পঞ্চবিংশং ত্রিশতং শতানাম্।
গুঞ্জাশ্চ ষট্ ধারয়তঃ শতে দ্বে মূল্যং পরং তস্য বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ।
অধ্যর্দ্ধমুন্মাপিতকস্য শতং স্যান্মূল্যং গুণৈস্তস্য সমন্বিতস্য। ২৯
যদি ষোড়শভির্ভবেদনূনং ধরণং তৎ প্রবদন্তি দার্ব্বিকাখ্যম্।
অধিকং দশভিঃ শতঞ্চ মূল্যং সমবাপ্নোত্যপি বাত্তিশস্য হৃদ্যাৎ। ৩০
ত্রিংশৈর্দশভির্ভবেদনূনং ধরণং তত্তবকং বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ।
নবসপ্ততিমাপ্নুয়াৎ স মূল্যং যদি ন স্যাদ্ গুণসম্পদা বিহীনম্। ৩১

সেই বিভাগস্থ জল শুক্তিমধ্যে প্রবেশ করিয়া মুক্তার বীজস্বরূপ হইল। সিংহল, পারাক, সৌরাষ্ট্র, তাম্রপর্ণ, পারশব, কৌবের, পাণ্ড্য, হাটক, হেমক (বিরাট) এই অষ্ট দেশ মুক্তার আকর। এই সকল দেশের নিকটস্থ নদীতে মুক্তা জন্মে। পুণ্ড্রবর্দ্ধন, পারসীক, পাতাললোক ও সিংহল এই সকল স্থানে যে মুক্তা জন্মে প্রমাণ, আকৃতি, গুণ ও প্রভায় তাহা অন্যত্র শুক্তিজাত মুক্তা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। মুক্তার আকরজাত গুণ এবং দোষ বিচার করিবে না; কেবল তাহার রূপ ও প্রমাণ বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করিবে। মুক্তার দোষ ও গুণের কোন স্থিরতর ব্যবস্থা নাই, সকল আকরেই সকল প্রকার মুক্তা জন্মিয়া থাকে। যে মুক্তার গুরুত্ব পরিমাণ শাণ (অর্দ্ধতোলা) তাহার মূল্য ১৩০৫৲ মুদ্রা। যাহার অর্দ্ধমাষন্যূন তোলকার্দ্ধ তাহার মূল্য উক্ত মূল্যের পঞ্চভাগের ত্রিভাগন্যূন অর্থাৎ ৭৮৩৲ মুদ্রা। যে মুক্তার গুরুত্ব পরিমাণ তিনমাষা, তাহার মূল্য ২০০০৲ মুদ্রা। যাহার পরিমাণ সার্দ্ধ দুই মাষা তাহার মূল্য ১৩০০৲ মুদ্রা। যে মুক্তার গুরুত্ব দুইমাষা, তাহার মূল্য ৮০০৲ মুদ্রা। যে মুক্তার পরিমাণ অর্দ্ধ মাষা তাহার মূল্য ৩২৫৲ মুদ্রা। মুক্তা ষড়্গুঞ্জা পরিমিত হইলে পণ্ডিতগণ তাহার মূল্য ২০০৲ মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। যাহা ত্রিগুঞ্জা পরিমিত, তাহার মূল্য ১০০৲ মুদ্রা। যাহা উক্ত পরিমাণের ষোড়শাংশ সেই মুক্তা দার্ব্বিকাখ্য বলিয়া কথিত হয়। ঐ মুক্তার মূল্য ১১০৲ মুদ্রা। ২১—৩০ যে মুক্তার পরিমাণ ত্রিংশতি ভাগের একভাগ, তাহাকে তবক বলা যায়, ঐ মুক্তা যদি গুণহীন না হয় তাহা হইলে

ত্রিংশতা ধরণং পূর্ব্বং শিক্যং তস্যেতি কীর্ত্ত্যতে।
চত্বারিংশত্তমেবং তস্যাঃ পরো মূল্যবিনিশ্চয়ম্[1] ॥ ৩২
চত্বারিংশত্তমেবিক্কৃথো[2] ত্রিংশন্মূল্যং লভেত সা।
ষষ্টির্নিকরশীর্ষং স্যাৎ তস্য মূল্যং চতুর্দ্দশ ॥ ৩৩
অশীতির্নবতিশ্চৈব কূপ্যেতি পরিকীর্ত্তিতা।
একাদশ স্যান্নব চ তয়োর্মূল্যমনুক্রমাৎ ॥ ৩৪

আদায় তং সকলমেব তু তাংশভাগং, জম্বীরজাতরসযোজনয়া বিপক্বম্।
ঘৃষ্টং ততো মৃদুতনূকৃতশিগ্রুমূলৈঃ, কুর্য্যাদ্যথেষ্টমনুমৌক্তিকমাশু বিদ্ধম্ ॥ ৩৫
মৃল্লিপ্তমৎস্যপুটমধ্যগতন্তু কৃত্বা, পশ্চাৎ পচেৎ তদনু তত্তচ্চ বিতানশল্যা।
দুগ্ধে ততঃ পয়সি তং বিপচেৎ সুরায়াং, পক্বং ততোঽপি পয়সা শুচিচিক্কণেন ॥ ৩৬
শুষ্কং ততো বিমলবস্ত্রনিঘর্ষণেন, স্যান্মৌক্তিকং বিপুলসদ্গুণকান্তিযুক্তম্।
ব্যাড়ির্জগাদ জগতাং হি মহাপ্রভাব-সিদ্ধো বিদগ্ধহিততৎপরয়া দয়ালুঃ ॥ ৩৭
শ্বেতকাচসমং তারং হেমাংশসংযোজিতম্।
বলমধ্যে প্রবার্য্যেত মৌক্তিকং দেহভূষণম্।
এবং হি সিংহলে দেশে কুর্ব্বন্তি কুশলা জনাঃ ॥ ৩৮

উহার মূল্য ৯৭৲ মুদ্রা হইয়া থাকে। যাহার পরিমাণ ত্রিংশ ভাগের এক ভাগ, তাহাকে শিক্য বলে, উহার মূল্য ৪০·০০ মুদ্রা। যে মুক্তা চত্বারিংশাংশে পরিমিত, তাহা শিক্থ বলিয়া উক্ত হয়, উহার মূল্য ৩০·০০ মুদ্রা। যে মুক্তা ষষ্টিতমাংশে পরিমিত তাহাকে নিকরশীর্ষ বলে, তাহার মূল্য ১৪·০০ মুদ্রা। অশীতিতমাংশ ও নবতিতমাংশে পরিমিত মুক্তা কুপ্য বলিয়া উক্ত হয়, তাহাদিগের মূল্য যথাক্রমে ১১·০০ ও ৯·০০ মুদ্রা। মুক্তাসকল বিশুদ্ধ করিতে হইলে তাহাদিগকে অম্লপাত্রে রাখিয়া জম্বীররসের সহিত পাক করিবে। তৎপরে তেলার মূলে ঘর্ষণ করিলেই মুক্তা বিশুদ্ধ হইয়া সমুজ্জ্বল হইবে। পরে আপন ইচ্ছানুসারে ঐ মুক্তাতে বেধ করিবে। কোন মৎস্যের উদরমধ্যে মুক্তা রাখিয়া ঐ মৎস্যকে মৃত্তিকাদ্বারা লেপন করিয়া দগ্ধ করিবে। পরে ঐ মুক্তা বাহির করিয়া দুগ্ধে, জলে ও সুরামধ্যে পাক করিবে। তারপর জলে ধৌত করিলেই সুচিক্কণ হইয়া থাকে। অনন্তর ঐ সকল মুক্তা পরিষ্কৃত বস্ত্রে ঘর্ষণ করিলেই উজ্জ্বল কান্তিযুক্ত হয়। দয়ালু মহাপণ্ডিত ব্যাড়ি নামক মুনি এইরূপ মুক্তাশুদ্ধি আবিষ্কার করিয়াছেন। ৩১-৩৭

কাচের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও তারকাবৎ সমুজ্জ্বল মুক্তা সুবর্ণখণ্ড সহ যোজিত করিয়া বলমধ্যে স্থাপন করিবে। এইরূপ প্রকারে পরিষ্কৃত মুক্তা দেহভূষণ হইয়া থাকে। সিংহলদেশস্থ রত্ন-সংস্কার-কুশল জনগণ এইরূপ মুক্তার ব্যবহার করিয়া থাকেন যদি

১। মূল্যো বিনিশ্চয়ঃ। ২। শিক্যো।

যস্মিন্ কৃত্রিমসন্দেহঃ কচিদ্ভবতি মৌক্তিকে ।
উষ্ণে সলবণে স্নেহে নিশাং তদ্বাসয়েজ্জলে ॥ ৩৯
ব্রীহিভির্মর্দনীয়ং বা শুষ্কবস্ত্রোপবেষ্টিতম্ ।
যৎ তু নায়াতি বৈবর্ণ্যং বিজ্ঞেয়ং তদকৃত্রিমম্ ॥ ৪০
সিতং প্রমাণবৎ স্নিগ্ধং গুরু স্বচ্ছং সুনির্মলম্ ।
তেজোঽধিকং সুবৃত্তঞ্চ মৌক্তিকং গুণবৎ স্মৃতম্ ॥ ৪১
প্রমাণবদ্গৌরবরশ্মিযুক্তং, সিতং সুবৃত্তং সমসূক্ষ্মবেধম্ ।
অক্রেতুরপ্যাবহতি প্রমোদং, যন্মৌক্তিকং তদ্গুণবৎ প্রদিষ্টম্ ॥ ৪২
এবং সমস্তেন গুণোদয়েন, যন্মৌক্তিকং যোগমুপাগতং স্যাৎ ।
ন তস্য ভর্তারমনর্থজাত, একোঽপি কশ্চিৎ সমুপৈতি দোষঃ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে মুক্তাফলপরীক্ষা নামৈকোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৯ ॥

কোন মুক্তা কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ হয়, তবে ঐ মুক্তাকে লবণমিশ্রিত জলে একরাত্রি রাখিবে। তারপর ধান্যের সহিত মর্দন করিয়া শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে। এই প্রকার করিলে যে মুক্তা বিবর্ণ হয় না, সেই মুক্তা অকৃত্রিম জানিবে। ৩৮-৪০

যে মুক্তা শ্বেতবর্ণ, বৃহৎপ্রমাণ, স্নিগ্ধ, গুরু, স্বচ্ছ, সুনির্মল অধিক সমুজ্জ্বল এবং সুবৃত্ত, সেই মুক্তাই সমধিক গৌরবান্বিত। যে মুক্তা বৃহৎপ্রমাণ, গুরু, চাকচিক্যশালী, শ্বেতবর্ণ, সুবৃত্ত ও সমসূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত এবং যাহাকে দর্শন করিলে সকলেরই আমোদ জন্মে, সেই মুক্তাই প্রশস্ত। যে মুক্তা পূর্বোক্ত সমস্ত গুণসম্পন্ন তাহার স্বামীকে কোন প্রকার অনর্থজনিত দোষে আক্রমণ করিতে পারে না। ৪১-৪৩

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে মুক্তাফলপরীক্ষা নামক ঊনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৯।

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

দিবাকরস্তস্য মহামহিম্নো মহাসুরস্যোত্তমরত্নবীজম্।
অসৃগ্‌গৃহীত্বা চরিতুং প্রতস্থে নিস্ত্রিংশনীলেন নভস্তলেন॥ ১
ততো সুরাণাং সমরেঽগ্রযায়ী বীর্য্যাবলেপোদ্ধতমানসেন।
লঙ্কাধিপেনার্দ্ধপথং সমেত্য স্বর্ভানুনেব প্রসভং নিরুদ্ধঃ॥ ২
তং সিংহলীচারুনিতম্ববিম্ব-বিক্ষোভিতাগাধমহাহ্রদায়াম্।
পূগদ্রুমাবদ্ধতটদ্বয়ায়াং, মুমোচ সূর্য্যঃ সরিদুত্তমায়াম্॥ ৩
ততঃ প্রভৃতি সা গঙ্গা তুল্যপুণ্যফলোদয়া। নাম্না রাবণগঙ্গেতি প্রথিমানমুপাগতা॥ ৪
ততঃ প্রভৃত্যেব চ শর্ব্বরীষু, কূলানি রত্নৈর্নিচিতানি তস্যাঃ।
সুবর্ণনারাচশতৈস্ত্রিবাত-র্বহিঃপ্রদীপ্তৈরিব ভান্তি তানি॥ ৫
তস্যাস্তটেষূজ্জ্বলচারুরাগা, ভবন্তি তোয়েষু চ পদ্মরাগাঃ।
সৌগন্ধিকোত্থাঃ কুরুবিন্দজাশ্চ, মহাগুণাঃ স্ফাটিকসম্প্রসূতাঃ॥ ৬
বন্ধূকগুঞ্জাসকলেন্দ্রগোপ-জবাসমাসৃক্‌সমবর্ণশোভাঃ।
ভ্রাজিষ্ণবো দাড়িমবীজবর্ণা-স্তথাপরে কিংশুকপুষ্পভাসঃ॥ ৭

সূত কহিলেন, দিবাকর মহাবল পরাক্রান্ত বলাসুরের মহারত্নের কারণস্বরূপ শোণিত লইয়া নীলবর্ণ নভোমণ্ডল দিয়া প্রস্থান করিতেছিলেন। এমন সময়ে সর্ব্বামরবিজয়ী লঙ্কেশ্বর রাবণ বলদর্পে গর্ব্বিত হইয়া অর্দ্ধপথে রাহুর ন্যায় সূর্য্যকে নিরোধ করিলেন। দিবাকর তখন সিংহলদেশীয় কোনও সুবিখ্যাত নদীতে সেই বলাসুরের রক্ত নিক্ষেপ করিলেন। সেই নদী অতিমনোহরা, তাহার জল সমস্ত সিংহল-রমণীগণের জল-কেলিকালীন বিপুলনিতম্বের আস্ফালনে বিক্ষোভিত হইয়া আন্দোলিত হইতেছে। তাহার উভয় কূলে পূগবৃক্ষশ্রেণী শোভা পাইতেছে। সেইদিন হইতেই ঐ নদী গঙ্গার ন্যায় পুণ্য-প্রদায়িনী, রাবণগঙ্গা নামে বিখ্যাত হইল। ১-৪

সেইদিন হইতেই নিশাযোগে ঐ নদী-তটে রত্নরাশি সঞ্চিত হইতে থাকিলে ঐ সমস্ত রত্নরাশি কনকময় নারাচ-(অস্ত্রবিশেষ) রাশির ন্যায় রাত্রিকালে স্বীয় প্রভাজালে উদ্ভাসিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। সেই নদীর জলে পদ্মরাগ, সৌগন্ধিক, কুরুবিন্দ, স্ফটিক প্রভৃতি মহাগুণসম্পন্ন হইতে লাগিল। সেই রত্নসকলের সুচারু প্রভাপটলে নদীর তট সমস্ত আলোকিত থাকিত। পদ্মরাগমণি বিবিধ; তন্মধ্যে কতিপয় বন্ধূক (বাঁধুলি) কুসুমসন্নিভ, অপর কতকগুলি গুঞ্জাবর্ণ, অন্য কতিপয় জবাপুষ্পসম কান্তিযুক্ত, অপর কতকগুলি রক্তবৎ বর্ণবিশিষ্ট; কতকগুলি দাড়িম্ববীজবৎ-

সিন্দূর-পদ্মোৎপল-কুঙ্কুমানাং, লাক্ষারসস্যাপি সমানবর্ণাঃ।
সান্দ্রেঽপি রাগে প্রভয়া স্বয়ৈব, ভান্তি জ্বলন্তঃ স্ফুটমধ্যশোভাঃ ॥ ৮
তারোঽগ্নি ভাসামনভিভবযোগ-যান্ত্যা রশ্মিপ্রকরেণ দূরম্।
পার্শ্বানি সর্বাণ্যনুরঞ্জয়ন্তি, গুণোপপন্নাঃ স্ফটিকপ্রসূতাঃ ॥ ৯
কুসুম্ভনীলব্যতিমিশ্ররাগ-প্রত্যগ্রতাম্রদ্যুতিভাসঃ।
তথাপরেঽত্যর্ককণ্টকারী-পুষ্পত্বিষো হিঙ্গুলত্বিষোঽন্যে ॥ ১০
চকোর পুংস্কোকিল-সারসানাং, নেত্রাবভাসশ্চ ভবন্তি কেচিৎ।
অন্যে পুনর্ব্যাতিবিপুষ্পিতানাং,[১] তুল্যত্বিষঃ কোকনদোত্তমানাম্ ॥ ১১
প্রভাব-কাঠিন্য-গুরুত্বযোগৈঃ, প্রায়ঃ সমানাঃ স্ফটিকোদ্ভবানাম্।
আনীলরক্তোৎপলচারুভাসঃ, সৌগন্ধিকোত্থা মণয়ো ভবন্তি ॥ ১২
কাম্যস্তু রাগঃ কুরুবিন্দজেষু, ন চৈব যাদৃক্ স্ফটিকোদ্ভবেষু।
নিরর্চিষোঽন্তর্বহুলা ভবন্তি, প্রভাববত্তেঽপি ন তৈঃ সমস্তৈঃ ॥ ১৩
যে তু রাবণগঙ্গায়াং জায়ন্তে কুরুবিন্দকাঃ।
পদ্মরাগঘনং রাগং বিভ্রাণাঃ স্ফটিকান্বিতাঃ ॥ ১৪
বর্ণানুযায়িনস্তেষামন্ধ্রদেশে তথাপরে। ন জায়তে হি যে কেচিন্মূল্যলেশমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ১৫

আবার অন্য কতকগুলি পদ্মরাগ পলাশপুষ্পসমকান্তি। সমস্ত পদ্মরাগই অতিশয় সমুজ্জ্বল, সিন্দূর, পদ্ম, উৎপল, কুঙ্কুম ও লাক্ষারস সদৃশ পদ্মরাগ আছে, পদ্মরাগের বর্ণ ঘনীভূত হইলে তাহার স্বীয় প্রভায় সে ঘরং সম্যক্ শোভিত হইয়া থাকে। গুণসম্পন্ন স্ফটিক মণি সূর্য্যকিরণে সমুজ্জ্বল হইয়া স্বীয় রশ্মিনিকরে পার্শ্বস্থ দ্রব্য সমুদায় আলোকিত করে। কতিপয় পদ্মরাগ রক্তনীলমিশ্র বর্ণবিশিষ্ট, অপর কতকগুলি পদ্মরাগ রক্তপদ্মসম দীপ্তিশালী, অন্য পদ্মরাগ অত্যর্ক ও কণ্টকারী কুসুমবৎ, আবার কোন কোন পদ্মরাগ হিঙ্গুল তুল্য শোভাসম্পন্ন। ৮-১০

কোন কোন পদ্মরাগমণি কপোত, কোকিল ও সারস পক্ষীর নয়ন তুল্য বর্ণযুক্ত। অন্য কতকগুলি পদ্মরাগ কোকনদ সদৃশ কান্তিসম্পন্ন। স্ফটিক মণি প্রভাব, কাঠিন্য ও গুরুত্বে অন্য সকল মণির প্রায় সমান। সৌগন্ধিকজ মণি ঈষৎ নীলের আভাবিশিষ্ট ও রক্তোৎপলবৎ বর্ণযুক্ত। স্ফটিক মণিতে যেরূপ উজ্জ্বলতা দৃষ্ট হয়, কুরুবিন্দ মণিতে তাদৃশ প্রভা থাকে না। তাহার প্রভা অবর্ণতা। কোন কোন কুরুবিন্দমণি অধিক প্রভাবিশিষ্ট হয় বটে, কিন্তু স্ফটিক মণির ন্যায় নহে। রাবণ গঙ্গাতে যে সকল কুরুবিন্দ মণি উৎপন্ন হয়, তাহারা পদ্মরাগমণির ন্যায় উজ্জ্বলতা ধারণ করে। ১১-১৪

অন্ধ্রদেশে যে সকল মণি উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের বর্ণানুসারে কোন কোন মণির মূল্যের তারতম্য কিঞ্চিন্মাত্র হয় না; কিন্তু গুণানুসারেই মূল্যের তারতম্য বুঝিতে হয়।

১। অন্যে পুনঃ সন্তি চ পুষ্পিতানাং।

তথৈব স্ফাটিকোত্থানাং দেশে তুম্বুরুসংজ্ঞকে।
সধূম্রাঃ প্রভাবন্তো বহুমূল্যা হি তে স্মৃতাঃ ॥ ১৬

বর্ণাধিক্যং গুরুত্বঞ্চ স্নিগ্ধতা সমতাচ্ছতা। অর্চ্চিষ্মত্তা মহত্তা চ মণীনাং গুণসংগ্রহঃ ॥ ১৭

যে কর্করচ্ছিদ্রমলোপদিগ্ধাঃ, প্রভাবিমুক্তাঃ পরুষা বিবর্ণাঃ।
ন তে প্রশস্তা মণয়ো ভবন্তি, সমানতো জাতিগুণৈঃ সমস্তৈঃ ॥ ১৮
দোষোপসৃষ্টং মণিমপ্রবোধা-দ্বিভর্ত্তি যঃ কশ্চন কঞ্চিদেব।
তং শোকচিন্তাময়মৃত্যুবিত্ত নাশাদয়ো দোষগণা ভজন্তি[1] ॥ ১৯
কামং চারুতরাঃ সন্তি[2] জাতীনাং প্রতিরূপকাঃ।
বিজাতয়ঃ প্রযত্নেন বিদ্বাংস্তানুপলক্ষয়েৎ ॥ ২০
কলসপুরোত্থ-সিংহল-তুম্বুরুদেশোত্থমুক্তপানীয়াঃ।
শ্রীপূর্ণকাশ্চ সদৃশা, বিজাতয়ঃ পদ্মরাগাণাম্ ॥ ২১
ধূম্রোপসর্গাৎ কলসাভিধান-মাতাম্রভাবাদপি তুম্বুরুত্থম্।
কার্ষ্ণ্যাৎ তথা সিংহলদেশজাতং, মুক্তাভিধানং নভসঃ স্বভাবাৎ ॥ ২২
শ্রীপূর্ণকং দীপ্তিবিনাকৃতত্বাদ্, বিজাতিলিঙ্গাশ্রয় এষ ভেদঃ।
যথাশ্রিকাং পুষ্যতি পদ্মরাগো, যোগাৎ তুষাণামিব পূর্ণমধ্যঃ ॥ ২৩

তুম্বুরু দেশে যে সকল স্ফটিক মণি উৎপন্ন হয়, তাহারা প্রায় স্ফটিকের বর্ণাক্রান্ত হইয়া থাকে। ঐ সকল মণি বহুমূল্য হয়। বর্ণাধিক্য, গুরুত্ব, স্নিগ্ধতা, সমবর্ণতা, নির্ম্মলতা, তেজস্বিতা ও মহত্তা এই সকল মণির গুণ। যে সকল মণিতে উক্ত গুণরাশি বিদ্যমান থাকে, তাহাই জনসমাজে আদরণীয় হয়। একজাতীয় মণি সমানগুণ-সম্পন্ন হইলেও যদি সচ্ছিদ্র, উজ্জ্বলতাশূন্য, মসৃণতাহীন বা বিবর্ণ হয়, তাহা হইলে সেই সকল মণি প্রশস্ত নহে। কোন ব্যক্তি যদি অজ্ঞানবশতঃ দোষযুক্ত মণি ধারণ করে, তাহা হইলে তাহার শোক, চিত্তচাঞ্চল্য, রোগ, মৃত্যু, বিত্তনাশাদি বিশেষ বিপদ্ ঘটিয়া থাকে। মণিজাতি দশবিধ, তন্মধ্যে পঞ্চজাতি উৎকৃষ্ট এবং পঞ্চজাতি নিকৃষ্ট। মণিশাস্ত্রকুশল পণ্ডিতগণ ইহা পরীক্ষা করিয়া লইবেন। ১৬-২০

কলসপুরজ, সিংহলজ, তুম্বুরুদেশজ, মুক্তপানীয় ও শ্রীপূর্ণক এই পঞ্চবিধ পদ্মরাগ বিজাতীয়। কলসপুরজ মণি ধূমোপসর্গে, তুম্বুরুদেশজ পদ্মরাগ ঈষৎ তাম্রবর্ণপ্রভায়, সিংহলদেশজ মণি কৃষ্ণবর্ণতায়, মুক্তপানীয় পদ্মরাগ নীলিমাদোষে এবং শ্রীপূর্ণক পদ্মরাগ দীপ্তিহীনতাবশতঃ নিকৃষ্ট। অন্যান্য পদ্মরাগ অপেক্ষা কেবলমাত্র এই সকল দোষেই উক্ত পঞ্চবিধ পদ্মরাগ বিজাতীয় ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে পদ্মরাগ পদ্মসংযোগে তাম্রবর্ণ হয়, সেই পদ্মরাগমণি

১। হরন্তি। ২। পক্ষ।

স্নেহপ্রদিগ্ধঃ প্রতিভাতি যশ্চ, যো বা প্রমৃষ্টঃ[১] প্রজহাতি দীপ্তিম্।
আক্রান্তমূর্দ্ধা চ তথাঙ্গুলিভ্যাং, যঃ কালিকাং পার্শ্বগতাং বিভর্ত্তি। ২৪
সম্প্রাপ্য চোৎক্ষেপণতো যথাঙ্গুলিং,[২] বিভর্ত্তি যঃ সর্ব্বগুণানতীব।
তুল্যপ্রমাণস্য চ তুল্যজাতে-র্যো বা গুরুত্বেন ভবেৎ স তুল্যঃ।
প্রাপ্যাপি রত্নাকরজাং সুজাতিং, লক্ষেদ্ গুরুত্বেন গুণেন বিদ্বান্। ২৫

অপ্রশমিতে সন্দেহে শিলায়াং পরিঘর্ষয়েৎ। সজাতিকসমূহেন লিখিতাপি পরস্পরম্। ২৬

বজ্রং বা কুরুবিন্দং বা বিমুচ্যান্যেন কেনচিৎ।
নাশক্যং লেখনং কর্ত্তুং পদ্মরাগেন্দ্রনীলয়োঃ। ২৭
জাতস্তু সর্ব্বেঽপি মণের্ন জাতু,[৩] বিজাতয়ঃ সন্তি সমানবর্ণাঃ।
তথাপি নানাকরণার্থমেব, ভেদপ্রকারঃ পরমঃ প্রদিষ্টঃ। ২৮
গুণোপপন্নেন সহানুবদ্ধো, মণিস্তু[৪] ধার্য্যো বিগুণোঽপি জাত্যাঃ।
ন কৌস্তুভেনাপি সহানুবদ্ধং, বিদ্বান্ বিজাতিং বিভৃয়াৎ কদাচিৎ। ২৯
চণ্ডাল একোঽপি যথা দ্বিজাতীন্, সমেত্য ভূরীনপি হন্ত্যসহ্যাৎ।
তথা মণীন্ ভূরিগুণোপপন্নান্, সংক্রোতি বিপ্রাবমিতং বিজাতিঃ[৫]। ৩০
সপত্নমধ্যেঽপি কৃতাধিবাসং, প্রমাদমুক্তাবপি বর্ত্তমানম্
ন পদ্মরাগস্য মহাগুণস্য, ভর্ত্তারমাপৎ স্পৃশতীহ কাচিৎ। ৩১

পূর্ব্ববৎ। তৈলাদি স্নেহদ্রব্যদ্বারা মার্জন করিলে যে মণি প্রদীপ্ত হয় কিন্তু স্পর্শ করিলেই দীপ্তিহীন হয়, অথবা যে মণি ঊর্দ্ধাধোভাগে অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা আক্রান্ত হইলে পার্শ্বদেশে কৃষ্ণবর্ণ হয়, যে মণি প্রাপ্তিমাত্রেই ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ করিলে সর্ব্ববর্ণবিশিষ্ট হয় ইত্যাদি ভেদে এবং যে যে মণি একজাতীয়, তুল্যপরিমাণ এবং গুরুত্বেও তুল্য, পণ্ডিতগণ সেই সকল মণি পাইয়া তাহার আকরজাত দোষ গুণ বিবেচনাপূর্ব্বক পরীক্ষা করিবেন। ২১-২৫

মণিতে সন্দেহ বিদূরিত না হইলে তৎসজাতীয় অন্য মণি আনয়নপূর্ব্বক পরস্পর ঘর্ষণ করিবে। বজ্র বা কুরুবিন্দ মণিতে অন্য মণিদ্বারা লেখন হয়, কিন্তু পদ্মরাগ মণি বা ইন্দ্রনীলমণিতে অন্য মণিদ্বারা লেখন হয় না। একজাতীয় মণি সকলেই পরস্পর সমান, তাহাদিগের কখন কোন বৈজাত্য দৃষ্ট হয় না, তথাপি পৃথক পৃথক নামকরণার্থ তাহাদিগের প্রকারভেদ কথিত হইয়াছে। গুণসম্পন্ন মণির সহিত গুণহীন ও বিজাতীয় মণি ধারণ করিবে না। বিদ্বান্ ব্যক্তি কখন কি কৌস্তুভ মণিরাজের সহিত অন্য কোন বিজাতীয় ও বিগুণ কাচাদি মণি ধারণ করিয়া থাকেন? এক চণ্ডালসংসর্গে যেমন অনেক ব্রাহ্মণ পতিত হয়, একটি বিজাতীয় বিগুণ মণিও তেমনি অনেক উৎকৃষ্ট মণির গৌরব বিনাশ

১। প্রমৃষ্টঃ। ২। চোৎক্ষিপ্য যথানুবৃত্তিং। ৩। মণেস্তু যাদৃশ্।
৪। মণির্ন। ৫। বিজাত্যঃ।

দোষোপসর্গপ্রভবাশ্চ যে তে, নোপদ্রবাস্তং সমভিদ্রবন্তি।
গুণৈঃ সমুক্তেজিতচারুরাগং, যঃ পদ্মরাগং প্রযতো বিভর্ত্তি ॥ ৩২
বজ্রস্য যৎ তণ্ডুলসংখ্যয়োক্তং, মূল্যং সমুৎপাদিতগৌরবস্য।
তৎ পদ্মরাগস্য মহাগুণস্য, তন্মাষকাকলিতস্য মূল্যম্ ॥ ৩৩
বর্ণদীপ্ত্যুপপন্নং হি মণিরত্নং প্রশস্যতে।
তাভ্যামীষদপি ভ্রষ্টং মণির্মূল্যাৎ প্রহীয়তে ॥ ৩৪

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে পদ্মরাগপরীক্ষা নাম সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭০ ॥

করে। যে মানব পদ্মরাগমণি ধারণ করে, সে যদি অনেক শত্রুমধ্যে বাস করে, কিংবা কোন সঙ্কটে পতিত হয়, তথাপি তাহাকে কোনও বিপদ্ স্পর্শ করিতে পারে না। যে নর গুণকলান্বিত সমুজ্জ্বল পদ্মরাগমণি যত্নপূর্ব্বক ধারণ করে, দোষ ও উপসর্গ জনিত কোনও উপদ্রব তাহার কোন বাধা জন্মাইতে পারে না। তণ্ডুল দ্বারা পরিমাণ করিয়া গুরুত্বানুসারে হীরকের যেরূপ পরিমাণ নির্ণয় করিতে হয়, পদ্মরাগমণিরও গুরুত্বের তারতম্যে সেইরূপ মূল্যের ন্যূনাধিক্য নিশ্চয় করিবে। যে সকল মণি ও রত্ন উত্তমবর্ণযুক্ত ও অতিশয় উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট, সেই সকল মণি ও রত্ন প্রশস্ত। বর্ণ এবং উজ্জ্বলতার হ্রাস হইলেই মণির মূল্যের হ্রাস হইয়া থাকে। ২৬-৩৪

শ্রীগরুড়পুরাণে পদ্মরাগপরীক্ষা নামক সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

দানবাধিপতেঃ পিত্তমাদায় ভুজগাধিপঃ ।
দ্বিধা কুর্ব্বন্নিব ব্যোম সত্বরং বাসুকির্যযৌ ॥ ১
স তদা স্বশিরোরত্ন প্রভাদীপ্তে নভোঽম্বুধৌ ।
রাজতঃ স মহানেকঃ খণ্ডসেতুরিবাবভৌ ॥ ২
ততঃ পক্ষনিপাতেন সংহরন্নিব রোদসী ।
গরুত্মান্ পন্নগেন্দ্রস্য প্রহর্ত্তুমুপচক্রমে ॥ ৩
সহসৈব মুমোচ তৎ ফণীন্দ্রঃ, সুরসাহ্বকতুরুষ্কপাদপানাম্[1] ।
নলিকাবনগন্ধবাসিতায়াং, বরমাণিক্যগিরেরুপত্যকায়াম্ ॥ ৪
তস্য প্রপাতসমনন্তরকালমেব, তদ্ধামলক্ষ্মীবতো রমাসমীপে ।
স্থানং ক্ষিতেরুপপয়োনিধিতীরলেখং, তৎপ্রত্যয়ান্মরকতাকরতাং জগাম ॥ ৫
তত্রৈব কিঞ্চিৎ পততস্তু পিত্তা-দুপেত্য জগ্রাহ ততো গরুত্মান্ ।
মূর্চ্ছাপরীতঃ সহসৈব ঘোণা-রন্ধ্রদ্বয়েন প্রমুমোচ সর্ব্বম্ ॥ ৬
তত্রাকঠোরশুককণ্ঠ-শিরীষপুষ্প-খদ্যোতপৃষ্ঠচয়শাদ্বলশৈবলানাম্ ।
কহ্লার-শষ্পক-ভুজঙ্গভুজাঞ্চ পত্র-প্রাপ্তত্বিষো মরকতাঃ[2] শুভদা ভবন্তি ॥ ৭

সূত কহিলেন,—ভুজঙ্গরাজ বাসুকি দানবপতি বলাসুরের পিত্ত গ্রহণপূর্ব্বক গগনমণ্ডলে মহাবেগে যেন দ্বিধা বিভক্ত করত প্রস্থান করিতেছিলেন ; গমনকালে তদীয় শিরোরত্ন-প্রভায় প্রদীপ্ত নভঃসাগরে যেন একটি বিস্তৃত রজত-সেতু হইয়াছিল। সহসা পক্ষিরাজ গরুড় পক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক স্বর্গমর্ত্ত্য নিরোধ করত পন্নগরাজ বাসুকির গতিরোধ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সেই পিত্ত অপহরণ করিবার উপক্রম করিলেন। ফণিরাজ বাসুকি খগপতির আক্রমণে চকিত হইয়া বলাসুরের সেই পিত্ত তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিলেন। সেই পিত্ত, রসাল সিলারস-পাদপে সুশোভিত ও নালিকা-(গন্ধদ্রব্য বিশেষ) বন-বাসিত মাণিক্য-গিরির উপত্যকা দেশে পতিত হইল। সেই স্থানে পতিত হইবামাত্রই ঐ পিত্ত সে স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক পয়োধিতীরে লক্ষ্মীসমীপে উপস্থিত হইল। এ নিমিত্ত সেই দিন হইতে ঐ স্থানে মরকতমণির আকর হইল। ফণিপতি বাসুকি যে সময় পিত্ত পরিত্যাগ করেন, তখন সেই পিত্তের কিঞ্চিৎ অংশ গরুড় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে খগপতি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, এবং ঐ পিত্ত তাঁহার নাসারন্ধ্র দ্বারা ভূমিতে পতিত হইল। ১-৬

পূর্ব্বোক্ত শুকপক্ষীর কণ্ঠ, শিরীষপুষ্প, খদ্যোতের পৃষ্ঠদেশ, তৃণক্ষেত্র, শৈবল, কহ্লার,

---

১। সুরসাহ্বক-। ২ পত্র-প্রাপ্তত্বিষো।

তদ্বচ্চ তোপীঅভৃতাভিযুক্তং,[1] পপাত পিত্তং দিতিজাধিপস্য।
তস্যাকরস্যাতিতরাং স দেশো, দুঃখোপলভ্যশ্চ গুণৈশ্চ যুক্তঃ। ৮
তস্মিন্ মরকতস্থানে যৎ কিঞ্চিদুপজায়তে।
তৎ সর্ব্বং বিষরোগাণাং প্রশমায় প্রকীর্ত্ত্যতে। ৯
সর্ব্বমন্ত্রৌষধিগণৈর্যন্ন শক্যং চিকিৎসিতুম্। মহাহিদংষ্ট্রাপ্রভবং বিষং তৎ তেন শাম্যতি। ১০
অন্যদপ্যাকরে তত্র যদ্দোষৈরুপবর্জ্জিতম্।
জায়তে তৎ পবিত্রাণামুত্তমং পরিকীর্ত্তিতম্। ১১
অত্যন্তহরিতবর্ণং কোমলমর্চ্চিবিভেদজটিলঞ্চ।
কাঞ্চনচূর্ণস্যান্তঃ পূর্ণমিব লক্ষ্যতে যচ্চ। ১২
যুক্তং সংস্থানগুণৈঃ সমরাগং গৌরবেণ (চাহীনম্)।
সবিতুঃ করসংস্পর্শাচ্ছুরয়তি সর্ব্বাশ্রয়ং[2] দীপ্ত্যা। ১৩
হিত্বা চ হরিতভাবং[3] যস্যান্তর্নিহিতা ভবেদ্দীপ্তিঃ।
অচিরপ্রভাপ্রভাহত-শাদ্বলসদৃশা[4] কান্তি। ১৪

মৃত্তনখাস ও ভুজঙ্গ এই সকল পদার্থে যে যে বর্ণ দৃষ্ট হয়, মরকতমণিতে সেই সকল বর্ণ আছে। এই প্রকার মরকতমণি শুভপ্রদ। ভুজগভুক্ গরুড় যে যে স্থলে দৈত্যপতি-পিত্ত নিপাতিত করিয়াছিলেন সেই সেই স্থলে মরকতমণি উৎপন্ন হইতে লাগিল। সেই সকল দেশ সর্ব্বগুণশালী হইল, পরন্তু যে সকল স্থান মরকতমণির আকর তাহা অতি দুর্গম। মরকতমণির আকরে যে সকল উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হয়, সেই সেই দ্রব্য বিষরোগের মহৌষধ। সেই সকল উদ্ভিদ্ সেবন করিলে বিষপীড়ার শান্তি হইয়া থাকে। কোন মহাসর্প দংশন করিলে যে বিষপীড়াসমূহ সমুৎপন্ন হয়, অন্য কোন ঔষধে তাহা নিবৃত্তি না পাইলেও মরকতমণির আকরজাত উদ্ভিদ্ সেবন করিলে সেই বিষরোগ নিশ্চয়ই প্রশান্ত হইয়া থাকে। ৭-১০

মরকতমণির আকরে অন্যান্য যে সমস্ত দ্রব্য সমুৎপন্ন হয়, তৎসমুদায়ই পবিত্র। তাহা-দিগের স্পর্শে দেহ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। মরকতমণি হরিতবর্ণ ও কোমল বলিয়া বোধ হয়; উহার উজ্জ্বলতা বক্ররেখার ন্যায় দৃষ্ট হয়, এবং তাহা অন্তর্গত সুবর্ণচূর্ণে পরিপূর্ণ বলিয়া প্রতীত হয়। উৎকৃষ্ট মরকতমণি সুগঠিত, সর্ব্বগুণযুক্ত সর্ব্বত্র সমান উজ্জ্বল, লঘু এবং সূর্য্যকিরণস্পর্শে প্রদীপ্ত হইয়া সমস্ত স্থান আলোকিত করে। ঐ মণি হরিতপ্রভা পরিত্যাগ করত অচিরোদগত অন্তর্গত কান্তিদ্বারা তৃণপূর্ণক্ষেত্রের আভা তিরোহিত করিয়া দীপ্তি

১। তোপীঅভৃত্যাভিযুক্তং। ২। সর্ব্বাশ্রমং। ৩। হরিতভাবং।
৪। শাদ্বল-সমবিভা।

যচ্চ মনসঃ প্রসাদং বিদধাতি বিরীক্ষিতমতিমাত্রম্ ।
তন্মরকতং মহাগুণমিতি রত্নবিদাং মনোবৃত্তিঃ ॥ ১৫
বর্ণস্যাতিবহুত্বাদ্ যস্যান্তঃ স্বচ্ছকিরণপরিধানম্ ।
সান্দ্রস্নিগ্ধবিশুদ্ধং কোমলবর্হিপ্রভাদিসমকান্তি ॥ ১৬
বর্ণোজ্জ্বলয়া কান্ত্যা সান্দ্রাকারো বিভাময়া ভাতি ।
তদপি ন গুণবৎ সংজ্ঞামাপ্নোতি হি যাদৃশীং পূর্ব্বকম্ ॥ ১৭
শবলকঠোরমলিনং রূক্ষং পাষাণকর্করোপেতম্ ।
দিগ্ধঞ্চ শিলাজতুনা মরকতমেবংবিধং বিগুণম্ ॥ ১৮
যৎসন্ধিদেশেবিদ্ধং রত্নমন্যন্মরকতাস্তুবেৎ । শ্রেয়স্কামৈর্ন তদ্ধার্য্যং ক্রেতব্যং বা কথঞ্চন ॥ ১৯
ভল্লাতকীপুত্রিকা চ তদ্বর্ণসমযোগতঃ । মরকতৈস্তৈস্তে লক্ষণীয়া বিজাতয়ঃ ॥ ২০
ক্ষৌমেণ বাসসা মৃষ্টা দীপ্তিং ত্যজতি পুত্রিকা ।
লাঘবেনৈব কাচস্য শক্যা কর্ত্তুং বিভাবনা ॥ ২১
কস্যচিদনেকরূপৈর্মরকতমনুগচ্ছতোঽপি গুণবর্ণৈঃ ।
ভল্লাতকস্যানিলৈর্বৈষম্যমুপৈতি বর্ণস্য । ২২
যন্ত্রাপি মুক্তাঃ সন্ত্যন্যে যে চ কেচিদ্বিজাতয়ঃ ।
তেষাং নাপ্রতিবদ্ধানাং তা ভবন্ত্যূর্দ্ধগামিনী ॥ ২৩

পাইয়া থাকে। যে মরকতমণি দর্শন করিলে সাধারণের মনে তৎক্ষণাৎ প্রসন্নতা হয়, সেই মণিকেই রত্নবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণ সর্ব্বগুণসম্পন্ন জ্ঞান করেন। ১১-১৫

বর্ণের প্রগাঢ়তা হেতু যে মরকতমণির অন্তর্গত নির্ম্মল কিরণ পরিক্ষিপ্ত হয়, যাহার কান্তি ঘনীভূত, স্নিগ্ধ, বিশুদ্ধ ও কোমল ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় শোভাসম্পন্ন হইয়া থাকে এবং যে মরকতমণি বর্ণের উজ্জ্বল- কান্তিতে গাঢ় আভাযুক্ত হইয়া দীপ্তি পায়, সেই মণিই উৎকৃষ্ট-মণিমধ্যে পরিগণিত। যে মরকতমণি কর্ব্বুর, অমসৃণ, মলিন, রূক্ষ, পাষাণ ও কর্করযুক্ত, অথবা শিলাজতু-সংসৃষ্ট, সেই মণি নির্গুণ (নিকৃষ্ট) মণিমধ্যে গণ্য। মরকতমণির সন্ধিদেশে যদি অন্য কোন রত্ন দৃষ্ট হয়, তবে সেই মণি কেহ ধারণ বা ক্রয় করিবে না। ঐ মণি ধারণ বিক্রয় করিলে তাহার অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। যদি মরকতমণিতে ভল্লাতকফলের ন্যায় আভা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই মণি বিজাতীয়লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া জানিবে। ১৬-২০

যদি কোন কৌষবস্ত্রে মার্জ্জন করিলে মণিদীপ্তির লাঘব হয়, তবে কাচপাত্রে ঐ মণির প্রতিবিম্ব পাতিত করিয়া উহার মূল্য নিরূপণ করিবে। কোন কোন মরকতমণির প্রায় সমস্ত গুণ-বর্ণই এই প্রকারে দৃষ্ট হয়; অতএব এই প্রণালীতেই বিশেষ পরীক্ষা করিয়া লইবে। কৃত্রিম মণিতে ভল্লাতকপত্রের বাতাস দিলে বর্ণের বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। অনেকবিধ রত্ন, মণি ও মুক্তা আছে, ঐ সকল মণি যদি কোন আচ্ছাদনে আবৃত না থাকে,

ঋজুভাবৈব কেষাঞ্চিৎ কথঞ্চিদুপজায়তে। তির্য্যগালোক্যমানানাং সদ্যশ্ছায়া প্রণশ্যতি ॥ ২৩
স্নানাচমনজপ্যেষু রক্ষামন্ত্রক্রিয়াবিধৌ। দদদ্ভির্গোহিরণ্যানি কুর্ব্বদ্ভিঃ সাধনানি চ ॥ ২৪

দৈবপৈত্রাতিথেয়েষু গুরুসম্পূজনেষু চ।
বাধ্যমানেষু বিবিধৈর্দ্দোষজাতৈর্ব্বিষোত্থিতৈঃ ॥ ২৬
দোষৈর্হীনং গুণৈর্যুক্তং কাঞ্চনপ্রতিবোধিতম্।
সংগ্রামে বিচরদ্ভিশ্চ ধার্য্যং মরকতং বুধৈঃ ॥ ২৭

তুলয়া পদ্মরাগস্য যন্মূল্যমুপজায়তে। লভতেঽভ্যধিকং তস্মাদ্ গুণৈর্মরকতং যুতম্ ॥ ২৮

তথা চ পদ্মরাগাণাং দোষৈর্মূল্যং প্রহীয়তে।
তস্মাদপ্যধিকা হানির্দোষৈর্মরকতে ভবেৎ ॥ ২৯

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে মরকতপরীক্ষা
নামৈকসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭১ ॥

তাহা হইলে তাহাদিগের প্রভা ঊর্দ্ধগামিনী হয়। প্রায় সকল মণির দীপ্তি সরলভাবে এবং কোন কোন মণির প্রভা ঋজুভাবে বহির্গত হয়। যে সকল মণির দীপ্তি তির্য্যগ্‌ভাবে পতিত হয়, তাহাদিগের তেজ চিরকাল থাকে না, শীঘ্র শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া যায়। ২১-২৩

স্নান, আচমন, জপ ও রক্ষামন্ত্রপাঠ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ সমাপন করত গোহিরণ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক অন্যান্য সাধনকার্য্য সমাপনান্তে, দেবকার্য্য, পিতৃতর্পণ, অতিথিসেবা ও গুরুপূজাদি করিয়া নির্দোষ ও গুণসম্পন্ন, মরকতমণি সুবর্ণসহযোগে ধারণ করিতে হয়। এই মণি ধারণ করিলে বিষপীড়াদি উপদ্রব দূরীভূত হইয়া যায় ও সংগ্রামে জয়লাভ হয়। যেরূপ পরিমাণ বিশিষ্ট পদ্মরাগমণির যত মূল্য হয়, সেইরূপ পরিমিত সগুণ মরকত মণির মূল্য তদপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। পদ্মরাগের যেরূপ দোষানুসারে মূল্যের হানি হয়, সদোষ মরকত মণির মূল্য তদপেক্ষাও অধিক পরিমাণে (হারে) ন্যূন হইয়া থাকে। ২৪-২৯

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে মরকতপরীক্ষা নামক একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

তত্রৈব সিংহলবধূকরপল্লবাগ্র-ব্যালূনবালকদলীকুসুমপ্রবালে।
দেশে পপাত দিতিজস্য নিতান্তকান্তং, প্রোৎফুল্লনীরজসমদ্যুতি নেত্রযুগ্মম্ ॥ ১
তৎপ্রত্যয়াদুভয়শোভনবীচিভাসা, বিস্তারিণী জলনিধেরুপকচ্ছভূমিঃ।
প্রোদ্ভিন্নকেতককুলপ্রতিবদ্ধলেখা, সান্দ্রেন্দ্রনীলমণিরত্নবতী বিভাতি ॥ ২
তত্রাসিতাব্জ-হলভৃদ্বসনাসি[1]-ভৃঙ্গ-শার্ঙ্গায়ুধাঙ্গ-হরকণ্ঠ-কলায়পুষ্পৈঃ।
শুক্লেতরৈশ্চ কুসুমৈর্গিরিকর্ণিকায়া-স্তস্মাদ্ভবন্তি মণয়ঃ সদৃশাবভাসঃ ॥ ৩
অন্যে প্রসন্নপয়সঃ পয়সাং নিধাতু-রম্বুত্বিষঃ শিখিগল[2]প্রতিমাস্তথান্যে।
নীলীরসপ্রভববুদ্বুদভাশ্চ কেচিৎ, কেচিৎ তথা সমদকোকিলকণ্ঠভাসঃ ॥ ৪
একপ্রকারা বিস্পষ্ট-বর্ণশোভাবভাসিনঃ। জায়ন্তে মণয়স্তস্মিন্নিন্দ্রনীলা মহাগুণাঃ ॥ ৫
মৃৎ-পাষাণ-শিলা-রন্ধ্র-কর্করা-ত্রাসসংযুতাঃ। অভ্রিকাপটলচ্ছায়াবর্ণদোষৈশ্চ দূষিতাঃ ॥ ৬
ত এব হি জায়ন্তে মণয়স্তত্র ভূরয়ঃ। শাস্ত্রসম্বোধিতধিয়-স্তান্ প্রশংসন্তি সূরয়ঃ ॥ ৭
ধার্য্যমাণস্য যে দৃষ্টাঃ পদ্মরাগমণের্গুণাঃ। ধারণাদিন্দ্রনীলস্য তানেবাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৮
যথা চ পদ্মরাগাণাং জাতিকত্রিতয়ং ভবেৎ। ইন্দ্রনীলেষ্বপি তথা দ্রষ্টব্যমবিশেষতঃ ॥ ৯

সূত কহিলেন, যখন সিংহলকামিনীগণ স্বীয় হস্তে কদলীকুসুম-পল্লব ছেদন করিতেছিল, সেই সময়ে তাহাদিগের সমক্ষে প্রফুল্ল কমলকান্তিবিশিষ্ট বলাসুরের নয়নদ্বয় পতিত হইয়াছিল। সমুদ্রের তীরভূমিতে ঐ নেত্র পতিত হইয়াছিল। তরঙ্গমালার বিমল প্রভায় সুশোভিত সাগরতটভূমি বলাসুরের নেত্রপাতহেতু ইন্দ্রনীলমণির আকর হইয়া সমধিক সমুজ্জ্বল হইল। সেই স্থলে নীলপদ্ম, ভৃঙ্গ, হরকণ্ঠ ও অপরাজিতা পুষ্পবৎ কান্তিযুক্ত ইন্দ্রনীল মণি সমুৎপন্ন হইল। সেই স্থলে অনেক প্রকার ইন্দ্রনীল মণি জন্মিল, তাহাদিগের মধ্যে অনেকগুলি জলধিজলপ্রতিম, কতিপয় ময়ূরকণ্ঠবৎ প্রভা বিশিষ্ট, অপর কতকগুলি নীলীরস-বুদ্‌বুদসমকান্তিসম্পন্ন, অন্য কতিপয় প্রমত্ত-কোকিলকণ্ঠ-তুল্য ছবিসমন্বিত। ১-৪

যে সকল ইন্দ্রনীলমণি উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাদিগের সকলগুলিই বিস্পষ্ট বর্ণ, শোভা-সম্পন্ন, সমানাকার ও মহাগুণশালী। যে সকল ইন্দ্রনীলমণি মৃত্তিকা ও পাষাণসংযুক্ত, শিরাল, সরন্ধ্র, ও কর্করান্বিত এবং মেঘমালার ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট সেই সকল মণি দূষিত। সেই স্থানে যে প্রচুর ইন্দ্রনীলমণি সমুৎপন্ন হইতে লাগিল, মণিশাস্ত্রকুশল পণ্ডিতগণ সেই সকল মণির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। পদ্মরাগ মণি ধারণের যে সকল গুণ কীর্ত্তিত আছে, ইন্দ্রনীলমণি ধারণ করিলেও সেই সেই গুণ হইয়া থাকে। পদ্মরাগমণির যেমন ত্রিবিধ জাতি আছে, ইন্দ্রনীলমণিরও সেইরূপ অনেক জাতি অনুমিত হইবে। যে যে উপায়ে

১। হলভৃদ্বসনানি। ২। শিখিগণ।

পরীক্ষাপ্রত্যয়ৈর্যৈশ্চ পদ্মরাগঃ পরীক্ষ্যতে । তএব প্রত্যয়া দৃষ্টা ইন্দ্রনীলমণেরপি ॥ ১০

যাবন্তং চ ক্রমেণাগ্নিং পদ্মরাগোপযোগতঃ । ইন্দ্রনীলমণিস্তস্মাৎ ক্ষমেত সুমহত্তরম্ ॥ ১১

তথাপি ন পরীক্ষার্থং গুণানামভিবৃদ্ধয়ে । মণিরগ্নৌ সমাধেয়ঃ কথঞ্চিদপি কশ্চন ॥ ১২

অগ্নিমাত্রাপরিজ্ঞানে দাহদোষৈশ্চ দূষিতঃ । সোঽনর্থায় ভবেদ্ভর্তুঃ কর্তুঃ কারয়িতুস্তথা ॥ ১৩

কাচোৎপলকরবীর-স্ফটিকাদ্যা ইহ বুধৈঃ সবৈদূর্য্যাঃ ।
কথিতা বিজাতয় ইমে, সদৃশা মণিনেন্দ্রনীলেন ॥ ১৪
গুরুভাব-কঠিনভাবাবেতেষাং নিত্যমেব বিজ্ঞেয়ৌ ।
কাচাদ্ যথাবদুত্তরবিবর্দ্ধমানৌ বিশেষেণ ॥ ১৫

ইন্দ্রনীলো যথা কশ্চিদ্বিভর্ত্তি তাম্রবর্ণতাম্ । রক্ষণীয়ৌ তথা তাম্রৌ করবীরোৎপলাবুভৌ ॥১৬

যস্য মধ্যগতা ভাতি নীলস্যেন্দ্রায়ুধপ্রভা । তমিন্দ্রনীলমিত্যাহুর্মহার্হং ভুবি দুর্লভম্ ॥ ১৭

যস্তু বর্ণস্য ভূয়স্ত্বাৎ ক্ষীরে শতগুণে স্থিতঃ । নীলতাং তন্নয়েৎ সর্ব্বং মহানীলঃ স উচ্যতে । ১৮

যৎ পদ্মরাগস্য মহাগুণস্য, মূল্যং ভবেন্মাষসমম্বিতস্য ।
তদিন্দ্রনীলস্য মহাগুণস্য, বর্ণস্য সংখ্যাতুলিতস্য মূল্যম্ ॥ ১৯

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ইন্দ্রনীলপরীক্ষা নাম দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭২ ॥

পদ্মরাগমণির পরীক্ষা হইয়া থাকে, ইন্দ্রনীলমণিরও সেই সেই উপায় আশ্রয় করিয়া পরীক্ষা করিবে ॥ ৫-১০

পদ্মরাগের সহ যেরূপ অগ্নি আক্রান্ত হয়, ইন্দ্রনীলমণির উপযোগে ততোধিক অগ্নি আক্রান্ত হইয়া থাকে। তথাপি পরীক্ষাকরণার্থ বা গুণসম্বর্দ্ধনার্থ কদাচ কোনরূপ মণি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে না। অজ্ঞানবশতঃ যদি কোন ব্যক্তি মণিকে অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে মণিস্বামীর অনর্থ সংঘটিত হয় এবং যে ব্যক্তি এই ক্রিয়ার প্রযোজক হয়, তাহারও অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। কাচ, উৎপল, করবীর, স্ফটিক, বৈদূর্য্য এই সমস্ত অনেকাংশে ইন্দ্রনীলমণির সদৃশ হইলেও মণিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে রত্নের বিজাতীয় বলিয়া নির্দিষ্ট করেন। পূর্ব্বোক্ত মণিসকলের গুরুত্ব ও কাঠিন্য অবশ্য পরীক্ষা করিবে। সর্ব্ববিধ মণি কাচ হইতে অধিক গৌরবান্বিত। যেমন কোন ইন্দ্রনীল মণি ঈষত্তাম্রবর্ণ হইলে তাহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে, তদ্রূপ তাম্রবর্ণ করবীর ও উৎপলকেও আদর করিয়া রাখিবে। যে ইন্দ্রনীলমণির মধ্যে আয়ুধাকার নীলবর্ণ রেখা দৃষ্ট হয়, সেই ইন্দ্রনীলমণি মহামূল্য ও ভূতলে অতি দুর্লভ। যে ইন্দ্রনীলমণি প্রগাঢ় বর্ণবিশিষ্ট, তাহা শতগুণ দুগ্ধমধ্যে রাখিলে ঐ সকল দুগ্ধ নীলবর্ণ হইয়া যায় ; সেই মণিকে মহানীল মণি বলে। মাষাদি পরিমাণানুসারে মহাগুণ পদ্মরাগমণির যেরূপ মূল্য নিরূপিত হইয়া থাকে, ইন্দ্রনীলমণিরও সেইরূপ মাষাদি পরিমাণে মূল্য নির্দ্ধারিত করিতে হয়। ১১-১৯

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ইন্দ্রনীলপরীক্ষানামক দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

বৈদূর্য্যপুষ্পরাগাণাং কর্কেত-ভীষ্মকে বদে। পরীক্ষাং ব্রহ্মণা প্রোক্তাং ব্যাসেন কথিতাং দ্বিজ ॥১

কল্পান্তকালক্ষুভিতাম্বুরাশে-র্নির্হ্রাদকল্পাদ্দিতিজস্য নাদাৎ।
বৈদূর্য্যমুৎপন্নমনেকবর্ণং, শোভাভিরামদ্যুতিবর্ণবীজম্ ॥ ২

অবিদূরে বিদূরস্য গিরেরুত্তুঙ্গরোধসঃ। কামভূতিকসীমানমনু তস্যাকরো ভবেৎ[১] ॥ ৩

তস্য নাদসমুৎপন্নাদাকরঃ[২] সুমহাগুণঃ অভূদ্ভূষিতো লোকে লোকত্রয়বিভূষণঃ ॥ ৪

তস্যৈব দানবপতের্নিনদানুরূপাঃ, প্রাবৃট্পয়োধরবশিতচারুরূপাঃ।
বৈদূর্য্যরত্নমণয়ো বিবিধাবভাস-স্তস্মাৎ স্ফুলিঙ্গনিবহা ইব সম্বভূবুঃ ॥ ৫

পদ্মরাগমুপাদায় মণিবর্ণা হি যে ক্ষিতৌ। সর্ব্বাংস্তান্ বর্ণশোভাভির্বৈদূর্য্যমনুগচ্ছতি ॥ ৬

তেষাং প্রধানং শিখিকণ্ঠনীলং, যদ্বা ভবেদ্বেণুদলপ্রকাশম্।
চাষাগ্রপক্ষপ্রতিমশ্রিয়ো যে, ন তে প্রশস্তা মণিশাস্ত্রবিদ্ভিঃ ॥ ৭
গুণবান্ বৈদূর্য্যমণি-র্যোজয়তি স্বামিনং বরভাগ্যৈঃ।
দোষৈর্দুষ্টো দোষৈ-স্তস্মাদ্ যত্নাৎ পরীক্ষেত ॥ ৮
গিরিকাচশিশুপালৌ কাচস্ফটিকাশ্চ ধূমনির্ভিন্নাঃ।
বৈদূর্য্যমণের্ভেদে বিজাতয়ঃ সন্নিভাঃ সন্তি ॥ ৯

সূত কহিলেন, দ্বিজবর! ব্রহ্মা ব্যাসের নিকট বৈদূর্য্য, পুষ্পরাগ প্রভৃতি মণির যে পরীক্ষা বলিয়াছিলেন, সেই পরীক্ষা প্রকরণ কথিত হইতেছে। কল্পাবসানকালে জলধি ক্ষোভিত হইয়া যেরূপ গভীর নাদে গর্জ্জন করিয়া থাকে, দিতি-তনয় বলাসুর প্রাণবিসর্জ্জনকালে তদ্রূপ মহাগর্জ্জন করিয়াছিল। অতিশোভাসম্পন্ন, সমুজ্জ্বল, বিচিত্র পুষ্পরাগ-মণি সেই গর্জ্জন হইতেই সমুৎপন্ন হয়। অতি উত্তুঙ্গশিখর বিদূর পর্ব্বতের অনতিদূরে কামভূতিক সীমার প্রান্তভাগে বৈদূর্য্যমণির আকর হইল। বলাসুরের নিনাদোদ্ভূত সেই আকর মহাগুণসম্পন্ন ও ত্রিলোকের ভূষণস্বরূপ হইয়াছিল। সেই আকরে বলাসুরের নিনাদানুকারী বর্ষাকালীন জলধরাশিবৎ চারুদর্শন, অগ্নিস্ফুলিঙ্গসম সমুজ্জ্বল, বিচিত্রবর্ণ বৈদূর্য্য মণি সমুৎপন্ন হইতে লাগিল। ভূতলে পদ্মরাগ প্রভৃতি যে সকল মণি ও রত্ন বিদ্যমান আছে, বৈদূর্য্যমণি ঐ সমস্তমণির শোভার অনুকরণ করে। ১-৬

বৈদূর্য্যমণি পদ্মরাগাদি সকল মণির প্রধান; উহা ময়ূরকণ্ঠবৎ বর্ণবিশিষ্ট কিংবা বংশপত্রবৎ সমুজ্জ্বল। যে সকল বৈদূর্য্যমণি চাষপক্ষীর পক্ষের ন্যায় বর্ণশালী, মণিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ সেই সমস্ত মণিকে অপ্রশস্ত মণিমধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন। বৈদূর্য্যমণি গুণবান হইলে তাহার স্বামীর সৌভাগ্য বৃদ্ধি করে; কিন্তু দোষযুক্ত বৈদূর্য্য স্বীয় প্রভুর অমঙ্গল করে।

১। কামভালোরসীমান্তে যস্যাকরো ভবেদিতি কুমারসম্ভবটীকায়াং মল্লিনাথেন পঠিতম্। ২। নাদসমুত্থত্বাদাকরঃ।

শিখাভাবাৎ কাচং লঘুভাবাচ্ছৈশুপালকং বিদ্যাৎ।
গিরিকাচমদীপ্তিমত্ত্বাৎ, স্ফটিকং বর্ণোজ্জ্বলত্বেন ॥ ১০
মণীন্দ্রনীলস্য মহাগুণস্য, সুবর্ণসংখ্যাকলিতস্য মূল্যম্।
তদেব বৈদূর্য্যমণেঃ প্রদিষ্টং, পলদ্বয়োন্মানিতগৌরবস্য ॥ ১১
জাত্যাস্তু সর্ব্বেঽপি মণেস্তু যাদৃগ্, বিজাতয়ঃ সন্তি সমানবর্ণাঃ।
তথাপি নানাকরণানুমেয়-ভেদপ্রকারঃ পরমঃ প্রদিষ্টঃ ॥ ১২
সুখোপলক্ষ্যশ্চ সদা বিচার্য্যো, স্নেহং প্রভেদো বিদুষা নরেণ।
স্নেহপ্রভেদো লঘুতা মৃদুত্বং, বিজাতিলিঙ্গং খলু সার্ব্বজন্যম্ ॥ ১৩
কৃশাকৃশৈঃ প্রপূর্য্যমাণাঃ, প্রতিষ্ঠিতাঃ প্রতিসংক্রিয়াপ্রয়োগৈঃ।
গুণদোষসমুদ্ভবং লভন্তে, মণয়োঽর্ঘান্তরমূল্যমেব ভিন্নাঃ ॥ ১৪
ক্রয়ণঃ সমতীতবর্ত্তমানাঃ, প্রতিবদ্ধা মণিবন্ধকেন যস্মাৎ।
যদি নাম ভবন্তি দোষহীনা, মণয়ঃ ষড়্গুণমাপ্নুবন্তি মূল্যম্ ॥ ১৫
আকারান্ সমতীতানম্বুধেস্তীরসন্নিধৌ। মূল্যমেতৎ মণীনান্তু ন সর্ব্বত্র মহীতলে ॥ ১৬
সুবর্ণো মনুনা যস্তু প্রোক্তঃ ষোড়শমাষকঃ। তস্য সপ্ততমো ভাগঃ সংজ্ঞারূপং করিষ্যতি ॥ ১৭

অতএব সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া মণি ধারণ করিবে। গিরিকাচ, শিশুপাল, কাচ ও স্ফটিক এই চতুর্ব্বিধ দ্রব্য বৈদূর্য্য মণির বিজাতীয়। কাচে কোনরূপ লেখন হয় না, শিশুপালে অতিলঘু, গিরিকাচ দীপ্তিবিহীন, স্ফটিক সমধিক উজ্জ্বল এই সকল প্রভেদ গুণ দর্শনে গিরিকাচাদি নির্ণয় করিবে। ৭-১০

মহাগুণশালী ইন্দ্রনীল মণির পরিমাণানুসারে যেমন মূল্য নিরূপিত হইয়াছে, মাষদ্বয় পরিমিত বৈদূর্য্যমণির মূল্যও সেইরূপ নিরূপিত হইবে। একজাতীয় ও সমানগুণসম্পন্ন মণি যেমন প্রকারভেদে অনেক আছে, সেইরূপ বিজাতীয় মণির অনেক প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। তাহাদিগের নামানুসারে মূল্য স্থিরীকৃত হয়। মণিশাস্ত্রবিশারদ সুধীগণ এইরূপে সূক্ষ্ম বিচারপূর্ব্বক বৈদূর্য্যমণির জাতি ও বিজাতি নিরূপণ করিবেন। যে সকল মণি লঘু ও মৃদু তাহারা বিজাতীয় বলিয়া স্থির করিবেন। বিশেষ পরীক্ষা করিয়া মণির দোষ গুণ বিবেচনাপূর্ব্বক তদনুসারে মূল্য নির্ণয় করিবেন। যে মণিতে যেরূপ দোষ গুণ লক্ষিত হয়, সেই মণির সেইরূপ মূল্যের তারতম্য হইয়া থাকে। রত্নশাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিত কয়েকদিন মণির পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। যদি মণির পূর্ব্বাবস্থা ও বর্ত্তমানাবস্থার কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে সেই মণির মূল্য ষড়্গুণ হইয়া থাকে। আকরোৎপন্ন মণির যে মূল্য উক্ত হইয়াছে সমুদ্রতীরসন্নিধানেও ঐরূপ মূল্য হইয়া থাকে; কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য সকল স্থানে ঐরূপ মূল্যের ব্যবস্থা হয় না। ষোড়শ মাষায় এক সুবর্ণ হয়, তাহার সপ্তম ভাগ দ্বারা বৈদূর্য্যের পরিমাণ করিবে চারি মাষায় এক শাণ পরিমাণ হয়, পঞ্চ মাষায়

শাণশ্চতুর্মাষমানো মাষকঃ পঞ্চকৃষ্ণলঃ। পলস্য দশমো ভাগো ধরণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
ইতি মণিবিধিঃ প্রোক্তো রত্নানাং মূল্যনিশ্চয়ে ॥ ১৮

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বৈদূর্য্যপরীক্ষা নাম ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

পতিতা যা হিমাদ্রৌ তু ত্বচস্তস্য সুরদ্বিষঃ। প্রাদুর্ভবন্তি তাভ্যস্তু পুষ্পরাগা মহাগুণাঃ ॥ ১

আপীতপাণ্ডুরুচিরঃ পাষাণঃ পুষ্পরাগসংজ্ঞকঃ।
কৌরুণ্ডকনামা স্যাৎ স এব যদি লোহিতাপীতঃ[১] ॥ ২

আলোহিতস্তু পীতঃ স্বচ্ছঃ কাষায়কঃ স এবোক্তঃ। আনীলশুক্লবর্ণঃ স্নিগ্ধঃ সোমালকঃ সগুণঃ ॥ ৩

অত্যন্তলোহিতো যঃ স এব খলু পদ্মরাগসংজ্ঞঃ স্যাৎ।
অপি চেন্দ্রনীলসংজ্ঞঃ স এব কথিতঃ সুনীলঃ সন্ ॥ ৪

মূল্যং বৈদূর্য্যমণেরিব গদিতং হ্যস্য রত্নশাস্ত্রবিদা।
ধারণফলঞ্চ তদ্বৎ কিন্তু স্ত্রীণাং সুতপ্রদো ভবতি ॥ ৫

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে পুষ্পরাগপরীক্ষা নাম চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৪ ॥

এক কৃষ্ণল; আর পলের দশমভাগে এক ধরণ হইয়া থাকে। মণিপরিমাণ সময়ে এইরূপ লইয়া কার্য্য করিবে। ১১-১৮

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বৈদূর্য্যপরীক্ষা নামক ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৩।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়

সূত কহিলেন, বলাসুরের যে সকল চর্ম্ম হিমালয় পর্ব্বতে পতিত হইয়াছিল, ঐ সকল চর্ম্ম হইতে মহাগুণশালী পুষ্পরাগ মণির উৎপত্তি হয়। এই মণির কান্তি নানাবিধ আছে। যে মণি ঈষৎ পীতবর্ণ, তাহার নাম পুষ্পরাগ। ঐ মণি যদি পীত-আভাযুক্ত লোহিতবর্ণ হয়, তবে তাহাকে কৌরুণ্ডক বলে। যে মণি লোহিত-আভাযুক্ত পীতবর্ণ ও স্বচ্ছ, তাহার নাম কাষায়। যে মণি নীল-আভাযুক্ত শুক্লবর্ণ, তাহাকে সোমালক মণি বলে। যে মণি অতিশয় লোহিতবর্ণ তাহার নাম পদ্মরাগ, আর অতিনীলবর্ণ মণিকে ইন্দ্রনীল বলা যায়। মণিশাস্ত্র-কুশল পণ্ডিতবর্গ বৈদূর্য্যমণির মূল্যের নিয়ম যেরূপে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, পুষ্পরাগমণির মূল্যও সেই নিয়মে নিরূপিত করিবেন। বৈদূর্য্যমণি ধারণে যেরূপ ফল কথিত আছে, এই পুষ্পরাগ মণি ধারণেও তদ্রূপ ফল হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই মণিধারণে নারীগণ পুত্র প্রসব করে। ১-৫

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে পুষ্পরাগপরীক্ষা নামক চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৪।

১। লোহিতস্তু পীতঃ।

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

বায়ুর্নখান্ দৈত্যপতের্গৃহীত্বা, চিক্ষেপ সংপদ্মবনেষু হৃষ্টঃ।
ততঃ প্রসূতং পবনোপপন্নং, কর্কেতনং পূজ্যতমং পৃথিব্যাম্ ॥ ১
বর্ণেন তক্রুধির-সোম-মধুপ্রকাশ-মাতাম্রপীতদহনোজ্জ্বলিতং বিভাতি।
নীলং পুনঃ খলু সিতং পরুষং বিভিন্নং, ব্যাধ্যাদিদোষকরণে ন চ তদ্বিভাতি ॥ ২
স্নিগ্ধা বিশুদ্ধাঃ সমরাগিণশ্চ, আপীতবর্ণা গুরবো বিচিত্রাঃ।
ত্রাসব্রণব্যালবিবর্জিতাশ্চ, কর্কেতনাস্তে পরমং পবিত্রাঃ ॥ ৩
পত্রেণ কাঞ্চনময়েন তু বেষ্টয়িত্বা, তপ্তং যদা হুতবহেঽধিকতি প্রকাশম্।
রোগপ্রণাশনকরং কলিনাশনং চ-আয়ুষ্করং কুলকরং সুখপ্রদং চ ॥ ৪
এবংবিধং বহুগুণং মণিমাবহন্তি, কর্কেতনং শুভমলঙ্কৃতয়ে নরা যে।
তে পূজিতা বহুধনা বহুবান্ধবাশ্চ, নিত্যোজ্জ্বলাঃ প্রমুদিতা অপি তে ভবন্তি ॥ ৫
যে কেঽপরে বিকৃতকৃষ্ণনীলভাসঃ, প্রম্লানরাগমলিনাঃ কলুষা বিরূপাঃ।
তেজোঽতিদীপ্তিকুলপুষ্টিবিহীনবর্ণাঃ, কর্কেতনস্য সদৃশং বপুরাবহন্তি ॥ ৬

সূত কহিলেন, দৈত্যপতি বলাসুরের নখসকল পবনদেব গ্রহণ করিয়া প্রহৃষ্টমনে পদ্মবনে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, এ নিমিত্ত সেই পদ্মবনে সর্বোৎকৃষ্ট কর্কেতন মণি সমুৎপন্ন হইল। কর্কেতন মণি নানাবর্ণে বিভক্ত, যথা—রুধিরবর্ণ, চন্দ্রপ্রভ, মধুসমবর্ণ, ঈষত্তাম্রবর্ণ, পীতাভ, অগ্নি সদৃশ সমুজ্জ্বল, নীলবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ। এই মণি যদি পরুষ, ভিন্ন অথবা বিদ্ধ হয় তবে ইহার দীপ্তি থাকে না। যে কর্কেতন মণি স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, সমানবর্ণ, ঈষৎ পীতাভ, গুরু, বিচিত্র ও ত্রাস ব্রণ ব্যাল প্রভৃতি মণিদোষ হীন, সেই কর্কেতনমণিই প্রশস্ত ও পবিত্র। সুবর্ণপাত্রদ্বারা বেষ্টিত করিয়া অগ্নিতে প্রতপ্ত করিলে কর্কেতনমণির ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়, এই মণি ধারণ করিলে রোগ বিনাশ পায়, কলিদোষশান্তি আয়ুর্বৃদ্ধি, কুলরক্ষা এবং সর্বপ্রকার সুখসম্পত্তি বৃদ্ধি হয়। ১-৪

এই প্রকার বহুগুণসমন্বিত কর্কেতন মণি ধারণ করিয়া যাহারা শরীর অলঙ্কৃত করে, তাহারা ভূতলে সর্বজন-পূজ্য, ধনধান্যাদি বহুরত্নশালী, বহুবান্ধব-পরিবৃত, নিত্যোৎসব-সম্পন্ন হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে কাল অতিবাহিত করে। অন্য কতিপয় মণি আছে, তাহারাও কর্কেতন মণিতুল্য, কিন্তু তাহাদিগের বর্ণ কর্কেতনমণির ন্যায় সমুজ্জ্বল নহে এবং সেই সকল মণি দীপ্তি, পুষ্টি ও বর্ণহীন, মলিন ও বিরূপ। পরীক্ষিত উৎকৃষ্ট কর্কেতন মণি

কর্কেতনং যদি পরীক্ষিতবর্ণরূপং, প্রত্যগ্রভাস্বরদিবাকরসুপ্রকাশম্।
তস্যোত্তমস্য মণিশাস্ত্রবিদো মহিম্না, তুল্যস্য মূল্যমুদিতং তুলিতস্য কার্য্যম্ ॥ ৭

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে কর্কেতনপরীক্ষা নাম পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৫ ॥

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

হিমবত্যুত্তরে দেশে বীর্য্যং পতিতং সুরবিদ্বিষঃ।
সম্প্রাপ্তমুত্তমানামাকরতাং ভীষ্মরত্নানাম্ ॥ ১
শুক্লাঃ শঙ্খাব্জনিভাঃ স্যোনাকসন্নিভাঃ প্রভাবন্তঃ।
প্রভবন্তি ততস্তরুণা কল্পনিভা ভীষ্মপাষাণাঃ ॥ ২
হেমাদিপ্রতিবদ্ধাঃ শুদ্ধমপি ভক্ত্যা বিধত্তে যঃ।
ভীষ্মমণিং গ্রীবাদিষু সসম্পদং সর্ব্বদা লভতে ॥ ৩
নিরীক্ষ্য পলায়ন্তে যে তমরণ্যনিবাসিনঃ সমীপেঽপি।
দ্বীপি-বৃক-শরভ-কুঞ্জর-সিংহব্যাঘ্রাদয়ো হিংস্রাঃ ॥ ৪

মধ্যাহ্নকালীন দিনকরবৎ সমুজ্জ্বল। মণিশাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিত উত্তম কর্কেতনমণির মাহাত্ম্য বিবেচনানুসারে পরিমাণ করিয়া মূল্য নিরূপিত করিবেন। ৬-৭

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে কর্কেতনপরীক্ষা নামক পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৫।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়

সূত কহিলেন, সুরারি বলাসুরের বীর্য্য হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর প্রদেশে পতিত হইয়াছিল, এইজন্য সেই স্থানে ভীষ্মক নামক উত্তম মহামণির আকর হইল। সেই আকরে শঙ্খ ও শ্বেতপদ্ম সদৃশ শুক্লবর্ণ এবং তরুণাদিত্যের প্রভাসম্পন্ন ভীষ্মকমণি প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। যে মানব ভক্তিসহকারে সুবর্ণাদি দ্বারা সবদ্ধ করিয়া বিশুদ্ধ ভীষ্মকমণি কণ্ঠে ধারণ করে, সে সর্ব্বসম্পত্তি লাভ করিতে পারে। যে নর উক্ত ভীষ্মকমণি ধারণ করে, তাহাকে দর্শন করিয়া অরণ্যচারী দ্বীপী, বৃক, শরভ, কুঞ্জর, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রজন্তুগণ তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে। ১-৪

তস্যোৎকবলিতকৃতিনো, ভবতি ভয়ং ন চাপি সমুপস্থিতম্[১] ।
ভীষ্মমণিপ্রসমুক্তঃ, সম্যক্ প্রাপ্নোত্যঙ্গুলীয়কসংযুক্তম্ । ৫
পিতৃতর্পণানি পিতৄণাং তৃপ্তির্বহুবার্ষিকী ভবতি ।
শাম্যন্ত্যুদ্ভূতান্যপি সর্পাণ্ডজাখুবৃশ্চিকবিষাণি । ৬
সলিলাগ্নি-বৈরি-তস্কর-ভয়ানি ভীষণানি নশ্যন্তি ।
শৈবলবলাহকাভং পরুষং পীতপ্রভং প্রভাহীনম্ । ৭
মলিনদ্যুতি চ বিবর্ণং দূরাৎ পরিবর্জ্জয়েৎ প্রাজ্ঞঃ ।
মূল্যং প্রকল্প্যমেষাং বিবুধবরৈর্দেশকালবিজ্ঞানাৎ ।
দূরে ভূতানাং বহু কিঞ্চিন্নিকটপ্রসূতানাম্ । ৮

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বৈদূর্য্যপরীক্ষা নাম ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ । ৭৬ ।

অঙ্গুলীকৃত রত্নরূপে ভীষ্মকমণি ধারণ করিলে তাহার কোনরূপ ভয় থাকে না। এই মণি হস্তে ধারণ করত পিতৃতর্পণ করিলে পিতৃলোকের বহুবার্ষিকী তৃপ্তি হইয়া থাকে এবং এই রত্নের ধারণপ্রভাবে সর্ব্ববিধ ভৌতিক উপদ্রব শান্তি হয়। সর্প প্রভৃতি অণ্ডজ জন্তু, ইন্দুর ও বৃশ্চিকাদির বিষ নিবারিত হইয়া থাকে এবং জল, তস্কর, শত্রু প্রভৃতির ভয়ও বিদূরিত হয়। যে ভীষ্মকমণি, শৈবাল ও মেঘের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, পরুষ, পীতবর্ণ, প্রভাশূন্য, মলিন অথবা বিবর্ণ, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সেই ভীষ্মকমণিকে দূর হইতে পরিহার করিবেন। পণ্ডিতগণ দেশকালভেদে এই সকল মণির মূল্য নিরূপণ করিবেন। আকরের দূরবর্ত্তীস্থানে মূল্যের আধিক্য এবং সন্নিহিতদেশে অল্পতা হইয়া থাকে।। ৫-৮

শ্রীগরুড়পুরাণে বৈদূর্য্যপরীক্ষা নামক ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৬ ।

---

১ । তস্যোৎকলনকৃতিনোর্ভয়ং ন চাভীষ্মুপহন্তি ।

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

পুণ্যেষু পর্ব্বতবরেষু চ নিম্নগাসু, স্থানান্তরেষু চ তথোত্তরদেশগাসু
সংস্থাপিতাস্তু নখরা ভুজগৈঃ প্রকামং, সম্পূজ্য দানবপতেঃ প্রথিতে প্রদেশে ॥১
দাশার্ণবাগদরমেকলকালগাদৌ, গুঞ্জাঞ্জনক্ষৌদ্রমৃণালবর্ণাঃ।
গন্ধর্ব্ববহ্নিকদলীসদৃশাবভাসা, এতে প্রশস্তাঃ পুলকাঃ প্রসূতাঃ ॥২
শঙ্খাব্জভৃঙ্গার্কবিচিত্রভঙ্গাঃ, সূত্রৈরুপেতাঃ পরমাঃ পবিত্রাঃ।
মঙ্গল্যযুক্তা বহুভক্তিচিত্রা, বৃদ্ধিপ্রদাস্তে পুলকা ভবন্তি ॥৩
কাক-শ্ব-রাসভ-শৃগাল-বৃকোগ্ররৌদ্র-গৃধ্রৈঃ সমাংসরুধিরার্দ্রমুখৈরুপেতাঃ।
মৃত্যুপ্রদাস্তু বিদুষা পরিবর্জ্জনীয়া, মূল্যং পলস্য কথিতঞ্চ শতানি পঞ্চ ॥৪

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে পুলকপরীক্ষা নাম সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৭ ॥

সূত কহিলেন, পুণ্য পর্ব্বত, পবিত্র নদী প্রভৃতি উত্তরদিগ্‌বিভাগের বিখ্যাত প্রদেশে দানবাধিপতি বলাসুরের নখসকল সর্পগণ লইয়া গিয়া স্থাপন করিয়াছিল। যে যে স্থানে দানবপতির নখসকল পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে নানাবর্ণে চিত্রিত ও সমুজ্জ্বল মণি উৎপন্ন হয়, সেই সকল প্রশস্ত মণিকে পুলক বলে। দাশার্ণ, বাগদর, মেকল ও কাল-গাদি প্রদেশে যে সকল পুলকমণি জন্মে সেই সমস্ত মণি গুঞ্জা, অঞ্জন, মধু ও মৃণাল তুল্য, কচিৎ অগ্নি অথবা পক্ক কদলী ফল সদৃশ বর্ণ বিশিষ্ট হয় ঐ সকল মণিই প্রশস্ত। ১-২

আর কোন কোন পুলকমণি শঙ্খ, পদ্ম, ভৃঙ্গ বা সূর্য্যের ন্যায় বর্ণসম্পন্ন। সেই সকল পরম পবিত্র মণি সূত্রসংযোগে ধারণ করিলে সর্ব্ববিষয়ে মঙ্গল ও বিশিষ্ট বৃদ্ধি লাভ হয়। যে সকল মণি কাক, কুক্কুর, গর্দ্দভ, শৃগাল, ব্যাঘ্রাদি বিকটাকার জন্তু ও মাংসরুধিরার্দ্রমুখ গৃধ্রগণে পরিবেষ্টিত সেই সকল মণি মৃত্যুপ্রদ, অতএব পণ্ডিতগণ ঐ সকল মণিকে বর্জ্জন করিবেন। এই পুলকমণির মূল্য নিরূপণের নিয়ম যথা—একপল পরিমিত পুলকমণির মূল্য পঞ্চশতমুদ্রা নির্দ্দিষ্ট আছে। ৩-৪

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে পুলকপরীক্ষা নামক সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৭ ।

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

হুতভুগ্‌রূপমাদায় দানবস্য যথেপ্সিতম্। নর্ম্মদায়াং নিচিক্ষেপ কিঞ্চিৎপীনাদি ভূমিষু ॥ ১

তত্রেন্দ্রগোপকলিতং শুকবক্ত্রবর্ণং, সংস্থানতঃ প্রকটপীলুসমানমাত্রম্[1] ।
নানাপ্রকারবিহিতং রুধিরাখ্যরত্ন-মুক্তস্য তস্য খলু সর্ব্বসমানমেব ॥ ২
মধ্যেন্দুপাণ্ডুরমতীব বিশুদ্ধবর্ণং, তচ্চেন্দ্রনীলসদৃশং পটলং তুলে স্যাৎ ।
ঐশ্বর্য্যভৃত্যজননং কথিতং তদেব, পক্বঞ্চ তৎ কিল ভবেৎ সুরবজ্রবর্ণম্ ॥ ৩

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে রুধিরাখ্যপরীক্ষা নামাষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৮ ॥

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

কাবের-বিন্ধ্য-যবন-চীননেপালভূমিষু। লাঙ্গলী ব্যকিরন্মেদো দানবস্য প্রযত্নতঃ ॥ ১
আকাশশুদ্ধং তৈলাখ্যমুৎপন্নং স্ফটিকং ততঃ। মৃণালশঙ্খধবলং কিঞ্চিদ্বর্ণান্তরান্বিতম্ ॥ ২

সূত কহিলেন, দানবপতি বলাসুরের রূপ গ্রহণ করিয়া অগ্নিদেব নর্ম্মদাপ্রদেশের নিম্নভূমিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। যে যে স্থানে দানবপতির রূপ পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে ইন্দ্রগোপ মণি সমুৎপন্ন হইল। ঐ মণি শুকপক্ষীর মুখের ন্যায় বর্ণসমন্বিত ও পীপুলের ন্যায় আকৃতিযুক্ত। ঐ সকল স্থানে নানাপ্রকারে রচিত পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রগোপমণির সমানাকার রুধিরাখ্য মণিও জন্মিয়াছিল। ঐ মণির মধ্যভাগ চন্দ্রের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ, অতিবিশুদ্ধ এবং ইন্দ্রনীলমণির সমানাকৃতি এই মণি ঐশ্বর্য্য ও ভৃত্যপ্রদ। এই মণি পরিপক্ক হইলে সুরবজ্রসদৃশ বর্ণশালী হয়। ১-৩

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে রুধিরাখ্যপরীক্ষা নামক অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৮।

ঊনাশীতিতম অধ্যায়

সূত কহিলেন, কাবের, বিন্ধ্য, যাবন, চীন ও নেপাল দেশে বলাসুরের মেদঃ বলরাম লইয়া গিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। যে যে প্রদেশে বলাসুরের মেদঃ নিপতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে তৈলস্ফটিক নামক মহামণি সমুৎপন্ন হইল। এই মণি মৃণাল ও শঙ্খসম

১। প্রকটপীনসমানমাত্রম্।

ন তত্তুল্যং হি রত্নং অথবা পাপনাশনম্।
সংস্কৃতং শিল্পিনা সম্যো মূল্যং কিঞ্চিল্লভেৎ ততঃ ॥ ৩

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে স্ফটিক-পরীক্ষা নামৈকোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৯॥

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

আদায় দেবস্তদন্ত্রং বলস্য কেরলাদিষু। চিক্ষেপ তত্র জায়ন্তে বিদ্রুমাঃ সুমহাগুণাঃ ॥ ১
তত্র প্রধানং শশলোহিতাভং, গুঞ্জাজবাপুষ্পনিভং প্রদিষ্টম্।
সুনীলকং দেবকরোমকঞ্চ, স্থানানি তেষু প্রভবং সুরাগম্ ॥ ২
অন্যত্র জাতঞ্চ ন তৎ প্রধানং, মূল্যং ভবেচ্ছিল্পিবিশেষযোগাৎ ॥ ৩
প্রসন্নং কোমলং স্নিগ্ধং সুরাগং বিদ্রুমং হি তৎ।
ধনধান্যকরং লোকে বিষার্ত্তিভয়নাশনম্ ॥ ৪
পরীক্ষা পুলকস্যোক্তা রুধিরাখ্যস্য বৈ মণেঃ। স্ফটিকস্য বিদ্রুমস্য রত্নজ্ঞানায় শৌনক ॥ ৫

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে রত্নপরীক্ষা নামাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮০ ॥

ধবলবর্ণ। কোন কোনটি বা কিঞ্চিৎ অম্লবর্ণ হইয়া থাকে। এই মণির তুল্য সর্ব্বপাপনাশন মণি আর নাই। শিল্পকার দ্বারা এই মণির সংস্কার করিলে মূল্য নিরূপিত হইতে থাকে। ১-৩

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে স্ফটিক পরীক্ষা নামক ঊনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৯।

অশীতিতম অধ্যায়

সূত কহিলেন, বলাসুরের অন্ত্র লইয়া অনন্তদেব কেরলাদি দেশে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বলাসুরের অন্ত্র যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থলে মহাগুণসম্পন্ন বিদ্রুমমণি উৎপন্ন হইল। এই মণি যদি জবাপুষ্প কিংবা গুঞ্জাফলের ন্যায় অত্যন্ত লোহিত বর্ণ হয়, তবেই তাহা সর্ব্বপ্রধান হয়। রোমক ও দেবক দেশে যে বিদ্রুমমণি সমুৎপন্ন হয়, তাহা অতীব নীলবর্ণ। উক্ত কেরলাদি দেশে যে সকল বিদ্রুমমণি জন্মে, সে সকলই প্রধান, অন্যদেশজাত বিদ্রুম উৎকৃষ্ট নহে। যে বিদ্রুম প্রসন্ন, কোমলস্পর্শ, স্নিগ্ধ ও গাঢ়রক্তবর্ণ, তাহা ধারণ করিলে ধনধান্যাদি লাভ হইয়া থাকে এবং শত্রুনাশ হয়। পুলকমণি পরীক্ষার নিয়মানুসারে রুধির, স্ফটিক ও বিদ্রুমমণির পরীক্ষা করিবে। ১-৫

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে রত্নপরীক্ষা নামক অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮০।

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

সর্ব্বতীর্থানি বক্ষ্যামি গঙ্গা তীর্থোত্তমোত্তমা। সর্ব্বত্র সুলভা গঙ্গা ত্রিষু স্থানেষু দুর্লভা ॥ ১
হরিদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে। প্রয়াগং পরমং তীর্থং মৃতানাং ভুক্তিমুক্তিদম্ ॥ ২

সেবনাৎ কৃতপিণ্ডানাং পাপচিৎ[1] কামদং নৃণাম্।
বারাণসী পরং তীর্থং বিশ্বেশো যত্র কেশবঃ ॥ ৩
কুরুক্ষেত্রং পরং তীর্থং দানাদ্যৈর্ভুক্তিমুক্তিদম্।
প্রভাসং পরমং তীর্থং সোমনাথো হি তত্র চ ॥ ৪

দ্বারকা চ পুরী রম্যা ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িকা। প্রাচী সরস্বতী পুণ্যা সপ্তসারস্বতং পরম্ ॥ ৫
কেদারং সর্ব্বপাপঘ্নং শম্ভলগ্রাম উত্তমম্। নরনারায়ণং তীর্থং[2] মুক্ত্যৈ বদরিকাশ্রমম্ ॥ ৬
শ্বেতদ্বীপং পুরী মায়া নৈমিষং পুষ্করং পরম্ অযোধ্যা চার্ঘ্যতীর্থঞ্চ চিত্রকূটশ্চ গোমতী ॥ ৭
বৈনায়কং মহাতীর্থং রামগির্য্যাশ্রমং পরম্। কাঞ্চীপুরী তুঙ্গভদ্রা শ্রীশৈলং সেতুবন্ধনম্ ॥ ৮
রামেশ্বরং পরং তীর্থং কার্ত্তিকেয়ং তথোত্তমম্। ভৃগুতুঙ্গং কামতীর্থং চামরকণ্টকং[3] তথা ॥ ৯

সূত কহিলেন, আমি তীর্থসকলের মাহাত্ম্যাদি বলিব। পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে, তন্মধ্যে গঙ্গাই সর্ব্বতীর্থের প্রধানভূতা। গঙ্গা সকল স্থানেই সুলভা, কেবল হরিদ্বার, প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগরসঙ্গম এই তিন স্থানে দুর্লভা। প্রয়াগ অতি পরমতীর্থ; এই স্থানে যাহারা দেহপাত করে, তাহাদিগের মুক্তিলাভ হয়। এই মহাতীর্থে স্নানপূর্ব্বক যাহারা পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ড দান করে, তাহারা সর্ব্বপাপ বিনাশ করত সর্ব্ববিধ অভীষ্ট লাভ করে। বারাণসী অতি পরমতীর্থ; এই তীর্থে বিশ্বেশ্বর ও কেশব সতত বিরাজমান আছেন। কুরুক্ষেত্র অতি মহাতীর্থ; এই তীর্থে দানাদি করিলে সাধক ভুক্তিমুক্তি উভয়ই লাভ করে। প্রভাস অতি পুণ্যস্থান; এই তীর্থে সোমনাথ দেব বিরাজমান আছেন। দ্বারকাপুরী বিখ্যাত পুণ্যভূমি; এই পুরী দর্শনে সাধক ইহকালে বিবিধ ভোগ করত অন্তে মুক্তিলাভ করে। সরস্বতী অতি পুণ্যপ্রদ তীর্থ; এই তীর্থে স্নানাদি করিলে সর্ব্ববিধ বিদ্যা লাভ হয়। ১-৫

শম্ভলগ্রামে কেদার তীর্থ আছে; এই তীর্থ সর্ব্ববিধ পাপ বিনাশ করে। বদরিকাশ্রম নারায়ণ তীর্থ; এই তীর্থদর্শনে মুক্তি লাভ হয়। শ্বেতদ্বীপ, মায়াপুরী, নৈমিষারণ্য, পুষ্কর, অযোধ্যা, চিত্রকূট, গোমতী, বিনায়কতীর্থ, রামগিরি, কাঞ্চীপুরী, তুঙ্গভদ্রা, শ্রীশৈল, সেতুবন্ধ, রামেশ্বর, কার্ত্তিকেয়তীর্থ, ভৃগুতুঙ্গ, কামতীর্থ, অমরকণ্টক,

---

১। পাপজিৎ। ২। নারায়ণং মহাতীর্থং। ৩। কামরং কটকং।

উজ্জয়িন্যাং মহাকালঃ কুব্জকে শ্রীধরো হরিঃ।
কুব্জাম্রকং মহাতীর্থং কালসর্পিশ্চ কামদম্ ॥ ১০
মহাকেশী চ কাবেরী চন্দ্রভাগা বিপাশয়া। একাম্রঞ্চ তথা তীর্থং ব্রহ্মেশং[১] দেবকোটিকম্ ॥ ১১
মথুরা চ পুরী রম্যা শোণশ্চৈব মহানদঃ। জম্বুসরো মহাতীর্থং তানি তীর্থানি বিদ্ধি চ ॥ ১২
সূর্য্যঃ শিবো গণো দেবী হরির্যত্র চ তিষ্ঠতি এতেষু চ তথান্যেষু স্নানদানং জপস্তপঃ ॥ ১৩
পূজা শ্রাদ্ধং পিণ্ডদানং সর্ব্বং ভবতি চাক্ষয়ম্।
শালগ্রামং সর্ব্বদং স্যাৎ তীর্থং পশুপতেঃ পরম্ ॥ ১৪
কোকামুখঞ্চ বারাহং ভাণ্ডীরং স্বামিসংজ্ঞকম্। লোহদণ্ডে মহাবিষ্ণুর্মন্দারে মধুসূদনঃ ॥ ১৫
কামরূপং মহাতীর্থং কামাখ্যা যত্র তিষ্ঠতি। পুণ্ড্রবর্দ্ধনকং তীর্থং কার্ত্তিকেয়শ্চ যত্র চ ॥ ১৬
বিরজঞ্চ মহাতীর্থং তীর্থং শ্রীপুরুষোত্তমম্। মহেন্দ্রপর্ব্বতস্তীর্থং কাবেরী চ নদী পরা ॥ ১৭
গোদাবরী মহাতীর্থং পয়োষ্ণী বরদা নদী। বিন্ধ্যঃ পাপহরং তীর্থং নর্ম্মদাভেদ উত্তমঃ ॥ ১৮
গোকর্ণং পরমং তীর্থং তীর্থং মাহিষ্মতী পুরী। কালঞ্জরং মহাতীর্থং শুক্রতীর্থমনুত্তমম্ ॥ ১৯
কৃতশৌচং মুক্তিদঞ্চ শার্ঙ্গধারী চ দণ্ডকে[২]। বিরজং সর্ব্বদং তীর্থং স্বর্ণাক্ষং তীর্থমুত্তমম্ ॥ ২০
নন্দিতীর্থং মুক্তিদঞ্চ কোটিতীর্থফলপ্রদম্। নাসিক্যঞ্চ মহাতীর্থং গোবর্দ্ধনমতঃ পরম্ ॥ ২১

উজ্জয়িনীর মহাকালতীর্থ, কুব্জকে শ্রীধরতীর্থ, হরিতীর্থ, কুব্জাম্রকতীর্থ, কালসর্পি, মহাকেশী, কাবেরী, চন্দ্রভাগা, বিপাশা, একাম্রকানন, ব্রহ্মেশক্ষেত্র, দেবকোটিক, মথুরাপুরী, সোমনাথ, মহানদ ও জম্বুসর এই সমস্ত মহাতীর্থ উক্ত হইল। ৬-১২

এই সকল তীর্থে সর্ব্বদা সূর্য্য, শিব, গণপতি, দেবী পর্ব্বতনন্দিনী ও হরি অবস্থিতি করিয়া থাকেন। পূর্ব্বকথিত তীর্থনিচয়ে ও অন্যান্য তীর্থস্থলে স্নান, দান, জপ, তপ, পূজা, শ্রাদ্ধ এবং পিণ্ডদানাদি কার্য্য করিলে সেই সকল অক্ষয় ফল প্রদান করে। শালগ্রামতীর্থ ও পাশুপততীর্থ এই উভয়তীর্থই সর্ব্বফলপ্রদ। কোকামুখ, বারাহ, ভাণ্ডীর, স্বামীতীর্থ এই সকল মহাতীর্থ বলিয়া খ্যাত আছে। লোহদণ্ডনামক মহাতীর্থে মহাবিষ্ণু ও মন্দারতীর্থে মধুসূদন অবস্থিত আছেন। কামরূপ অতীব প্রধান তীর্থ, এই স্থানে কামাখ্যা দেবী সর্ব্বদা বিরাজমানা আছেন। পুণ্ড্রবর্দ্ধন মহাতীর্থে কার্ত্তিকেয় দেব সতত অবস্থিতি করিতেছেন। বিরাজতীর্থ, শ্রীপুরুষোত্তম, মহেন্দ্রপর্ব্বত, সরিদ্বরা কাবেরী, গোদাবরী, পয়োষ্ণী এবং বরদা নদী এই সমস্তও মহাতীর্থ। বিন্ধ্য নামক যে মহাতীর্থ আছে, তাহা সর্ব্ববিধ-পাপহারক। গোকর্ণ, মাহিষ্মতী, কালঞ্জর, শুক্রতীর্থ ও কৃতশৌচ এই সমস্ত মহাতীর্থে স্নানাদি করিয়া শুদ্ধদেহ হইলে বিষ্ণু তাঁহাদিগকে অন্তকালে মুক্তিপ্রদান করেন। বিরজ ও স্বর্ণাক্ষ এই মহাতীর্থযুগল সর্ব্বফলপ্রদ ও সর্ব্বতীর্থোত্তম। ১৩-২০

নন্দিতীর্থ মুক্তিপ্রদ; এই স্থানে স্নানাদি ক্রিয়া করিলে কোটিতীর্থের ফল লাভ হয়।

১। ব্রাহ্মেশং। ২। দণ্ডিকে।

কৃষ্ণা বেণী ভীমরথী গণ্ডকী বা ঐরাবতী । তীর্থং বিন্দুসরঃ পুণ্যং বিষ্ণুপাদোদকং পরম্ ॥২২
ব্রহ্মধ্যানং পরং তীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ । দমস্তীর্থন্তু পরমং ভাবশুদ্ধিঃ পরং মতা[1] ॥ ২৩
জ্ঞানহ্রদে ধ্যানজলে রাগদ্বেষমলাপহে । যঃ স্নাতি মানসে তীর্থে স যাতি পরমাং গতিম্ ॥২৪
ইদং তীর্থমিদং নেতি যে নরা ভেদদর্শিনঃ । তেষাং বিধীয়তে তীর্থগমনং তৎফলঞ্চ যৎ ।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যোঽবেত্তি নাতীর্থং তস্য কিঞ্চন ॥ ২৫
এতেষু স্নানদানানি শ্রাদ্ধং পিণ্ডমথাক্ষয়ম্ । সর্ব্বা নদ্যঃ সর্ব্বশৈলাস্তীর্থং দেবাদিসেবিতম্ ॥ ২৬
শ্রীরঙ্গঞ্চ হরেস্তীর্থং তাপী শ্রেষ্ঠা মহানদী । সপ্তগোদাবরং তীর্থং তীর্থং কোণগিরিঃ পরম্ ॥২৭
মহালক্ষ্মীর্যত্র দেবী প্রণীতা পরমা নদী । সহ্যাদ্রৌ দেবদেবেশ একবীরঃ সুরেশ্বরী ॥ ২৮
গঙ্গাদ্বারে কুশাবর্ত্তে বিন্ধ্যকে নীলপর্ব্বতে । স্নাত্বা কনখলে তীর্থে স ভবেন্ন পুনর্ভবে ॥ ২৯

সূত উবাচ

এতান্যন্যানি তীর্থানি স্নানাদ্যৈঃ সর্ব্বদানি হি । শ্রুত্বাব্রবীদ্ধরের্ব্রহ্মা ব্যাসং দক্ষাদিসংযুতম্ ॥৩০

নাসিকা, গোবর্দ্ধন, কৃষ্ণবেণী, ভীমরথী, গণ্ডকী, ইরাবতী ও বিষ্ণুর পাদোদকস্বরূপে বিন্দুসর, এই সকল মহাপুণ্যজনক তীর্থ । মহীমণ্ডলে বহুপ্রকার তীর্থ আছে, পরন্তু ব্রহ্মধ্যান ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহই মহাতীর্থ । ব্রহ্মধ্যানরূপ মহাতীর্থে মানবগণের আশাতিরিক্ত ফল হইয়া থাকে । ভাবশুদ্ধিই উক্ত তীর্থের সরোবর, জ্ঞান তাহার হ্রদ, উক্ত হ্রদের রাগদ্বেষাদিরূপ মলনাশক ধ্যানস্বরূপ জলে যে মানব স্নান করিতে পারে, সে ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিরূপ পরমা গতি লাভ করে । "এইটী মহাতীর্থ ও এইটি তীর্থ নহে" যাহারা এইরূপ ভেদ জ্ঞান করে, তাহাদিগের পক্ষেই তীর্থগমন এবং সেই সেই তীর্থের যথোক্ত ফলভোগ বিধেয়, পরন্তু যাহারা সর্ব্বত্রই ব্রহ্মময় তীর্থ বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাদিগের পক্ষে কোন প্রকার তীর্থেরই প্রয়োজন নাই । পূর্ব্বকথিত তীর্থসকলে স্নান, দান, শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানাদি কার্য্য করিলে অক্ষয়ফল লাভ হইয়া থাকে । সর্ব্ব পর্ব্বত ও সর্ব নদীই তীর্থ, কারণ পর্ব্বত ও নদী উভয়স্থানই দেবসেবিত । যে সকল স্থান দেবগণের পরিসেবিত, তাহাই তীর্থ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে । ২১-২৬

শ্রীরঙ্গপত্তন একটি মহাতীর্থ, যেহেতু এই স্থানে হরি অবস্থিতি করেন । তাপী, মহানদী, সপ্তগোদাবর তীর্থ এবং কোণগিরি এই সকলই মহাতীর্থ স্থান । কোণগিরি তীর্থে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী নদীরূপে বিরাজমানা আছেন । সহ্য পর্ব্বতে একবীর নামে মহাতীর্থ আছে, সেই স্থানেই ঐ দেবী বাস করেন । গঙ্গাদ্বার, কুশাবর্ত্ত, বিন্ধ্যপর্ব্বত, কনখল ও নীলগিরি এই সকল মহাতীর্থে যে ব্যক্তি স্নান করে, তাহার আর সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না । যে সকল তীর্থ কথিত হইল, এতদ্ভিন্ন আরও অনেক তীর্থ আছে ; সেই সকল তীর্থে স্নানাদি করিলে সর্ব শুভফল লাভ হয় ; ব্রহ্মা হরির নিকট এই সকল বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক

---

১ । মতম্ ।

এতান্যুক্ত্যা চ তীর্থানি পুনস্তীর্থোত্তমোত্তমম্ । গয়াখ্যং প্রাহ সর্ব্বেভ্যোঽক্ষয়ং ব্রহ্মলোকদম্ ॥৩১

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে সর্ব্বতীর্থমাহাত্ম্যং নামৈকাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮১॥

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

সারাৎ সারতরং ব্যাস গয়ামাহাত্ম্যমুত্তমম্ । প্রবক্ষ্যামি সমাসেন ভুক্তিমুক্তিপ্রদং শৃণু ॥ ১
গয়াসুরোঽভবৎ পূর্ব্বং বীর্য্যবান্ পরমঃ স চ । তপোঽতপ্যন্মহাঘোরং সর্ব্বভূতোপতাপনম্ ॥২
তত্তপস্তাপিতা দেবাস্তদ্বধার্থং হরিং গতাঃ । শরণং হরিরূচে তান্ ভবিতব্যং শিবাত্মভিঃ ।
পাতিতেঽস্য মহাদেহে তথেত্যাহুঃ সুরা হরিম্ ॥৩
কদাচিচ্ছিবপূজার্থং ক্ষীরাব্ধেঃ কমলানি চ । আনীয় কীকটে দেশে শয়নঞ্চাকরোদ্বলী ॥ ৪

ব্রহ্মাদি সমস্তই ব্যাসকে বলিয়াছিলেন। এইরূপে সর্ব্বতীর্থের বিবরণ করিয়া পুনর্ব্বার সর্ব্বতীর্থোত্তম গয়াতীর্থ বলিতেছেন। এই গয়াতীর্থ ব্রহ্মলোকপ্রদ। এই স্থানে যে সমস্ত পুণ্য উপার্জ্জিত হয়, তাহা অক্ষয় ব্রহ্মলোকপ্রদ থাকে। ১৭-৩১

শ্রীগরুড়পুরাণে সর্ব্বতীর্থমাহাত্ম্য নামক একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮১।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়

ব্রহ্মা কহিলেন — ব্যাস! আমি সর্ব্বতীর্থের সারাৎসারভূত গয়ামাহাত্ম্য বলিতেছি, তুমি ভুক্তিমুক্তিপ্রদ সেই গয়ামাহাত্ম্য শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে গয়াসুর নামে মহাবলপরাক্রান্ত এক দৈত্য জন্মিয়াছিল; ঐ দৈত্য এমন উৎকট তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইল যে, তদ্দ্বারা সকল প্রাণীর উপতাপ হইতে লাগিল। দেবগণ তাহার তপস্যায় সন্তপ্ত হইয়া সন্ত্রস্তচিত্তে তাহার বিনাশসাধন-মানসে হরিসমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা হরির নিকট গয়াসুরবৃত্তান্ত বর্ণন করিলে হরি তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, ইহার দেহ পতিত করিলে এই অসুর শিবত্বপদ লাভ করিবে। অনন্তর দেবগণ বলিলেন, এ অসুর মরণান্তে শিবত্ব পাইলে সৃষ্টি রক্ষা হইবে, কিন্তু এক্ষণে ইহাকে বিনাশ না করিলে সৃষ্টি লোপ হইবার সম্ভাবনা; অতএব আপনি ইহাকে বিনাশ করুন। তখন ভগবান্ হরি সেই দেবগণকে আচ্ছা তাহাই হইবে বলিয়া অভয় দান করিলেন। ১-৩

কিছুকাল পরে একদা মহাবল গয়াসুর শিবপূজার্থ ক্ষীরসাগর হইতে কমল আনয়নপূর্ব্বক কীকটদেশে শয়ন করিয়াছিল, বিষ্ণু তাহাকে স্বীয় মায়ায় বিমোহিত করিয়া গদাদ্বারা

বিষ্ণুমায়াবিমূঢ়োঽসৌ গদয়া বিষ্ণুনা হতঃ । অতো গদাধরো বিষ্ণুর্গয়ায়াং মুক্তিদঃ স্থিতঃ ॥ ৫
তস্য দেহে লিঙ্গরূপী স্থিতঃ শুদ্ধে পিতামহঃ । জনার্দ্দনশ্চ কালেশস্তথাঽন্যঃ প্রপিতামহঃ ॥ ৬
বিষ্ণুরাহাথ মর্য্যাদাং পুণ্যক্ষেত্রং ভবিষ্যতি ॥ ৭
যজ্ঞং শ্রাদ্ধং পিণ্ডদানং স্নানাদি কুরুতে নরঃ । স স্বর্গং ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছেন্ন নরকং নরঃ ॥ ৮
গয়াতীর্থং পরং জ্ঞাত্বা যাগং চক্রে পিতামহঃ । ব্রাহ্মণান্ পূজয়ামাস ঋত্বিগর্থমুপাগতান্ ॥ ৯
মহানদীং রসবহাং সৃষ্ট্বা বাপ্যাদিকং তথা । ভক্ষ্যভোজ্যফলাদীংশ্চ কামধেনুং তথাসৃজৎ ।
পঞ্চক্রোশং গয়াক্ষেত্রং ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ প্রভুঃ ॥ ১০

ধর্ম্মযাগেষু লোভাৎ তু প্রতিগৃহ্য ধনাদিকম্ ।
স্থিতা বিপ্রাস্তদা শপ্তা গয়ায়াং ব্রহ্মণা ততঃ ॥ ১১
মা ভূৎ ত্রৈপুরুষী বিদ্যা মা ভূৎ ত্রৈপুরুষং ধনম্ ।
যুষ্মাকং বারিবহা নদী পাষাণপর্ব্বতঃ ॥ ১২
শপ্তৈস্তু প্রার্থিতো ব্রহ্মানুগ্রহং কৃতবান্ প্রভুঃ ।
লোকাঃ পুণ্যা গয়ায়াং হি শ্রাদ্ধিনো ব্রহ্মলোকগাঃ ।
যুষ্মান্ যে পূজয়িষ্যন্তি তৈরহং পূজিতঃ সদা ॥ ১৩

হত করিলেন। সেই দিন হইতে গদাধর বিষ্ণু গয়াতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনিই অনন্ত জীবের মুক্তিপ্রদান করেন। ঐ গয়াসুরের মহাদেহ শিবরূপী হইয়া জগতের শুদ্ধিসম্পাদন করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু বলিলেন, অদ্য হইতে এই স্থান পুণ্যক্ষেত্র হইল। যে মানব এই পুণ্যক্ষেত্রে যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদান ও স্নানাদি করে, সে সর্ব্বদা স্বর্গলোকে ও ব্রহ্মলোকে গমন করে, কদাচ তাহার নরকে গতি হয় না। পিতামহ সেই গয়াক্ষেত্রকে পরমতীর্থ জ্ঞানে তথায় যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং পৌরোহিত্য কার্য্যার্থ সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিয়াছিলেন তিনি তথায় চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত রসবতী মহানদী এবং ভক্ষ্য, ভোজ্য, ফলাদি ও কামধেনু সৃষ্টি করিলেন; আর পঞ্চক্রোশপরিমিত সেই গয়াক্ষেত্র সেই ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। ৫-১০

প্রশস্ত ব্রাহ্মণগণ লোভপরতন্ত্র হইয়া সেই সকল যজ্ঞীয় ধনগ্রহণ করিয়া সেই স্থানে গয়াতীরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; এ নিমিত্ত ব্রহ্মা সেই সকল ব্রাহ্মণকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, হে দ্বিজগণ! তোমাদিগের ত্রৈপুরুষী বিদ্যা ও ত্রৈপুরুষ ধন থাকিবে না, কেবল এই পাষাণ-পর্ব্বতবহা নদীই তোমাদিগের চিরকাল থাকিবে। ব্রাহ্মণগণ পিতামহকর্ত্তৃক এইরূপ অভিশাপগ্রস্ত হইয়া বিনয়সহকারে শাপবিমুক্তি প্রার্থনা করিলে ভগবান্ কমলযোনি তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শাপবিমোচনপূর্ব্বক বলিলেন যে, যে সকল পুণ্যার্থী ব্রহ্মলোকগামী নর শ্রাদ্ধাভিলাষে এই গয়াক্ষেত্রে আগমন করিবে, তাহারা তোমাদিগের অর্চ্চনা করিবে, এবং সেই অর্চ্চনাদ্বারা আমিও পূজিত হইব।

ব্রহ্মজ্ঞানং গয়াশ্রাদ্ধং গোগৃহে মরণং তথা ।
বাসঃ পুংসাং কুরুক্ষেত্রে মুক্তিরেষা চতুর্ব্বিধা ॥ ১৪

সমুদ্রাঃ সরিতঃ সর্ব্বা বাপীকূপহ্রদানি চ । স্নাতুকামা গয়াতীর্থং ব্যাস যান্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১৫
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ । পাপং তৎসঙ্গজং সর্ব্বং গয়াশ্রাদ্ধাদ্বিনশ্যতি ॥ ১৬
অসংস্কৃতা মৃতা যে চ পশুচৌরহতাশ্চ যে । সর্পদষ্টা গয়াশ্রাদ্ধান্মুক্তাঃ স্বর্গং ব্রজন্তি তে ॥ ১৭
গয়ায়াং পিণ্ডদানেন যৎ ফলং লভতে নরঃ । ন তচ্ছক্যং ময়া বক্তুং বর্ষকোটিশতৈরপি ॥ ১৮

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে গয়ামাহাত্ম্যে দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮২ ॥

ব্রহ্মজ্ঞান, গয়াশ্রাদ্ধ, গোগৃহে মরণ ও কুরুক্ষেত্রে বাস মানবগণের এই চতুর্ব্বিধ মুক্তির কারণ নিরূপিত আছে। ১১-১৪

হে ব্যাস! সপ্তসমুদ্র সর্ব্ব নদী ও বাপী কূপ তড়াগাদি যে সমস্ত মহাতীর্থ পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে, যাহারা সেই সকল মহাতীর্থে স্নান কামনা করে, তাহারা গয়াতীর্থে আগমন করিয়া থাকে। গয়াতীর্থ দর্শন করিয়া শ্রাদ্ধাদি করিলে উক্ত তীর্থসকলে স্নানাদিজনিত পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে। গয়াতীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয় ও গুরুপত্নীগমনজ পাপ এবং ব্রহ্মহত্যাদিকারীর সংসর্গজনিত পাপ-সকল বিনাশ পায়। যাহারা অসংস্কৃত অবস্থায় মরিয়াছে, কিম্বা যাহারা পশু ও চৌরকর্ত্তৃক নিহত, অথবা যাহারা সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সেই সমস্ত পাপীও গয়াশ্রাদ্ধে মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে। মানবগণ গয়াতীর্থে পিতৃলোকের পিণ্ডদান করিলে যেরূপ পুণ্য লাভ করে, আমি শতকোটি বৎসরেও সেই সকল পুণ্য কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারি না। ১৫-১৮

শ্রীগরুড় পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে গয়ামাহাত্ম্য নামক দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮২।

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

কীকটেষু গয়া পুণ্যা পুণ্যং রাজগৃহং বনম্। বিষয়শ্চারণঃ পুণ্যো নদীনাঞ্চ পুনঃপুনঃ॥ ১
মুণ্ডপৃষ্ঠস্য পূর্ব্বস্মিন্ পশ্চিমে দক্ষিণোত্তরে। সার্দ্ধক্রোশদ্বয়ং মানং গয়ায়াং পরিকীর্ত্তিতম্॥ ২
পঞ্চক্রোশং গয়াক্ষেত্রং ক্রোশমেকং গয়াশিরঃ। তত্র পিণ্ডপ্রদানেন তৃপ্তির্ভবতি শাশ্বতী[1]॥ ৩
নাগাজ্জনার্দ্দনাচ্চৈব কূপাচ্চোত্তরমানসাৎ। এতদ্গয়াশিরঃ প্রোক্তং ফল্গুতীর্থং তদুচ্যতে॥ ৪
তত্রপিণ্ডপ্রদানেন পিতৃণাং পরমা গতিঃ। গয়াগমনমাত্রেণ পিতৃণামনৃণো ভবেৎ॥ ৫
গয়ায়াং পিতৃরূপেণ দেবদেবো জনার্দ্দনঃ। তং দৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক্ষং মুচ্যতে বৈ ঋণত্রয়াৎ॥ ৬
রথমার্গং গয়াতীর্থে দৃষ্ট্বা রুদ্রপদাদিকে[2]। কালেশ্বরঞ্চ কেদারং পিতৃণামনৃণো ভবেৎ॥ ৭
দৃষ্ট্বা পিতামহং দেবং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। লোকস্থনাময়ং যাতি দৃষ্ট্বা চ প্রপিতামহম্॥ ৮
তথা গদাধরং দেবং মাধবং পুরুষোত্তমম্। তং প্রণম্য প্রযত্নেন ন ভূয়ো জায়তে নরঃ॥ ৯
মৌনাদিত্যং মহাত্মানং কনকার্কং বিশেষতঃ। দৃষ্ট্বা মৌনেন বিপ্রর্ষে পিতৃণামনৃণো ভবেৎ॥ ১০

ব্রহ্মা বলিলেন, কীকটদেশে গয়াক্ষেত্র মহাপুণ্য স্থান, ঐ দেশে রাজগৃহ ও বননামক আর দুইটি মহাতীর্থ আছে। চারণদেশ মহাপুণ্যপ্রদ, ঐ দেশে যে সকল নদী আছে, তাহারাও অক্ষয় পুণ্য প্রদান করে। গয়াক্ষেত্রের প্রান্তে চতুর্দ্দিকে সার্দ্ধক্রোশদ্বয় ব্যাপিয়া মুণ্ডপৃষ্ঠ তীর্থ আছে, ঐ মুণ্ড মহাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত। গয়াক্ষেত্র পঞ্চক্রোশব্যাপী; তন্মধ্যে গয়াশির একক্রোশ ব্যাপিয়া আছে। ঐ গয়াশিরে পিণ্ডদান করিলে পিতৃলোকের শাশ্বতী গতি লাভ হয়। জনার্দ্দন-নাগ হইতে মানসোত্তর কূপ পর্য্যন্ত স্থানই গয়াশির বলিয়া উক্ত হয়। এই স্থানকেই ফল্গু তীর্থ বলা যায়। সেই ফল্গু তীর্থে পিতৃলোকের পিণ্ডদান করিলে পরম গতি লাভ হয়। যে মানব গয়াতীর্থে গমন করে, সে তৎক্ষণাৎ পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ১-৫

গয়াক্ষেত্রে জনার্দ্দন পিতৃদেবরূপে বিরাজমান আছেন, সেই পুণ্ডরীকাক্ষকে দর্শন করিলে মানব ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইতে পারে। গয়াতীর্থে রথমার্গ, কালেশ্বর ও কেদারমূর্ত্তি দর্শন করিলে মানব পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। মানবগণ কৈলাস পর্ব্বত অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ ব্রহ্মাকে দর্শন করিলে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। প্রপিতামহ কালেশ্বর দেবকে দর্শন করিলে মানব অনাময়স্থানে গমন করে। এইরূপ পুরুষোত্তম রমাপতি গদাধরকে দেখিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। সেই বিষ্ণুকে যত্নসহকারে নমস্কার করিলে তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। গয়াতে মৌনাদিত্য ও কনকার্ক নামে দেবতা আছে; যে মানব মৌনাবলম্বন করত উক্ত দেবকে দর্শন করে, সে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ৬-১০

১। পিতৃণাং পরমা গতিঃ। ২। রুদ্রং গদাধিকে।

ব্রহ্মাণং পূজয়িত্বা চ ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১১

গায়ত্রীং প্রাতরুত্থায় যস্তু পশ্যতি মানবঃ । সন্ধ্যাং কৃত্বা প্রযত্নেন সর্ব্ববেদফলং লভেৎ ॥ ১২
সাবিত্রীঞ্চৈব মধ্যাহ্নে দৃষ্ট্বা যজ্ঞফলং লভেৎ । সরস্বতীঞ্চ সায়াহ্নে দৃষ্ট্বা দানফলং লভেৎ ॥ ১৩
নগস্থমীশ্বরং দৃষ্ট্বা পিতৄণামনৃণো ভবেৎ । ধর্ম্মারণ্যং ধর্ম্মমীশং দৃষ্ট্বা ত্র্যৃণনাশনম্ ॥ ১৪
দেবং গৃধ্রেশ্বরং দৃষ্ট্বা কো ন মুচ্যেত বন্ধনাৎ । ধেনুং দৃষ্ট্বা ধেনুবনে ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৄন্ ।
প্রভাসেশং প্রভাসে চ দৃষ্ট্বা যাতি পরাং গতিম্ ॥ ১৫
কোটীশ্বরঞ্চাশ্বমেধং দৃষ্ট্বা আনৃণ্যাপাদনম্ । অগস্ত্যেশ্বরং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥ ১৬
বাণেশ্বরং গদালোলং দৃষ্ট্বা স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ । অঙ্গেশ্বরং তথা দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ১৭

মুণ্ডপৃষ্ঠে মহাচণ্ডীং দৃষ্ট্বা কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৮
কল্যাণেশং কঙ্কচণ্ডীঞ্চ গৌরীং দৃষ্ট্বা চ মঙ্গলাম্ ।
গোমকং গোপতিং দেবং পিতৄণামনৃণো ভবেৎ ॥ ১৯
অঙ্গারেশঞ্চ সিদ্ধেশং গয়াদিত্যং গজং তথা ।
মার্কণ্ডেয়েশ্বরং দৃষ্ট্বা পিতৄণামনৃণো ভবেৎ ॥ ২০

গয়াক্ষেত্রে ব্রহ্মার অর্চনা করিলে ব্রহ্মলোকে বসতি হইয়া থাকে। গয়াতে গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতী নামে যে তিনটি তীর্থ আছে, মানব প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সেই গায়ত্রীতীর্থ দর্শন করিয়া যত্নসহকারে সেই তীর্থে প্রাতঃকালীন সন্ধ্যা করিলে তাহার সর্ব্ববেদোক্ত ফল লাভ হয়। মধ্যাহ্নকালে সাবিত্রী তীর্থ দর্শন করিয়া যথাবিধি সেই তীর্থে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করিলে সর্ব্বযজ্ঞফল লাভ হয় এবং সায়ংকালে সরস্বতী তীর্থদর্শন করিয়া তথায় সায়ংকালীন সন্ধ্যা করিলে সর্ব্বদান জন্য ফললাভ করিতে পারে। পর্ব্বতস্থ শিবমূর্ত্তি দর্শন করিলে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে; ধর্ম্মারণ্যে ধর্ম্মমূর্ত্তি দর্শন করিলে ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। গৃধ্রেশ্বর দেবকে দর্শন করিলে কোন ব্যক্তি ভববন্ধন হইতে মুক্ত না হয়? ধেনুবননামক মহাতীর্থে ধেনু দর্শন করিলে সেই মানবের পিতৃলোক ব্রহ্মলোকে গমন করে। প্রভাসতীর্থে প্রভাসেশ্বরকে বিলোকন করিয়া উত্তমা গতি পাইয়া থাকে। ১১-১৫

যে নর কোটীশ্বর ও অশ্বমেধ শিবলিঙ্গ দর্শন করে, সে ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। যে মানব অর্কদেবেশ্বরকে বিলোকন করে, সে আর সংসারমায়ায় বদ্ধ হয় না। গদালোলস্থানে বাণেশ্বরকে নিরীক্ষণ করিলে নর স্বর্গলাভ করিতে পারে। অঙ্গেশ্বর শিবলিঙ্গ দেখিলে ব্রহ্মহত্যাজাত পাপ হইতে পরিত্রাণ পায়। মুণ্ডপৃষ্ঠে মহাচণ্ডীদেবীকে দর্শন করিলে সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিপূর্ণ হয়। কল্যাণেশ, কঙ্কচণ্ডী, গৌরী, মঙ্গলা, গোমক ও গোপতি দেবকে অবলোকন করিলে মানব পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারে। অঙ্গারেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, গয়াদিত্য, গজদেব এবং মার্কণ্ডেয়েশ্বর; এই সকল দেবমূর্ত্তি বিলোকন করিলে মানব পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ১৬-২০

ফল্গুতীর্থে নরঃ[1] স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবং গদাধরম্ ।
এতেন কিং ন পর্য্যাপ্তং নৃণাং সুকৃতকারিণাম্ ।
ব্রহ্মলোকং প্রয়াতীহ পুরুষা হ্যেকবিংশতিঃ[2] ॥ ২১
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি যে সমুদ্রাঃ সরাংসি চ ।
ফল্গুতীর্থং গমিষ্যন্তি বারমেকং দিনে দিনে ॥ ২২
পৃথিব্যাঞ্চ গয়া পুণ্যা গয়ায়াঞ্চ গয়াশিরঃ । শ্রেষ্ঠং তথা ফল্গুতীর্থং তন্মুখঞ্চ সুরস্য হি ॥ ২৩
উদীচি কনকা নদ্যো নাভিতীর্থন্তু মধ্যতঃ ।
পুণ্যং ব্রহ্মসদস্তীর্থং স্নানাৎ স্যাদ্ ব্রহ্মলোকদম্[3] ॥ ২৪
কূপে পিণ্ডাদিকং কৃত্বা পিতৄণামনৃণো ভবেৎ ।
তথাক্ষয়বটে শ্রাদ্ধী[4] ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৄন্ ॥ ২৫
হংসতীর্থে নরঃ স্নাত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে । কোটিতীর্থে গয়ালোলে বৈতরণ্যাঞ্চ গোমকে ।
ব্রহ্মলোকং নয়েচ্ছ্রাদ্ধী পুরুষানেকবিংশতিম্ ॥ ২৬
ব্রহ্মতীর্থে রামতীর্থে আগ্নেয়ে সোমতীর্থকে ।
শ্রাদ্ধী রামহ্রদে ব্রহ্মলোকং পিতৃকুলং নয়েৎ ॥ ২৭
উত্তরে মানসে শ্রাদ্ধী ন ভূয়ো জায়তে নরঃ ।
দক্ষিণে মানসে শ্রাদ্ধী ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৄন্ । ২৮

ফল্গুতীর্থে স্নানপূর্ব্বক গদাধর দেবকে দর্শন করিলে সুকৃতিকামী মানবের কোন অভিলাষ পরিপূর্ণ না হয়? তাহার পূর্ব্ব একবিংশতি পুরুষ ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করে। ভূতলে যে সকল মহাতীর্থ, সমুদ্র ও সরোবর আছে, সমস্ত প্রতিদিন একবার করিয়া ফল্গুতীর্থে আগমন করিয়া থাকে। পৃথিবীতে যে সকল মহাতীর্থ আছে, তাহাদিগের মধ্যে গয়াতীর্থই প্রধান। গয়াক্ষেত্রমধ্যে আবার গয়াশিরঃ সর্ব্বপুণ্যপ্রদ; কিন্তু ফল্গুতীর্থ সর্ব্বপ্রধান, ঐ পরম স্থানটি দেবগণের মুখস্বরূপ। উত্তরদিকে কনকা নদী এবং মধ্যস্থলে নাভিতীর্থ, এই দুই ব্রহ্মতীর্থ মহাপুণ্যপ্রদ। এই সমস্ত তীর্থে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মকূপে পিণ্ডপ্রদান করিলে পিতৃঋণ হইতে বিমুক্তি হয় এবং অক্ষয়বটে শ্রাদ্ধ করিলেও পিতৃলোকের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ২১-২৫

মানবগণ হংসতীর্থে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। কোটিতীর্থে, গয়ালোল ক্ষেত্রে, বৈতরিণীতে ও গোমকতীর্থে, পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিলে পূর্ব্বতন একবিংশতি পুরুষের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। উত্তরমানসে শ্রাদ্ধ করিলে তাহার জন্ম হয়

১। নরঃ। ২। পুরুষানেকবিংশতিম্। ৩। ব্রহ্মলোকদঃ।
১। শ্রাদ্ধমিতি বা পাঠঃ।

স্বর্গদ্বার্য্যাং নরঃ শ্রাদ্ধী ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৄন্। ভীষ্মতর্পণকৃদ্ভস্মকূটে[১] তারয়তে পিতৄন্ ॥ ২৯

গৃধ্রেশ্বরে তথা শ্রাদ্ধী পিতৄণামনৃণো ভবেৎ ॥ ৩০
শ্রাদ্ধী চ ধেনুকারণ্যে ব্রহ্মলোকং পিতৄন্ নয়েৎ।
তিলধেনুপ্রদঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা ধেনুং ন সংশয়ঃ ॥ ৩১
ঐন্দ্রে বা নরতীর্থে চ বাসবে বৈষ্ণবে তথা।
মহানদ্যাং কৃতশ্রাদ্ধো ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৄন্ ॥ ৩২

গায়ত্রে চৈব সাবিত্রে তীর্থে সারস্বতে তথা। স্নানসন্ধ্যাতর্পণকৃচ্ছ্রাদ্ধী চৈকোত্তরং শতম্।
পিতৄণাস্তু কুলং ব্রহ্মলোকং নয়তি মানবঃ ॥ ৩৩

ব্রহ্মযোনিং বিনির্গচ্ছেৎ প্রযতঃ পিতৃমানসঃ।
তর্পয়িত্বা পিতৄন্ দেবান্ ন বিশেদ্ যোনিসঙ্কটে ॥ ৩৪
তর্পণে কাকজঙ্ঘায়াং পিতৄণাং তৃপ্তিরক্ষয়া।
ধর্ম্মারণ্যে মতঙ্গস্য বাপ্যাং শ্রাদ্ধাদ্দিবং[২] ব্রজেৎ ॥ ৩৫

ধর্ম্মযূপে চ কূপে চ পিতৄণামনৃণো ভবেৎ। প্রমাণং দেবতাঃ সন্তু লোকপালাশ্চ সাক্ষিণঃ
ময়াগত্য মতঙ্গেঽস্মিন্ পিতৄণাং নিস্তৃতিঃ[৩] কৃতা ॥ ৩৬

না, দক্ষিণ মানসে পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের ব্রহ্মলোক লাভ হয়। নর স্বর্গদ্বার তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের ব্রহ্মলাভ হয়। উক্ত তীর্থদ্বয়ের মধ্যস্থলে ভীষ্মদেবের উদ্দেশে তর্পণ করিলে পিতৃগণকে ত্রাণ করিতে পারে। গৃধ্রেশ্বরে পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে মানব পিতৃঋণ হইতে মুক্তি পায়। ২৬-৩০

ধেনুকারণ্যে পিতৃশ্রাদ্ধ করত স্নান ও তিলধেনু দানপূর্ব্বক ধেনু দর্শন করিলে পিতৃ-লোকের ব্রহ্মলাভ হয়। মানবগণ ঐন্দ্রতীর্থে, বাসবতীর্থে, নরতীর্থে, বৈষ্ণবতীর্থে ও মহানদীতে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোককে ব্রহ্মলোকে গমন করাইতে পারে। গায়ত্রতীর্থ, সাবিত্রতীর্থ ও সারস্বততীর্থে স্নান, সন্ধ্যা, তর্পণ ও শ্রাদ্ধ করিলে একাধিক শত পুরুষ পর্য্যন্ত পিতৃলোক ব্রহ্মলোকে গমন করে। যদি মানব সংযত হইয়া পিতৃগণের উদ্দেশে ব্রহ্মযোনিতে গমন করত পিতৃতর্পণ ও দেবতর্পণ করে, সে আর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করে না। কাকজঙ্ঘাতীর্থে তর্পণ করিলে পিতৃলোকের অক্ষয় তৃপ্তি লাভ হয়। ধর্ম্মারণ্যে ও মতঙ্গ-সরোবরে পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে মানব স্বর্গ লোকে গমন করিয়া থাকে। ধর্ম্মযূপতীর্থে স্নানাদি করিলে নরগণ পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয়। উক্ত তীর্থে স্নান সমাপন করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা হে দেবগণ! হে দিক্পালগণ! তোমরা আমার এই কার্য্যের সাক্ষী রহিলে, আমি পিতৃলোকের নিষ্কৃতি সাধন করিলাম। ৩১-৩৬

১। ভীষ্মতর্পণকৃত্তস্য কূটে।   ২। শ্রাদ্ধী দিবং।   ৩। নিষ্কৃতিঃ।

রামতীর্থে নরঃ স্নাত্বা শ্রাদ্ধং কৃত্বা প্রভাসকে ।
শিলায়াং প্রেতভাবাৎ তু[1] মুক্তাঃ পিতৃগণাঃ কিল ॥ ৩৭
শ্রাদ্ধকৃচ্চ খপৃষ্ঠায়াং ত্রিঃসপ্তকুলমুদ্ধরেৎ । শ্রাদ্ধকৃন্মুণ্ডপৃষ্ঠাদৌ ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৄন্ ॥ ৩৮
গয়ায়াং ন হি তৎ স্থানং যত্র তীর্থং ন বিদ্যতে ।
পঞ্চক্রোশে গয়াক্ষেত্রে যত্র তত্র তু পিণ্ডদঃ ।
অক্ষয়ং ফলমাপ্নোতি ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৄন্ ॥ ৩৯
জনার্দনস্য হস্তে তু পিণ্ডং দদ্যাৎ স্বকং নরঃ ।
এষ পিণ্ডো ময়া দত্তস্তব হস্তে জনার্দন ॥ ৪০
পরলোকং গতে মোক্ষমক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্ ।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি পিতৃভিঃ সহ নিশ্চিতম্ ॥ ৪১
গয়ায়াং ধর্ম্মপৃষ্ঠে চ সরসি ব্রহ্মণস্তথা ।
গয়াশীর্ষেঽক্ষয়বটে পিতৄণাং দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ৪২
ধর্ম্মারণ্যং ধর্ম্মপৃষ্ঠং ধেনুকারণ্যমেব চ ।
দৃষ্ট্বৈতানি পিতৄংশ্চার্য্যবংশ্যান্ বিংশতিমুদ্ধরেৎ ॥ ৪৩
ব্রহ্মারণ্যং মহানদ্যাঃ পশ্চিমো ভাগ উচ্যতে । পূর্ব্বো ব্রহ্মসদো ভাগো নাগাদ্রির্ভরতাশ্রমঃ ॥ ৪৪
ভরতাশ্রমে শ্রাদ্ধী মতঙ্গস্য পদে ভবেৎ ॥ ৪৫

মানব রামতীর্থে প্রভাসে ও প্রেতশিলাতে স্নান করত পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে প্রেতভাবাপন্ন পিতৃলোক মুক্ত হইয়া থাকেন। খপৃষ্ঠাতীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে একবিংশতিকুল উদ্ধার করিতে পারা যায়। মুণ্ড-পৃষ্ঠাদিতীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের ব্রহ্মলোকে গতি হয়। পঞ্চক্রোশপরিমিত গয়াক্ষেত্রে এমন একবিন্দু স্থান নাই যেখানে তীর্থ নাই, অতএব গয়াক্ষেত্র-মধ্যে সকলস্থানে পিণ্ড প্রদান করিবে। ইহাতে পিতৃগণ অক্ষয়ফল প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মসদনে গমন করেন। মানব জনার্দন! আমি তোমার হস্তে পিণ্ড প্রদান করিলাম, আমি যখন পরলোকে গমন করিব, তখন যেন এই পিণ্ডদানপ্রভাবে পিতৃলোকের সহিত অক্ষয় ফল ভোগ করিতে পারি। এই প্রকারে জীবিত অবস্থায় আপনার পরিত্রাণার্থ পিণ্ডদান করিলে মানব পিতৃলোকের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারে। ৩৭-৪১

গয়াতীর্থে, ধর্ম্মপৃষ্ঠে, ব্রহ্মসরোবরে, গয়াশীর্ষে ও অক্ষয়বটে পিতৃলোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি করিলে তাহার ফলে পিতৃলোকের অক্ষয় স্বর্গ ভোগ হইয়া থাকে। ধর্ম্মারণ্য, ধর্ম্মপৃষ্ঠ ও ধেনুকারণ্য এই সকল তীর্থ দর্শন করিয়া আর্য্যবংশীয় পিতৃলোকের একবিংশতিপুরুষ পর্য্যন্ত পরিত্রাণ পায়। মহানদীর পশ্চিমভাগ ব্রহ্মারণ্য নামে খ্যাত; মহাতীর্থ ব্রহ্মসদঃ ক্ষেত্রের পূর্ব্বভাগ নাগাদি নামে বিখ্যাত; তথায় ভরতাশ্রম ও মতঙ্গাশ্রম নামে তীর্থদ্বয়

১। প্রেতভাবাঃ মুক্তাঃ।

গয়াশীর্ষাদ্দক্ষিণতো মহানদ্যাশ্চ পশ্চিমে। তৎ স্মৃতং চম্পকবনং তত্র পাণ্ডুশিলাস্তি হি ॥ ৪৬
শ্রাদ্ধী তত্র তৃতীয়ায়াং নিশ্চিরায়াশ্চ মণ্ডলে। মহাহ্রদে চ কৌশিক্যামক্ষয়ং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৭
বৈতরণ্যাশ্চোত্তরতস্তৃতীয়াখ্যো জলাশয়ঃ। পদানি তত্র ক্রৌঞ্চস্য শ্রাদ্ধী স্বর্গং নয়েৎ পিতৄন্ ॥ ৪৮
ক্রৌঞ্চপাদাদুত্তরতো নিশ্চিরাখ্যো জলাশয়ঃ। সকৃদ্ গয়াভিগমনং সকৃৎ পিণ্ডপ্রপাতনম্।
দুর্লভং কিং পুনর্নিত্যমস্মিন্নেব ব্যবস্থিতিঃ[1] ॥ ৪৯
মহানদ্যামুপঃ স্পৃষ্ট্বা তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ। অক্ষয়ান্ প্রাপ্নুয়াল্লোকান্ কুলঞ্চাপি সমুদ্ধরেৎ ॥ ৫০
সাবিত্রে পঠ্যতে সন্ধ্যা কৃতা স্যাদ্দ্বাদশাব্দিকী ॥ ৫১
শুক্লকৃষ্ণাবুভৌ পক্ষৌ গয়ায়াং যো বসেন্নরঃ। পুনাত্যাসপ্তমং চৈব কুলং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫২
গয়ায়াং মুণ্ডপৃষ্ঠঞ্চ অরবিন্দঞ্চ পর্ব্বতম্। তৃতীয়ং ক্রৌঞ্চপাদঞ্চ দৃষ্ট্বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৫৩
মকরে বর্ত্তমানে চ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। দুর্লভং ত্রিষু লোকেষু গয়ায়াং পিণ্ডপাতনম্ ॥ ৫৪
মহাহ্রদে চ কৌশিক্যাং মূলক্ষেত্রে বিশেষতঃ। গুহায়াং গৃধ্রকূটস্য শ্রাদ্ধং দত্তং মহাফলম্ ॥ ৫৫
যত্র মাহেশ্বরী ধারা শ্রাদ্ধী তত্রানৃণো ভবেৎ। পুণ্যাং বিশালামাসাদ্য নদীং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতাম্।
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি শ্রাদ্ধী প্রয়াতি দিবং নরঃ ॥ ৫৬

আছে, এই সকল তীর্থে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিবে। গয়াশীর্ষের দক্ষিণে মহানদীর পশ্চিমে চম্পকবন নামে এক তীর্থ আছে, তথায় পাণ্ডুশিলা বিদ্যমান রহিয়াছে ; মানব তৃতীয়াতে ঐ তীর্থে, নিশ্চিরামণ্ডলে, মহাহ্রদে এবং কৌশিকীতীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে অক্ষয়ফল লাভ করিয়া থাকে। ৪২-৪৭

বৈতরণী নদীর উত্তর প্রান্তে তৃতীয়াখ্য জলাশয় আছে, সেই জলাশয়ে ক্রৌঞ্চপদ নামে মহাতীর্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ক্রৌঞ্চপদের উত্তরে নিশ্চিরাখ্য জলাশয় আছে, ইহাও একটি মহাতীর্থ। যে মানব একবার গয়াতে গমন করে, কিংবা একবারমাত্রও পিণ্ডদান করে, ইহলোকে তাহার কিছুই দুর্লভ থাকে না। মহানদীর জলস্পর্শ করিয়া পিতৃদেবতার তর্পণ করিলে পিতৃগণ অক্ষয়লোকপ্রাপ্ত হন এবং তাহার কুলের উদ্ধার হইয়া থাকে। ৪৮-৫০

সাবিত্রী তীর্থে সন্ধ্যা করিলে দ্বাদশ বৎসর সন্ধ্যা করার ফল হয়। কৃষ্ণ বা শুক্লপক্ষে গয়াতীর্থে বাস করিলে তাহার সপ্তকুল নিশ্চয়ই পবিত্র হইয়া থাকে। গয়াতে মুণ্ডপৃষ্ঠ, অরবিন্দ পর্ব্বত ও ক্রৌঞ্চপাদতীর্থ দর্শন করিলে সেই মানব সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে। মকররাশিতে সূর্য্যের অবস্থিতিকালে এবং চন্দ্র কিংবা সূর্য্যগ্রহণ সময়ে গয়াতে পিণ্ডদান করিলে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল—ত্রিলোকে তাহার কিছুই দুর্লভ থাকে না। মহাহ্রদে, কৌশিকীতীর্থে, মূলক্ষেত্রে ও গৃধ্রকূটপর্ব্বতের গুহাতে শ্রাদ্ধ করিলেও মহাপুণ্যসঞ্চয় হয়। যে স্থানে মহেশ্বরের শিরোদেশ হইতে গঙ্গার ধারা পতিত হইয়াছিল, সেই স্থলে পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ হয়। ত্রিলোকবিশ্রুতা পুণ্যপ্রদা বিশালা নদীতে গমন করিয়া শ্রাদ্ধ করিলে অগ্নিষ্টোম যাগের ফল লাভ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করে। ৫১-৫৬

১। ব্যবস্থিতঃ।

শ্রাদ্ধী মাসপদে[১] স্নাত্বা বাজপেয়ফলং লভেৎ। রবিপাদে পিণ্ডদানং পতিতোদ্ধারণং ভবেৎ ॥৫৭
যো গয়াস্থো দদাত্যন্নং পিতরস্তেন পুত্রিণঃ। কাঙ্ক্ষন্তে পিতরঃ পুত্রান্ নরকাদ্ভয়ভীরবঃ।
গয়াং যাস্যতি যঃ কশ্চিৎ সোঽস্মান্ সন্তারয়িষ্যতি ॥ ৫৮

পয়াপ্রাপ্তং সুতং দৃষ্ট্বা পিতৄণামুৎসবো ভবেৎ।
পদ্ভ্যামপি জলং স্পৃষ্ট্বা অস্মভ্যং কিল দাস্যতি ॥ ৫৯

আত্মজো বা তথান্যো বা গয়াকূপে যদা তদা। যন্নাম্না পাতয়েৎ পিণ্ডং তন্নয়েদ্ ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥৬০
পুণ্ডরীকং বিষ্ণুলোকং প্রাপ্নুয়াৎ কোটিতীর্থগঃ। যা সা বৈতরণী নাম ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
সাবতীর্ণা গয়াক্ষেত্রে পিতৄণাং তারণায় হি ॥ ৬১
শ্রাদ্ধদঃ পিণ্ডদস্তত্র গোপ্রদানং করোতি যঃ। একবিংশতিবংশ্যান্ স তারয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬২

যদি পুত্রো গয়াং গচ্ছেৎ কদাচিৎ কালপর্য্যয়ে।
তানেব ভোজয়েদ্বিপ্রান্ ব্রহ্মণা যে প্রকল্পিতাঃ ॥ ৬৩

তেষাং ব্রহ্মসদঃ স্থানং সোমপানং তথৈব চ। ব্রহ্মপ্রকল্পিতং স্থানং বিপ্রা ব্রহ্মপ্রকল্পিতাঃ।
পূজিতৈঃ পূজিতাঃ সর্ব্বে পিতৃভিঃ সহ দেবতাঃ ॥ ৬৪

মাসপদতীর্থে স্নান করিয়া শ্রাদ্ধ করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। রবিপাদনামক মহাতীর্থে পিণ্ডদান করিলে পতিতগণের উদ্ধার হইয়া থাকে। যে মানব গয়াতীর্থে গমন করিয়া পিতৃলোককে অন্নপ্রদান করে, তাহা দ্বারাই পিতৃলোককে পুত্রবান্ বলা যায়; সেই ব্যক্তিই যথার্থ পুত্রশব্দের বাচ্য; "আমাদিগের বংশের যে কেহ গয়াতে গমন করিবে, সে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে", এই নিমিত্ত নরকভীরু পিতৃগণ পুত্রকামনা করিয়া থাকেন। এই প্রত্যাশায়ই স্বীয় সন্তানকে গয়াতে উপস্থিত দর্শন করিলে পিতৃগণের উৎসব হইয়া থাকে। "যদি বংশের সন্তান অথবা অন্য কোন ব্যক্তি গয়াক্ষেত্রে গমন করত পাদদ্বারা জলস্পর্শ করিয়াও আমাদিগকে পিণ্ড প্রদান করে", পিতৃগণ এইরূপ আশা করিয়া থাকেন। সেখানে যাহার নামে পিণ্ডদান করে, তাহার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় সন্দেহ নাই। ৫৭-৬০

গয়াতীর্থগামী নর কোটি তীর্থের ফললাভ করিয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। বৈতরণী নামে ত্রিলোকবিশ্রুতা যে নদী আছে, পিতৃলোকের পরিত্রাণার্থ সেই নদী গয়াক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছে। যে মানব সেই বৈতরণীতীর্থে শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদান অথবা গোদান করে, সে নিঃসংশয় একবিংশতি পুরুষকে পরিত্রাণ করিতে পারে। যদি কোন নর কোনকালে গয়াতে গমন করিতে পারে, তবে সে সেই সকল ব্রহ্মকল্পিত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। সেই ব্রহ্মকল্পিত ব্রাহ্মণকে যাহারা পূজা করে, তাহাদিগের ব্রহ্মলোকে বাস হয়; তাঁহারা সোমপানের ফল লাভ করিয়া থাকেন। ঐ পূজাতে সমস্ত দেব ও পিতৃগণ পূজিত হইয়া

১। সোমপদে।

তর্পয়েৎ তু গয়াবিপ্রান্ হব্যকব্যৈর্বিধানতঃ। স্থানং দেহপরিত্যাগে গয়ায়াস্তু বিধীয়তে ॥ ৬৫

যঃ করোতি বৃষোৎসর্গং গয়াক্ষেত্রে হ্যনুত্তমে।
অগ্নিষ্টোমশতং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৬

আত্মনোঽপি মহাবুদ্ধির্গয়ায়াস্তু তিলৈর্বিনা। পিণ্ডনির্বপণং কুর্য্যাদন্যেষামপি মানবঃ ॥ ৬৭

যাবন্তো জ্ঞাতয়ঃ পিত্র্যা বান্ধবাঃ সুহৃদস্তথা।
তেভ্যো ব্যাস গয়াভূমৌ পিণ্ডো দেয়ো বিধানতঃ ॥ ৬৮
রামতীর্থে নরঃ স্নাত্বা গোশতস্যাপ্নুয়াৎ ফলম্।
মতঙ্গবাপ্যাং স্নাত্বা চ গোসহস্রফলং লভেৎ ॥ ৬৯

নিশ্চিরাসঙ্গমে স্নাত্বা ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৄন্ বসিষ্ঠস্যাশ্রমে স্নাত্বা বাজপেয়ঞ্চ বিন্দতি।
মহাকৌশ্যাং সমাবাসাদশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ৭০

পিতামহস্য সরসঃ প্রসৃতা লোকপাবনী। সমীপে অগ্নিধারেতি বিশ্রুতা কপিলা হি সা।
অগ্নিষ্টোমফলং শ্রাদ্ধী স্নাত্বাত্র কৃতকৃত্যতা ॥ ৭১

শ্রাদ্ধী কুমারধারায়ামশ্বমেধফলং লভেৎ। কুমারমভিগম্যাথ নত্বা মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭২

সোমকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা সোমলোকঞ্চ গচ্ছতি।
সংবর্ত্তস্য নরো বাপ্যাং সুভগঃ স্যাৎ, পিণ্ডদঃ ॥ ৭৩

থাকেন। গয়াতে গয়াস্থ ব্রাহ্মণগণের হব্যকব্যদ্বারা বিধানক্রমে তৃপ্তিসাধন করিবে। গয়াক্ষেত্র দেহপরিত্যাগের প্রশস্ত স্থান বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ৬১-৬৫

যে মানব সর্ব্বোত্তমক্ষেত্র গয়াধামে বৃষোৎসর্গ করে, সে শত অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারে, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই। মহাবুদ্ধি ব্যক্তি গয়াক্ষেত্রে আপনার উদ্দেশেও পিণ্ডদান করিবে, কিন্তু স্বীয় পিণ্ডদানে তিল ব্যবহার করিবে না। সে সকল ব্যক্তিরেকে পিণ্ড দান করিবে। যাবতীয় পিতৃজ্ঞাতি, পিতৃবান্ধব ও পিতৃসুহৃদ্ আছে, তাহাদিগকেও গয়াতীর্থে যথাবিধানে পিণ্ডদান করিতে পারে, তাহা হইলে সে শত গোদানের ফল লাভ করিয়া থাকে। মতঙ্গসরোবরে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। কোন মানব নিশ্চিরাসঙ্গমস্থলে স্নান করিলে তাহার পিতৃলোক ব্রহ্মলোক গমন করে। বশিষ্ঠাশ্রমে স্নান করিলে সেই মানব বাজপেয় যজ্ঞের ফলভোগী হয়। মহাকৌশীতীর্থে এক বৎসর বাস করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয়। ৬৬-৭০

ব্রহ্মসরোবর হইতে লোকপাবনী সর্ব্বলোকবিশ্রুতা অগ্নিধারানাম্নী যে নদী প্রবাহিতা হইয়াছে, তাহাকে কপিলা বলে, ঐ নদীতে স্নানপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিলে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল লাভ করিয়া মানবজন্মের সাফল্য পাইয়া থাকে। কুমারধারা নদীতে শ্রাদ্ধ করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। মানবগণ কুমারতীর্থে গমন করিলে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সোমকুণ্ডে স্নান করিলে মনুষ্য চন্দ্রলোকে গমন করিতে পারে। মানব সম্বর্ত্তসরোবরে

ধৌতপাপো নরো যাতি প্রেতকুণ্ডে চ পিণ্ডদঃ। দেবনদ্যাং লেলিহানে মথনে জানুগর্ত্তকে ॥৭৪
এবমাদিষু তীর্থেষু পিণ্ডদস্তারয়েৎ পিতৄন্। নত্বা দেবান্ বসিষ্ঠেশপ্রভৃতীনৃণসংক্ষয়ম্[1] ॥৭৫

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে গয়ামাহাত্ম্যে ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৩॥

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

উদ্যতস্তু গয়াং গন্তুং শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানতঃ। বিধায় কার্পটিং[2] বেশং গ্রামস্যাপি প্রদক্ষিণম্ ॥১
ততো গ্রামান্তরং গত্বা শ্রাদ্ধশেষস্য ভোজনম্।
কৃত্বা প্রদক্ষিণং গচ্ছেৎ প্রতিগ্রহবিবর্জ্জিতঃ ॥২
গৃহাচ্চলিতমাত্রস্য গয়ায়াং গমনং প্রতি। স্বর্গারোহণসোপানং পিতৄণান্তু পদে পদে ॥৩
মুণ্ডনঞ্চোপবাসশ্চ সর্ব্বতীর্থেষ্বয়ং বিধিঃ। বর্জ্জয়িত্বা কুরুক্ষেত্রং বিশালাং বিরজাং গয়াম্ ॥৪

স্নান করিয়া পিতৃলোকের পিণ্ডপ্রদান করিলে সে মহা-সৌভাগ্যশালী হয়। প্রেতকুণ্ডে পিতৃলোকের পিণ্ডপ্রদান করিলে মনুষ্য সর্ব্বপাপ বিধৌত করিয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। মানবগণ দেবনদী, লেলিহানতীর্থ, মথনতীর্থ ও জানুগর্ত্ত প্রভৃতি মহাতীর্থে পিণ্ডদান করিলে পিতৃলোকের পরিত্রাণ করিতে পারে। ঐ সমস্ত তীর্থের অধীশ্বর দেবতাকে নমস্কার করিলে সর্ব্বঋণ হইতে মুক্তি পায়। ৭১-৭৫

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে গয়ামাহাত্ম্যে ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৮৩॥

চতুরশীতিতম অধ্যায়

ব্রহ্মা কহিলেন, গয়াগমনে উদ্যত ব্যক্তি বিধানক্রমে শ্রাদ্ধ করিয়া কার্পটি (সন্ন্যাসী) বেশে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিবে, পরে গ্রামান্তরে গমন করত শ্রাদ্ধশেষ ভোজনপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করিবে, কিন্তু কোনরূপ প্রতিগ্রহ করিবে না। গয়াগমনমানসে গৃহ হইতে চলিত হইয়া যত পদ গমন করে, পরকালে সেই সেই পদসংখ্যায় পিতৃলোকের স্বর্গারোহণের সোপান কল্পিত হইয়া থাকে। তীর্থমাত্রে উপস্থিত হইয়াই মুণ্ডন ও উপবাস করিবে, কিন্তু কুরুক্ষেত্র, বিশালা, বিরজা ও গয়াতে তাহা করিবে না। ইহাই শাস্ত্রীয়বিধি।

১। বসিষ্ঠেশং প্রভৃত্যৃণসংক্ষয়ম্। ২। কার্পটং।

দিবা চ সর্ব্বদা রাত্রৌ গয়ায়াং শ্রাদ্ধকৃদ্ভবেৎ। বারাণস্যাং কৃতং শ্রাদ্ধং তীর্থে শোণনদে তথা।
পুনঃ পুনর্মহানদ্যাং শ্রাদ্ধী স্বর্গং পিতৄন্ নয়েৎ ॥ ৫
উত্তরং মানসং গত্বা সিদ্ধিং প্রাপ্নোত্যনুত্তমাম্। তস্মিন্ নির্বর্ত্তয়েচ্ছ্রাদ্ধং স্নানঞ্চৈব নির্ব্বর্ত্তয়েৎ।
কামান্ স লভতে দিব্যান্ মোক্ষোপায়ঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ৬
দক্ষিণং মানসং গত্বা মৌনী পিণ্ডাদি কারয়েৎ। ঋণত্রয়াপাকরণং লভেদ্দক্ষিণমানসে ॥ ৭

সিদ্ধানাং প্রীতিজননৈঃ পাপানাঞ্চ ভয়ঙ্করৈঃ।
লেলিহানৈর্মহাঘোরৈরক্ষতৈঃ পন্নগোত্তমৈঃ ॥ ৮

নাম্না কনখলং তীর্থং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্। উদীচ্যাং মুণ্ডপৃষ্ঠস্য দেবর্ষিগণসেবিতম্ ॥ ৯

তত্র স্নাত্বা দিবং যাতি শ্রাদ্ধং দত্তমথাক্ষয়ম্।
সূর্য্যং নত্বা স্থিরং কুর্য্যাৎ কৃতপিণ্ডাদিসৎক্রিয়ঃ ॥ ১০

কব্যবাহাস্তথা সোমো যমশ্চৈবার্য্যমা তথা। অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদঃ সোমপাঃ পিতৃদেবতাঃ ॥ ১১
আগচ্ছন্তু মহাভাগা যুষ্মাভী রক্ষিতস্ত্বিহ। মদীয়াঃ পিতরো যে চ কুলে জাতাঃ সনাভয়ঃ।
তেষাং পিণ্ডপ্রদাতাহমাগতোঽস্মি গয়ামিমাম্ ॥ ১২

কৃতপিণ্ডঃ ফল্গুতীর্থে পশ্যেদ্দেবং পিতামহম্।
গদাধরং ততঃ পশ্যেৎ পিতৄণামনৃণো ভবেৎ ॥ ১৩

গয়াতে সর্ব্বকালেই শ্রাদ্ধ করিতে পারে। বারাণসী, শোণনদ ও মহানদীতে পুনঃপুনঃ শ্রাদ্ধ করিলে মানবগণ পিতৃলোককে স্বর্গলোকে প্রস্থাপিত করিতে পারে। ১-৫

উত্তরমানসতীর্থে গমন করিলেই মানবের অভীষ্ট সিদ্ধি হয়, তাহাতে স্নান কিংবা শ্রাদ্ধ কিছুই করিতে হয় না। তথাপি সেই মানব সর্ব্বকামনা লাভ করিয়া মোক্ষপদ পাইয়া থাকে। দক্ষিণমানসে গমন করত মৌনভাবে পিণ্ডদানাদি করিবে। দক্ষিণমানসে এইরূপে শ্রাদ্ধাদি করিলে দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণ এই ঋণত্রয় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। কনখলনামে একটী মহাতীর্থ আছে, সেই তীর্থে লোলজিহ্বা মহাভয়ঙ্কর সর্পগণ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা দর্শন করিলে সিদ্ধপুরুষের প্রীতি ও পাপিগণের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়। সর্ব্বলোকবিশ্রুত মুণ্ডপৃষ্ঠনামক মহাতীর্থের উত্তরদিকে ঐ তীর্থ অবস্থিত, দেবর্ষিগণ সর্ব্বদা ঐ তীর্থ সেবা করিয়া থাকেন। মানব উক্ত কনখলতীর্থে স্নান করিলে স্বর্গলোকে গমন করে এবং শ্রাদ্ধাদি করিলে তাহা অক্ষয়ফলপ্রদ হয়। সূর্য্যদেবকে নমস্কার করিয়া পিণ্ডদানাদি সৎক্রিয়া করিবে। ৬-১০

সোম, যম, অর্য্যমা, অগ্নিষ্বাত্তা, বর্হিষদ ও সোমপ ইঁহারা পিতৃদেবতা; ইঁহারা কব্য অর্থাৎ শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভোজন করেন। গয়াশ্রাদ্ধকালে এই সকল পিতৃদেবতাদিগকে প্রার্থনা করিবে, যথা—হে মহাভাগ পিতৃদেবগণ! আপনারা আগমন করিয়া আমাকে রক্ষা করুন যাঁহারা আমার কুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগের

ফল্গুতীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবং গদাধরম্।
আত্মানং তারয়েৎ সদ্যো দশ পূর্ব্বান্ দশাবরান্[১]॥ ১৪
প্রথমেঽহ্নি বিধিঃ প্রোক্তো দ্বিতীয়দিবসে ব্রজেৎ।
ধর্ম্মারণ্যং মতঙ্গস্য বাপ্যাং পিণ্ডাদিকৃদ্ ভবেৎ॥ ১৫
ধর্ম্মারণ্যং সমাসাদ্য বাজপেয়ফলং লভেৎ। রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলং স্যাদ্ ব্রহ্মতীর্থকে॥ ১৬
শ্রাদ্ধং পিণ্ডোদকং কার্য্যং মধ্যে বৈ কূপযূপয়োঃ।
কূপোদকেন তৎ কার্য্যং পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্॥ ১৭
তৃতীয়েঽহ্নি ব্রহ্মসদো গত্বা স্নাত্বাথ তর্পণম্।
কৃত্বা শ্রাদ্ধাদিকং পিণ্ডং মধ্যে বৈ যূপকূপয়োঃ॥ ১৮
গোপ্রচারসমীপস্থা আব্রহ্ম ব্রহ্মকল্পিতাঃ। তেষাং সেবনমাত্রেণ পিতরো মোক্ষগামিনঃ।
যূপং প্রদক্ষিণীকৃত্য বাজপেয়ফলং লভেৎ॥ ১৯
ফল্গুতীর্থে চতুর্থেঽহ্নি স্নাত্বা দেবাদিতর্পণম্। কৃত্বা শ্রাদ্ধং গয়াশীর্ষে কুর্য্যাদ্রুদ্রপদাদিষু[২]॥ ২০
পিণ্ডান্ দেহি সুখে ব্যাস পঞ্চাগ্নৌ চ পদত্রয়ে। সূর্য্যেন্দুকার্ত্তিকেয়েষু কৃতং শ্রাদ্ধং তথাক্ষয়ম্।
শ্রাদ্ধন্তু নবদৈবত্যং কুর্য্যাদ্দ্বাদশদৈবতম্। ২১

পিণ্ড দানার্থ গয়াতীর্থে আগমন করিয়াছি। ফল্গুতীর্থে পিণ্ডপ্রদানপূর্ব্বক পিতামহদেবকে দর্শন করিবে। তৎপরে গদাধরকে অবলোকন করিলে মানব পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারে। ফল্গুতীর্থে স্নান করিয়া গদাধরদেবকে দর্শন করিলে নর পূর্ব্বতন দশপুরুষ ও অধস্তন দশপুরুষ এবং এই একবিংশতি পুরুষকে ত্রাণ করিতে পারে। তীর্থযাত্রার প্রথম দিবস যথাবিধি সংযত থাকিয়া দ্বিতীয় দিবস তীর্থে গমন করিবে। ধর্ম্মারণ্য ও মতঙ্গসরোবরে গমন করিয়া পিণ্ডদান করিবে। ধর্ম্মারণ্যে গমন করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। ব্রহ্মতীর্থে স্নানাদি করিলে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। ১১-১৬

কূপতীর্থ ও যূপতীর্থের মধ্যে পিণ্ডদান ও শ্রাদ্ধ করিবে। কূপতীর্থের জল দ্বারা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিলে তাহা অক্ষয়ফলপ্রদ হয়। তৃতীয় দিবসে ব্রহ্মতীর্থে গমন করিয়া শ্রাদ্ধ ও তর্পণকার্য্য করিবে। শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিয়া কূপতীর্থ ও যূপতীর্থের মধ্যে পিণ্ডদান করিবে। গোপ্রচার-সমীপস্থ ব্রহ্মকল্পিত ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা করিলে পিতৃগণ মোক্ষধামে গমন করেন। যূপতীর্থ প্রদক্ষিণ করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল হয়। চতুর্থ দিবসে ফল্গুতীর্থে স্নান করিয়া দেবাদির তর্পণ করিবে এবং শ্রাদ্ধকার্য্য সমাপন করিয়া গয়াশীর্ষে ও রুদ্রপদাদিতে পিণ্ডদান করিবে। ১৭-২০

ব্রহ্মা ব্যাসকে বলিয়াছেন, হে ব্যাস! প্রথমে পঞ্চাগ্নিতে ও পদত্রয়ে পিণ্ডদান করিবে। কার্ত্তিক সংক্রমণ দিনে শ্রাদ্ধ করিলে সেই শ্রাদ্ধ অক্ষয়ফল প্রদান করে। গয়াতে নবদৈবত

১। দশাপরান্। ২। দেবরুদ্রপদাদিষু।

অষ্টকাসু বৃদ্ধৌ চ গয়ায়াং মৃতবাসরে। অত্র মাতুঃ পৃথক্ শ্রাদ্ধমন্যত্র পতিনা সহ ॥ ২২
স্নাত্বা দশাশ্বমেধে তু দৃষ্ট্বা দেবং পিতামহম্। রুদ্রপাদং নরঃ স্পৃষ্ট্বা ন চেহাবর্ত্ততে পুনঃ ॥২৩

ত্রিবিত্তপূর্ণাং পৃথিবীং দত্ত্বা যৎ ফলমাপ্নুয়াৎ।
স তৎ ফলমবাপ্নোতি কৃত্বা শ্রাদ্ধং গয়াশিরে ॥ ২৪

শমীপত্রপ্রমাণেন পিণ্ডং দত্ত্বা গয়াশিরে। পিতরো যান্তি দেবত্বং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৫
মুণ্ডপৃষ্ঠে পদং ন্যস্তং মহাদেবেন ধীমতা। অল্পেন তপসা তত্র মহাপুণ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৬

গয়াতীর্থে তু যঃ পিণ্ডান্ নাম্নাং যেষান্তু[1] নির্ব্বপেৎ।
নরকস্থা দিবং যান্তি স্বর্গস্থা মোক্ষমাপ্নুয়ুঃ ॥ ২৭
পঞ্চমেঽহ্নি গদালোলে স্নাত্বা বটতলে ততঃ।
পিণ্ডান্ দদ্যাৎ পিতৃণাঞ্চ সকলং তারয়েৎ কুলম্ ॥ ২৮
বটমূলং সমাসাদ্য শাকেনোষ্ণোদকেন চ।
একস্মিন্ ভোজিতে বিপ্রে কোটির্ভবতি ভোজিতা ॥ ২৯

কৃতে শ্রাদ্ধেঽক্ষয়বটে দৃষ্ট্বা চ প্রপিতামহম্। অক্ষয়াঁল্লভতে লোকান্ কুলানামুদ্ধরেচ্ছতম্ ॥৩০
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ। যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ ॥৩১

ও শাবদৈবত শ্রাদ্ধ করিবে। অষ্টকাতে, বৃদ্ধিদিনে, গয়াতে ও মৃতবাসরে মাতার পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিবে। এতদ্ভিন্ন অন্যত্র পিতার সহিত মাতৃশ্রাদ্ধ করিবে। মানবগণ দশাশ্বমেধে স্নান করিয়া পিতামহদেবকে দর্শনপূর্ব্বক রুদ্রপাদস্পর্শ করিলে মুক্ত হইয়া যায়; তাহাদিগের পুনর্জন্ম হয় না ত্রিবিধ বিত্তপূর্ণ পৃথিবীমণ্ডল তিনবার প্রদান করিলে যে ফল হয়, গয়াশিরে একবার পিণ্ডপ্রদান করিলে সেই ফল হইয়া থাকে। যদি গয়াশিরে শমীপত্রপ্রমাণ পিণ্ডদান করে, তবে ইহাতেও পিতৃগণের দেবত্ব প্রাপ্তি হয়, তাহার সন্দেহ নাই। ২১-২৫

ধীমান্ মহাদেব কহিয়াছেন, মুণ্ডপৃষ্ঠ তীর্থে গমন করিলে অল্পপুণ্য ব্যক্তিও মহাতপস্যার ফল পাইয়া থাকে। যাহাদিগের নাম উল্লেখপূর্ব্বক গয়াতীর্থে পিণ্ডপ্রদান করা যায়, তাহারা নরকস্থ থাকিলেও স্বর্গলোকে গমন করে; আর স্বর্গস্থ পিতৃগণ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। পঞ্চম দিবসে স্নান করিয়া অক্ষয়বটমূলে পিণ্ডদান করিলে সমস্ত পিতৃকুল পরিত্রাণ পায়। অক্ষয়বটমূলে গমন করত কেবল শাক উষ্ণজলদ্বারা একটি ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেও কোটি ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল পাওয়া যায়। অক্ষয়বটে শ্রাদ্ধ করিয়া প্রপিতামহদেবকে দর্শন করিলে অক্ষয়স্বর্গ লাভ হয় এবং নিজ শতকুল উদ্ধার করিতে পারে। ২৬-৩০

পুত্রগণের মধ্যে কেহ গয়াতে গমন করিবে, কেহ বা অশ্বমেধযজ্ঞ কিংবা নীল বৃষ উৎসর্গ করিবে, এই আশাতেই লোকে বহুপুত্র ইচ্ছা করিয়া থাকে। গয়ামাহাত্ম্য বর্ণনসম্বন্ধে

১। নাম্না যেষামিতি বা পাঠঃ।

প্রেতঃ কশ্চিৎ সমুদ্দিষ্টো বণিজং কঞ্চিদব্রবীৎ । মম নাম্না গয়াশীর্ষে পিণ্ডনির্ব্বপণং কুরু ।
প্রেতভাবাদ্বিমুক্তঃ স্যাং স্বর্গদো দাতুরেব চ ॥ ৩২
শ্রুত্বা বণিগ্ গয়াশীর্ষে প্রেতরাজায় পিণ্ডকম্ । প্রদদাবনুজৈঃ সার্দ্ধং স্বপিতৃভ্যস্ততো দদৌ ॥ ৩৩
সর্ব্বে মুক্তা বিশালোঽপি সপুত্রোঽভূচ্চ পিণ্ডদঃ ।
বিশালায়াং বিশালোঽভূদ্রাজপুত্রোঽব্রবীদ্দ্বিজান্ ॥ ৩৪
কথং পুত্রাদয়ঃ স্যু র্মে বিপ্রাশ্চোচু র্বিশালকম্ । গয়ায়াং পিণ্ডদানেন তব সর্ব্বং ভবিষ্যতি ।
বিশালোঽপি গয়াশীর্ষে পিণ্ডদোঽভূচ্চ পুত্রবান্ ॥ ৩৫
দৃষ্ট্বাকাশে সিতং রক্তং কৃষ্ণং পুরুষমব্রবীৎ ।
কে যূয়ং তেষু চৈবৈকঃ সিতঃ প্রোচে বিশালকম্ ॥ ৩৬
অহং সিতস্তে জনক ইন্দ্রলোকং গতঃ শুভাৎ । মম পুত্র পিতা রক্তো ব্রহ্মহা পাপকৃৎ পরঃ ॥ ৩৭
অয়ং পিতামহঃ কৃষ্ণ ঋষয়োঽনেন ঘাতিতাঃ ।
অবীচিং নরকং প্রাপ্তৌ মুক্তৌ জাতৌ চ পিণ্ডতঃ ॥ ৩৮

প্রাচীন একটি ইতিহাস আছে, যথা—কোন প্রেতভাবাপন্ন ব্যক্তি গয়াগামী বিশাল নামক কোন বণিকের নিকট বলিয়াছিল যে, হে বণিক্! তুমি আমার নামে গয়াশীর্ষে পিণ্ডপ্রদান করিও, প্রেতের উদ্দেশে গয়াতে পিণ্ডদান করিলে সেই প্রেত মুক্তি পায়, আর সেই পিণ্ডদাতাও স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে। বণিক্ এই কথা শুনিয়া গয়াতে গমন করত অগ্রে সেই প্রেতের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিয়া, পরে নিজ পিতৃপিতামহের উদ্দেশে পিণ্ডপ্রদান করিল। বণিকের পিণ্ডপ্রদানফলে সেই প্রেত ও বণিকের পিতৃপিতামহাদি এবং তাহার বন্ধু-বান্ধব সকলেই মুক্ত হইল; আর উক্ত বিশালনামক বণিকও পুত্র লাভ করিয়াছিল। কালান্তরে সেই বণিক্ বিশাল দেশের রাজপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। ৩১-৩৪

সেই রাজপুত্র কিয়ৎকাল পরে দ্বিজগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি কার্য্য করিলে আমার পুত্রাদি সম্পদ্ লাভ হইতে পারে। তখন ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, তুমি গয়াতে পিণ্ডদান কর, তাহা হইলেই সেই পুণ্যপ্রভাবে তুমি পুত্রাদি সম্পদ্ লাভ করিতে পারিবে। অনন্তর বিশালনামক সেই বণিক গয়াতে পিণ্ডদান করিয়া পুত্রবান হইয়াছিল। তারপর সেই বিশাল একদিন আকাশে শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ কতিপয় পুরুষকে দেখিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নভোমণ্ডলে নানারূপে অবস্থিতি করিতেছ, তোমরা কে? আমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। তখন সেই সমস্ত পুরুষদিগের মধ্যে শ্বেতকায় এক ব্যক্তি বিশালকে বলিলেন, আমি তোমার পিতা, পিণ্ডদানজন্য শুভফলে এই শুভ্র দেহে ইন্দ্রলোকে বাস করিতেছি। হে পুত্র! এই যে রক্তবর্ণ পুরুষ দেখিতেছ, ইনি আমার পিতা, তোমার পিতামহ; ইনি ব্রহ্মবধকারী। সেই পাপে লিপ্ত ছিলেন, অপর এই যে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দেখিতেছ, ইনি আমার পিতামহ, ইনি ঋষিবধজনিত পাপে পতিত

মুক্তীকৃতাস্ততঃ সর্ব্বে ব্রজামঃ স্বর্গমুত্তমম্ ।
কৃতকৃত্যো বিশালোঽপি রাজ্যং কৃত্বা দিবং যযৌ ॥ ৩৯
যেঽস্মৎকুলে তু পিতরো লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ।
যে চাপ্যকৃতচূড়াস্তু যে চ গর্ভাদ্বিনিঃসৃতাঃ ॥ ৪০
যেষাং দাহো ন ক্রিয়তে যেঽগ্নিদগ্ধাস্তথাপরে ।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্ ॥ ৪১

পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ । মাতা পিতামহী চৈব তথৈব প্রপিতামহী ॥ ৪২
তথা মাতামহশ্চৈব প্রমাতামহ এব চ । বৃদ্ধপ্রমাতামহশ্চাথ তথা মাতামহী মম[1] ॥ ৪৩
প্রমাতামহী চ তথা বৃদ্ধপ্রমাতামহীতি বৈ । অন্যেষাঞ্চৈব পিণ্ডোঽয়মক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে গয়ামাহাত্ম্যে চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৪ ॥

ছিলেন ইঁহারা উভয়েই চিরকাল নরক-ভোগ করিতেছিলেন, এক্ষণে তোমার পিণ্ডদানফলে মুক্তি পাইয়াছেন। তুমি আমাদিগের সকলকেই মুক্ত করিয়াছ। সেই জন্য আমরা স্বর্গে বাস করিতেছি। এই কথা শুনিয়া বিশাল কৃতকৃত্য বোধে ধর্ম্মতঃ রাজ্যপালনপূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করিয়াছিলেন। ৩৬-৩৯

গয়াতে পিণ্ডদানকালে প্রথমে পিতৃপিতামহাদি পরিজ্ঞাত জনগণের প্রত্যেকের নামোল্লেখপূর্ব্বক পিণ্ডদান করিয়া পরে সাধারণতঃ এই মন্ত্র পাঠে পিণ্ডদান করিবে। যথা—আমাদিগের কুলের যে সকল পিতৃপুরুষ পিণ্ডোদকদানাদি শ্রাদ্ধক্রিয়াবিহীন হইয়া আছেন, যাঁহারা অকৃতচূড়াবস্থায় দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহারা গর্ভ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াই পঞ্চত্ব পাইয়াছেন, যাঁহাদিগের দাহাদি সংস্কার হয় নাই, আর যাঁহারা অগ্নিদাহে তনুত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ভূমিতে প্রদত্ত এই পিণ্ডদানের ফলে পরিতৃপ্ত হইয়া পরমা গতি লাভ করুন। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধ প্রমাতামহী এবং অন্যান্য সুহৃদ্গণ সকলকেই মৎপ্রদত্ত এই পিণ্ড দানের অক্ষয়ফল লাভ করুন। ৪০-৪৪

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে গয়ামাহাত্ম্যে চতুরশীতিতমোঽধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

১। মাতামহী ততঃ পরম্ ।

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

স্নাত্বা প্রেতশিলাদৌ তু বরুণাম্বামৃতেন চ। পিণ্ডং দদ্যাদিমৈর্মন্ত্রৈরাবাহ্য চ পিতৄন্ স্বকান্ ॥ ১

অস্মৎকুলে মৃতা যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে। তেষামাবাহয়িষ্যামি দর্ভপৃষ্ঠে[১] তিলোদকৈঃ ॥২

পিতৃবংশে মৃতা যে চ মাতৃবংশে চ যে মৃতাঃ। তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ৩

মাতামহকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে। তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ৪

অজাতদন্তা যে কেচিদ্ যে চ গর্ভে প্রপীড়িতাঃ। তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ৫

বন্ধুবর্গাশ্চ যে কেচিন্নামগোত্রবিবর্জিতাঃ। স্বগোত্রে পরগোত্রে বা গতির্যেষাং ন বিদ্যতে[২]।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ৬

উদ্বন্ধমৃতা যে চ বিষশস্ত্রহতাশ্চ যে। আত্মোপঘাতিনো যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥৭

অগ্নিদাহে মৃতা যে চ সিংহব্যাঘ্রহতাশ্চ যে।
দংষ্ট্রিভিঃ শৃঙ্গিভির্বাপি তেষাং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ৮

ব্রহ্মা কহিলেন, প্রেতশিলাদি মহাতীর্থে স্নান করিয়া পিতৃলোকের আবাহনপূর্ব্বক বরুণানদীর জলদ্বারা বক্ষ্যমাণ মন্ত্রপাঠসহকারে পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিবে। যাঁহারা আমাদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছেন এবং যাহাদের অন্য গতি নাই, এই দর্ভপৃষ্ঠোপরি তিলোদক দান দ্বারা আমি তাঁহাদিগকে আবাহন করিতেছি। যাঁহারা আমাদিগের পিতৃকুলে মরিয়াছেন, আর যে সকল ব্যক্তি আমাদিগের মাতৃবংশে সমুৎপন্ন হইয়া পরলোকে গত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধার বাসনায় এই পিণ্ড দান করিতেছি; মাতামহকুলে উৎপন্ন যাঁহারা গতিবিহীন হইয়া নরকে পতিত আছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধার কামনায় এই পিণ্ড দান করিলাম। যাঁহারা দন্তোদ্গমের পূর্ব্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, আর যাঁহারা মাতৃগর্ভে থাকিয়াই পরলোক লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধারার্থ আমি এই পিণ্ডদান করিতেছি। যাঁহারা আমাদিগের বন্ধুকুলে জন্মিয়াছেন, যাঁহাদিগের কোন সংস্কার (নামকরণাদি) হয় নাই এবং যাঁহারা আমাদিগের স্বগোত্রে উৎপন্ন হইয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছেন এবং যাঁহাদিগের গতি নাই তাঁহাদিগের উদ্ধারার্থ এই পিণ্ড দত্ত হইল। ১-৬

উদ্বন্ধনে, বিষপ্রয়োগে অথবা শস্ত্রাঘাতে যাহারা দেহ বিসর্জন করিয়াছেন এবং যাঁহারা আত্মঘাতী, তাঁহাদিগের পরিত্রাণার্থ আমি এই পিণ্ডদান করিলাম। যাহাদিগের অগ্নিদাহে মৃত্যু হইয়াছে, সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুগণ যাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছে, দংষ্ট্রিজন্তুর দন্তাঘাতে কিংবা শৃঙ্গিজন্তুর শৃঙ্গপ্রহারে যাহাদিগের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদিগের উদ্ধারার্থ এই

১। দর্ভপীঠ ইতি পাঠান্তরম্। ২। তেষাং পিণ্ডঃ প্রকল্পিতঃ।

অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে কেচিন্নাগ্নিদগ্ধাস্তথাপরে। বিদ্যুচ্চৌরহতা যে চ তেষাং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ৯
রৌরবে চান্ধতামিস্রে কালসূত্রে চ যে গতাঃ। তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ১০
অসিপত্রবনে ঘোরে কুম্ভীপাকে চ যে গতাঃ। তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ১১
অন্যেষাং যাতনাস্থানাং প্রেতলোক-নিবাসিনাম্। তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥১২
পশুযোনিং গতা যে চ পক্ষি-কীট-সরীসৃপাঃ। অথবা বৃক্ষযোনিস্থাস্তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্॥১৩
অসংখ্যযাতনাসংস্থা যে নীতা যমশাসনে। তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ১৪
জাত্যন্তরসহস্রেষু ভ্রমন্তে যেন কর্মণা। মানুষ্যং দুর্লভং যেষাং তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ১৫
যে বান্ধবাবান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ। তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু পিণ্ডদানেন সর্ব্বদা॥ ১৬
যে কেচিৎ প্রেতরূপেণ বর্ত্তন্তে পিতরো মম। তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু পিণ্ডদানেন সর্ব্বদা॥ ১৭
যে মে পিতৃকুলে জাতাঃ কুলে মাতুস্তথৈব চ। গুরু-শ্বশুর-বন্ধূনাং যে চান্যে বান্ধবা মৃতাঃ॥১৮
যে মে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ। ক্রিয়ালোপগতা যে চ জাত্যন্ধাঃ পঙ্গবস্তথা॥১৯

পিণ্ডদান করিলাম। যাহারা অগ্নিদগ্ধ হইয়া মরিয়াছে, যাহাদিগের মরণান্তে অগ্নিসংস্কার হয় নাই, যাহাদিগের বিদ্যুৎপাতে পঞ্চত্ব ঘটিয়াছে এবং যাহারা চৌরদ্বারা হত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগের পরলোকে সদ্গতিলাভার্থ আমি এই পিণ্ডদান করিলাম। যাহারা অন্ধতামিস্র নরকে পতিত আছে, কিম্বা যাহারা মরিয়া কালসূত্রে পতিত হইয়াছে, তাহাদিগের উদ্ধারার্থ আমি এই পিণ্ডদান করিলাম। ৭-১০

যাঁহারা অসিপত্রবন নামক ঘোর নরকে অথবা কুম্ভীপাক নরকে পতিত আছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধারার্থ আমি এই পিণ্ডদান করিলাম। যাঁহারা প্রেতলোকে বাস করিয়া নানাবিধ যাতনা ভোগ করিতেছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধার করণার্থ আমি এই পিণ্ডদান করিলাম। যাঁহারা পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন কিংবা পক্ষী, কীট ও সরীসৃপ যোনিতে জন্মিয়াছেন, অথবা বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধারার্থ আমি এই পিণ্ডদান করিলাম। যাহারা যমশাসনে নীত হইয়া পাপকর্মের পরিণাম স্বরূপ অসংখ্য যাতনাভোগ করিতেছে, তাহাদিগের উদ্ধারার্থ এই পিণ্ডদান করিলাম। যাহারা স্বীয় কর্মবলে সহস্র সহস্র জন্ম পরিভ্রমণ করিতেছে, তথাপি যাহাদিগের ভাগ্যে মনুষ্য জন্ম ঘটে না, তাহাদিগের উদ্ধারার্থ এই পিণ্ডদান করিলাম। যাহারা আমাদিগের বন্ধু বা শত্রুবর্গের মধ্যে পরিগণিত ছিল কিংবা জন্মান্তরেও যাহারা আমাদিগের সহিত বন্ধুত্ববন্ধনে বদ্ধ ছিল, এই পিণ্ডদান দ্বারা তাহারা সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত থাকুক। ১১-১৬

আমার পিতৃবংশমধ্যে যাহারা প্রেতলোকে বর্ত্তমান আছে, তাহারা এই পিণ্ডদান ফলে সদা তৃপ্তিলাভ করুক। আমার পিতৃকুলে অথবা মাতৃকুলে যাহারা জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, আমার গুরুকুলে, শ্বশুরকুলে, বন্ধুকুলে কিংবা বান্ধবকুলে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহারা আমার কুলে উৎপন্ন হইয়া পুত্রদারহীনতাবশতঃ পিণ্ড ও

বিরূপা আমগর্ভা যে জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ কুলে মম। তেষাং পিণ্ডং ময়া দত্তমক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্ ॥ ১৭
সাক্ষিণঃ সন্তু মে দেবা ব্রহ্মেশানাদয়স্তথা। ময়া গয়াং সমাসাদ্য পিতৄণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা ॥ ১৮
আগতোঽহং গয়াং দেব পিতৃকার্য্যে গদাধর। ত্বম্মে সাক্ষী ভবাদ্য অনৃণোঽহমৃণত্রয়াৎ ॥ ১৯

মহানদী ব্রহ্মসরোঽক্ষয়ো[1] বটঃ, প্রভাসম্ভবমহো গয়াশিরঃ।
সরস্বতী-ধর্ম্মক-ধেনুপৃষ্ঠা, এতে কুরুক্ষেত্রগতা গয়ায়াম্ ॥ ২০

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে গয়ামাহাত্ম্যে পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৫ ॥

উদকক্রিয়া বর্জ্জিত হইয়া আছে, যাহারা ক্রিয়ালোপ হওয়ায় দুর্গতিভোগ করিতেছে, যাহারা জন্মান্ধতা হেতু সর্ব্বক্রিয়ার অযোগ্য হইয়া নরকে বাস করিতেছে, যাহারা পঙ্গুরূপে জন্মিয়া ক্রিয়াহীনতা হেতু নরকে পতিত আছে, যাহারা বিকৃতরূপে উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বকর্ম্মে অনধিকারবশতঃ নিরয়ভোগ করিতেছে, যাহারা অপক্ক গর্ভাবস্থায় মরিয়া নরকে পতিত আছে, আর আমার কুলে জাত যে সকল ব্যক্তিকে আমি জানি এবং যাহারা আমার কুলে জাত হইয়াও আমার পরিজ্ঞাত নহে, আমি সেই সকলের উদ্ধারার্থ পিণ্ডদান করিলাম। এই পিণ্ডদানফল তাঁহাদিগের পক্ষে অক্ষয় হউক। ব্রহ্মা ও ঈশান প্রভৃতি দেবগণ! আপনারা আমার এই কার্য্যের সাক্ষী থাকুন, আমি গয়াতে আগমনপূর্ব্বক পিতৃলোকের নিষ্কৃতিসাধন করিলাম। হে গদাধর! পিতৃকার্য্য সম্পাদনার্থ আমি গয়াতে আগমন করিয়াছি, তুমি অদ্য আমার এই কার্য্যের সাক্ষী হও, আমি ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইলাম। মহানদী, ব্রহ্মসরোবর, অক্ষয়বট ও প্রভাস এই সকল তীর্থ গয়াশিরঃ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, আর কুরুক্ষেত্রস্থিত সরস্বতী, ধর্ম্মতীর্থ ও ধেনুপৃষ্ঠ, এই সকল মহাতীর্থও গয়াতে বিদ্যমান আছে। ১৭-২০

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে গয়ামাহাত্ম্য নামক পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥

১। ব্রহ্মসরোঽক্ষয়ঃ।

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

যেয়ং প্রেতশিলা খ্যাতা গয়ায়াং সা ত্রিধা স্থিতা।
প্রভাসে প্রেতকুণ্ডে চ গয়াসুরশিরস্যপি ॥ ১
ধর্মেণ ধারিতা ভূত্যৈ সর্বদেবময়ী শিলা।
প্রেতত্বং যে গতা নৄণাং মিত্রাদ্যা বান্ধবাদয়ঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় যতঃ প্রেতশিলা ততঃ ॥ ২
অতোঽত্র মুনয়ো ভূপা রাজপত্ন্যাদয়ঃ সদা।
তস্যাং শিলায়াং শ্রাদ্ধাদি-কর্তারো ব্রহ্মলোকগাঃ ॥ ৩
গয়াসুরস্য যন্মুণ্ডং তস্য পৃষ্ঠে শিলা যতঃ।
মুণ্ডপৃষ্ঠো গিরিস্তস্মাৎ সর্বদেবময়ো হ্যয়ম্ ॥ ৪
মুণ্ডপৃষ্ঠস্য পাদেষু যতো ব্রহ্মসরোমুখাঃ।
অরবিন্দং বনং তেষু তেন চৈবোপলক্ষিতঃ ॥ ৫
অরবিন্দো গিরির্নাম ক্রৌঞ্চপাদাঙ্কিতো যতঃ।
তস্মাদ্ গিরিঃ ক্রৌঞ্চপাদঃ পিতৄণাং ব্রহ্মলোকদঃ ॥ ৬
গদাধরাদয়ো দেবা আদ্যা আদৌ ব্যবস্থিতাঃ।
শিলারূপেণ চাব্যক্তা-স্তস্মাদ্দেবময়ী শিলা ॥ ৭

ব্রহ্মা কহিলেন,—গয়াতে প্রেতশিলা নামে যে ত্রিলোকবিখ্যাত তীর্থ আছে, তাহা তিন-ভাগে বিভক্ত হইয়া তিন স্থানে বিরাজ করিতেছে। প্রভাস, প্রেতকুণ্ড ও গয়াসুরের মস্তক এই তিন স্থানেই মহাতীর্থ প্রেতশিলা বিদ্যমান রহিয়াছে। ধর্ম স্বয়ং স্বীয় মাহাত্ম্য প্রকাশ করণার্থ এই সর্ব্বদেবময়ী শিলা ধারণপূর্ব্বক বহন করিতেছেন। মানবদিগের বন্ধুবান্ধবের মধ্যে যাহারা প্রেতভাবাপন্ন হইয়া আছে, তাহাদিগের উদ্ধারার্থ প্রেতশিলায় পিণ্ডদান করিবে। রাজা ও রাজপত্নী প্রভৃতি সকলেই প্রেতশিলায় শ্রাদ্ধ করিবে। ইহাতে তাহাদিগের ব্রহ্মলোক লাভ হয়। গয়াসুরের মুণ্ডের পৃষ্ঠভাগে যে শিলা আছে, তাহার নাম মুণ্ডপৃষ্ঠগিরি; ঐ গিরি সর্ব্বদেবময়, অতএব উহা মহাতীর্থ বলিয়া খ্যাত। মুণ্ডপৃষ্ঠগিরির পাদদেশে ব্রহ্মসরঃ প্রভৃতি যে সকল তীর্থ আছে, তাহাদিগের মধ্যে অরবিন্দবন নামক তীর্থ অতিপুণ্যপ্রদ। ১-৫

অরবিন্দগিরি ক্রৌঞ্চপক্ষীর পদচিহ্নদ্বারা অঙ্কিত, এ নিমিত্ত উহাকে ক্রৌঞ্চপাদতীর্থ বলা যায়। এই তীর্থে পিতৃলোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিলে তাহাদিগের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। গদাধর প্রভৃতি আদি দেবগণ এই শিলাতে অবস্থিত ছিলেন

গয়াশিরশ্ছাদয়িত্বা গুরুত্বাদাস্থিতা শিলা।
কালান্তরেণ ব্যক্তশ্চ স্থিত আদির্গদাধরঃ ॥ ৮
মহারুদ্রাদিদেবৈস্তু অনাদিনিধনো হরিঃ।
ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায় অধর্ম্মাদিবিনষ্টয়ে ॥ ৯
দৈত্যরাক্ষসনাশার্থং মৎস্যঃ পূর্ব্বং যথাভবৎ।
কূর্ম্মো বরাহো নৃহরির্বামনো রাম ঊর্জ্জিতঃ ॥ ১০
যথা দাশরথী রামঃ কৃষ্ণো বুদ্ধোঽথ কল্ক্যপি।
তথা ব্যক্তোঽব্যক্তরূপী আসীদাদৌ গদাধরঃ ॥ ১১
আদিরাদৌ পূজিতোঽস্মদ্দেবৈর্ব্রহ্মাদিভির্যতঃ।
পাদ্যার্ঘ্যগন্ধপুষ্পাদ্যৈরত আদির্গদাধরঃ ॥ ১২
গদাধরং সুরৈঃ সার্দ্ধমাদ্যং গত্বা দদাতি যঃ। অর্ঘ্যপাত্রঞ্চ পাদ্যঞ্চ গন্ধপুষ্পঞ্চ ধূপকম্ ॥ ১৩
দীপং নৈবেদ্যমুৎকৃষ্টং মাল্যানি বিবিধানি চ।
বস্ত্রাণি মুকুটং ঘণ্টাং চামরং প্রেক্ষণীয়কম্ ॥ ১৪
অলঙ্কারাদিকং পিণ্ডমন্নদানাদিকং তথা। তেষাং তাবদ্ধনং ধান্য-মায়ুরারোগ্যসম্পদঃ ॥ ১৫
পুত্রাদিসন্ততিঃ শ্রেয়ো বিদ্যার্থং কাম ঈপ্সিতঃ।
ভার্য্যা স্বর্গাদিবাসশ্চ স্বর্গাদাগত্য রাজ্যকম্ ॥ ১৬
কুলীনঃ সত্ত্বসম্পন্নো রণে মর্দ্দিতশাত্রবঃ। বধবন্ধবিনির্ম্মুক্ত-স্যান্তে মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭

বলিয়া সেই দেবময়ী শিলা অব্যক্ত ছিল। ঐ শিলা গয়াসুরের মস্তক আচ্ছাদন করিয়া বর্ত্তমান ছিল, কালান্তরে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। যে শিলাতে গদাধর অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সেই শিলাই মহাতীর্থরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন অনাদিনিধন হরি ধর্ম্মরক্ষা, অধর্ম্মনাশ, দৈত্য-রাক্ষসগণের সংহারার্থ মহারুদ্রাদিদেবগণ সহ মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, ভার্গব পরশুরাম, দশরথনন্দন শ্রীরাম, বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কীরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, সেইরূপ লোকপরিত্রাণার্থ অব্যক্ত গদাধর গয়াতে ব্যক্তরূপে আবির্ভূত হইয়া রহিয়াছেন। ৮-১১

যেহেতু ব্রহ্মাদি দেবগণ পূর্ব্বকালে পাদ্য, অর্ঘ্য ও গন্ধাদি উপহারে গদাধরদেবকে অর্চনা করিয়াছিলেন, এই জন্য ইনি আদি গদাধর নামে খ্যাত হইয়াছেন। যে মানব গয়াতে গমন করিয়া অগ্রে দেবগণ সহ গদাধরদেবকে পাত্রসমন্বিত অর্ঘ্য, পাদ্য, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, উৎকৃষ্ট নৈবেদ্য, বিবিধ মাল্য, বস্ত্র, মুকুট, ঘণ্টা, চামর, দর্পণ, অলঙ্কার ও অন্নাদি দান করে; তাহার ধন, ধান্য, আয়ুঃ, আরোগ্য, সম্পদ্, পুত্রাদি সন্ততি, মঙ্গল, বিদ্যা, অর্থ, প্রভৃতি বাঞ্ছিত সম্পদ্, ভার্য্যা ও রাজ্য ও স্বর্গবাস লাভ হইয়া থাকে। সেই মানবই কুলীন হইয়া শত্রু বিমর্দ্দন করিতে পারে এবং বধ বন্ধনাদি হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অন্তকালে

শ্রাদ্ধপিণ্ডাদিকর্তারঃ পিতৃভির্ব্রহ্মলোকগাঃ ॥ ১৮
জগন্নাথং যেঽর্চ্চয়ন্তি সুভদ্রাং বলভদ্রকম্ ।
জ্ঞানং প্রাপ্য শ্রিয়ং পুত্রান্ ব্রজন্তি পুরুষোত্তমম্ ॥ ১৯
পুরুষোত্তমরাজস্য সূর্য্যস্য চ গণস্য চ । পুরতস্তু পিণ্ডাদি পিতৄণাং ব্রহ্মলোকদঃ ॥ ২০
নত্বা কপর্দ্দিবিঘ্নেশং সর্ব্ববিঘ্নৈঃ প্রমুচ্যতে । কার্ত্তিকেয়ং পূজয়িত্বা ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২১
দ্বাদশাদিত্যমভ্যর্চ্য সর্ব্বরোগৈঃ প্রমুচ্যতে । বৈশ্বানরং সমভ্যর্চ্য উত্তমাং দীপ্তিমাপ্নুয়াৎ ॥ ২২
রেবন্তং পূজয়িত্বাথ অশ্বানাপ্নোত্যনুত্তমান্ ।
শক্রার্চ্চনাৎ মহৈশ্বর্য্যং গৌরীং সৌভাগ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৩
বিদ্যাং সরস্বতীং প্রার্চ্য লক্ষ্মীং সম্পূজ্য চ শ্রিয়ম্ ।
গরুড়ং সমভ্যর্চ্য বিঘ্নৌঘাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ২৪
ক্ষেত্রপালং সমভ্যর্চ্য গ্রহদোষৈঃ প্রমুচ্যতে । মুণ্ডপৃষ্ঠং সমভ্যর্চ্য সর্ব্বকামমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৫
নাগাষ্টকং সমভ্যর্চ্য নাগদষ্টো বিমুচ্যতে । ব্রহ্মাণং পূজয়িত্বা চ ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৬
বলভদ্রং সমভ্যর্চ্য বলারোগ্যমবাপ্নুয়াৎ । সুভদ্রাং পূজয়িত্বা তু সৌভাগ্যং পরমাপ্নুয়াৎ ॥২৭

স্বর্গলোকে বাস করে। যে সব গয়াতে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানাদি করে, সে মানব পিতৃগণের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করে। যে মানব সুভদ্রার সহিত বলভদ্রদেবের অর্চনা করে, সে পুত্র সম্পত্তি প্রভৃতি বিবিধ ঐহিক সুখভোগ করিয়া অন্তকালে জ্ঞানলাভ করত পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হয়। পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক শ্রীপুরুষোত্তম, সূর্য্য ও গণপতিদেবের অগ্রে পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলে তাহাদিগের ব্রহ্মলোক লাভ হয়। ১৮-২০

ঐ স্থানে মহাদেব ও বিঘ্নেশ্বরকে নমস্কার করিলে সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন হইতে মুক্তি পায়। কার্ত্তিকের দেবের পূজা করিলে ব্রহ্মলোক লাভ হয়। পুরুষোত্তমক্ষেত্রে দ্বাদশাদিত্যের অর্চনা করিলে সর্ব্বরোগ হইতে মুক্তি পায়। ঐ স্থানে অগ্নিদেবের পূজা করিলে উত্তম দীপ্তিলাভ হইয়া থাকে। তথায় রেবন্তদেবের অর্চনা করিলে সর্ব্বোত্তম অশ্বলাভ হয় এবং ইন্দ্রদেবের পূজাতে মহা ঐশ্বর্য্য ও গৌরীদেবীর অর্চনাতে সৌভাগ্য প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সরস্বতীদেবীর পূজা করিলে বিদ্যা ও লক্ষ্মীর পূজা করিলে সম্পদ্ প্রাপ্ত হয়। গরুড়ের পূজা করিলে সম্পদ্ প্রাপ্ত হয়। গরুড়ের পূজা করিলে সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নযোগ হইতে মুক্তি পায়। ২১-২৪

ক্ষেত্রপালের পূজা করিলে সর্ব্বগ্রহদোষশান্তি এবং মুণ্ডপৃষ্ঠা দেবীর অর্চনা করিলে সর্ব্ব-প্রকার কামনা পূরণ হইয়া থাকে। অষ্টনাগের পূজা করিলে নাগদষ্ট ব্যক্তি বিমুক্তি পায় এবং ব্রহ্মার অর্চনা করিলে ব্রহ্মলোকে গমন হয়। বলভদ্রদেবের পূজা করিলে বল ও আরোগ্য প্রাপ্ত হয় এবং সুভদ্রার পূজা করিলে পরম সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে। পুরুষোত্তমধামে শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে অর্চনা করিলে সর্ব্বপ্রকার অভিলাষ সম্পূর্ণ হয় এবং নারায়ণের পূজা

সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি সম্পূজ্য পুরুষোত্তমম্ । নারায়ণঞ্চ সম্পূজ্য নরাণামধিপো ভবেৎ ॥২৮
স্পৃষ্ট্বা নত্বা নারসিংহং সংগ্রামে বিজয়ী ভবেৎ । বরাহং পূজয়িত্বা তু ভূমিরাজ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥২৯

মালা-বিদ্যাধরৌ স্পৃষ্ট্বা বিদ্যাধরপদং ভবেৎ[1] ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি সম্পূজ্যাদিগদাধরম্ ॥ ৩০

সোমনাথং সমভ্যর্চ্য শিবলোকমবাপ্নুয়াৎ । রুদ্রেশ্বরং নমস্কৃত্য রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৩১
রামেশ্বরং নরো নত্বা রামবৎ সুপ্রিয়ো ভবেৎ । ব্রহ্মেশ্বরং নরঃ স্তুত্বা ব্রহ্মলোকায় কল্পতে ॥৩২

কালেশ্বরং সমভ্যর্চ্য নরঃ কালজয়ী ভবেৎ ॥ ৩৩

কেদারং পূজয়িত্বা তু শিবলোকে মহীয়তে । সিদ্ধেশ্বরঞ্চ সম্পূজ্য সিদ্ধো ব্রহ্মপুরং ব্রজেৎ ॥৩৪
আদ্যৈ রুদ্রাদিভিঃ সার্দ্ধং দৃষ্ট্বা হ্যাদিগদাধরম্ । কুলানাং শতমুদ্ধৃত্য নয়েদ্ ব্রহ্মপুরং নরঃ ॥৩৫

ধর্ম্মার্থী প্রাপ্নুয়াদ্ধর্ম্মমর্থার্থী চার্থমাপ্নুয়াৎ ।
কামানবাপ্নুয়াৎ কামী মোক্ষার্থী মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৬
রাজ্যার্থী রাজ্যমাপ্নোতি শান্ত্যর্থী শান্তিমাপ্নুয়াৎ ।
সর্ব্বার্থী সর্ব্বমাপ্নোতি সম্পূজ্যাদিগদাধরম্ ॥ ৩৭
পুত্রান্ পুত্রার্থিনী স্ত্রী চ সৌভাগ্যঞ্চ তদর্থিনী ।
বংশার্থিনী চ বংশঞ্চ[2] প্রাপ্যার্চ্চ্যাদিগদাধরম্ ॥ ৩৮

করিলে সকল মনুষ্যের অধিপতি হইতে পারে। নরসিংহদেবকে স্পর্শ ও নমস্কার করিলে সংগ্রামে বিজয়ী হয় এবং বরাহদেবকে পূজা করিলে ভূমিসম্পত্তি প্রাপ্তি হয়। মানব মালা-বিদ্যাধরের পূজা করিলে বিদ্যাধরত্বপদ-লাভ এবং আদি গদাধরের অর্চনা করিলে সর্ব্বপ্রকার মনোরথ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৮-৩০

সোমনাথদেবকে পূজা করিলে শিবলোক প্রাপ্তি হয় এবং রুদ্রেশ্বরকে নমস্কার করিলে রুদ্রলোকে বাস করে। মনুষ্য রামেশ্বর শিবকে নমস্কার করিলে রামের তুল্য সর্ব্বলোকের প্রিয়পাত্র হইতে পারে; ব্রহ্মেশ্বরের স্তব করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য কালেশ্বর-শিবের অর্চনা করিলে কালকে জয় করিতে পারে এবং কেদারেশ্বরের পূজা করিলে শিবলোক প্রাপ্ত হয়। সিদ্ধেশ্বর শিবের অর্চনা করিলে মানব সিদ্ধ হইয়া ব্রহ্মপুরে গমন করে। রুদ্রাদি আদ্য দেবগণের সহিত আদি গদাধরকে দর্শন করিলে নরগণ শত কুল উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মপুর লাভ করে। ৩১-৩৫

আদি গদাধরকে অর্চনা করিয়া যে যাহা কামনা করে, তাহার সেই কামনাই সফল হইয়া থাকে। আর ধর্ম্মার্থী মানব ধর্ম্ম, ধনার্থী ধন, কামার্থী কাম, মোক্ষার্থী মোক্ষ, রাজ্যার্থী রাজ্য, শান্তিকামী শান্তি লাভ করে। আর পুত্রার্থিনী কামিনী পুত্র, সৌভাগ্যাভিলাষিণী সৌভাগ্য ও বংশার্থিনী নারীর বংশবৃদ্ধি হয়। মানবগণ আদি

১। যো বা বিদ্যাধরৌ স্পৃষ্ট্বা বিদ্যাধরপদং লভেৎ। ২। বংশান্ বৈ।

শ্রাদ্ধেন পিণ্ডদানেন অন্নদানেন বারিদঃ। ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি সম্পূজ্যাদিগদাধরম্ ॥ ৩৯
পৃথিব্যাং সর্ব্বতীর্থেভ্যো যথা শ্রেষ্ঠা গয়া পুরী। তথা শিলাদিরূপস্থ শ্রেষ্ঠ আদিগদাধরঃ[1] ।
তস্মিন্ দৃষ্টে শিলা দৃষ্টা যতঃ সর্ব্বং গদাধরঃ ॥ ৪০

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে গয়ামাহাত্ম্যং নাম ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৬ ॥

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ

চতুর্দ্দশ মনূন্ বক্ষ্যে তৎসুতাংশ্চ সুরাদিকান্। মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ পূর্ব্বমগ্নীধ্রাদ্যাশ্চ তৎসুতাঃ ॥ ১
মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ। বশিষ্ঠশ্চ মহাতেজা ঋষয়ঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ ॥ ২
জয়াখ্যাশ্চামিতাখ্যাশ্চ শুক্রো যামাস্তথৈব চ। গণা দ্বাদশকাশ্চেতি চত্বারঃ সোমপায়িনঃ ॥ ৩
বিশ্বভুগ্বামদেবেন্দ্রো বাস্কলিস্তদরির্হ্যভূৎ। স হতো বিষ্ণুনা দৈত্য-শ্চক্রেণ সুমহাত্মনা ॥ ৪

গদাধরদেবকে পূজা করিয়া শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদান, অন্নদান ও জলদান করিলে ব্রহ্মলোকে গমন করে। পৃথিবীর মধ্যে গয়াক্ষেত্র যেমন সর্ব্বপ্রধান তীর্থ, সেইরূপ শিলারূপী দেবগণের মধ্যে আদি গদাধরদেবই সর্ব্বপ্রধান। অতএব সেই গদাধরদেবকে দর্শন করিলেই সর্ব্বদেব-দর্শনের ফল হইয়া থাকে। ৩৯-৪০

শ্রীগরুড়পুরাণে গয়ামাহাত্ম্য নামক ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৬ ॥

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

হরি কহিলেন, চতুর্দ্দশ মনু ও তাঁহাদিগের পুত্রগণের বিবরণ বলিব। পূর্ব্বকালে স্বায়ম্ভুব নামে মনু ছিলেন। অগ্নীধ্র প্রভৃতি তাঁহার কতিপয় পুত্র হয়। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ ও বশিষ্ঠ এই মহাতেজা সপ্ত ঋষি কীর্ত্তিত আছে। এই সপ্ত ঋষি অগ্নীধ্রাদির সন্তান। উক্ত সপ্তঋষি হইতে জয়, অমিত, শুক্র ও যম নামে সোমপায়িচতুষ্টয়ের উৎপত্তি হয়। কালান্তরে ইহাঁদিগের সন্তান দ্বাদশগণে বিভক্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর বিশ্বভুক্, বামদেব ও ইন্দ্রের উৎপত্তি হয়, এক দৈত্য তাঁহাদিগের প্রবল রিপু ছিল, তাহার নাম বাস্কলি। মহাত্মা বিষ্ণু চক্র দ্বারা সেই বাস্কলিকে বিনাশ করেন। স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারকালের পর

১। শ্রেষ্ঠশ্চৈব গদাধরঃ।

মনুঃ স্বারোচিষশ্চাথ তৎপুত্রা মণ্ডলেশ্বরাঃ। চিত্রকো বিনতশ্চৈব[1] কর্ণান্তো বিদ্যুতো রবিঃ।
বৃহদ্গুণো নভশ্চৈব মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ৫
ঊর্জ্জস্তম্বস্তথা প্রাণ ঋষভো নিশ্চরস্তথা। দত্তোলিশ্চার্ব্বরীবাংশ্চ ঋষয়ঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ[2] ॥ ৬
তুষিতা দ্বাদশ প্রোক্তাস্তথা পারাবতাশ্চ যে ॥ ৭
ইন্দ্রো বিপশ্চিদ্দেবানাং তচ্ছত্রুঃ পুরুকুৎসরঃ। জঘান হস্তিরূপেণ ভগবান্ মধুসূদনঃ। ৮
উত্তমস্য মনোঃ পুত্রা আজশ্চ পরশুস্তথা। বিনীতশ্চ সুকেতুশ্চ সুমিত্রঃ সুবলঃ শুচিঃ ॥ ৯
দেবো দেবাবৃধো রুদ্র মহোৎসাহাজিতস্তথা। রথৌজা ঊর্দ্ধবাহুশ্চ শরণশ্চানঘো মুনিঃ।
সুতপাঃ শঙ্কুরিত্যেতে ঋষয়ঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ। ১০
বশবর্ত্তিঃ স্বধামানঃ শিবাঃ সত্যাঃ প্রতর্দ্দনাঃ। পঞ্চ দেবগণাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বে দ্বাদশকাস্তু তে ॥ ১১
ইন্দ্রঃ সুশান্তিস্তচ্ছত্রুঃ প্রলম্বো নাম দানবঃ। মৎস্যরূপী হরির্বিষ্ণুস্তং জঘান চ দানবম্ ॥ ১২
তামসস্য মনোঃ পুত্রা জানুজঙ্ঘোঽথ নির্ভয়ঃ। নবঃ খ্যাতির্নয়শ্চৈব প্রিয়ভৃত্যো বিবিক্ষিপঃ।
দৃঢ়েষুধিঃ প্রস্তলাক্ষঃ কৃতবন্ধুঃ কৃতস্তথা। ১৩

স্বারোচিষ মনুর আবির্ভাব হয়। তাঁহার পুত্রগণ সকলেই মণ্ডলেশ্বর হইয়াছিলেন। ঐ সকল পুত্রের নাম যথা,—বিনত, কর্ণান্ত, বিদ্যুত, রবি, বৃহদ্গুণ ও নভ, ইহারা সকলেই মহাবল ও পরাক্রান্ত। ১-৫

চিত্রকাদি হইতে ঊর্জ্জ, তম্ব, প্রাণ, ঋষভ, নিশ্চল, দত্তোলি ও অর্ব্বরীবান্ এই সপ্ত মহর্ষির উৎপত্তি হয়। পূর্ব্বে দ্বাদশ-সংখ্যক তুষিতগণ ও পারাবতগণের উদ্ভব হইয়াছিল। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র সমুৎপন্ন হন। পুরুকুৎসর নামে এক প্রবল দৈত্য তাঁহার শত্রুতা আচরণ করে; মধুসূদন হস্তিরূপ ধারণ করত তাহাকে বিনাশ করেন। হে রুদ্র! স্বারোচিষ মনুর অধিকারান্তে উত্তম নামে মনুর উৎপত্তি হয়। সেই উত্তম মনুর কতিপয় পুত্র জন্মে, তাঁহাদিগের নাম যথা—আজ, পরশু, বিনীত, সুকেতু, সুমিত্র, সুবল, শুচি, দেব, দেবাবৃধ, মহোৎসাহ, অজিত, রথৌজা, ঊর্দ্ধবাহু, শরণ, অনঘ, মুনি, সুতপাঃ ও শঙ্কু। ইহাঁদিগের মধ্যে রথৌজা প্রভৃতি সাতজন সপ্ত-ঋষি। ৬-১০

পরে বশবর্ত্তী, স্বধামা, শিব, সত্য ও প্রতর্দ্দন এই পঞ্চ দেবগণের উদ্ভব হয়, ইহাদিগের প্রত্যেকেরই দ্বাদশ সংখ্যা আছে। সেই সময়ে প্রলম্ব নামে এক দানব ইন্দ্রের শত্রু হইয়াছিল, ভগবান বিষ্ণু মৎস্যরূপী হইয়া তাহাকে বিনাশ করেন। তারপর তামস মনুর আবির্ভাব হয়; তাঁহার অনেকগুলি পুত্র জন্মে, তাহাদিগের নাম যথা—জানু, জঙ্ঘ, নির্ভয়, নব, খ্যাতি, নয়, প্রিয়ভৃত্য, বিবিক্ষিপ, দৃঢ়েষুধি, প্রস্তলাক্ষ, কৃতবন্ধু, কৃত,

---

১। চৈত্রঃ কিম্পুরুষশ্চৈবেতি পাঠান্তরম্।

২। নিশ্চর ইত্যত্র নিশ্চলঃ, দত্তোলিরিত্যত্র দত্তোলিঃ, অর্ব্বরীবানিত্যত্র অর্ব্বরীর ইতি বহুষু দৃশ্যতে পুরাণান্তরবিসংবাদিতয়া নোপেক্ষিতম্

জ্যোতির্ধামা পৃথুঃ কাব্যশ্চৈত্রশ্বেতাগ্নিহেমকাঃ[1] ॥ ১৪
মুনয়ঃ কীর্তিতাঃ সপ্ত সুরাপাঃ[2] সুরিমস্তথা। হরয়ো দেবতানাঞ্চ চত্বারঃ সপ্তবিংশকাঃ[3] ॥ ১৫
তথা ইন্দ্রঃ শিবিস্তস্য শত্রুর্ভীমরথাঃ স্মৃতাঃ। হরিণা কূর্মরূপেণ হতো ভীমরথোঽসুরঃ ॥ ১৬
রৈবতস্য মনোঃ পুত্রা মহাপ্রাণশ্চ সাধকঃ। বলবন্ধুর্নিরমিত্রঃ প্রত্যঙ্গঃ পরহা শুচিঃ ॥ ১৭
দৃঢ়ব্রতঃ কেতুশৃঙ্গ ঋষয়স্তস্য বর্ণ্যতে। বেদশ্রী[4]র্বেদবাহুশ্চ ঊর্দ্ধবাহুস্তথৈব চ।
হিরণ্যরোমা পর্জন্যঃ সত্যনেত্রঃ সুধাম চ ॥ ১৮
অভূতরজসশ্চৈব তথা দেবাঃ সুমেধসঃ। বৈকুণ্ঠাশ্চামৃতাশ্চৈব চত্বারো দেবতাগণাঃ ॥ ১৯
গণে চতুর্দশ সুরা বিভুরিন্দ্রঃ প্রতাপবান্।
শান্তঃ শত্রুর্হতো দৈত্যো হংসরূপেণ বিষ্ণুনা ॥ ২০
চাক্ষুষস্য মনোঃ পুত্রা উরুঃ পুরুর্মহাবলঃ। শতদ্যুম্নস্তপস্বী চ সত্যবাক্যঃ কৃতিস্তথা ॥ ২১
অগ্নিষ্ণুরতিরাত্রশ্চ সুদ্যুম্নশ্চ তথা নরঃ। হবিষ্মানুত্তমঃ[5] শ্রীমান্ সুধামা বিরজাস্তথা ॥
অভিমানঃ সহিষ্ণুশ্চ মধুশ্রীর্ঋষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ২২

জ্যোতির্ধামা, পৃথু, কাব্য, চৈত্র, শ্বেতাগ্নি ও হেমক ; ইঁহারা সকলেই সুরপালক ও সত্ত্বশালী। ইঁহাদিগের মধ্যে সপ্তজন ঋষি বলিয়া কীর্তিত হন। সেই মনুর অধিকার সময়ে শিবি নামে কোন ঋষি ইন্দ্রত্ব পাইয়াছিলেন ; ভীমরথ নামে এক অসুর তাঁহার শত্রু হইলে হরি কূর্মরূপ ধারণপূর্ব্বক সেই ভীমরথকে নিপাতিত করিয়াছিলেন। ১১-১৬

অনন্তর রৈবত মনু আবির্ভূত হইলেন ; তাঁহার বহুসংখ্যক পুত্র জন্মে, তাহাদিগের নাম যথা—মহাপ্রাণ, সাধক, বলবন্ধু, নিরমিত্র, প্রত্যঙ্গ, পরহা, শুচি, দৃঢ়ব্রত ও কেতুশৃঙ্গ। ইঁহার বংশে বেদশ্রী, বেদবাহু, ঊর্দ্ধবাহু, হিরণ্যরোমা, পর্জন্য, সত্য ও সুধাম এই সপ্ত ঋষির উৎপত্তি হয়। উক্ত সপ্ত ঋষি হইতে অভূতরজাঃ, সুমেধা, বৈকুণ্ঠ ও অমৃত এই চারি দেবগণ সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত দেবতারা চতুর্দ্দশগণে বিভক্ত। বিভু নামা কোন প্রতাপবান্ সিদ্ধ ইন্দ্র হইয়াছিলেন ; শান্ত নামে কোন দৈত্য তাঁহার শত্রু হইল ; বিষ্ণু হংসরূপে তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ১৭-২০

চাক্ষুষ মনুর অনেক পুত্র জন্মে : তাঁহাদিগের নাম যথা—উরু, পুরু, মহাবল, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক্য, কৃতি, অগ্নিষ্ণু, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন, হবিষ্মান্, উত্তম, শ্রীমান, সুধামা, বিরজ,

১। জ্যোতির্ধামা পৃথুকাব্যশ্চৈত্রঃ শ্বেতাগ্নি-হেমকাবিত্যেতাদৃশে পাঠে ঋষীণাং সপ্তসংখ্যাপপত্তিঃ। জ্যোতির্ধামা পৃথুঃ কাব্যশ্চৈত্রোঽগ্নির্বনপীবরৌ ইতি পাঠো বিষ্ণু-পুরাণাদিসম্মতঃ।

২। সুরূপা ইতি পুরাণান্তরসংবাদী পাঠঃ।

৩। সপ্তবিংশকা ইতি পাঠস্তু ন সমীচীনঃ।   ৪। বেদশ্রীরিতি পাঠান্তরম্।

৫। হবিষ্মান্ সুতমুরিতি পাঠান্তরম্।

আর্য্যা প্রভূতা ভাব্যাশ্চ লেখাশ্চ পৃথুকাস্তথা।
অষ্টকস্য গণাঃ পঞ্চ তথা প্রোক্তা দিবৌকসাম্ ॥ ২৩
ইন্দ্রো মনোজবঃ শত্রুর্মহাশালো মহাভুজঃ। অশ্বরূপেণ স হতো হরিণা লোকধারিণা ॥ ২৪
মনোর্বৈবস্বতস্যৈতে পুত্রা বিষ্ণুপরায়ণাঃ। ইক্ষ্বাকুরথ নাভাগো ধৃষ্টঃ শর্য্যাতিরেব চ ॥ ২৫
নরিষ্যন্তস্তথা প্রাংশুর্নভো নেদিষ্ঠ এব চ করূষশ্চ পৃষধ্রশ্চ সুদ্যুম্নশ্চ মনোঃ সুতাঃ ॥ ২৬
অত্রির্বসিষ্ঠো ভগবান্ জমদগ্নিশ্চ কশ্যপঃ। গৌতমশ্চ ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রোঽথ সপ্তমঃ ॥ ২৭
তথা হ্যেকোনপঞ্চাশন্মরুতঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। আদিত্যা বসবঃ সাধ্যা গণা দ্বাদশকাস্ত্বমী ॥ ২৮
একাদশ তথা রুদ্রা বসবোঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ। দ্বাবশ্বিনৌ বিনির্দিষ্টৌ বিশ্বেদেবাস্তথা দশ।
দশৈবাঙ্গিরসো দেবা নব দেবগণানি চ[১] ॥ ২৯

তেজস্বী নাম বৈ শক্রো হিরণ্যাক্ষো রিপুঃ স্মৃতঃ।
হতো বরাহরূপেণ হিরণ্যাক্ষোঽথ বিষ্ণুনা ॥ ৩০
বক্ষ্যে মনোস্তৃতীয়স্য সাবর্ণাখ্যস্য বৈ সুতান্।
বিরজাশ্চার্ব্বরীবাংশ্চ[২] নির্মোহঃ[৩] সত্যবাক্ কৃতিঃ।
বরিষ্ঠশ্চ গরিষ্ঠশ্চ বাচঃ সগতিরেব চ[৪] ॥ ৩১
অশ্বত্থামা কৃপো ব্যাসো গালবো দীপ্তিমানথ।
ঋষ্যশৃঙ্গস্তথা রাম ঋষয়ঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩২

অভিমান, সহিষ্ণু, ও মধুশ্রী, ইঁহারা সকলেই ঋষি। আর্য্য, প্রভূত, ভাব্য, লেখ ও পৃথুক এই পঞ্চ দেবগণ ইঁহারা প্রত্যেকে অষ্টসংখ্যাবিশিষ্ট। সেই সময়ে ভুজবীর্য্যশালী মহাশাল নামে এক দৈত্য ইন্দ্রশত্রু হইয়াছিল, লোকপালক হরি অশ্বরূপ ধারণ করত তাহাকে বিনাশ করেন। বৈবস্বত মনুর কতিপয় পুত্র আছে, ইঁহারা সকলেই বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন। তাঁহাদিগের নাম যথা—ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু, নভ, নেদিষ্ঠ, করূষ, পৃষধ্র, সুদ্যুম্ন। বৈবস্বত মনুর শাসন সময়ে অত্রি, বসিষ্ঠ, জমদগ্নি, কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ ও বিশ্বামিত্র এই সপ্ত ঋষি প্রাদুর্ভূত হন। সেই সময়ে একোনপঞ্চাশৎ দেবগণ, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, অশ্বিনীকুমারযুগল, দশ বিশ্বদেব, দশ আঙ্গিরস ও নব দেবগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ইন্দ্ররিপু অমিততেজা হিরণ্যাক্ষ দৈত্য প্রাদুর্ভূত হয়; বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করত তাহাকে বিনাশ করেন। ২৯-৩০

অনন্তর সাবর্ণিক মনুর পুত্রগণের বিবরণ বলিতেছি। বিরজ, অর্ব্বরীবান্, নির্মোহ, সত্যবাক্, কৃতি, বরিষ্ঠ, গরিষ্ঠ, বাচ ও সগতি, ইঁহারা সাবর্ণিক মনুর পুত্র। অশ্বত্থামা, কৃপ,

---

১। দেবগণাস্তথা। ২। বিরজশ্চার্ব্বরীবাংশ্চেতি কচিৎ পাঠঃ। ৩। নির্দ্দেহঃ।
৪। সংগতিরেব চ।

সুতপা অমৃতাভাশ্চ মুখ্যাশ্চাপি তথা সুরাঃ ।
তেষাং গণস্তু দেবানামেকৈকো বিংশকঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৩

বিরোচনসুতস্তেষাং বলিরিন্দ্রো ভবিষ্যতি । দত্ত্বেমাং যাচমানায় বিষ্ণবে যঃ পদত্রয়ম্ ।
ঋদ্ধিমিন্দ্রপদং হিত্বা ততঃ সিদ্ধিমবাপ্স্যতি ॥ ৩৪

বারুণের্দক্ষসাবর্ণের্নবমস্য সুতান্ শৃণু । ধৃতিকেতুর্দীপ্তিকেতুঃ পঞ্চহস্তো নিরাময়ঃ[১] ।
পৃথুশ্রবা বৃহদ্দ্যুম্ন ঋচীকো বৃহতো গণঃ ॥ ৩৫

মেধাতিথি-র্দ্যুতিশ্চৈব সবলো বসুরেব চ । জ্যোতিষ্মান্ হব্যকব্যৌ চ[২] ঋষয়ো বিভুরীশ্বরঃ ॥৩৬

পারা মরীচিগর্ভাশ্চ[৩] সুধর্মাণশ্চ তে ত্রয়ঃ । ভবিষ্যন্তি তথা দেবা একৈকো দ্বাদশো গণঃ ॥ ৩৭

তেষামিন্দ্রো মহাবীর্য্যো ভবিষ্যত্যদ্ভুতো হর[৪] ।
দেবশত্রুঃ কালকাক্ষস্তদ্ধন্তা পদ্মনাভকঃ ॥ ৩৮

ধর্মপুত্রস্য পুত্রাংস্তু দশমস্য মনোঃ শৃণু । সুক্ষেত্রশ্চোত্তমৌজাশ্চ ভূরিশ্রেণ্যশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৩৯

শতানীকো নিরমিত্রো বৃষসেনো জয়দ্রথঃ ।
ভূরিদ্যুম্নঃ সুবর্চাশ্চ শান্তিরিন্দ্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪০

ব্যাস, গালব, দীপ্তিমান্, ঋষ্যশৃঙ্গ ও রাম ; সাবর্ণিক মনুর শাসনকালে ইহাঁরা সপ্তঋষি ছিলেন ; এই মনুর বংশে সুতপা, অমৃতাভ, মুখ্য এই সকল অসুরগণ উৎপন্ন হয় ; ইহাদিগের প্রত্যেক গণের মধ্যে বিংশতি সংখ্যক অসুর আছে। এই সাবর্ণিক মন্বন্তরে বিরোচনসুত বলি ইন্দ্রত্ব লাভকামনায় যজ্ঞ করিয়াছিলেন, বিষ্ণু সেই যজ্ঞে বামনরূপ ধারণ করিয়া বলিরাজের নিকট পাদত্রয়পরিমিত ভূমি প্রার্থনা করিলে বলি তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুকে সেই প্রার্থিত পাদত্রয় পরিমিত ভূমি দান করিয়া সমৃদ্ধ ইন্দ্রত্বপদ পরিহারপূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ করেন। ৩১-৩৪

অনন্তর নবম মনু দক্ষসাবর্ণি বারুণির পুত্রগণের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। ধৃতিকেতু, দীপ্তিকেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাময়, পৃথুশ্রবা, বৃহদ্যুম্ন ঋচীক, বৃহদ্‌গুণ এই সকল বারুণি মনুর সন্তান। বারুণি মনুর বংশমধ্যে মেধাতিথি, দ্যুতি, সবল, বসু, জ্যোতিষ্মান্, হব্য ও কব্য এই সপ্ত ঋষি, ঈশ্বর-তুল্য বিভুত্বশালী। এই মনুর বংশে আরও তিনটি ঋষি ছিলেন, তাঁহাদের নাম—পার, মরীচি-গর্ভ ও সুধর্ম্ম। ইহাঁদিগের প্রত্যেকেই দ্বাদশভাগে বিভক্ত। হে হর! সেই সময়ে অদ্ভুতনামা মহাবীর্য্য ইন্দ্র হইয়াছিলেন। কালকাক্ষ নামে প্রবল দৈত্য ইন্দ্রশত্রু হয়, পদ্মনাভ বিষ্ণু তাহাকে বিনাশ করেন। অনন্তর ধর্ম্মপুত্র দশম মনুর পুত্রগণের বিবরণ শ্রবণ কর। সুক্ষেত্র, উত্তমৌজা, ভূরিশ্রেণ্য, বীর্য্যবান্, শতানীক, নিরমিত্র, বৃষসেন, জয়দ্রথ, ভূরিদ্যুম্ন, সুবর্চা, শান্তি ও ইন্দ্র ইহাঁরা দশম মনুর পুত্র। ইহাঁরা সকলেই প্রতাপশালী ৩৫-৪০

১। ধৃতিকেতুঃ...নিরাকৃতিরিতি পাঠঃ কাচিৎকঃ।

২। মেধাধৃতিরিতি ভব্যসত্যাবিতি চ পুরাণান্তরসংবাদী পাঠঃ।

৩। পরো মরীচি গর্ভশ্চ।   ৪। ইদং পাদচতুষ্টয়ং বহুষু মুদ্রিতেষু নোপলভ্যতে।

অয়োমূর্ত্তির্হবিষ্মাংশ্চ সুকৃতিশ্চাব্যয়স্তথা। নাভাগোঽপ্রতিমৌজাশ্চ[১] সৌরভঃ সপ্তমস্তথা ॥ ৪১
প্রাণাখ্যাঃ শতসংখ্যাস্তু দেবতানাং গণস্তথা। তেষামিন্দ্রশ্চ ভবিতা শান্তির্নাম মহাবলঃ[২]।
বলিঃ শত্রুস্তং হরিশ্চ গদয়া ঘাতয়িষ্যতি ॥ ৪২
রুদ্রপুত্রস্য তে পুত্রান্ বক্ষ্যাম্যেকাদশস্য তু। সর্ব্বত্রগঃ সুশর্ম্মা চ দেবানীকঃ পুরুর্গুরুঃ ॥ ৪৩
ক্ষেত্রবর্ণো দৃঢ়েষুশ্চ আর্দ্রকঃ পুত্রকস্তথা। হবিষ্মাংশ্চ হবিষ্যশ্চ বপুষ্মান্ বিষ্ণুবারুণিঃ[৩] ॥ ৪৪
নিশ্চরশ্চাগ্নিতেজাশ্চ ঋষয়ঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ। বিহঙ্গমাঃ কামগমা নির্ম্মাণরুচয়স্তথা ॥ ৪৫
একৈকস্ত্রিংশকস্তেষাং গণশ্চেন্দ্রশ্চ বৈ বৃষঃ। দশগ্রীবো রিপুস্তস্য শ্রীরূপী ঘাতয়িষ্যতি ॥ ৪৬
মনোস্তু দক্ষপুত্রস্য দ্বাদশস্যাত্মজান্ শৃণু। দেববানুপদেবশ্চ দেবশ্রেষ্ঠো বিদূরথঃ ॥ ৪৭
মিত্রবান্ মিত্রদেবশ্চ মিত্রবিন্দশ্চ বীর্য্যবান্। মিত্রবাহঃ সুবর্চ্চাশ্চ দক্ষপুত্রমনোঃ সুতাঃ ॥ ৪৮
তপস্বী সুতপাশ্চৈব তপোমূর্ত্তিস্তপোরতিঃ। তপোধৃতির্দ্যুতিশ্চান্যঃ সপ্তমশ্চ তপোধনঃ ॥ ৪৯
সুধর্ম্মাণঃ সুতপসো হরিতা রোহিতাস্তথা। তারাশ্চৈব গণাঃ পঞ্চ প্রত্যেকং দশকো গণঃ ॥ ৫০
ঋতধামা চ তত্রেন্দ্রস্তারকো নাম তদ্রিপুঃ। হরির্নপুংসকো ভূত্বা ঘাতয়িষ্যতি শঙ্কর ॥ ৫১
ত্রয়োদশস্য রৌচ্যস্য মনোঃ পুত্রান্ নিবোধ মে ॥ ৫২

অয়োমূর্ত্তি, হবিষ্মান্, সুকৃতি, অব্যয়, নাভাগ, প্রতিম ও সৌরভ ইঁহারা সপ্তঋষি হইয়াছিলেন। এই বংশে প্রাণাখ্য শতসংখ্যক দেবগণ জন্মিয়াছিলেন। ঐ সময়ে শান্তি নামে মহাবল ইন্দ্র হন। বলিনামে এক প্রবল দৈত্য ইন্দ্রের শত্রু হইয়া উঠে, হরি গদাঘাতে তাহাকে বিনাশ করেন। অনন্তর রুদ্রপুত্র একাদশ মনুর সন্তানগণের বিবরণ শ্রবণ কর। সর্ব্বত্রগ, সুশর্ম্মা, দেবানীক, পুরু, গুরু, ক্ষেত্রবর্ণ, দৃঢ়েষু, আর্দ্রক ইঁহারা একাদশ মনুর পুত্র। ঐ মন্বন্তরে হবিষ্মান্, হবিষ্য, বপুষ্মান্, বিষ্ণু, বারুণি, নিশ্চর ও অগ্নিতেজা এই সপ্ত ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। এই মনুর অধিকারকালে কামগামী বিহঙ্গমগণ উৎপন্ন হয়, উঁহারা অতিশয় মনোহর দেহবিশিষ্ট; তাহাদিগের শ্রেণীভেদে একত্রিংশদ্গণে বিভক্ত। ৪১-৪৫

ঐসময়ে বৃষ নামে ইন্দ্র উৎপন্ন হন; দশগ্রীব নামে এক রাক্ষস ঐ সময়ে ইন্দ্রশত্রু হয়, শ্রীরূপী বিষ্ণু তাহাকে বিনাশ করেন। অনন্তর দক্ষতনয় দ্বাদশ মনুর পুত্রগণের বিবরণ শ্রবণ কর। দেব, উপদেব, দেবশ্রেষ্ঠ, বিদূরথ, মিত্রবান্, মিত্রদেব, মিত্রবিন্দ, মিত্রবাহ, সুবর্চ্চা এই সমস্ত দ্বাদশ মনুর পুত্র। দ্বাদশ মন্বন্তরে, তপস্বী, সুতপা, তপোমূর্ত্তি, তপোধৃতি, দ্যুতি ও তপোধন এই সপ্ত ঋষি প্রাদুর্ভূত হন। ইঁহারা সকলেই তপোধন। এই মন্বন্তরে সুধর্ম্মা, সুতপা, হরিত, রোহিত ও তারা এই পঞ্চগণ দেবশত্রুরূপে উৎপন্ন হয়, ইঁহাদিগের প্রত্যেকে দশসংখ্যাবিশিষ্ট। ৪৬-৫০

এই মন্বন্তরে ঋতধামা ইন্দ্র উৎপন্ন হন। তারক নামে এক দৈত্য দেবশত্রু হইয়াছিল; হরি নপুংসকরূপী হইয়া তাহাকে বিনাশ করেন। অনন্তর রুচিতনয় ত্রয়োদশ মনুর পুত্র-

১। নাভগোঽপ্রতিমশ্চৈব। ২। শ্লোকার্দ্ধমেতদধিকং পুস্তকেষু নোপলভ্যতে।
৩। মিত্রবিন্দৌ।

চিত্রসেনো বিচিত্রশ্চ তপোধর্মরতো ধৃতিঃ। সুনেত্রঃ ক্ষেত্রবৃত্তিশ্চ সুনয়ো ধর্মপো দৃঢ়ঃ ॥ ৫৩
ধৃতিমানব্যয়শ্চৈব নিশারূপো[1] নিরুৎসুকঃ। নির্মোহস্তত্ত্বদর্শী চ ঋষয়ঃ সুতপাস্তথা ॥ ৫৪
সুরোমাণঃ স্বধর্মাণঃ সুকর্মাণস্তথামরাঃ। ত্রয়স্ত্রিংশদ্বিভেদাস্তে দেবানাং তত্র বৈ গণাঃ ॥ ৫৫
ইন্দ্রো দিবস্পতিঃ শত্রুষ্টিট্টিভো নাম দানবঃ। মায়ূরেণ চ রূপেণ ঘাতয়িষ্যতি মাধবঃ ॥ ৫৬
চতুর্দশস্য ভৌত্যস্য শৃণু পুত্রান্ মনোর্মম। উরুর্গভীরো ধৃষ্টশ্চ তরস্বী গ্রহ এব চ ॥ ৫৭
অভিমানী প্রবীরশ্চ জিষ্ণুঃ সংক্রন্দনস্তথা। তেজস্বী দুর্লভশ্চৈব ভৌত্যস্যৈতে মনোঃ সুতাঃ ॥ ৫৮
অগ্নীধ্রশ্চাগ্নিবাহুশ্চ মাগধশ্চ তথা শুচিঃ। অজিতো মুক্তশুক্রৌ চ ঋষয়ঃ সপ্ত কীর্তিতাঃ ॥ ৫৯
চাক্ষুষাঃ কর্মনিষ্ঠাশ্চ[2] পবিত্রা ভ্রাজিনস্তথা। বচোবৃদ্ধা[3] দেবগণাঃ পঞ্চ প্রোক্তাস্ত সপ্তকাঃ ॥ ৬০
শুচিরিন্দ্রো মহাদৈত্যো রিপুর্হন্তা হরিঃ স্বয়ম্। একো বেদশ্চতুর্ধা তু ব্যাসরূপেণ বিষ্ণুনা ॥ ৬১
কৃতস্ততঃ পুরাণানি বিদ্যাশ্চাষ্টাদশৈব তু। অঙ্গানি চতুরো বেদা মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ ॥ ৬২
পুরাণং ধর্মশাস্ত্রঞ্চ আয়ুর্বেদার্থশাস্ত্রকম্। ধনুর্বেদশ্চ গান্ধর্ব্বো বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তাঃ ॥ ৬৩

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে মন্বন্তরনির্ণয়ে সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৭ ॥

গণের বিবরণ শ্রবণ কর। চিত্রসেন, বিচিত্র, তপো ধর্মরত, ধৃতি, সুনেত্র, ক্ষেত্রবৃত্তি ও সুনয় ইঁহারা ত্রয়োদশ মনুর অপত্য। এই মনুর সন্তানবর্গের মধ্যে ধর্মপ, ধৃতিমান্, অব্যয়, নিশারূপ, নিরুৎসুক, নির্মোহ, তত্ত্বদর্শী ও সুতপ এই সপ্তজন সপ্তর্ষিরূপে অবস্থান করেন এবং সুরোমা, সুধর্মা ও সুকর্মা এই গণত্রয় উদ্ভূত হয়, উঁহারা প্রত্যেকে ত্রিংশৎসংখ্যাবিশিষ্ট। এই সময়ে দিবস্পতি ইন্দ্র হন এবং টিট্টিভ নামে এক দানব তাঁহার সহিত শত্রুতায় প্রবৃত্ত হয়। মাধব ময়ূররূপ ধারণ করত তাহাকে বিনাশ করে। ৫১-৫৬

অনন্তর চতুর্দশ মনুর সন্তানগণের বিবরণ শ্রবণ কর। উরু, গভীর, ধৃষ্ট, তরস্বী, গ্রহ, অভিমানী, প্রবীর, জিষ্ণু, সংক্রন্দন, তেজস্বী, দুর্লভ ইঁহারা চতুর্দশ মনুর তনয়। অগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, মাগধ, অশুচি, অজিত, মুক্ত ও শুক্র, এই সাতজন সপ্তর্ষিরূপে আবির্ভূত হবেন। এই সময়ে চাক্ষুষ, কর্মনিষ্ঠ, পবিত্র, ভ্রাজী ও বচোবৃদ্ধ এই পঞ্চগণ উৎপন্ন হয়, এই পঞ্চগণ প্রত্যেক সপ্ত সংখ্যাবিশিষ্ট। এই মন্বন্তরে শুচি নামে ইন্দ্র এবং মহাদৈত্য নামে কোনও দৈত্য ইন্দ্রশত্রু হইলে হরি স্বয়ং তাহাকে বিনাশ করেন। এই সময়েই ব্যাসরূপধারী হরি, এক বেদকে চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া অষ্টাদশ পুরাণ ও অষ্টাদশ বিদ্যা প্রণয়ন করেন। ষড়্‌বিধ অঙ্গ শাস্ত্র (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ), চারিবেদ, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, ধনুর্বেদ ও গান্ধর্ব্বশাস্ত্র ইহাদিগকে অষ্টাদশ বিদ্যা বলা যায়। ৫৭-৬৩

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে মন্বন্তর নির্ণয় নামক সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৭।

১। নিশাকল্প ইতি পুরাণান্তরসংবাদী পাঠঃ।
২। চক্ষুষাশ্চ কর্মনিষ্ঠাশ্চেতি পুরাণান্তরসংবাদী পাঠঃ। ৩। বচোবৃধা।

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

হরির্মন্বন্তরাণ্যাহ ব্রহ্মাদিভ্যো হরায় চ। মার্কণ্ডেয়ঃ পিতৃস্তোত্রং ক্রৌষ্টুকিং প্রাহ তচ্ছৃণু ॥ ১

মার্কণ্ডেয় উবাচ

রুচিঃ প্রজাপতিঃ পূর্ব্বং নির্ম্মমো নিরহঙ্কৃতিঃ। অত্রস্তো মিতশায়ী[1] চ চচার পৃথিবীমিমাম্ ॥২

অনগ্নিমনিকেতং তমেকাহারমনাশ্রমম্। বিমুক্তসঙ্গং তং দৃষ্ট্বা প্রোচুঃ স্বপিতরো মুনিম্ ॥ ৩

পিতর ঊচুঃ

বৎস কস্মাৎ ত্বয়া পুণ্যো ন কৃতো দারসংগ্রহঃ। স্বর্গাপবর্গহেতুত্বাদ্বন্ধস্তেনানিশং[2] বিনা ॥ ৪

গৃহী সমস্তদেবানাং পিতৃণাঞ্চ তথার্হণম্। ঋষীণামর্থিনাঞ্চৈব কুর্ব্বন্ লোকানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫

স্বাহোচ্চারণতো দেবান্ স্বধোচ্চারণতঃ পিতৃন্। বিভজত্যন্নদানেন ভূতাদ্যানতিথীনপি ॥ ৬

স ত্বং দৈবাদৃণাদ্বন্ধমিমমস্মদৃণাদপি। অবাপ্তোঽসি মনুষ্যর্ষে ভূতেভ্যশ্চ দিনে দিনে ॥ ৭

অনুৎপাদ্য সুতান্ দেবানসন্তর্প্য পিতৃংস্তথা। অকৃত্বা চ কথং মৌঢ্যাৎ স্বর্গতিং গন্তুমিচ্ছসি ॥ ৮

ক্লেশমেবৈককং পুত্র অস্মাকেন ভবেৎ তব। মৃতস্য নরকং ত্যক্ত্বা ক্লেশ এবাত্রজন্মনি ॥ ৯

সূত কহিলেন,—হরি যে ব্রহ্মাদি দেবগণের সহিত ত্রিলোচনের নিকট চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের বিবরণ বলিয়াছিলেন, তাহা কহিলাম, এক্ষণে ক্রৌষ্টুকির নিকট মার্কণ্ডেয় যে পিতৃস্তোত্র বলিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। মার্কণ্ডেয় বলিয়াছিলেন, পূর্ব্বকালে রুচি নামে মহামুনি সংসারমায়া পরিহার করিয়া নিরহঙ্কারচিত্তে পৃথিবী ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অগ্নিসেবা ও গৃহাবস্থান পরিহার করিলেন। তিনি একবারমাত্র এক দিবারাত্রিমধ্যে ফলমূলাদি যৎকিঞ্চিৎ আহার করিতেন, কখনও কোন আশ্রমে অবস্থিতি করিতেন না। ১-৩

তাঁহার পিতৃদেবগণ রুচিকে এইরূপ সর্ব্বকর্ম্মবিহীন দেখিয়া কহিলেন,—বৎস! তুমি কি নিমিত্ত দারসংগ্রহ করিতেছ না? দারগ্রহণ মহাপুণ্যজনক, তাহা তুমি অবশ্যই অবগত আছ। দারসংগ্রহ দ্বারাই লোক স্বর্গ-মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। গৃহী মানব দেবগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ ও অর্থীদিগের অর্চনা করিবে, তাহা হইলেই সে পরকালে সদ্গতি লাভ করিতে পারে। দেবগণকে 'স্বাহা' শব্দ উচ্চারণ দ্বারা, পিতৃগণকে 'স্বধা' শব্দ দ্বারা এবং অতিথি ও ভৃত্যবর্গকে অন্নদান দ্বারা পরিতুষ্ট করিবে। তুমি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছ, সুতরাং তোমাকে দেবঋণ ও পিতৃঋণে বদ্ধ থাকিতে হইবে। মনুষ্য, ঋষি ও ভূতবর্গের নিকট তুমি দিন দিন ঋণী হইতেছ। তুমি পুত্রোৎপাদন, দেবপূজা ও পিতৃতর্পণ না করিয়া স্বর্গলাভ ইচ্ছা করিতেছ। হে পুত্র! তুমি বৃথা ক্লেশ স্বীকার করিতেছ মাত্র, ইহাতে তোমার সুখভোগের সম্ভাবনা নাই। যে ইহকালে মৃতপিতৃগণের নরকোদ্ধার না করে, তাহার পরজন্মে কেবল ক্লেশভোগই হইয়া থাকে। ৪-৯

১। হ্যত্রস্তমিতশায়ী। ২। তেনামিষং বিনা।

রুচিরুবাচ

পরিগ্রহোঽতিদুঃখায় পাপায়াধোগতেস্তথা।
ভবত্যতো ময়া পূর্বং ন কৃতো দারসংগ্রহঃ ॥ ১০

আত্মনঃ সংযমোপায়ঃ ক্রিয়তে ক্ষণমুক্তাৎ[1]। যন্মুক্তিহেতুর্ন ভবত্যসাবপি পরিগ্রহাৎ ॥ ১১

প্রক্ষাল্যতেঽনুদিবসং য আত্মা নিষ্পরিগ্রহঃ।
মমত্বপঙ্কদিগ্ধোঽপি বিদ্যাতোয়ৈর্বরং হি তৎ ॥ ১২

অনেকজন্মসম্ভূত-কর্মপঙ্কাঙ্কিতো বুধৈঃ।
আত্মা সদামলাতোয়ৌঘৈঃ[2] প্রক্ষাল্যো নিয়তেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ১৩

পিতর ঊচুঃ

যুক্তং প্রক্ষালনং কর্তুমাত্মনোঽপি যতেন্দ্রিয়ৈঃ।
কিন্তু সোঽপ্যয়মার্গোঽয়ং যতস্ত্বং পুত্র বর্তসে ॥ ১৪

পঞ্চযজ্ঞৈস্তপোদানৈরশুভং নুদতস্তব। ফলাভিসন্ধিরহিতৈঃ পূর্বকর্ম শুভাশুভৈঃ ॥ ১৫

এবং ন বন্ধো ভবতি কুর্বতঃ করুণাত্মকম্। ন চ বন্ধায় তৎ কর্ম ভবত্যনভিসংহিতম্ ॥ ১৬

পূর্বকর্মকৃতং ভোগৈঃ ক্ষীয়তে হ্যনিশং তথা।
সুখদুঃখাত্মকৈর্বৎস পুণ্যাপুণ্যাত্মকং নৃণাম্ ॥ ১৭

রুচি কহিলেন—দারপরিগ্রহ করিলে তাহার দুঃখভোগ, পাপসঞ্চয় ও অন্তকালে অধোগতি হইয়া থাকে। এই বিবেচনা করিয়া আমি এতকাল দারপরিগ্রহ করি নাই। স্ত্রী হইতে ক্ষণকাল মধ্যে আত্মসংযম উপস্থিত হয়, অতএব সেই স্ত্রী কখনও মুক্তির হেতু হইতে পারে না, বরং সর্বদাই ক্লেশের সম্ভব আছে। যে মানব নিষ্পরিগ্রহ, তাহার আত্মা মমতারূপ পঙ্কে দূষিত হইলেও বিদ্যাবারিধারা সর্বদা ধৌত করিয়া আত্মাকে পবিত্র রাখিতে পারে। অতএব দারপরিগ্রহ করিয়া আত্মার পঙ্কিলতা সাধন হইতে জ্ঞানোপার্জন দ্বারা আত্মোৎকর্ষ সম্পাদন শ্রেয়স্কর। বারংবার জন্মপরিগ্রহ করিলে আত্মা কর্মরূপ পঙ্কে পঙ্কিল হয়। জিতেন্দ্রিয় পণ্ডিতগণ জ্ঞানামৃতরূপ সলিলদ্বারা সেই পঙ্কিল আত্মাকে ধৌত করিয়া পবিত্র করেন। ১০-১৩

পিতৃগণ কহিলেন, বৎস! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য। জিতেন্দ্রিয় হইয়া আত্মার মলিনতা শোধন বিধেয় বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ে তুমি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছ, তাহা উৎকৃষ্ট নহে। তুমি যদি অশুভ নিবারণ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে ফলকামনারহিত হইয়া পঞ্চযজ্ঞ, তপস্যা ও দানাদি কর্ম আচরণ কর। এইরূপ কার্য্য করিলে তোমার কোনরূপ অনিষ্ট হইবে না। ফলাভিসন্ধি পরিহার করিয়া কর্ম করিলে সে কর্ম কখনও সাধককে সংসারে বদ্ধ করিতে পারে না। বৎস! মনুষ্যের পূর্বসঞ্চিত পুণ্যাপুণ্য কর্মসকল

১। আত্মনঃ সংযমোপায়ঃ ক্রিয়তে মুক্তিকারণাদিতি পাঠান্তরম্। ২। জ্ঞানাম্ভোভিঃ।

এবং প্রক্ষাল্যতে প্রাজ্ঞৈরাত্মা বন্ধাচ্চ রক্ষ্যতে   রক্ষ্যশ্চ স্ববিবেকৈর্ন পাপপঙ্কেন পঙ্ক্যতে ॥ ১৮

রুচিরুবাচ

অবিদ্যা পঠ্যতে বেদে কর্ম্মমার্গাঃ পিতামহাঃ।
তৎ কথং কর্ম্মণো মার্গে ভবন্তো যোজয়ন্তি মাম্ ॥ ১৯

পিতর ঊচুঃ

অবিদ্যা সত্যমেবৈতৎ কর্ম্ম নৈতন্মৃষা বচঃ।
কিন্তু বিদ্যাপরিপ্রাপ্তৌ হেতুঃ কর্ম্ম ন সংশয়ঃ ॥ ২০
বিহিতাকরণাৎ পুম্ভিরসদ্ভিঃ ক্রিয়তে তু যঃ।
সংযমো মুক্তয়ে সোঽত্র প্রত্যুতাধোগতিপ্রদঃ ॥ ২১

প্রক্ষালয়ামীতি ভবান্ যদেতন্মন্যতে বরম্।   বিহিতাকরণোদ্ভূতৈঃ পাপৈস্ত্বমসি দহ্যসে ॥ ২২

অবিদ্যাপ্যুপকারায় বিষবজ্জায়তে নৃণাম্।
অনুষ্ঠানাভ্যুপায়েন বন্ধযোগ্যাপি নো হি সা ॥ ২৩

তস্মাদ্বৎস কুরুষ্ব ত্বং বিধিবদ্দারসংগ্রহম্। মা জন্ম বিফলং তেঽস্তু অনবাপ্যৈহলৌকিকম্ ॥ ২৪

সুখ-দুঃখাদি ভোগদ্বারা ক্ষয় হইয়া থাকে। ভোগ না হইলে কদাচ সেইসকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপে কর্ম্ম করিয়া আত্মাকে বিশুদ্ধ করিবে, তাহাতে সে ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। যাহারা বিবেকশক্তিদ্বারা রক্ষিত হয়, তাহাদিগের আত্মা কদাচ পাপপঙ্কে মগ্ন হয় না। ১৭-১৮

রুচি কহিলেন, হে পিতৃগণ! বেদপ্রসাদে জানা যায় যে কর্ম্মকাণ্ড অবিদ্যাসম্ভূত; সুতরাং যাহারা কর্ম্মমার্গী ও অতত্ত্বদর্শী, তাহারা সংসারে পতিত থাকে। তবে কেন আপনারা আমাকে কর্ম্মমার্গে নিয়োজিত করিতেছেন। পিতৃগণ কহিলেন, কর্ম্মদ্বারা কেবল যে অবিদ্যা সঞ্চিত হয় এ কথা মিথ্যা, পরন্তু কর্ম্মই জ্ঞানোৎপত্তির কারণ, তাহার সংশয় নাই। কর্ম্ম ব্যতিরেকে কখনও জ্ঞানোৎপত্তি হয় নাই। ১৯-২০

মুক্তি লাভার্থ বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া যে সকল নির্ব্বোধ ব্যক্তি কঠোর সংযম, ক্লেশকর গুরুতর উপবাসাদি এবং বিষয় ত্যাগাদি দ্বারা প্রাণের কর্ষণ করে, তাহাদিগের সেই কর্ম্ম মুক্তির হেতু হয় না, প্রত্যুত অধোগতিপ্রদই হইয়া থাকে। তুমি যে "বিবেকবারি দ্বারা প্রক্ষালন করা শ্রেয়ঃ" এইরূপ মনে করিতেছ, তাহা ভাল নহে; যেহেতু তুমি বিহিতকার্য্যের অননুষ্ঠানজনিত পাপরাশিদ্বারা দগ্ধ হইতেছ। অবস্থাবিশেষে বিষও যেমন লোকের উপকার সাধন করে, সেইরূপ অবিদ্যাও কখন কখন উপকার করিয়া থাকে, কার্য্যানুষ্ঠানের প্রণালীভেদে অবিদ্যাও সংসারবন্ধনের কারণ না হইয়া মুক্তির হেতু হইতে পারে। হে বৎস! তুমি যথাবিধি দারপরিগ্রহ কর, যদি তুমি জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পরলোকের কোন কার্য্যই না করিলে, তবে তোমার এই জন্ম নিষ্ফল হইল। ২১-২৪

রুচিরুবাচ

বৃদ্ধোঽহং সাম্প্রতং কো মে পিতরঃ সম্প্রদাস্যতি ।
ভার্য্যাং তথা দরিদ্রস্য দুষ্করো দারসংগ্রহঃ ॥ ২৫

পিতর ঊচুঃ

অস্মাকং পতনং বৎস ভবত্যপ্যধোগতিঃ ।
নূনং ভাবি ভবিত্রী চ নাভিনন্দসি নো বচঃ ॥ ২৬

ইত্যুক্ত্বা পিতরস্তস্য পশ্যতো মুনিসত্তম । বভূবুঃ সহসাদৃশ্যা দীপা বাতহতা ইব ॥ ২৭

মুনিঃ ক্রৌষ্টুকয়ে[১] প্রাহ মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ ।
রুচিবৃত্তান্তমখিলং পিতৃসংবাদলক্ষণম্ ॥ ২৮

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে রুচিস্তোত্রং নাম অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৮ ॥

রুচি কহিলেন, হে পিতৃগণ! আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, এ অবস্থায় কে আমাকে ভার্য্যা প্রদান করিবে। বিশেষতঃ আমি দরিদ্র, দরিদ্রের দারসংগ্রহ অতি দুষ্কর ব্যাপার। পিতৃগণ বলিলেন, বৎস! তুমি দারপরিগ্রহ করিয়া সন্তান উৎপাদনদ্বারা পিতৃলোকের জলপ্রত্যাশার উপায় বিধান না করিলে আমাদিগের পতন এবং তোমারও নিশ্চিত অধোগতি হইবে। অতএব তুমি আমাদিগের বাক্যের অভিনন্দনপূর্ব্বক দারগ্রহণ কর। পিতৃগণ এইরূপে রুচিকে উপদেশ প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমক্ষেই বাতাহত প্রদীপবৎ সহসা অদৃশ্য হইলেন। মহাতপা মার্কণ্ডেয় মুনি এইরূপে ক্রৌষ্টুকিকে রুচির পিতৃসংবাদ-সমন্বিত বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন। ২৫–২৮

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে রুচিস্তোত্র নামক অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৮।

১। ক্রোষ্টুকয়ে।

একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

পৃষ্টঃ ক্রৌষ্টুকিনোবাচ মার্কণ্ডেয়ঃ পুনশ্চ তম্। স তেন পিতৃবাক্যেন ভৃশমুদ্বিগ্নমানসঃ।
কন্যাভিলাষী বিপ্রর্ষিঃ পরিবভ্রাম মেদিনীম্ ॥ ১
কন্যামলভমানোঽসৌ পিতৃবাক্যাগ্নিদীপিতঃ। চিন্তামবাপ মহতীমতীবোদ্বিগ্নমানসঃ ॥ ২
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কথং মে দারসংগ্রহঃ। কিং ভবেন্মৎপিতৄণাঞ্চ মমাভ্যুদয়কারকম্ ॥ ৩
ইতি চিন্তয়তস্তস্য মতির্জাতা মহাত্মনঃ। তপসারাধয়াম্যেনং ব্রহ্মাণং কমলোদ্ভবম্ ॥ ৪
ততো বর্ষশতং দিব্যং তপস্তেপে মহামনাঃ। তত্র স্থিতশ্চিরং কালং বনেষু নিয়মস্থিতঃ ॥ ৫
আরাধনায় স তদা শশ্বৎ নিয়মমাস্থিতঃ ॥ ৬
ততঃ স দর্শয়ামাস ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। উবাচাথ প্রসন্নোঽস্মীত্যুচ্যতামভিবাঞ্ছিতম্ ॥ ৭
ততোঽসৌ প্রণিপত্যাহ ব্রহ্মাণং জগতো গতিম্।
পিতৄণাং বচনাৎ তেন যৎ কর্ত্তুমভিবাঞ্ছিতম্ ॥ ৮

সূত কহিলেন,—ক্রৌষ্টুকি পুনর্ব্বার মার্কণ্ডেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মন্! অতঃপর রুচির বিবরণ সবিস্তর বর্ণন করুন। তখন মার্কণ্ডেয় কহিলেন, বিপ্রর্ষি রুচি পিতৃবাক্যে উদ্বিগ্ন হইয়া দারপরিগ্রহার্থ কন্যাভিলাষে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া কুত্রাপি কন্যা লাভ করিতে পারিলেন না এবং পিতৃবাক্যাগ্নিতে সন্তপ্ত হইয়া উদ্বিগ্নচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক্ষণে কি করি, কোথায় যাই, কিরূপেই বা দারসংগ্রহ করিতে পারিব এবং কোন উপায় অবলম্বন করিলে সত্বর আমার ও পিতৃদেবগণের অভ্যুদয় হইতে পারে? এইপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে মহাত্মা রুচি মনে মনে স্থির করিলেন যে, দেবারাধনা ব্যতিরেকে অভীষ্টসিদ্ধির আর উপায় নাই। তবে এক্ষণে তপস্যাদ্বারা কমলযোনি ব্রহ্মার আরাধনা করি, তাহা হইলেই আমার কামনা সফল হইতে পারে। পরে মহামনা রুচি দিব্য পরিমাণে শতবর্ষ তপস্যা করিলেন এবং অনশনাদি নিয়ম অবলম্বন করত বনে বনে অবস্থিতি করিয়া কমলযোনির আরাধনায় তৎপর রহিলেন। ১-৬

তারপর ব্রহ্মা রুচির প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইলেন এবং কহিলেন, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, আমার নিকট তোমার অভিলষিত বিষয় প্রকাশ করিয়া বল, আমি তোমার মনোরথ সফল করিব। অনন্তর রুচি জগতের আশ্রয় ব্রহ্মাকে প্রণিপাত করত বলিলেন, পিতৃগণ আমাকে দারপরিগ্রহপূর্ব্বক সন্তান উৎপাদন দ্বারা তাঁহাদিগের উদ্ধার সাধনের উপায় করিতে আদেশ করিয়াছেন। অতএব আমি দারপরিগ্রহ করিব। ইহাই আমার কামনা। আপনি প্রসন্ন হইয়া বরপ্রদানপূর্ব্বক আমার

ব্রহ্মোবাচ

প্রজাপতিস্ত্বং ভবিতা স্রষ্টব্যা ভবতা প্রজাঃ।
সৃষ্ট্বা প্রজাঃ সুতান্ বিপ্র সমুৎপাদ্য ক্রিয়াখিলাঃ ॥ ৯
কৃত্বা কৃতাধিকারস্ত্বং ততঃ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি।
স ত্বং যথোক্তং পিতৃভিঃ কুরু দারপরিগ্রহম্ ॥ ১০

কামঞ্চেমমভিধ্যায় ক্রিয়তাং পিতৃপূজনম্। ত এব তুষ্টাঃ পিতরঃ প্রদাস্যন্তি তবেপ্সিতম্।
পত্নীং সুতাংশ্চ সন্তুষ্টাঃ কিং ন দদ্যুঃ পিতামহাঃ ॥ ১১

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইত্যৃষির্বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ। নদ্যা বিবিক্তে পুলিনে চকার পিতৃতর্পণম্ ॥ ১২
তুষ্টাব চ পিতৄন্ বিপ্র-স্তবৈরেভিরথাদৃতঃ। একাগ্রঃ প্রযতো ভূত্বা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ ॥ ১৩

রুচিরুবাচ

নমস্যেঽহং পিতৄন্ ভক্ত্যা যে বসন্ত্যধিদেবতাঃ।
দেবৈরপি হি তর্প্যন্তে যে শ্রাদ্ধেষু স্বধোত্তরৈঃ ॥ ১৪
নমস্যেঽহং পিতৄন্ স্বর্গে যে তর্প্যন্তে মহর্ষিভিঃ।
শ্রাদ্ধৈর্মনোময়ৈর্ভক্ত্যা ভুক্তিমুক্তিমভীপ্সুভিঃ ॥ ১৫
নমস্যেঽহং পিতৄন্ স্বর্গে সিদ্ধাঃ সন্তর্পয়ন্তি যান্।
শ্রাদ্ধেষু দিব্যৈঃ সকলৈরুপহারৈরনুত্তমৈঃ ॥ ১৬

অভিলাষ পূর্ণ করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, তোমাকে আমি বরপ্রদান করিলাম, তুমি প্রজাপতি হইয়া অসংখ্য প্রজা উৎপাদন করিতে পারিবে। তুমি প্রজা সৃষ্টি করিয়া সন্তান উৎপাদন-করত পিতৃকার্য্য করিয়া সর্ব্বত্র অধিকার স্থাপনপূর্ব্বক অন্তে সিদ্ধিলাভ করিবে। পিতৃগণ তোমাকে দারপরিগ্রহ করিতে আদেশ করিয়াছেন, তুমি তাহাই কর। ৭-১০

তুমি আপন মনোরথসিদ্ধি কামনায় পিতৃপূজা কর, তাহা হইলেই পিতৃগণ তুষ্ট হইয়া তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। তোমার অর্চনাদ্বারা পিতৃগণ তুষ্ট হইলে কি তাঁহারা তোমাকে পত্নী ও পুত্র প্রদান করিবেন না? মার্কণ্ডেয় কহিলেন, বিপ্রর্ষি রুচি অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করত বিজন পুলিন স্থানে পিতৃতর্পণ করিলেন। তিনি ভক্তি সহকারে নম্রবদন হইয়া একাগ্রচিত্তে পিতৃগণের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রুচি কহিলেন, যাঁহারা অধিদেবরূপে বাস করিতেছেন এবং দেবগণও শ্রাদ্ধকালে স্বধা শব্দ প্রয়োগদ্বারা যাঁহাদিগের তর্পণ করিয়া থাকেন, আমি সেই পিতৃগণকে নমস্কার করি। স্বর্গে মহর্ষিগণ ভুক্তি-মুক্তিকামনায় মনোময় শ্রাদ্ধ করিয়া যে পিতৃগণের অর্চনা করিয়া থাকেন, আমি সেই পিতৃলোককে নমস্কার করি। ১১-১৫

স্বর্গে সিদ্ধগণ শ্রাদ্ধকালে স্বর্গীয় বিবিধ অনুপম উপহার দ্বারা যে পিতৃদেবগণের তর্পণ

নমস্যেঽহং পিতৄন্ ভক্ত্যা যেঽর্চ্চ্যন্তে গুহ্যকৈর্দিবি।
তন্ময়ত্বেন বাঞ্ছদ্ভির্ঋদ্ধিমাত্যন্তিকীং পরাম্ ॥ ১৭
নমস্যেঽহং পিতৄন মর্ত্ত্যৈরর্চ্চ্যন্তে ভুবি যে সদা। শ্রাদ্ধেষু শ্রদ্ধয়াভীষ্ট-লোকপুষ্টিপ্রদায়িনঃ ॥ ১৮
নমস্যেঽহং পিতৄন্ বিপ্রৈরর্চ্চ্যন্তে ভুবি যে সদা। বাঞ্ছিতাভীষ্টলাভায় প্রাজাপত্যপ্রদায়িনঃ ॥ ১৯
নমস্যেঽহং পিতৄন্ যে বৈ তর্প্যন্তেঽরণ্যবাসিভিঃ।
বন্যৈঃ শ্রাদ্ধৈর্যতাহারৈস্তপোনির্দ্ধূতকল্মষৈঃ ॥ ২০
নমস্যেঽহং পিতৄন্ বিপ্রৈর্নৈষ্ঠিকৈর্ধর্ম্মচারিভিঃ।
যে সংযতাত্মভির্নিত্যং সন্তর্প্যন্তে সমাধিভিঃ ॥ ২১
নমস্যেঽহং পিতৄন্ শ্রাদ্ধৈ রাজন্যাস্তর্পয়ন্তি যান্।
কব্যৈরশেষৈর্বিধিবল্লোকদ্বয়ফলপ্রদান্ ॥ ২২
নমস্যেঽহং পিতৄন্ বৈশ্যৈরর্চ্চ্যন্তে ভুবি যে সদা।
স্বকর্ম্মাভিরতৈর্নিত্যং পুষ্পধূপান্নবারিভিঃ ॥ ২৩
নমস্যেঽহং পিতৄন্ শ্রাদ্ধে শূদ্রৈরপি চ ভক্তিতঃ।
সন্তর্প্যন্তে জগত্যত্র[১] নাম্না খ্যাতাঃ সুকালিনঃ ॥ ২৪

করিয়া থাকেন, আমি সেই পিতৃদেবগণকে নমস্কার করি। স্বর্গলোকে গুহ্যকগণ পরমসম্পৎকামনায় ভক্তিপূর্ব্বক যে পিতৃদেবগণের অর্চনা করেন, আমি সেই পিতৃগণকে নমস্কার করি। পৃথিবীতে মানবগণ যে পিতৃগণের অর্চনা করেন, আমি সেই পিতৃগণকে নমস্কার করি। শ্রাদ্ধকালে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চিত হইয়া যে পিতৃগণ লোক সকলের বাঞ্ছিত পুষ্টিদান করেন, পৃথিবীতে বিপ্রগণ অভীষ্টলাভ ও প্রাজাপত্যফললাভ কামনায় যে পিতৃগণের অর্চনা করেন, আমি সেই প্রাজাপত্যপদদাতা পিতৃগণকে নমস্কার করি। অরণ্যবাসী মুনিগণ তপস্যা দ্বারা সমস্ত পাপ বিদূরিত করত সংযতাহার হইয়া বন্যজাত শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যদ্বারা যে পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করেন, আমি সেই পিতৃদেবতাদিগকে নমস্কার করি। ১৬-২০

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বিপ্রবর্গ সুসংযত হইয়া সর্ব্বদা সমাধি অবলম্বনে যে পিতৃগণের তর্পণ করিয়া থাকেন, আমি সেই পিতৃগণকে নমস্কার করি। রাজন্যবর্গ বিবিধ কব্যশ্রাদ্ধ দ্বারা বিধিপূর্ব্বক যে পিতৃগণের তৃপ্তি সম্পাদন করিয়া, তাহাদিগের নিজ নিজ ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ ফলভোগ করেন, আমি সেই পিতৃদেবতাদিগকে নমস্কার করি। স্বকর্ত্তব্য কার্য্যে অভিরত বৈশ্যগণ পৃথিবীতে পুষ্প, ধূপ, অন্ন ও জলদ্বারা যে পিতৃদেবদিগের অর্চনা করেন, আমি তাঁহাদিগকে নমস্কার করি। শূদ্রগণ ভক্তিপূর্ব্বক যে পিতৃদেবদিগের অর্চনা করিয়া থাকে, যে অর্চ্চনাতে অখিল ব্রহ্মাণ্ড পরিতৃপ্ত হয় এবং যাঁহারা সুকালিন নামে

১। জগৎ কৃৎস্নং।

নমস্যেঽহং পিতৄন্ শ্রাদ্ধে পাতালে যে মহাসুরৈঃ। সন্তর্প্যন্তে সুধাহারা-ত্যক্তদম্ভমদৈঃ সদা ॥২৫

নমস্যেঽহং পিতৄন্ শ্রাদ্ধৈরর্চ্যন্তে যে রসাতলে।
ভোগৈরশেষৈর্বিবিধৈর্নাগৈঃ কামানভীপ্সুভিঃ ॥ ২৬
নমস্যেঽহং পিতৄন্ শ্রাদ্ধে সর্পৈঃ সন্তর্পিতান্ সদা।
তত্রৈব বিধিবন্মন্ত্র-ভোগসম্পৎসমন্বিতৈঃ ॥ ২৭
পিতৄন্ নমস্যে নিবসন্তি সাক্ষাদ্, যে দেবলোকেঽথ মহীতলে বা।
তথান্তরীক্ষে চ সুরারিপূজ্যা-স্তে মে প্রতীচ্ছন্তু ময়োপনীতম্ ॥ ২৮
পিতৄন্ নমস্যে পরমাণুভূতা[1], যে বৈ বিমানে নিবসন্ত মূর্ত্তাঃ।
যজন্তি যানস্তমলৈর্মনোভি-র্যোগীশ্বরাঃ ক্লেশবিমুক্তিহেতূন্ ॥ ২৯
পিতৄন্ নমস্যে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ, স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ।
প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং, বিমুক্তিদা যেঽনভিসংহিতেষু ॥ ৩০
তৃপ্যন্তু তেঽস্মিন্ পিতরঃ সমস্তা, ইচ্ছাবতাং যে প্রদিশন্তি কামান্।
সুরত্বমিন্দ্রত্বমতোঽধিকং বা, গজাশ্ব-রত্নানি মহাগৃহাণি ॥ ৩১

বিখ্যাত, আমি সেই সকল পিতৃদেবকে নমস্কার করি। পাতালে মহাসুরসকল দম্ভ ও মত্ততা পরিহার করিয়া সুধাহারে পরিতৃপ্ত যে পিতৃগণের তর্পণ করেন, আমি সেই পিতৃগণকে নমস্কার করি। ২১-২৫

রসাতলে নাগগণ অভীষ্টলাভার্থ প্রাদ্ধীয় বিবিধ ভোগ্যবস্তু দ্বারা যে পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া থাকেন, আমি সেই পিতৃদেবগণকে নমস্কার করি। নাগলোকে সর্পগণ মহাবিভব-সম্পন্ন বিবিধ ভোজ্যবস্তু দ্বারা মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক যে পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া থাকেন, আমি সেই পিতৃদেবগণের চরণে প্রণত হই। যে পিতৃদেবগণ দেবলোকে মহীতলে ও অন্তরীক্ষে সর্ব্বদা বসতি করেন, সুরাসুরগণ সকলেই যাঁহাদিগের অর্চ্চনা করেন, আমি সেই পিতৃদেবগণের চরণে নমস্কার করি; তাঁহারা মৎপ্রদত্ত উপহার গ্রহণ করুন। যে পিতৃগণ পরমাণুভূত হইয়া অমূর্ত্তভাবে বিমানে বসতি করিতেছেন, যোগিগণ নির্ম্মলান্তঃকরণে যাঁহাদিগের অর্চ্চনা করেন, যাঁহারা সাংসারিক ক্লেশ হইতে মুক্তির কারণ, আমি সেইসকল পিতৃগণকে নমস্কার করি। যে পিতৃদেবগণ স্বর্গলোকে মূর্ত্তিমান দেহরূপে বাস করেন, যাঁহারা স্বধাভক্ষ উচ্চারণে ভোজন-সুখ অনুভব করেন, যাঁহারা সকাম জনগণের কাম্যফল ও নিষ্কামদিগের মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, আমি সেই পিতৃদেবগণকে নমস্কার করি। ২৬-৩০

যে জন যাহা অভিলাষ করিয়া থাকে, পিতৃগণ তাহাদিগের অভিলাষানুসারে সুরত্ব, ইন্দ্রত্ব বা গজ, অশ্ব, রত্ন ও গৃহাদি (বাঞ্ছিত) প্রদান করেন, সেই সকল পিতৃগণ আমার এই

১। পরমার্থভূতা।

সোমস্য যে রশ্মিষু যেঽর্কবিম্বে, শুক্লে বিমানে চ সদা বসন্তি।
তৃপ্যন্তু তেঽস্মিন্ পিতরোঽন্নতোয়ৈ-র্গন্ধাদিনা পুষ্টিমিতো ব্রজন্তু ॥ ৩২
যেষাং হুতেঽগ্নৌ হবিষা চ তৃপ্তি-র্যে ভুঞ্জতে বিপ্রশরীরসংস্থাঃ।
যে পিণ্ডদানেন মুদং প্রয়ান্তি, তৃপ্যন্তু তেঽস্মিন্ পিতরোঽন্নতোয়ৈঃ ॥ ৩৩
যে খড়্গমাংসেন সুরৈরভীষ্টৈঃ, কৃষ্ণৈস্তিলৈর্দিব্যমনোহরৈশ্চ।
কালেন শাকেন মহর্ষিবর্যৈঃ, সম্প্রীণিতাস্তে মুদমত্র যান্তু ॥ ৩৪
কব্যান্যশেষাণি চ যান্যভীষ্টা-ন্যতীব তেষামমরার্চিতানাম্[১]।
তেষাঞ্চ সান্নিধ্যমিহাস্তু পুষ্প-গন্ধাম্বুভোজ্যেষু ময়া কৃতেষু ॥ ৩৫
দিনে দিনে যে প্রতিগৃহ্নতেঽর্চাং, মাসান্তপূজ্যা ভুবি যেঽষ্টকাসু।
যে বৎসরান্তেঽভ্যুদয়ে চ পূজ্যাঃ, প্রয়ান্তু তে মে পিতরোঽত্র তৃপ্তিম্[২] ॥ ৩৬
পূজ্যাঃ দ্বিজানাং কুমুদেন্দুভাসো, যে ক্ষত্রিয়াণাং জ্বলনার্কবর্ণাঃ।
তথা বিশাং যে কনকাবদাতা, নীলীনিভাঃ শূদ্রজনস্য যে চ ॥ ৩৭
তেঽস্মিন্ সমস্তা মম পুষ্পগন্ধ-ধূপাম্বুভোজ্যাদিনিবেদনেন।
তথাগ্নিহোমেন চ যান্তু[৩] তৃপ্তিং, সদা পিতৃভ্যঃ প্রণতোঽস্মি তেভ্যঃ ॥ ৩৮

অর্চনা দ্বারা তৃপ্তি লাভ করুন। আমি যে পিতৃগণকে নমস্কার করি, যাঁহারা চন্দ্রকিরণে, সূর্য্য-প্রতিবিম্বে ও শুক্লবিমানে বাস করেন, তাঁহারা এই অর্চনা দ্বারা তৃপ্তি লাভ করুন, মৎপ্রদত্ত এই গন্ধাদি দ্বারা তাঁহাদিগের পুষ্টিসাধন হউক। যাঁহাদিগের উদ্দেশে আজ্যদ্বারা অগ্নিতে হোম করিলে, সেই সকল পিতৃদেব বিপ্রদেহস্থিত হইয়া হুত দ্রব্যসমস্ত ভোজন করেন, আর যাঁহারা পিণ্ডদান করিলে হর্ষলাভ করেন, তাঁহারা এই শ্রাদ্ধে প্রদত্ত অন্নজলদ্বারা তৃপ্তি লাভ করুন। সুরগণ অভীষ্ট খড়্গমাংসে ও মনোহর দিব্য কৃষ্ণতিলদ্বারা যে পিতৃগণের অর্চনা করিয়া থাকেন, যে পিতৃগণ মহর্ষিবর্গের প্রদত্ত শাকদ্বারা পরিতৃপ্ত হন, তাঁহারা মৎকৃত এই শ্রাদ্ধে সন্তুষ্ট থাকুন। আমি যে পিতৃগণের অর্চনা করিলাম, বিবিধ কব্য যাঁহাদিগের অভীষ্ট, আমার প্রদত্ত পুষ্প, গন্ধ, জল ও ভোজ্যদ্রব্যে তাঁহাদিগের সান্নিধ্য হউক। ৩১-৩৫

যে পিতৃগণ প্রতিদিন অর্চনা গ্রহণ করেন, অমাবস্যা ও অষ্টকাতে যাঁহাদিগের সবিশেষ অর্চনা করিতে হয়, সংবৎসরান্তে যাঁহাদিগের অর্চনা করা অবশ্য বিধেয়, আর বিবাহাদি মঙ্গলকার্য্যে যাঁহাদিগের অর্চনা নিতান্ত কর্ত্তব্য, সেই পিতৃগণ আমার এই শ্রাদ্ধে তুষ্টি লাভ করুন। পিতৃগণ ব্রাহ্মণের পক্ষে কুমুদ ও চন্দ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ, ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে অগ্নি ও দিবাকরের ন্যায় অতিশয় সমুজ্জ্বল, বৈশ্যের পক্ষে কনকবৎ বর্ণবিশিষ্ট এবং শূদ্রের পক্ষে নীলবর্ণ। ব্রাহ্মণাদি বর্ণসকল এইরূপে ধ্যান করিয়া যে পিতৃদেবগণের অর্চনা করিলে অভীষ্ট লাভ করিতে পারে; সেই সকল পিতৃদেব আমার এই অর্চনাতে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ,

১। তেষাং মম পূজিতানাম্। ২। তুষ্টিম্। ৩। যান্তি।

যে দেবপূর্ব্বাণ্যভিতৃপ্তিহেতো-রশ্নন্তি কব্যানি শুভাহৃতানি।
তৃপ্তাশ্চ যে ভূতিসৃজো ভবন্তি, তৃপ্যন্ত তেঽস্মিন্ প্রণতোঽস্মি তেভ্যঃ ॥ ৩৯
রক্ষাংসি ভূতান্যসুরাংস্তথোগ্রান্, নির্নাশয়ন্তস্ত্বশিবং প্রজানাম্।
আদ্যাঃ সুরাণামমরেশপূজ্যা-স্তৃপ্যন্ত তেঽস্মিন্ প্রণতোঽস্মি তেভ্যঃ ॥ ৪০
অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদ আজ্যপাঃ সোমপাস্তথা।
ব্রজন্তু তৃপ্তিং শ্রাদ্ধেঽস্মিন্ পিতরস্তর্পিতা ময়া ॥ ৪১

অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতৃগণাঃ প্রাচীং রক্ষন্তু মে দিশম্। তথা বর্হিষদঃ পান্তু যাম্যাং যে পিতরঃ সদা।
প্রতীচীমাজ্যপাস্তদ্বদুদীচীমপি সোমপাঃ ॥ ৪২
রক্ষো-ভূত-পিশাচেভ্য-স্তথৈবাসুরদোষতঃ। সর্ব্বতঃ পিতরো রক্ষাং কুর্ব্বন্তু মম নিত্যশঃ ॥ ৪৩
বিশ্বো বিশ্বভুগারাধ্যো ধর্ম্মো ধন্যঃ শুভাননঃ। ভূতিদো ভূতিকৃদ্ভূতিঃ পিতৃণাং যে গণা নব ॥ ৪৪
কল্যাণঃ কল্যদঃ কল্যতরঃ কল্যতরাশ্রয়ঃ। কল্যতাহেতুরনঘঃ ষড়িমে তে গণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৫
বরো বরেণ্যো বরদ-স্তুষ্টিদঃ পুষ্টিদস্তথা। বিশ্বপাতা তথা ধাতা সপ্তৈতে চ গণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৬
মহান্ মহাত্মা মহিতো মহিমাবান্ মহাবলঃ। গণাঃ পঞ্চ তথৈবৈতে পিতৃণাং পাপনাশনাঃ ॥ ৪৭
সুখদো ধনদশ্চান্যো ধর্ম্মদোঽন্যশ্চ ভূতিদঃ। পিতৃণাং কথ্যতে চৈব তথা গণচতুষ্টয়ম্ ॥ ৪৮

জল, ভোজ্য ও নিবেদিত অন্যান্য দ্রব্য এবং অগ্নি হোমদ্বারা তৃপ্তিলাভ করুন; আমি তাঁহাদিগকে বারংবার প্রণাম করি। যে পিতৃগণ শ্রাদ্ধকালে দৈবশ্রাদ্ধের পরে কব্য ভোজন করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন এবং পরিতৃপ্ত হইয়া মানবগণকে সম্পদ্প্রদান করেন, তাঁহারা আমার কৃত এই শ্রাদ্ধে তৃপ্তিলাভ করুন, আমি তাঁহাদিগকে প্রণাম করি। পিতৃগণ সতত উগ্রস্বভাব রাক্ষস ভূত ও অসুরদিগকে বিনাশ করিয়া প্রজাপুঞ্জের অশুভ সংহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা দেবগণেরও আদ্য এবং দেবেন্দ্রেরও পূজ্য। সেই সকল পিতৃদেব আমার এই শ্রাদ্ধে তৃপ্তিলাভ করুন, আমি তাঁহাদিগকে প্রণাম করি। ৩৮-৪০

অগ্নিষ্বাত্ত, বর্হিষদ, আজ্যপ ও সোমপ প্রভৃতি পিতৃদেবগণ এই শ্রাদ্ধে তৃপ্তিলাভ করুন। আমি তাঁহাদিগের তর্পণ করিলাম। অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণ আমার পূর্ব্বদিক্ রক্ষা করুন, বর্হিষদ সংজ্ঞক পিতৃদেবগণ আমার দক্ষিণদিক্, আজ্যপ পিতৃগণ পশ্চিমদিক্ এবং সোমপ পিতৃগণ উত্তরদিক্ রক্ষা করুন। পিতৃগণ আমাকে রাক্ষস, ভূত, পিশাচ ও অসুরগণের উপদ্রব হইতে সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র রক্ষা করুন; বিশ্ব, বিশ্বভুক্, আরাধ্য, ধর্ম্ম, ধন্য, শুভানন, ভূতিদ, ভূতিকৃৎ ও ভূতি এই নবপ্রকার এবং কল্যাণ, কল্যদ কল্যতর, কল্যতরাশ্রয়, কল্যতা-হেতু ও অনঘ এই ষড়্‌বিধ পিতৃগণ কীর্ত্তিত আছেন। ৪১-৪৫

বর, বরেণ্য, বরদ, তুষ্টিদ, পুষ্টিদ, বিশ্বপাতা ও ধাতা এইসকল সপ্ত পিতৃগণমধ্যে কথিত। মহান্, মহাত্মা, মহিত, মহিমাবান্ ও মহাবল এই সকল পঞ্চ পিতৃগণমধ্যে বিখ্যাত। ইঁহারা সকলেই পাপনাশ করিয়া থাকেন। সুখদ, ধনদ, ধর্ম্মদ ও ভূতিদ

একত্রিংশৎ পিতৃগণা যৈর্ব্যাপ্তমখিলং জগৎ। তে মেহত্র তৃপ্তাস্তৃপ্যন্তু দিশন্তু চ সদা হিতম্[1] ॥ ৪৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ

এবন্তু স্তবতস্তস্য তেজসো রাশিরুচ্ছ্রিতঃ। প্রাদুর্ব্বভূব সহসা গগনব্যাপ্তিকারকঃ ॥ ৫০

তদ্দৃষ্ট্বা সুমহৎ তেজঃ সমাচ্ছাদ্য স্থিতং জগৎ।
জানুভ্যামবনীং গত্বা রুচিঃ স্তোত্রমিদং জগৌ ॥ ৫১

রুচিরুবাচ

অর্চ্চিতানামমূর্ত্তানাং পিতৄণাং দীপ্ততেজসাম্।
নমস্যামি সদা তেষাং ধ্যানিনাং দিব্যচক্ষুষাম্ ॥ ৫২
ইন্দ্রাদীনাঞ্চ নেতারো দক্ষ-মারীচয়োস্তথা।
সপ্তর্ষীণাং তথান্যেষাং তান্ নমস্যামি কামদান্ ॥ ৫৩
মন্বাদীনাঞ্চ নেতারঃ সূর্য্যাচন্দ্রমসোস্তথা।
তান্ নমস্যাম্যহং সর্ব্বান্ পিতৄনপ্সূদধাবপি[2] ॥ ৫৪
নক্ষত্রাণাং গ্রহাণাঞ্চ বায়্বগ্ন্যোর্নভসস্তথা।
দ্যাবাপৃথিব্যোশ্চ তথা নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৫৫
দেবর্ষীণাং জনিতৄংশ্চ সর্ব্বলোকনমস্কৃতান্।
অভয়স্য সদা দাতৄন্ নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৫৬

ইহাদিগকে গণচতুষ্টয়মধ্যে গণনা করা যায়, সমুদায় এই একত্রিংশৎ পিতৃগণ। ইঁহারাই সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। সেই একত্রিংশৎ পিতৃগণ আমার এই শ্রাদ্ধে সমাহৃত দ্রব্যজাত দ্বারা তৃপ্তিলাভ করত সর্ব্বদা আমার হিতসাধন করুন। ৪৬-৪৯

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রুচি এইরূপে পিতৃগণের স্তব করিতে থাকিলে তাঁহার দেহ হইতে তেজোরাশি সমুদ্ভূত হইয়া সমস্ত গগন পরিব্যাপ্ত করিল। তখন মহাতেজা রুচি সেই তেজোরাশিদ্বারা সমাচ্ছাদিত দেখিয়া জানুদ্বারা ভূমি অবলম্বনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার পিতৃগণের স্তব করিয়াছিলেন। রুচি কহিলেন,—আমি অর্চ্চিত, অমূর্ত্ত, দীপ্ততেজা, ধ্যাননিষ্ঠ ও দিব্যচক্ষুবিশিষ্ট পিতৃগণের চরণে নমস্কার করি। যে ইন্দ্রাদি দেবগণ, দক্ষমরীচিপ্রভৃতি প্রজাপতিবর্গ এবং সপ্তর্ষিগণের যে পিতৃগণ অভিনায়ক, তাঁহাদিগকে নমস্কার করি। তাঁহারা সাধকের সর্ব্বপ্রকার কামনা পূর্ণ করেন। যে পিতৃগণ মনুপ্রভৃতি ধর্ম্মসংস্থাপকগণের অভিনায়ক এবং চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রকাশক, সেই সকল পিতৃদেবকে নমস্কার করি। যে পিতৃগণ নক্ষত্র, গ্রহ, বায়ু, আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী, জল ও সাগরাদির অধিনায়ক, আমি কৃতাঞ্জলিপুটে সেই সকল পিতৃগণকে নমস্কার করি। ৫০-৫৫

যে পিতৃগণ দেবর্ষিগণেরও জনয়িতা, সমস্ত ভুবনমণ্ডলদ্বারা যাঁহারা নমস্কৃত, যাঁহারা

১। তে এবাত্র পিতৃগণাস্তৃপ্যন্তু চ সদা হিতম্। ২। পিতৄনপ্সুদধাব সঃ।

প্রজাপতেঃ কশ্যপায় সোমায় বরুণায় চ। যোগেশ্বরেভ্যশ্চ সদা নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৫৭
নমো গণেভ্যঃ সপ্তভ্যস্তথা লোকেষু সপ্তসু। স্বয়ম্ভুবে নমস্যামি ব্রহ্মণে যোগচক্ষুষে॥ ৫৮
সোমাধারান্ পিতৃগণান্ যোগমূর্ত্তিধরাংস্তথা। নমস্যামি তথা সোমং পিতরং জগতামহম্॥ ৫৯
অগ্নিরূপাংস্তথৈবান্যান্ নমস্যামি পিতৃনহম্। অগ্নীষোমময়ং বিশ্বং যত এতদশেষতঃ॥ ৬০
যে চ তেজসি যে চৈতে সোমসূর্য্যাগ্নিমূর্ত্তয়ঃ। জগৎস্বরূপিণশ্চৈব তথা ব্রহ্মস্বরূপিণঃ॥ ৬১

তেভ্যোঽখিলেভ্যো যোগিভ্যঃ পিতৃভ্যো যতমানসঃ।
নমো নমো নমস্তে মে[১] প্রসীদন্তু স্বধাভুজঃ॥ ৬২

মার্কণ্ডেয় উবাচ

এবং স্তুতাস্ততস্তেন তেজসো মুনিসত্তমাঃ। নিশ্চক্রমুস্তে পিতরো ভাসয়ন্তো দিশো দশ॥ ৬৩
নিবেদিতঞ্চ যৎ তেন পুষ্পগন্ধানুলেপনম্। তদ্ভূষিতানথ স তান্ দদৃশে পুরতঃ স্থিতান্॥ ৬৪
প্রণিপত্য রুচির্ভক্ত্যা পুনরেব কৃতাঞ্জলিঃ। নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যমিত্যাহ পৃথগাদৃতঃ॥ ৬৫
ততঃ প্রসন্নাঃ পিতরস্তমূচুর্ম্মুনিসত্তমম্। বরং বৃণীষ্বেতি স তানুবাচানতকন্ধরঃ॥ ৬৬

রুচিরুবাচ

প্রজানাং সর্গকর্ত্তৃত্বমাদিষ্টং ব্রহ্মণা মম। সোহহং পত্নীমভীপ্স্যামি ধন্যাং দিব্যাং প্রজাবতীম্॥ ৬৭

সতত অভয় দান করেন, আমি সেই সকল পিতৃগণকে নমস্কার করি। প্রজাপতি, কশ্যপ, সোম, বরুণ ও যোগেশ্বর ইঁহাদিগকে কৃতাঞ্জলিপুটে সর্ব্বদা নমস্কার করি। আমি সপ্তলোকস্থিত সপ্তগণকে নমস্কার করি, আর যোগচক্ষুঃ স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মাকেও নমস্কার করি। সোমাধার যোগমূর্ত্তিধর পিতৃগণকেও নমস্কার করি। আর জগতের পিতৃস্বরূপ সোমরূপী পিতৃগণকেও নমস্কার করি। অগ্নীষোমময় এই অখিলবিশ্ব যে পিতৃগণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আমি সেই অগ্নিরূপ পিতৃগণকে নমস্কার করি। ৫৬-৬০

যে পিতৃগণ তেজঃস্বরূপ, সোম, সূর্য্য ও অগ্নিমূর্ত্তি, যাঁহারা ব্রহ্মরূপী, আমি সংযতচিত্তে সেই পিতৃদেবগণকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। তাঁহারা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। মার্কণ্ডেয় মুনি কহিলেন,—রুচি এইরূপে স্তব করিলে পিতৃগণ তেজোরূপে দশদিক্ সমুজ্জ্বল করিয়া সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন। রুচি পিতৃগণকে পুষ্প, গন্ধ ও অনুলেপনাদি যে সকল উপহার নিবেদন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সেই সকল উপহারে বিভূষিত হইয়া সম্মুখে উপস্থিত দেখিতে পাইলেন। তখন রুচি পুনর্ব্বার কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে পিতৃগণ। আমি তোমাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ নমস্কার করি। ৬১-৬৫

অনন্তর রুচির স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া সেই পিতৃগণ তাঁহাকে কহিলেন,—আমরা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি আমাদিগের নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। রুচি তখন নতশিরাঃ হইয়া পিতৃগণকে কহিলেন, ব্রহ্মা আমাকে প্রজাসৃষ্টি করিতে আদেশ করিয়াছেন,

---

১। নমস্তেঽস্তু।

পিতর ঊচুঃ

অত্রৈব সদ্যঃ পত্নী তে ভবত্বতিমনোরমা। তস্যাঞ্চ পুত্রো ভবিতা ভবতো মনুসত্তমঃ[1] ॥ ৬৮
মন্বন্তরাধিপো ধীমাংস্ত্বন্নাম্নৈবোপলক্ষিতঃ। রুচে রৌচ্য ইতি খ্যাতিং প্রয়াস্যতি জগত্ত্রয়ে ॥ ৬৯
তস্যাপি বহবঃ পুত্রা মহাবলপরাক্রমাঃ। ভবিষ্যন্তি মহাত্মানঃ পৃথিবীপরিপালকাঃ ॥ ৭০
ত্বঞ্চ প্রজাপতির্ভূত্বা প্রজাঃ সৃষ্ট্বা চতুর্ব্বিধাঃ। ক্ষীণাধিকারো ধর্ম্মজ্ঞ ততঃ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ৭১

স্তোত্রেণানেন চ নরো যোঽস্মাংস্তোষ্যতি ভক্তিতঃ।
তস্য তুষ্টা বয়ং ভোগানাত্মজং জ্ঞানমুত্তমম্[2] ॥ ৭২
আয়ুরারোগ্যমর্থঞ্চ পুত্রপৌত্রাদিকং তথা।
দাস্যামঃ সততং তস্য স্তোত্রেণানেন বৈ যতঃ ॥ ৭৩
শ্রাদ্ধেষু য ইমং ভক্ত্যা অস্মৎপ্রীতিকরং স্তবম্।
পঠিষ্যতি দ্বিজাগ্র্যাণাং ভুঞ্জতাং পুরতঃ স্থিতঃ ॥ ৭৪

স্তোত্রশ্রবণসম্প্রীত্যা সন্নিধানে পরে কৃতে। অস্মাভিরক্ষয়ং শ্রাদ্ধং তদ্ভবিষ্যত্যসংশয়ম্ ॥ ৭৫
যদ্যপ্যশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধং যদ্যপ্যুপহতং ভবেৎ। অন্যায়োপাত্তবিত্তেন যদি বা কৃতমন্যথা ॥ ৭৬
অশ্রাদ্ধার্হৈরুপহৃতৈরুপহারৈস্তথা কৃতম্। অকালেঽপ্যথবা দেশে বিধিহীনমথাপি বা ॥ ৭৭

অতএব আমি কিরূপে সন্তানজননক্ষমা মনোরমা পত্নী লাভ করিতে পারি। তাহার উপায় নির্দ্দেশ করুন। পিতৃগণ কহিলেন, তুমি এখনই মনোরমা পত্নীলাভ করিতে পারিবে। হে মুনিবর। সেই পত্নীতে তোমার পুত্র উৎপন্ন হইবে; তোমার সেই পুত্র মন্বন্তরের অধিপতি হইয়া ত্রিজগতে রৌচ্য নামে খ্যাতি লাভ করিবে। কালক্রমে রৌচ্যমনুর মহাবলপরাক্রান্ত বহুপুত্র উৎপন্ন হইবে, তাহারা সকলেই পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করিবে। ৬৮-৭০

তুমি প্রজাপতি হইয়া চতুর্ব্বিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে পারিবে এবং পরে লোকধর্ম্মের অধিকার পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষসিদ্ধি লাভ করিবে। যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক এই স্তোত্রপাঠ দ্বারা আমাদিগকে স্তব করিবে, আমরা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বিবিধ ভোগ্যবস্তু, সন্তান ও ধ্যানযোগ প্রদান করিব। যাহারা আয়ুঃ, আরোগ্য, অর্থ, পুত্র, পৌত্রাদি কামনা করে, তাহারা সর্ব্বদা এই স্তোত্রপাঠ করিয়া আমাদিগকে স্তব করিবে। যে মানব পিতৃশ্রাদ্ধ দিবসে ব্রাহ্মণভোজনকালে তাঁহাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক আমাদিগের তৃপ্তিসাধক এই স্তব পাঠ করিবে, তাহার সেই স্তোত্র শ্রবণে আমরা প্রীতিলাভ করত সেই স্থানে সমুপস্থিত হইব; আমাদিগের সন্নিধান হইলেই সেই শ্রাদ্ধে অক্ষয়ফল লাভ হইবে। ৭১-৭৫

যে সকল শ্রাদ্ধ শ্রাদ্ধযোগ্য শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণবিহীন, যে শ্রাদ্ধ অন্যায় উপায়ে উপার্জ্জিত অর্থদ্বারা সম্পাদিত অথবা অন্য কোন কারণে উপহত হয়, যে শ্রাদ্ধ অনিয়মে সাধিত, যে শ্রাদ্ধ অনুপযুক্ত উপহারে নিষ্পন্ন অথবা বিগর্হিত দ্রব্য দ্বারা সম্পাদিত, যে শ্রাদ্ধ অসময়ে ও অনুচিত

১। মুনিসত্তম। ২। ধ্যানমুত্তমম্।

অশ্রদ্ধয়া বা পুরুষৈর্দম্ভমাশ্রিত্য যৎ কৃতম্। অস্মাকং তৃপ্তয়ে শ্রাদ্ধং তথাপ্যেতদুদীরণাৎ ॥ ৭৮

যত্রৈতৎ পঠ্যতে শ্রাদ্ধে স্তোত্রমস্মৎসুখাবহম্।
অস্মাকং জায়তে তৃপ্তিস্তত্র দ্বাদশবার্ষিকী ॥ ৭৯
হেমন্তে দ্বাদশাব্দানি তৃপ্তিমেতৎ প্রযচ্ছতি।
শিশিরে দ্বিগুণাব্দানি তৃপ্তিং স্তোত্রমিদং শুভম্ ॥ ৮০

বসন্তে ষোড়শসমা-তৃপ্তয়ে শ্রাদ্ধকর্মণি। গ্রীষ্মে চ ষোড়শৈবৈতৎ পঠিতং তৃপ্তিকারকম্ ॥ ৮১
বিকলেঽপি কৃতে শ্রাদ্ধে স্তোত্রেণানেন সাধিতে। বর্ষাসু তৃপ্তিরস্মাকমক্ষয়া জায়তে রুচে ॥ ৮২

শরৎকালেঽপি পঠিতং শ্রাদ্ধকালে প্রযচ্ছতি।
অস্মাকমেতৎ পুরুষৈস্তৃপ্তিং পঞ্চদশাব্দিকীম্ ॥ ৮৩
যস্মিন্ গেহে চ লিখিতমেতৎ তিষ্ঠতি নিত্যদা।
সন্নিধানং কৃতে শ্রাদ্ধে তত্রাস্মাকং ভবিষ্যতি ॥ ৮৪
তস্মাদেতৎ ত্বয়া শ্রাদ্ধে বিপ্রাণাং ভুঞ্জতাং পুরঃ।
শ্রাবণীয়ং মহাভাগ অস্মাকং পুষ্টিকারকম্ ॥ ৮৫

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে পিতৃস্তোত্রে রুচিস্তোত্রং
নামৈকোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৯ ॥

হালে আংশিক বা বিধিহীন, আর যে শ্রাদ্ধ দম্ভ আশ্রয় করিয়া অনিচ্ছাপূর্ব্বক সাধিত হইয়াছে, সেই সকল দূষিত শ্রাদ্ধও এই স্তোত্রপাঠে নির্দ্দোষ হইয়া আমাদিগের তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকে। আমাদিগের সুখাবহ এই স্তোত্র যে শ্রাদ্ধে পাঠ করে, সেই শ্রাদ্ধে আমাদিগের দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তি হয়। হেমন্তকালে শ্রাদ্ধ করিয়া এই স্তোত্রপাঠ করিলে দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তি হয়। শিশির কালে শ্রাদ্ধ করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করিলে চতুর্ব্বিংশতিবার্ষিকী তৃপ্তি প্রদান করে। ৭৮-৮০

বসন্তকালে এই স্তোত্র পাঠ করিয়া শ্রাদ্ধ করিলে, তাহাতে ষোড়শবার্ষিকী তৃপ্তি হয়, আর গ্রীষ্মকালে শ্রাদ্ধকালে এই স্তোত্র পাঠ করিলে ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত পিতৃলোকের তৃপ্তি হইয়া থাকে। কোন কারণ বশতঃ শ্রাদ্ধ বিকল হইলে যদি এই স্তোত্র পাঠ করে, তাহা হইলে সেই বৈকল্যদোষ নিবারিত হয়। রুচে। বর্ষাকালে শ্রাদ্ধ করিয়া এই স্তব পাঠ করিলে আমাদিগের পঞ্চদশবার্ষিকী তৃপ্তি লাভ হয়। এই স্তব লিখিয়া সর্ব্বদা যে গৃহেতে সংস্থাপন করা যায়, সেই গৃহেতে আমাদিগের সন্নিধান থাকে, তাহাতে শ্রাদ্ধ করিলে আমাদিগের অক্ষয়তৃপ্তি হয়। অতএব শ্রাদ্ধদিবসে ব্রাহ্মণভোজনকালে তাঁহাদিগের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া এই স্তব শ্রবণ করাইবে, তাহাতে আমাদিগের পুষ্টিসাধন হইবে। ৮১-৮৫

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে পিতৃস্তোত্রে রুচিস্তোত্র নামক উননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৯।

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ততস্তস্মান্নদীমধ্যাৎ সমুত্তস্থৌ মনোরমা। প্রম্লোচা নাম তন্বঙ্গী তৎসমীপে বরাপ্সরাঃ॥ ১
সা চোবাচ মহাত্মানং রুচিং সুমধুরাক্ষরম্। প্রসাদয়ামাস ভূয়ঃ প্রম্লোচা চ বরাপ্সরাঃ। ২
অতীব রূপিণী কন্যা মৎপ্রসূতা[1] বরাননা। জাতা বরুণপুত্রেণ পুষ্করেণ মহাত্মনা। ৩
তাং গৃহাণ ময়া দত্তাং ভার্য্যার্থে বরবর্ণিনীম্। মনুর্মহামতিস্তস্যাং সমুৎপৎস্যতি তে সুতঃ॥ ৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ

তথেতি তেন সাপ্যুক্তা তস্মাৎ তোয়াৎ বপুষ্মতীম্।
উজ্জহার ততঃ কন্যাং মালিনীং নাম নামতঃ। ৫

নদ্যাশ্চ পুলিনে তস্মিন্ স মুনির্মুনিসত্তমঃ[2]। জগ্রাহ পাণিং বিধিবৎ সমানীয় মহামুনিঃ॥ ৬

তস্যাং তস্য সুতো জজ্ঞে মহাবীর্য্যো মহাদ্যুতিঃ।
রুচে রৌচ্য ইতি খ্যাতো যো ময়া পূর্ব্বমীরিতঃ॥ ৭

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে পিতৃস্তোত্রং নাম নবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯০ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—রুচি এইরূপে পিতৃদেবগণের স্তব করিলে, সেই নদী হইতে প্রম্লোচা নামে মনোরমা শোভনাঙ্গী এক অপ্সরা রুচির সমীপে আবির্ভূত হইলেন। সেই প্রম্লোচা মহাত্মা রুচিকে মধুরবাক্যে প্রসন্ন করিয়া কহিতে লাগিলেন,—আমার প্রসাদে মহাত্মা বরুণতনয় পুষ্কর একটি সাতিশয় রূপলাবণ্যবতী কন্যা সমুৎপাদন করিয়াছেন, আমি তোমাকে সে কন্যা প্রদান করিতেছি, তুমি সেই বরবর্ণিনীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ কর। সেই কন্যাতে তোমার পুত্র মহামতি মনু সমুৎপন্ন হইবেন। ১-৪

মার্কণ্ডেয় কহিলেন—রুচি প্রম্লোচার বাক্যে সম্মত হইয়া তথাস্তু বলিয়া কন্যাগ্রহণবিষয়ে প্রতিশ্রুত হইলে প্রম্লোচা তখন সেই নদীর জল হইতে মালিনী নামে একটি কন্যা উদ্ধার করিলেন। অনন্তর মহামুনি রুচি সেই নদীর পুলিনভূমিতে যথাবিধি সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। কালক্রমে রুচির সেই পত্নীতে মহাবলপরাক্রান্ত মহাতেজা রৌচ্য নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল; সেই রৌচ্যমনুর কথা আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি। ৫-৭

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে পিতৃস্তোত্র নামক নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯০

১। মৎপ্রসাদাৎ। ২। মুনিসত্তমাঃ।

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ

শাণ্ডিল্যাদ্যা মুনয়ো হরিং ধ্যায়ন্তি কর্ম্মণাঃ[1] ।
ব্রতাচারার্চ্চনাধ্যান-স্তুতিজপ্যপরায়ণাঃ ॥ ১
দেহেন্দ্রিয়-মনো-বুদ্ধি-প্রাণাহঙ্কারবর্জ্জিতম্ ।
আকাশেন বিহীনং বৈ তেজসা পরিবর্জ্জিতম্ ॥ ২
উদকেন বিহীনং বৈ তৎস্পর্শপরিবর্জ্জিতম্ ।
পৃথিবীরহিতঞ্চৈব সর্ব্বভূতবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৩
ভূতাধ্যক্ষং তথা বুদ্ধং নিরাধারং প্রভুং বিভুম্ ।
চৈতন্যরূপসত্তারূপং সর্ব্বাধ্যক্ষং নিরঞ্জনম্ ॥ ৪
মুক্তসঙ্গং মহেশানং সর্ব্বদেব-প্রপূজিতম্ ।
তেজোরূপমসঙ্গঞ্চ তমসা পরিবর্জ্জিতম্ ॥ ৫
রহিতং রজসা নিত্যং ব্যতিরিক্তং গুণৈস্ত্রিভিঃ ।
সর্ব্বরূপবিহীনং বৈ কর্ত্তৃত্বাদিবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৬
বাসনারহিতং শুদ্ধং সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতম্ ।
পিপাসাবর্জ্জিতং ক্ষুচ্ছোকমোহবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৭
জরামরণহীনং বৈ কূটস্থং মোহবর্জ্জিতম্ ।
উৎপত্তিরহিতঞ্চৈব প্রলয়েন বিবর্জ্জিতম্ ॥ ৮

হরি কহিলেন—শাণ্ডিল্যাদি মুনিগণ ব্রত, নিয়ম, অর্চনা, ধ্যান, স্তুতি ও জপকার্য্যে তৎপর হইয়া হরিকে ধ্যান করিয়া থাকেন। সেই হরি দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কারহীন। তাঁহার দেহ অলৌকিক, তাহাতে আকাশ, তেজঃ, উদক, বায়ু ও পৃথিবী এই পঞ্চভূতের কোনও সংস্রব নাই। সেই হরিতে আকাশাদি পঞ্চভূত ও পাঞ্চভৌতিক ধর্ম্ম কিছুই নাই। তিনি সর্ব্বভূতের কর্ত্তা এবং সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহারই নিয়মে বাধ্য হইয়া এই পঞ্চভূত সর্ব্বদা জগৎ কার্য্যসম্পাদন করিতেছে। তিনি চৈতন্যময় সর্ব্বকর্ত্তা ও নিরঞ্জন (সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত)। সেই হরি সর্ব্বসঙ্গহীন ও মহেশ্বর; দেবগণ তাঁহারই অর্চনা করিয়া থাকেন। তিনি তেজোময় ও সত্ত্বরহিত; তাঁহার কোনরূপ তপস্যাচরণ নাই। ১-৫

তাঁহার কোন বিষয়ে অজ্ঞান নাই এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় হইতেও তিনি পৃথক্‌রূপে বিরাজমান্। তিনি সর্ব্ববিধ রূপহীন ও কর্ত্তৃত্বাদিবর্জ্জিত। তিনি সর্ব্বপ্রকার বাসনাহীন, বিশুদ্ধস্বরূপ ও সর্ব্বদোষবর্জ্জিত, তাঁহার কোন ক্ষুধা পিপাসা শোক মোহাদি নাই। সেই হরি জরামরণহীন কূটস্থচৈতন্যস্বরূপ ও মোহবর্জ্জিত। তাঁহার উৎপত্তি বা প্রলয়

১। কর্ম্মণা।

স্থিত্যা চ রহিতং[1] সত্যং নিষ্কলং পরমেশ্বরম্।
জাগ্রৎ-স্বপ্ন সুষুপ্ত্যাদি-বর্জ্জিতম্ নামবর্জ্জিতম্ ॥ ৯
অধ্যক্ষং জাগ্রদাদীনাং শান্তরূপং সুরেশ্বরম্।
জাগ্রদাদিস্থিতং নিত্যং কার্য্যকারণবর্জ্জিতম্ ॥ ১০
সর্ব্বদৃষ্টং তথামূর্ত্তং সূক্ষ্মং সূক্ষ্মতরং পরম্।
জ্ঞানদৃশ্ শ্রোত্রবিজ্ঞানং পরমানন্দরূপকম্ ॥ ১১
বিশ্বেন রহিতং তদ্বৎ তৈজসেন বিবর্জ্জিতম্।
প্রাজ্ঞেন রহিতঞ্চৈব তুরীয়ং পরমাক্ষরম্ ॥ ১২
সর্ব্বগোপ্তৃ সর্ব্বহন্তৃ সর্ব্বভূতাত্মরূপি চ। বৃদ্ধিধর্ম্মবিহীনং বৈ নিরাধারং শিবং হরিম্ ॥ ১৩
বিক্রিয়ারহিতঞ্চৈব বেদান্তৈর্বেদ্যমেব চ।
বেদরূপং পরং ভূতমিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরম্ শুভম্ ॥ ১৪
শব্দেন বর্জ্জিতঞ্চৈব রসেন চ বিবর্জ্জিতম্।
স্পর্শেন রহিতং চৈবং রূপমাত্রবিবর্জ্জিতম্ ॥ ১৫
রূপেণ রহিতঞ্চৈব গন্ধেন পরিবর্জ্জিতম্।
অনাদি চ ধ্রুবং শান্তমহং ব্রহ্মাস্মি কেবলম্ ॥ ১৬
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেব ধ্যানং কুর্য্যাজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ধ্যানং যঃ কুরুতে হ্যেবং স ভবেদ্ ব্রহ্ম মানবঃ ॥ ১৭

কিছুই নাই। তিনি সর্ব্ববিধ স্থিতি (সীমা) হীন, সত্যস্বরূপ, নিষ্কল ও পরমেশ্বর; তাঁহার জাগ্রৎ, স্বপ্ন বা সুষুপ্তি অবস্থা নাই; তিনি নামহীন। সেই হরি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষিস্বরূপ, শান্তরূপ ও সর্ব্বদেবের ঈশ্বর। তিনি জাগ্রদাদি অবস্থায় বিদ্যমান থাকেন। তিনি নিত্য ও কার্য্যকারণবর্জ্জিত। ৮-১০

হরি সকলের বাঞ্ছনীয়, মূর্ত্তিহীন এবং সূক্ষ্মতর। জ্ঞানদৃষ্টি ভিন্ন তাঁহাকে দর্শন করিতে পারা যায় না। শ্রবণ দ্বারাই তাঁহাকে জানা যায়, তিনি পরমানন্দরূপী। বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ইহার কিছুই তিনি নহেন, কিন্তু তুরীয়ব্রহ্মস্বরূপ পরমাক্ষররূপী। তিনি সকলের রক্ষিতা, সকলের হন্তা এবং সকলের আত্মস্বরূপ। তাঁহার বৃদ্ধি নাই, ধর্ম্ম নাই, আধার নাই, অংশও নাই। সেই হরি বিকারহীন, বেদান্তবেদ্য ও চতুর্ব্বেদরূপ; তিনি পরব্রহ্ম, ইন্দ্রিয়গণের অতীত ও সর্ব্বশুভপ্রদ। তিনি সর্ব্বপ্রকার শব্দবর্জ্জিত অর্থাৎ তাঁহাকে কোনরূপ শব্দদ্বারা প্রকাশ করিতে পারা যায় না, অথবা তাঁহার কোনরূপ শব্দ নাই। সেই অনাদিনিধন শান্ত হরি—রূপ ও গন্ধহীন, কেবল "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইরূপ জ্ঞানস্বরূপ। জিতেন্দ্রিয় সাধকগণ এইরূপে হরিকে জানিয়া তাঁহার ধ্যান করিবে। যে মানব এইরূপে

১। সর্ব্বাকারহীনং।

ইতি ধ্যানং সমাখ্যাতমীশ্বরস্য ময়া তব। অধুনা কথয়াস্মাকং কিং তদ্ ব্রূহি বৃষধ্বজ ॥ ১৪

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ঈশ্বরধ্যানং নামৈক-নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯১ ॥

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ

রুদ্র উবাচ

বিষ্ণোর্ধ্যানং পুনর্ব্রূহি শঙ্খ-চক্র-গদাধর। যেন বিজ্ঞাতমাত্রেণ কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ ॥ ১

হরিরুবাচ

প্রবক্ষ্যামি হরের্ধ্যানং মায়াজালবিবর্জ্জিতম্। মূর্ত্তামূর্ত্তাদিভেদেন তদ্ধ্যানং দ্বিবিধং হর ॥ ২
অমূর্ত্তং রুদ্র কথিতং হ্যত মূর্ত্তং ব্রবীম্যহম্। সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশো ভ্রাজিষ্ণুর্জিষ্ণুরেকতঃ ॥ ৩
কুন্দগোক্ষীরধবলো হরির্ধ্যেয়ো মুমুক্ষুভিঃ। বিশালেন সুশোভেন শঙ্খেন চ সমন্বিতঃ ॥ ৪
সহস্রাদিত্যতুল্যেন জ্বালামালোগ্ররূপিণা। চক্রেণ চারিতঃ শার্ঙ্গী গদাহস্তঃ শুভাননঃ ॥ ৫

ধ্যান করে, সে সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হইয়া থাকে। ঈশ্বররূপী হরির ধ্যান এই তোমার নিকট কহিলাম। হে বৃষধ্বজ! আর কি বলিব, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল। ১১-১৪

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ঈশ্বরধ্যান নামক একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯১।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়

রুদ্র কহিলেন, হে শঙ্খচক্রগদাধর! এক্ষণে বিষ্ণুর ধ্যান বল। যে ধ্যান জানিবামাত্র মনুষ্য কৃতকৃত্য হইতে পারে। হরি কহিলেন, হে শঙ্কর! সর্ব্বমায়াবিনাশন বিষ্ণুর ধ্যান বলিতেছি। বিষ্ণুর ধ্যান দ্বিবিধ—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত হে রুদ্র! অমূর্ত্ত ধ্যান পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক্ষণে বিষ্ণুর মূর্ত্ত ধ্যান বলিতেছি। বিষ্ণু কোটি-সূর্য্যবৎ সমুজ্জ্বল, সর্ব্বত্র গমনশীল এবং কুন্দকুসুম ও দুগ্ধের ন্যায় ধবলবর্ণ। মুমুক্ষু মুনিগণ হরিকে এইরূপে ধ্যান করিয়া থাকেন। তাঁহার হস্তে অতিসুশোভন শঙ্খ বিদ্যমান আছে। বিষ্ণু সহস্রসূর্য্য সদৃশ দেদীপ্যমান; উগ্ররূপী চক্র, বিপুল গদা এবং যাহার ধ্বনি সমগ্র জগন্মণ্ডলে ব্যাপ্ত হয় এমন উৎকৃষ্ট শঙ্খ ও মনোহর পদ্ম ধারণ করিয়া আছেন, অথচ অতিশান্তমূর্ত্তি ও প্রসন্নমুখকমল। ১-৫

কিরীটেন মহার্হেণ রত্নপ্রজ্বলিতেন চ। শান্তঃ সর্ব্বগো দেবঃ সরোরুহধরস্তথা ॥ ৬
বনমালাধরঃ শুভ্রঃ সমাংসো হেমভূষণঃ। সুবস্ত্রঃ শুভদেহশ্চ সুকর্ণঃ পদ্মসংস্থিতঃ ॥ ৭
হিরণ্ময়শরীরশ্চ চারুহারী শুভাঙ্গদঃ। কেয়ূরেণ সমাযুক্তো বনমালাসমন্বিতঃ ॥ ৮
শ্রীবৎসকৌস্তভযুতো লক্ষ্মীবক্ষোক্ষণান্বিতঃ। অণিমাদিগুণৈর্যুক্তঃ সৃষ্টিসংহারকারকঃ ॥ ৯
মুনিধ্যেয়োঽসুরধ্যেয়ো দেবধ্যেয়োঽতিসুন্দরঃ। ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত-ভূতানাং হৃদি স্থিতঃ ॥ ১০
সনাতনোঽব্যয়ো মেধ্যঃ সর্ব্বানুগ্রহকৃৎ প্রভুঃ। নারায়ণো মহাদেবঃ স্ফুরন্মকরকুণ্ডলঃ ॥ ১১
সন্তাপনাশনোঽভ্যর্চ্যো মঙ্গল্যো দুষ্টনাশনঃ। সর্ব্বাত্মা সর্ব্বরূপশ্চ সর্ব্বগো গ্রহনাশনঃ ॥ ১২
চার্ব্বঙ্গুলীয়সংযুক্ত-সুদীপ্তনখ[1] এব চ। শরণ্যঃ সুখকারী চ সৌম্যরূপো মখেশ্বরঃ ॥ ১৩
সর্ব্বালঙ্কারসংযুক্ত-শ্চারুচন্দনচর্চ্চিতঃ। সর্ব্বদেবসমাযুক্তঃ সর্ব্বদেবপ্রিয়ঙ্করঃ ॥ ১৪

সর্ব্বলোকহিতৈষী চ সর্ব্বেশঃ সর্ব্বভাবনঃ।
আদিত্যমণ্ডলে সংস্থো হ্যগ্নিষো[2] বারিসংস্থিতঃ। ১৫

তাঁহার শিরোদেশ রত্নখচিত ও মহার্হমুকুটে সুশোভিত। তিনি বনমালাধারী, স্বচ্ছ শুভ্র, সুন্দকায়, স্বর্ণভূষণে ভূষিত, শুভবস্ত্র-পরিহিত; তদীয় কর্ণযুগল অতীব মনোহর। তিনি পদ্মোপরি সমাসীন। তাঁহার শরীর হিরণ্ময় এবং সুচারুহার ও সুশোভন অঙ্গদযুগলে ভূষিত. বিষ্ণুদেব কেয়ূর এবং বনমালাদ্বারা সুসজ্জিত। তদীয় বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তভমণি দ্বারা ভূষিত, নেত্রযুগল শোভাসম্পন্ন, অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য সতত তাঁহার অনুগত আছে; তিনিই এই জগতের সৃষ্টি সংহারাদি করিতেছেন। মুনিগণ, অসুরগণ ও দেবগণ নিরন্তর তাঁহারেই ধ্যান করিতেছে, তাঁহার ন্যায় সুন্দরমূর্ত্তি আর নাই। তিনিই ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করেন। ৬-১০

তিনি সনাতন, অব্যয়, পবিত্র এবং তিনিই জগতের প্রাণিবর্গের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনিই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় কর্ত্তা। তিনি সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণ; তাঁহার কর্ণযুগল মকরাকৃতিকুণ্ডলে শোভিত। তিনি সকলের সন্তাপ নাশ করেন, তিনিই সকলের অর্চ্চনীয়, তিনিই দুষ্টবিনাশন মঙ্গলময়। তিনিই সকলের আত্মা সর্ব্বরূপী, সর্ব্বগ ও সর্ব্ববিধ গ্রহদোষ বিনাশ করেন। তাঁহার নখ সাতিশয় সমুজ্জ্বল এবং সুচারু অঙ্গুরীয়দ্বারা সুশোভিত; তিনি জগতের আশ্রয়, সুখদ ও সৌম্যমূর্ত্তি: তিনিই সকল যজ্ঞের ঈশ্বর। সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কারে তাঁহার দেহ ভূষিত ও চারুচন্দনে লিপ্ত। দেবগণ সেই বিষ্ণুর সহচরভাবে বর্ত্তমান আছেন; তিনি দেবগণের প্রিয়কার্য্যে সর্ব্বদা তৎপর রহিয়াছেন। ১১-১৪

তিনি সর্ব্বলোকের হিতৈষী, সকলের ঈশ্বর ও সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনিই আদিত্য-মণ্ডলস্থিত পরমজ্যোতিঃস্বরূপ; তিনিই অগ্নিতে তেজোরূপে এবং জলে শীতলতারূপে

১। চার্ব্বঙ্গুলীয়সংযুক্তঃ সুদীপ্তনখ। ২। অগ্নিস্থো।

বাসুদেবো জগদ্ধাতা ধ্যেয়ো বিষ্ণুর্মুমুক্ষুভিঃ।
বাসুদেবোঽহমস্মীতি আত্মা ধ্যেয়ো হরিহর ॥ ১৬
ধ্যায়ন্ত্যেবঞ্চ যে বিষ্ণুং তে যান্তি পরমাং গতিম্।
যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুরা হ্যেবং ধ্যাত্বা বিষ্ণুং সুরেশ্বরম্।
ধর্ম্মোপদেশকর্ত্তৃত্বং সম্প্রাপ্যাপাং পরং পদম্ ॥ ১৭
তস্মাৎ ত্বমপি দেবেশং বিষ্ণুং চিন্তয় শঙ্কর।
বিষ্ণুধ্যানং পঠেদ্ যস্তু প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৮

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বিষ্ণুধ্যানং নাম দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯২ ॥

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ

মহেশ্বর উবাচ

যাজ্ঞবল্ক্যেন বৈ পূর্ব্বং ধর্ম্মঃ প্রোক্তঃ কথং হরে। তন্মে কথয় কেশিঘ্ন যথা তত্ত্বেন মাধব ॥ ১

হরিরুবাচ

যাজ্ঞবল্ক্যং নমস্কৃত্য মিথিলায়াং সমাস্থিতম্। অপৃচ্ছন্ মুনয়ো গত্বা সর্ব্বধর্ম্মানশেষতঃ।
তেভ্যঃ স কথয়ামাস বিষ্ণুং ধ্যাত্বা জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২

বিদ্যমান আছেন। সেই বাসুদেব জগতের ধাতা এবং মুমুক্ষু জনগণ তাঁহাকেই ধ্যান করিয়া থাকে। তাহারা "আমিই বাসুদেব" এইরূপে আত্মাকে হরিরূপ চিন্তা করে। এই প্রকার যে মানব হরিকে চিন্তা করে, সে পরমগতি লাভ করে। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি এইরূপে সুরেশ্বর বিষ্ণুর ধ্যানপ্রভাবে ধর্ম্মোপদেশকর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিপদ লাভ করিয়াছেন। হে দেবেশ শঙ্কর! অতএব তুমিও বিষ্ণুকে উক্তরূপে চিন্তা কর। যে মানব বিষ্ণুর এই ধ্যান পাঠ করে, সে মুক্ত হইয়া থাকে। ১১-১৮

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বিষ্ণুধ্যান নামক দ্বিনবতিতমো অধ্যায় সমাপ্ত। ৯২।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়

মহেশ্বর কহিলেন,—হে হরে! পূর্ব্বকালে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি কিরূপ ধর্ম্ম কহিয়াছেন, হে কেশিবিনাশন মাধব! তাহা যথার্থরূপে আমার নিকট বল। হরি কহিলেন, ঋষিগণ মিথিলাস্থিত যাজ্ঞবল্ক্যকে নমস্কারপূর্ব্বক সকল প্রকার ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া সেই সকল সমাগত মুনিদিগকে সমস্ত ধর্ম্ম বিবরণ

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ

যস্মিন্ দেশে মৃগঃ কৃষ্ণ-স্তস্মিন্ ধর্ম্মং নিবোধত ।
পুরাণ ন্যায়-মীমাংসা-ধর্মশাস্ত্রার্থমিশ্রিতাঃ ॥ ৩
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ ।
বক্তারো ধর্ম্মশাস্ত্রাণাং মনুর্বিষ্ণুর্যমোঽঙ্গিরাঃ ॥ ৪
বসিষ্ঠ-দক্ষ-সংবর্ত্ত-শাতাতপ-পরাশরাঃ । আপস্তম্বোশনোব্যাসাঃ[১] কাত্যায়ন-বৃহস্পতী ॥ ৫
গৌতমঃ শঙ্খলিখিতৌ হারীতোঽত্রিরহং[২] তথা ।
এতে বিষ্ণুং সমারাধ্য জাতা ধর্ম্মোপদেশকাঃ ॥ ৬
দেশকাল উপায়েন দ্রব্যং শ্রদ্ধাসমন্বিতম্ । পাত্রে প্রদীয়তে যৎ তৎ সকলং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥ ৭
ইজ্যাচারো[৩] দমোঽহিংসা দানং স্বাধ্যায়কর্ম্ম চ ।
অয়ঞ্চ পরমো ধর্ম্মো যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনম্ ॥ ৮
চত্বারো বেদধর্ম্মজ্ঞাঃ পর্ষত্ত্রৈবিদ্যমেব বা ।
স ব্রূতে যং স ধর্ম্মঃ স্যাদেকো বাধ্যাত্মবিত্তমঃ[৪] ॥ ৯
ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়-বিট্-শূদ্রা বর্ণাস্ত্বাদ্যাস্ত্রয়ো দ্বিজাঃ ।
নিষেকাদ্যাঃ শ্মশানান্তা-স্তেষাং বৈ মন্ত্রতঃ ক্রিয়াঃ ॥ ১০

কহিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, যে দেশে কৃষ্ণ (কৃষ্ণসার) মৃগ বিচরণ করে, সেই দেশের ধর্ম্ম বলিতেছি শ্রবণ কর। পুরাণ, ন্যায় ও মীমাংসা এই সকল ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদ ও চতুর্দ্দশ বিদ্যাই ধর্ম্মের আশ্রয়। মনু, বিষ্ণু, যম, অঙ্গিরা, বসিষ্ঠ, দক্ষ, সম্বর্ত্ত, শাতাতপ, পরাশর, আপস্তম্ব, উশনা, ব্যাস, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, গৌতম, শঙ্খ, লিখিত, হারীত, অত্রি ও আমি (যাজ্ঞবল্ক্য) আমরা ধর্ম্মবক্তা। ইঁহারা সকলেই বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া ধর্ম্মোপদেশক হইয়াছেন। ১-৬

শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া দেশ ও কালবিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক যোগ্য পাত্রে কোন দ্রব্য প্রদান করাই ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া কথিত হয়। যজ্ঞ, বিহিত আচার, দম, অহিংসা, দান ও স্বাধ্যায় এই সকলই পরমধর্ম্ম, এই সকল ধর্ম্মাচরণফলে আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হয়। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মোপদেশকদিগের মধ্যে প্রথমোক্ত চারিজন বেদ-ধর্ম্মজ্ঞ, অপর সকলেই ত্রিবিধ-বিদ্যাভিজ্ঞ। ইঁহারা এবং অধ্যাত্মবিৎ (তত্ত্বজ্ঞানী) ব্যক্তি যাহা উপদেশ করেন, তাহাই ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি প্রকার জাতি আছে; তাহাদিগের মধ্যে প্রথমোক্ত তিন জাতির দ্বিজ-সংজ্ঞা। দ্বিজদিগের নিষেক হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্মই সমন্ত্রক করিবে। ৭-১০

১। আপস্তম্বোশনসৌ ব্যাসঃ। ২। হারীতোঽত্রির্বিদস্তথা।
৩। ইজ্যাচারো। ৪। সব্রূতে যৎসধর্ম্মঃ স্যাদেকোবাধ্যাত্মবিত্তমঃ।

গর্ভাধানমৃতৌ পুংসঃ সবনং স্পন্দনাৎ পুরা। ষষ্ঠেঽষ্টমে বা সীমন্তঃ প্রসবে জাতকর্ম্ম চ ॥ ১১
অহন্যেকাদশে নাম চতুর্থে মাসি নিষ্ক্রমঃ। ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং মাসি চূড়াং কুর্য্যাদ্ যথাকুলম্ ॥ ১২
এবমেনঃ শমং যাতি বীজগর্ভসমুদ্ভবম্। তূষ্ণীমেতাঃ ক্রিয়াঃ স্ত্রীণাং বিবাহস্তু সমন্ত্রকঃ ॥ ১৩

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বর্ণধর্ম্মো নাম ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৩ ॥

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ

গর্ভাষ্টমেঽষ্টমে বাব্দে ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্।
রাজ্ঞামেকাদশে সৈকে বিশামেকে যথাকুলম্ ॥ ১
উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং মহাব্যাহৃতিপূর্ব্বকম্।
বেদমধ্যাপয়েদেনং শৌচাচারাংশ্চ শিক্ষয়েৎ ॥ ২

স্ত্রীদিগের ঋতু উপস্থিত হইলে গর্ভাধান, গর্ভস্পন্দনের পূর্ব্বে পুংসবন, গর্ভাধান হইলে তাহার ষষ্ঠ কিংবা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন, সন্তান প্রসব হইলে জাতকর্ম্ম, সন্তানপ্রসবের পর একাদশ দিবসে নামকরণ, চতুর্থমাসে নিষ্ক্রামণ এবং ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন করিতে হয়। পরে আপন কৌলিক নিয়মানুসারে চূড়াকার্য্য করা বিধেয়। এইরূপে যথ বিহিত কার্য্যের যথোক্ত সময়ে সেই সেই কার্য্য করিলে গর্ভসম্ভূত সমস্ত পাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়। স্ত্রী-দিগের পক্ষে উক্ত সমস্ত কার্য্যই অমন্ত্রক করিবে। কোন কার্য্যেই স্ত্রী স্বয়ং মন্ত্র পাঠ করিবে না, কেবল বিবাহকার্য্য স্ত্রীরও সমন্ত্রক করিতে হয়। ১১-১৩

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বর্ণধর্ম্ম নামক ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৩।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, গর্ভাবধি অষ্টম অথবা জন্মাবধি অষ্টম বৎসরে ব্রাহ্মণের উপনয়ন ক্রিয়া করিবে। ক্ষত্রিয়ের একাদশ বর্ষে ও বৈশ্যের দ্বাদশবর্ষে উপনয়ন সংস্কার জানিবে। এ বিষয়ে অন্য কোন মুনি বলেন—যাহার যেমন কৌলিক নিয়ম আছে, তদনুসারে উপনয়ন করাইবে, বৎসরের নিয়ম অপেক্ষণীয় নহে। গুরু মহাব্যাহৃতি পাঠপূর্ব্বক উপনয়ন করাইয়া শিষ্যকে বেদ অধ্যয়ন করাইবে এবং শৌচাচার (অর্থাৎ স্ব স্ব বর্ণের বিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্মসকল)

দিবা সন্ধ্যাসু কর্ণস্থ-ব্রহ্মসূত্র উদঙ্মুখঃ। কুর্য্যান্মূত্রপুরীষে তু রাত্রৌ চেদ্দক্ষিণামুখঃ॥ ৩
গৃহীতশিশ্নশ্চোত্থায় মৃদ্ভিরভ্যুদ্ধৃতৈর্জ্জলৈঃ। গন্ধলেপক্ষয়করং শৌচং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ॥ ৪

অন্তর্জ্জানুঃ শুচৌ দেশ উপবিষ্ট উদঙ্মুখঃ।
প্রাগ্বা ব্রাহ্মেণ তীর্থেন দ্বিজো নিত্যমুপস্পৃশেৎ॥ ৫

কনিষ্ঠাদেশিন্যঙ্গুষ্ঠমূলান্যগ্রং করস্য চ। প্রজাপতি-পিতৃ ব্রহ্ম দৈবতীর্থান্যনুক্রমাৎ॥ ৬

ত্রিঃ প্রাশ্যাপো দ্বিরুন্মৃজ্য খান্যদ্ভিঃ সমুপস্পৃশেৎ[১]।
অদ্ভিস্তু প্রকৃতিস্থাভি-হীনাভিঃ ফেনবুদ্বুদৈঃ॥ ৭

হৃৎকণ্ঠতালুগাভিস্তু যথাসংখ্যং দ্বিজাতয়ঃ। শুধ্যেরন্ স্ত্রী চ শূদ্রশ্চ সকৃৎস্পৃষ্টাভিরন্ততঃ॥ ৮
স্নানমব্দৈবতৈর্মন্ত্রৈ[২]-র্মার্জ্জনং প্রাণসংযমঃ। সূর্য্যস্য চাপ্যুপস্থানং গায়ত্র্যাঃ প্রত্যহং জপঃ॥ ৯

গায়ত্রীং শিরসা সার্দ্ধং জপেদ্ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাম্।
প্রতিপ্রণবসংযুক্তাং ত্রিরয়ং[৩] প্রাণসংযমঃ॥ ১০
প্রাণায়ামস্য সংশুদ্ধি-স্ত্র্যচেনাব্দৈবতেন তু[৪]।
জপেদাসীত সাবিত্রীং প্রত্যগাতারকোদয়াৎ॥ ১১

শিক্ষা প্রদান করিবেন। দ্বিজাতিগণ দক্ষিণকর্ণে যজ্ঞসূত্র সংস্থাপন করিয়া দিবা ও সন্ধ্যা সময়ে উত্তরাভিমুখে এবং রাত্রিতে দক্ষিণাভিমুখে মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে; পরে তদাচার ব্যক্তি উপস্থগ্রহণপূর্ব্বক উঠিয়া উদ্ধৃতজল ও মৃত্তিকা দ্বারা দুর্গন্ধ দূরীকরণার্থ হস্তমার্জ্জন ও শৌচ করিবে। ১-৪

ব্রাহ্মণগণ জানুদ্বয়ের মধ্যে শরীর রাখিয়া পবিত্র স্থানে উপবেশন করত উত্তর অথবা পূর্ব্বমুখ হইয়া ব্রাহ্মতীর্থ (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূল ভাগ) দ্বারা আচমন করিবে। কনিষ্ঠাঙ্গুলি-মূল প্রজাপতি-তীর্থ, তর্জ্জনীমূল পিতৃতীর্থ, অঙ্গুষ্ঠমূল ব্রাহ্মতীর্থ এবং সর্ব্বাঙ্গুলির অগ্রভাগ দেবতীর্থ জানিবে। পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা বারত্রয় কিঞ্চিৎ জলপানপূর্ব্বক বারদ্বয় ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া ফেন ও বুদ্বুদরহিত বিশুদ্ধ জলধারা হৃদয়, কণ্ঠ, তালু ও নাভিদেশ ক্রমে স্পর্শ করিবে। স্ত্রী এবং শূদ্র ওষ্ঠে জল স্পর্শ করিয়া হৃদয়াদি স্পর্শ করিলেই তাহাদিগের আচমন হইবে। প্রত্যহ জলদৈবত মন্ত্র দ্বারা স্নান, আপোমার্জ্জন প্রাণায়াম ও সূর্য্যোপস্থাপন করিবে. তদনন্তর প্রথমে প্রণব যুক্ত করিয়া মহাব্যাহৃতি (ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ) সহিত গায়ত্রী জপদ্বারা তিনবার প্রাণায়াম করিবে। ৫-১০

সেই দেবতার মন্ত্রত্রয়দ্বারা প্রাণায়ামের শুদ্ধতা হইয়া থাকে, সায়ংসন্ধ্যার পর নক্ষত্রদর্শন পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ করিবে এবং প্রাতঃসন্ধ্যার পরে সূর্য্যোদয় যাবৎ জপকরণানন্তর উভয় সন্ধ্যাকালে নিত্য যজ্ঞসম্পাদনপূর্ব্বক "এই আমি প্রণত হইতেছি" বলিয়া তদন্ত্য বৃদ্ধগণকে

১। মুখান্যদ্ভিস্ত সংস্পৃশেৎ। ২। স্নানং দৈবতৈর্মন্ত্রৈঃ।
৩। ত্রিবারং। ৪। স্ত্র্যচা অব্দৈবতেন চ।

সন্ধ্যাং প্রাক্ প্রাতরেবং হি তিষ্ঠেদাসূর্য্যদর্শনাৎ ।
অগ্নিকার্য্যং ততঃ কুর্য্যাৎ সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি ॥ ১২

ততোঽভিবাদয়েদ্ বৃদ্ধানসাবহমিতি ব্রুবন্ । গুরুঞ্চৈবাপ্যুপাসীত স্বাধ্যায়ার্থং সমাহিতঃ ॥ ১৩
আহূতশ্চাপ্যধীয়ীত লব্ধঞ্চাস্মৈ নিবেদয়েৎ । হিতন্তথাচরেন্নিত্যং মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ ॥ ১৪
দণ্ডাজিনোপবীতানি মেখলাঞ্চৈব ধারয়েৎ । ভিক্ষেত্ চরেদ্ভৈক্ষ্য-মনিন্দ্যোহাত্মবৃত্তয়ে ॥ ১৫
আদিমধ্যাবসানেষু ভবচ্ছব্দোপলক্ষিতা[১] । ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং ভৈক্ষচর্য্যা যথাক্রমম্ ॥ ১৬
কৃতাগ্নিকার্য্যো ভুঞ্জীত বিনীতো গুর্ব্বনুজ্ঞয়া । আপোশানক্রিয়াপূর্ব্বং সৎকৃত্যান্নমকুৎসয়ন্ ।
ব্রহ্মচর্য্যস্থিতো নৈক-মন্নমদ্যাদনাপদি ॥ ১৭
ব্রাহ্মণঃ কামমশ্নীয়াচ্ছ্রাদ্ধে ব্রতমপীড়য়ন্ । মধু মাংসং তথা দিনমিত্যাদি পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৮
স গুরুর্যঃ ক্রিয়াঃ কৃত্বা বেদমস্মৈ প্রযচ্ছতি । উপনীয় দদদ্বেদ-মাচার্য্যঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৯
একদেশমুপাধ্যায় ঋত্বিগ্‌যজ্ঞকৃদুচ্যতে । এতে মান্যা যথাপূর্ব্বমেভ্যো মাতা গরীয়সী ॥ ২০
প্রতিবেদং ব্রহ্মচর্য্যং দ্বাদশাব্দানি পঞ্চ বা । গ্রহণান্তিকমিত্যেকে কেশান্তশ্চৈব ষোড়শে ॥ ২১

প্রণাম করিবে। পরে অধ্যয়নার্থ সমাহিত হইয়া গুরুর সন্নিহিত হইবে। অধ্যয়নার্থ আহূত হইয়া অধ্যয়ন করিবে ও বাক্য মনঃ এবং কর্ম্মদ্বারা গুরুর হিতে তৎপর হইবে। দণ্ড, অজিন, উপবীত ও মেখলা ধারণ করিবে এবং নিজের জীবিকানির্ব্বাহার্থ অনিন্দিত (যাজক পাচকাদি ভিন্ন) বিপ্র হইতে ভিক্ষা করিবে। তাহাতেও এই নিয়ম রক্ষা করিতে হইবে যে, প্রথমে ব্রাহ্মণের নিকট, মধ্যে ক্ষত্রিয়ের নিকট, অন্তে বৈশ্যের নিকট উপস্থিত হইয়া "আমাকে ভিক্ষাপ্রদান করুন" বলিয়া ভিক্ষা করিবে। পরে অগ্নিকার্য্য সমাধানপূর্ব্বক গুরুকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ভোজনের আদিতে ও অন্তে আপোশান মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক (জল পান) ক্রিয়াপূর্ব্বক অন্নসংস্কার অর্থাৎ পাত্রে যথানিয়মে স্থাপন ও তুষাদি অপনয়ন করত অন্নের নিন্দা না করিয়া ভোজন করিবে। ব্রহ্মচর্য্যনিয়মে নিরাপদে অবস্থিত হওয়া আবশ্যক, একজন ব্রাহ্মণ অধিক আহার করিবে না। ব্রাহ্মণ স্বকীয় ব্রতোপঘাত না হয়, শ্রাদ্ধবিষয়ে এরূপ যদৃচ্ছাক্রমে ভোজন করিবে, কিন্তু মধু, মাংস ও দিন অর্থাৎ পর্য্যুষিতান্ন ইত্যাদি বর্জ্জন করিবে। ১১-১৮

যিনি বিধিসংস্কারে বেদাধ্যয়ন করান তিনি গুরু, যিনি উপনয়ন প্রদানপূর্ব্বক বেদশিক্ষা দেন তিনি আচার্য্য, যিনি কিয়দংশ অধ্যয়ন করান, তিনি উপাধ্যায়, আর যিনি যজ্ঞকর্ত্তা তিনি ঋত্বিক্ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহারা সকলেই আনুপূর্ব্বিক মাননীয় ; এই সকল হইলেও কিন্তু মাতাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতরা। প্রতিদিন বেদাধ্যয়ন করিবে, অথবা দ্বাদশ বৎসর, কিম্বা পঞ্চবর্ষ ব্রহ্মচর্য্যনিয়মে অবস্থিত হইবে। কোন মুনি বলেন, বেদাধ্যয়ন সমাপ্তি পর্য্যন্ত, অপর কোন মুনি বলেন, কেশচ্ছেদন সংস্কার পর্য্যন্ত

১। ভবেচ্ছব্দোপলক্ষিতা ।

আ ষোড়শাদ্দ্বাবিংশাচ্চ চতুর্ব্বিংশাচ্চ বৎসরাৎ।
ব্রহ্ম-ক্ষত্র-বিশাং কাল ঔপনায়নিকঃ পরঃ॥ ২২
অত ঊর্দ্ধং পতন্ত্যেতে সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ব্রাত্যস্তোমাদৃতে ক্রতোঃ॥ ২৩
মাতুর্যদগ্রে জায়ন্তে দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনম্। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশ-স্তস্মাদেতে দ্বিজাতয়ঃ॥ ২৪
যজ্ঞানাং তপসাঞ্চৈব শুভানাঞ্চৈব কর্ম্মণাম্।
বেদ এব দ্বিজাতীনাং নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ॥ ২৫
মধুনা পয়সা চৈব স দেবাংস্তর্পয়েদ্দ্বিজঃ।
পিতৄন্ মধু-ঘৃতাভ্যাঞ্চ ঋচোঽধীতে হি যোঽন্বহম্॥ ২৬
যজুঃ সাম পঠেৎ তদ্বদথর্ব্বাঙ্গিরসং দ্বিজঃ।
সন্তর্পয়েৎ পিতৄন্ দেবান্ সোঽন্বহং হি ঘৃতামৃতৈঃ॥ ২৭
বাকোবাক্যং পুরাণঞ্চ নারাশংসীশ্চ গাথিকাঃ।
ইতিহাসংস্তথা বেদান্ যোঽধীতে শক্তিতোঽন্বহম্॥ ২৮
সন্তর্পয়েৎ পিতৄন্ দেবান্ মাংস-ক্ষীরৌদনাদিভিঃ।
তে তৃপ্তাস্তর্পয়ন্ত্যেনং সর্ব্বকামফলৈঃ শুভৈঃ॥ ২৯
যং যং ক্রতুমধীতে চ তস্য তস্যাপ্নুয়াৎ ফলম্। ভূমিদানস্য তপসঃ স্বাধ্যায়ফলভাগ্দ্বিজঃ॥ ৩০

ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিবে। ব্রাহ্মণের ষোড়শ বৎসর, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশতিবৎসর এবং বৈশ্যের চতুর্বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত উপনয়নের চরমকাল, এই সময়ের মধ্যে উপনয়ন না হইলে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণই পতিত হয়; তখন তাহাদিগের কোন ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকার থাকে না। ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত আচরণ না করিলে তাহারা সাবিত্রীপতিত হইয়া থাকে। মাতার উদর হইতে জাত হইয়া দ্বিতীয়বার মৌঞ্জীবন্ধন (উপনয়নসংস্কার) দ্বারা জন্মান্তর গ্রহণ হয়, এই হেতু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহারা দ্বিজাতি বলিয়া অভিহিত। ১৯-২৩

যজ্ঞ, তপস্যা ও শুভকর্ম্ম এই সকল কার্য্যের মূলকারণ বেদ, অতএব একমাত্র বেদই দ্বিজাতিদিগের পরম শ্রেয়ঃসাধক। যে দ্বিজ প্রতিদিন ঋক্ অধ্যয়ন করে, সে দুগ্ধ ও মধু দ্বারা দেবগণের তর্পণ করিলে এবং মধু ও ঘৃত দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিলে যে ফল সেই ফল প্রাপ্ত হয়। যে দ্বিজ প্রতিদিন যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদের আঙ্গিরস আখ্যান পাঠ করে, তৎকর্ত্তৃক ঘৃতোদক দ্বারা পিতৃগণকে ও অমৃত (যজ্ঞীয় আহুতি) দ্বারা দেবগণকে পরিতৃপ্ত করা হয়। যে দ্বিজ প্রতিদিন বৈদিক অধ্যাত্ম, পুরাণ ও শুভবার্ত্তা সমন্বিত পুরাতন শ্লোক ইতিহাস ও বেদ (প্রত্যহ গায়ত্রী) পাঠ করে তৎকর্ত্তৃক পিতৃদেবকে মাংস, ক্ষীরান্ন ও ঘৃতোদকদ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয় অর্থাৎ পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠতর সর্ব্বাভিলষিত ফলপ্রদানদ্বারা কৃতার্থ করিয়া থাকেন; ইহাতে যে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত এবং যে

নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মচারী তু বসেদাচার্য্যসন্নিধৌ। তদভাবেঽস্য তনয়ে পত্ন্যাং বৈশ্বানরেঽপি বা॥৩১

অনেন বিধিনা দেহং সাদয়ন্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি ন চেহ জায়তে পুনঃ॥ ৩২

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বর্ণধর্ম্মো নাম চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯৪॥

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ

শৃণ্বন্তু মুনয়ো ধর্ম্মান্ গৃহস্থস্য ব্রতব্রতাঃ। গুরবে চ ধনং দত্ত্বা স্নায়াচ্চ তদনুজ্ঞয়া॥ ১
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ। অনন্যপূর্ব্বিকাং কান্তামসপিণ্ডাং যবীয়সীম্॥ ২
অরোগিণীং ভ্রাতৃমতী-মসমানার্ষগোত্রজাম্। পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্দ্ধং মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা॥ ৩

মন্ত্রাদি পঠিত হয়, শ্রাদ্ধকর্ত্তা তাহার সম্যক্ ফল লাভ করিবেন। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ব্রহ্মচারী সেই সেই ক্রিয়া দ্বারা ভূমিশয়ন ও তপস্যার ফলভোগ করতঃ আচার্য্যসমীপে বাস করিবে। আচার্য্য না থাকিলে আচার্য্যপুত্র, তদভাবে আচার্য্যপত্নী, অথবা যথাবিধি সংস্কৃতাগ্নি সন্নিধানে সম্যক্ অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য নিষ্পাদন করিবে। যে ব্রাহ্মণ পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া নিজ শরীর ও বচনকে ধর্ম্মকর্ম্মের সাধন করে, সে ব্রহ্মলোকবাসী হয়, তাহাকে পুনর্ব্বার ইহলোকে জন্ম ধারণ করিতে হয় না। ২০-৩২

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বর্ণধর্ম্ম নামক চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৪।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হে ব্রতাচারপর মুনিগণ! এক্ষণে গৃহস্থধর্ম্ম কহিতেছি শ্রবণ কর। শিষ্য গুরুকে দক্ষিণা প্রদান ও তাঁহার অনুজ্ঞাগ্রহণ পূর্ব্বক বিধি সহকারে স্নান করত ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তে সুলক্ষণা অনন্যপূর্ব্বা (যে কন্যার সহিত পূর্ব্বে অন্য কাহারও বিবাহাদিব্যবহার হয় নাই এমন), কমনীয়া, অসপিণ্ডা, সদ্বংশজাতা, তরুণা, অরোগিণী, সভ্রাতৃকা (যাহার সহোদর আছে), অসমানার্ষগোত্রা ও অবিবংশীয়া কন্যা বিবাহ করিবে। মাতামহ হইতে পঞ্চম ও পিতামহ হইতে সপ্তম পুরুষ পরিত্যাগ করিয়া কন্যা পরিগ্রহ করিবে।

দশপুরুষবিখ্যাতাৎ শ্রোত্রিয়াণাং মহাকুলাৎ।
সবর্ণঃ শ্রোত্রিয়ো বিদ্বান্ বরো দোষান্বিতো ন চ॥ ৪

যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রাদ্দারোপসংগ্রহঃ। ন তন্মম মতং যস্মাৎ তত্রায়ং জায়তে স্বয়ম্॥ ৫
তিস্রো বর্ণানুপূর্ব্বেণ দ্বে তথৈকা যথাক্রমম্। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং ভার্য্যাঃ স্বা শূদ্রজন্মনঃ॥ ৬
ব্রাহ্মো বিবাহ আহূয় দীয়তে শক্ত্যলঙ্কৃতা। তজ্জঃ পুনাত্যুভয়তঃ পুরুষানেকবিংশতিম্॥ ৭
যজ্ঞস্থায়ত্বিজে দৈবস্তাদায়ার্ষস্ত গোদ্বয়ম্। চতুর্দ্দশ প্রথমজঃ পুনাত্যুত্তরজশ্চ ষট্॥ ৮

ইত্যুক্ত্বা চরতাং ধর্ম্মং সহ যা দীয়তেঽর্থিনে।
সকায়ঃ পাবয়েৎ তজ্জঃ ষড়্‌বংশ্যানাত্মনা সহ॥ ৯
আসুরো দ্রবিণাদানাদ্ গান্ধর্ব্বঃ সমযান্মিথঃ।
রাক্ষসো যুদ্ধহরণাৎ পৈশাচঃ কন্যকাচ্ছলাৎ॥ ১০

শ্রোত্রিয়-কুলোদ্ভূত, সমানবর্ণ, বিদ্বান্, শ্রোত্রিয় ও দোষরহিত বরকেই বিবাহকার্য্যে মনোনীত করিবে। কোন কোন মুনি যে "শূদ্রকন্যাকে ব্রাহ্মণ বিবাহ করিতে পারে" বলিয়া থাকেন, তাহা আমার মত নহে; কারণ ঐ শূদ্রা স্ত্রীতে আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, অতএব ব্রাহ্মণের শূদ্রকন্যা বিবাহ অকর্ত্তব্য। ১-৫

দ্বিজাতির শূদ্রাবিবাহ আমার অভিমত নহে; অতএব ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যা এই তিনটি; ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যা এই দুইটি এবং বৈশ্য কেবল বৈশ্যকন্যামাত্র বিবাহ করিতে পারে। শূদ্র কেবল শূদ্রকন্যাই বিবাহ করিবে। বরকে যথাবিধানে আহ্বান করিয়া শক্ত্যনুরূপ অলঙ্কৃতা কন্যা প্রদান করিবে, এইপ্রকার বিবাহকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলিয়া থাকে সেই ব্রাহ্মবিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র পিতৃ মাতৃ উভয় কুলের একবিংশতি পুরুষকে পাপ ও নরক হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকে। যজ্ঞস্থিত পুরোহিতের নিকট কন্যাসমর্পণকে দৈববিবাহ বলে। বর হইতে দুইটী গো গ্রহণ করিয়া সেই গোদ্বয়ের সহিত কন্যাদানকে আর্য্য বিবাহ বলে। দৈববিবাহে কন্যার গর্ভজাত সন্তান উভয়কুলের চতুর্দ্দশপুরুষ এবং আর্য বিবাহে বিবাহিতা কন্যার গর্ভোৎপন্ন পুত্র উভয়কুলের ষট্ পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্র করিয়া থাকে। ৬-৮

"তুমি এই কন্যার সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্মাচরণ কর" এই নিয়মপূর্ব্বক কন্যা সমর্পণকে প্রাজাপত্যবিবাহ বলে। প্রাজাপত্যবিবাহে পরিণীতা কন্যার গর্ভজাত পুত্র নিজের সহিত উভয় কুলের ষট্ পুরুষ উদ্ধার করে। ধনগ্রহণপূর্ব্বক কন্যাদান করিলে সেই বিবাহকে আসুর-বিবাহ বলে। বরকন্যা পরস্পরের অনুরাগবশতঃ যে বিবাহ সম্পন্ন হয়, তাহাকে গান্ধর্ব্ববিবাহ বলে। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বলপূর্ব্বক কন্যা হরণ করিয়া আনিয়া বিবাহ করিলে তাহাকে রাক্ষসবিবাহ বলা যায়। ছল দ্বারা (নিদ্রিতা, উন্মত্তা কিংবা নির্জ্জনস্থানগতা) বালিকাকে অনিচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিলে, তাহাকে পৈশাচবিবাহ কহে। ৯-১০

চত্বারো ব্রাহ্মণস্যাদ্যাস্তথা গান্ধর্ব্ব-রাক্ষসৌ। রাজ্ঞস্তথাসুরো বৈশ্যে শূদ্রে চান্ত্যস্তু গর্হিতঃ ॥ ১১
পাণির্গ্রাহ্যঃ সবর্ণাসু গৃহ্ণীত ক্ষত্রিয়া শরম্। বৈশ্যা প্রতোদমাদদ্যাদ্বেদনে চাগ্রজন্মনঃ ॥ ১২

পিতা পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যো জননী তথা।
কন্যাপ্রদঃ পূর্ব্বনাশে প্রকৃতিস্থঃ পরঃ পরঃ ॥ ১৩

অপ্রযচ্ছন্ সমাপ্নোতি ভ্রূণহত্যামৃতাবৃতৌ। এষামভাবে দাতৄণাং কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ং বরম্ ॥১৪

সকৃৎ প্রদীয়তে কন্যা হরংস্তাং চৌরদণ্ডভাক্।
অদুষ্টাং হি ত্যজন্ দণ্ড্যঃ দুষ্টাস্তু পরিত্যজেৎ ॥ ১৫
অপুত্রাং গুর্ব্বনুজ্ঞাতো দেবরঃ পুত্রকাম্যয়া।
সপিণ্ডো বা সগোত্রো বা ঘৃতাভ্যক্ত ঋতাবিয়াৎ ॥ ১৬
আগর্ভসম্ভবং গচ্ছেৎ পতিতস্ত্বন্যথা ভবেৎ।
অনেন বিধিনা জাতঃ ক্ষেত্রজস্য ভবেৎ সুতঃ ॥ ১৭
হৃতাধিকারাং মলিনাং পিণ্ডমাত্রোপসেবিনীম্[১]।
পরিভূতামধঃশয্যাং বাসয়েদ্ব্যভিচারিণীম্ ॥ ১৮

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য এই চতুর্ব্বিধ বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত। গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস এই দ্বিবিধ বিবাহ ক্ষত্রিয়ের, আসুর বিবাহ বৈশ্যের এবং গর্হিত পৈশাচবিবাহ শূদ্র জাতির পক্ষে জানিবে। বিবাহকালে ব্রাহ্মণকন্যা কেবল বরের হস্তগ্রহণ করিবে, ক্ষত্রিয়কন্যা শর, বৈশ্যবালিকা প্রতোদ (অশ্বাদির তাড়নদণ্ড) গ্রহণ করিবে। কন্যাদানবিষয়ে প্রথমতঃ পিতা, পরে পিতামহ, ভ্রাতা, সকুল্য (দশমপুরুষপর্য্যন্ত জ্ঞাতি) ও মাতা ইহারাই অধিকারী। ইহাদের মধ্যে যাহারা প্রকৃতিস্থ (পাতিত্যাদিদোষরহিত) তন্মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিকারীর অভাবে পরবর্ত্তী ব্যক্তিকে কন্যাদানের অধিকারী জানিবে। উক্ত কন্যাদানাধিকারিগণের মধ্যে যদি কেহ বিহিত সময়মধ্যে কন্যাদান না করে, তবে ঐ কন্যার প্রতি ঋতুতেই তাহারা ভ্রূণহত্যাজনিত পাপভাগী হইবে। পূর্ব্বোক্ত কন্যাদানাধিকারিগণের মধ্যে কেহই না থাকিলে কন্যা স্বয়ং বর গ্রহণ করিবে, সেই বিবাহিত কন্যা যদি কেহ হরণ করে, তবে সে চৌর্য্যদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে। যদি কোন ব্যক্তি অদুষ্টা নারীকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই পতিও দণ্ডনীয় হইবে। তবে অত্যন্ত দুষ্টা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারে। ১১-১৫

যদি অপুত্রা স্ত্রী পুত্রাভিলাষিণী হয়, তবে শ্বশুরাদি গুরুজনের আজ্ঞাগ্রহণপূর্ব্বক ঘৃতদ্বারা অভ্যক্ত দেহ দেবর অথবা সপিণ্ডদ্বারা পুত্রোৎপাদন করিবে। যে পর্য্যন্ত গর্ভসঞ্চার হয়, সেই পর্য্যন্ত ঋতুকালে গমন করিবে; ইহার অন্যথা করিলে সে পাপী হইবে; উক্ত নিয়মানুসারে যে পুত্র উৎপাদিত হয়, সেই পুত্র ক্ষেত্রপতির (স্বামীর) হইবে। যদি কোন স্ত্রী নিজ ইচ্ছাবশতঃ ব্যভিচারিণী হয়, তবে তাহাকে মলিন বস্ত্রাদি ও অন্নমাত্র দান করিয়া নিজ গৃহেই ভূমিশয্যায়

১। পিণ্ডমাত্রোপজীবিনীমিতি সংহিতাসম্মতঃ পাঠঃ।

সোমঃ শৌচং দদৌ তাসাং গন্ধর্ব্বশ্চ শুভাং গিরম্।
পাবকঃ সর্ব্বমেধ্যত্বং মেধ্যা বৈ যোষিতো হ্যতঃ ॥ ১৯

ব্যভিচারাদৃতৌ শুদ্ধির্গর্ভে ত্যাগো বিধীয়তে[1] গর্ভভর্ত্তৃবধাদৌ চ তথা মহতি পাতকে ॥ ২০
সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্ন্যপ্রিয়ংবদা[2]। স্ত্রীপ্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথা।
অধিবিন্না তু ভর্ত্তব্যা মহদেনোঽন্যথা ভবেৎ ॥ ২১
যত্রাবিরোধং দম্পত্যোস্ত্রিবর্গস্তত্র বর্দ্ধতে ॥ ২২
মৃতে জীবতি বা পত্যৌ যা নান্যমুপগচ্ছতি। সেহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি মোদতে চোময়া সহ ॥ ২৩
ত্যজন্ দাপ্যস্তৃতীয়াংশমদ্রব্যো ভরণং স্ত্রিয়াঃ। স্ত্রীভির্ভর্ত্তৃবচঃ কার্য্যমেষ ধর্ম্মঃ পরঃ স্ত্রিয়াঃ ॥ ২৪
ষোড়শর্ত্তুনিশাঃ স্ত্রীণাং তাসু যুগ্মাসু সংবিশেৎ। ব্রহ্মচারী চ পর্ব্বাণ্যাদ্যাশ্চতস্রস্তু বর্জ্জয়েৎ ॥ ২৫

এবং গচ্ছন্ স্ত্রিয়ং ক্ষামাং মঘাং মূলাঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
লক্ষণ্যং জনয়েদেবং পুত্রং দোষবিবর্জ্জিতম্ ॥ ২৬

বাস করাইবে। স্ত্রীগণ স্বভাবতঃই শুদ্ধা; যেহেতু চন্দ্র তাহাদিগকে পবিত্রতা, গন্ধর্ব্ব মধুর বাক্য এবং অগ্নি নিয়ত পবিত্রতা প্রদান করিয়াছেন; এজন্য ব্যভিচারাদি দোষরহিতা রমণীগণকে স্বভাবতই শুদ্ধা জানিবে। রমণীগণের ব্যভিচার দোষ ঘটিলে ঋতু দ্বারা শুদ্ধি হয়, কিন্তু ব্যভিচারবশত গর্ভ হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করাই বিধি। আর যদি সেই গর্ভ বিনষ্ট করে পতিকে বিনাশ করে, কিংবা মহাপাতক (ব্রহ্মহত্যা সুরাপানাদি) করে, কিংবা স্ত্রী যদি ধূর্ত্তা, বন্ধ্যা, অনিষ্টকারিণী, অপ্রিয়বাদিনী হয়, অথবা পতির বা অন্যান্য পরিজনের দ্বেষিণীও হয়, তথাপি তাহাকে সমুচিত ভরণপোষণ করিবে। হে ঋষিগণ! অন্যথা স্বামীকে মহাপাতকী হইতে হইবে। ১৮-২১

যে গৃহে স্বামী ও স্ত্রীর কলহ না থাকে, সেই গৃহে ধর্ম্ম ও অর্থ বর্দ্ধিত এবং মনোবাসনা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। যে রমণী স্বামীর মরণান্তে জীবিত থাকিয়া ইন্দ্রিয়চরিতার্থ হেতু অন্য পুরুষকে আশ্রয় না করে, সে ইহলোকে যশস্বিনী হইয়া পরলোকে উমাদেবীর সহিত ক্রীড়া করিবে। শুদ্ধা সদ্গুণসম্পন্না, পতিব্রতা স্ত্রীকে যদি স্বামী পরিত্যাগ করে, তবে ঐ স্ত্রীর ভরণ-পোষণের নিমিত্ত স্বামীকে দায়ী হইতে হইবে। সর্ব্বদা পতির বাক্য রক্ষা করাই নারীগণের পরম ধর্ম্ম। ঋতুর প্রথম দিবস হইতে ষোড়শরাত্র স্ত্রীদিগের ঋতুকাল, পুত্রকামী স্বামী তন্মধ্যে যুগ্মদিনে স্ত্রীসংসর্গ করিবে। যাহারা ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করিবে, তাহারা পর্ব্ব (চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি এই সকল) দিবসে স্ত্রীসম্ভোগ করিবে না এবং ব্রহ্মচারীর পক্ষে ঋতুর আদ্য রাত্রিচতুষ্টয় অত্যন্ত নিষিদ্ধ। ঋতুকালে স্ত্রীসম্ভোগে মঘানক্ষত্র ও মূলা নক্ষত্র পরিহার করিবে। এই নিয়মে উৎপাদিত সন্তান সুন্দর, সবল ও ব্যাধিরহিত হইবে। ২২-২৬

১। ব্যভিচারাদৃতেঃ শুদ্ধের্গর্ভত্যাগং করোতি যা। ২। বেশ্যা বিদ্বর্ত্তব্যা প্রিয়ংবদা।

যথাকামী ভবেদ্বাপি স্ত্রীণাং বরমনুস্মরন্ । স্বদারনিরতশ্চৈব স্ত্রিয়ো রক্ষ্যা যতঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৭
ভর্তৃ-ভ্রাতৃ-পিতৃ-জ্ঞাতি-শ্বশ্রূ-শ্বশুর-দেবরৈঃ । বন্ধুভিশ্চ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ ॥ ২৮
সংযতোপস্করা দক্ষা হৃষ্টা ব্যয়পরাঙ্মুখী । শ্বশ্রূ-শ্বশুরয়োঃ কুর্য্যাৎ পাদয়োর্বন্দনং সদা ॥ ২৯
ক্রীড়া-শরীরসংস্কার-সমাজোৎসবদর্শনম্ । হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্তৃকা ॥ ৩০

রক্ষেৎ কন্যাং পিতা বাল্যে যৌবনে পতিরেব তাম্ ।
বার্দ্ধক্যে রক্ষতে পুত্রো হ্যন্যথা জ্ঞাতয়স্তথা ॥ ৩১
পতিং বিনা ন তিষ্ঠেত দিবা বা যদি বা নিশি ।
জ্যেষ্ঠাং ধর্ম্মবিধৌ কুর্য্যান্ন কনিষ্ঠাং কদাচন ॥ ৩২

দাহয়িত্বাগ্নিহোত্রেণ স্ত্রিয়ং বৃত্তবতীং পতিঃ । আহরেদ্বিধিবদ্দারানগ্নীংশ্চৈবাবিলম্বিতঃ ।
হিতা ভর্ত্তুর্দিবং গচ্ছেদিহ কীর্ত্তিমবাপ্য চ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে গৃহস্থধর্ম্মনির্ণয়ো নাম পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৫ ॥

আর স্ত্রী যদি সম্ভোগেচ্ছা প্রকাশ করে, তবে স্বস্ত্রীতে অনুরক্ত পতি, পূর্ব্বোক্ত যুগ্মরাত্রি ও নক্ষত্রবিচার পরিত্যাগ করিতে পারে। সর্ব্বত্রই স্ত্রীগণকে পতি, ভ্রাতা, পিতা, জ্ঞাতি, শ্বশুর ও দেবর রক্ষা করিবে এবং অলঙ্কার, বস্ত্র ও উত্তম ভোজনাদিদ্বারা সর্ব্বদা তাহাদিগের পরিতোষসাধন করিবে। আর নারীগণও প্রতিদিন শ্বশুর ও শ্বশ্রূকে নমস্কার করিবে এবং গৃহোপকরণ সামগ্রীসকল মার্জ্জনাদি সংস্কারপূর্ব্বক যথাবৎ সুপ্রণালীতে রক্ষা করিবে। আর অত্যন্ত ব্যয়ে পরাঙ্মুখী (মিতব্যয়ে যত্নবতী) হইবে এবং ভর্ত্তা প্রবাসগমন করিলে পত্নী দ্যূতক্রীড়া, শরীরসংস্কার (বেশভূষার পারিপাট্য) সাধন পরিত্যাগ করিবে এবং গীতবাদ্যাদির সভা ও বহুলোকসঙ্কীর্ণ উৎসবাদিবিশিষ্ট কোন স্থানে যাইবে না। তখন হাস্য পরিহাস ও পরগৃহে গমন ও শয়নাদি সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। ২৭-৩০

নারীগণ বাল্যকালে পিতা, যৌবনাবস্থায় স্বামী, বৃদ্ধাবস্থায় সন্তান এবং এ সমস্ত না থাকিলে অন্ততঃ জ্ঞাতিগণকর্ত্তৃক পালিত হইয়া থাকিবে। রমণীগণ স্বামীর অসমভিব্যাহারে দিবা অথবা রাত্রিতে অন্যস্থানে থাকিবে না। স্বামীও আবার স্বীয় পত্নীকে ধর্ম্মকর্ম্মাদিতে প্রশস্ততর করিবে। কোনমতেই পতিব্রতা স্ত্রীর প্রতি অবজ্ঞা করিবে না এবং পত্নীর মৃত্যু হইলে অগ্নিহোত্র অনলদ্বারা স্ত্রীকে দাহ করিবে; তারপর পুনর্ব্বার যথাবিধি অবিলম্বে দারগ্রহণ ও অগ্ন্যাধান করিবে। ভর্ত্তার হিতৈষিণী পত্নী ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে স্বর্গগামিনী হইয়া থাকে। ৩১-৩৩

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে গৃহস্থধর্ম নির্ণয় নামক পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৫।

ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ

বক্ষ্যে সঙ্করজাত্যাদি-গৃহস্থাদিবিধিং পরম্ ॥ ১
বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্।
জাতোঽম্বষ্ঠস্তু শূদ্রায়াং নিষাদঃ পর্শবোঽপি বা ॥ ২
মহিষ্যঃ ক্ষত্রিয়াজ্জাতো বৈশ্যায়াং ম্লেচ্ছসংজ্ঞিতঃ।
মাহিষ্যোগ্রৌ প্রজায়েতে বিট্শূদ্রাঙ্গনয়োর্নৃপাৎ ॥ ৩

শূদ্রায়াং করণো বৈশ্যাদ্বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ। ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সূতো বৈশ্যাদ্বৈদেহকস্তথা। শূদ্রাজ্জাতস্তু চাণ্ডালঃ সর্ব্বধর্ম্মবিগর্হিতঃ ॥ ৪
ক্ষত্রিয়া মাগধং বৈশ্যাচ্ছূদ্রাৎ ক্ষত্তারমেব চ। শূদ্রাদায়োগবং বৈশ্যা জনয়ামাস বৈ সুতম্ ॥ ৫
মাহিষ্যেণ করণ্যাস্তু রথকারঃ প্রজায়তে। অসৎসন্তস্তু[1] বিজ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ ॥ ৬

জাত্যুৎকর্ষো যুগে[2] জ্ঞেয়ঃ সপ্তমে পঞ্চমেঽপি বা।
ব্যত্যয়ে কর্ম্মণাং সাম্যং পূর্ব্ববচ্চোত্তরাধরম্ ॥ ৭
কর্ম্ম স্মার্ত্তং বিবাহাগ্নৌ কুর্ব্বীত প্রত্যহং গৃহী।
দায়কালাহৃতেনাপি[3] শ্রৌতং বৈবাহিকাগ্নিষু ॥ ৮

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—অতঃপর সঙ্কর জাতির উৎপত্তি ও গৃহস্থাদিগের প্রকৃতধর্ম্ম বলিতেছি। বিপ্র হইতে ক্ষত্রিয়াতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত, বৈশ্যকন্যাতে অম্বষ্ঠ, আর শূদ্রাতে নিষাদ অথবা পর্শবনামক জাতি বিশেষ জন্মিয়াছে। ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে মাহিষ্য এবং শূদ্রাতে উগ্র নামক ম্লেচ্ছ জন্মিয়াছে। বৈশ্য হইতে শূদ্রাতে করণ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রাহ্মণীতে ক্ষত্রিয় হইতে সূত, বৈশ্য হইতে বৈদেহ ও শূদ্র হইতে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত চণ্ডাল উৎপন্ন হইয়াছে। বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়াতে মাগধ ও শূদ্রাতে ক্ষত্তা জাতির উৎপত্তি। বৈশ্যাতে শূদ্রকর্ত্তৃক অয়োগব নামে জাতিবিশেষ উৎপন্ন হইয়াছে, আর মাহিষ্য কর্ত্তৃক করণ জাতীয় স্ত্রীতে রথকার (ছুতর) জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারা অপকৃষ্ট জাতিমধ্যে গণ্য হইয়া থাকে ১—৬

কর্ম্মের উৎকর্ষাপকর্ষে জাতিগত উৎকর্ষাপকর্ষ হইয়া থাকে। অতএব দ্বিজাতিগণই সকলের প্রধান। যে উৎকৃষ্ট কর্ম্ম করে, তাহার উত্তম কুলে, আর যে নিকৃষ্ট কর্ম্ম করে তাহার অপকৃষ্ট কুলে জন্ম হয়। তবে এতন্মধ্যেও দ্বিতীয়, সপ্তম ও পঞ্চম অর্থাৎ অম্বষ্ঠ, সূত ও মাহিষ্য ইহারা অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ। গৃহিগণ বিবাহদিবসীয় সংস্কৃত অগ্নিকে রক্ষা করত তাহাতে স্মৃত্যুক্ত নিত্য হোম করিবে। এবং বিশেষ অনুষ্ঠান কালে সেই অগ্নিতে শ্রুত্যুক্ত

১। অসৎসন্তাস্তু বৈ জ্ঞেয়াঃ। ২। জাত্যুৎকর্ষাদ্ দ্বিজো জ্ঞেয়ঃ।
৩। দায়কালাহৃতে বাপি।

শরীরচিন্তাং নির্ব্বর্ত্ত্য কৃতশৌচবিধির্দ্বিজঃ। প্রাতঃসন্ধ্যামুপাসীত দন্তধাবনপূর্ব্বকম্ ॥ ৯

হুত্বাগ্নৌ সূর্য্যদৈবত্যান্ জপেন্মন্ত্রান্ সমাহিতঃ।
বেদার্থানধিগচ্ছেচ্চ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ১০

যোগক্ষেমাদিসিদ্ধ্যর্থমুপেয়াদীশ্বরং গৃহী। স্নাত্বা দেবান্ পিতৄংশ্চৈব তর্পয়েদর্চ্চয়েৎ তথা ॥ ১১

বেদাথর্ব্ব পুরাণানি সেতিহাসানি শক্তিতঃ।
জপ-যজ্ঞপ্রসিদ্ধ্যর্থং বিদ্যাঞ্চাধ্যাত্মিকীং জপেৎ ॥ ১২

বলিকর্ম্ম-স্বধাহোম-স্বাধ্যায়াতিথিসৎক্রিয়াঃ। ভূত-পিত্রমর-ব্রহ্ম-মনুষ্যাণাং মহামখাঃ ॥ ১৩

দেবেভ্যশ্চ হুতশাদৌ ক্ষিপেৎ ভূতবলিং হরেৎ।
অন্নং ভূমৌ চ চাণ্ডাল-বায়সেভ্যশ্চ নিক্ষিপেৎ ॥ ১৪

অন্নং পিতৃমনুষ্যেভ্যো দেয়মপ্যন্বহং জলম্। স্বাধ্যায়মন্বহং কুর্য্যান্ন পচেদন্নমাত্মনে ॥ ১৫

বাল-স্ববাসিনী[1]-বৃদ্ধ-গর্ভিণ্যাতুর-কন্যকাঃ।
সম্ভোজ্যাতিথিভৃত্যাংশ্চ দম্পত্যোঃ শেষভোজনম্ ॥ ১৬

প্রাণাগ্নিহোত্রবিধিনাশ্নীয়াদন্নমকুৎসয়ন্। মিতং বিপক্কং হিতং ভক্ষ্যং বালাদিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭

আপোশানেনোপরিষ্টাদধস্তাচ্চৈব ভুঞ্জতা[2]। অনগ্নমমৃতঞ্চৈব কার্য্যমন্নং দ্বিজন্মনা ॥ ১৮

হোমও নির্ব্বাহ করিবে। ব্রাহ্মণ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া আগামী দিবসের শরীরচিন্তা নিষ্পাদন করত শৌচাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে দন্তধাবন করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনা করিবে। তৎপরে সূর্য্যাদি দেবতার হোম করিয়া মন্ত্র জপ করিবে এবং বেদাদি বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিবে। ৬-১০

তারপর যোগসাধনের মঙ্গলার্থ ঈশ্বরের উপাসনা করিবে। অনন্তর মধ্যাহ্ন সময়ে স্নান করিয়া পিতৃতর্পণ, শ্রাদ্ধ, বেদ, পুরাণ, ইতিহাস ও জপযজ্ঞাদি সিদ্ধির নিমিত্ত আধ্যাত্মিকী বিদ্যা জপ করিবে, এবং বলিবৈশ্বকর্ম্ম, অধ্যয়ন, হোম, অতিথিসৎকার ও পিত্রাদিতর্পণ করিবে। ভূতগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, ব্রাহ্মণগণ ও মনুষ্যগণের প্রীতিজনক কার্য্যদ্বারা দিনাতিপাত করিবে, আর অগ্নিতে দেবতার উদ্দেশে হোম করিয়া প্রাণিগণের তৃপ্ত্যর্থ বলি-প্রদান করিবে। তারপর কাক ও চণ্ডালগণের নিমিত্ত ভূমিতে অন্নক্ষেপ করিবে। এইরূপে প্রত্যহই পিতৃশ্রাদ্ধ, মনুষ্যদিগকে অন্নদান ও জলদান করিতে হয়। প্রতিদিন অধ্যয়ন করিবে, কিন্তু আপনার আহারার্থ অন্নপাক করিতে নাই। ১১-১৫

বালক, বৃদ্ধ, গর্ভিণী ও পীড়িত ব্যক্তিদিগকে অগ্রে ভোজন করাইয়া গৃহস্বামী ও পত্নী সর্ব্বশেষে ভোজন করিবে। ভোজনের পূর্ব্বে পঞ্চপ্রাণকে পঞ্চাহুতি প্রদানপূর্ব্বক ভোজনীয় অন্নব্যঞ্জনের নিন্দা না করিয়া ভোজন করিবে। পরিমিত ও সুখে জীর্ণ হয় এমন ভক্ষ্যবস্তু সন্তান সন্ততিকে অগ্রে ভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিবে। ভোজনের পূর্ব্বে ও

১। সুবাসিনী। ২। ভুঞ্জতে।

অতিথিভ্যস্তু বর্ণেভ্যো দেয়ং শক্ত্যানুপূর্ব্বশঃ ।
অপ্রণোদ্যোঽতিথিঃ সোঽন্নমপি নাত্র বিচারণা ॥ ১৯
সংকৃত্য ভিক্ষবে ভিক্ষা দাতব্যা সুব্রতায় চ ।
আগতান্ ভোজয়েৎ সর্ব্বান্ মহোক্ষং শ্রোত্রিয়ায় চ ॥ ২০
প্রতিসংবৎসরঞ্চার্য্যাঃ স্নাতকাচার্য্য-পার্থিবাঃ ।
প্রিয়ো বিবাহ্যশ্চ তথা যজ্ঞং প্রত্যৃত্বিজঃ[1] পুনঃ ॥ ২১
অধ্বনীনোঽতিথিঃ প্রোক্তঃ শ্রোত্রিয়ো বেদপারগঃ ।
মান্যাবেতৌ গৃহস্থস্য ব্রহ্মলোকমভীপ্সতঃ ॥ ২২
পরপাকরুচির্ন স্যাদনিন্দ্যামন্ত্রণাদৃতে । বাক্-পাণি-পাদচাপল্যং বর্জ্জয়েচ্চাতিভোজনম্ ॥ ২৩
শ্রোত্রিয়ং বাতিথিং তৃপ্ত-মাসীমান্তাদনুব্রজেৎ । অহঃশেষং সহাসীত শিষ্টৈরিষ্টৈশ্চ বন্ধুভিঃ ॥ ২৪
উপাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং হুত্বাগ্নী ভোজনং ততঃ ।
কুর্য্যাদ্ ভৃত্যৈঃ সমাযুক্তশ্চিন্তয়েদাত্মনো হিতম্ ॥ ২৫
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় মান্যো বিপ্রো ধনাদিভিঃ ।
বৃদ্ধার্ত্তানাং সমাদেয়ঃ পন্থা বৈ ভাববাঞ্ছিনাম্ ॥ ২৬

ভোজনান্তে আপোশান কর্ম্ম করিবে। ব্রাহ্মণগণ অন্নপাক করিয়া কোন পাত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে। সর্ব্ববর্ণ আগন্তুক অতিথিকে যথাশক্তি অন্নপ্রদান করিবে। অতিথি যদি অন্যজাতও হয়, তথাপি সে অতিথি-বিধায় মাননীয়, ইহাতে সন্দেহমাত্রও করিবে না। গৃহস্থ যদি দরিদ্রও হয় তথাপি আহরণ করিয়াও সাধুশীল ভিক্ষুকে ভিক্ষা প্রদান করিবে। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে ভোজনার্থ মহোক্ষ প্রদান করিবে। ১৬-২০

স্নাতক, আচার্য্য, রাজা, সুহৃৎ, বৈবাহিক ও বিপন্নব্যক্তিদিগকে প্রতিবৎসর ভোজনাদি দ্বারা প্রীত করা বিধেয়। বেদপারগ ব্রাহ্মণকে শ্রোত্রিয়, আর পথিককে অতিথি বলে। শ্রোত্রিয় ও অতিথি উভয়ই ব্রহ্মলোকাকাঙ্ক্ষী গৃহস্থের মাননীয় জানিবে। সাধুশীল ব্যক্তির নিমন্ত্রণ ভিন্ন পরকীয় পাকান্ন ভোজনে প্রবৃত্ত হইবে না। বাক্, হস্ত ও পাদ এ সকলের চাঞ্চল্য (বৃথা প্রয়োগ), এবং অতি ভোজন বর্জ্জন করিবে। শ্রোত্রিয় কিংবা অতিথির প্রীত্যর্থ তাঁহার প্রতিগমন সময়ে পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটীর সীমা পর্য্যন্ত গমন করিবে। সাধুশীল সুহৃদাদিসহ একত্র সুখোপবেশনে দিবার শেষভাগ অতিক্রম করিয়া সায়ংসন্ধ্যা উপাসনান্তর হোমকার্য্য সমাধান করিবে। পরে ভৃত্যগণের সহিত নিজের হিতার্থ পরামর্শ করিবে। ২১-২৫

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া ধনদানাদি দ্বারা ব্রাহ্মণকে তুষ্ট করিবে এবং বৃদ্ধের রীতি (পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনা) ও আর্ত্তের রীতি (ঈশ্বরভক্তি) অবলম্বনপূর্ব্বক ভাবনাতী

---

[1] । তথা বঃ প্রত্যৃত্বিজঃ পুনঃ ।

ইজ্যাধ্যয়ন-দানানি বৈশ্যস্য ক্ষত্রিয়স্য চ ।
প্রতিগ্রহোঽধিকো বিপ্রে যাজনাধ্যাপনে তথা ॥ ২৭
প্রধানং ক্ষত্রিয়ে ধর্ম্মঃ প্রজানাং প্রতিপালনম্ ।
কুসীদ-কৃষি-বাণিজ্যং পাশুপাল্যং বিশঃ স্মৃতম্ ॥ ২৮
শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা দ্বিজো যজ্ঞং ন হাপয়েৎ ।
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়সংযমঃ ॥ ২৯
দমঃ ক্ষমার্জ্জবং দানং সর্ব্বেষাং ধর্ম্মসাধনম্ ।
আচরেৎ সদৃশীং বৃত্তিমজিহ্মামশঠাং তথা ॥ ৩০
ত্রৈবার্ষিকাধিকান্নো যঃ স সোমং পাতুমর্হতি ।
যস্যান্নং বার্ষিকং যস্ত কুর্য্যাৎ প্রাক্‌সৌমিকীং ক্রিয়াম্ ॥ ৩১
প্রতিসংবৎসরং সোমঃ পশুপ্রত্যয়নং তথা । কর্ত্তব্যাগ্রয়ণেষ্টিশ্চ চাতুর্ম্মাস্যানি যত্নতঃ ॥ ৩২
এষামসম্ভবে কুর্য্যাদিষ্টিং বৈশ্বানরীং দ্বিজঃ । হীনকল্পং ন কুর্ব্বীত সতি দ্রব্যেঽফলপ্রদম্ ॥ ৩৩
চাণ্ডালো জায়তে যজ্ঞকরণাচ্ছূদ্রভিক্ষিতাৎ ।
যজ্ঞার্থলব্ধমদদদ্ভাসঃ[1] কাকোঽপি বা ভবেৎ ॥ ৩৪

রীতি (ক্রতুযজ্ঞাদি পারিশ্রমিক কার্য্য) অনুষ্ঠান করিবে। যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও দানাদি কার্য্যসকল ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরও কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, প্রতিগ্রহ, যাজন ও অধ্যাপন এই সকল কর্ম্ম ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। কুসীদ (সুদগ্রহণ), কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য, পশুপালন এই সকল বৈশ্যজাতির নিত্যকর্ম্ম। শূদ্রগণ কেবল দ্বিজজাতির শুশ্রূষা করিবে, ইহাই তাহাদিগের প্রশস্ত ধর্ম্ম। দ্বিজগণ প্রতিদিবসীয় কর্ত্তব্য যজ্ঞ পরিত্যাগ করিবে না। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়সংযম, দম, ক্ষমা, সরলতা ও দান এই সকল সর্ব্ববর্ণের বিহিত ধর্ম্ম। সকল বর্ণই স্ব স্ব জাতীয় বৃত্তি আচরণ করিবে, তখন তাহাতে শঠতা ও দর্প পরিহার করিতে হইবে। ২৬-৩০

যে ব্যক্তির বর্ষত্রয়ের উপযোগী অন্ন সঞ্চিত আছে, সে সোমরসপানের উপযুক্ত পাত্র। আর যে ব্যক্তির একবর্ষের অন্ন সঞ্চিত আছে, সে সোমপানের পূর্ব্বকর্ত্তব্য কার্য্যের অধিকারী। সোমযাগ, পশুযাগ, গ্রহণেষ্টি ও চাতুর্ম্মাস্য ব্রত এই সকল কার্য্য প্রতিবৎসর করিতে হয়। এক বৎসরের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল করিতে না পারিলেও অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অবশ্য করিবে। অভীষ্ট দ্রব্যসকলের অভাবে কোনরূপেও অঙ্গহীন কার্য্য করিবে না, তাহা হইলেই সেই কার্য্য ফল প্রদান করিতে পারে। শূদ্রের নিকট হইতে ভিক্ষা করত সেই ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য দ্বারা কোন যজ্ঞ করিলে সেই যজ্ঞকর্ত্তা চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হয়। যজ্ঞার্থ সমাহৃত দ্রব্য ভক্ষণ করিলে সেই ব্যক্তি কাকরূপে জন্মগ্রহণ করে। যাহার কোষপূর্ণ থাকে

১। যজ্ঞার্থলব্ধং নাদদ্যাদ্ ভাসঃ।

কুসূলকুম্ভীধান্যো বা ত্রৈহিকোঽশ্বস্তনোঽপি বা।
জীবেদ্বাপি শিলোঞ্ছেন শ্রেয়ানেষাং পরঃ পরঃ॥ ৩৫
ন স্বাধ্যায়বিরোধ্যর্থমীহেত ন যতস্ততঃ।
রাজান্তেবাসিযাজ্যেভ্যঃ সীদন্নিচ্ছেদ্ধনং ক্ষুধা॥ ৩৬
দম্ভহৈতুক-পাষণ্ডি-বকবৃত্তীংশ্চ বর্জ্জয়েৎ।
শুক্লাম্বরধরো নীচং[1] কেশ-শ্মশ্রু-নখঃ শুচিঃ॥ ৩৭
ন ভার্য্যাদর্শনেঽশ্নীয়াৎ নৈকবাসা ন সংস্থিতঃ।
অপ্রিয়ন্ন বদেজ্জাতু ব্রহ্মসূত্রী বিনীতবান্॥ ৩৮
দেবাদীন্ দক্ষিণান্ কুর্য্যাৎ যষ্টিমান্ সকমণ্ডলুঃ।
ন তু মেহেন্নদীচ্ছায়াভস্মগোষ্ঠাম্বুবর্ত্মসু। ন প্রত্যগ্ন্যর্কগোসোম-সন্ধ্যাম্বুস্ত্রীদ্বিজন্মনাম্॥ ৩৯
নেক্ষেতার্কং ন নগ্নাং[2] স্ত্রীং ন চ সংসৃষ্টমৈথুনাম্।
ন চ মূত্রং পুরীষং বা স্বপেৎ প্রত্যক্‌শিরা ন চ॥ ৪০
ষ্ঠীবনাসৃক্‌শকৃন্মূত্র-বিষাণ্যপ্সু ন সংক্ষিপেৎ।
পাদৌ প্রতাপয়েন্নাগ্নৌ ন চৈনমভিলঙ্ঘয়েৎ॥ ৪১

আছে, দিনত্রয়ের আহারোপযোগী শস্য সঞ্চিত রহিয়াছে কিংবা যাহার কেবল আগামী দিবসের আহারীয় দ্রব্যের সংগ্রহ আছে, আর যে ব্যক্তি উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রতিদিনের আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহ করে, এই সকলের পরপর সুখের তারতম্য হইয়া থাকে। ৩১-৩৫

যাহাতে স্বাধ্যায়ের ব্যাঘাত হয়, এরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিবে না। যদি অন্নাভাবে ক্ষুধা-জনিত ক্লেশ উপস্থিত হয়, তবে রাজা, ছাত্র কিংবা স্বজাতীয় হইতেও অর্থ প্রার্থনা করিতে পারে। দাম্ভিকবৃত্তি (দম্ভ করিয়া অর্থোপার্জ্জন), হৈতুক (তর্কপন্থী) ও পাষণ্ডবৃত্তি আশ্রয় করা কর্ত্তব্য নহে। সর্ব্বদা শুভ্রবস্ত্র পরিধান, কেশ, শ্মশ্রু ও পবিত্র নখধারণ করিবে, ভার্য্যার সম্মুখে বা একবস্ত্রধারী হইয়া ভোজন করিবে না। অপরাপরের প্রতি অপ্রিয়বাক্য কখনও প্রয়োগ করিবে না; সর্ব্বদা ব্রহ্মসূত্রধারী ও বিনীত হওয়া কর্ত্তব্য। যষ্টি ও কমণ্ডলুধারী হইয়া দেবাদির প্রদক্ষিণ করা বিধেয়। নদীতে, বৃক্ষাদির ছায়ায়, ভস্মে, গোষ্ঠে, জলে ও পথে মূত্রত্যাগ করিবে না। অগ্নি, অর্ক, গো, চন্দ্র, পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক্, জল, স্ত্রী ও ব্রাহ্মণের সম্মুখীন হইয়া মূত্র পরিত্যাগ বিধেয় নহে। উদয় ও অস্তোন্মুখ সূর্য্যদর্শন অবিধেয় এবং নগ্না কিংবা মৈথুনাসক্তা স্ত্রী, আর মূত্র ও পুরীষ কদাচ অবলোকন করিবে না; আর পশ্চিমশীর্ষ হইয়া শয়ন সর্ব্বদা নিষিদ্ধ। ৩৬-৪০

নিষ্ঠীবন (থু থু), রক্ত, বিষ্ঠা, মূত্র ও বিষ জলে নিক্ষেপ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। পাদদ্বয়

১। নিত্যং। ২। নেক্ষেতাপ্যর্কনগ্নাং।

পিবেদঞ্জলিনা তোয়ং ন সুপ্তং প্রবোধয়েৎ।
নাক্ষৈঃ ক্রীড়েন্ন কিতবৈর্ব্যাধিতৈশ্চ ন সংবিশেৎ ॥ ৪২
বিরুদ্ধং বর্জ্জয়েৎ কর্ম প্রেতধূমং নদীতটম্। কেশভস্মতুষাঙ্গারং কপালেষু চ সংস্থিতিম্ ॥ ৪৩
নাচক্ষীত ধয়ন্তীং গাং নাদ্বারেণাবিশেৎ ক্বচিৎ।
ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্ণীয়াল্লুব্ধস্যোচ্ছাস্ত্রবর্ত্তিনঃ ॥ ৪৪
অধ্যায়ানামুপাকর্ম শ্রাবণ্যাং শ্রবণে ন চ।
হস্তে চৌষধিভাবে বা পঞ্চম্যাং শ্রাবণস্য চ ॥ ৪৫
পৌষমাসস্য রোহিণ্যামষ্টকায়ামথাপি বা।
জলান্তে ছন্দসাং কুর্য্যাদুৎসর্গং বিধিবদ্বহিঃ ॥ ৪৬
ত্র্যহং প্রেতেষ্বনধ্যায়ঃ শিষ্যর্ত্বিগ্গুরুবন্ধুষু। উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে স্বশাখশ্রোত্রিয়ে মৃতে ॥ ৪৭
সন্ধ্যাগর্জ্জিতনির্ঘাত-ভূকম্পোল্কানিপাতনাৎ। সমাপ্য বেদং দ্যুনিশমারণ্যকমধীত্য চ ॥ ৪৮
পঞ্চদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যামষ্টম্যাং রাহুসূতকে। ঋতুসন্ধিষু ভুক্ত্বা বা শ্রাদ্ধিকং প্রতিগৃহ্য চ ॥ ৪৯
পশুমণ্ডূকনকুল-শ্বাহিমার্জ্জারশূকরৈঃ। কৃতেঽন্তরে ত্বহোরাত্রং শক্রপাতে তথোচ্ছ্রয়ে ॥ ৫০
শ্বক্রোষ্টুগর্দ্দভোলূক-সামবাণার্ত্তনিঃস্বনে। অমেধ্যশবশূদ্রান্ত্য-শ্মশানপতিতান্তিকে ॥ ৫১
দেশেঽশুচৌ বর্ত্মনি চ বিদ্যুৎস্তনিতসংপ্লবে। ভুক্ত্বার্দ্রপাণিরম্ভোঽন্ত-রর্দ্ধরাত্রেঽতিমারুতে ॥ ৫২

অগ্নিতে তাপন, অগ্নিউল্লঙ্ঘন, অঞ্জলিদ্বারা জলপান, নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগরিতকরণ, ধূর্ত্ত-ব্যক্তির সহিত পাশক্রীড়া ও ব্যাধিত ব্যক্তির সহিত একত্র সংসর্গ কর্ত্তব্য নহে। প্রেতদেহের ধূমগ্রহণ ও নদীতীরে বাস নিতান্ত বিরুদ্ধবিধায় বর্জ্জন করিবে। ছিন্নকেশ, ভস্ম, তুষ, অঙ্গার ও নৃকপালে অবস্থান করিবে না। জলপানাসক্ত গোকে নিবারণ করিবে না এবং দ্বার ব্যতীত অন্যস্থান দিয়া গৃহাদিতে প্রবেশ করা উচিত নহে। শাস্ত্রলঙ্ঘনকারী ও লুব্ধরাজার নিকট ধন প্রার্থনা করিবে না। শ্রাবণাপূর্ণিমা, শ্রবণানক্ষত্র, হস্তানক্ষত্র, শ্রাবণপঞ্চমী, পৌষমাসের রোহিণী এবং অষ্টকাদিতে উপাকর্ম্ম (সংস্কারপূর্ব্বক বেদপাঠ) করিবে না এবং পুরীর বহির্ভাগে জলসমীপে বিধিপূর্ব্বক মূত্র পুরীষোৎসর্গ করিবে। ৪১-৪৬

শিষ্য, পুরোহিত, গুরু ও বন্ধুর মরণে ত্রিরাত্র অনধ্যায় জানিবে ; উপাকর্ম্ম সম্পূর্ণ হইলে ; স্বশাখশ্রোত্রিয় মরণে, সন্ধ্যাগর্জ্জনে, নির্ঘাত ও ভূকম্পন হইলে, উল্কাপাতে, বেদসমাপ্তিতে ও আরণ্যকোপনিষদ অধ্যয়নান্তে, অনধ্যায় গণ্য করিবে। পূর্ণিমা, অমাবস্যা, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণে, ঋতুসন্ধিতে ভোজনান্তে এবং শ্রাদ্ধীয়দ্রব্য গ্রহণের পর অধ্যয়ন করিবে না ; আর পশু, মণ্ডূক, নকুল, কুক্কুর, সর্প, মার্জ্জার ও শূকর যদি পাঠকালে গুরুশিষ্যের মধ্য দিয়া গমন করে, তাহা হইলে এবং বজ্রপাতান্তে অহোরাত্র অনধ্যায় জানিবে। ৪৭-৫০

কুক্কুর, শৃগাল, গর্দ্দভ, পেচক, বালক ও পীড়িত ব্যক্তির আর্ত্তরবে এবং অপবিত্র শব, শূদ্র, নীচ ও পতিত ব্যক্তি নিকটবর্ত্তী হইলে অনধ্যায় হইবে। অশুচি স্থানে, পথে, বিদ্যুদ্গর্জ্জনে,

দিগ্দাহে পাংশুবর্ষেষু সন্ধ্যানীহারভীতিষু। ধাবতঃ পূতিগন্ধে চ শিষ্টে চ গৃহমাগতে ॥ ৫৩
খরোষ্ট্রযানহস্ত্যশ্ব-নৌবৃক্ষগিরিরোহণে। সপ্তত্রিংশদনধ্যায়া-নেতাংস্তাৎকালিকান্ বিদুঃ ॥ ৫৪

দেবর্ত্বিক্স্নাতকাচার্য্য-রাজ্ঞাং ছায়াং পরস্ত্রিয়াঃ।
নাক্রামেদ্রক্তবিণ্মূত্র-ষ্ঠীবনোদ্বর্ত্তনানি চ ॥ ৫৫

বিপ্রাহিক্ষত্রিয়াত্মানো নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন। দূরাদুচ্ছিষ্টবিণ্মূত্র-পাদাম্ভাংসি সমুৎসৃজেৎ ॥ ৫৬

শ্রুতিস্মৃত্যুক্তমাচারং কুর্য্যান্মর্ম্মাণি ন স্পৃশেৎ।
ন নিন্দাতাড়নে কুর্য্যাৎ সুতং শিষ্যঞ্চ তাড়য়েৎ ॥ ৫৭

আচরেৎ সর্ব্বদা ধর্ম্মং তদ্বিরুদ্ধঞ্চ নাচরেৎ। মাতাপিত্রতিথীঢ্যাদ্যৈ-র্বিবাদং নাচরেদ্ গৃহী ॥ ৫৮
পঞ্চ পিণ্ডাননুদ্ধৃত্য ন স্নায়াৎ পরবারিষু। স্নায়ান্নদীপ্রস্রবণদেবখাতহ্রদেষু চ ॥ ৫৯
বর্জ্জয়েৎ পরশয্যাপি ন চান্নাদ্যাদনাপদি। কদর্য্যবদ্ধবৈরাণাং তথা চানগ্নিকস্য চ ॥ ৬০
বেদাভিশংসবার্দ্ধুষ্য-গণিকাগণদীক্ষিণাম্। শাঠ্যাতুরচিকিৎসানাং ক্লীবরঙ্গোপজীবিনাম্ ॥ ৬১

ক্রূরোগ্রপতিত-ব্রাত্য-নাস্তিকোচ্ছিষ্টভোজিনাম্।
মাংসবিক্রয়িণশ্চৈব স্ত্রীজিতগ্রামযাজিনাম্ ॥ ৬২

ভোজনান্তে, আর্দ্রহস্তে, জলমধ্যে, অর্দ্ধরাত্রে, ঝঞ্ঝাবাতপ্রবাহে, দিগ্দাহে, ধূলিবর্ষণে, সন্ধ্যা-সময়ে এবং হিমপাতে (কুয়াসায়) অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। কদাচ ধাবমান উপাধ্যায়ের নিকট অধ্যয়ন করিবে না; আর সাধু ব্যক্তি স্বগৃহে সমাগত হইলে বেদাধ্যয়নের বিরাম করিবে। গর্দ্দভ, উষ্ট্র, যান, হস্তী, অশ্ব, বৃক্ষ, নৌকা ও পর্ব্বতারোহণে অনধ্যায় জানিবে। যে সকল উক্ত হইল, ইহা কেবল তৎকালিক অনধ্যায় বলিয়া গণ্য হইবে। বেদোদিত কার্য্য ঋত্বিক্, স্নাতক, আচার্য্য ও রাজা, ইহাদিগের ছায়া, পরস্ত্রী, রক্ত, বিষ্ঠা মূত্র, নিষ্ঠীবন ও তৈলাদি, উদ্বর্ত্তন সামগ্রী উল্লঙ্ঘন করিতে নাই। ব্রাহ্মণ, রাজা, সর্প ও জীবনকে কোনক্রমে অবজ্ঞা করিবে না; উচ্ছিষ্ট, বিষ্ঠা ও মূত্র দূর হইতেই অস্পৃষ্টভাবে পরিহার করিবে। বেদ ও স্মৃত্যুক্ত আচার পালন করত অন্তরে কোন অনুতাপ অনুভব করিবে না এবং উক্ত আচারের নিন্দাবাদও করিবে না। শাসনার্থ পুত্র ও শিষ্যকে তাড়না করিবে। ৫১-৫৭

সর্ব্বদা ধর্ম্মাচরণ বিধেয়, অধর্ম্মাচরণ উচিত নহে। মাতা, পিতা, অতিথি ও ধনী ব্যক্তির সহিত হেতুসত্ত্বেও অতিশয় বিবাদ করা অকর্ত্তব্য। পরকীয় জলাশয়ে পঞ্চ মৃৎপিণ্ড উদ্ধার না করিয়া স্নান বিধেয় নহে, কিন্তু নদী, পর্ব্বত, প্রস্রবণ, দেবখাত ও হ্রদে উক্ত নিয়ম পালন না করিলেও দোষ নাই। কদাচ পরশয্যায় শয়ন করিবে না এবং বিপদ্গ্রস্ত না হইলে কদর্য্য অন্ন, শত্রুর অন্ন ও নিরগ্নিক ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন কদাচ করিবে না। বেদবাদজীবি, পরদোষঘোষণাকারী, বার্দ্ধুষিক (সুদখোর), বেশ্যাগণের দীক্ষাদাতা ব্রাহ্মণ, চিকিৎসক, নপুংসক, রঙ্গাজীব, দুষ্টাশয়, উগ্রস্বভাব, ব্রাত্য (যথাকালে যাহাদিগের উপনয়ন হয় নাই), নাস্তিক, উচ্ছিষ্টভোজী, মাংসবিক্রয়ী, স্ত্রৈণ, গ্রামযাজী, প্রজাপীড়ক

পলাণ্ডুলশুনাদীনি জগ্ধ্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ।
শ্রাদ্ধে দেবান্ পিতৄন্ অর্চ্চ্য খাদেন্মাংসং ন দোষভাক্ ॥ ৭২
বসেৎ স নরকে ঘোরে দিনানি পশুরোমভিঃ। সম্মিতানি দুরাচারো যো হন্ত্যবিধিনা পশূন্ ॥৭৩
মাংসং সন্ত্যজ্য সম্প্রাপ্য কামান্ যাতি ততো হরিম্ ॥ ৭৪

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে গৃহস্থবিধি র্নাম ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৬ ॥

সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ

দ্রব্যশুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি তান্নিবোধত সত্তমাঃ। সৌবর্ণরাজতাব্জানাং শাকরজ্জ্বাদিচর্ম্মণাম্[1]।
পাত্রাণাঞ্চাসনানাঞ্চ বারিণা শুদ্ধিরিষ্যতে ॥ ১
উষ্ণবারিঃ স্রুক্স্রুবযোর্ধান্যানাং প্রোক্ষণেন চ।
তক্ষণাদ্দারুশৃঙ্গাদের্যজ্ঞপাত্রস্য মার্জ্জনাৎ ॥ ২

ভোজন করিলে দিনত্রয় উপবাসে নিস্তার হইবে; পলাণ্ডু ও লশুনাদি ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। শ্রাদ্ধাদিতে দেবতা ও পিতৃলোকদিগকে নিবেদন করিয়া মাংস ভোজন করিলে দোষ হয় না। কিন্তু অবৈধ পশুহত্যাকারী ব্যক্তির সেই নিহত পশুর রোমপরিমিত কাল ভয়ঙ্কর নরকে বাস করিতে হয়; পরে নরকভোগান্তে মাংস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক "হে ভগবন্! আর আমি বৃথা পশুহনন করিব না" এইরূপ সম্যক্ প্রার্থনা করত তদীয় কৃপায় পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। ৭০-৭৪

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে গৃহস্থবিধি নামক ষণ্ণবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৬।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—অনন্তর দ্রব্যশুদ্ধি বলিতেছি, হে দ্বিজগণ! সেই দ্রব্যশুদ্ধিপ্রণালী শ্রবণ কর। সুবর্ণ, রজত, শঙ্খ, রজ্জু, চর্ম্মনির্ম্মিত পাত্র ও আসন সাধারণ জলদ্বারা প্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধ হয়। স্রুক্, স্রুব ও ধান্য এই সকল দ্রব্য উষ্ণজল দ্বারা প্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে। কাষ্ঠ ও শৃঙ্গনির্ম্মিত দ্রব্যসকল অপবিত্র হইলে তাহাদিগের কিঞ্চিৎ অংশ কর্ত্তন করিয়া ফেলিলে অশুদ্ধিদোষ বিনাশ পায়। যজ্ঞীয় দ্রব্যসকল মার্জ্জন করিলেই পবিত্র হইয়া

১। শঙ্খরজ্জ্বাদিচর্ম্মণাম্।

সোষ্ণৈরুদকগোমূত্রৈঃ শুদ্ধ্যত্যাবিককৌষিকম্ ।
ভৈক্ষ্যং যোষিন্মুখং শুদ্ধং[1] পুনঃ পাকান্মহীময়ম্ ॥ ৩
গোঘ্রাতেঽন্নে তথা কেশমক্ষিকাকীটদূষিতে । ভস্মক্ষেপাদ্বিশুদ্ধিঃ স্যাৎ ভূশুদ্ধির্মার্জনাদিনা ॥ ৪
ত্রপুসীসকতাম্রাণাং ক্ষারাম্লোদকবারিভিঃ । ভস্মাদ্ভির্লৌহকাংস্যানা-মব্জাতঞ্চ সদা শুচি ॥ ৫
অমেধ্যাক্তস্য মৃত্তোয়ৈর্গন্ধলেপাপকর্ষণাৎ ॥ ৬
শুচি গোতৃপ্তিকৃত্তোয়ং প্রকৃতিস্থং মহীগতম্ । তথা মাংসং শ্বচাণ্ডাল-ক্রব্যাদাদি-নিপাতিতম্ ॥৭
রশ্মিরগ্নিরজশ্ছায়া গৌরশ্বো বসুধানিলঃ । বিপ্রুষো মক্ষিকা মেধ্যা-স্তথাচমনবিন্দবঃ ॥ ৮
স্নাত্বা পীত্বা ক্ষুতে সুপ্তে ভুক্ত্বা রথ্যাপ্রসর্পণে । আচান্তঃ পুনরাচামেৎ বাসোঽন্যৎ পরিধায় চ ॥৯
ক্ষুতে নিষ্ঠীবনে স্বাপে পরিধানেঽশ্রুপাতনে । পঞ্চস্বেতেষু নাচামেদ্দক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ ।
তিষ্ঠন্ত্যগ্ন্যাদয়ো দেবা বিপ্রকর্ণে তু দক্ষিণে ॥ ১০

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে দ্রব্যশুদ্ধির্নাম সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৭ ॥

থাকে। উষ্ণজল ও উষ্ণ গোমূত্র দ্বারা ধৌত করিলে কম্বল ও কৌষেয় বস্ত্রের শুদ্ধি সম্পাদিত হয়। ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলাদি এবং স্ত্রীমুখ সদাই শুচি। মৃন্ময় পাত্র পুনর্ব্বার দগ্ধ করিলেই পবিত্র হইয়া থাকে। অন্ন গোকর্ত্তৃক আঘ্রাত বা কেশ, মক্ষিকা কিংবা কীটাদি দ্বারা দূষিত হইলে তাহাতে ভস্মপ্রক্ষেপ করিলে শুদ্ধি হয়। ভূমি মার্জ্জন দ্বারা পবিত্র হইয়া থাকে। ১-৩

পিত্তল, সীস ও তাম্রপাত্র ক্ষার ও অম্লোদকদ্বারা, আর কাংস্য ও লৌহপাত্র ভস্মোদকদ্বারা ধৌত করিলে শুদ্ধ হইয়া থাকে। অব্জাত দ্রব্য সর্ব্বদাই শুচি থাকে। কোন দ্রব্য অশুদ্ধবস্তু স্পৃষ্ট হইলে মৃত্তিকামিশ্রিত জলদ্বারা ক্ষালন করিয়া সুগন্ধ অনুলেপনদ্বারা অনুলিপ্ত করিলে তাহার শুদ্ধি হয়। পৃথিবীস্থ স্বাভাবিক জল গোতৃপ্তিপ্রদ হইলেই শুদ্ধ অর্থাৎ খাদাদিস্থিত জলে কোনরূপ অশুদ্ধবস্তুর সংস্রব হইলে তাহা হইতে গোসকল জলপান করিলেই সেই জল পবিত্র হয়। বৈধমাংস কুক্কুর, চাণ্ডাল ও মাংসাদ নিকৃষ্টজীব দ্বারা নিপাতিত হইলেও তাহা অপবিত্র হয় না। রশ্মি, অগ্নি, অজচ্ছায়া, গো, অশ্ব, পৃথিবী, বায়ু, জলবিন্দু ও মক্ষিকা ইহারা অপবিত্র নহে। এই সকল দ্রব্য সর্ব্বদাই শুদ্ধ থাকে। স্নানাবসানে, পানান্তে, ক্ষুতে, শয়নান্তে, ভোজনাবসানে ও পথপর্য্যটনের পর আচমনান্তে পুনর্ব্বার আচমন করিয়া পরিধেয়বস্ত্র পরিত্যাগ ও অন্য বস্ত্র পরিধান করিবে। ক্ষুত (হাঁচি), নিষ্ঠীবন (থুথু), শয়ন, বস্ত্রপরিধান ও অশ্রুপাত এই পঞ্চ কর্ম্মে আচমন করিবে না, দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিলেই শুদ্ধ হইতে পারিবে। ব্রাহ্মণের দক্ষিণ কর্ণে অগ্ন্যাদি দেবতা সর্ব্বদা বসতি করেন। ৪-১০

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে দ্রব্যশুদ্ধি নামক সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৭।

১। শস্তম্।

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ

অথ দানবিধিং বক্ষ্যে তন্মে শৃণুত সুব্রতাঃ।
অন্যেভ্যো ব্রাহ্মণাঃ শ্রেষ্ঠা-স্তেভ্যশ্চৈব ক্রিয়াপরাঃ ॥ ১
ব্রহ্মবেত্তা চ তেভ্যোঽপি পাত্রং বিদ্যাতপোঽন্বিতঃ।
গোভূধান্যহিরণ্যাদি পাত্রে দাতব্যমর্চ্চিতম্ ॥ ২
বিদ্যাতপোভ্যাং হীনেন ন তু গ্রাহ্যঃ প্রতিগ্রহঃ। গৃহ্নন্ প্রদাতারমধো নয়ত্যাত্মানমেব চ ॥ ৩
দাতব্যং প্রত্যহং পাত্রে নিমিত্তেষু বিশেষতঃ। যাচিতেনাপি দাতব্যং শ্রদ্ধাপূতন্তু শক্তিতঃ ॥ ৪
হেমশৃঙ্গী শফৈ রৌপ্যৈঃ সুশীলা বস্ত্রসংযুতা।
সকাংস্যপাত্রা দাতব্যা ক্ষীরিণী গৌঃ সদক্ষিণা ॥ ৫
দশসৌবর্ণিকং শৃঙ্গং[1] শফং সপ্তপলৈঃ কৃতম্।
পঞ্চাশৎপলিকং পাত্রং কাংস্যং বৎসস্য কীর্ত্ত্যতে ॥ ৬
স্বর্ণশিঙ্গলপাত্রেণ বৎসো বা বৎসিকাপি বা। অস্যা অপি চ দাতব্যমপত্যং রোমবর্জ্জিতম্ ॥ ৭
দাতা স্বর্গমবাপ্নোতি বৎসরান্ রোমসম্মিতান্।
কপিলা চেত্তারয়তে ভূয়শ্চাসপ্তমং কুলম্ ॥ ৮
যাবৎ বৎসস্য যো পাদৌ মুখং যোন্যাং প্রদৃশ্যতে।
তাবৎ গৌঃ পৃথিবী জ্ঞেয়া যাবদ্গর্ভং ন মুঞ্চতি ॥ ৯

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—হে সুব্রত মুনিগণ। অনন্তর দানবিধান বলিতেছি, শ্রবণ কর, অন্যান্য বর্ণ হইতে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে যাহারা ক্রিয়ান্বিত তাহারাই প্রধান, তন্মধ্যেও আবার যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ, বিদ্বান্ ও তপস্যানিষ্ঠ তাঁহারাই সৎপাত্র বলিয়া পরিগণিত। গো, ভূমি, ধান্য এবং সুবর্ণাদি অর্চনাপূর্ব্বক সৎপাত্রে প্রদান করাই শ্রেয়স্কর। বিদ্যা ও তপস্যাশূন্য ব্যক্তি প্রতিগ্রহ স্বীকার করিবে না। যদি প্রতিগ্রহ করে, তবে আপনাকে ও দাতাকে অধোগামী করে। প্রত্যহ অথবা কোন নিমিত্ত উপস্থিত হইলে সৎপাত্রে অবশ্যই দান করিবে, আর কোন ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আপন শক্ত্যনুসারে দান করা বিধেয়। হেমশৃঙ্গ, রৌপ্য খুর, বস্ত্র ও কাংস্যপাত্রের সহিত দুগ্ধবতী সদক্ষিণা গাভী দান করিবে। ১-৫

দশপল সুবর্ণদ্বারা শৃঙ্গ, সপ্তপল রৌপ্যদ্বারা খুর এবং পঞ্চাশৎ পল কাংস্য দ্বারা পাত্র নির্ম্মাণ করিবে; উক্ত গাভীর সহিত একটি বৎসও দিতে হইবে ঐ গাভীর সহিত স্বর্ণপাত্রযুক্ত একটী বৎস অথবা বৎসিকা দান কর্ত্তব্য, সেই বৎসটি রোমহীন হওয়া আবশ্যক। এই প্রকার রীতি অনুসারে দান করিলে দাতা গোরোম-সমসংখ্যক বৎসর স্বর্গলোকে বসতি করিতে পারে। যদি ঐ ধেনু কপিলা হয়, তবে দাতার সপ্তকুল নরক হইতে উদ্ধার পায়। যে সময় গাভীর যোনিপথে উদরস্থ বৎসের মুখ ও পদদ্বয় পরিদৃশ্যমান

১। স স্বর্ণৈকশৃঙ্গং।

যথা কথঞ্চিদ্দত্ত্বা গাং ধেনুং বা ধেনুমেব বা। অরোগামপরিক্লিষ্টাং দাতা স্বর্গে মহীয়তে ॥ ১০

শ্রান্তসংবাহনং রোগি-পরিচর্য্যা সুরার্চনম্।
পাদশৌচং দ্বিজোচ্ছিষ্ট-মার্জনং গোপ্রদানবৎ ॥ ১১

দ্বিজায় যদভীষ্টঞ্চ[1] দত্ত্বা স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ। ভূদীপাংশ্চান্নবস্ত্রাণি সর্পির্দত্ত্বা লভেৎ শ্রিয়ম্ ॥ ১২
গৃহধান্যচ্ছত্রমালা-বৃক্ষযানঘৃতং জলম্। শয্যানুলেপনং দত্ত্বা স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ১৩
বেদদাতা ব্রহ্মলোকং প্রাপ্নোতি সুরপূজিতম্। বেদার্থযজ্ঞশাস্ত্রাণি ধর্মশাস্ত্রাণি চৈব হি।
মূল্যেনাপি লিখিত্বাপি ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪
এতন্মূলং জগদ্যস্মাৎসৃষ্টং পূর্বমীশ্বরঃ। তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন কার্য্যো বেদার্থসংগ্রহঃ ॥ ১৫

ইতিহাসং পুরাণং বা লিখিত্বা যঃ প্রযচ্ছতি
ব্রহ্মদানসমং পুণ্যং প্রাপ্নোতি দ্বিগুণোন্নতিম্ ॥ ১৬
লোকায়তং কুতর্কঞ্চ প্রাকৃতং ম্লেচ্ছভাষিতম্।
ন শ্রোতব্যং দ্বিজেনৈতদধো নয়তি তং দ্বিজম্ ॥ ১৭
সমর্থো যো ন গৃহ্ণীয়াদ্দাতৃলোকানবাপ্নুয়াৎ।
কুশাঃ শাকং পয়ো গন্ধাঃ প্রত্যাখ্যেয়া ন বারি চ ॥ ১৮

হয়, (যে পর্য্যন্ত গর্ভমোচন না হয় তদবস্থায়) সেই গো পৃথিবীস্বরূপিণী অর্থাৎ সেই অর্দ্ধপ্রসূতা গো-দান আর পৃথিবী দান এই তুল্য ফলপ্রদ হইবে। ধেনু হউক বা ধেনুভিন্নই হউক যে কোনরূপ অপরিক্লিষ্টা ও রোগবর্জ্জিতা গো দান করিলে দাতা স্বর্গলোকে গমন করে। ৮-১০

শ্রান্তজনের সংবাহন (শরীরমর্দ্দন), রোগীর পরিচর্য্যা, দেবতার অর্চনা, ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালন ও উচ্ছিষ্টমার্জ্জন এই সমস্ত কার্য্য করিলে গোদানজনিত ফল লাভ হয়। ব্রাহ্মণকে বাঞ্ছিত দ্রব্য প্রদান করিলে স্বর্গলাভ হয়। ভূমি, প্রদীপ, অন্ন, বস্ত্র ও ঘৃত দান করিলে শ্রীলাভ হইয়া থাকে। গৃহ, ধান্য, ছত্র, মালা, ফলবান্ বৃক্ষ, যান, ঘৃত, জল, শয্যা ও অনুলেপন, এই সমস্ত দ্রব্য প্রদান করিলে স্বর্গলোকে গমন করে। যে নর বেদপ্রদান করে, সেই ব্যক্তি দেবপূজ্য ও ব্রহ্মলোক লাভ করে। বেদার্থ, যজ্ঞশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্র যদি মূল্য গ্রহণ করিয়াও কেহ লিখিয়া প্রদান করে, তাহা হইলেও সে ব্রহ্মলোক লাভ করে। ১১-১৪

ঈশ্বর বেদকে মূল করিয়াই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব ইতিহাস ও পুরাণশাস্ত্র লিখিয়া যে প্রদান করে, সে ব্রহ্মদানসম পুণ্য ও দ্বিগুণ উন্নতি লাভ করে। ব্রাহ্মণ লৌকিক অশিষ্ট শব্দ, কুতর্ক, প্রাকৃত ও ম্লেচ্ছভাষা কদাচ শ্রবণ করিবে না। এই সকল শব্দ শ্রবণে ব্রাহ্মণের অধোগতি হয়। যে নর সমর্থ হইয়াও প্রতিগ্রহ করে না, সে দাতার অনুরূপ পুণ্যলাভ করে; পরন্তু কুশ, শাক, দুগ্ধ, গন্ধ ও জল এই সকল বস্তু উপস্থিত হইলে কদাচ তাহা

১। যদভীষ্টং তু।

অযাচিতাহৃতং গ্রাহ্যমপি দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ । অন্যত্র কুলটাষণ্ডপতিতেভ্যো দ্বিষস্তথা ॥ ১৯
দেবাতিথ্যর্চ্চনকৃতে পিতৃভৃত্যার্থমেব চ । সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্নীয়াদাত্মবৃত্ত্যর্থমেব চ ॥ ২০

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে দানধর্ম্মো নামাষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৮ ॥

নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ

অথ শ্রাদ্ধবিধিং বক্ষ্যে সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ । অমাবস্যাষ্টকাবৃদ্ধি-কৃষ্ণপক্ষায়নদ্বয়ম্ ॥ ১
দ্রব্যব্রাহ্মণসম্পত্তি-বিষুবৎসূর্য্যসংক্রমঃ । ব্যতীপাতো গজচ্ছায়া গ্রহণং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ।
শ্রাদ্ধং প্রতি রুচিশ্চৈব শ্রাদ্ধকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২
অগ্র্যো যঃ সর্ব্ববেদেষু শ্রোত্রিয়ো বেদবিদ্ যুবা । বেদার্থবিজ্জ্যেষ্ঠসামা ত্রিমধুস্ত্রিসুপর্ণিকঃ[1] ॥ ৩
স্বস্রীয়ঋত্বিগ্জামাত্রাচার্য্য-শ্বশুর-মাতুলাঃ । ত্রিণাচিকেত-দৌহিত্র-শিষ্য-সম্বন্ধি-বান্ধবাঃ ॥ ৪

প্রত্যাখ্যান করিতে নাই। যদি কেহ ঐ সকল বস্তু দান করিতে চাহে, তাহা অবশ্য গ্রহণ করিবে। প্রার্থনা না করিলে যদি কোন দুষ্কর্ম্মা ব্যক্তিও কিছু দিতে অভিলাষ করে, তাহা গ্রহণ করিতে কোনও দোষ নাই; কিন্তু কুলটা, ক্লীব, পতিত ও শত্রুর নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিবে না। দেবার্চ্চন, অতিথিসৎকার ও পিতৃকৃত্যসাধনার্থ পতিতাদির নিকট প্রতিগ্রহ করিতে পারে। আত্মরক্ষার্থে সাধারণের নিকট প্রতিগ্রহে কোন দোষ হইতে পারে না। ১৬-২০

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে দানধর্ম্ম নামক অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৮ ॥

নবনবতিতম অধ্যায়

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—অতঃপর সর্ব্বপাপনাশকারী শ্রাদ্ধবিধি কহিতেছি। অমাবস্যা, অষ্টকা, বৃদ্ধি (বিবাহাদি সংস্কার উপলক্ষ্যে নান্দীমুখশ্রাদ্ধ), প্রেতপক্ষ, দক্ষিণায়ন, উত্তরায়ণ এবং উৎকৃষ্ট দ্রব্য উপস্থিত হইলে, যোগ্য ব্রাহ্মণসম্পত্তি (বেদপারগ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ সমাগত) হইলে, বিষুবদ্বয়, রবিসংক্রমণ, ব্যতীপাতযোগ, গজচ্ছায়া (মঘাত্রয়োদশী), চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ ও যখন শ্রাদ্ধ করিতে বিশেষ প্রবৃত্তি হয়, এই সময়ই শ্রাদ্ধকাল জানিবে। সর্ব্ববেদপারগ, শ্রোত্রিয়, বেদার্থবিদ্, জ্যেষ্ঠসামজ্ঞ, ত্রিমধু, ত্রিসুপর্ণ, ভাগিনেয়, পুরোহিত, জামাতা, আচার্য্য, শ্বশুর, মাতুল, ত্রিণাচিকেত, দৌহিত্র, শিষ্য, সম্বন্ধী, বান্ধব এবং যে ব্রাহ্মণ

১। তিথিজ্ঞানে চ কুশলঃ ত্রিমধুস্ত্রিসবর্ণিকঃ।

কর্মনিষ্ঠাস্তপোনিষ্ঠাঃ[১] পঞ্চাগ্নির্ব্রহ্মচারিণঃ। পিতৃমাতৃপরাশ্চৈব ব্রাহ্মণাঃ শ্রাদ্ধদেবতাঃ ॥ ৫
রোগী হীনাতিরিক্তাঙ্গঃ কাণঃ পৌনর্ভবস্তথা। অবকীর্ণাদয়ো যে চ যে চাচারবিবর্জিতাঃ ॥ ৬
অবৈষ্ণবাশ্চ যে সর্ব্বে শ্রাদ্ধার্হা ন কদাচন। নিমন্ত্রয়েচ্চ পূর্ব্বেদ্যু-র্দ্বিজৈর্ভাব্যঞ্চ সংযতৈঃ ॥ ৭
আচান্তাংশ্চৈব পূর্ব্বাহ্নে আসনেষূপবেশয়েৎ। যুগ্মান্ দৈবে তথা পিত্র্যে সুপ্রদেশেষু শক্তিতঃ ॥ ৮

দ্বৌ দৈবে প্রাগুদক্ পিত্র্যে ত্রীনেকৈকং চোভয়োঃ পৃথক্।
মাতামহানামপ্যেবং তন্ত্রং বা বৈশ্বদেবিকম্ ॥ ৯

হস্তপ্রক্ষালনং দত্ত্বা বিষ্টরার্থে কুশানপি। আবাহ্য তদনুজ্ঞাতো বিশ্বে দেবাস ইত্যৃচা[২] ॥ ১০

যবৈরন্ববকীর্য্যাথ ভাজনে সপবিত্রকে।
শন্নো দেব্যা পয়ঃ ক্ষিপ্ত্বা যবোঽসীতি যবাংস্তথা ॥ ১১
যা দিব্যা ইতি মন্ত্রেণ হস্তেষ্বর্ঘ্যং বিনিক্ষিপেৎ।
গন্ধোদকে তথা ধূপং মাল্যং বাসঃ প্রদীপকম্ ॥ ১২
অপসব্যং ততঃ কৃত্বা পিতৄণামপ্রদক্ষিণম্।
দ্বিগুণাংস্তু কুশান্ দত্ত্বা উশন্তস্ত্বেত্যৃচা পিতৄন্ ॥ ১৩

আবাহ্য তদনুজ্ঞাতো জপেদায়ন্তু নস্ততঃ। যবার্থস্তু তিলৈঃ কার্য্যঃ কুর্য্যাদর্ঘ্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ১৪

ক্রিয়ানিষ্ঠ, তপোরত অগ্নিহোত্রযাজী, ব্রহ্মচারী, কিংবা পিতৃমাতৃপরায়ণ তাদৃশ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধকার্য্যে পাত্রীয় ব্রাহ্মণরূপে কল্পনা করিবে। ১-৫

রোগী, অঙ্গহীন, অধিকাঙ্গ, কাণ, পৌনর্ভব অর্থাৎ যে স্ত্রী দ্বিতীয় পতিকে আশ্রয় করিয়াছে তদ্গর্ভজাত পুত্র, সন্ন্যাসিত্ব ব্রত হইতে বিচ্যুত, আচারভ্রষ্ট ও বিষ্ণুভক্তিহীন ইহারা শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। যে দিন শ্রাদ্ধ করিবে, তৎপূর্ব্বদিবস প্রেক্ত গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে অন্ত ব্রাহ্মণদ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়া শ্রাদ্ধে নিয়োগ করিবে। শ্রাদ্ধের দিবসে কৃতাচমন শ্রাদ্ধকর্ত্তা প্রথমতঃ কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক আহূত ব্রাহ্মণদিগকে আসনে উপ-বেশিত করাইয়া দেবপক্ষে দুই ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাভিমুখে, পিতৃপক্ষে তিন ব্রাহ্মণ উত্তরাভিমুখে পৃথক্ পৃথক্ স্থাপন করিবে, এই প্রকার মাতামহ পক্ষেও জানিবে। পরে হস্তপ্রক্ষালনার্থ জল ও উপবেশনার্থ কুশাসন প্রদান করিয়া 'বিশ্বেদেবাস' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করত ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া পবিত্রযুক্ত পাত্রে যবদ্বারা বিকীর্ণ করিবে। অনন্তর 'শন্নো দেবী' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা জল, 'যবোঽসি' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা যব ও 'যা দিব্যা' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণ-হস্তে অর্ঘ্য দান করিবে এবং গন্ধ, জল, ধূপ, মাল্য, বস্ত্র, ও দীপ প্রদান করিবে। ৬-১২

পরে অপসব্য হয়ে বামাবর্ত্তক্রমে 'উশন্তস্ত্বা' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা পিতৃগণের আবাহন করত তাঁহাদিগের অনুজ্ঞাত হইয়া 'আয়ান্ত নঃ পিতরঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। অর্ঘ্যাদিতে

১। কর্মনিষ্ঠা দ্বিজাঃ কেচিৎ। ২। বিশ্বেদেবা মহাবৃচা।

দত্ত্বার্ঘ্যং সংস্রবং তেষাং পাত্রে কৃত্বা বিধানতঃ।
পিতৃভ্যঃ স্থানমসীতি ন্যুব্জং পাত্রং করোত্যধঃ ॥ ১৫
অগ্নৌ করিষ্য আদায় পৃচ্ছত্যন্নং ঘৃতপ্লুতম্।
কুরুষ্বেতি হ্যনুজ্ঞাতো হুত্বাগ্নৌ পিতৃযজ্ঞবৎ ॥ ১৬

হুতশেষং প্রদদ্যাত্তু ভাজনেষু সমাহিতঃ যথালাভোপপন্নেষু রৌপ্যেষু চ বিশেষতঃ ॥ ১৭
দত্ত্বান্নং পৃথিবী পাত্রমিতি পাত্রাভিমন্ত্রণম্। কৃত্বেদং বিষ্ণুরিত্যন্নে দ্বিজাঙ্গুষ্ঠং নিবেশয়েৎ ॥ ১৮

সব্যাহৃতিঞ্চ গায়ত্রীং মধুবাতেত্যৃচস্তথা।
জপ্ত্বা যথাসুখং বাচ্যং ভুঞ্জীরংস্তেঽপি বাগ্যতাঃ ॥ ১৯

অন্নমিষ্টং হবিষ্যঞ্চ দদ্যাদক্রোধনোঽত্বরঃ। আ তৃপ্তেশ্চ পবিত্রাণি জপ্ত্বা পূর্ব্বজপং তথা ॥ ২০
অন্নমাদায় তৃপ্তাঃ স্থ শেষঞ্চৈবানুমন্ত্র্য চ[১]। তদন্নং বিকিরেদ্ভূমৌ দদ্যাচ্চাপঃ[২] সকৃৎ সকৃৎ ॥ ২১
সর্ব্বমন্নমুপাদায় সতিলং দক্ষিণামুখঃ। উচ্ছিষ্টসন্নিধৌ পিণ্ডান্ প্রদদ্যাৎ পিতৃযজ্ঞবৎ ॥ ২২
মাতামহানামপ্যেবং দদ্যাদাচমনং ততঃ। স্বস্তি বাচ্য ততো[৩] দদ্যাদক্ষয্যোদকমেব চ ॥ ২৩

যবের কার্য্য তিল দ্বারা করিবে ; যথাবিধি পাত্রে অর্ঘ্যপ্রদানপূর্ব্বক পিতৃগণকে স্মরণ করিবে। তারপর "পিতৃভ্যঃ স্থানমসি" এই মন্ত্র দ্বারা ন্যুব্জীকৃত পাত্রকে অধঃস্থিত করিয়া ঘৃতাক্ত অন্ন গ্রহণ পূর্ব্বক "অগ্নৌ করিষ্যে" এইরূপ প্রশ্ন করিবে। ব্রাহ্মণ (পুরোহিত) 'কুরুষ্ব' এইরূপ অনুমতি দিলে পিতৃযজ্ঞবৎ অগ্নিতে হোম করিয়া সমাহিত চিত্তে পাত্রে হুতশেষ প্রদান করিবে। পিতৃকার্য্যে রৌপ্যপাত্রই প্রশস্ত। তবে যাহার যেমন শক্তি, যে যেমন পাত্র সংগ্রহ করিতে পারে, সে তেমন পাত্রই দিবে। ১৩-১৭

পরে "পৃথিবী তে পাত্রং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিয়া "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে" ইত্যাদি পাঠ করত সেই পাত্রে অঙ্গুষ্ঠ নিক্ষেপ করিবে। তারপর ব্যাহৃতি সহ গায়ত্রী ও 'মধুবাতা' ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে। পরে "যথাসুখং বাগ্যতঃ যদ" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কিয়ৎকাল নিঃশব্দ হইয়া থাকিবে ; পিতৃগণ এই সময়ে সেই অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধকর্ত্তা অকপটচিত্তে অভীষ্ট হবিষ্যান্ন প্রদান করিবে। পিতৃলোকের তৃপ্তি পর্য্যন্ত পবিত্র হরিনামাদি জপ করিয়া পূর্ব্ববৎ 'মধুবাতা' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। ১৮-২০

অন্ন গ্রহণ করিয়া "ওঁ তৃপ্তাঃ স্থ" এই মন্ত্র পাঠান্তে "শেষমন্নং ক দেয়ং" এইরূপ প্রশ্ন করিবে। ব্রাহ্মণ "কুরুষ্ব" এইরূপ অনুমতি দিলে সেই অন্ন ভূমিতে বিকিরণ করিবে। অনন্তর দক্ষিণাভিমুখ হইয়া সতিল অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক উচ্ছিষ্টপাত্র সন্নিধানে পিণ্ডপ্রদান করিবে। এইরূপে পিতৃ পিতামহাদির পিণ্ডপ্রদান করিয়া মাতামহাদির উদ্দেশে পিণ্ড দান করিবে। তারপর আচমনীয় প্রদান করিতে হইবে। সকল কার্য্যেই ব্রাহ্মণ 'স্বস্তি' শব্দ উচ্চারণ

১। শেষঞ্চৈবান্নমন্নম্। ২। দদ্যাচ্চাপি। ৩। বাচ্যস্ততো।

দত্ত্বা চ দক্ষিণাং শক্ত্যা স্বধাকারমুদাহরেৎ ॥ ২৪
বাচ্যতামিত্যনুজ্ঞাতঃ পিতৃভ্যশ্চ স্বধোচ্যতাম্ ।
বিপ্রৈরস্তু স্বধেত্যুক্তো ভূমৌ সিঞ্চেৎ ততো জলম্ ॥ ২৫
প্রীয়ন্তামিতি চাপ্যেবং বিশ্বেদেবা জলং দদৎ । দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ[1] সন্ততিরেব চ ॥ ২৬
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি ।
ইত্যুক্ত্বা তু প্রিয়ং বাচং প্রণিপত্য বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ২৭
বাজে বাজে প্রীত্যা পিতৃপূর্ব্বং বিসর্জ্জনম্ । যস্মিংস্তে সংস্রবাঃ পূর্ব্বমর্ঘ্যপাত্রে নিপাতিতাঃ ।
পিতৃপাত্রং তদুত্তানং কৃত্বা বিপ্রান্ বিসর্জ্জয়েৎ । ২৮
প্রদক্ষিণমনুব্রজ্য[2] ভুঞ্জীত পিতৃসেবিতম্ । ব্রহ্মচারী ভবেত্তাস্তু রজনীং ভার্য্যয়া সহ ॥ ২৯
এবং প্রদক্ষিণং কৃত্বা[3] বৃদ্ধৌ নান্দীমুখানপি । যজেত দধি-কর্কন্ধুমিশ্রাঃ পিণ্ডা যবৈঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৩০
একোদ্দিষ্টং দৈবহীনমেকার্ঘ্যৈকপবিত্রকম্ । আবাহনাগ্নৌকরণরহিতং হ্যপসব্যবৎ ॥ ৩১

করিবে। তৎপরে অক্ষয্য দান করিয়া স্বীয় শক্তি অনুসারে দক্ষিণা দিবে। অনন্তর "স্বধাং বাচয়িষ্যে" এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণের নিকট প্রার্থনা করিলে ব্রাহ্মণ "বাচ্যতাং" এই বাক্যে অনুজ্ঞা প্রদান করিবে। ব্রাহ্মণ কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া "পিতৃভ্যঃ স্বধোচ্যতাং" এই মন্ত্রে পূর্ব্বপ্রদত্ত পবিত্র মোচন করিবে। পরে "ওঁ অস্তু স্বধা" এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণ কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ভূমিতে জল সিঞ্চন করিবে। অনন্তর জলপ্রদান করিয়া "বিশ্বে দেবাঃ প্রীয়ন্তাং" এই বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক "দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাম্" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিলে ব্রাহ্মণ "ওঁ অস্তু" এই বাক্যে শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে অনুজ্ঞা করিবেন। শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি তখন প্রিয়বাক্যে প্রণিপাত করিয়া ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিবে। ২১-২৭

"বাজে বাজে" ইত্যাদি মন্ত্রে পিত্রাদিক্রমে ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে। পূর্ব্বে যে পিতৃপাত্র দ্বারা অর্ঘ্যপাত্রস্থ সংস্রব জল আচ্ছাদন করিয়া স্থাপন করা হইয়াছিল, এক্ষণে সেই আচ্ছাদিতপাত্র উন্মোচন করিয়া তাহা হইতে কিঞ্চিৎ জল মস্তকে ধারণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিতে হয়। অনন্তর প্রদক্ষিণ ও নমস্কারপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের ভোজন করিবে এবং রজনীযোগে স্বীয় ভার্য্যার সহিত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিবে। এইরূপে বিবাহাদি শুভ কার্য্যেও সদক্ষিণ শ্রাদ্ধ করিবে। তাহাতে বিশেষ এই যে, পিত্রাদির নামোল্লেখের পূর্ব্বে 'নান্দীমুখ' শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে। আর দধিকর্কফলসংযুক্ত পিণ্ডদান করিবে; এই শ্রাদ্ধের নাম নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে দৈবপক্ষ করিবে না; আর এক পাত্র অর্ঘ্য ও একপত্রক (একগাছা) পবিত্র দিতে হইবে। এই শ্রাদ্ধে আবাহন ও অগ্নিকরণ করিতে হয় না। ইহার সমস্ত কার্য্য অপসব্যক্রমে (দক্ষিণ স্কন্ধে উত্তরীয় রাখিয়া) করিবে। ২৮-৩১

১। বেদ ইতি রঘুনন্দনভট্টাচার্য্যসম্মতঃ পাঠঃ। ২। প্রদক্ষিণমনুবৃত্য।
৩। সদক্ষিণং কুর্য্যাৎ।

উপতিষ্ঠতামিত্যক্ষয্যস্থানে বিপ্রান্ বিসর্জ্জয়েৎ।
অভিরম্যতাং প্রবদেদ্ ব্রূয়াদভিরতোঽস্মি সঃ[1]॥ ৩২
গন্ধোদকতিলৈর্মিশ্রং কুর্য্যাৎ পাত্রচতুষ্টয়ম্। অর্ঘ্যার্থং পিতৃপাত্রেষু প্রেতপাত্রং প্রসেচয়েৎ॥ ৩৩
যে সমানা ইতি দ্বাভ্যাং শেষং পূর্ব্ববদাচরেৎ।
এতৎ সাপিণ্ডীকরণমেকোদ্দিষ্টং স্ত্রিয়া অপি॥ ৩৪
অর্ব্বাক্ সপিণ্ডীকরণং যস্য সংবৎসরাদ্ভবেৎ। তস্যাপ্যন্নং সোদকুম্ভং দদ্যাৎ সংবৎসরং দ্বিজে[2]।
পিণ্ডাংস্ত গোঽজবিপ্রেভ্যো দদ্যাদগ্নৌ জলেঽপি বা॥ ৩৫
হবিষ্যান্নেন বৈ মাসং পায়সেন তু বৎসরম্। মাৎস্য-হারিণ-ঔরভ্র-শাকুন-চ্ছাগ-পার্ষতৈঃ॥ ৩৬
ঐণ-রৌরব-বারাহ-শাশৈ-র্মাংসৈর্যথাক্রমম্। মাসবৃদ্ধ্যাপি তৃপ্যন্তি দত্তৈরিহ পিতামহাঃ॥ ৩৭
মঘাবর্ষত্রয়োদশ্যাং মঘাসু চ ন সংশয়ঃ। প্রতিপৎপ্রভৃতিষ্বেবং কন্যাদীন্ শ্রাদ্ধদো লভেৎ॥ ৩৮
শস্ত্রেণ নিহতানাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং প্রদীয়তে। স্বর্ণং হ্যপত্যমোজশ্চ শৌর্য্যং ক্ষেত্রং বলং তথা॥ ৩৯

একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের অক্ষয্য দানকালে "উপতিষ্ঠতাং" এই বাক্য প্রয়োগ করা বিশেষ, আর ব্রাহ্মণ-বিসর্জ্জনকালে "অভিরম্যতাং" এই বাক্য উচ্চারণ করিলে ব্রাহ্মণ "অভিরতোঽস্মি" এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিবেন। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে এইমাত্র বিশেষ, আর সমস্ত কার্য্যই পূর্ব্ববৎ করিতে হয়। সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধে বিশেষ এই যে, অর্ঘ্যপ্রদান সময়ে গন্ধোদক ও তিলমিশ্রিত পাত্রচতুষ্টয় স্থাপন করিয়া তন্মধ্যে একটী পাত্রকে প্রেতপাত্ররূপে কল্পনা করিবে। তারপর "যে সমানাঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠপূর্ব্বক প্রেতার্ঘ্য বিভাগ করিয়া পিতামহাদি পাত্রের সহিত সংমিশ্রণ করিবে। সপিণ্ডীকরণের অন্যান্য কার্য্য পূর্ব্বোক্ত নিয়মেই করিবে। অর্ঘ্যমিশ্রণের ন্যায় পিণ্ডমিশ্রণও করিতে হইবে। একোদ্দিষ্ট ও পার্ব্বণ এই উভয়বিধ শ্রাদ্ধের নাম সপিণ্ডীকরণ। এক বৎসরের মধ্যে যাহার সপিণ্ডীকরণ হয়, তাহার বৎসর পূর্ণ হওয়ার দিবসে জলপূর্ণ কুম্ভের সহিত অন্ন প্রদান করিতে হইবে। ৩২-৩৫

শ্রাদ্ধ কার্য্যের অবসানে গো, অজ অথবা ব্রাহ্মণকে পিণ্ডপ্রদান করিবে, কিম্বা অগ্নিতে বা জলে পিণ্ড নিক্ষেপ করিবে। হবিষ্যান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে একমাস ও পায়সদ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে, এক বৎসর পর্য্যন্ত পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন। মৎস্য, হরিণমাংস, মেষমাংস, শকুন মৎস্য, ছাগমাংস, পৃষত (মৃগবিশেষ) মাংস, এণ (হরিণবিশেষ) মাংস, রুরু (হরিণবিশেষ) মাংস, বরাহমাংস ও শশমাংসদ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ ক্রমশঃ এক একমাস অধিক পরিতৃপ্ত থাকেন। প্রতিবৎসর মঘাত্রয়োদশীতে শ্রাদ্ধ করিবে। প্রেতপক্ষের প্রতিপৎ হইতে অমাবস্যাপর্য্যন্ত প্রতিদিন পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা কন্যাদি লাভ করে। যাহারা শস্ত্রদ্বারা আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, চতুর্দ্দশী তিথিতে তাহাদিগের শ্রাদ্ধ করিবে। তাহাতে সুবর্ণ, সন্তান, শৌর্য্য, ক্ষেত্র ও বল লাভ হয়। ৩৬-৩৯

১। প্রোচুস্তেঽভিরতাঃ স্ম হ। ২। সংবৎসরে দ্বিজঃ।

পুত্রান্ শ্রৈষ্ঠ্যঞ্চ সৌভাগ্যং সমৃদ্ধিং মুখ্যতাং শুভম্ । প্রবৃত্তচক্রতাঞ্চৈব বাণিজ্যপ্রভৃতীনপি ।
অরোগিত্বং যশো বীতশোকতাং পরমাং গতিম্ ॥ ৪০

ধনং বিদ্যাং ভিষক্ সিদ্ধিং[1] কুপ্যং গা অপ্যজাবিকম্ ।
অশ্বানায়ুশ্চ বিধিবদ্ যঃ শ্রাদ্ধং সং প্রযচ্ছতি[2] ॥ ৪১
কৃত্তিকাদিভরণ্যন্তং কামী প্রাপ্নুয়াদিমান্ ।
আস্তিকাঃ প্রীণয়ন্ত্যেব[3] এবং শ্রাদ্ধং কৃতং দ্বিজাঃ ॥ ৪২
আয়ুঃ প্রজাং ধনং বিদ্যাং স্বর্গং মোক্ষং সুখানি চ ।
প্রযচ্ছন্তি তথা রাজ্যং প্রীতা নিত্যং পিতামহাঃ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে শ্রাদ্ধবিধির্নাম নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৯ ॥

বিধিপূর্বক পিতৃগণের শ্রাদ্ধক্রিয়া সাধন করিলে শ্রাদ্ধকর্তা পুত্র, শ্রেষ্ঠত্ব, সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি, রাজ্য, আরোগ্য, স্ব-সমাজে প্রাধান্য, বাণিজ্যে সবিশেষ লাভ ও বিবিধ শুভফল প্রাপ্ত হয়; আর শোকরহিত ও যশোভাজন হইয়া পরমাগতি লাভ করে। তাহার ধন, বিদ্যা, বাক্‌সিদ্ধি, তাম্রাদিধাতু, গো, অশ্ব ও অজাদিসম্পদ্ লাভ হয় এবং আয়ুঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সকাম ব্যক্তি কৃত্তিকাদি ভরণী পর্য্যন্ত প্রতিনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলেও উক্তরূপ সম্পল্লাভ করে। আস্তিক ব্রাহ্মণ সকাম ও সোদক শ্রাদ্ধ করিলে, তাহার পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইয়া তাহাকে আয়ুঃ, প্রজা, ধন, বিদ্যা, স্বর্গ, মোক্ষ-সুখ ও রাজ্য প্রদান করেন। ৪০-৪৩

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে শ্রাদ্ধবিধি নামক নবনবতি অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৯।

১। বাক্‌সিদ্ধিং। ২। শ্রাদ্ধং সংপ্রতীচ্ছতি। ৩। মন্ত্রাঢ্যাঃ প্রীণয়ন্ত্যেব।

শততমোঽধ্যায়ঃ

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ

বিনায়কোপসৃষ্টস্য লক্ষণানি নিবোধত। স্বপ্নেঽবগাহতেঽত্যর্থং জলং মুণ্ডাংশ্চ পশ্যতি॥ ১
বিমনা বিফলারম্ভঃ সংসীদত্যনিমিত্ততঃ। রাজা রাজ্যং কুমারী চ পতিং পুত্রঞ্চ গর্ব্ভিণী। ২
নাপ্নুয়াৎ স্নপনং তস্য পুণ্যেঽহ্নি বিধিপূর্ব্বকম্। গৌরসর্ষপকল্কেন সাজ্যেনোৎসাদিতস্য তু। ৩
সর্ব্বৌষধৈঃ সর্ব্বগন্ধৈর্বিলিপ্তশিরসস্তথা। ভদ্রাসনোপবিষ্টস্য স্বস্তি বাচ্য দ্বিজান্ শুভান্॥ ৪

মৃত্তিকাং রোচনাং গন্ধান্ গুগ্‌গুলুঞ্চাপ্সু নিক্ষিপেৎ।
যা আহৃতা হ্যেকবর্ণৈশ্চতুর্ভিঃ কলশৈর্হ্রদাৎ॥ ৫
চর্ম্মণ্যানডুহে[1] রক্তে স্থাপ্যং ভদ্রাসনং তথা॥ ৬

সহস্রাক্ষং শতধারমৃষিভিঃ পাবনং কৃতম্। তেন ত্বামভিষিঞ্চামি পাবমান্যঃ পুনন্তু তে॥ ৭
ভগং তে বরুণো রাজা ভগং সূর্য্যো বৃহস্পতিঃ। ভগমিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ ভগং সপ্তর্ষয়ো দদুঃ॥ ৮
যৎ তে কেশেষু দৌর্ভাগ্যং সীমন্তে যচ্চ মূর্দ্ধনি। ললাটে কর্ণয়োরক্ষ্ণোরাপস্তদ্‌ঘ্নন্তু তে সদা[2]॥ ৯

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—যাহার উপর বিনায়কের আবির্ভাব হয়, তাহার লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। বিনায়কাভিভূত ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় জলাবগাহন, জল ও মুণ্ড দর্শন করে। যাহার প্রতি বিনায়কের দৃষ্টি হয়, সেই ব্যক্তি কখন বিমর্ষভাবে থাকে, কখন বা নিষ্প্রয়োজনে কার্য্য করে, আর কখনও অকারণে দুঃখে নিমগ্ন হয়। বিনায়কাবিষ্ট হইলে রাজা রাজ্য, কুমারী পতি, ও গর্ব্ভিণী পুত্রলাভ করিতে পারে না। ইহার শান্তির নিমিত্ত পুণ্যতিথিতে যথাবিধি স্নান করাইবে। শ্বেতসর্ষপকল্ক ও ঘৃত দ্বারা বিনায়কাধিষ্ঠিত ব্যক্তির মস্তক অনুলিপ্ত করিয়া স্নান করাইতে হইবে। সর্ব্বৌষধি ও সর্ব্বপ্রকার অনুলেপন দ্রব্যদ্বারা তাহার মস্তক বিলিপ্ত করিবে। অনন্তর সেই ব্যক্তিকে কোন বৃষচর্ম্মের আসনে উপবিষ্ট করাইয়া ব্রাহ্মণগণ স্বস্তিবাচন করিবেন। পরে কোন হ্রদ হইতে একবর্ণ চারিটি কুম্ভে জল আনিয়া সেই জলে মৃত্তিকা, গোরোচনা, গন্ধ ও গুগ্‌গুলু নিক্ষেপপূর্ব্বক সেই জলদ্বারা বিনায়কগ্রস্তাবিষ্ট ব্যক্তিকে স্নান করাইবে। ১-৬

ব্রাহ্মণগণ স্নানকালে এই সকল মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করাইবে। যথা—ঋষিগণ যে জলদ্বারা পাবন করিয়া থাকেন, সেই জলদ্বারা তোমার অভিষেক করি, পাবমানীশক্তি তোমাকে পবিত্র করুন। বরুণ রাজা, সূর্য্য, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, বায়ু ও সপ্তর্ষিবর্গ তোমাকে ভাগ্য প্রদান করুন। তোমার কেশে, সীমন্তে, মস্তকে, ললাটে, কর্ণদ্বয়ে ও নেত্রযুগলে যে দৌর্ভাগ্য চিহ্ন বর্ত্তমান আছে, তাহা এই জলাভিষেক বিনষ্ট হউক। কৃতাভিষিক্ত ব্যক্তিকে

১। চর্ম্মণ্যানুবহে। ২। সর্ব্বং ঘ্নন্তু তে সদা।

স্নাতস্য সার্ষপং তৈলং স্রুবেণৌদুম্বরেণ তু[1]। জুহুয়ান্মূর্দ্ধনি কুশান্ সব্যেন পরিগৃহ্য চ[2]॥ ১০
মিতশ্চ সম্মিতশ্চৈব তথা শালকটঙ্কটৌ। কুষ্মাণ্ডো রাজপুত্রশ্চেত্যন্তে স্বাহাসমন্বিতৈঃ॥ ১১
দত্তাচ্চতুষ্পথে শূর্পে কুশানাস্তীর্য্য সর্ব্বতঃ। কৃতাকৃতং তথা চৈব পলমৌদনমেব চ॥ ১২
পুষ্পং চিত্রং সুগন্ধঞ্চ সুরাঞ্চ ত্রিবিধামপি। মূলকং পূরিকাপূপাংস্তথৈবোণ্ডেরকা স্রজঃ।
দধিপায়সমন্নঞ্চ গুড়পিষ্টং সমোদকম্॥ ১৩
এতান্ সর্ব্বানুপাকৃত্য ভূমৌ কৃত্বা ততঃ শিরঃ। অম্বিকামুপতিষ্ঠেচ্চ দদ্যাদর্ঘ্যং[3] কৃতাঞ্জলিঃ॥ ১৪
দূর্ব্বা-সর্ষপ-পুষ্পৈশ্চ পূর্ণমঞ্জলিমন্ততঃ। কৃতবস্ত্রাবনতৈশ্চ প্রার্থয়েদম্বিকাং সতীম্॥ ১৫

রূপং দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।
পুত্রান্ দেহি শ্রিয়ং দেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে॥ ১৬

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাচ্ছুক্লবস্ত্রানুলেপনৈঃ। বস্ত্রযুগ্মং গুরোর্দদ্যাৎ সম্পূজ্যাশ্চ গ্রহাস্তথা।
শ্রেয়ঃ কর্ম্মফলং বিন্দেৎ সূর্য্যার্চ্চনরতস্তথা॥ ১৭

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বিনায়কোপসৃষ্টলক্ষণং নাম শততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০০॥

এইরূপে স্নান করাইয়া তাহার মস্তকে, উডুম্বরনির্ম্মিত স্রুব বাম হস্তে লইয়া তাহাতে সার্ষপতৈল দ্বারা সমূল কুশপত্রের হোম করিতে হইবে। ৭-১০

মিত, সম্মিত, কুষ্মাণ্ড ও রাজপুত্রকে স্বাহান্ত মন্ত্রে হোম করিবে। অনন্তর চতুষ্পথে কুশাস্তরণ করিয়া শূর্পোপরি পক্ক ও অপক্ক মাংসোদন, বিচিত্র গন্ধপুষ্প, মাল্য, ত্রিবিধ সুরা, মূলক, পূরিকা, বিবিধ পিষ্টক, দধি, পায়স, অন্ন, ঘৃত, গুড় ও মোদক এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অম্বিকার আবাহনাপূর্ব্বক সেই সকল বলিদ্রব্য নিবেদন করিবে। পরে দূর্ব্বা, সর্ষপ ও পুষ্প দ্বারা অম্বিকাদেবীর অর্চ্চনা করিবে। এইরূপে স্তবগান করিয়া অম্বিকাদেবীর নিকট প্রার্থনা করিবে; যথা—ভগবতি! আমাকে রূপ ও যশঃ প্রদান করুন। হে দেবি! আপনি পুত্র সৌভাগ্য প্রদান করিয়া আমার কামনা পরিপূর্ণ করুন। তারপর শুক্লবস্ত্র ও শুক্ল অনুলেপন দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে সন্তুষ্ট করিবে এবং গুরুকে বস্ত্রযুগ্ম প্রদান করিয়া গ্রহগণের বিশেষতঃ সূর্য্যদেবের অর্চ্চনা করিবে, তাহা হইলেই অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হইবে। ১১-১৭

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বিনায়কোপসৃষ্ট লক্ষণ নামক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০০।

১। শ্রবণে মস্তকে তথা। ২। সাজ্যান্ সংপরিগৃহ্য চ। ৩। দদ্যাদর্ঘং।

একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ

শ্রীকামঃ শান্তিকামো বা গ্রহদৃষ্ট্যভিচারবান্ ।
গ্রহযাগং সমং কুর্য্যাদ্ গ্রহাশ্চৈতে বুধৈঃ স্মৃতাঃ ॥ ১

সূর্য্যঃ সোমো মঙ্গলশ্চ বুধশ্চৈব বৃহস্পতিঃ । শুক্রঃ শনৈশ্চরো রাহুঃ কেতুগ্রহগণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২
তাম্রকাংস্য-স্ফটিকাচ্চ রক্তচন্দন-স্বর্ণকাৎ । রজতায়সঃ সীসাৎ কাংস্যাদ্দৃষ্টিঃ প্রশাম্যতি ॥ ৩

রক্তঃ শুক্লস্তথা রক্তঃ পীতঃ পীতঃ সিতোঽসিতঃ ।
কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ ক্রমাদ্বর্ণা গ্রহাণি মুনিসত্তমাঃ ॥ ৪

স্থাপয়েদ্গ্রহবর্ণানি হোমার্থং প্রলিখেৎ পটে[১] । সবর্ণানি প্রদেয়ানি বাসাংসি কুসুমানি চ ॥ ৫
গন্ধাদিবলয়শ্চৈব ধূপো দেয়শ্চ গুগ্‌গুলুঃ । কর্ত্তব্যাস্তত্র মন্ত্রৈশ্চ চরবঃ প্রতিদৈবতম্[২] ॥ ৬
আকৃষ্ণেন ইমং দেবা অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎ । উদ্‌বুধ্যস্বেতি স্বহস্তাদৃগ্‌ভিরেব যথাক্রমম্ ॥ ৭

বৃহস্পতে পরিদীয়েতি অন্নাৎ পরিস্রুতো রসম্ ।
শন্নো দেবী কয়ানশ্চ কেতুং কৃণ্বন্নিতি ক্রমাৎ ॥ ৮

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—শ্রীকামী, শান্তিকামী অথবা গ্রহদৃষ্টিতে অভিভূত ব্যক্তির শান্তি নিমিত্ত গ্রহযাগ করিবে। পণ্ডিতগণ গ্রহদিগের এই সকল নামকরণ করিয়া থাকেন। সূর্য্য, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনৈশ্চর, রাহু ও কেতু, এই সকলই গ্রহ। গ্রহদৃষ্টি হইলে রব্যাদিগ্রহের দোষ শান্ত্যর্থ তাম্রাদিদ্রব্য ধারণ করিবে। রবির দৃষ্টিতে তাম্র ধারণ করিবে। এইরূপ চন্দ্রের কাংস্য, মঙ্গলের স্ফটিক, বুধের রক্তচন্দন, বৃহস্পতির স্বর্ণ, শুক্রের রজত, শনির লৌহ, রাহুর সীস এবং কেতুর দোষশান্তির জন্য কাংস্য ধারণ করিবে, ইহাতে গ্রহদোষ শান্তি হয়। ১-৩

হে মুনিগণ! অনন্তর গ্রহবর্ণ শ্রবণ কর; রবি রক্তবর্ণ, চন্দ্র শুক্লবর্ণ, মঙ্গল রক্তবর্ণ, বুধ ও বৃহস্পতি পীতবর্ণ, শুক্র শ্বেতবর্ণ, শনৈশ্চর অসিতবর্ণ, রাহু ও কেতু কৃষ্ণবর্ণ। মুনিগণ! গ্রহদুষ্ট ব্যক্তির শান্তির জন্য সেই সেই গ্রহের হোমার্থ উল্লিখিত দ্রব্য সকল স্থাপন করিবে এবং পটে সেই গ্রহের বর্ণ চিত্রিত করিবে। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই সকল উপহারে অর্চনা করিতে হইবে। গ্রহদেবতার পূজাতে গুগ্‌গুলুদ্বারা ধূপ দিবে। স্ব স্ব মন্ত্রে গ্রহগণের পূজা করিয়া প্রত্যেক গ্রহের জন্য মন্ত্র দ্বারা চরু প্রদান করিবে। ৪-৬

"আকৃষ্ণেন রজসা" ইত্যাদি মন্ত্রে রবির, "ইমং দেবা," ইত্যাদি মন্ত্রে চন্দ্রের, "অগ্নির্মূর্দ্ধা" ইত্যাদি মন্ত্রে মঙ্গলের, "উদ্‌বুধ্যস্ব" ইত্যাদি মন্ত্রে বুধের, "বৃহস্পতে" ইত্যাদি মন্ত্রে বৃহস্পতির, "শুক্রস্তেঽন্যৎ" ইত্যাদি মন্ত্রে শুক্রের, "শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে" ইত্যাদি মন্ত্রে শনির, "কয়ানশ্চিত্রা" ইত্যাদি মন্ত্রে রাহুর এবং 'কেতুং কৃণ্বন্' ইত্যাদি মন্ত্রে কেতুর অর্চনা

১। স্থাপয়েদ্ধোমমন্ত্রৈশ্চৈব গ্রহদ্রব্যবিধানতঃ । ২। অধিপ্রত্যধিদৈবতৈঃ ।

অর্কঃ পলাশঃ খদিরস্ত্বপামার্গোঽথ পিপ্পলঃ । উডুম্বরঃ শমী দূর্ব্বা কুশাশ্চ সমিধঃ ক্রমাৎ ।
হোতব্যা মধুসর্পির্ভ্যাং দধ্না চৈব সমন্বিতাঃ ॥ ৯
গুড়ৌদনং পায়সঞ্চ হবিষ্যং ক্ষীরষষ্টিকম্ । দধ্যোদনং হবিঃ পূপান্ মাংসং চিত্রান্নমেব চ ॥১০

দদ্যাদ্ গ্রহক্রমাদেতান্[১] দ্বিজেভ্যো ভোজনং বুধঃ ।
ধেনুঃ শঙ্খস্তথানড্বান্ হেম বাসো হয়স্তথা ॥ ১১
কৃষ্ণা গৌরায়সং ছাগ এতা বৈ দক্ষিণাঃ ক্রমাৎ ।
গ্রহাঃ পূজ্যাঃ সদা যস্মাদ্রাজ্যানি[২] প্রাপ্যতে ফলম্ ॥ ১২

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে গ্রহশান্তির্নামৈকাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০১ ॥

ও হোম করিতে হয়। গ্রহের হোমীয় দ্রব্য যথা—রবির আকন্দ, মঙ্গলের পলাশ, বুধের খদির, বৃহস্পতির অপামার্গ, শুক্রের অশ্বত্থ, শনৈশ্চরের উডুম্বর, রাহুর শমী ও কেতুর দূর্ব্বা হোমীয় দ্রব্য। এই সকল হোমীয় দ্রব্যের সহিত দধি, মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া হোম করিতে হইবে। ৭-৯

গ্রহদিগের বলিদ্রব্য যথা—রবির গুড় ও অন্ন, চন্দ্রের পায়স, মঙ্গলের হবিষ্যান্ন, বুধের ক্ষীরান্ন, বৃহস্পতির দধি ও অন্ন, শুক্রের ঘৃত, শনির পিষ্টক, রাহুর মাংস এবং কেতুর বিচিত্র অন্ন বলিদ্রব্য জানিবে। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যসকল গ্রহদিগের ক্রমানুসারে ভোজনীয় দ্রব্যরূপে প্রদান করিবে। গ্রহ-যোগের দক্ষিণাদ্রব্য কথিত হইতেছে। রবির ধেনু, চন্দ্রের শঙ্খ, মঙ্গলের বৃষ, বুধের স্বর্ণ, বৃহস্পতির বস্ত্র, শুক্রের অশ্ব, শনির কৃষ্ণগো, রাহুর লৌহ এবং কেতুর যাগে ছাগ দক্ষিণা দিবে। এইরূপে গ্রহদিগের অর্চনা করিলে তাহার সমুচিত ফলস্বরূপ রাজ্যাদি লাভ হইয়া থাকে। ১০-১২

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে গ্রহশান্তি নামক একাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০১।

১। দদ্যাদ্বিজঃ ক্রমাদেতান্। ২। রাজ্যানি।

দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ

বানপ্রস্থাশ্রমং বক্ষ্যে তচ্ছৃণুধ্বং মহর্ষয়ঃ। পুত্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা ॥ ১

বানপ্রস্থো ব্রহ্মচারী সাগ্নিঃ সমহবনকর্মী। অর্চ্চয়েৎ সাগ্নিকান্ বিপ্রান্ পিতৃদেবাতিথীংস্তথা ॥ ২

ভৃত্যাংস্তু তর্পয়েৎ শ্মশ্রুজটা-লোমভৃদাত্মবান্।
দান্তস্ত্রিষবনং স্নায়াৎ নিবৃত্তশ্চ প্রতিগ্রহাৎ ॥ ৩

স্বাধ্যায়বান্ দানশীলঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ। অহ্নো মাসস্য মধ্যাং বা কুর্য্যাদাত্মপরিগ্রহম্[১] ॥ ৪

কৃতং ত্যজেদাশ্বযুজে নয়েৎ কালং ব্রতাদিনা।
নিরাশ্রয়ং স্বপেদ্ভূমৌ কর্ম্ম কুর্য্যাৎ ফলাদিনা ॥ ৫

গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থো বর্ষাসু স্থণ্ডিলেশয়ঃ।
আর্দ্রবাসাস্তু হেমন্তে যোগাভ্যাসাদ্দিনং নয়েৎ ॥ ৬

যঃ কণ্টকৈর্বিতুদতি চন্দনৈর্যশ্চ লিম্পতি। অক্রুদ্ধঃ পরিতুষ্টশ্চ সমস্তস্য চ তস্য চ ॥ ৭

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বানপ্রস্থধর্ম্মো নাম দ্ব্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০২ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—বানপ্রস্থ ধর্ম্ম বলিব, হে মহর্ষিগণ! এই বানপ্রস্থ ধর্ম্ম শ্রবণ করুন। পুত্রের হস্তে ভার্য্যাকে সমর্পণ করিয়া অথবা ভার্য্যা সমভিব্যাহারেই বনে গমন করিবে। বানপ্রস্থ ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া প্রতিদিন হোম করিতে হয়। শান্ত, দান্ত ও ক্ষমাশীল হইয়া থাকিবে এবং সাগ্নিক ব্রাহ্মণ, পিতৃগণ ও অতিথির অর্চ্চনা করিবে। আত্মতত্ত্বপরায়ণ বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বী শ্মশ্রু জটাদি ধারণ করিয়া ভৃত্যবর্গের সন্তোষ সাধন করিবে এবং ত্রিসন্ধ্যা দান ও স্নান করিবে। কোনপ্রকার দানগ্রহণ করিবে না। বানপ্রস্থ ধর্ম্ম আশ্রয় করিবে, স্বাধ্যায়নিরত ও দানশীল হইয়া সর্ব্বভূতের হিতকর কার্য্যে তৎপর হইয়া থাকিবে। দিনমধ্যে অথবা মাসমধ্যে স্বার্থ সংগ্রহ করিবে। ১-৪

আশ্বিনমাসে সঞ্চয় পরিত্যাগ করিবে। ব্রতনিয়মাদি দ্বারাই কাল অতিবাহিত করিবে। ভূমিতে নিরাশ্রয়ে শয়ন করিয়া থাকিবে। ফলাদি দ্বারা কর্ম্মসমূহ নির্ব্বাহ করিবে। গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নিমধ্যে ও বর্ষাকালে স্থণ্ডিলে শয়ন করিবে। হেমন্ত ঋতুতে আর্দ্রবস্ত্রে থাকিয়া যোগাভ্যাসদ্বারা দিনযাপন করিবে। কেহ কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করিলে কিংবা কেহ চন্দন দ্বারা অনুলিপ্ত করিলেও সর্ব্বদা অক্ষুব্ধ ও পরিতুষ্ট থাকিবে। ৫-৭

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম নামক দ্ব্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০২ ॥

১। মধ্যে বা কুর্য্যাৎ স্বার্থপরিগ্রহম্।

ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ

ভিক্ষোর্ধর্ম্মং প্রবক্ষ্যামি তং নিবোধত সত্তমাঃ ।
বনাৎ প্রব্রজ্য কুর্ব্বীত সর্ব্ববেদসদক্ষিণম্ ॥ ১
প্রাজাপত্যাং তদন্তেঽপি অগ্নিমারোপ্য চাত্মনি । সর্ব্বভূতহিতঃ শান্ত-ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ ।
সর্ব্বারামান্ পরিত্যজ্য[১] ভিক্ষার্থী গ্রামমাশ্রয়েৎ ॥ ২
অপ্রমত্তশ্চরেদ্ভৈক্ষ্যং সায়াহ্নে নাভিলক্ষিতঃ ।
রহিতে ভিক্ষুকৈর্গ্রামে যাত্রামাত্রমলোলুপঃ ॥ ৩
ভবেৎ পরমহংসো বা একদণ্ডী যমাদিভিঃ । সিদ্ধযোগস্ত্যজন্ দেহমমৃতত্বমিহাপ্নুয়াৎ ॥ ৪
যোগমভ্যস্য মিতভুক্ পরাং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ।
দাতাতিথিপ্রিয়ো জ্ঞানী গৃহী শ্রাদ্ধেঽপি মুচ্যতে ॥ ৫

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ভিক্ষুধর্ম্মকথনং
নাম ত্র্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৩ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—এক্ষণে ভিক্ষুধর্ম্ম বলিব, হে তপোধনগণ। তাহা শ্রবণ কর। বন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সর্ব্ববেদ-দক্ষিণক যজ্ঞ সমাধান করত অগ্ন্যাধানপূর্ব্বক প্রাজাপত্য যজ্ঞ করিবে। অনন্তর সর্ব্বভূতের হিতসাধনে তৎপর, শান্ত ও ত্রিদণ্ডধারী হইয়া কমণ্ডলু গ্রহণ-পূর্ব্বক সদানন্দ চিত্তে ভিক্ষার্থ গ্রাম আশ্রয় করিবে। ভিক্ষুধর্ম্মাবলম্বী মানব অপ্রমত্ত হইয়া অন্য ভিক্ষুক যেখানে উপস্থিত নাই, এমন গ্রামে যাইয়া ভিক্ষাচরণ করিবে; কিন্তু সায়াহ্ন-কালে ভিক্ষায় যাইবে না, কিংবা লোভপরতন্ত্র হইবে না। কেবলমাত্র নিজের জীবিকা (সেই দিনের খাদ্য) নির্ব্বাহ হইতে পারে এমন ভিক্ষা করিবে। ভিক্ষু ব্যক্তি যমনিয়মাদি অবলম্বন করিয়া ত্রিদণ্ডী হইয়া পরমহংস হইবে। অনন্তর যোগসিদ্ধি হইলেই দেহ ত্যাগ করিয়া মুক্তিপদ পায়। মিতাহারী হইয়া যোগাভ্যাস করিলে উত্তম গতি লাভ করিতে পারে। গৃহী মানব দাতা, অতিথিপ্রিয় ও জ্ঞানী হইলে মুক্ত হইয়া থাকে। ১-৫

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ভিক্ষুধর্ম্ম কথন নামক ত্র্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৩ ॥

১। সর্ব্বারামং পরিত্যজ্য।

চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ

নরকাৎ পাতকোদ্ভূতাৎ পাপস্য কর্মণঃ ক্রমাৎ।
ব্রহ্মহা শ্বা খরোষ্ট্রঃ স্যাদ্ভেকোলূকঃ সুরাপ্যপি[1] ।
স্বর্ণচোরঃ কৃমিঃ কীটস্তৃণাদিস্তু গুরুতল্পগঃ। ১
ক্ষয়রোগী শ্যাবদন্তঃ কুনখী শিপিবিষ্টকঃ। ব্রহ্মহত্যাক্রমাৎ স্যুশ্চ তৎ সর্বং বা পিশোর্ভবেৎ। ২
অন্নহর্তা হ্যাময়াবী মূকো বাগপহারকঃ[2]। ধান্যমিশ্রোঽতিরিক্তাঙ্গঃ পিশুনঃ পূতিনাসিকঃ। ৩
তৈলহারী তৈলপায়ী পূতিবক্ত্রস্তু সূচকঃ। ব্রহ্মস্বকন্যাহরণাৎ বনে স্যাদ্ ব্রহ্মরাক্ষসঃ। ৪
রত্নহৃদ্ধীনজাতিঃ স্যাৎ পত্রশাকহরঃ শিখী। গন্ধাংশ্ছুচ্ছুন্দরির্হৃত্বা ধান্যহৃন্মূষিকো ভবেৎ। ৫
ফলং কপিঃ পশুং হৃত্বা অজা কাকঃ পয়স্তথা।
মাংসং গৃধ্রঃ পটং শ্বিত্রী চীরী লবণহারকঃ। ৬
যথাকর্ম ফলং প্রাপ্য তির্যক্ত্বং কালপর্যয়াৎ। জায়ন্তে লক্ষণভ্রষ্টা দরিদ্রাঃ পুরুষাধমাঃ। ৭

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন—পাপী ব্যক্তিরা নরভোগের পর শেষ পাপক্ষয় পর্যন্ত হীন যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে। ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তি নরকভোগের পর ক্রমশঃ কুক্কুর, উষ্ট্র, গর্দভ ও ভেকযোনি প্রাপ্ত হয় এবং পরিশেষে পেচক হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করে। যে ব্যক্তি সুবর্ণচোর, সে কৃমি ও কীটযোনি প্রাপ্ত হয়, আর যে ব্যক্তি গুরুপত্নীগামী, তাহার তৃণাদিরূপে জন্ম হয়। ব্রহ্মহত্যাকারী ক্ষয়রোগী, স্বর্ণচোর ব্যক্তি শ্যাবদন্ত এবং গুরুপত্নীগামী কুনখী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহজন্মে অন্ন হরণ করে, সে পরজন্মে রুগ্ন হয় অর্থাৎ আহারে বঞ্চিত থাকে। আর যে ব্যক্তি বাক্যহরণ করে (মিথ্যা কথা বলে) সে মূক হয়। ধান্যাপহারী ব্যক্তি অধিকাঙ্গ হয় এবং খলব্যক্তির নাসিকাতে অতি দুর্গন্ধ হইয়া থাকে। ১-৩

তৈলাপহারী ব্যক্তি তৈলপায়ী কীট হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং সূচক ব্যক্তির মুখে অতিশয় দুর্গন্ধ হইয়া থাকে। ব্রহ্মস্ব কিংবা কন্যা হরণ করিলে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া বনে বাস করে। রত্নহর্তা হীনজাতি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। পত্র শাক প্রভৃতি দ্রব্য হরণ করিলে ময়ূর, গন্ধ হরণ করিলে ছুচ্ছুন্দরী (ছুঁচো), ধান্যহারী মূষিক, ফলহরণকারী বানর এবং পশু হরণ করিলে ছাগরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এইরূপ—দুগ্ধহারী কাক, মাংসহারী গৃধ্র, বস্ত্রহর্তা শ্বিত্ররোগী হইয়া জন্মলাভ করে। লবণ হরণ করিলে পরজন্মে তাহার ভাগ্যে ছিন্ন বস্ত্র ব্যতীত অচ্ছিন্ন বসন জুটিয়া উঠে না। যে যেমন কর্ম করে সে কালক্রমে তাহার তেমনই ফলস্বরূপ তির্যগ্ যোনি প্রভৃতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া শাস্তি পায়। সেই সকল কর্ম ভোগান্তে তাহারা লক্ষণভ্রষ্ট,

---

১। স্যাদ্‌ভেকাচ্চ ভবিষ্যতি।   ২। অন্নহর্তা মূকনাহারী কো বাগপহারকঃ।

ততো নিষ্কল্মষীভূতাঃ কুলে মহতি যোগিনঃ। জায়ন্তে লক্ষণোপেতা ধনধান্যসমন্বিতাঃ ॥ ৮

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে পাপফলকথনং নাম
চতুরধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৪ ॥

পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ

বিহিতস্যাননুষ্ঠানান্নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ। অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি ॥ ১
তস্মাদ্ যত্নেন কর্ত্তব্যং প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে। এবমস্যান্তরাত্মা চ লোকশ্চৈব প্রসীদতি ॥ ২
প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণাঃ পশ্চাত্তাপবিবর্জ্জিতাঃ।
নরকান্ যান্তি পাপা বৈ মহারৌরব-রৌরবান্ ॥ ৩
তামিস্রং লোহশঙ্কুং পূতিগন্ধসমাকুলম্। সঙ্ঘাতং লোহিতোদঞ্চ সঞ্জীবনমহাপথম্ ॥ ৪
মহানরককাকোল-মন্ধতামিস্রতাপনম্। অবীচীঃ কুম্ভীপাকঞ্চ যান্তি পাপাবিতা নরাঃ ॥ ৫

দরিদ্র ও পুত্রবান্ধব হইয়া জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর তাহারা নিষ্পাপ হইয়া শ্রেষ্ঠ যোগিকুলে জন্ম গ্রহণ করে এবং সুলক্ষণান্বিত ও ধন-ধান্যশালী হইয়া থাকে। ৫-৮

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে পাপের ফলকথন নামক চতুরধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৪।

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায়

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—বিহিত কর্ম্মের আচরণ না করিয়া নিন্দিত কর্ম্মের সেবন করিলে, আর ইন্দ্রিয়সংযম করিতে না পারিলে মনুষ্যগণ নরকে পতিত হয়। পাপাত্মা মানব নরকে পতিত হয়, এ নিমিত্ত দেহশুদ্ধির জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। প্রায়শ্চিত্ত করিলে অন্তরাত্মা পবিত্র হয়, তাহার প্রতি মনুষ্যগণ প্রসন্ন হইয়া থাকে। যে সকল পাপী ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তাচরণ করে না ও পরে অনুতাপ করে না, তাহারা মহান্ধকারময় লৌহকীলকাবিদ্ধ পূতিগন্ধযুক্ত রৌরবে পতিত হয়। সঙ্ঘাত, লোহিতোদক সঞ্জীবন, মহাপথ, মহানিরয়, কাকোল, অন্ধতামিস্র, তাপন, প্রভৃতি নানাপ্রকার নরক আছে; পাপিগণ পাপবিশেষে এই সকল নরকে পতিত হয়। ১-৫

ব্রহ্মহা মদ্যপঃ স্তেয়ী সংযোগী গুরুতল্পগঃ। গুরুনিন্দা বেদনিন্দা ব্রহ্মহত্যাসমে হ্যুভে॥ ৬
নিষিদ্ধভক্ষণং জিহ্মক্রিয়াচরণমেব চ। রজস্বলামুখাস্বাদঃ সুরাপানসমানি তু॥ ৭
অশ্বরত্নাদিহরণং স্তেয়ং সুবর্ণস্তেয়সম্মিতম্॥ ৮
সখিভার্য্যাকুমারীষু স্বযোনিষ্বন্ত্যজাসু চ। সগোত্রাসু তথা স্ত্রীষু গুরুতল্পসমং স্মৃতম্॥ ৯
পিতুঃ স্বসারং মাতুশ্চ মাতুলানীং স্নুষামপি। মাতুঃ সপত্নীং ভগিনীমাচার্য্যতনয়াং তথা॥ ১০
আচার্য্যপত্নীং স্বসুতাং গচ্ছংস্তু গুরুতল্পগঃ। ছিত্বা লিঙ্গং বধস্তস্য সকামায়াঃ স্ত্রিয়াস্তথা॥ ১১
গোবধো ব্রাত্যতা স্তেয়মৃণানাঞ্চ পরিক্রিয়া। অনাহিতাগ্নিতা পণ্যবিক্রয়ঃ পরিবেদনম্॥ ১২
ভৃত্যাদধ্যয়নাদানং ভৃতকাধ্যাপনং তথা। পারদার্য্যং পারিবিত্ত্যং বার্দ্ধুষ্যং লবণক্রিয়া॥ ১৩
স্ত্রীশূদ্রবিট্ক্ষত্রবধো নিন্দিতার্থোপজীবিতা। নাস্তিক্যং ব্রতলোপশ্চ মূলং[1] গোশ্চৈব বিক্রয়ঃ॥ ১৪
পিতৃ-মাতৃ-সুহৃত্ত্যাগ-তড়াগারামবিক্রয়ঃ। কন্যায়া দূষণঞ্চৈব পরিবিন্দকযাজনম্॥ ১৫
কন্যাপ্রদানং তস্যৈব কৌটিল্যং ব্রতলোপনম্। আত্মনোঽর্থে ক্রিয়ারম্ভো মদ্যপস্ত্রীনিষেবণম্॥ ১৬
স্বাধ্যায়াগ্নিসুতত্যাগো বান্ধবত্যাগ এব চ। অসচ্ছাস্ত্রাভিগমনং ভার্য্যাত্মজবিবিক্রয়ঃ।
উপপাপানি চোক্তানি প্রায়শ্চিত্তং নিবোধত॥ ১৭

ব্রহ্মহত্যাকারী, মদ্যপায়ী, অপহরণকারী ও গুরুতল্পগামী, এই সকল পাপীরা পূর্ব্বোক্ত নরকভোগ করিয়া থাকে। গুরুনিন্দা ও বেদনিন্দা এই উভয় কার্য্যে ব্রহ্মহত্যা তুল্য পাপ হয়। নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ, কুৎসিতক্রিয়া আচরণ ও রজস্বলা নারীর মুখচুম্বন এই সমস্ত কার্য্যে সুরাপান তুল্য পাপ হইয়া থাকে। অশ্বরত্নাদি হরণে সুবর্ণস্তেয়জনিত পাপ হয়। বন্ধুপত্নী, কন্যা, ভগিনী, অন্ত্যজাতীয় স্ত্রী ও স্বগোত্রভার্য্যা-গমনে গুরুপত্নীগমন তুল্য পাপ হইয়া থাকে। পিতৃস্বসা, মাতৃস্বসা, মাতুলানী, ভগিনী, বিমাতা, আচার্য্য-কন্যা, আচার্য্যপত্নী, কন্যা ও পুত্রবধূ গমন করিলে, সেই সকল ব্যক্তির লিঙ্গচ্ছেদ করিয়া বধ করিবে। স্ত্রীও যদি ইচ্ছাবশতঃ কোন পুরুষকে উপভোগ করে, তাহারও উক্তরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ৬-১১

ব্রহ্মস্বাপহরণ, গোবধ, ঋণপরিক্রিয়া (ঋণগ্রহণ করিয়া তাহা পরিশোধ না করা), উপনয়নাদি সংস্কারহীনতা, পণ্যবিক্রয়, পরিবেদন, মূল্য (বেতন) দিয়া অধ্যয়ন, দানগ্রহণ বেতনভোগী হইয়া অধ্যাপন, পরদার, পরিবিত্তিতা (জ্যেষ্ঠ সহোদরের বিবাহের পূর্ব্বে কনিষ্ঠ সহোদরের বিবাহ), সুদগ্রহণ, লবণবিক্রয়, স্ত্রী, শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়বধ, নিন্দিত কার্য্যদ্বারা উপজীবিকা, নাস্তিকতা, ব্রতভঙ্গ, মূলকর্ম্ম (অভিচারাদি), গোবিক্রয়, পিতা, মাতা, ও বন্ধু পরিত্যাগ, সরোবর ও উদ্যানবিক্রয়, কন্যাদূষণ, পরিবিন্দক (জ্যেষ্ঠ সহোদরের বিবাহের পূর্ব্বে পরিণয়কারীকে) যাজন, পরিবিন্দকের নিকট কন্যাপ্রদান, কুটিলতা, ব্রতলোপ, আত্মার্থে ক্রিয়ারম্ভ, মদ্যপান, পরস্ত্রীনিষেবণ, স্বাধ্যায়ত্যাগ, অগ্নিত্যাগ, পুত্রত্যাগ, বান্ধবত্যাগ, অসৎ শাস্ত্রাধ্যয়ন, ভার্য্যাবিক্রয় ও পুত্রবিক্রয়, এই সমস্ত উপপাতক কথিত হইল। ১২-১৭

১। শূদ্রাং। ২। ভূষণানাঞ্চ।

শিরঃকপালধ্বজবান্ ভিক্ষাশী কর্ম বেদয়ন্ । ব্রহ্মহা দ্বাদশাব্দানি মিতভুক্ শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৮
লোমভ্যঃ স্বাহেত্যেবং লোম প্রভৃতি বৈ তনুম্[1] । মজ্জান্তং[2] জুহুয়াদ্বাপি মন্ত্রৈরেভির্যথাক্রমম্ ॥১৯

শুদ্ধিঃ স্যাদ্ ব্রাহ্মণপ্রাণাৎ কৃত্বৈবং শুদ্ধিরেব চ ।
নিরাতঙ্কং দ্বিজং গাং চ ব্রাহ্মণার্থে হতোঽপি বা ॥ ২০

অরণ্যে নিয়তো জপ্‌ত্বা ত্রিঃকৃত্বো বেদসংহিতাম্ । সরস্বতীং বা সংসেব্য ধনং পাত্রে সমর্প্য বা ॥২১

যাগস্থক্ষত্রবিড্‌ঘাতে চরেদ্ ব্রহ্মহণো ব্রতম্ ॥ ২২

গর্ভহা বা যথাবর্ণং তথাত্রেয়ীনিষূদনঃ[3] । চরেদ্ ব্রতমহত্বাপি ঘাতার্থং চেদুপাগতঃ ॥ ২৩
দ্বিগুণং সবনস্থে তু ব্রাহ্মণে ব্রতমাচরেৎ । সুরাম্বুঘৃতগোমূত্রং পীত্বা শুদ্ধিঃ সুরাপিণঃ ॥ ২৪
অগ্নিবর্ণং মৃতে বাপি চীরবাসা জটী ভবেৎ । এতদ্ ব্রহ্মহণং কুর্যাৎ পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥ ২৫
রেতোবিণ্মূত্রপানাচ্চ সুরাপা ব্রাহ্মণী তথা । পতিলোকপরিভ্রষ্টা গৃধ্রী স্যাচ্ছূকরী শুনী ॥ ২৬
স্বর্ণহারী দ্বিজো রাজ্ঞে দত্ত্বা তু মুষলং তথা । কর্মণঃ খ্যাপনং কৃত্বা হতো মুক্তোঽপি বা শুচিঃ ।
আত্মতুল্যং সুবর্ণং বা দত্ত্বা শুদ্ধিমিয়াদ্ দ্বিজঃ ॥ ২৭

এইসকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত শ্রবণ কর। পূর্বোক্ত পাপে পাপীজনগণ ভিক্ষাপাত্রধারণ করিয়া ভিক্ষাদ্বারা আহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। পূর্ব্বোক্তরূপে দ্বাদশ বৎসর মিতাহারী হইয়া থাকিলে পাপ হইতে মুক্তি পায়। অথবা 'লোমভ্যঃ স্বাহা' ইত্যাদিরূপ মন্ত্রে শরীরের লোমাদি মজ্জান্ত সর্ব্বাবয়ব হোম করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্তি পাইবে। নির্ভীক পক্ষী ও ব্রাহ্মণার্থে গো হনন করিলেও নিয়ত অরণ্যে বাস করিয়া, ত্রিবেদসংহিত সমূহের মন্ত্র জপ করিলে শুদ্ধি হইয়া থাকে। অথবা সরস্বতী দেবীর সেবা করিয়া সৎপাত্রে ধন দান করিবে। যাগস্থ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হনন করিলে ব্রহ্মবধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। গর্ভহত্যা করিলে যে বর্ণের গর্ভ হনন করিবে, সেই বর্ণবধের প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধ হয়, আর যে মানব হননার্থ উদ্যুক্ত হয়, সে হনন না করিলেও বধজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিবে। কোন ব্রাহ্মণ যজ্ঞ সমাপন করিয়া স্নান করিতেছে, এমন সময়ে তাহাকে বধ করিলে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ সুরা, জল, ঘৃত ও গোমূত্র উত্তাপদ্বারা অগ্নিবর্ণ করিয়া পান করত দেহ বিসর্জ্জন করিলে পাপ বিনষ্ট হয়, আর অগ্নিবর্ণ সুরাদি পান করিলেও যদি তাহাতে মরণ না হয়, তাহা হইলে চীরবাস ও জটাধারণ করিয়া ব্রহ্মবধের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ১৮–২৫

এই প্রকার প্রায়শ্চিত্তদ্বারা বিশুদ্ধদেহ হইলে পুনরায় সমস্ত সংস্কার করিতে হইবে। ব্রাহ্মণী যদি রেতঃ, বিষ্ঠা, মূত্র ও সুরা পান করে, তবে পতিলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া গৃধ্রী, শূকরী ও কুক্কুরী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। স্বর্ণচোর ব্রাহ্মণ একটি মুষল প্রস্তুত

১। লোমেভ্যঃ স্বাহেতি চ বা লোমবান্ বিপ্রান্তনুম্ ।

২। গ্রহাংশ্চ। ৩। তথা ত্রেয়ীনিষূদনম্ ।

তপ্তেঽয়ঃশয়নে সার্দ্ধমায়স্যা[1] যোষিতা স্বপেৎ।
উৎকৃত্য লিঙ্গং বৃষণং নৈর্ঋত্যামুৎসৃজেৎ তনুম্॥ ২৮
প্রাজাপত্যং চরেৎ কৃচ্ছ্রং সমা বা[2] গুরুতল্পগঃ।
চান্দ্রায়ণং বা ত্রীন্মাসানভ্যসেদ্ বেদসংহিতাম্॥ ২৯
এভিস্তু সংবসেদ্ যো বৈ বৎসরং সোঽপি তৎসমঃ॥ ৩০
পঞ্চগব্যং পিবেদ্গোঘ্নো মাসমাসীত সংযতঃ।
গোষ্ঠেশয়ো গোঽনুগামী গোপ্রদানেন শুধ্যতি॥ ৩১
উপপাতকশুদ্ধিঃ স্যাচ্চান্দ্রায়ণব্রতেন চ। পয়সা বাপি মাসেন পরাকেণাপি বা পুনঃ॥ ৩২
ঋষভৈকং সহস্রং গা দদ্যাৎ ক্ষত্রবধে পুমান্। ব্রহ্মহত্যাব্রতং বাপি বৎসরত্রিতয়ং চরেৎ॥ ৩৩
বৈশ্যহাব্দং চরেদেতদ্দদ্যাদ্বৈকশতং গবাম্। ষণ্মাসান্ শূদ্রহা চৈতদ্দদ্যাদ্ধেনূর্দশাপি বা[3]।
অদুষ্টাং স্ত্রিয়ং হত্বা শূদ্রহত্যাব্রতং চরেৎ॥ ৩৪

করিয়া রাজাকে উহা দিয়া সেই চৌর্য্যকর্ম্ম নিবেদন করিবে; রাজা সেই মুষলদ্বারা স্বর্ণচোর পাপীকে আঘাত করিয়া বিনাশ করিবেন; এইরূপ করিলেই স্বর্ণচৌর্য্যজনিত পাপ হইতে শুদ্ধ হইবে। অথবা স্বর্ণচৌর্য্যপাপে লিপ্ত ব্যক্তি আত্মপরিমিত সুবর্ণ প্রদান করিলেও শুদ্ধ হইয়া থাকে। কোন স্ত্রীর নিদ্রাকালে যদি কোন পুরুষ সেই স্ত্রীর সম্ভোগাভিলাষে তাহার সহিত শয়ন করে, তাহা হইলে সেই পাপিষ্ঠ তাহার লিঙ্গ ও অণ্ড ছেদন করিয়া নৈর্ঋতদিকে নিক্ষেপ, অথবা উত্তপ্ত লৌহ স্ত্রীপ্রতিমা আলিঙ্গন করিয়া দেহ বিসর্জ্জন করিলে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। গুরুপত্নী গমন করিলে কৃচ্ছ্রপ্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিবে। অথবা তিনমাস পর্য্যন্ত চান্দ্রায়ণব্রত আচরণ করিয়া বেদসংহিতা পাঠ করিবে। এই সকল পাপীর যাহারা সহবাস করে, তাহারাও সেই পাপীর ন্যায় পাপযুক্ত হয়। গোবধজনিত পাপে পাপিষ্ঠ মানব পঞ্চগব্যভোজন করিয়া গোষ্ঠে শয়ন করিয়া থাকিবে এবং সর্ব্বদা গোগণের অনুগমন করিবে। এইরূপে সংযত হইয়া এক মাস থাকিলে গোবধজন্য পাপ হইতে মুক্তি পায়। ২৬-৩০

চান্দ্রায়ণব্রত আচরণ করিলে উপপাতকের বিশুদ্ধি হয়, অথবা একমাস কেবল দুগ্ধপান করিলে কিংবা পরাকব্রত আচরণ করিলে উপপাতক হইতে শুদ্ধ হইতে পারে। ক্ষত্রিয়বধজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে পাপী মানব একটি বৃষ ও সহস্র ধেনু প্রদান করিবে, অথবা তিন বৎসর ব্রহ্মহত্যাপ্রায়শ্চিত্তাত্মক ব্রতানুষ্ঠান করিবে। বৈশ্যঘাতী নর এক বৎসর ব্রহ্মবধব্রত আচরণ করিবে, অথবা একশত ধেনু দান করিবে। শূদ্রহা মানব ছয়মাস পূর্ব্বোক্ত ব্রতাচরণ করিবে; অথবা দশ ধেনু প্রদান করিলে প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে। অদুষ্টা স্ত্রীকে বধ করিলে শূদ্রবধবিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে।

১। শয়নে ত্বাপ্যায়সং যোষিতং। ২। দ্বাদশাব্দা। ৩। চৈতদ্দদ্যাদ্ধেনবো দশ।

মার্জার-গোধা-নকুল-শঙ্খ-মণ্ডূক-ঘাতনাৎ।
পিবেৎ ক্ষীরং ত্র্যহং পাপী কৃচ্ছ্রং বা পাদিকং চরেৎ ॥ ৩৫
গজে নীলান্ বৃষান্ পঞ্চ শুকে বৎসো দ্বিহায়নঃ[১]।
খরাজমেষেষু বৃষো দেয়ঃ ক্রৌঞ্চে ত্রিহায়নঃ ॥ ৩৬

বৃক্ষ-গুল্ম-লতা-বীরুচ্ছেদনে জপ্যমৃক্শতম্। অবকীর্ণী ভবেদ্গত্বা ব্রহ্মচারী চ যোষিতম্ ॥ ৩৭
গর্দ্দভং পশুমালভ্য নৈর্ঋতং স বিশুধ্যতি। মধুমাংসাশনে কার্য্যঃ কৃচ্ছ্রঃ শেষব্রতানি চ[২] ॥ ৩৮
প্রতিকূলং গুরোঃ কৃত্বা প্রসাদ্যৈব বিশুধ্যতি। কৃচ্ছ্রত্রয়ং গুরুঃ কুর্য্যান্ম্রিয়েত প্রহিতো যদি ॥ ৩৯

ক্রিয়মাণোপকারে চ মৃতে বিপ্রে ন পাতকম্ ॥ ৪০
মহাপাপোপপাপাভ্যাং যোঽভিশংসেন্মৃষা পরম্[৩]।
অব্ভক্ষো মাসমাসীত সজাপী[৪] নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪১

অনিযুক্তো ভ্রাতৃভার্য্যাং গচ্ছংশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ। ত্রিরাত্রান্তে ঘৃতং প্রাশ্য গত্বোদক্যাং শুচির্ভবেৎ ॥ ৪২

মার্জার, গোধা, নকুল, সাধারণ পশু ও মণ্ডূকহত্যা করিলে পাপী ব্যক্তি ত্রিরাত্র কেবল দুগ্ধপান করিয়া থাকিলে পাপ বিনষ্ট হয়; অথবা কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিবে। ৩১-৩৫

গজহত্যাকারী মানব নীলবর্ণ পঞ্চ বৃষ ও শুকবধে দ্বিবর্ষবয়স্ক একটি বৎস দান করিলে তাহার পাপ মোচন হয়। গর্দ্দভ, ছাগ ও মেষ হত্যা করিলে সেই সকল পাপ বিশুদ্ধির নিমিত্ত একটি বৃষ দান করিবে। ক্রৌঞ্চহিংসক মানব স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ত্রিবর্ষবয়স্ক বৃষদান করিলে তাহার সেই পাপ বিনষ্ট হয়। বৃক্ষ, গুল্ম ও লতা প্রভৃতি ছেদন করিলে শতবার গায়ত্রী জপ করিলেই পাপশান্তি হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারী মানব স্ত্রীসংসর্গে অবকীর্ণপাপে লিপ্ত হয়, তাহাকে অবকীর্ণী বলা যায়। একটি গর্দ্দভ দান করিলে অবকীর্ণ পাপ হইতে পরিত্রাণ পায়। মধু ও মাংস ভক্ষণদ্বারা কৃচ্ছ্রব্রতের শেষ কার্য্য সমাপন করিবে। গুরুর প্রতিকূল কার্য্য করিলে গুরুকে সান্ত্বনা করিলেই সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। কোন ব্যক্তিকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিলে যদি সেই প্রহিত ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তাহা হইলে প্রেরক ব্যক্তি কৃচ্ছ্রত্রয় প্রায়শ্চিত্ত করিবে। (কোন গুরু ব্যক্তির প্রতিকূল কর্ম্ম করিলে তাহাকে ধনাদি প্রদান দ্বারা কিংবা সস্নেহবচনে সাধ্য করিলেই পাপ মোচন হয়)। উপকারী ব্যক্তির অনিষ্টাচরণ করিলে তাহার মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত কথিত আছে। ৩৮-৪০

যে মানব মিথ্যাবাক্য উচ্চারণ করে, সেই ব্যক্তি মহাপাপ ও উপপাপ কারী হয়। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে সেই পাপী সংযত হইয়া একমাস কোন নির্জ্জনস্থানে ইষ্ট মন্ত্রাদি জপ করিবে। আহারার্থ বাঞ্ছা করিবে না। যে নর নিয়োগ ব্যতিরেকে ভ্রাতৃভার্য্যাগমন করে, সে চান্দ্রায়ণ ব্রত অনুষ্ঠান করিলে পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে।

১। শুকবৎসং দ্বিহায়নম্। ২। কার্য্যং কৃচ্ছ্রশেষং ব্রতানি চ।
৩। যো বদেত মৃষা নরঃ। ৪। জপাচারী।

গোষ্ঠে বসন্ ব্রহ্মচারী মাসমেকং পয়োব্রতী । গায়ত্রীজপ্যনিরতো মুচ্যতেঽসৎপ্রতিগ্রহাৎ ॥ ৪৩

ত্রিঃ কৃচ্ছ্রমাচরেদ্ ব্রাত্যো যাজকোঽভিচরন্নপি ।
পঠেদ্বেদং যথাশক্তি ত্যক্ত্বা চ শরণাগতান্ ॥ ৪৪

প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্য্যাৎ খরযানোষ্ট্রযানগঃ । নগ্নঃ স্নাত্বা চ সুপ্ত্বা চ গত্বা চৈব দিবা স্ত্রিয়ম্ ॥ ৪৫

গুরুং হুঙ্কৃত্য ত্বঙ্কৃত্য বিপ্রং নির্জ্জিত্য বাদতঃ ।
বদ্ধ্বা বা বাসসা ক্ষিপ্রং প্রসাদ্যোপবসেদ্দিনম্[১] ॥ ৪৬
বিপ্রে দণ্ডোদ্যমে কৃচ্ছ্রমতিকৃচ্ছ্রং নিপাতনে ॥ ৪৭
দেশং কালং বয়ঃ শক্তিং পাপঞ্চাবেক্ষ্য যত্নতঃ ।
প্রায়শ্চিত্তপ্রকল্পঃ স্যাদ্ যত্র চোক্তা ন নিষ্কৃতিঃ ॥ ৪৮

গর্ভপাতো ভর্ত্তৃনিন্দা স্ত্রীণাং পতনকারণম্ । বাসো গৃহান্তিকে দেয়মন্নং বাসঃ সরক্ষণম্[২] ॥ ৪৯
বিখ্যাতদোষঃ কুর্ব্বীত পর্ষদোঽনুমতং ব্রতম্ । অসংবিখ্যাতদোষস্তু রহস্যং ব্রতমাচরেৎ ॥ ৫০

অবলা স্ত্রীতে অভিগমন করিলে, ত্রিরাত্র উপবাসের পর ঘৃতপান করিয়া শুদ্ধ হইতে পারিবে। অসংপ্রতিগ্রহজনিত পাপ হইতে নিষ্কৃতির কামনা করিলে একমাস ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করত পয়োব্রত ধারণ করিয়া গোষ্ঠে বাসপূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিবে, তাহা হইলেই অসংপ্রতিগ্রহজনিত পাপ হইতে মুক্তি পায়। ব্রাত্যপাপে (যথাকালে উপনয়নাদি সংস্কারের অভাবে) কৃচ্ছ্রত্রয় প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ঐ ব্রতপতিত ব্যক্তির যাজন করিলে সেই যাজকও পতিত হইয়া থাকে। এ নিমিত্ত তাহাকেও কৃচ্ছ্রত্রয় ব্রত পালন করিতে হইবে। যে নর শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, সে যথাশক্তি বেদপাঠ করিলে শুদ্ধ হইতে পারে ৪১-৪৪

খরযান ও উষ্ট্রযানে গমন করিলে যে পাপ হয়, তিনবার প্রাণায়াম করিলে সেই সকল পাপ স্নান পায়। দিবাতে স্ত্রীসঙ্গ করিলে বস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। গুরু প্রতি হুঙ্কার (ধমক) ও ত্বঙ্কার (তুমি) প্রয়োগ করিলে কিংবা ব্রাহ্মণকে বাক্যদ্বারা নির্জ্জিত করিলে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া এক দিবস উপবাস করিবে, তাহা হইলেই সেই পাপ হইতে মুক্তি পায়। ব্রাহ্মণকে প্রহারার্থ—দণ্ডোদ্যম করিলে কৃচ্ছ্রব্রত এবং তাড়ন করিলে অতিকৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিবে। দেশ, কাল, বয়স, শক্তি ও পাপ এই সকল বিবেচনাপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নির্ণয় করিবে, তাহা হইলেই পাপের নিষ্কৃতি হয়। গর্ভপাত ও ভর্ত্তার নিন্দা করিলে স্ত্রী পতিতা হয়। যে স্ত্রীর উক্ত প্রকার দোষ থাকে, তাহাকে নিকৃষ্ট গৃহে বাস করাইবে এবং নিকৃষ্ট অন্ন-বস্ত্র দিয়া রক্ষা করিবে। বিখ্যাত পাপী ব্যক্তি সামাজিকগণের মতানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অপ্রকাশ্য পাপে গুপ্তভাবে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ৪৫-৫০

১। বদ্ধ্বা তত্ত্ব পুনরস্তত্তো হ্যুপবসেদ্দিনম্।

২। এব গ্রহান্তিকে দোষঃ ভর্ত্তাভং পুরতস্ত্যজেৎ।

ত্রিরাত্রোপোষিতো জপ্ত্বা ব্রহ্মহা ত্বঘমর্ষণম্ ।
অন্তর্জলে বিশুধ্যেত দত্ত্বা গাঞ্চ পয়স্বিনীম্ ॥ ৫১

লোমভ্যঃ স্বাহেতি বা দিবসং মারুতাশনঃ । জলে স্থিত্বা তু জুহুয়াচ্চত্বারিংশদ্ ঘৃতাহুতীঃ ।
ত্রিরাত্রোপোষিতো হুত্বা কুষ্মাণ্ডীভির্ঘৃতং শুচিঃ ॥ ৫২
সুরাপঃ স্বর্ণহারী চ রুদ্রজাপী জলে স্থিতঃ । সহস্রশীর্ষাজপ্যেন মুচ্যতে গুরুতল্পগঃ ॥ ৫৩
অজ্ঞানকৃতপাপস্য নাশঃ সন্ধ্যাত্রয়ে কৃতে । রুদ্রৈকাদশজপ্যাচ্চ পাপনাশো ভবেদ্দ্বিজাঃ ॥ ৫৪
প্রাণায়ামশতং কুর্য্যাৎ সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে ॥ ৫৫

ওঙ্কারাভিষ্টুতং সোমসলিলং পাবনং পিবেৎ[১] ।
কৃত্বোপবাসং রেতোবিণ্মূত্রাণাং প্রাশনে দ্বিজঃ ॥ ৫৬

বেদাভ্যাসরতং শান্তং পঞ্চযজ্ঞক্রিয়াপরম্ । ন স্পৃশন্তি হি পাপানি মহাপাতকজান্যপি ॥ ৫৭

বায়ুভক্ষো দিবা তিষ্ঠন্ রাত্রিং নীত্বাপ্সু সূর্য্যদৃক্ ।
জপ্ত্বা সহস্রগায়ত্রীং শুদ্ধির্ব্রহ্মবধাদৃতে ॥ ৫৮
ব্রহ্মচর্য্যং দয়া ক্ষান্তির্ধ্যানং সত্যমকল্কতা[২] ।
অহিংসাস্তেয়-মাধুর্য্য-দমাশ্চৈতে যমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫৯

ব্রহ্মহা ব্যক্তি ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া বিশুদ্ধজলে অবস্থিত হইয়া অঘমর্ষণমন্ত্র জপ করিবে, আর ব্রাহ্মণকে পয়স্বিনী গাভী দান করিবে; অনন্তর দিবসত্রয় বায়ুভক্ষণপূর্ব্বক জলে অবস্থিত হইয়া "ওঁ লোমভ্যঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে চত্বারিংশৎ বার ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে। ইহাতে ব্রহ্মবধ জন্ত পাপ নষ্ট হয়। সুরাপী ও স্বর্ণাপহারী ব্যক্তি ত্রিরাত্র জল মধ্যে উপবাসী থাকিয়া রুদ্রমন্ত্র জপ করিবে, পরে ঘৃত অশন করিয়া কুষ্মাণ্ড মন্ত্রে হোম করিলে শুদ্ধি হইবে। ব্রাহ্মণ নিয়ত ত্রিসন্ধ্যা করিলে অজ্ঞানকৃত পাপ বিনাশ হয়। গুরুপত্নীগমন করিলে, "সহস্রশীর্ষা" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিলে তৎপাপ হইতে মুক্তি পায়, আর একাদশ বার রুদ্রাধ্যায় জপ করিলেও উক্ত পাপ বিনাশ পাইয়া থাকে। শতবার প্রাণায়াম করিলে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে নিষ্কৃতি হইয়া থাকে। ৫১-৫৫

রেতঃ, বিষ্ঠা ও মূত্র ভক্ষণ করিলে উপবাস করিয়া সায়ংকালে ওঙ্কারমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত সোম কিংবা জল পান করিবে। এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ শান্তি হয়। যে মানব বেদাভ্যাসরত, শান্তিপরায়ণ ও পঞ্চযজ্ঞান্বিত সেই ব্যক্তিকে কোনপ্রকার এমন কি মহা-পাতকজনিত পাপও স্পর্শ করিতে পারে না। সমস্ত রাত্রি জলে বাস করিয়া পরদিবে দিবাভাগে বায়ুমাত্র ভক্ষণ (উপবাস) করিয়া সূর্য্যাভিমুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া এক সহস্র গায়ত্রী জপ করিলে ব্রহ্মহত্যা ব্যতীত অন্য সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, ক্ষমা, ধ্যান, সত্য, অকপটতা, অহিংসা, অস্তেয়, মধুরবাক্য ও দম এই

১। প্রাশ্যং সলিলপ্রাশনাচ্ছুচিঃ। ২। সত্যমকল্কতা।

স্নানমৌনোপবাসেজ্যা-স্বাধ্যায়েন্দ্রিয়নিগ্রহাঃ।
তপোঽক্রোধো গুরোর্ভক্তিঃ শৌচঞ্চ নিয়মাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬০

পঞ্চগব্যন্তু গোক্ষীরং দধিমূত্রশকৃদ্ঘৃতম্। জগ্ধ্বা পরেহ্ন্যুপবসেৎ* কৃচ্ছ্রং সান্তপনং চরন্ ॥ ৬১
পৃথক্ সান্তপনৈর্দ্রব্যৈঃ ষড়হঃ সোপবাসকঃ। সপ্তাহেন তু কৃচ্ছ্রোঽয়ং মহাসান্তপনঃ স্মৃতঃ ॥ ৬২
পর্ণোডুম্বর- রাজীব-বিল্বপত্র-কুশোদকৈঃ। প্রত্যেকং প্রত্যহং পীতৈঃ* পর্ণকৃচ্ছ্র উদাহৃতঃ ॥ ৬৩
তপ্তক্ষীরঘৃতাম্বূনামেকৈকং প্রত্যহং পিবেৎ। একরাত্রোপবাসশ্চ তপ্তকৃচ্ছ্রশ্চ পাবনঃ ॥ ৬৪
একভক্তেন নক্তেন তথৈবাযাচিতেন চ। উপবাসেন চৈকেন পাদকৃচ্ছ্র উদাহৃতঃ ॥ ৬৫

যথাকথঞ্চিৎ ত্রিগুণঃ প্রাজাপত্যোঽয়মুচ্যতে।
অয়মেবাতিকৃচ্ছ্রঃ স্যাৎ পাণিপূরান্নভোজনাৎ* ॥ ৬৬

কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রঃ পয়সা দিবসানেকবিংশতিম্। দ্বাদশাহোপবাসৈশ্চ পরাকঃ সমুদাহৃতঃ ॥ ৬৭

পিণ্যাকাচামতক্রাম্বু-শক্তূনাং প্রতিবাসরম্।
একৈকমুপবাসশ্চ কৃচ্ছ্রঃ সৌম্যোঽয়মুচ্যতে ॥ ৬৮

সকলকে সংযম বলে। স্নান, মৌন, উপবাস, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, তপস্যা, অক্রোধ, গুরুভক্তি ও শৌচ এইগুলিকে নিয়ম বলিয়া থাকে। ৫৮-৬০

গব্য দুগ্ধ, গব্য দধি, গব্য ঘৃত, গোমূত্র ও গোময় এই সকলের নাম পঞ্চগব্য। পূর্ব্বদিবস কেবল পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিয়া পরদিন উপবাস করিবে, ইহার নাম কৃচ্ছ্রসান্তপন ব্রত। প্রথম দিবসে দুগ্ধ, দ্বিতীয় দিবসে দধি, তৃতীয় দিবসে গোমূত্র, চতুর্থ দিবসে গোময় এবং পঞ্চম দিবসে ঘৃত ভক্ষণ করিয়া থাকিবে; ষষ্ঠ দিবসে উপবাস করিয়া সপ্তম দিবসে কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিবে। এইরূপে সপ্তাহসাধ্য ব্রতের নাম মহাসান্তপন ব্রত। পর্ণ, উডুম্বরপত্র, পদ্মপত্র, বিল্বপত্র ও কুশোদক, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক এক দিবস ভোজন করিবে। এইরূপে পঞ্চাহ কেবল পঞ্চ দ্রব্য মাত্র ভক্ষণ করিলেই পর্ণকৃচ্ছ্রব্রত হয়। ৬১-৬৩

প্রথম দিনে তপ্ত দুগ্ধ, দ্বিতীয় দিবসে তপ্তঘৃত এবং তৃতীয় দিবসে কেবল তপ্ত জলপান করিয়া চতুর্থ দিবসে উপবাসী থাকিবে, এইরূপ করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত হয়। এই ব্রত সর্ব্ববিধ পাপ বিনাশ করে। প্রথম দিন রাত্রিতে একবার মাত্র যৎকিঞ্চিৎ আহার করিবে, দ্বিতীয় দিবসে অযাচিতাহার এবং তৃতীয় দিনে উপবাস করিয়া থাকিবে। ইহার নাম পাদকৃচ্ছ্র। পূর্ব্বোক্ত ব্রতের মধ্যে যে কোন ব্রতের ত্রিগুণ ব্রত আচরণ করিলেই প্রাজাপত্য ব্রত হয়। এই ব্রতে এক অঞ্জলি করিয়া জলপান করিলে অতিকৃচ্ছ্রব্রত হয়। একবিংশতি দিবস কেবলমাত্র জল পান করিয়া থাকিলে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রব্রত হয়। দ্বাদশ উপবাসে এক পরাকব্রত হইয়া থাকে। প্রথম দিবসে পিণ্যাক ভক্ষণ, দ্বিতীয় দিবসে উপবাস, তৃতীয় দিবসে তক্রভক্ষণ, চতুর্থ দিবসে উপবাস, পঞ্চম দিবসে শক্তু ভক্ষণ, ষষ্ঠ দিবসে উপবাস

১। পরেহ্ন্যুপবসেৎ। ২। প্রত্যাহারকৈঃ। ৩। পাণিপূর্ণান্নভোজনাৎ।

এষাং ত্রিরাত্রমভ্যাসাদেকৈকং তদ্ যথাক্রমাৎ ।
তুলাপুরুষ ইত্যেষ জ্ঞেয়ঃ পঞ্চদশাহিকঃ ॥ ৬৯
তিথিবৃদ্ধ্যাচরেৎ পিণ্ডান্[1] শুক্লে শিখ্যণ্ডসম্মিতান্ ।
একৈকং হ্রাসয়েৎ কৃষ্ণে পিণ্ডং চান্দ্রায়ণং চরন্ ॥ ৭০
যথাকথঞ্চিৎ পিণ্ডানাং চত্বারিংশচ্ছতদ্বয়ম্ । মাসেনৈবোপভুঞ্জীত চান্দ্রায়ণমথাপরম্ ॥ ৭১
কুর্য্যাৎ ত্রিষবণং স্নানং কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণং চরেৎ ।
পবিত্রাণি জপেৎ পিণ্ডান্ গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৭২
অনাদিষ্টেষু পাপেষু শুদ্ধিশ্চান্দ্রায়ণেন তু । ধর্মার্থী যশ্চরেদেতৎ চন্দ্রস্যৈতি সলোকতাম্ ।
কৃচ্ছ্রকৃদ্ধর্মকামস্তু মহতীং শ্রিয়মাপ্নুতে ॥ ৭৩

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে প্রায়শ্চিত্তবিবেকো নাম
পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৫ ॥

এইরূপ করিলে সৌম্যকৃচ্ছ্র ব্রত হয়। প্রথম দিবসে পিণ্যাক (খোল), দ্বিতীয় দিবসে তক্র এবং তৃতীয় দিবসে শক্তু ভক্ষণ করিবে, এই ক্রমে পঞ্চদশাহ ব্রতাচরণ করিলে তুলাপুরুষ ব্রত হয়। ৬৫-৬৯

শুক্লপক্ষে তিথিবৃদ্ধিক্রমে বৃদ্ধি করিয়া কুক্কুটাণ্ডপ্রমাণ পিণ্ড ভক্ষণ করিবে এবং কৃষ্ণপক্ষে এক একটি হ্রাস করিয়া ভক্ষণ করিবে অর্থাৎ শুক্লপক্ষের প্রতিপৎ তিথিতে এক পিণ্ড, দ্বিতীয়াতে দুই পিণ্ড, তৃতীয়াতে তিন পিণ্ড, এইরূপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া পূর্ণিমাতিথিতে পঞ্চদশ পিণ্ড অন্ন ভক্ষণ করিবে এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপৎ হইতে প্রতি তিথিতে এক একটি হ্রাস করিয়া অমাবস্যাতে এক পিণ্ডমাত্র ভক্ষণ করিবে। এইপ্রকার মাসসাধ্য ব্রতের নাম চান্দ্রায়ণ ব্রত। অপর প্রকার চান্দ্রায়ণ ব্রত, যথা—যে কোনরূপেই হউক, এক মাসের মধ্যে কেবলমাত্র দুইশত চল্লিশ গ্রাসমাত্র অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকিতে পারিলেই চান্দ্রায়ণ ব্রত হয়। ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণব্রত আচরণ করিবে এবং পবিত্র মন্ত্র জপ করিয়া গায়ত্রীদ্বারা অভিমন্ত্রিত অন্ন ভক্ষণ করিবে। এইরূপ কার্য্য করিলে জ্ঞাতাজ্ঞাত সর্বপ্রকার পাপ নষ্ট হইয়া যায় ও দেহ পবিত্র হয়। যে ব্যক্তি ধর্মার্থী হইয়া চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করে, সেই মানব চন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। ধর্মকামার্থী ব্যক্তি কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিলে মহতী শ্রীলাভ করে। ৭০-৭৩

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে প্রায়শ্চিত্তবিবেক নামক পঞ্চাধিক-শততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৫।

১। তিথিপিণ্ডাংশ্চরেদ্ বৃদ্ধ্যা।

ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ

প্রেতাশৌচং প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুধ্বং যতব্রতাঃ। ঊনদ্বিবর্ষং নিখনেন্ন কুর্য্যাদুদকং ততঃ ॥ ১
আ শ্মশানাদনুব্রজ্য ইতরো[1] জ্ঞাতিভির্বৃতঃ। যমসূক্তং তথা জপ্যং জপদ্ভির্লৌকিকাগ্নিনা ॥ ২
স দগ্ধব্য উপেতশ্চেদাহিতাগ্ন্যাবৃতার্থবৎ। সপ্তমাদ্দশমাদ্বাপি জ্ঞাতয়োঽভ্যুপয়ন্ত্যপঃ ॥ ৩
অপ নঃ শোশুচদঘমনেন পিতৃদিঙ্মুখাঃ। এবং মাতামহাচার্য্য-পত্নীনাঞ্চোদকক্রিয়া ॥ ৪

কামোদকাঃ সখিপ্রত্তা-স্বস্রীয়শ্বশুরর্ত্বিজঃ।
নামগোত্রেণ হ্যুদকং সকৃৎ সিঞ্চন্তি বাগ্যতাঃ ॥ ৫

পাষণ্ডপতিতানাঞ্চ ন কুর্য্যুরুদকক্রিয়াঃ। ন ব্রহ্মচারিণো ব্রাত্যা যোষিতঃ কামগাস্তথা।
সুরাপাঃ আত্মঘাতিন্যো নাশৌচোদকভাজনাঃ ॥ ৬
কৃতোদকান্ সমুত্তীর্ণান্ মৃদুশাদ্বলসংস্থিতান্। স্নাতানপবদেত্তানিতিহাসৈঃ পুরাতনৈঃ ॥ ৭
মানুষ্যে কদলীস্তম্ভে নিঃসারে সারমার্গণম্। যঃ করোতি স সম্মূঢ়ো জলবুদ্বুদসন্নিভে ॥ ৮
পঞ্চধা সম্ভৃতঃ কায়ো যদি পঞ্চত্বমাগতঃ। কর্ম্মভিঃ স্বশরীরোত্থৈস্তত্র কা পরিদেবনা ॥ ৯

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—মুনিগণ। অনন্তর প্রেতকৃত্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। অপূর্ণ-বৎসরদ্বয় বালকের মৃত্যু হইলে দাহ না করিয়া মৃত্তিকাতে পুতিয়া রাখিবে, তাহার উদকক্রিয়া বা কোনপ্রকার শ্রাদ্ধ করিবে না। দুই বৎসরের অধিক-বয়স্ক বালকের মৃত্যু হইলে, তাহাকে জ্ঞাতিগণ সমবেত হইয়া শ্মশানে লইয়া যাইবে এবং যমসূক্ত জপ করিতে করিতে তাহার দাহক্রিয়া সমাপন করিবে। সপ্তম ও দশম পুরুষান্তর্গত জ্ঞাতিগণ 'অপ নঃ শোশুচদঘং' ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণাভিমুখ হইয়া উদকক্রিয়া করিবে। উক্তরূপে মাতামহ ও আচার্য্যপত্নীর উদকক্রিয়া করিতে হইবে। বন্ধু, পুত্র, ভাগিনেয় ও শ্বশুর ইহাদিগের নাম ও গোত্র উল্লেখ করিয়া সংযতবাক্যে এক এক জলাঞ্জলি প্রদান করিবে। ইহাদিগের উদকক্রিয়া ইচ্ছাধীন, না করিলেও প্রত্যবায় হয় না। পাষণ্ড ও পতিতাদির উদকক্রিয়া করিবে না এবং ব্রহ্মচারীরও উদকক্রিয়া নিষিদ্ধ জানিবে। ব্রতপতিত রমণীর উদককার্য্য ইচ্ছা হইলে করিবে এবং ইচ্ছা না হইলে করিবে না। মদ্যপায়ী ও আত্মঘাতীর জন্য শোক করিবে না এবং উদকক্রিয়াও করিবে না। ১-৬

প্রেতের তর্পণ করিয়া সকলে পুনর্ব্বার স্নান করিবে। পরে তীরে উঠিয়া মৃদু শাদ্বলের উপর উপবিষ্ট হইলে পুরাতন ইতিহাসাদি কীর্ত্তনদ্বারা তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিবে এবং বক্ষ্যমাণরূপ উপদেশ দিবে। মানবদেহ কদলীস্তম্ভ সদৃশ নিতান্ত নিঃসার; উহার সারান্বেষণ করিতে যাওয়া নিতান্তই মূঢ়ের কর্ম্ম; মনুষ্য জীবন জলবুদ্বুদবৎ ক্ষণস্থায়ী। পঞ্চভূতের সম্মিলনে উৎপন্ন দেহী যে পঞ্চত্ব পায়, তাহা তাহার স্বকীয় পূর্ব্ব-

---

১। -দনুব্রজ্য ইতরৈঃ।

মহী বসুমতী নাশমুদধির্দৈবতানি চ। ফেনপ্রখ্যঃ কথং নাশং মর্ত্যলোকো ন যাস্যতি ॥ ১০

শ্লেষ্মাশ্রু বান্ধবৈর্মুক্তং প্রেতো ভুঙ্‌ক্তে যতোঽবশঃ।
অতো ন রোদিতব্যং হি ত্বনিত্যা জীবসংস্থিতিঃ ॥ ১১
ক্রিয়া কার্য্যা যথাশক্তি ততো গচ্ছেদ্ গৃহান্ প্রতি।
বিদশ্য নিম্বপত্রাণি নিয়তা দ্বারি বেশ্মনঃ ॥ ১২
আচম্যাথাগ্নিমুদকং গোময়ং গৌরসর্ষপান্।
প্রবিশেয়ুঃ সমালভ্য কৃত্বাশ্মনি পদং শনৈঃ ॥ ১৩
প্রবেশনাদিকং কর্ম্ম প্রেতসংস্পর্শিনামপি।
ইচ্ছতাং তৎক্ষণাচ্ছুদ্ধিঃ পরেষাং স্নানসংযমাৎ ॥ ১৪
ক্রীতলব্ধাশনা ভূমৌ স্বপেয়ুস্তে পৃথক্ পৃথক্।
পিণ্ডযজ্ঞাবৃতা দেয়ং প্রেতায়ান্নং দিনত্রয়ম্ ॥ ১৫
জলমেকাহমাকাশে স্থাপ্যং ক্ষীরঞ্চ মৃন্ময়ে।
বৈতানোপাসনাঃ কার্য্যাঃ ক্রিয়াশ্চ শ্রুতিচোদিতাঃ ॥ ১৬

আ দন্তজননাৎ সদ্য আচূড়ং নৈশিকী স্মৃতা। ত্রিরাত্রমাব্রতাদেশাদ্দশরাত্রমতঃ পরম্ ॥ ১৭

স্বয়ংকৃত কর্ম্মেরই ফল; সুতরাং তাহার জন্য শোক করা কেন? এই বসুমতীও যখন একদিন নাশ পাইবে, দেবতাসকলও যখন কোন দিন নাশ পাইবে, তখন "মনুষ্য লোক নাশ পায় কেন?" এবিষয়ের বিচারে কে প্রবৃত্ত হয়? বান্ধবগণ শ্লেষ্মা ও অশ্রু পরিত্যাগ করিলে মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর পর নিতান্ত পরাধীন বলিয়া তাহাই ভক্ষণ করে; অতএব তাহাদিগের নিমিত্ত রোদন করাও অবিধেয়। যথাশক্তি প্রেতকার্য্য করিয়া গৃহেতে প্রতিগমন করিবে এবং গৃহদ্বারে নিম্বপত্রবিদারণ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে। গৃহপ্রবেশ সময়ে আচমনপূর্ব্বক অগ্নি, জল, গোময় ও শ্বেতসর্ষপ স্পর্শ করিয়া শিলাতে পাদন্যাসপূর্ব্বক গৃহেতে প্রবেশ করিবে। ৭-১৩

যাহারা মৃতদেহ স্পর্শ করে, তাহারা সকলেই গৃহপ্রবেশোক্ত কার্য্যসকল করিবে। আর যাহারা মৃতদেহ দর্শন করে, তাহাদিগের তৎক্ষণাৎ শুদ্ধি হয় এবং জ্ঞাতিবর্গের স্নান ও সংযম দ্বারা শুদ্ধি হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত প্রেতক্রিয়া সমাপনান্তে গৃহপ্রবেশ করিয়া ভোজনাদি ব্যাপার সম্পাদনপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ ভূমিতে শয়ন করিয়া থাকিবে। পরে দিনত্রয় পর্য্যন্ত প্রেতের উদ্দেশে অন্নদ্বারা পিণ্ডপ্রদান করিতে হইবে এবং আকাশে মৃন্ময়পাত্রে জল ও দুগ্ধস্থাপন করিয়া রাখিবে। তারপর শ্রুতিবিহিত প্রেতের ঊর্দ্ধদেহিক শ্রাদ্ধাদি করিবে। জন্মের পর দন্তজনন সময়ের মধ্যে মরণ হইলে সদ্যঃশুদ্ধি হয়, দন্তজননের পর চূড়াকালপর্য্যন্ত একরাত্র, চূড়াকালের পর উপনয়নকাল পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র এবং উপনয়নের পর দশরাত্র অশৌচ হইয়া থাকে। ১৪-১৭

ত্রিরাত্রং দশরাত্রং বা শাবমাশৌচমুচ্যতে। ঊনদ্বিবর্ষমৃতয়োঃ সূতকং মাতুরেব হি।
অথবা জন্মমরণে শেষাহোভির্বিশুধ্যতি ॥ ১৮
দশ দ্বাদশ বর্ণানাং তথা পঞ্চদশৈব চ। ত্রিংশদ্দিনানি চ তথা ভবতি প্রেতসূতকম্ ॥ ১৯
অহস্ত্বদত্তকন্যাসু বালেষু চ বিশোধনম্ গুর্ব্বন্তেবাস্যনূচান-মাতুল-শ্রোত্রিয়েষু চ ॥ ২০

অনৌরসেষু পুত্রেষু ভার্য্যাস্বন্যগতাসু চ।
নিবাসরাজনি প্রেতে তদহঃ শুদ্ধিকারকম্ ॥ ২১
হতানাং নৃপ-গো-বিপ্রৈরন্বক্ষঞ্চাত্মঘাতিনাম্।
বিষাদ্যৈশ্চ হতানাঞ্চ নাশৌচং পৃথিবীপতেঃ ॥ ২২
সত্রি-ব্রতি-ব্রহ্মচারি-দাতৃ-ব্রহ্মবিদাং তথা।
দানে বিবাহে যজ্ঞে চ সংগ্রামে দেশবিপ্লবে ॥ ২৩
আপদ্যপি চ কষ্টায়াং সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে।
কালোঽগ্নিকর্ম্মমৃদ্বায়ু-র্মনো জ্ঞানং তপো জলম্ ॥ ২৪
পশ্চাত্তাপো নিরাহারঃ সর্ব্বেঽমী শুদ্ধিহেতবঃ।
অকার্য্যকারিণাং দানং বেগো নদ্যাস্তু শুদ্ধিকৃৎ ॥ ২৫

সপিণ্ডাদি ভেদে ত্রিরাত্র কিংবা দশরাত্র অশৌচ হয়, অর্থাৎ সপিণ্ডের দশরাত্র ও অন্যের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। দুই বৎসর বয়সের মধ্যে পুত্র অথবা কন্যার মরণ হইলে কেবল মাতার অশৌচ থাকিবে, অন্যের সদ্যঃশৌচ জানিবে। প্রথমাশৌচের মধ্যে দ্বিতীয় অশৌচ সম্ভব হইলে, প্রথমাশৌচের অবশিষ্ট দিনে অশৌচনিবৃত্তি হইয়া থাকে। জ্ঞাতির জন্ম কিংবা মরণ হইলে, ব্রাহ্মণের দশাহ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশাহ, বৈশ্যের পঞ্চদশাহ এবং শূদ্রের ত্রিংশৎ দিনে অশৌচের নিবৃত্তি হয়। অদত্ত কন্যা ও বালকের মরণে একাহে শুদ্ধি হইয়া থাকে। গুরু, শিষ্য, অনূচান অর্থাৎ যে ব্যক্তি সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিয়াছে, মাতুল, শ্রোত্রিয়, ঔরসভিন্ন পুত্র ও ব্যভিচারিণী পত্নী এবং রাজার মরণে একাহে অশৌচের শুদ্ধি হয়। ১৮-২১

রাজা, গো ও বিপ্রকর্তৃক আহত অথবা আত্মঘাতী ব্যক্তির অশৌচ জ্ঞাতিগণ গ্রহণ করিবে না, আর যাহারা বিষপ্রয়োগে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছে, তাহাদিগেরও অশৌচ অগ্রাহ্য। যাহারা যজ্ঞশীল, ব্রতপরায়ণ, ব্রহ্মচারী, দানব্রতে দীক্ষিত ও ব্রহ্মজ্ঞানবান্, তাহাদিগের মরণে সদ্যঃশৌচ হইয়া থাকে। দানকালে, বিবাহ সময়ে, যুদ্ধে, দেশবিপ্লবে, ক্লেশকর আপদে (দুর্ভিক্ষাদিতে), পতিত হইয়া যাহাদিগের মরণ হয়, তাহাদিগের জ্ঞাতিগণের সদ্যঃশৌচ হয়। কাল, অগ্নি, কর্ম্ম, মৃত্তিকা, বায়ু, জ্ঞান, তপঃ, জল, অনুতাপ ও নিরাহার এই সকলই সর্ব্ববিধ শুদ্ধির কারণ এবং পাপী ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত ও নদীর বেগ শুদ্ধির কারণ হয়। ২২-২৫

ক্ষাত্রেণ কর্ম্মণা জীবেদ্বিশাং বাপ্যাপদি দ্বিজঃ ।
ফল-সোম-ক্ষৌম-বীরুদ্দধিক্ষীরং ঘৃতং জলম্ ॥ ২৬
তিলৌদন-রস-ক্ষার মধু-লাক্ষাঞ্চ বর্হিষঃ[1] । বস্ত্রোপলাসবং পুষ্পং শাকমৃচ্চর্ম্মপাদুকম্ ॥ ২৭
এণকঞ্চ কৌষেয়ং লবণং মাংসমেব চ । পিণ্যাকপশুগন্ধাংশ্চ বৈশ্যবৃত্ত্যো ন বিক্রয়েৎ ॥ ২৮
ধর্ম্মার্থং বিক্রয়ং নেয়া তিলা ধান্যেন তৎসমাঃ[2] ।
লবণাদি ন বিক্রেয়াং তথা চাপদ্গতো দ্বিজঃ ॥ ২৯
আপদ্গতঃ সম্প্রগৃহ্নন্ লিপ্যতে নার্কবদ্দ্বিজঃ । কৃষ্যাং কৃষ্যাদিকং তদ্বদবিক্রেয়া হয়াস্তথা ॥ ৩০
বুভুক্ষিতস্ত্র্যহং স্থিত্বা ধৃত্বা বৃত্তিবিবর্জ্জিতম্ ।
রাজা ধর্ম্ম্যাং প্রকুর্ব্বীত বৃত্তিং বিপ্রাদিকস্য চ ॥ ৩১

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে অশৌচাদিনির্ণয়ো নাম
ষড়ধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৬ ॥

ব্রাহ্মণ আপদে পতিত হইলে ক্ষত্রিয়বৃত্তি অথবা বৈশ্যবৃত্তি আশ্রয় করিয়াও জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। তন্মধ্যে বিশেষ এই—ফল, কর্পূর, রেশম, লতা, দধি, ক্ষীর, ঘৃত, জল, তিল, ওদন, পারদ, ক্ষারদ্রব্য, মধু, লাক্ষা, কুশা, বস্ত্র, পাষাণ, মদ্য, পুষ্প, শাক, মৃত্তিকা, চর্ম্মপাদুকা, হরিণচর্ম্ম, কৌষেয়বস্ত্র, লবণ, মাংস, পিণ্যাক (খোল), পশু, গন্ধদ্রব্য—এই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিবে না। ধর্ম্মার্থী হইলে মূল্য লইয়া তিল বিক্রয় করিবে না, পরন্তু তিলের সমপরিমাণে ধান্য লইয়া তবে বিক্রয় করিতে পারে। ব্রাহ্মণ আপদ্গত হইলেও লবণাদি বিক্রয় করিবে না। আপৎকালে এই বিধান পালনপূর্ব্বক বৈশ্যবৃত্তি অর্থাৎ বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া সূর্য্যের ন্যায় পাপে লিপ্ত হয় না। কৃষিবৃত্তিও আশ্রয় করিতে পারে। কিন্তু কদাচ অশ্ব বিক্রয় করিবে না। ব্রাহ্মণের সর্ব্বপ্রকার বৃত্তির অভাব হইলে, ক্ষুধার্ত হইয়া ত্রিরাত্রি উপবাসের পর রাজা যেরূপ বৃত্তি নিরূপণ করিয়া দিবেন, সেই বৃত্তি আশ্রয় করিতে পারে। ২৬-৩১

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে অশৌচাদি বিধান নামক ষড়ধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৬।

১। লাক্ষাযুক্তং হবিঃ। ২। তিলধান্যেন সংযুতম্।

সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

পরাশরোঽব্রবীদ্ব্যাসং ধর্ম্মং বর্ণাশ্রমাদিকম্।
কল্পে কল্পে ক্ষয়োৎপত্তিঃ ক্ষীয়ন্তে ন হ্যজাদয়ঃ ॥ ১
শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারো যঃ কশ্চিদ্বেদকর্তৃকঃ।
বেদাঃ স্মৃতা ব্রহ্মণাদৌ ধর্ম্মা মন্বাদিভিঃ সদা ॥ ২
দানং কলিযুগে ধর্ম্মঃ কর্তারঞ্চ কলৌ ত্যজেৎ।
পাপকৃত্যন্তু তত্রৈব শাপঃ ফলতি বর্ষতঃ ॥ ৩
আচারাৎ প্রাপ্নুয়াৎ সর্ব্বং ষট্‌কর্ম্মাণি দিনে দিনে।
সন্ধ্যা স্নানং জপো হোমো দেবাতিথ্যাদিপূজনম্ ॥ ৪
অপূর্ব্বঃ সুব্রতী বিপ্রো হ্যপূর্ব্বোঽতিথয়স্তথা। ক্ষত্রিয়ঃ পরসৈন্যানি জিত্বা-পৃথ্বীং প্রপালয়েৎ।
বণিক্ কৃষ্যাদি বৈশ্যে তাদ্ দ্বিজভক্তিশ্চ শূদ্রকে ॥ ৫
অভক্ষ্যভক্ষণাচ্চৌর্য্যাদগম্যাগমনাৎ পতেৎ।
কৃষিং কুর্ব্বন্ দ্বিজঃ শ্রান্তং বলীবর্দ্দং ন বাহয়েৎ ॥ ৬
দিনার্দ্ধং স্নানযোগাদি-কারী বিপ্রাংশ্চ ভোজয়েৎ।
নির্ব্বপেৎ পঞ্চযজ্ঞানি ক্রতুদীক্ষাঞ্চ কারয়েৎ[১] ॥ ৭

সূত কহিলেন,—মহর্ষি পরাশর বেদব্যাসের নিকট ধর্ম্ম-বর্ণ আশ্রমধর্ম্ম প্রভৃতি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রতিকল্পেই পৃথিবীর প্রলয় হইতেছে। কিন্তু বিষ্ণু প্রভৃতির ক্ষয় নাই। শ্রুতি, স্মৃতি ও সদাচার এ সমুদায় বেদে উক্ত আছে। সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মা বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎপরে মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশ করেন। একমাত্র দানই কলিযুগের ধর্ম্ম ; অন্য ধর্ম্ম কলিযুগে তিরোহিত হইবে, সমুদায় মনুষ্য পাপকার্য্যে নিরত হইবে, এক বৎসরে পাপের ফল হইবে। কলিযুগে বিশুদ্ধাচারে থাকিলেই সমুদায় ধর্ম্মকর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, দিনে দিনে ষট্‌কর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবে। সন্ধ্যা, স্নান, জপ, দেবতা ও অতিথির পূজা এই সমুদায়ই কলিযুগে ধর্ম্মের সোপান। ব্রতপরায়ণ অতিথিসেবাকারী বিপ্র কলিযুগে দুর্লভ ও সর্ব্বপূজ্য। ক্ষত্রিয়গণ পরসৈন্য পরাজয়পূর্ব্বক পৃথিবী পালন করিবেন। বৈশ্যগণ বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবে, শূদ্র ভক্তিসহকারে দ্বিজশুশ্রূষা করিবে। ১-৫

যদি কেহ অভক্ষ্য ভক্ষণ, চৌর্য্য অথবা অগম্যাগমন করে, তবে সে পতিত হইবে। দ্বিজগণ যদি কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হয়েন, তাহা হইলে শ্রান্ত বলীবর্দ্দকে হলে নিযুক্ত করিবেন না। তাঁহারা দ্বিপ্রহরের সময় স্নান করত যোগসাধন প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম সাধন করিয়া পঞ্চযজ্ঞ

১। ক্রতো নিন্দাঞ্চ কারয়েৎ।

তিলা রসা ন বিক্রেয়া বিক্রেয়া ধান্যতঃ সমাঃ ।
রাজ্ঞে দত্ত্বা তু ষড়্ভাগং দেবতানাঞ্চ বিংশতিম্ ॥ ৮
ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ বিপ্রাণাং কৃষিকর্তা ন লিপ্যতে । কর্ষকাঃ ক্ষত্রবিট্শূদ্রাঃ অদদন্তস্তু চৌরকাঃ ॥ ৯
দিনত্রয়েণ শুধ্যেত ব্রাহ্মণঃ প্রেতসূতকে । ক্ষত্রো দশাহাদ্বৈশ্যস্তু দ্বাদশাহান্মাসি শূদ্রকঃ ॥ ১০
জাতিবিপ্রো দশাহাত্তু ক্ষত্রো দ্বাদশকাদ্ দিনাৎ ।
পঞ্চদশাহাদ্বৈশ্যস্তু শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥ ১১
একপিণ্ডাস্তু দায়াদাঃ পৃথগ্দারনিকেতনাঃ ।
জন্মনা চ বিপত্তৌ চ ভবেত্তেষাঞ্চ সূতকম্ ॥ ১২
চতুর্থে দশরাত্রং স্যাৎ ষণ্নিশাঃ পুংসি পঞ্চমে । ষষ্ঠে চতুরহাচ্ছুদ্ধিঃ সপ্তমে চ দিনত্রয়ম্ ॥ ১৩
দেশান্তরে মৃতে বালে সদ্যঃ শুদ্ধির্বিধীয়তে । অদন্তজাতা যে বালা যে চ গর্ভাদ্বিনিঃসৃতাঃ ।
ন তেষামগ্নিসংস্কারো ন পিণ্ডং নোদকক্রিয়া ॥ ১৪
আ দন্তজননাৎ[১] সদ্য আ চূড়াদেকনৈশিকম্ ।
আ ব্রতস্থাৎ ত্রিরাত্রেণ তদূর্দ্ধং দশভির্দিনৈঃ ॥ ১৫

এবং যজ্ঞ দীক্ষাগ্রহণ করিবেন ও ব্রাহ্মণভোজন করাইবেন। তিলসকল তিল ও (তরল) দ্রব্য মূল্য লইয়া বিক্রয় করিবেন না। এই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে তাহার সমপরিমাণে ধান্যগ্রহণ-পূর্ব্বক বিক্রয় করিবেন। কৃষিকর্ত্তা বিপ্র রাজাকে ষষ্ঠভাগ, দেবতাদিগকে বিংশতিতম ভাগ এবং ব্রাহ্মণগণকে ত্রয়স্ত্রিংশত্তম ভাগ, প্রদান করিলে পাপে লিপ্ত হইবে না। কৃষিকর্ম্মকারী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কৃষিকার্য্যের নির্দ্দিষ্টভাগ প্রদান না করিলে চৌরমধ্যে পরিগণিত হইবে। ৬-৯

এবম্বিধ ব্রাহ্মণ প্রেতাশৌচ ও জননাশৌচ হইলে তিনদিনে শুদ্ধিলাভ করিবেন। এইরূপ এবম্বিধ ক্ষত্রিয় দশদিনে, এবম্বিধ বৈশ্য দ্বাদশদিনে এবং ঐরূপ শূদ্র একমাসে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। যিনি জাতিমাত্রে বিপ্র তিনি দশদিনে, যিনি জাতিমাত্রে ক্ষত্রিয় তিনি দ্বাদশদিনে, যিনি জাতিমাত্রে বৈশ্য তিনি পঞ্চদশ দিনে, আর জাতিমাত্রে শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হইবে। সপিণ্ড জ্ঞাতিগণ পৃথক্ অন্নে ও পৃথক্ ভবনে থাকিলেও তাহাদের জননাশৌচ ও মরণাশৌচ সম্পূর্ণ হইবে। পরে চতুর্থ পুরুষে দশরাত্রি, পঞ্চমপুরুষে ছয়রাত্রি, ষষ্ঠপুরুষে চারিরাত্রি, সপ্তম পুরুষে তিনদিনে শুদ্ধিলাভ করিবে। দেশান্তরে কোন বালক মরিলে তৎক্ষণাৎ শুদ্ধিলাভ হইবে। যে সমস্ত বালকের দন্ত উদ্গত হয় নাই, যে বালক গর্ভ হইতে নিঃসৃত হইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাহাদিগের অগ্নিসংস্কার নাই, পিণ্ড দান নাই এবং তর্পণও নাই। যদি গর্ভমধ্যেই সন্তানের মৃত্যু হয়, অথবা যদি নারীর গর্ভস্রাব হয়, তবে যত মাসের গর্ভ, তত দিন অশৌচ হইবে। ১০-১৫

১। আনামকরণাৎ।

যদি গর্ভো বিপদ্যেত স্রবতে বাপি যোষিতঃ।
যাবন্মাসান্ স্থিতো গর্ভ-স্তাবদ্দিনানি সূতকম্ ॥ ১৬
আ চতুর্থাদ্ভবেৎ স্রাবঃ পাতঃ পঞ্চমষষ্ঠয়োঃ। ব্রহ্মচার্য্যগ্নিহোত্রাত্মাশুদ্ধিঃ সঙ্গবর্জ্জনাৎ ॥ ১৭
শিল্পিনঃ কারবো বৈদ্যা দাসী দাসাশ্চ ভৃত্যকাঃ।
অগ্নিমান্ শ্রোত্রিয়ো রাজা সদ্যঃশৌচাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৮
দশাহাচ্ছুধ্যতে মাতা স্নানাৎ সূতে পিতা শুচিঃ।
সদ্যঃ সূতৌ সূতকং স্যাদুপস্পৃশ্য পিতা শুচিঃ ॥ ১৯
বিবাহোৎসবযজ্ঞেষু অন্তরা মৃতসূতকে। পূর্ব্বসঙ্কল্পিতাদন্য-বর্জ্জনঞ্চ বিধীয়তে ॥ ২০
মৃতেন শুধ্যতে সূতী মৃতকং মৃতকান্তরাৎ[১]। গোগ্রহাদৌ বিপন্নানামেকরাত্রন্তু সূতকম্ ॥ ২১
অনাথপ্রেতবহনাৎ প্রাণায়ামেন শুধ্যতি। প্রেতশূদ্রস্য বহনাৎ ত্রিরাত্রমশুচির্ভবেৎ ॥ ২২
আত্মঘাতিবিষোদ্বন্ধ-কৃমিদষ্টে ন সংস্কৃতিঃ।
গোহতং কৃমিদষ্টঞ্চ স্পৃষ্ট্বা কৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি ॥ ২৩

যে পর্য্যন্ত নামকরণ না হয়, সে পর্য্যন্ত সদ্যঃশৌচ এবং যে পর্য্যন্ত চূড়াকরণ না হয়, তাবৎকাল এক দিবারাত্রি অশৌচ, যে পর্য্যন্ত উপনয়নব্রতোপদেশ না হয়, সে পর্য্যন্ত ত্রিরাত্রি অশৌচ হয়, তাহার পর সম্পূর্ণ দশরাত্রি অশৌচ হইয়া থাকে। চারি মাসের মধ্যে গর্ভ নষ্ট হইলে তাহাকে গর্ভস্রাব বলা যায়, আর পঞ্চম বা ষষ্ঠ মাসে গর্ভ নষ্ট হইলে তাহাকে গর্ভপাত বলা হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারী বা অগ্নিহোত্রী হইলে তিনি সর্ব্বসঙ্গবিহীন বিধায় তাঁহার কোনরূপ অশৌচ হয় না। শিল্পকার, কারুকর, বৈদ্য, দাস, দাসী, ভৃত্য, অগ্নিহোত্রী, শ্রোত্রিয়, রাজা তাহাদিগের অশৌচ নাই। সূতকাশৌচ হইলে দশ দিন পরে মাতা, আর পিতা স্নানমাত্রে শুদ্ধ হইবেন। বিবাহ, যজ্ঞ ও উৎসবের সময় যদি মরণাশৌচ বা জননাশৌচ হয় তাহা হইলে পূর্ব্বসঙ্কল্পিত ভিন্ন অন্য কার্য্য পরিত্যাগ করিবে। ১০৮,১

যদি সন্তান জন্মিয়া অশৌচের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে প্রসূতি সেই মরণ দ্বারাই উভয় অশৌচ হইতে শুদ্ধিলাভ করেন। একটী মরণাশৌচের মধ্যে অন্য মরণাশৌচ হইলে পূর্ব্বাশৌচের সহিত শেষোক্ত অশৌচ অপনীত হয়। গোগ্রহাদিতে মৃত্যু হইলে এক রাত্রি অশৌচ হইবে। অনাথ ব্যক্তিকে শ্মশানে বহন করিলে প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। কেহ যদি শূদ্রের মৃতদেহ বহন করে, তাহা হইলে ত্রিরাত্রি অশৌচ হইবে। যে নর আত্মহত্যা করে, যে ব্যক্তি উদ্বন্ধন দ্বারা অথবা বিষপান দ্বারা জীবন ত্যাগ করে, আর যে ব্যক্তি কৃমিদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাদের অগ্নিসংস্কার হইতে পারে না। গোহত বা কৃমিদংশনে মৃত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।

১। মৃতকং সূতকং ক্বচিৎ।

অদুষ্টামপতিতাং ভার্য্যাং যৌবনে যঃ পরিত্যজেৎ ।
সপ্তজন্ম ভবেৎ স্ত্রীত্বং বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ২৪
বালহত্যা ত্বগমনাদৃতৌ চ স্ত্রী তু শূকরী ।
অধন্যা ব্রতকারিণ্যো ভ্রষ্টপানোদকক্রিয়াঃ ॥ ২৫
ঔরসঃ ক্ষেত্রজঃ পুত্রঃ পিতৃজৌ পিণ্ডদৌ পিতুঃ ।
পরিবিত্তেস্তু কৃচ্ছ্রং স্যাৎ কন্যায়াঃ কৃচ্ছ্রমেব চ ।
অতিকৃচ্ছ্রং চরেদ্দাতা হোতা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥ ২৬
কুব্জবামনষণ্ডেষু গদ্গদেষু জড়েষু চ । জাত্যন্ধবধিরে মূকে ন দোষঃ পরিবেদনে ॥ ২৭
নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে[1] ॥ ২৮
ভর্ত্রা সহ মৃতা নারী রোমাব্দানি বসেদ্দিবি । ব্যালদষ্টস্তু গায়ত্র্যা জপাচ্ছুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ২৯
দাহ্যো লৌকাগ্নিনা বিপ্রশ্চাণ্ডালাদ্যৈর্হতোঽগ্নিমান্ ।
ক্ষীরৈঃ প্রক্ষাল্য তস্যাস্থি স্বাগ্নিনা মন্ত্রতো দহেৎ ॥ ৩০

যে মানব অদুষ্টা ও অপতিতা যুবতী ভার্য্যা পরিত্যাগ করে, সে সপ্তজন্ম স্ত্রীভাবে জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক বিধবা হইয়া থাকে। ঋতুকালে ভার্য্যাগমন না করিলে পুরুষের বালহত্যার পাতক হয়, নারীও জন্মান্তরে শূকরী হইয়া থাকে। যদি ঋতুকালে ভর্তৃগমনে বিরত হইয়া বেদবিহিত ব্রতাদির অনুষ্ঠান করে, তবে তাহার জলপান ও উদকক্রিয়া রহিত হয়। ২১-২৭

ঔরস পুত্র ও ক্ষেত্রজ পুত্র পিতার ক্ষেত্রে জাত, সুতরাং ইহারা পিতার পিণ্ডদান করিতে পারিবে। যিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহের পূর্ব্বে আপনি বিবাহ করিবেন, তাঁহাকে ও কন্যাকে কৃচ্ছ্রব্রত অনুষ্ঠান করিতে হইবে। যিনি কন্যাদান করিবেন, তাঁহাকে অতিকৃচ্ছ্র ব্রত, আর চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিতে হইবে। জ্যেষ্ঠ সহোদর কুব্জ, বামন, ষণ্ড, গদ্গদ, জড়, জাত্যন্ধ, বধির বা মূক হইলে কনিষ্ঠ অগ্রে বিবাহ করিলে কোন দোষ নাই। স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়, মৃত্যুমুখে পতিত হয়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব হয় অথবা পতিত হয় এই পাঁচপ্রকার বিপদ্ উপস্থিত হইলে অন্য পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে। যে স্ত্রী পতির সহিত অনুমৃতা হয়, তাহার শরীরে যতগুলি লোম আছে, ততকাল সে পতির সহিত স্বর্গে বাস করে। যদি কাহাকেও কুক্কুর প্রভৃতি দংশন করে, তবে গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে তাহাকে লৌকিক অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিবে। চাণ্ডালাদি কর্ত্তৃক যদি কোন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ নিহত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে লৌকিক অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়া তাঁহার অস্থি ক্ষীরদ্বারা প্রক্ষালনপূর্ব্বক যথাবিহিত মন্ত্রপাঠ করিয়া দাহ করিতে হইবে। ২৬-৩০

১। পতিরন্যো ন বিদ্যতে।

অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

নীতিসারং প্রবক্ষ্যামি অর্থশাস্ত্রাদিসংশ্রিতম্ ।
রাজাদিভ্যো হিতং পুণ্যমায়ুঃস্বর্গাদিদায়কম্ ॥ ১

সদ্ভিঃ সঙ্গং প্রকুর্ব্বীত সিদ্ধিকামঃ সদা নরঃ । নাসদ্ভিরিহ লোকায় পরলোকায় বা হিতম্ ॥ ২
বর্জ্জয়েৎ ক্ষুদ্রসংবাদমদুষ্টস্য তু দর্শনম্ । বিরোধং সহ মিত্রেণ সম্প্রীতিং শত্রুসেবিনা ॥ ৩
মূর্খশিষ্যোপদেশেন দুষ্টস্ত্রীভরণেন চ । দুষ্টানাং সম্প্রয়োগেণ পণ্ডিতোঽপ্যবসীদতি ॥ ৪
ব্রাহ্মণং বালিশং ক্ষত্রমযোদ্ধারং বিশং জড়ম্ । শূদ্রমক্ষরসংযুক্তং দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫

কালেন রিপুণা সন্ধিঃ কালে মিত্রেণ বিগ্রহঃ ।
কার্য্যকারণমাশ্রিত্য কালং ক্ষিপতি পণ্ডিতঃ ॥ ৬
কালঃ পচতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ ।
কালঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥ ৭
কালেষু চরতে বীর্য্যং কালে গর্ভে চ বর্দ্ধতে ।
কালো জনয়তে সৃষ্টিং পুনঃ কালোঽপি সংহরেৎ ॥ ৮

সূত কহিলেন, অর্থশাস্ত্র ও সমস্ত নীতিশাস্ত্র বলিতেছি, এই পবিত্র শাস্ত্র শ্রবণ করিলে রাজগণ ও অন্যান্য সকলের হিতসাধন হইয়া থাকে, ইহা হইতে ইহকালে আয়ুর্বৃদ্ধি আর পর-কালে স্বর্গাদি লাভ হয়। যিনি আপনার সিদ্ধিকামনা করেন, তাঁহার পক্ষে সাধুসঙ্গ সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, অসাধুগণের সহিত সহবাস ইহলোক বা পরলোকের হিতকর হয় না। ক্ষুদ্রলোকের সহিত কথোপকথন এবং অত্যন্ত দুষ্ট ব্যক্তির মুখদর্শন করিবে না। যে মানব শত্রুপক্ষের আশ্রিত, তাহার সহিত প্রণয় এবং মিত্রের সহিত বিরোধ পরিত্যাগ করিবে। মূর্খ শিষ্যের প্রতি উপদেশ প্রদান করিলে, দুষ্টা স্ত্রীর ভরণপোষণ করিলে এবং দুষ্টের অনুকূলে কোন কার্য্য করিলে পণ্ডিত ব্যক্তিও অধোগামী হয়েন। ব্রাহ্মণ যদি মূর্খ হয়, ক্ষত্রিয় যদি যুদ্ধপরাঙ্মুখ, বৈশ্য যদি জড় হয়, আর শূদ্র যদি বেদাক্ষর উচ্চারণ করে, তাহা হইলে দূর হইতে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। ১-৫

সময় বুঝিয়া শত্রুর সহিত সন্ধি এবং মিত্রের সহিত বিবাদ করিবে। পণ্ডিত ব্যক্তি কার্য্যকারণ আশ্রয় করিয়াই কালক্ষেপ করেন। কাল সমুদায় ব্যক্তিকেই পরিণত ও বর্দ্ধমান করিতেছে, আবার কালই সকলকে সংহার করিতেছে; সকলে নিদ্রাগত হইলেও কাল জাগরিত থাকে, অতএব কালকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। কাল হইতেই বালক গর্ভমধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কালই সকলের বলবীর্য্য বৃদ্ধি করে, কালই সকলের সৃষ্টি করিতেছে, আবার কালই সকলকে সংহার করিয়া থাকে। কালের গতি

কালঃ সূক্ষ্মগতির্নিত্যং দ্বিবিধশ্চেহ ভাব্যতে । স্থূলসংখ্যপ্রচারেণ সূক্ষ্মচারান্তরেণ চ ॥ ৯
নীতিসারং সুরেন্দ্রায় ইমমূচে বৃহস্পতিঃ ।
সর্ব্বজ্ঞো যেন চেন্দ্রোঽভূদ্দৈত্যান্ হত্বাপ্নুয়াদ্দিবম্ ॥ ১০
রাজর্ষিব্রাহ্মণৈঃ কার্য্যং দেববিপ্রাদিপূজনম্ । অশ্বমেধেন যষ্টব্যং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১১
উত্তমৈঃ সহ সাঙ্গত্যং পণ্ডিতৈঃ সহ সংকথাম্ ।
অলুব্ধৈঃ সহ মিত্রত্বং কুর্ব্বাণো নাবসীদতি ॥ ১২
পরদারং পরার্থঞ্চ পরিহাসং পরস্ত্রিয়া । পরবেশ্মনি বাসঞ্চ ন কুর্ব্বীত কদাচন ॥ ১৩
পরোঽপি হিতবান্ বন্ধুর্ব্বন্ধুরপ্যহিতঃ পরঃ ।
অহিতো দেহজো ব্যাধির্হিতমারণ্যমৌষধম্ ॥ ১৪
স বন্ধুর্যো হিতে যুক্তঃ স পিতা যস্তু পোষকঃ ।
তন্মিত্রং যত্র বিশ্বাসঃ স দেশো যত্র জীব্যতে ॥ ১৫
স ভৃত্যো যো বিধেয়স্তু তদ্বীজং যৎ প্ররোহতি ।
সা ভার্য্যা যা প্রিয়ং ব্রূতে স পুত্রো যস্তু জীবতি ॥ ১৬
স জীবতি গুণা যস্য ধর্ম্মো যস্য স জীবতি । গুণ-ধর্ম্মবিহীনো যো নিষ্ফলং তস্য জীবনম্ ॥ ১৭

অতীব দুর্লক্ষ্য, কাল দুই প্রকার, স্থূল ও সূক্ষ্ম ; কাল কোথাও স্থূলরূপে, কোথাও বা সূক্ষ্মরূপে সম্পাদিত হইতেছে। বৃহস্পতি দেবরাজকে এই নীতিসার উপদেশ করিয়াছিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র এই নীতিসার পাঠপূর্ব্বক সর্ব্বজ্ঞ হইয়া দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া দেবলোকের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৯-১০

ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিগণের কর্ত্তব্য এই যে তাঁহারা দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করিবেন এবং মহাপাতক-নাশের নিমিত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন। যিনি উত্তমের সহিত সহবাস, পণ্ডিতের সহিত কথোপকথন ও অলুব্ধজনের সহিত মিত্রতা করেন, তিনি কখনও অবসন্ন হবেন না। পরদারগমন, পরদ্রব্যগ্রহণ, পরস্ত্রীর সহিত পরিহাস, এবং পরগৃহে বাস, এই সমুদায় কখনও করিবে না। শত্রু ব্যক্তিও যদি হিতকারী হয়, তাহা হইলে তাহাকে বন্ধু বলা যাইতে পারে ; বন্ধু ব্যক্তি যদি অনিষ্টাচরণ করে তাহাকে শত্রু বলা যায়। শরীরসম্ভূত ব্যাধি মনুষ্যের শত্রু এবং অরণ্যজাত ঔষধ মনুষ্যের হিতকারী হইয়া থাকে। যিনি হিতানুষ্ঠান করেন, তিনিই বন্ধু, যিনি ভরণপোষণ করেন, তিনিই পিতা, যিনি বিশ্বাসভাজন, তিনিই মিত্র, যেখানে জীবিকানির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহাই নিজদেশ বলিয়া জানিবে। ১১-১৫

যে ব্যক্তি বশীভূত, তাহাকেই প্রকৃত ভৃত্য বলা যায় ; যাহা অঙ্কুরিত হয়, তাহাই প্রকৃত বীজ ; যিনি প্রিয়বাক্য বলেন, তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা ; যে দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে তাহাকে প্রকৃত পুত্র বলা যায়। যিনি গুণবান্ ও ধার্ম্মিক তাঁহার জীবনই সার্থক, যে ব্যক্তি

সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রিয়ংবদা।
সা ভার্য্যা যা প্রিয়প্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা ॥ ১৮
নিত্যং স্নাতা সুগন্ধা চ নিত্যঞ্চ প্রিয়বাদিনী। অল্পভুক্তাল্পভাষী চ সততং মঙ্গলৈর্যুতা ॥ ১৯
সততং ধর্ম্মবহুলা সততঞ্চ পতিপ্রিয়া। সততং প্রিয়বক্ত্রী চ সততন্ত্বৃতুকামিনী ॥ ২০
পিতৃদেবক্রিয়াযুক্তা সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী।
যস্যেদৃশী ভবেদ্ভার্য্যা দেবেন্দ্রো ন স মানুষঃ ॥ ২১
যস্য ভার্য্যা বিরূপাক্ষী কশ্মলা কলহপ্রিয়া।
উত্তরোত্তরবাদা স্যাৎ[১] সা জরা ন জরা জরা ॥ ২২
যস্য ভার্য্যান্যতাসক্তা পরবেশ্মাভিকাঙ্ক্ষিণী।
কুক্রিয়া ত্যক্তলজ্জা চ সা জরা ন জরা জরা ॥ ২৩
যস্য ভার্য্যা গুণজ্ঞা চ ভর্ত্তারমনুগামিনী।
অল্পাল্পেন[২] তু সন্তুষ্টা সা প্রিয়া ন প্রিয়া প্রিয়া ॥ ২৪
দুষ্টা ভার্য্যা শঠং মিত্রং ভৃত্যশ্চোত্তরদায়কঃ। সসর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ২৫
ত্যজ দুর্জ্জনসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমম্। কুরু পুণ্যমহোরাত্রং স্মর নিত্যমনিত্যতাম্ ॥ ২৬

গুণহীন ও অধার্ম্মিক তাহার জীবন নিষ্ফল। যিনি গৃহকার্য্যে দক্ষা, তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা; যিনি প্রিয়বাদিনী তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা, যিনি পতিগতপ্রাণা ও পতিব্রতা তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা। যিনি প্রতিদিন স্নানপূর্ব্বক সুগন্ধশালিনী থাকেন, যিনি নিয়ত প্রিয়বাক্য বলেন, যিনি মিতাহারা ও মিতভাষিণী, যিনি সর্ব্বদা মাঙ্গলিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, যিনি পতিপ্রণয়িনী হইয়া সতত ধর্ম্মাচরণ করেন, যিনি সর্ব্বদাই প্রিয়বাক্য বলেন, যিনি ঋতুফল-কামনা করেন, তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা। ১৮-২০

যে রমণী পিতৃক্রিয়া-দেবক্রিয়াদিতে উৎসাহবতী সে সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী হইয়া থাকে। যাহার এরূপ ভার্য্যা আছে, তিনি দেবরাজ—মনুষ্য নহেন। যে ভার্য্যা বিরূপাক্ষী, কশ্মলা, কলহপ্রিয়া এবং সমান উত্তরদায়িনী হয়, সেই নারীই পুরুষের জরা, বার্দ্ধক্যাবস্থা জরা নহে। যে ভার্য্যা অন্যাসক্তা, পরগৃহাভিলাষিণী, কুক্রিয়াসক্তা ও নির্লজ্জা তাহাকেই জরা বলা যায়, বার্দ্ধক্যাবস্থা জরা নহে। যে ভার্য্যা গুণগ্রাহিণী পতির অনুগামিনী ও অল্পেই পরিতুষ্টা, তাহাকেই প্রিয়া বলা যায়; এতদ্ভিন্ন অন্য কামিনীকে প্রিয়া বলা যায় না। ভার্য্যা যদি দুষ্টা হয়, মিত্র যদি শঠ হয় ও ভৃত্য যদি উত্তরদায়ক হয় এবং সসর্পগৃহে যদি বাস করা যায়, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু বিষয়ে সন্দেহ নাই। ২১-২৫

দুর্জ্জনসংসর্গ পরিত্যাগ কর, সর্ব্বদা সাধুসমাগমে প্রবৃত্ত হও, দিবারাত্র পুণ্যসঞ্চয় কর এবং সর্ব্বদা এই জগতের অনিত্যতা স্মরণ করিয়া রাখ। যে স্ত্রী পাপিনী হইতে এবং

১। উত্তরোত্তরবাদাঢ্যা। ২। অল্পেনৈবেন।

ব্যালী কণ্ঠপ্রদেশাদপি চ কপটতো ভীষণা যা চ রৌদ্রী,
যা কৃষ্ণা ব্যাকুলাক্ষী রুধিরনয়নসংব্যাঘ্রতুল্যা ধাত্রকল্পা ।
ক্রোধেনৈবোগ্রবক্ত্রা জ্বলদনলশিখা কাকজিহ্বা করালা,
সেব্যা ন স্ত্রী বিদগ্ধৈঃ পরপুরুষমনা আত্মচিত্তা বিরক্তা ॥ ২৭
ভুজঙ্গমে বেশ্মনি দৃষ্টিদৃষ্টে, ব্যাধৌ চিকিৎসাবিনিবর্ত্তিতে চ ।
দেহে চ বাল্যাদিবয়োঽন্বিতে চ, কালাবৃতোঽসৌ লভতে ধৃতিং কঃ ॥ ২৮

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নীতিসারেঽষ্টাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৮ ॥

নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

আপদর্থে ধনং রক্ষেদ্দারান্ রক্ষেদ্ধনৈরপি
আত্মানং সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি ॥ ১
ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ ॥ ২

সর্পিণীর কণ্ঠপ্রদেশ হইতেও ভীষণা ও রৌদ্ররূপা, যে রমণী কৃষ্ণবর্ণা, চঞ্চলা, রক্তনয়না, ব্যাকুলা ও ব্যাঘ্রীর ন্যায় ভয়ংকরী, যাহার মুখ সর্ব্বদা ক্রোধভরে উগ্র, যে কামিনী কাকজিহ্বা ও করালা, যে রমণী অনলশিখার ন্যায় ভীষণাকৃতি, যে রমণী পরপুরুষগামিনী, আত্মম্ভরী ও বিরক্তা, পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাহাকে কখনই আশ্রয় করিবেন না। যাহার গৃহে ভুজঙ্গম দৃষ্ট হইয়াছে, যাহার ব্যাধি অচিকিৎস্য হইয়া উঠিয়াছে, যাহার শরীরে বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্য অবস্থা ভোগ হইয়াছে, সে কালকর্ত্তৃক আক্রান্ত সন্দেহ নাই। এমন অবস্থায় কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? ২৬-২৮

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নীতিসারে অষ্টাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৮ ।

নবাধিক শততম অধ্যায়

সূত কহিলেন, আপদের নিমিত্ত ধনরক্ষা করিবে, ধন ব্যয় করিয়াও স্ত্রীরক্ষা করিবে, ধনদ্বারাই হউক অথবা স্ত্রী দ্বারাই হউক আপনাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে হইবে। কুলরক্ষার নিমিত্ত এক ব্যক্তিকে ত্যাগ করিবে, গ্রামরক্ষার নিমিত্ত কুলও ত্যাগ করিতে পারে, জনপদ রক্ষার নিমিত্ত গ্রাম ত্যাগ করিবে, আর আত্মরক্ষার নিমিত্ত সমুদয় পৃথিবীও

বরং হি নরকে বাসো ন তু দুশ্চরিতে গৃহে।
নরকাৎ ক্ষীয়তে পাপং কুগৃহান্ন নিবর্ত্ততে ॥ ৩
চলত্যেকেন পাদেন তিষ্ঠত্যেকেন বুদ্ধিমান্।
ন পরীক্ষ্য পরং স্থানং পূর্ব্বমায়তনং ত্যজেৎ ॥ ৪
ত্যজেদ্দেশমসদ্বৃত্তং বাসং সোপদ্রবং ত্যজেৎ।
ত্যজেৎ কৃপণরাজানং মিত্রং মায়াময়ং ত্যজেৎ ॥ ৫
অর্থেন কিং কৃপণহস্তগতেন পুংসাং, জ্ঞানেন কিং বহুশঠাকুলসঙ্কুলেন।
রূপেণ কিং গুণপরাক্রমবর্জ্জিতেন, মিত্রেণ কিং ব্যসনকালপরাঙ্মুখেন ॥ ৬
অদৃষ্টপূর্ব্বা বহবঃ সহায়াঃ, সর্ব্বে পদস্থস্য ভবন্তি মিত্রাঃ।
অর্থৈর্বিহীনস্য পদচ্যুতস্য, ভবত্যকালে স্বজনোঽপি শত্রুঃ ॥ ৭
আপৎসু মিত্রং জানীয়াৎ রণে শূরং রহঃ শুচিম্।
ভার্য্যাঞ্চ বিভবে ক্ষীণে দুর্ভিক্ষে চ প্রিয়াতিথিম্ ॥ ৮
বৃক্ষং ক্ষীণফলং ত্যজন্তি বিহগাঃ শুষ্কং সরঃ সারসাঃ,
নির্দ্রব্যং পুরুষং ত্যজন্তি গণিকা ভ্রষ্টং নৃপং মন্ত্রিণঃ।
পুষ্পং পর্য্যুষিতং ত্যজন্তি মধুপা দগ্ধং বনান্তং মৃগাঃ,
সর্ব্বঃ কার্য্যবশাজ্জনো হি রমতে কস্যাপি কো বল্লভঃ ॥ ৯

ত্যাগ করিতে পারিবে। নরকে বাস করাও শ্রেয়ঃ, তথাপি দুশ্চরিত্রের গৃহে বাস করা কর্ত্তব্য নহে; নরকে বাস করিলে পাপক্ষয়াতে পুনরাবৃত্তি হইতে পারে, পরন্তু কুগৃহ হইতে পুনরাবৃত্তি হয় না। বুদ্ধিমান্ মানব একপদে আশ্রয় করিয়া গমনের নিমিত্ত অপর পদ উত্তোলন করেন; অতএব পরবর্ত্তিস্থান পরীক্ষা না করিয়া পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। যে দেশ অসচ্চরিত্র জনগণে পরিপূর্ণ সেই দেশ পরিত্যাগ করিবে, আর যেখানে উপদ্রব আছে, তাদৃশ বাসস্থান পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; কৃপণ রাজাকে পরিত্যাগ করা উচিত, মায়াবী মিত্রকে পরিত্যাগ করিবে। ১-৫

কৃপণহস্তগত ধনে ফল কি? শঠতাপূর্ণ জ্ঞানেই বা প্রয়োজন কি? গুণ ও পরাক্রম বিরহিত রূপেই বা কি ফল? যে ব্যক্তি ব্যসনকালে পরাঙ্মুখ হয় তাদৃশ মিত্রেই বা কি প্রয়োজন? যখন কোন ব্যক্তি উচ্চপদে আরূঢ় হয়েন, তখন তাঁহার অদৃষ্টানুসারে অনেক সহায় ঘটে; আর সকলেই সেই পদস্থ ব্যক্তির মিত্র হয়; আবার যখন সেই ব্যক্তি পদচ্যুত হইয়া অর্থহীন হয়, তখন আত্মপরিবারবর্গও তাহার সহিত শত্রুবৎ আচরণ করে। বিপৎকালে মিত্রের পরীক্ষা হয়, যুদ্ধকালে বীরের বীরত্ব জানা যায়, নির্জ্জনস্থানে অবস্থিতি করিলে সাধুদিগের চরিত্রের পরীক্ষা হইয়া থাকে, ঐশ্বর্য্যক্ষীণ হইলে ভার্য্যার স্বভাব জানা যায় এবং দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে অতিথিপ্রিয়তা গুণ প্রকাশ পায়। বিহঙ্গমগণ নিষ্ফল বৃক্ষসকল পরিত্যাগ

লুব্ধমর্থপ্রদানেন শ্লাঘ্যমঞ্জলিকর্ম্মণা। মূর্খং ছন্দানুবৃত্ত্যা চ যাথাতথ্যেন পণ্ডিতম্॥ ১০

সদ্ভাবেন হি তুষ্যন্তি দেবাঃ সৎপুরুষা দ্বিজাঃ।
ইতরে খাদ্যপানেন বাক্প্রদানেন পণ্ডিতাঃ॥ ১১
উত্তমং প্রণিপাতেন শঠং ভেদেন যোজয়েৎ।
নীচং স্বল্পপ্রদানেন সমং তুল্যপরাক্রমৈঃ॥ ১২
যস্য যস্য হি যো ভাবস্তস্য তস্য হি তং বদন্।
অনুপ্রবিশ্য মেধাবী ক্ষিপ্রমাত্মবশং নয়েৎ॥ ১৩

নখিনাঞ্চ নদীনাঞ্চ শৃঙ্গিণাং শস্ত্রপাণিনাম্। বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ॥ ১৪
অর্থনাশং মনস্তাপং গৃহে দুশ্চরিতানি চ। বঞ্চনঞ্চাপমানঞ্চ মতিমান্ ন প্রকাশয়েৎ॥ ১৫
নীচদুর্জ্জনসংসর্গদত্যন্তবিরহাদিভিঃ। স্নেহোঽন্যগেহবাসশ্চ[1] নারীণাং শীলনাশনম্॥ ১৬

কস্য দোষঃ কুলে নাস্তি ব্যাধিনা কো ন পীড়িতঃ।
কেন ন ব্যসনং প্রাপ্তং শ্রিয়ঃ কস্য নিরন্তরাঃ॥ ১৭

করে, শুষ্ক সরোবর হইলে, তত্রত্য সারসপক্ষীরা তাহা পরিত্যাগ করে, রমণীগণ নির্ধন স্বামীকে এবং মন্ত্রিগণ রাজ্যচ্যুত রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়। ভ্রমরনিকর পর্য্যুষিতপুষ্প বর্জ্জন করে, মৃগগণ দগ্ধবন ত্যাগ করিয়া যায়, সকলেই স্বার্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত স্থানে স্থানে বিহার করে, বাস্তবিক কেহ কাহারও প্রিয় নহে। লোভী ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিলেই সে বশীভূত হয়, গর্ব্বিত ব্যক্তিকে কৃতাঞ্জলি প্রণিপাত করিলেই বশীভূত করা যায়, মূর্খকে তাহার অভিমত কার্য্যদ্বারা এবং পণ্ডিতকে যথার্থ আচরণ দ্বারা বাধ্য করা যাইতে পারে। ৬-১০

দেবতা, সৎপুরুষ ও ব্রাহ্মণ ইঁহাদিগের নিকট সদ্ভাব প্রকাশ করিলে তাঁহারা সন্তোষলাভ করেন, সাধারণ জনগণ খাদ্য ও পানীয়দ্বারা এবং পণ্ডিতগণ সদ্বাক্যদ্বারা সন্তুষ্ট হয়েন। উত্তম ব্যক্তিকে প্রণিপাত এবং শঠের সহিত শঠতা করিয়া তাহাদিগকে বাধ্য করা যায়। নীচাশয়কে কিঞ্চিৎ ধন দিলেই সে বশীভূত হয় এবং সমকক্ষ ব্যক্তিকে তুল্যরূপ পরাক্রম প্রদর্শন করিলে বাধ্য করা যায়। যাহার যেরূপ মনোগতভাব, তাহাদিগের নিকট সেইরূপ প্রিয়বাক্য বলিয়া তাহাদিগের চিত্তে প্রবেশ করিতে পারিলেই পণ্ডিতগণ সত্বর তাহাদিগকে বশীভূত করিতে পারেন। নদী, নখযুক্ত ও শৃঙ্গী জন্তু, অস্ত্রধারী, স্ত্রী ও রাজা ইঁহাদিগকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অর্থনাশ, মনস্তাপ, গৃহচ্ছিদ্র, বঞ্চনা ও অপমান কখনও এই সকল প্রকাশ করিবে না। ১১-১৫

নীচ ও দুষ্টাশয় লোকের সংসর্গ, বিরহকাতরতা, অতিশয় স্নেহ ও পরগৃহে বসতি এই সকল স্ত্রীদিগের সুশীলতা বিনাশ করে। কাহার কুলেই বা দোষ নাই? কোন

১। অকুল্যগেহবাসশ্চেতি পাঠান্তরম্।

কোঽর্থং প্রাপ্য ন গর্বিতো ভুবি নরঃ কস্যাপদোঽস্তং গতাঃ*,
স্ত্রীভিঃ কস্য ন খণ্ডিতং ভুবি মনঃ কো নাম রাজ্ঞাং প্রিয়ঃ।
কঃ কালস্য ন গোচরান্তরগতঃ কোঽর্থী গতো গৌরবং,
কো বা দুর্জ্জনবাগুরানিপতিতঃ ক্ষেমেণ যাতঃ পুমান্ ॥ ১৮

সুহৃৎ স্বজনবর্জ্জং বুদ্ধির্যস্য ন চাত্মনি। যস্মিন্ কস্মিন্ স্থিতেঽপি ন বৃদ্ধেস্তু কলেবরঃ।
বিপত্তৌ চ মহদ্দুঃখং তদ্বুধঃ কথমাচরেৎ ॥ ১৯

যস্মিন্ দেশে ন সম্মানঃ ন প্রীতির্ন চ বান্ধবাঃ।
ন চ বিদ্যাগমঃ কশ্চিৎ তং দেশং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২০

ধনস্য যস্য রাজতো ভয়ং নাস্তি ন চৌরতঃ। মৃতঞ্চ যন্ন মুঞ্চেত সমর্জ্জয় তদ্ধনম্ ॥ ২১

যদর্জ্জিতং প্রাণহরৈঃ পরিশ্রমৈ-র্মৃতস্য তদ্বৈ বিভজন্তি রিক্থিনঃ।
কৃতঞ্চ যদ্দুষ্কৃতমর্থলিপ্সয়া, তদেব দোষাপহতস্য যৌতুকম্ ॥ ২২

সঞ্চিতং নিহিতং দ্রব্যং পরাস্থতং মুহুর্মুহুঃ। আখোরিব কদর্য্যস্য ধনং দুঃখায় কেবলম্ ॥ ২৩

ব্যক্তিই বা রোগদ্বারা পীড়িত হয় না? কেই বা দুঃখে পতিত হয় নাই? আর কাহারই বা সর্ব্বদা সম্পৎ থাকে? ভূমিতলে কোন্ ব্যক্তি অর্থ পাইয়া গর্ব্বিত হয় না? কাহারই বা আপদ্ বিনষ্ট হইয়াছে? স্ত্রীগণ কাহার মন আকর্ষণ করে না? কোন্ ব্যক্তিই বা রাজার প্রিয়পাত্র? কোন্ ব্যক্তি কালের করালকবলে কবলিত হয় না? কোন্ যাচকের গৌরব বৃদ্ধি পাইয়া থাকে? কোন্ ব্যক্তিই বা দুর্জ্জনের ষড়যন্ত্রে পতিত হয় না? এবং কেই বা সর্ব্বদা কুশলে কাল কাটাইতে পারে? যাহার বন্ধু ও স্বজন নাই অথচ নিজের বুদ্ধিরও প্রখরতা নাই, সেই ব্যক্তি বিপদে পতিত হইয়া মহা-দুঃখভোগ করিয়া থাকে। সে পণ্ডিত হইলেও তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারে না। যে দেশে সম্মান নাই, প্রণয় নাই, বন্ধু নাই এবং কোনরূপ বিদ্যাশিক্ষার উপায় নাই, ধীমান্ মানব সেইদেশ পরিত্যাগ করিবে। ১৮-২০

যে ধন রাজা বা তস্কর অপহরণ করিতে পারে না আর যে ধন মৃত ব্যক্তিকেও পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ ধন উপার্জ্জন কর। প্রাণান্তিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া যে ধন উপার্জ্জন করা যায়, মরণান্তে সেই ধন উত্তরাধিকারীরা বিভাগ করিয়া লেয়, অতএব যে মূঢ় ধনলালসায় দুষ্কর্ম করে, তাহার চিত্ত দূষিত হইয়া থাকে, ইহাই তাহার পুরস্কার। দুষ্কর্ম করিয়া ধন উপার্জ্জন করিলে উপার্জ্জকের কেবল পাপমাত্রই লাভ। যে মানব ধন উপার্জ্জন করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখে, কখনও সেই ধনের কিছু ব্যয় করে না, তাহার সেই ধন কেবল দুঃখপ্রদান করে, তাহাতে উপার্জ্জনকর্ত্তার কিঞ্চিন্মাত্রও সুখ হয় না। কেবল সর্ব্বদা সেই ধনের রক্ষণের জন্য বারবার ক্লেশ পাইতে হয়। মূষিক যেমন অর্থসংগ্রহ করিয়া রাখে, সেই অর্থ কোন

১। কস্যাপদো নাগতাঃ।

নগ্না ব্যসনিনো রুক্ষাঃ কপালাঙ্কিতপাণয়ঃ ।
দর্শয়ন্তীহ লোকস্য অদাতুঃ ফলমীদৃশম্ ॥ ২৪

শিক্ষয়ন্তি চ যাচন্তি দেহীতি কৃপণা জনাঃ । অবস্থেয়মদানস্য মা ভূদেবং ভবানপি ॥ ২৫

সঞ্চিতং ক্রতুশতেন যুজ্যতে, যাচিতং গুণবতে ন দীয়তে ।
তৎ কদর্য্যপরিরক্ষিতং ধনং, চৌরপার্থিবগৃহে প্রযুজ্যতে ॥ ২৬

ন দেবেভ্যো ন বিপ্রেভ্যো বন্ধুভ্যো নৈব চাত্মনি ।
কদর্য্যস্য ধনং যাতি অগ্নি-তস্কর-রাজসু ॥ ২৭

অতিক্লেশেন যেঽর্থা ধর্ম্মস্যাতিক্রমেণ চ । অরের্ব্বা প্রণিপাতেন মা ভূবংস্তে কদাচন ॥ ২৮

বিদ্যানাশো হ্যনভ্যাসঃ স্ত্রীণাং[1] নাশঃ কুচেলতা ।
ব্যাধীনাং ভোজনাজ্জীর্ণং শত্রোর্নাশঃ প্রপঞ্চতা ॥ ২৯

তস্করস্য বধো দণ্ডঃ কুমিত্রস্যাভিভাষণম্ । পৃথক্ শয্যা তু নারীণাং ব্রাহ্মণস্যানিমন্ত্রণম্ ॥ ৩০

করিতে পারে না, তাহার রক্ষণের নিমিত্ত ক্লেশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ কৃপণ ব্যক্তিও ধনের জন্য নানাপ্রকার দুঃখভোগ করে। কৃপণ ব্যক্তির সঞ্চিত ধন নষ্ট হইলে তাহারা নগ্ন ও রুক্ষ হইয়া কপালে করাঘাত করিয়া লোককে ইহাই দেখায় যে, যাহারা ধন দান না করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখে, তাহাদিগের এইরূপ দশাই হয়। সেই কৃপণ ব্যক্তি পুনর্ব্বার দেহি দেহি বলিয়া লোকের নিকট যাচ্ঞা করিয়া সাধারণকে এই শিক্ষা দেয় যে, যাহারা ধন দান না করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখে তাহাদিগের এইরূপ অবস্থাই ঘটে; অতএব তোমরা কেহ এইরূপ হইও না। ২১-২৫

যে যাবৎ ধন দান না করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখে কৃপণের সেই ধন কোন যজ্ঞাদি সৎকার্য্যে ব্যয়িত হয় না এবং গুণবান্ ব্যক্তি প্রার্থনা করিলেও তাহা প্রদান করে না। কৃপণ ব্যক্তি এইরূপে ধন সঞ্চয় করিয়া রাখে, অবশেষে কিন্তু সেই ধন তস্করে অপহরণ করে, কিম্বা রাজগৃহে স্থাপিত হয়। কৃপণের ধন দেবার্চ্চনায় লাগে না, বিপ্রকে প্রদান করে না, তদ্দ্বারা বন্ধুদিগের কোন উপকার দর্শে না অথবা সে আপনিও ভোগ করে না; পরন্ত অবশেষে রাজা, অগ্নি কিম্বা তস্কর ঐ ধন গ্রহণ করে। অর্থ উপার্জ্জন করিতে সাতিশয় ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, যে অর্থ উপার্জ্জনে ধর্ম্ম নষ্ট হয় অথবা শত্রু ব্যক্তির উপাসনা করিয়া যে অর্থের উপার্জ্জন করা যায়, সেই অর্থে প্রয়োজন নাই। শাস্ত্রের চর্চ্চা না করিলে বিদ্যা থাকে না, স্ত্রীদিগের বস্ত্র অপকৃষ্ট হইলে তাহাদিগের শোভা হয় না, ভোজনান্তে আহারীয় দ্রব্য জীর্ণ হইলেই ব্যাধির বিনাশ হয়, আর প্রপঞ্চতাই শত্রুর পরাভব করে। তস্করের প্রহার, কুমিত্রের সহিত অল্প আলাপ, নারীর পৃথক্ শয্যা এবং ব্রাহ্মণের অনিমন্ত্রণ এই সকল তাহাদিগের মৃত্যুতুল্য। ২৬-৩০

১। স্ত্রীণাং।

দুর্জনাঃ শিল্পিনো দাসা দুষ্টাশ্চ পটহাঃ স্ত্রিয়ঃ।
তাড়িতা মার্দবং যান্তি ন তে সৎকারভাজনম্ ॥ ৩১
জানীয়াৎ প্রেষণে ভৃত্যান্ বান্ধবান্ ব্যসনাগমে।
মিত্রঞ্চাপদি কালে চ ভার্য্যাঞ্চ বিভবক্ষয়ে ॥ ৩২
স্ত্রীণাং দ্বিগুণ আহারঃ প্রজ্ঞা চৈব চতুর্গুণা। ষড়্গুণো ব্যবসায়শ্চ কামশ্চাষ্টগুণঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৩
ন স্বপ্নেন জয়েন্নিদ্রাং ন কামেন স্ত্রিয়ং জয়েৎ।
ন চেন্ধনৈর্জয়েদ্বহ্নিং ন মদ্যেন তৃষাং জয়েৎ ॥ ৩৪
সমাংসৈর্ভোজনৈঃ স্নিগ্ধৈর্মদ্যৈঃ সাধুসুবাসিতৈঃ[1]।
বস্ত্রৈর্মনোরমৈর্মাল্যৈঃ কামঃ স্ত্রীষু বিজৃম্ভতে ॥ ৩৫
ব্রহ্মচর্য্যেঽপি বক্তব্যং প্রোক্তং মন্মথচেষ্টিতম্।
জনং হি পুরুষং দৃষ্ট্বা যোনিঃ প্রক্লিদ্যতে স্ত্রিয়াঃ ॥ ৩৬
সুবেশং পুরুষং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং যদি বা সুতম্।
যোনিঃ ক্লিদ্যতি নারীণাং সত্যং সত্যং হি শৌনক।
গুরুং বা ভিক্ষুকং বাপ্যমিচ্ছন্তি সততং স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩৭
নদ্যশ্চ নার্য্যশ্চ সমস্বভাবাঃ স্বতন্ত্রভাবে গমনাদিকঞ্চ।
তোয়ৈশ্চ দোষৈশ্চ নিপাতয়ন্তি, নদ্যো হি কূলানি কুলানি নার্য্যঃ ॥ ৩৮

দুর্জন, শিল্পজীবী, দাস, দুষ্ট ব্যক্তি, ঢাক ও স্ত্রী ইহাদিগকে তাড়ন করিলেই নম্র হইয়া থাকে, পরন্তু ইহারা সৎকারের পাত্র নহে। কোন কার্য্যে প্রেরণ করিলে ভৃত্যের স্বভাব জানা যায়, ব্যসনসময়ে বন্ধুবান্ধবের পরীক্ষা হয়, আপৎকালে মিত্রের স্বভাব পরিজ্ঞাত হয়, আর সম্পত্তির বিনাশ হইলে ভার্য্যার ভাব জানা যায়। স্ত্রীদিগের আহার পুরুষ অপেক্ষা দ্বিগুণ, অর্থাৎ একজন পুরুষ সাধারণতঃ একবারে যে পরিমাণে আহার করিতে পারে একজন স্ত্রীলোক প্রায় তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে ভোজন করে। তাহাদিগের বুদ্ধি চতুর্গুণ, স্ত্রীর ব্যবসায় ষড়্গুণ এবং তাহাদিগের কাম পুরুষের অপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক। নিদ্রাসেবাদ্বারা নিদ্রা, কামের চরিতার্থতা দ্বারা স্ত্রী, কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি এবং মদ্যপান দ্বারা তৃষ্ণা জয় করিতে পারে না। মাংসাদি বিবিধ স্নিগ্ধকর ভোজনীয় দ্রব্য, নানাপ্রকার মদ্য, মনোহর বস্ত্র ও সুশোভন মাল্যদ্বারা স্ত্রীলোকের কাম প্রকাশ পায়। ৩১-৩৫

ব্রহ্মচর্য্য অবস্থাতেও পুরুষের কামচেষ্টা প্রকাশ পায়, মনোহর পুরুষ দর্শন করিলে স্ত্রীলোকের যোনি আর্দ্র হইয়া থাকে। পিতা প্রভৃতি কোন গুরুজনই হউক কিম্বা কোন ভিক্ষুকই হউক—অথবা কোন সুবেশ ধনবান্ ব্যক্তিই হউক দেখিলেই স্ত্রীদিগের কামপ্রবৃত্তি হয়। হে শৌনক! এই কথা সত্য সত্য জানিবে। নদী ও নারী ইহাদিগের স্বভাব সমান,

---

১। মদ্যৈর্গন্ধবিলেপনৈঃ।

নদী পাতয়তে কূলং নারী পাতয়তে কুলম্। নারীণাঞ্চ নদীনাঞ্চ স্বচ্ছন্দা ললিতা গতিঃ ॥ ৩৯

নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং নাপগানাং মহোদধিঃ।
নান্তকঃ সর্ব্বভূতানাং ন পুংসাং বামলোচনা ॥ ৪০

ন তৃপ্তিরস্তি শিষ্টানামিষ্টানাং প্রিয়বাদিনাম্ সুখানাঞ্চ সুতানাঞ্চ জীবিতস্য বরস্য চ ॥ ৪১

রাজা ন তৃপ্তো ধনসঞ্চয়েন, ন সাগরস্তৃপ্তিমগাজ্জলেন।
ন পণ্ডিতস্তৃপ্যতি ভাষিতেন, তৃপ্তং ন চক্ষুর্নৃপদর্শনেন ॥ ৪২

স্বকর্ম্মধর্ম্মার্জ্জিতজীবিতানাং, শাস্ত্রেষু দারেষু সদা রতানাম্।
জিতেন্দ্রিয়াণামতিথিপ্রিয়াণাং, গৃহেঽপি মোক্ষঃ পুরুষোত্তমানাম্ ॥ ৪৩

মনোঽনুকূলাঃ প্রমদা রূপবত্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
বাসঃ প্রাসাদপৃষ্ঠেষু স্বর্গঃ স্যাচ্ছুভকর্ম্মণঃ ॥ ৪৪

ন দানেন ন মানেন নার্জ্জবেন ন সেবয়া।
ন শস্ত্রেণ ন শাস্ত্রেণ সর্ব্বথা বিষমাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪৫

কিন্তু সমবাদি বচন। নদী কূল নিপাতিত করে এবং নারীও কুল নিপাতিত করিয়া থাকে; নদী কূল পাতিত করে এবং নারীও কুল পাতিত করিয়া থাকে, এই উভয়েরই গতি অতি ললিত ও স্বচ্ছন্দ। অগ্নি কখনও কাষ্ঠদ্বারা তৃপ্তিলাভ করে না, তাহাতে যত কাষ্ঠ কেন প্রদান কর না সকলই ভস্মীভূত হইয়া যাইবে আরও কাষ্ঠের প্রয়োজন হয়, সমুদ্রেতে যত নদী পতিত হউক না কেন, কিছুতেই সেই সমুদ্র বিতৃপ্ত হয় না, শমন সর্ব্বভূত সংহার করিলেও তাহার তৃপ্তি হয় না, আর নারীগণের অনন্তপুরুষ সম্ভোগেও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। ৩৯-৪০

শিষ্টব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়া কেহ বিতৃপ্ত হইতে পারে না, সাধু ব্যক্তির সহিত যতই আলাপ করা যায় ততই আলাপস্পৃহা বলবতী হইতে থাকে। অভিলষিত সুখ ও প্রিয়বাদী পুত্রদ্বারা কেহ পরিতৃপ্ত হয় না, আর আপন জীবনে কাহারও তৃপ্তি হয় না। যে ব্যক্তি অনেক কাল বাঁচিয়া থাকে, তাহার আরও বাঁচিতে ইচ্ছা হয়। রাজা ধন দ্বারা, মহাসাগর জলরাশি দ্বারা, পণ্ডিত ব্যক্তি সংকথা দ্বারা তাহারা ক্রমে এবং চক্ষুঃ নৃপ-দর্শন দ্বারা কদাচ পরিতৃপ্ত হয় না। যাহারা স্বীয় ধর্ম্ম ও কর্ম্মেতে অনুরক্ত, শাস্ত্র ও দারাতে নিরত, জিতেন্দ্রিয় ও অতিথিপ্রিয় তাহারাই পুরুষসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; তাহারা গৃহে বসিয়াও মোক্ষপদ পায়। যাহারা সৎকর্ম্মা তাহারা আপন অনুকূলা রূপবতী অলঙ্কৃতা বনিতা পাইয়া প্রাসাদপৃষ্ঠে বাস করত স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া থাকে। নারীগণ সর্ব্বদাই বিষম, তাহাদিগকে কেহ দান ও সম্মান দ্বারা পরিতুষ্ট করিতে পারে না, সরল ব্যবহার ও সেবাদ্বারা বাধ্য করা যায় না, অস্ত্রপ্রদর্শন বা শাস্ত্রোপদেশদ্বারা শাসন করিতে পারে না। ৪১-৪৫

শনৈর্বিদ্যা শনৈরর্থাঃ শনৈঃ পর্বতমারুহেৎ ।
শনৈঃ কামঞ্চ ধর্মঞ্চ পঞ্চৈতানি শনৈঃ শনৈঃ । ৪৬

শাশ্বতং দেবপূজাদি বিপ্রদানঞ্চ শাশ্বতম্ । শাশ্বতং সগুণা বিদ্যা সুহৃন্মিত্রঞ্চ শাশ্বতম্ । ৪৭

যে বালভাবান্ন পঠন্তি বিদ্যাং, যে যৌবনস্থা হ্যধনাশ্চদারাঃ ।
তে শোচনীয়া ইহ জীবলোকে, মনুষ্যরূপেণ মৃগাশ্চরন্তি । ৪৮
ভোজনে[1] ভোজনং চিন্ত্যং ন কুর্য্যাচ্ছাস্ত্রসেবকঃ ।
ন দূরমপি[2] বিদ্যার্থী ব্রজেদ্ গরুড়বেগবান্ । ৪৯
যে বালভাবান্ন পঠন্তি বিদ্যাং, কামাতুরা যৌবননষ্টচিত্তাঃ ।
তে বৃদ্ধকালে পরিভূয়মানাঃ, সন্দহ্যমানাঃ শিশিরে যথাব্জম্ । ৫০
তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ, নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্ ।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং, মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ । ৫১
আকারৈরিঙ্গিতৈর্গত্যা চেষ্টয়া ভাষিতেন চ ।
নেত্র-বক্ত্রবিকারাভ্যাং লক্ষ্যতেঽন্তর্গতং মনঃ । ৫২

ক্রমে ক্রমেই বিদ্যা লাভ হয়, ক্রমে ক্রমেই ধনাগম হয়, ক্রমে ক্রমেই পর্বতারোহণ হয়, ক্রমে ক্রমেই কামনা পূরণ হয়, আর ক্রমে ক্রমেই ধর্ম উপার্জন হয়, এই পঞ্চ কার্য্যই ক্রমে ক্রমে হইয়া থাকে। দেবপূজাদি করিলে অক্ষয়পুণ্য হয়, ব্রাহ্মণকে ধনদান করিলে তাহাতে অনন্তফল জন্মে, সগুণ বিদ্যা ও সুহৃৎ ব্যক্তি অক্ষয় সুখ প্রদান করে। যাহারা বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা করে না, এবং যাহারা যৌবনে দারা ও ধনরক্ষা করে না, তাহারা ইহকালে অশেষ শোকে পতিত হয় ; তাহারা মর্ত্তলোকে পশুবৎ বিচরণ করে। যাহারা বিদ্যার্থী তাহারা ভোজন দ্রব্যে অভিলাষ করিবে না ; পরন্তু বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত গরুড়বৎ বেগে অতি দূরদেশেও গমন করিবে। যাহারা বাল্যকালে বিদ্যা অভ্যাস করে না ও যৌবনকালে কামাতুর হইয়া চিত্তকে কলুষিত করে, তাহারা বৃদ্ধকালে পরিভূত হইয়া শিশিরকালীন পদ্মের ন্যায় শীর্ণ হয়। ৪৬-৫০

চিরকাল হইতেই ধর্মবিষয়ে তর্ক চলিতেছে এবং তদ্বিষয়ে অনেক প্রকার শ্রুতিও আছে, তথাপি ধর্মের তত্ত্ব গুহাহিত নিধির ন্যায় অনিশ্চিত রহিয়াছে ; তাহা কেহই স্থির করিতে পারে না ; অতএব মহাজনগণ যেরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, সেই পন্থা আশ্রয় করিয়া ধর্মাচরণ করিবে। আকার, ইঙ্গিত, গমন, চেষ্টা, বাক্য ও মুখ-নেত্রাদির ভঙ্গী এই সকলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মানবের মনোগত ভাব জানা যাইতে পারে। মনোগতভাব বাক্যদ্বারা প্রকাশ না করিলেও বিজ্ঞজনগণ আকার-ইঙ্গিতদ্বারা তাহা বুঝিতে পারেন। যেহেতু পরের ইঙ্গিত-পরিজ্ঞানই বুদ্ধির কার্য্য।

১। পঠনে। ২। সুদূরমপি।

অনুক্তমপ্যূহতি পণ্ডিতো জনঃ, পরেঙ্গিতজ্ঞানফলা হি বুদ্ধয়ঃ।
উদীরিতোঽর্থঃ পশুনাপি গৃহ্যতে, হয়াশ্চ নাগাশ্চ বহন্তি দেশিতম্॥ ৩৩
অর্থাদ্‌ভ্রষ্টস্তীর্থযাত্রাস্তু গচ্ছেৎ, সত্যাদ্‌ ভ্রষ্টো রৌরবং বৈ ব্রজেচ্চ।
যোগাদ্‌ ভ্রষ্টঃ সত্যধৃতিঞ্চ গচ্ছেদ্‌, রাজ্যাদ্‌ ভ্রষ্টো মৃগয়াং বৈ ব্রজেচ্চ॥ ৩৪

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নীতিসারে নবাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০৯॥

দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে। ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেব চ॥ ১
প্রাগল্‌ভ্যহীনস্য[1] নরস্য বিদ্যা, শস্ত্রং যথা কাপুরুষস্য হস্তে।
ন তুষ্টিমুৎপাদয়তে শরীরে, অন্ধস্য দারা ইব দর্শনীয়াঃ॥ ২
ভোজ্যং ভোজনশক্তিশ্চ রতিশক্তির্বরাঃ স্ত্রিয়ঃ। বিভবো দানশক্তিশ্চ নাল্পস্য তপসঃ ফলম্॥ ৩

বুদ্ধিদ্বারা অনুক্ত বিষয়ও জানা যায়। যাহা সর্ব্বত্র প্রকাশিত আছে, তাহা ত পশুরাও বুঝিয়া থাকে। হস্তী ও অশ্ব ইহারাও অনায়াসে প্রভুর ইসারা বুঝিয়া কার্য্য করিয়া থাকে। ধনহীন মানব তীর্থস্থানে গমন করিয়া আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকিবে, তাহার সংসারে কোনপ্রকার সুখের আশা নাই। সত্যভ্রষ্ট নর রৌরবনরকে গমন করিয়া থাকে। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি সত্য ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিবে, আর রাজ্যভ্রষ্ট ব্যক্তি মৃগয়াতে গমন করিবে। ৩১-৩৪

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নীতিসার নামক নবাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৯।

দশাধিক শততম অধ্যায়

সূত কহিলেন,—যে ব্যক্তি আপনার স্থিরতর উপায় পরিত্যাগ করিয়া অনবস্থিত লাভের আশায় ধাবমান হয়, তাহার স্থিরতর উপায় নষ্ট হইয়া যায়, অনিশ্চিত উপায় ত নষ্ট আছেই। কাপুরুষের হস্তে যেমন অস্ত্র থাকিলে সেই অস্ত্রে কোন ফল দর্শে না, সেইরূপ প্রাগল্‌ভ্যবিহীন মনুষ্যের বিদ্যাদ্বারা কোন উপকার হয় না। অতিশয় রূপলাবণ্যবতী কামিনী অন্ধজনের কোনরূপ তুষ্টিসাধন করিতে পারে না। উত্তম ভোজনদ্রব্য, ভোজনশক্তি, রতিশক্তি, উত্তমা কামিনী, অতুলসম্পত্তি ও দানশক্তি এই সকল সামান্য তপস্যার ফল নহে।

১। বাগ্‌যত্নহীনস্য।

অগ্নিহোত্রফলা বেদাঃ শীলবৃত্তফলং শ্রুতম্। রতিপুত্রফলা দারা দত্তভুক্তফলং ধনম্ ॥ ৪

বরয়েৎ কুলজাং প্রাজ্ঞো বিরূপামপি কন্যকাম্।
বিরূপঞ্চ সুশীলং চৈ ব্রাহ্মণং সগুণং বরম্।
সুরূপাং সুনিতম্বাঞ্চ নাকুলীনাং কদাচন ॥ ৫
অর্থেনাপি হি কিং তেন যস্যানর্থে তু সঙ্গতিঃ।
কো হি নাম শিখাজাতং পন্নগস্য মণিং হরেৎ ॥ ৬

হবির্দেবকুলাদ্[১] গ্রাহ্যং বালাদপি সুভাষিতম্। বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং অমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্।
নীচাদপ্যুত্তমাং বিদ্যাং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥ ৭

ন রাজ্ঞা সহ মিত্রত্বং ন সর্পো নির্বিষঃ ক্বচিৎ
ন কুলং নির্মলং তত্র স্ত্রীজনো যত্র জায়তে ॥ ৮
কুলে নিয়োজয়েদ্ ভক্তং পুত্রং বিদ্যাসু যোজয়েৎ।
ব্যসনে যোজয়েচ্ছত্রুমিষ্টং ধর্মে নিয়োজয়েৎ ॥ ৯
স্থানেষ্বেব প্রযোক্তব্যা ভৃত্যাশ্চাভরণানি চ।
ন হি চূড়ামণিঃ পাদে প্রভবামীতি বধ্যতে[২] ॥ ১০

যাহার জন্মান্তরীণ সমধিক সুকৃতি সঞ্চিত আছে, সেই ব্যক্তিরই এই সকল ঘটিয়া থাকে। বেদাধ্যয়নের অধিকারই অগ্নিহোত্র যজ্ঞের ফল, শাস্ত্রজ্ঞানই সচ্চরিত্রতার ফল, রতিসম্ভোগ ও পুত্রলাভ ইহাই দারপরিগ্রহের ফল এবং দান আর ভোগ ইহাই ধনলাভের ফল। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সৎকুলজাত কন্যা কুৎসিতা হইলেও সেই কন্যাকে বিবাহ করিবে। যোগ্য কুলোৎপন্ন সুশিক্ষিত বর যদি বিরূপও হয়, তথাপি তাহাকে কন্যা দান করিবে। কিন্তু অসৎকুলজাতা কন্যা সুরূপা ও সুনিতম্বা হইলেও তাহাকে গ্রহণ করিবে না। ১-৫

যাহার অর্থগ্রহণ করিলে অনর্থ সংঘটন হইতে পারে, তাহার সেই অর্থ কামনা করিবে না। কোন ব্যক্তি সর্পের শিখাস্থ মণি আহরণ করিতে ইচ্ছা করে? দেবকুল হইতেও হবিঃ গ্রহণ করিতে পারে, বালকের নিকট সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিবে, বিষ হইতেও অমৃত গ্রহণ করিবে, অপবিত্র স্থান হইতে কাঞ্চন গ্রহণ করিবে, নীচজাতি হইতে উত্তম বিদ্যা গ্রহণ করিবে, আর দুষ্কুল হইতেও স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করিতে পারে। কখনও রাজার সহিত মিত্রতা করিবে না, কখনও সর্প নির্বিষ হয় না। কখনও কোন কুল নিষ্কলঙ্ক থাকে না, যেহেতু সেই কুলেতেই স্ত্রীলোকের জন্ম হয়। ভক্ত ব্যক্তিকে কুলে নিয়োজিত করিবে, পুত্রকে বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত করিবে, শত্রু ব্যক্তিকে ব্যসনকার্য্যে যুক্ত করিবে এবং আপন ইষ্ট বন্ধুকে ধর্ম্মে নিয়োজিত করিবে। ভৃত্য ও আভরণ যথাস্থানে প্রয়োগ করিবে। কেহ কখনও পদে চূড়ামণি ধারণ করে না, আর ভৃত্য কখনও আপনাকে প্রভু বলিয়া জ্ঞান করে না। ৬-১০

১। হবির্দুষ্কুলাদ্। ২। শোভতে বৈ কদাচন।

চূড়ামণিঃ সমুদ্রোঽগ্নির্ঘণ্টাকাশধনুর্দ্ধরম্[1]।
অথবা পৃথিবীপালো মূর্দ্ধ্নি পাদঃ[2] প্রসারজঃ ॥ ১১

কুসুমস্তবকস্যেব দ্বে বৃত্তী তু মনস্বিনঃ। মূর্দ্ধ্নি বা সর্ব্বলোকানাং বিশীর্য্যেত বনেঽথবা[3] ॥ ১২

কনকভূষণসংগ্রহণোচিতো, যদি মণিস্ত্রপুণি প্রতিবধ্যতে।
ন বিরৌতি ন চাপি শোভতে, ভবতি যোজয়িতুর্ব্বচনীয়তা ॥ ১৩

বাজিবারণলোহানাং কাষ্ঠপাষাণবাসসাম্।
নারীপুরুষতোয়ানামন্তরং মহদন্তরম্ ॥ ১৪

কদর্থিতস্যাপি হি ধৈর্য্যবৃত্তের্ন শক্যতে সর্ব্বগুণপ্রমাথঃ।
অধঃ কৃতেনাপি কৃতস্য বহ্নের্নাধঃ শিখা যাতি কদাচিদেব ॥ ১৫

ন সদশ্বঃ কশাঘাতং সিংহো ন গজগর্জ্জিতম্।
বীরো বা পরনির্দ্দিষ্টং ন সহেদ্ভীমনিঃস্বনঃ ॥ ১৬

যদি বিভববিহীনঃ প্রাজ্ঞো বাস্তু দৈবাৎ,
ন তু খলজনসেবাং প্রার্থয়েন্নৈব নীচম্।
ন তৃণমত্তি সিংহঃ স ক্ষুধার্ত্তোঽপি কালে,
পিবতি রুধিরমুষ্ণং প্রায়শঃ কুঞ্জরাণাম্ ॥ ১৭

চূড়ামণি, ইন্দ্রধনুঃ, আকাশ, সমুদ্র, অগ্নি ও রাজা ইহাদিগের মস্তকে স্থিতিই স্বভাব, কদাচ পাদদ্বারা স্পর্শ করিবে না। কুসুমস্তবকের ন্যায় মনস্বী ব্যক্তিদিগেরও দুইটি অবস্থা হইয়া থাকে, হয় ত মস্তকে অবস্থান, না হয় ত বনেই পতন হয়। যে মণিকে স্বর্ণভূষণের মধ্যগত করিয়া উত্তমাঙ্গে ধারণ করা উচিত তাহাকে যদি কেহ নিকৃষ্ট সীসকের সহিত গ্রথিত করে তাহাতে সে মণি শোভাও পায় না, কিংবা রোদনও করে না; পরন্তু যে ব্যক্তি সেই মণিকে ঐরূপ যোজনা করে, তাহাকেই লোকে নিন্দা করিয়া থাকে। অশ্ব, হস্তী, লৌহ, কাষ্ঠ, পাষাণ, বস্ত্র, স্ত্রী, পুরুষ ও জল ইহাদিগের পরস্পর মহান্ অন্তর জানা যায়। ধৈর্য্যশীল সাধুব্যক্তি তিরস্কৃত হইলেও তাহার গুণের ব্যতিক্রম হয় না। অগ্নিকে অধোদেশে স্থাপন করিলেও তাহার ঊর্দ্ধজ্বলন শক্তির অন্যথা হয় না; অগ্নির শিখা সর্ব্বদা ঊর্দ্ধমুখেই থাকে। ১১-১৫

উত্তম অশ্ব কশাঘাত সহিতে পারে না, সিংহ করিগর্জ্জন সহ্য করে না এবং বীরপুরুষ অপরের আদেশবাক্য শুনিতে পারে না। উচ্চাশয় ব্যক্তি দৈববিড়ম্বনায় হঠাৎ বিভবহীন হইলেও খলের সেবা করে না, নীচজনের নিকট প্রার্থনা করে না। সিংহ অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইলেও সে কদাচিৎ তৃণভক্ষণ করে না, পরন্তু উষ্ণ গজরুধিরই পান করিয়া থাকে। কোন মিত্রের সহিত একবার শত্রুতা হইলে সেই মিত্রকে আর গ্রহণ করিবে না। সেই মিত্র সাক্ষাৎ

১। ঘণ্টা চাপধরম্। ২। পাদে। ৩। শীর্য্যতঃ পতিতো বনে।

সকৃদ্দুষ্টঞ্চ মিত্রং যঃ পুনঃ সন্ধাতুমিচ্ছতি।
স মৃত্যুমেব গৃহ্লাতি গর্ভমশ্বতরী যথা ॥ ১৮
শত্রোরপত্যানি প্রিয়ংবদানি, নোপেক্ষিতব্যানি বুধৈর্মনুষ্যৈঃ।
তান্যেব কালেষু বিপৎকরাণি, বিষস্য পাত্রাণ্যপি দারুণানি ॥ ১৯
উপকারগৃহীতেন শত্রুণা শত্রুমুদ্ধরেৎ। পাদলগ্নং করস্থেন কণ্টকেনৈব কণ্টকম্ ॥ ২০
অপকারিষু মা পাপং চিন্তয়েত্ স কদাচন।
স্বয়মেব পতিষ্যন্তি কূলজাতা ইব দ্রুমাঃ ॥ ২১
অনর্থা হ্যর্থরূপেণ অর্থাশ্চানর্থরূপিণঃ।
ভবন্তি তে বিনাশায় দৈবাৎ তস্য রোচতে ॥ ২২
কার্য্যকালোচিতা পাপে-মতির্বুদ্ধির্বিহীয়তে।
সানুকূলা তু বৈ দেবাৎ পুংসঃ সর্ব্বত্র জায়তে ॥ ২৩
ধনপ্রয়োগকার্য্যেষু[1] চ তথা বিদ্যাগমেষু চ। আহারে ব্যবহারে চ ত্যক্তলজ্জঃ সদা ভবেৎ ॥ ২৪
ধনিনঃ শ্রোত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যস্তু পঞ্চমঃ।
পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে ন কুর্য্যাৎ তত্র সংস্থিতিম্ ॥ ২৫

মৃত্যুস্বরূপ জানিবে। যেমন অশ্বতরী গর্ভ গ্রহণ করিলে তাহার মৃত্যু হয়, সেইরূপ দুষ্ট মিত্রকে গ্রহণ করিলে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। শত্রুব্যক্তির সন্তানগণ প্রিয়বাক্য বলিলেও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে, কখনও শত্রুসন্তানকে বিশ্বাস করিবে না। কারণ তাহারা অবশ্যই সময় পাইলে বিপৎপাতের চেষ্টা করে। যেমন বিষের পাত্রও অনিষ্টকর হয়, সেইরূপ শত্রুর সন্তানও অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে। শত্রুকে উপকার দ্বারা বাধ্য করিয়া তাহা দ্বারা অন্য শত্রুর উচ্ছেদসাধন করিবে। যেমন পাদতলে কণ্টক বিদ্ধ হইলে অপর কণ্টকদ্বারা সেই পাদবিদ্ধ কণ্টকের উৎপাত করিতে হয়, সেইরূপ এক শত্রু দ্বারা অন্য শত্রুর বিনাশসাধন করিবে। ১৮-২০

যে সব পরের অপকার করিয়া থাকে, তাহার বিনাশের জন্য কোন উপায় চিন্তা করিতে হয় না। সেই পরাপকারী ব্যক্তি নদীকূলজাত বৃক্ষের ন্যায় আপনিই পতিত হইয়া থাকে। যখন দৈবদুর্বিপাক উপস্থিত হয়, তখন অহিতকে হিত ও হিতকে অহিত বলিয়া বোধ হয় এবং সেই সকল কার্য্যেই অভিরুচি হইয়া থাকে; আর উক্ত কার্য্যসকল কর্ত্তাকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হয়। যখন দৈব অনুকূল হয় তখন কার্য্যকালে অহিত বুদ্ধি বিনাশ পায়। আর সৌভাগ্যবান্ পুরুষের সদ্বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। ধনপ্রয়োগ-সময়ে, বিদ্যাগমকালে, আহার-সময়ে ও ব্যবহারকালে সর্ব্বথা লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য করিবে। যে দেশে ধনী, ব্রাহ্মণ, রাজা, নদী ও চিকিৎসক নাই, সেই দেশে অবস্থান করিবে না। ২১-২৫

১। ধনধান্যপ্রয়োগে চেতি পাঠান্তরম্।

লোকযাত্রা ভয়ং লজ্জা দাক্ষিণ্যং দানশীলতা । পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে ন তত্র দিবসং বসেৎ ॥ ২৬
কালবিদ্ব্রাহ্মণো রাজা নদী সাধুশ্চ পঞ্চমঃ ।
এতে যত্র ন বিদ্যন্তে তত্র বাসং ন কারয়েৎ ॥ ২৭
নৈকত্র পরিনিষ্ঠাস্তি জ্ঞানস্য কিল শৌনক ।
সর্ব্বঃ সর্ব্বং ন জানাতি সর্ব্বজ্ঞো নাস্তি কুত্রচিৎ ॥ ২৮
ন সর্ব্ববিৎ কশ্চিদিহাস্তি লোকে, নাত্যন্তমূর্খো ভুবি চাপি কশ্চিৎ ।
জ্ঞানেন নীচোত্তমমধ্যমেন, যোঽয়ং বিজানাতি স তেন বিদ্বান্ ॥ ২৯

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নীতিসারে দশাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১০ ॥

একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

পার্থিবস্য তু বক্ষ্যামি ভৃত্যানাঞ্চৈব লক্ষণম্ ।
সর্ব্বাণি যো মহীপালঃ সম্যঙ্ নিত্যং পরীক্ষয়েৎ ॥ ১
রাজ্যং পালয়েত নিত্যং সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ ।
নির্জ্জিত্য পরসৈন্যানি ক্ষিতিং ধর্ম্মেণ পালয়েৎ ॥ ২

যে দেশে লোকযাত্রা নাই এবং তদ্দেশবাসী লোকদিগের ভয়, লজ্জা, দয়া ও দানশক্তি নাই, সেই দেশে একদিবসও বাস করিবে না। যে দেশে কালজ্ঞ, ব্রাহ্মণ, রাজা, নদী ও সাধুর অবস্থিতি নাই, সেই দেশে কদাচ বাস করিবে না। হে শৌনক! কখনও এক ব্যক্তিতে সকল জ্ঞানের সমাবেশ হয় না, কারণ সকল ব্যক্তি সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হইতে পারে না, কোন স্থলেও সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি নাই। জগতে কেহই সর্ব্বজ্ঞ নহে এবং কিছুই জানে না এমন মূর্খও কেহ নাই। কাহার বা জ্ঞানের আধিক্য আছে, কোন ব্যক্তির জ্ঞান মধ্যবিধ, কেহ বা অল্পজ্ঞানসম্পন্ন। যে যে বিষয়ের যাহা কিছু জানে, তাহাকে সেই জ্ঞান দ্বারাই জ্ঞানবান্ বলা যায়। ২৬-২৯

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নীতিসার নামক দশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১০ ॥

একাদশাধিক শততম অধ্যায়

সূত কহিলেন,—এক্ষণে রাজা ও ভৃত্যের লক্ষণ বলিতেছি। রাজা সর্ব্বদা সম্যক্‌রূপে সেই সমস্ত ভৃত্যের লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া কার্য্য করিবেন। সত্যধর্ম্মপরায়ণ রাজা সর্ব্বদা রাজ্যপালন করিবেন; আর শত্রুসৈন্য জয় করিয়া ধর্ম্মরক্ষাপূর্ব্বক পৃথিবীকে পালন করিবেন।

পুষ্পাৎ পুষ্পং বিচিন্বীয়ান্মূলচ্ছেদং ন কারয়েৎ। মালাকার ইবারণ্যে ন যথাঙ্গারকারকঃ ॥ ৩
দোহারঃ ক্ষীরভুঞ্জানা বিকৃতং তন্ন ভুঞ্জতে। পররাষ্ট্রং মহীপালৈর্ভোক্তব্যং ন চ দূষয়েৎ ॥ ৪

যোধশ্ছিন্দ্যাত্তু যো ধেনোঃ ক্ষীরার্থী লভতে পয়ঃ।
এবং রাষ্ট্রং প্রয়োগেণ পীড্যমানং ন বর্দ্ধয়েৎ ॥ ৫

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন পৃথিবীমনুপালয়েৎ। পালকস্য ভবেদ্ ভূমিঃ কীর্ত্তিরায়ুর্যশো বলম্ ॥ ৬

অভ্যর্চ্য বিষ্ণুং ধর্ম্মাত্মা গোব্রাহ্মণহিতে রতঃ।
প্রজাঃ পালয়িতুং শক্তঃ পার্থিবো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৭
ঐশ্বর্য্যমধ্রুবং প্রাপ্য রাজা ধর্ম্মে মতিং চরেৎ।
ক্ষণেন বিভবো নশ্যেন্নাত্মায়ত্তং ধনাদিকম্ ॥ ৮
সত্যং মনোরমাঃ কামাঃ সত্যং রম্যা বিভূতয়ঃ।
কিন্তু বৈ বনিতাপাঙ্গভঙ্গীলোলং হি জীবিতম্ ॥ ৯
ব্যাঘ্রীব তিষ্ঠতি জরা অপি তর্জয়ন্তী, রোগাশ্চ শত্রব ইব প্রহরন্তি দেহে।
আয়ুঃ পরিস্রবতি ভিন্নঘটাদিবাম্ভো, লোকো ন চাত্মহিতমাচরতীহ কশ্চিৎ ॥ ১০

মালাকার যেমন অরণ্যে পুষ্পবৃক্ষ হইতে পুষ্পগ্রহণ করে, কিন্তু সেই বৃক্ষের মূল উচ্ছেদ করে না, রাজাও সেইরূপ প্রজাদিগের নিকট এইরূপে করগ্রহণ করিবেন, যাহাতে প্রজার অনিষ্ট না হয়। অঙ্গারকারী যেমন বৃক্ষের সমূলে ছেদন করে, রাজা তদ্রূপ প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়া কর আদায় করিবেন না। দোহা পুরুষ যেমন দুগ্ধপান করে, কিন্তু তা বিকৃত করিয়া পান করে না, রাজাও তেমনি রাজ্যভোগ করিবেন, কিন্তু রাজ্যকে অত্যাচারাদি দোষে দূষিত করিবেন না। যেমন দুগ্ধার্থী ব্যক্তি গাভীর বৎস নিষ্পীড়ন করিয়া দুগ্ধগ্রহণ করে, কিন্তু কখনও ধেনুর বৎস ছেদন করে না, তদ্রূপ রাজা উপায় প্রয়োগ করিয়া পররাজ্যকে আপন শাসনে রাখিবেন, কদাচ সেই রাজ্যের উচ্ছেদসাধন করিবেন না। ১-৫

রাজা সর্ব্বপ্রযত্নে পৃথিবী পালন করিবেন, তাহাতে রাজ্যপালকের ভূমি লাভ হয়, আর কীর্ত্তি, আয়ুঃ, যশঃ ও বল বৃদ্ধি পায়। যে ধার্ম্মিক রাজা বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া গো এবং ব্রাহ্মণের হিতসাধনে তৎপর থাকেন, তিনিই সম্যক্‌রূপে প্রজাপালন করিতে সমর্থ। রাজার জিতেন্দ্রিয়তা আবশ্যক। রাজা অস্থির ঐশ্বর্য্য পাইয়া তাহাতে মত্ত হইবেন না, পরন্তু ধর্ম্মাচরণ করিবেন। বিভব ক্ষণভঙ্গুর, ধনাদি লৌকিকসম্পদ আপনার অধীন নহে। মনোহর কাম সত্য, আর রম্য ঐশ্বর্য্যও সত্য, কিন্তু এই জীবন বনিতার অপাঙ্গভঙ্গীদ্বারা অতিশয় চঞ্চল; জীবদেহে ব্যাঘ্রীর ন্যায় জরা অবস্থিতি করিতেছে; সে সর্ব্বদাই তর্জ্জন করিতেছে; রোগসকল শত্রুর প্রভু হইয়া যুগপৎ শরীরকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। যেমন ভগ্নঘট হইতে জল নিঃসৃত হইয়া যায়, তদ্রূপ আয়ুঃ সর্ব্বদা গমন করিতেছে, তথাপি কোন লোক আপনার হিতচিন্তা করে না। ৬-১০

নিঃশঙ্কং কিং মনুষ্যাঃ কুরুত পরহিতে যুক্তমগ্রে স্থিতং য-
ন্মোদধ্বং কামিনীভির্মদনশরহতা মন্দমন্দাভিদৃষ্টাঃ।
মা পাপং সংকুরুধ্বং দ্বিজহরিশরণাঃ সন্তধ্বং সদৈব,
আয়ুর্নিঃশেষমেতি স্খলতি জলঘটীভূতমপ্যাহ্নমেকম্ ॥ ১১

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ। আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ ॥ ১২

এতদর্থং হি বিপ্রেন্দ্রা রাজ্যমিচ্ছন্তি ভূভৃতঃ।
যদেষাং সর্ব্বকার্য্যেষু বচো ন প্রতিহন্যতে ॥ ১৩

এতদর্থং প্রকুর্ব্বন্তি রাজানো ধনসঞ্চয়ম্। রক্ষয়িত্বা তু চাত্মানং যদ্ধনং তদ্দ্বিজাতয়ে ॥ ১৪

ওঙ্কারশব্দো বিপ্রাণাং যেন রাষ্ট্রং প্রবর্দ্ধতে।
স রাজা বর্দ্ধতে যোগাদ্‌ব্যাধিভিশ্চ ন বাধ্যতে[1] ॥ ১৫

অসমর্থাশ্চ কুর্ব্বন্তি মুনয়ো দ্রব্যসঞ্চয়ম্। কিং পুনশ্চ মহীপালঃ পুত্রবৎ পালয়েৎ[2] প্রজাঃ ॥ ১৬

যস্যার্থাস্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থাস্তস্য বান্ধবাঃ।
যস্যার্থাঃ স পুমান্ লোকে যস্যার্থাঃ স চ পণ্ডিতঃ ॥ ১৭

হে মানব! তোমরা সর্ব্বদা নিঃশঙ্কভাবে কি করিতেছ? কেন মদনবাণে পরিহত হইয়া মন্দ মন্দ হাস্যপূর্ণ দৃষ্টিদ্বারা কামিনীদিগের সহিত আমোদ-প্রমোদে ব্যাপৃত আছ? পরকালের পন্থা কিছুই ত দেখিতেছ না। পরকালের কি উপায় করিবে? আর পাপ-কার্য্য করিও না, দেবব্রাহ্মণের প্রতি অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বদা ভজনা কর। তোমার পরমায়ু প্রতিক্ষণেই ক্ষয় পাইতেছে, ঘটিযন্ত্র-স্বরূপ মৃত্যু সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে। যে মানব পরদারাকে মাতৃবৎ জ্ঞান করে, পরদ্রব্যকে লোষ্ট্র (ঢিল) তুল্য পরিত্যাগ করে এবং সর্ব্ব-প্রাণীকে আত্মবৎ জ্ঞান করে, সেই ব্যক্তিকে যথার্থদর্শী বলা যায়। কখনও রাজাদিগের বাক্য প্রতিহত হয় না, এইজন্যই রাজগণ রাজ্যকামনা করিয়া থাকেন। রাজগণ ধনদ্বারা আপনাকে রক্ষা করিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকে, সেই ধন ব্রাহ্মণকে দান করেন, এইরূপে আত্মরক্ষা ও দ্বিজাতিগণকে ভরণপোষণার্থ রাজারা ধনসঞ্চয় করিয়া রাখেন। ব্রাহ্মণগণ ওঙ্কার শব্দ উচ্চারণ করিবেন; কারণ ওঙ্কারই ব্রাহ্মণের শব্দ। এই ওঙ্কারের উপাসনাদ্বারা দ্বিজগণ রাজার রাজ্য বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন এবং রাজগণও সেই ওঙ্কার শব্দের যোগে বৃদ্ধি লাভ করেন, রাজা এই ওঙ্কারের যোগসাধন করিতে পারিলে তাঁহাকে কোনরূপ ব্যাধিতে আক্রমণ করিতে পারে না। ১১-১৫

মুনিগণ সর্ব্বদা অর্থোপার্জ্জনে অক্ষম, অতএব তাঁহারাও ধনসঞ্চয় করিয়া রাখেন, কিন্তু রাজারা প্রজাদিগকে পুত্রবৎ পালন করিবেন, এজন্য তাঁহাদিগের ধনসঞ্চয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহার অর্থ আছে, তাহার অনেক মিত্র আছে, যাঁহার অর্থ আছে, তাঁহার

১। বধ্যতে। ২। পালয়ন্।

ত্যজন্তি মিত্রাণি ধনৈর্বিহীনং, পুত্রাশ্চ দারাশ্চ সুহৃজ্জনাশ্চ।
তে চার্থবন্তং পুনরাশ্রয়ন্তি, অর্থো হি লোকে পুরুষস্য বন্ধুঃ॥ ১৮

অন্ধো হি রাজা ভবতি যস্তু শাস্ত্রবিবর্জিতঃ। অন্ধঃ পশ্যতি চারেণ শাস্ত্রহীনো ন পশ্যতি॥ ১৯
যস্য পুত্রাশ্চ ভৃত্যাশ্চ মন্ত্রিণশ্চ পুরোহিতাঃ। ইন্দ্রিয়াণি প্রসক্তানি তস্য রাজ্যং চিরং.মহী॥.২০

যেনাভিজিতাস্ত্রয়োহপ্যেতে পুত্রা ভৃত্যাশ্চ বান্ধবাঃ।
জিতা তেন সমং ভূশ্চতুঃসমুদ্রাকীর্ণসূকরা॥ ২১

লঙ্ঘয়েচ্ছাস্ত্রযুক্তানি হেতুযুক্তানি যানি চ। স হি নশ্যতি বৈ রাজা ইহ লোকে পরত্র চ॥ ২২

মনস্তাপং ন কুর্বীত আপদং প্রাপ্য পার্থিবঃ।
সমবুদ্ধিঃ প্রসন্নাত্মা সুখদুঃখে সমো ভবেৎ॥ ২৩
ধীরাঃ কষ্টমনুপ্রাপ্য[১] ন ভবন্তি বিষাদিনঃ।
প্রবিশ্য বদনং রাহোঃ কিং নোদেতি পুনঃ শশী॥ ২৪

ধিক্ ধিক্ শরীরসুখলালিতমানিতেষু[২], মা খেদমেবমকৃশং কষ্টকং কষ্টেষু[৩]।
সৌদাস-রাম-নল-পাণ্ডুসুতাঃ ক্রমাত্তে, দুঃখং বিহায় পুনরেব সুখং প্রপন্নাঃ॥ ২৫
গন্ধর্ববিদ্যামালোক্য নাট্যে চ গণিকাগণাঃ। ধনুর্বেদার্থশাস্ত্রাণি প্রেক্ষ্য রক্ষেত ভূপতিঃ॥ ২৬

অনেক বন্ধু আছে, যাঁহার অর্থ আছে, তিনিই লোকে পুরুষ বলিয়া খ্যাত এবং যাঁহার অর্থ আছে, তিনিই পণ্ডিত। ধনহীন হইলে পুত্র, কলত্র, বন্ধু, বান্ধব সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করে, আর যখন আবার সেই পুরুষের ধনসঞ্চয় হয়, তখন আসিয়া অনেক বন্ধুবান্ধব উপস্থিত হয়। সুতরাং অর্থই পুরুষের বন্ধু, পুত্রকলত্রাদি কেহই বন্ধু নহে। যে রাজা শাস্ত্রজ্ঞানহীন, সেই রাজা অন্ধবৎ। অন্ধব্যক্তি চারদ্বারা জানিতে পারে, শাস্ত্রজ্ঞানহীন রাজা কিছুই জানিতে পারেন না। যে রাজার পুত্র, ভৃত্য, মন্ত্রী ও পুরোহিত ইহারা প্রসক্ত (অপকর্ষ), আর যাহার ইন্দ্রিয়গণও সংযত নহে, সেই রাজার রাজ্য দীর্ঘকাল থাকে না। যাহার পুত্র, মিত্র, ভৃত্য বশে থাকে, সে সসাগরা ধরা জয় করিতে পারে। ১৮-২১

যে রাজা শাস্ত্রসম্মত সযুক্তিক মত অতিক্রম করেন, তিনি ইহকালে ও পরকালে বিনষ্ট হয়েন। রাজার কোনরূপ বিপদ্ উপস্থিত হইলে, তিনি মনস্তাপ করিবেন না। রাজা সুখদুঃখে সমভাবে থাকিবেন, ইহাই রাজার কর্তব্য কার্য্য। পণ্ডিতগণের ক্লেশ উপস্থিত হইলে তাহাতে বিষণ্ণ হইবেন না। সময়ে অবশ্যই তাঁহার সেই বিপদের অবসান হয়। চন্দ্রকে রাহু গ্রাস করে বটে, পুনর্ব্বার সেই চন্দ্রের কি উদয় হয় না? যাহারা নিরত শরীরকে লালন করেন, তাঁহাদিগের প্রতি ধিক্! শরীর কোন কারণে কৃশ হইলেও তাহাতে খেদ করিবে না। ইহা সকলেই শুনিয়াছেন যে, পাণ্ডবগণ সপরিবারে বিপদে পতিত হইয়াও পুনর্ব্বার সম্পদ্ পাইয়াছেন। রাজা গন্ধর্ববিদ্যা দর্শন করিয়া

১। কষ্টমনুপ্রাপ্য। ২। সুখলালিতমানবেষু। ৩। এবং কৃশং হি শরীরমেব।

কারণেন বিনা ভৃত্যে যস্তু কুপ্যতি পার্থিবঃ। স গৃহ্লাতি বিষোন্মাদং কৃষ্ণসর্পাৎ প্রকোপিতাৎ[1] ॥ ২৭

চাপল্যাদ্বারয়েদ্বৃত্তিং মিথ্যাবাক্যং ন চাব্রবীৎ।
মানবে শ্রোত্রিয়ে চৈব ভৃত্যবর্গে সুখাবহেৎ[2] ॥ ২৮
লীলাং করোতি যো রাজা ভৃত্যস্বজনগর্ব্বিতঃ[3]।
সংবাদে বিগ্রহে ক্ষিপ্রং রিপুভিঃ পরিভূয়তে ॥ ২৯
হুঙ্কারং ভ্রূকুটীং নৈব সদা কুর্ব্বীত পার্থিবঃ।
বিনা দোষেণ যো ভৃত্যান্ রাজা ধর্ম্মেণ পালয়েৎ ॥ ৩০
লীলাসুখানি ভোগ্যানি ত্যজেদিহ মহীপতিঃ।
সুখপ্রবৃত্তাঃ বাধ্যন্তে শত্রুভির্বিগ্রহে স্থিতৈঃ ॥ ৩১
উদ্যোগঃ সাহসং ধৈর্য্যং বুদ্ধিঃ শক্তিঃ পরাক্রমঃ।
ষড়্‌বিধো যস্য উৎসাহস্তস্য দেবোঽপি শঙ্কতে ॥ ৩২
উদ্যোগেন কৃতে কার্য্যে সিদ্ধির্যস্য ন বিদ্যতে।
দৈবং তস্য প্রমাণং হি কর্ত্তব্যং পৌরুষং সদা ॥ ৩৩

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নীতিসারে একাদশাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১১ ॥

বণিকদিগকে, আর ধনুর্ব্বেদ ও অর্থশাস্ত্রদ্বারা প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবেন। যে রাজা অকারণে ভৃত্যবর্গের প্রতি ক্রোধ করেন, তিনি বিষপ্রয়োগাদি দ্বারা বিপদাপন্ন হইয়া থাকেন। ২২-২৭

রাজা চাপল্য পরিত্যাগ করিবেন, কদাচ মিথ্যা বাক্য বলিবেন না। প্রজা, ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যবর্গের প্রতি সতত সুপ্রসন্ন থাকিবেন। যে রাজা ভৃত্যবর্গ ও স্বজনদ্বারা গর্ব্বিত হইয়া আমোদে মত্ত হইয়া থাকেন, সেই রাজাকে শীঘ্রই শত্রুগণ পরাভূত করিয়া থাকে। রাজা সর্ব্বদাই হুঙ্কার ও ভ্রূকুটী করিবেন না। তিনি ভৃত্যদিগকে রাজধর্ম্ম দ্বারা পালন করিবেন। রাজা লীলাসুখভোগে আসক্ত থাকিবেন না, সুখপ্রবৃত্ত রাজাকে শত্রুগণ পরাভূত করিয়া থাকে। উদ্যোগ, সাহস, ধৈর্য্য, বুদ্ধি, শক্তি ও পরাক্রম এই ষড়্‌বিধ কার্য্যে যাহার উৎসাহ আছে, দেবগণও তাহাকে শঙ্কা করেন। যদি দেখা যায় যে, কোন কারণে উদ্যোগ করিলেও কার্য্য সিদ্ধি হয় না, তখন সেই কর্ত্তার দৈব প্রতিকূল জানিবে; কিন্তু পুরুষকার সর্ব্বদাই করা কর্ত্তব্য। ২৮-৩৩

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নীতিসার নামক একাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১১।

১। কৃষ্ণসর্পবিপজ্জিতম্। ২। সদৈব হি। ৩। ভৃত্যাস্বজনগর্ব্বিতঃ।

দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

ভৃত্যা বহুবিধা জ্ঞেয়া উত্তমাধমমধ্যমাঃ। নিয়োক্তব্যা যথার্হেষু ত্রিবিধেষ্বেব কর্ম্মসু ॥ ১
ভৃত্যে পরীক্ষণং বক্ষ্যে যস্য যস্য হি যো গুণঃ।
তমিমং সম্প্রবক্ষ্যামি যদ্যথা কথিতানি চ ॥ ২
যথা চতুর্ভিঃ কনকং পরীক্ষ্যতে, নির্ঘর্ষণ-চ্ছেদন-তাপ-তাড়নৈঃ।
তথা চতুর্ভির্ভৃতকং পরীক্ষয়েদ্, শ্রুতেন শীলেন কুলেন কর্ম্মণা ॥ ৩
কুল-শীল-গুণোপেতঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ। রূপবান্ সুপ্রসন্নশ্চ রাজাধ্যক্ষো বিধীয়তে ॥ ৪
মূল্য-রূপপরীক্ষাকৃদ্ভবেদ্রত্নপরীক্ষকঃ। বলাবলপরিজ্ঞাতা সেনাধ্যক্ষো বিধীয়তে ॥ ৫
ইঙ্গিতাকারতত্ত্বজ্ঞো বলবান্ প্রিয়দর্শনঃ। অপ্রমাদী প্রমাথী চ প্রতীহারঃ স উচ্যতে ॥ ৬
মেধাবী বাক্পটুঃ প্রাজ্ঞঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রসমালোকী হ্যেষ সাধুঃ স লেখকঃ ॥ ৭
বুদ্ধিমান্ মতিমাংশ্চৈব পরচিত্তোপলক্ষকঃ। ক্রূরো যথোক্তবাদী চ এষ দূতো বিধীয়তে ॥ ৮
সমস্তস্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞঃ পণ্ডিতোঽথ জিতেন্দ্রিয়ঃ।
শৌর্য্য-বীর্য্যগুণোপেতো ধর্ম্মাধ্যক্ষো বিধীয়তে ॥ ৯

সূত কহিলেন,—উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে ভৃত্য নানাপ্রকার আছে, তাহাদিগের মধ্যে যে ভৃত্য যে কার্য্যের উপযুক্ত, তাহাকে সেইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিবে। পরীক্ষা করিয়া ভৃত্য নিযুক্ত করিতে হয়। যে যে ভৃত্যে যে যে গুণ থাকা আবশ্যক উক্ত আছে, তাহা এক্ষণে বলিব। ভৃত্যের পরীক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ঘর্ষণ, ছেদন, তাপন ও তাড়নদ্বারা যেমন সুবর্ণের পরীক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ ব্যবহার, স্বভাব, কুল ও কর্ম্মদ্বারা ভৃত্যের পরীক্ষা করিবে। যে ব্যক্তি সৎকুলজাত, সৎস্বভাব, গুণশীল, সত্যবাদী, ধর্ম্মপরায়ণ, রূপবান্ ও প্রসন্নাত্মা, তাহাকে রাজা অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিবেন। যে ব্যক্তি সকল দ্রব্যের মূল্য পরীক্ষা করিতে পারেন, রত্নপরীক্ষা জ্ঞাত আছেন এবং বলাবল পরীক্ষায় পারদর্শী, তিনি সৈন্যাধ্যক্ষ-পদের যোগ্য। ১-৫

যে ব্যক্তি ইঙ্গিত দ্বারা প্রভুর অভিপ্রায় জানিতে পারে, অথচ বলবান্, সুদর্শন, সাবধান ও প্রমাথী (যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ), তাহাকে দ্বারবানের কার্য্যে নিযুক্ত করিবে। যে ব্যক্তি মেধাবী, বাক্যরচনাপটু, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বশাস্ত্রে যাহার অধিকার আছে, সেই সাধু ব্যক্তিকে লেখকের কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। যিনি বুদ্ধিমান্, অভিজ্ঞ, পরচিত্তপরিজ্ঞাতা, ক্রূর, উচিত বক্তা এইরূপ ব্যক্তি দূতকর্ম্মের যোগ্যপাত্র। যে ব্যক্তি সমস্ত শাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞাত আছেন, পণ্ডিত, জিতেন্দ্রিয় ও শৌর্য্যবীর্য্যাদিগুণশালী, তাঁহাকে

পিতৃপৈতামহো দক্ষঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ সত্যবাচকঃ। শৌচযুক্তঃ সদাচারী সূপকারঃ স উচ্যতে ॥ ১০

আয়ুর্ব্বেদকৃতাভ্যাসঃ সর্ব্বেষাং প্রিয়দর্শনঃ।
আয়ুঃশীলগুণোপেতো বৈদ্য এব বিধীয়তে ॥ ১১

বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো জপহোমপরায়ণঃ। আশীর্ব্বাদপরো নিত্যমেষ রাজপুরোহিতঃ ॥ ১২

লেখকঃ পাঠকশ্চৈব গণকঃ প্রতিবোধকঃ। গ্রহগ্রামপরো রাজা কর্মণো বর্জ্জয়েৎ সদা ॥ ১৩

দ্বিজিহ্বমুদ্বেগকরং ক্রূরমেকান্তদারুণম্। খলস্যাহেশ্চ বদনমপকারায় কেবলম্ ॥ ১৪

দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতো যদি। মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ ॥ ১৫

অকারণাবিষ্কৃতকোপধারিণঃ, খলাদ্ভয়ং কস্য ন নাম জায়তে।
বিষং মহাহের্বিষমস্য দুর্ব্বচঃ, সুদুঃসহং সন্নিপতেৎ সদা মুখে ॥ ১৬

তুল্যার্থং তুল্যসামর্থ্যং মর্ম্মজ্ঞং ব্যবসায়িনম্।
অর্দ্ধরাজ্যহরং ভৃত্যং যো হন্যাৎ স ন হন্যতে ॥ ১৭

শৌণ্ডীর্য্যযুক্তা মৃদুমন্দবাক্যা, জিতেন্দ্রিয়াঃ সত্যপরাক্রমাশ্চ।
প্রাগেব পশ্চাদ্বিপরীতরূপা, যে তে তু ভৃত্যা ন হিতা ভবন্তি ॥ ১৮

ধর্ম্মাধ্যক্ষতা প্রদান করিবেন। তিনি পিতৃপিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষের ইতিবৃত্ত অবগত আছেন, অথচ শাস্ত্রজ্ঞ, সত্যবাদী, শুচি ও সদাচার সম্পন্ন সে পাচকতাকার্য্যের উপযুক্ত পাত্র। ৬-১০

যে ব্যক্তি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, যিনি সকলের সম্বন্ধে প্রিয়দর্শন, আর আয়ুঃ ও স্বভাব পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহাকে বৈদ্য (চিকিৎসক) কার্য্যের পাত্র বলিয়া জানিবে। যিনি বেদবেদাঙ্গাদিশাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ, জপহোমপরায়ণ এবং আশীর্ব্বাদতৎপর (রাজার হিতকামনা করেন), তিনি রাজপুরোহিতের যোগ্য। লেখক, পাঠক, গণক, প্রতিবোধক প্রভৃতি রাজকর্ম্মকারকগণ যদি স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্যে আলস্য করে, তাহা হইলে রাজা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন। খলের বদন ও সর্পের বদন সর্ব্বদাই পরের অপকার করে, এই উভয়েরই বদন দ্বিজিহ্ব, উদ্বেগকারী, ক্রূর, ও পরমদারুণ। পরাপকার ভিন্ন ইহাদিগের অন্য কার্য্যই নাই। দুর্জ্জন ব্যক্তি বিদ্বান্ হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিবে, যেহেতু দুঃশীল ব্যক্তি সর্ব্বদাই অপরের অপকার করিয়া থাকে। সর্পকে মণিদ্বারা বিভূষিত করিলেও সেই সর্প কি ভয় উৎপাদন করে না ? ১১-১৫

খলেরা বিনা কারণে কোপপ্রকাশ করিয়া থাকে, অতএব খলের নিকট কাহার ভয়ের সম্ভব আছে ? খলের মুখ হইতে সর্ব্বদা কৃষ্ণসর্পের বিষের মত দুঃসহ বাক্য নির্গত হয়। যাহারা সমান ধনশালী, তুল্য সামর্থ্যবান, মর্ম্মজ্ঞ, ব্যসনী ও রাজার রাজ্যহরণ করিতে ইচ্ছুক, সেই সকল ভৃত্যকে রাজা বিনাশ করিবেন। তাহা হইলে রাজা কখনও বিনষ্ট হয়েন না। যাহারা বীর্য্যযুক্ত, মৃদুমন্দবাক্য, জিতেন্দ্রিয়, সত্যপরাক্রম, কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ

নিরালস্যাঃ সুসন্তুষ্টাঃ সুধিয়ঃ প্রতিবোধকাঃ।
সুখদুঃখসমা ধীরা ভৃত্যা লোকেষু দুর্লভাঃ ॥ ১৯

ক্ষান্তিসত্যবিহীনশ্চ ক্রূরবুদ্ধিশ্চ নিন্দকঃ। দাম্ভিকঃ পৈতৃকশ্চৈব শঠশ্চ স্পৃহয়ান্বিতঃ।
অশক্তো ভয়ভীতশ্চ রাজ্ঞা ত্যক্তব্য এব সঃ ॥ ২০

সুগুপ্তানি চার্থানি¹ শস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
দুর্গে প্রবেশিতব্যানি নিত্যং শত্রুং নিপাতয়েৎ ॥ ২১
ষণ্মাসমথ বর্ষং বা সন্ধিং কুর্য্যান্নরাধিপঃ।
গচ্ছন্ শক্তিসমাধানং পুনঃ শত্রুং নিপাতয়েৎ ॥ ২২

মূর্খান্নিয়োজয়েদ্ যস্তু অযশোহংপ্যতে মহীপতেঃ। অর্থনাশশ্চ নরকে চৈব পাতনম্ ॥ ২৩
যৎ কিঞ্চিৎ কুরুতে কর্ম্ম শুভং বা যদি বাশুভম্।
তেন স বর্দ্ধতে রাজা সুকৃতৈশ্চৈব দুষ্কৃতম্ ॥ ২৪

তস্মাদ্ভূমীশ্বরঃ প্রাজ্ঞং ধর্ম্মকামার্থসাধনে। নিয়োজয়েচ্চ সততং গোব্রাহ্মণহিতায় বৈ ॥ ২৫

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নীতিসারে দ্বাদশাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১২ ॥

স্বভাব ছিল, পরে সেই স্বভাবের বৈপরীত্য হইয়াছে, এমন সকল ভৃত্য রাজার হিতকারী হয় না। আলস্যহীন, সন্তুষ্টচিত্ত, সুধির, শীঘ্রচেতন, সুখদুঃখে অচঞ্চল অথচ ধীর এইরূপ ভৃত্য এই জগতে অতি দুর্ল্লভ। যাহার ক্ষমাগুণ নাই, যিনি সত্যধর্ম্মবিহীন, ক্রূরবুদ্ধি, নিন্দক, দাম্ভিক, পেটুক, শঠ, লোভী, কার্য্যকরণে অক্ষম ও ভয়কাতর সেইরূপ ব্যক্তিকে রাজা পরিত্যাগ করিবেন, উক্তরূপ ব্যক্তিকে রাজার কোন কার্য্যে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য নহে। ১৯-২০

রাজা নিজ দুর্গমধ্যে সুগুপ্তস্থানে অর্থ ও অস্ত্র সকল নিবেশিত করিয়া রাখিবেন, তাহা হইলেই সেই রাজা শত্রুনিপাত করিতে পারেন। রাজা শত্রুকর্ত্তৃক পরাভূত হইলে ছয়মাস অথবা সংবৎসরের জন্য সন্ধি করিবেন, পুনর্ব্বার আপনি সমর্থ হইয়া শত্রুবর্গকে নিপাতন করিতে পারেন। যে রাজা মূর্খকে আপনার কোন কার্য্যে নিযুক্ত করেন, তিনি অযশ, অর্থনাশ ও নরকপতন এই তিনটী লাভ করেন। শুভ বা অশুভ যাহা কিছু কর্ম্ম করেন, সেই কর্ম্মদ্বারা তিনি বর্দ্ধিত হয়েন। শুভকর্ম্ম করিলে শুভভোগ আর অশুভ কর্ম্মদ্বারা অশুভভোগ করেন। অতএব সুন্দররূপে বিবেচনা করিয়া সকল কার্য্য করিবেন। রাজা গো এবং ব্রাহ্মণের হিতার্থ ধর্ম্মকামার্থসাধনকার্য্যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকেই সর্ব্বদা নিয়োজিত করিবেন। ২১-২৫

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নীতিসার নামক দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১২।

১। চাস্ত্রাণি।

ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

গুণবন্তং নিযুঞ্জীত গুণহীনং বিবর্জ্জয়েৎ। পণ্ডিতস্য গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষাশ্চ কেবলাঃ ॥ ১
সদ্ভিরাসীত সততং সদ্ভিঃ কুর্ব্বীত সঙ্গতিম্। সদ্ভির্বিবাদং মৈত্রীঞ্চ নাসদ্ভিঃ কিঞ্চিদাচরেৎ ॥ ২

পণ্ডিতৈশ্চ বিনীতৈশ্চ ধর্ম্মজ্ঞৈঃ সত্যবাদিভিঃ।
বন্ধনস্থোঽপি তিষ্ঠেত্তু ন তু রাজ্যং খলৈঃ সহ ॥ ৩

সাবশেষাণি কার্য্যাণি কুর্ব্বন্নর্থৈশ্চ যুজ্যতে। তস্মাৎ সর্ব্বাণি কার্য্যাণি কুর্ব্বন্নর্থৈস্তু যুজ্যতে[১]।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি কার্য্যাণি সাবশেষাণি কারয়েৎ ॥ ৪

মধুহেব দুহেদ্রাষ্ট্রং কুসুমঞ্চ ন ঘাতয়েৎ।
বৎসাপেক্ষী দুহেৎ ক্ষীরং ভূমিং গাঞ্চৈব পার্থিবঃ ॥ ৫

যথাক্রমেণ পুষ্পেভ্যশ্চিনুতে মধু ষট্পদঃ। তথা বিত্তমুপাদায় রাজা কুর্ব্বীত সঞ্চয়ম্ ॥ ৬
বল্মীকং মধুজালঞ্চ শুক্লপক্ষে তু চন্দ্রমাঃ। রাজদ্রব্যঞ্চ ভৈক্ষ্যঞ্চ স্তোকস্তোকেন বর্দ্ধতে ॥ ৭
অঞ্জনস্য ক্ষয়ং দৃষ্ট্বা বল্মীকস্য তু সঞ্চয়ম্। অবন্ধ্যং দিবসং কুর্য্যাদ্দানাধ্যয়নকর্ম্মসু ॥ ৮

সূত কহিলেন,—রাজা গুণশীল ব্যক্তিকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, গুণহীনকে পরিত্যাগ করিবেন। পণ্ডিতে সর্ব্বপ্রকার গুণ আছে এবং মূর্খে কেবলই দোষ দেখা যায়। সর্ব্বদা সজ্জনের সহিত বাস করিবে এবং মৈত্রী অথবা বিবাদ করিতে হইলে সজ্জনের সহিত করা উচিত, কদাচ অসজ্জনের সহিত কিছুই করিবে না। পণ্ডিত, বিনীত, ধর্ম্মজ্ঞ ও সত্যবাদী লোকদিগের সহিত বন্ধনদশাতে থাকাও শ্রেয়স্কর, কিন্তু খলের সহিত রাজ্যভোগ করাও শ্রেয়ঃ নহে। যে ব্যক্তি যখন যে কার্য্য করিবে, সে সেই কার্য্যের শেষ না রাখিয়া সম্পূর্ণরূপে কার্য্যসাধন করিবে, তাহা হইলেই সে অর্থশালী হইতে পারে। অতএব সকলকার্য্যই নিঃশেষ করিয়া করিবে। ১-৪

মধুকর যেমন পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে, কিন্তু সেই পুষ্প নষ্ট করে না, আর যেমন দোগ্ধা ব্যক্তি বৎসের জন্য কিঞ্চিৎ রাখিয়া গো দোহন করে, রাজাও সেইরূপ প্রজাবর্গকে রক্ষা করিয়া করগ্রহণ করিবেন। মধুমক্ষিকাগণ যেমন বিন্দু বিন্দু করিয়া মধু আহরণপূর্ব্বক সঞ্চয় করে, সেইরূপ রাজাও ক্রমশঃ ধনসঞ্চয় করিবেন। যেমন বল্মীক, মধুচক্র ও শুক্লপক্ষের শশী প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ রাজ্য ও ভোজ্য ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত করিলেই রাজকোষ পরিপূর্ণ হয়। কালির ক্ষয় ও বল্মীকের বৃদ্ধি দর্শন করিয়া প্রতিদিনই কিছু কিছু দান ও অধ্যয়ন করিবে। লোকে যেমন প্রথমে অল্প-মাত্রায় কালি ব্যয় করে, তাহাতে অল্পমাত্র কালিতেও অনেকদিন কার্য্য চলে, সেইরূপ অতি

১। সাবশেষাণি কারয়েৎ।

বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং, গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে, নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্ ॥ ৯
সত্যেন রক্ষ্যতে ধর্ম্মো বিদ্যা যোগেন রক্ষ্যতে।
মৃজয়া রক্ষ্যতে পাত্রং কুলং শীলেন রক্ষ্যতে ॥ ১০
বরং বিন্ধ্যাটব্যাং নিবসনমভুক্তস্য মরণং, বরং সর্পাকীর্ণে শয়নমথ কূপে নিপতনম্।
বরং ভ্রান্তাবর্ত্তে সভয়জলমধ্যে প্রবিশনং, ন তু স্বীয়ে পক্ষে ধনমণু দেহীতি কথনম্ । ১১
ভাগ্যক্ষয়েষু ক্ষীয়ন্তে নোপভোগেন সম্পদঃ।
পূর্ব্বার্জ্জিতানি সন্ত্যত্র সুকৃতানি চ দুষ্কৃতম্ ॥ ১২
বিপ্রাণাং ভূষণং বিদ্যা পৃথিব্যা ভূষণং নৃপঃ।
নভসো ভূষণং চন্দ্রঃ শীলং সর্ব্বস্য ভূষণম্ ॥ ১৩
এতে তে চন্দ্রতুল্যাঃ ক্ষিতিপতিতনয়া ভীমসেনার্জ্জুনাদ্যাঃ,
শূরাঃ সত্যপ্রতিজ্ঞা দিনকরবপুষঃ কেশবেনোপগূঢ়াঃ।
তে বৈ শত্রুগ্রহস্থাঃ কৃপণবশগতা ভৈক্ষ্যচর্য্যাং প্রযাতাঃ,
কো বা কস্মিন্ সমর্থো ভবতি বিধিবশাদ্ ভ্রাময়েৎ কর্ম্মরেখা ॥ ১৪

অল্প পরিমাণে প্রতিদিন দান করিলেও অল্পধনেই বহুকালের দানকার্য্য চলিতে পারে। যাহারা বিষয়ানুরাগী, তাহারা বনে বাস করিলেও নানাবিধ দোষ ঘটিয়া থাকে এবং যাহারা ইন্দ্রিয়গণকে বাধ্য করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা গৃহে বসিয়াও তপশ্চাচরণ করিতে পারেন; অতএব যাহাদিগের অন্তঃকরণ হইতে বিষয়ানুরাগ দূরীভূত হইয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে গৃহই তপোবন। সত্যপালন করিলেই ধর্ম্মরক্ষা হয়, সর্ব্বদা অভ্যাস রাখিলে বিদ্যারক্ষা হয়, মার্জ্জনদ্বারা পাত্র রক্ষা হয়, আর সৎস্বভাবদ্বারা কুলরক্ষা হয়। ৮-১০

বিন্ধ্যারণ্যে বসতি, অনাহারে মরণ, সর্পাকীর্ণ গৃহে শয়ন, কূপমধ্যে পতন কিংবা মহা-ঘূর্ণাকুল জলমধ্যে প্রবেশ, এই সকল কার্য্যও শ্রেয়স্কর, তথাপি আত্মীয়ের নিকট ধনপ্রার্থনা করা বিধেয় নহে। ভাগ্য যখন ক্ষীণ হয়, তখনই বিভব ক্ষয় পায়; উপভোগে সম্পত্তি নষ্ট হয় না। যেহেতু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়ই বিদ্যমান থাকে, যাবৎ সুকৃতির ক্ষয় না হয়, ভাগ্য তাবৎ প্রসন্ন থাকে এবং সুকৃতি নষ্ট হইলেই দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মণের ভূষণ বিদ্যা, পৃথিবীর ভূষণ রাজা, আকাশের ভূষণ শশধর এবং সকলেরই ভূষণ সুশীলতা। ভীমসেন ও অর্জ্জুনাদি যে সকল রাজপুত্র ছিলেন, তাঁহারা সকলেই চন্দ্রতুল্য শোভাসম্পন্ন বলবান্ সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী, আর স্বয়ং কেশব ইহাদিগকে পালন করিতেন, তথাপি সেই সকল রাজপুত্রেরাও কালেতে দুর্জ্জনের বশীভূত হইয়া পরপুটে ভিক্ষাচরণদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়াছেন, অতএব কোন ব্যক্তি স্বাধীন হইয়া চলিতে পারে? সকলকেই কর্ম্ম বশীভূত করিয়া ভ্রমণ করাইতেছে। ১১-১৪

ব্রহ্মা যেন কুলালবন্নিয়মিতো ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে,
বিষ্ণুর্যেন দশাবতারগহনে ক্ষিপ্তো মহাসঙ্কটে।
রুদ্রো যেন কপালপাণিপুটকো ভিক্ষাটনং কারিতঃ,
সূর্য্যো ভ্রাম্যতি নিত্যমেব গগনে তস্মৈ নমঃ কর্ম্মণে॥ ১৫
দাতা বলির্যাচকো মুরারির্দানং মহী বিপ্রমুখস্য মধ্যে।
দত্ত্বা ফলং বন্ধনমেব লব্ধং নমোঽস্তু তে দৈব যথেষ্টকারিন্॥ ১৬
মাতা যদি ভবেল্লক্ষ্মীঃ পিতা সাক্ষাজ্জনার্দ্দনঃ।
কিং বুদ্ধিপ্রতিপত্তিঃ স্যাৎ তৎফলং যৎ কৃতং পুরা[১]॥ ১৭
যেন যেন যথা যদ্ যৎ পুরা কর্ম্ম সুনিশ্চিতম্।
তৎ তদেবান্তরা ভুঙ্ক্তে স্বয়মাহিতমাত্মনঃ॥ ১৮
আত্মনা বিহিতং দুঃখমাত্মনা বিহিতং সুখম্।
গর্ভশয্যামুপাদায় ভুঙ্ক্তে বৈ পৌর্ব্বদেহিকম্॥ ১৯
ন চান্তরীক্ষে ন সমুদ্রমধ্যে, ন পর্ব্বতানাং বিবরপ্রবেশে।
ন মাতৃমূর্দ্ধি প্রধৃতস্তথাঙ্কে, ত্যক্তুং ক্ষমঃ কর্ম্ম কৃতং নরো হি॥ ২০

ব্রহ্মা যে কর্ম্মের বশীভূত হইয়া কুলালচক্রের ন্যায় এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে নিয়মিত হইয়া আছেন, বিষ্ণু কর্ম্মের বলে মহাসঙ্কট দশাবতাররূপ গ্রহণে পরিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, দেবদেব রুদ্র যে কর্ম্মের অধীন থাকিয়া হস্তে কপালধারণপূর্ব্বক ভিক্ষাচরণার্থ পর্য্যটন করিতেছেন সূর্য্য যে কর্ম্মবশে নিরন্ত আকাশমার্গে ভ্রমণ করিতেছেন, সেই কর্ম্মকে নমস্কার করি। ১৫

বলিরাজ দাতা, দানের পাত্র বিষ্ণু, দানীয় বস্তু পৃথিবী, আর ব্রাহ্মণ সাক্ষী; এমন অবস্থাতেও সেইদানে বলিরাজের বন্ধনরূপ ফলভোগ হইল। বলিরাজা বিষ্ণুকে পৃথিবী প্রদান করিয়া পাতালে বদ্ধ থাকিলেন। অতএব দৈব! তোমাকে নমস্কার করি। তুমি মানবগণের যথেষ্ট উপকার সাধন কর। বলিরাজা এইরূপ অসাধারণ দান করিয়াও কর্ম্মবশতঃ পাতালে বদ্ধ থাকিলেন। যাঁহার মাতা লক্ষ্মী, পিতা স্বয়ং জনার্দ্দন, তাঁহার আর বুদ্ধির প্রতিপত্তি কি? তাঁহার যে উন্নতি ইহা পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম করে, সে সেই কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করিয়া থাকে। অতএব আপনিই আপনার ফলভোগের বিধাতা। আপনিই আপনার সুখ ও দুঃখের বিধানকর্ত্তা, যেহেতু গর্ভশয্যাতে শয়ন থাকিয়াও জীব আপনার পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মের ফলভোগ করে। আকাশে, সমুদ্রমধ্যে, পার্ব্বতীয় সঙ্কটপ্রদেশে, মাতৃগর্ভে, অথবা জননীর ক্রোড়ে যেখানে থাকুন না কেন, কেহই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন না। ১৫-২০

১। কুবুদ্ধিপ্রতিপত্তিশ্চেত্তদ্ধ্রুবং বিধুতং সদা।

দুর্গস্ত্রিকূটঃ পরিখা সমুদ্রো রক্ষাংসি যোধাঃ পরমা চ বৃত্তিঃ ।
শাস্ত্রঞ্চ নীত্যোশনসা প্রদত্তং স রাবণঃ কালবশাদ্বিনষ্টঃ ॥ ২১
যস্মিন্ বয়সি যৎকালে যদ্দিবা যচ্চ বা নিশি ।
যন্মুহূর্ত্তে ক্ষণে বাপি তৎ তথা ন তদন্যথা ॥ ২২

গচ্ছন্তু চান্তরীক্ষে বা প্রবিশন্তু মহীতলে । ধারয়ন্তু দিশঃ সর্ব্বা নাদত্তমুপলভ্যতে ॥ ২৩
পুরাধীতা চ যা বিদ্যা পুরা দত্তঞ্চ যদ্ধনম্ ।
পুরা কৃতানি কর্ম্মাণি অগ্রে ধাবন্তি ধাবতঃ ॥ ২৪

কর্ম্মাণ্যত্র প্রধানানি সম্যগৃক্ষে শুভগ্রহে । বসিষ্ঠদত্তে লগ্নেঽপি জানকী দুঃখভাজনম্ ॥ ২৫
স্থূলজঙ্ঘো যদা রামঃ শব্দগামী চ লক্ষ্মণঃ ঘনকেশী যদা সীতা ত্রয়স্তে দুঃখভাজনম্ ॥ ২৬
ন পিতুঃ কর্ম্মণা পুত্রঃ পিতা বা পুত্রকর্ম্মণা ।
স্বয়ং কৃতেন গচ্ছন্তি স্বয়ং বদ্ধাঃ স্বকর্ম্মণা ॥ ২৭

কর্ম্ম জন্যশরীরেষু রোগাঃ শারীরমানসাঃ । শরা ইব পতন্তীহ বিমুক্তা দৃঢ়ধন্বিভিঃ ॥ ২৮
অতথ্যা শাস্ত্রগতিভ্যাং বিদ্যা বীরোঽর্থমীহতে । বালিশং প্রাক্তনং কর্ম্ম বিদধাতি তদন্যথা ॥ ২৯

যে রাবণের দুর্গ ত্রিকূট, দুর্গের পরিখা সমুদ্র, রাক্ষসগণ যোদ্ধা এবং স্বয়ং শুক্রাচার্য্য যাহাকে সমগ্র নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন, সেই রাবণও কালবশে নষ্ট হইয়াছেন। যে বয়সে যে কালে, যে দিনে, যে রাত্রিতে, যে মুহূর্ত্তে বা যেক্ষণে যে যে কর্ম্ম নিয়ত আছে, সেই বয়সে, সেই কালে, সেই দিনে, সেই রাত্রিতে, সেই মুহূর্ত্তে ও সেইক্ষণে সেই সকল কর্ম্ম অবশ্য ঘটিয়া থাকে, তাহার অন্যথা হয় না। অন্তরীক্ষে বা ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে পারে, অথবা সকলদিকে ধাবন করিতে পারে, তথাপি যাহা পূর্ব্বে প্রদত্ত হয় নাই তেমন বস্তু লাভ করিতে পারে না। পূর্ব্বাধীত বিদ্যা, পূর্ব্বদত্ত ধন এবং পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ধাবমান ব্যক্তির অগ্রে অগ্রে ধাবিত হয়। পূর্ব্বজন্মে, যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছেন, যেরূপ দান করিয়াছেন, আর যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছেন, পরজন্মে সে সেই বিদ্যা, সেই দানাদি কর্ম্মের সেইরূপ ফল পাইয়া থাকেন। কর্ম্মই সকলের প্রধান, গ্রহনক্ষত্রাদি শুভ থাকিলে মনুষ্য কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করিয়া থাকে ; জানকীর বিবাহকালে স্বয়ং বসিষ্ঠ ঋষি লগ্ন বিবেচনা করিয়াছেন, তথাপি জানকী আপন কর্ম্মফলে চিরকাল দুঃখভোগ করিলেন। ২১-২৫

রাম স্থূলজঙ্ঘ, লক্ষ্মণ শব্দগামী ও সীতা ঘনকেশী ছিলেন, তথাপি ইঁহারা তিনজনই নানাপ্রকার ক্লেশভোগ করিয়াছেন। (স্থূলজঙ্ঘাদি শুভ লক্ষণ সত্ত্বেও কর্ম্মফলেই তাঁহাদিগের তাদৃশ দুঃখভোগ হইয়াছিল)। পুত্র পিতার কর্ম্মদ্বারা কিম্বা পিতাও পুত্রের কর্ম্মদ্বারা বদ্ধ বা মুক্ত হইতে পারেন না, পরন্তু সকলেই নিজ নিজ কৃতকর্ম্মেরই ফলে বদ্ধ বা মুক্ত হইয়া থাকে। দৃঢ়ধন্বী ব্যক্তিরা যেমন অতি দ্রুতবেগে শর নিক্ষেপ করিলে সেই শর লক্ষিত স্থলেই পতিত হয়, সেইরূপ কর্ম্মজাতস্বরূপ এই শরীরে সকলেই আপন

বাল্যে যুবা চ বৃদ্ধশ্চ যঃ করোতি শুভাশুভম্।
তস্যাং তস্যামবস্থায়াং ভুঙ্‌ক্তে জন্মনি জন্মনি ॥ ৩০
অনিচ্ছমানোঽপি নরো বিদেশস্থোঽপি মানবঃ।
স্বকর্ম্মপোতবাতেন নীয়তে যত্র তৎ ফলম্ ॥ ৩১
প্রাপ্তব্যমর্থং লভতে মনুষ্যো, দেবোঽপি তং বারয়িতুং ন শক্তঃ।
অতো ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে, ললাটলেখা ন পুনঃ প্রয়াতি[1] ॥ ৩২
সর্পঃ কূপে গজঃ স্কন্ধে আখুর্বিলঞ্চ ধাবতি। নরঃ শীঘ্রতরাদেব কর্ম্মণঃ কঃ পলায়তি ॥ ৩৩
কিঞ্চাত্রস্তি সবিদ্যা দীয়মানাপি বর্দ্ধতে। কূপস্থমিব পানীয়ং ভবত্যেব বহূদকম্ ॥ ৩৪
যেঽর্থা ধর্ম্মেণ তে সত্যা যে ধর্ম্মেণ গতাঃ শ্রিয়ঃ।
ধর্ম্মার্থী যস্ততো লোকে তং স্মৃত্বা স্বর্থকারণাৎ ॥ ৩৫
অন্নার্থো[2] যানি দুঃখানি করোতি কৃপণো জনঃ।
তান্যেব যদি ধর্ম্মার্থী ন ভূয়ঃ ক্লেশভাজনম্ ॥ ৩৬
সর্ব্বেষামেব শৌচানামন্নশৌচং বিশিষ্যতে। যোঽন্নার্থৈশুচিঃ শৌচান্ন মৃদা বারিণা শুচিঃ ॥ ৩৭

কর্ম্মানুসারে শারীরিক ও মানসিক সুখদুঃখভোগ করিয়া থাকেন। বাল্য, বার্দ্ধক্য অথবা যৌবন প্রভৃতি যে যে অবস্থাতে শুভাশুভ কর্ম্ম করা যায়, সেই সেই অবস্থাতেই জন্মান্তরে সেই কর্ম্মের ফলভোগ হইয়া থাকে। ২৬ ৩০

অনিচ্ছুক ও বিদেশস্থ ব্যক্তিকেও স্বীয় কর্ম্মবাতে কর্ম্মক্ষেত্রে লইয়া যায়। কর্ম্মফল ভোগে ইচ্ছা না থাকিলেও সেই কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, কোন প্রকারে তাহার অন্যথা হয় না। সকলকেই প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়, দেবগণও তাহা নিবারণ করিতে পারেন না। অতএব স্বকর্ম্ম ফলভোগ বিষয়ে আমি শোক বা আশ্চর্য্য জ্ঞান করি না; ললাট লেখা কেহই বারণ করিতে পারে না। সর্প কূপে, গজ স্বীয় কটকে ও মূষিক আপন গর্ত্তে পলায়ন করে, কিন্তু নর শীঘ্রগামী হইয়াও কর্ম্মের নিকট হইতে কোথায় পলায়ন করিবে। সবিদ্যা কি কখন দান করিলে কমে? বরং দানদ্বারা তাহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে; যেমন কূপ হইতে জল ব্যয় করিলেই সেই কূপে পুনর্ব্বার বহু জলসঞ্চয় হয়, সেইরূপ সবিদ্যা দান করিলেও তাহা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মপালন করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করা যায়, সেই অর্থই যথার্থ অর্থ এবং যে সম্পদ ধর্ম্মে উপার্জ্জিত হয়, সেই সম্পদই প্রকৃত সম্পদ্, অতএব ধর্ম্ম চিন্তা করিয়াই অর্থ উপার্জ্জন করিবে। ৩১-৩৫

কৃপণ ব্যক্তি অন্নার্থী হইয়া যে দুঃখভোগ করে, যদি ধর্ম্ম উপার্জ্জনের নিমিত্ত সেইরূপ দুঃখ সহ্য করিত, তাহা হইলে আর তাহাদিগের কখনও দুঃখভোগ হইত না। সর্ব্বপ্রকার শৌচের মধ্যে অন্নশৌচই প্রধান। যে মানব অর্থে ও অন্নে শুচি হইয়াছে, বস্তুতঃ কিন্তু

১। যদস্মদীয়ং ন তু তৎ পরেষামিতি কচিৎ পঠ্যতে। ২। অন্নার্থী।

সত্যং শৌচং মনঃশৌচং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূতে দয়া শৌচং জলশৌচঞ্চ পঞ্চমম্ ॥ ৩৮
যস্য সত্যঞ্চ শৌচঞ্চ তস্য স্বর্গো ন দুর্লভঃ। সত্যং হি বচনং যস্য সোঽশ্বমেধাদ্বিশিষ্যতে ॥ ৩৯
মৃত্তিকানাং সহস্রেণ উদকানাং শতেন চ। ন শুধ্যতি দুরাচারো ভাবোপহতচেতনঃ ॥ ৪০
যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্। বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥ ৪১
ন প্রহৃষ্যতি সম্মানে নাবমানেন কুপ্যতি। ন ক্রুদ্ধঃ পরুষং ব্রূয়াদেতৎ সাধোস্তু লক্ষণম্ ॥ ৪২
দরিদ্রস্য মনুষ্যস্য প্রাজ্ঞস্য মধুরস্য চ। কালে শ্রুত্বা হিতং বাক্যং ন কশ্চিৎ প্রতিপদ্যতে ॥ ৪৩
ন মন্ত্রবলবীর্য্যেণ প্রজ্ঞয়া পৌরুষেণ চ। অলভ্যং লভতে মর্ত্ত্যস্তত্র কা পরিদেবনা ॥ ৪৪
অযাচিতো ময়া লব্ধঃ সংপ্রেষিতঃ পুনর্গতঃ। যত্রাগতস্তত্র গতস্তত্র কা পরিদেবনা ॥ ৪৫
একবৃক্ষে যথা রাত্রৌ নানাপক্ষিসমাগমঃ। প্রাতর্দশ দিশো যান্তি কা তত্র পরিদেবনা ॥ ৪৬
একসার্থপ্রয়াতানাং সর্ব্বেষাং তত্রগামিনাম্। যদ্যেকস্ত্বরিতো যাতি কা তত্র পরিদেবনা ॥ ৪৭
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি শৌনক। অব্যক্তনিধনান্যেব কা তত্র পরিদেবনা ॥ ৪৮

জলদ্বারা সেই ব্যক্তি শুচি হইতে পারে না। সত্যব্রতপালন, মনঃশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সর্ব্বভূতে দয়াপ্রকাশ ও জল এই পঞ্চবিধ শৌচ শাস্ত্রে কথিত আছে। যে মানব সত্যপরায়ণ ও শুচি, তাহার স্বর্গ দুর্লভ হয় না। যে মনুষ্য সত্যবচন বলে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞকারী হইতেও শ্রেষ্ঠ। ধীমান্ দুরাচার এবং যাহার চিত্ত দুঃশীলতাদ্বারা কলুষিত হইয়াছে, সে সহস্র মৃত্তিকা কিংবা শতপ্রকার জলদ্বারাও শুচি হইতে পারে না। ৩৮-৪০

যাহার হস্ত, পাদ ও মনঃ সুসংযত আর বিদ্যা, তপস্যা ও কীর্ত্তি আছে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বতীর্থাবগাহনের ফলভোগ করেন, যে মানব সম্মানে হৃষ্ট হয় না, অপমানে কোপ করে না এবং ক্রুদ্ধ হইয়া কর্কশবাক্য বলে না, সেই ব্যক্তি প্রকৃত সাধু। দরিদ্র যদি প্রাজ্ঞ কিম্বা মধুরভাষীও হয়, তথাপি তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কেহ কখন প্রীতিলাভ করে না। কোন ব্যক্তি মন্ত্র, বল, বীর্য্য ও প্রজ্ঞাদ্বারা অলভ্য বস্তু লাভ করিতে পারে না। যাহার যে বস্তু লাভের অদৃষ্ট নাই, তাহার সেই বস্তু লাভ না হইলেও কোনপ্রকার মনস্তাপ করিবে না। কোন সময় যাচ্ঞা না করিয়াও লাভ করা যায়, কখন বা প্রার্থনা করিয়াও লাভ হয় না। যে বস্তু যে স্থানে থাকা উচিত, সেই বস্তু সেই স্থানেই গমন করে। অতএব ইহাতে আর দুঃখের বিষয় কি? ৪১-৪৫

রাত্রিকালে এক বৃক্ষেতে নানাপ্রকার পক্ষী বাস করে, কিন্তু প্রাতঃকালে সেই সকল পক্ষী দিগ্‌দিগন্তরে গমন করে, তাহাতে কাহারই বা দুঃখ হইতে পারে। এক স্থান জন্য অনেক ব্যক্তি প্রয়াণ করিলে যদি তাহাদিগের মধ্যে কেহ ত্বরিত গমনে সর্ব্বাগ্রে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারে, তাহাতে অন্যের দুঃখ করা উচিত নহে। হে শৌনক! যাবতীয় বস্তু ব্যক্ত ও অব্যক্তভাবে আছে এবং তাহাদিগের বিনাশও ব্যক্ত ও অব্যক্তভাবে

নাকালে ম্রিয়তে জন্তুর্বিদ্ধঃ শরশতৈরপি । কুশাগ্রেণ তু সংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি ॥ ৪৯
লব্ধব্যান্যেব লভতে গন্তব্যান্যেব গচ্ছতি । প্রাপ্তব্যান্যেব প্রাপ্নোতি দুঃখানি চ সুখানি চ ॥ ৫০
তচ্চ প্রাপ্নোতি পুরুষঃ কিং প্রলাপং করিষ্যতি । অচোদ্যমানানি যথা পুষ্পাণি চ ফলানি চ ।
স্বকালং নাতিবর্ত্তন্তে তথা কর্ম্ম পুরাকৃতম্ ॥ ৫১

শীলং কুলং নৈব ন চৈব বিদ্যা, জ্ঞানং গুণা নৈব ন বীজশুদ্ধিঃ ।
ভাগ্যানি পূর্ব্বং তপসার্জ্জিতানি, কালে ফলন্তি পুরুষস্য যথৈব বৃক্ষাঃ ॥ ৫২

যত্র মৃত্যুর্যতো দুঃখং যত্র শ্রীর্যত্র সম্পদঃ । তত্র তত্র স্বয়ং যাতি প্রের্য্যমাণঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ৫৩
ভূতপূর্ব্বং কৃতং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুতিষ্ঠতি[১] । যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরম্ ॥ ৫৪
এবং পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুতিষ্ঠতি । সুকৃতং ভুঙ্ক্ষ্ব চাত্মীয়ং মূঢ় কিং পরিতপ্যসে ॥ ৫৫
যথা পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুতিষ্ঠতি । এবং পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম শুভং বা যদি বাশুভম্ ॥ ৫৬

হইতেছে ; তাহাতে আর দুঃখ কি ? যাহার কাল পূর্ণ হয় নাই সেই ব্যক্তিকে শত শরে বিদ্ধ করিলেও মরে না কিন্তু যাহার কালপূর্ণ হইয়াছে, সে কুশাগ্রদ্বারা বিদ্ধ হইয়াও প্রাণ-ত্যাগ করে । যে দ্রব্য পাওয়ার যোগ্য, লোকে তাহাই লাভ করিয়া থাকে, যে স্থান গন্তব্য মনুষ্য সেই স্থানেই গমন করে, আর যে সকল সুখ ও দুঃখ পাওয়া সম্ভাবিত লোকে তাহাই পাইয়া থাকে । মনুষ্য আপন প্রাপ্য বস্তু পাইয়া থাকে, তাহাতে প্রার্থনা বাক্য কি করিতে পারে ? ৪৯ ৫০

বৃক্ষের নিকট যেমন কেহ কখন প্রার্থনা করে না, তথাপি সেই বৃক্ষ, ফল ও পুষ্পপ্রদান করে ; সেইরূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম কেহ অতিক্রম করিতে পারে না । যখন যে বস্তু প্রাপ্তব্য তখন সেই দ্রব্য পাওয়া যায় । যে ব্যক্তি পূর্ব্বকালে যেমন কর্ম্ম করিয়াছে, সেই ব্যক্তি সেইরূপ ফল পাইবে । শীল, কুল, বিদ্যা, জ্ঞান ও গুণ ইহারা কিছুই করিতে পারে না, কেবলমাত্র ভাগ্যই পুরুষের ফলপ্রদান করে । যেমন বৃক্ষ সাধারণকেই পুষ্প ও ফলপ্রদান করে, সেইরূপ ভাগ্য শীলাদি অপেক্ষা না করিয়া পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত তপস্যানুসারে ফলপ্রদান করে । যাহার যেখানে মৃত্যু, পাতক, শ্রী ও সম্পদ্ নিয়ত আছে ; সেই ব্যক্তি কর্ম্মকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বয়ং সেই স্থানে গমন করিয়া থাকে । পূর্ব্বকালে যে ব্যক্তি যে কর্ম্ম করিয়াছে, সেই কর্ম্ম কর্ত্তার অনুসরণ করে । সহস্র সহস্র ধেনু ও বৎস একস্থানে বাস করে বটে, কিন্তু দুগ্ধপানকালে বৎসগণ নিজ নিজ মাতাকে লাভ করিয়া থাকে । পূর্ব্বজন্মে যে ব্যক্তি যেমন কর্ম্ম করিয়াছে, পরজন্মেও সেই ব্যক্তি সেই রূপ কর্ম্মফল ভোগ করে ; পূর্ব্বকৃত সুকৃত সঞ্চিত থাকিলে ইহকালে শুভফল ভোগ হয়, আর পূর্ব্বকালে দুষ্কৃত সঞ্চিত থাকিলে ইহকালে দুঃখভোগ হয়, এইরূপ মূঢ় ব্যক্তিরা কেন বৃথা শোক করে ? ৫১-৫৬

কর্ত্তা পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মের ফলভোগ করে, বলিয়া ইহকালে কেহ সুখভোগ করে, কেহ বা

---

১ । অনুযাতীতি পাঠান্তরম্ ।

নীচঃ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যতি। আত্মনো বিল্বমাত্রাণি-পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥ ৫৭

রাগ-দ্বেষাদিযুক্তানাং ন সুখং কুত্রচিদ্দ্বিজ।
বিচার্য্য খলু পশ্যামি তৎ সুখং যত্র নির্বৃতিঃ ॥ ৫৮
যত্র স্নেহো ভয়ং তত্র স্নেহো দুঃখস্য ভাজনম্।
স্নেহমূলানি দুঃখানি তস্মিংস্ত্যক্তে মহৎ সুখম্ ॥ ৫৯

শরীরমেবায়তনং দুঃখস্য চ সুখস্য চ। জীবিতঞ্চ শরীরঞ্চ জাত্যৈব সহ জায়তে ॥ ৬০
সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্। এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখ-দুঃখয়োঃ ॥ ৬১
সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্ সুখং দুঃখং মনুষ্যাণাং চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে ॥ ৬২

যদ্গতং তদতিক্রান্তং যদি স্যাৎ তচ্চ দূরতঃ।
বর্ত্তমানেন বর্ত্তেত ন স শোকেন বাধ্যতে ॥ ৬৩

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নীতিসারে
ত্রয়োদশাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৩ ॥

দুঃখভোগ করিয়া থাকে। নীচাশয় ব্যক্তিরা পরের সর্ষপমাত্র ছিদ্র দেখিলেও তাহা অনুসন্ধান করিয়া প্রকাশ করে, কিন্তু নিজের বিল্বপ্রমাণ ছিদ্র থাকিলেও তাহা দেখিয়াও দেখে না। নীচাশয় ব্যক্তিরা আপন দোষ চক্ষে দেখে না, কেবল পরের দোষ অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়। যাহারা রাগদ্বেষাদি দ্বারা অভিভূত, কুত্রাপি তাহাদিগের সুখ হয় না। হে শৌনক! আমি বিচার করিয়া দেখিলাম, যাহার অন্তঃকরণ শান্তিগুণে ভূষিত, তাহারই প্রকৃত সুখভোগ হইয়া থাকে। যাহার সমধিক স্নেহ আছে, তাহারই সর্ব্বদা ভয় হইয়া থাকে; যেহেতু স্নেহই দুঃখের ভাজন আর স্নেহই দুঃখের মূল কারণ। এ নিমিত্ত স্নেহ পরিত্যাগ করিলেই মহৎ সুখ হয়। এই শরীর সুখ ও দুঃখের আয়তন। অতএব শরীরের সহিতই সুখ ও দুঃখ উৎপন্ন হয়। ৫৭-৬০

পরের বশে থাকিয়া যাহা কিছু ভোগ করা যায়, তৎসমস্তই দুঃখ এবং স্বাধীন থাকিয়া দুঃখ পাইলেও তাহা সুখ বলিয়া বোধ হয়। সামান্যতঃ ইহাই প্রকৃত সুখদুঃখের লক্ষণ জানিবে। সুখভোগের শেষ হইলে দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং দুঃখের শেষ হইলে সুখভোগ হয়। মনুষ্যের সুখ ও দুঃখ চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। যে মানব অতীত বিষয়কে অতিক্রান্ত বলিয়া জ্ঞান করে, ভবিষ্য বিষয়ও অনেক দূরে আছে, ইহাই মনে করে; আর বর্ত্তমান বিষয়েও অনুরক্ত হয় না, সে কোনপ্রকার শোকে অভিভূত হয় না। ৬১-৬৩

শ্রীগরুড়পুরাণে নীতিসার নামক ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৩।

চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপুঃ। কারণাদেব জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা ॥ ১
শোকত্রাণং ভয়ত্রাণং প্রীতিবিশ্বাসভাজনম্। কেন রত্নমিদং সৃষ্টং মিত্রমিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥ ২
সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্। বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥ ৩

ন মাতরি ন দারেষু ন সোদর্য্যে ন চাত্মজে।
বিশ্বাসস্তাদৃশঃ পুংসাং যাদৃঙ্মিত্রে স্বভাবজে ॥ ৪
যদীচ্ছেচ্ছাশ্বতীং প্রীতিং ত্রীণি দোষাণি বর্জ্জয়েৎ।
দ্যূতমর্থপ্রয়োগঞ্চ পরোক্ষে দারদর্শনম্ ॥ ৫
মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥ ৬

বিপরীতরতিঃ কামঃ স্বাশ্রয়েষু ন বিদ্যতে। যথাপাতো যথো দণ্ডস্তথৈব হ্যনুবর্ত্ততে ॥ ৭
অপি বহ্ন্যানিলস্যৈব তুরগস্য মহোদধেঃ। শক্যতে প্রসরো বোদ্ধুং নানুরক্তস্য[১] চেতসঃ ॥ ৮

ক্ষণং নাস্তি রহো নাস্তি নাস্তি চাপি নিমন্ত্রকঃ[২]।
তেন শৌনক নারীণাং সতীত্বমুপজায়তে ॥ ৯

সূত কহিলেন,—কেহই কাহারও মিত্র বা শত্রু নহে, কেবল কারণদ্বারা শত্রু ও মিত্র জানা যায়। বন্ধু ব্যক্তি শোক হইতে পরিত্রাণ করেন, ভয় হইতে রক্ষা করেন এবং প্রীতি ও বিশ্বাসের ভাজন। এই মিত্ররত্নটী কোন্ ব্যক্তি সৃষ্টি করিয়াছেন? যে ব্যক্তি একবারমাত্র "হরি" এই অক্ষরদ্বয় উচ্চারণ করে, সে মুক্তিলাভের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া অগ্রসর হইয়াছে। অকৃত্রিম মিত্র যেরূপ বিশ্বাসের ভাজন, মাতা, স্ত্রী, সহোদর ও পুত্র ইহারা কেহই সেইরূপ বিশ্বাসের পাত্র নহে। যদি কাহারও সহিত অকৃত্রিম প্রণয় ইচ্ছা কর, তবে তাহার সহিত দ্যূতক্রীড়া, অর্থপ্রয়োগ কিংবা পরোক্ষে স্ত্রীদর্শন করিও না। ১-৫

নির্জ্জন স্থানে মাতা, ভগিনী অথবা কন্যা ইহাদিগের সহিত একাসনে বাস করিবে না। মনুষ্যমাত্রেরই ইন্দ্রিয় বলবান্; পণ্ডিত ব্যক্তিকেও ইন্দ্রিয়গণ আকর্ষণ করিতে পারে। আপনার অধীন ব্যক্তির প্রতি বিপরীত অনুরাগ অথবা স্বার্থপর হইবে না। যাহার প্রতি যথাবিধি দণ্ডপ্রয়োগ করা যায়, তাহার অনুবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। অনিলের গতি, তুরঙ্গের বেগ কিংবা মহাসাগরের গভীরতাও বরং নির্ণয় করা যাইতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি অনুরক্ত তাহার চিত্ত পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায় না। হে শৌনক! যদি সময় না থাকে, নির্জ্জন স্থানের অসদ্ভাব হয় অথবা উপযাচক কেহ না থাকে, তাহা হইলেই নারীদিগের সতীত্ব রক্ষা

১। ন হ্যরক্তস্য। ২। প্রার্থয়িতা জনঃ।

অন্যং যাত্যসমাকারমেকান্তং চেতসি রোচতে* । পুরুষাণামভাবেন তেন নারী পতিব্রতা ॥ ১০
জননী যানি কুরুতে রহস্যং মদনাতুরা । সুতৈস্তানি বিভাব্যন্তে শীলবিপ্রতিপত্তিভিঃ ॥ ১১
পরাধীনা নিদ্রা পরহৃদয়কৃত্যানুসরণং, মুদা হালাহাস্যং নিয়তমপি শোকেন রোহিতম্ ।
পণে ন্যস্তঃ কায়ঃ কলুষজনখর্বৈর্দারিতগলো*, বধূকণ্ঠাবৃত্তির্ভবতি গণিকায়া বহুনতঃ ॥ ১২

অগ্নিরাপস্ত্রিয়ো মূর্খাঃ সর্পা রাজকুলানি চ ।
নিত্যং পরোপসেব্যানি সদ্যঃ প্রাণহরাণি ষট্ ॥ ১৩
কিং চিত্রং যদি শব্দশাস্ত্রকুশলো বিপ্রো ভবেৎ পণ্ডিতঃ,
কিং চিত্রং যদি দণ্ডনীতিকুশলো রাজা ভবেদ্ধার্মিকঃ ।
কিং চিত্রং যদি রূপযৌবনবতী যোষিন্ন সাধ্বী ভবেৎ,
কিং চিত্রং যদি নির্ধনোঽপি পুরুষঃ পাপং ন কুর্য্যাৎ কচিৎ ॥ ১৪

নাত্মচ্ছিদ্রং পরে দদ্যাদ্বিদ্যাচ্ছিদ্রং পরস্য চ । গূহেৎ কূর্ম্ম ইবাঙ্গানি পরভাবঞ্চ লক্ষয়েৎ ॥ ১৫

পাতালতলবাসিন্যো বায়ুপ্রাকারনির্ম্মিতাঃ* ।
যদি নো চিকুরোত্তেদঃ স্ত্রিয়ঃ কোনোপলভ্যতে ॥ ১৬

পাইতে পারে। স্ত্রী ও পুরুষের চিত্ত যদি পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত থাকে, তাহা হইলেই স্ত্রীকে পতিব্রতা বলা যাইতে পারে। ৮-১০

মাতা যদি কামাতুরা হইয়া কোনরূপ রহস্য কার্য্য করেন, পুত্রগণ আপন সুশীলতাহেতু তাহা মনে মনেই চিন্তা করিবে, কদাচ জননীর রহস্য কার্য্য প্রকাশ করিবে না; গণিকাগণের নিদ্রা পরাধীন, পরচিত্তের অনুবর্ত্তনই তাহাদিগের কার্য্য, অন্তঃকরণে কোন রকম শোক থাকিলেও হাস্যপরিহাসদ্বারা তাহা গোপন করিয়া রাখে, তাহাদিগের শরীর পণগ্রহণে বিক্রীত ও নানাপ্রকার উৎকণ্ঠা গণিকাদিগের চিত্তে বিদ্যমান থাকে অবশেষে কাহারও নখদ্বারা গলদেশে বিদারিত হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করিতে হয়। ইহাই তাহারা বহুকাল করে। অগ্নি, জল, স্ত্রী, মূর্খ, সর্প ও রাজকুল এই সকল পরোপসেব্য হইলে যদি তাহা আবার কেহ সেবা করে, তবে সদ্যই তাহার প্রাণনাশ হয়। শব্দাদিশাস্ত্রকুশল ব্যক্তি যদি পণ্ডিত হয়, তাহা আশ্চর্য্য নহে; যে রাজা দণ্ডনীতিকুশল, তিনি ধার্ম্মিক হইলে তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে; রূপযৌবনসম্পন্না স্ত্রী যদি সতী না হয়, আর নির্ধন ব্যক্তিও যদি পাপাচরণ না করে তাহাই বা আশ্চর্য্য কি? অপরের নিকট কদাচ আত্মছিদ্র প্রকাশ করিবে না, কিন্তু পরের ছিদ্র অবশ্য জানিবে। কূর্ম্ম যেমন আপন শরীর গোপন করিয়া রাখে, সেইরূপ আত্মপরাভব গোপন করিয়া রাখিবে। ১১-১৫

পাতালতলে প্রাকারবেষ্টিত স্থানে বাস করিলেও স্ত্রীদিগের যদি চিকুরোত্তেদ না হয়,

---

১। একো বৈ সেব্যতে নিত্যমন্যং চেতসি রোচতে।

২। বিটজনধূর্ত্তৈর্দারিতগলঃ। ৩। উচ্চপ্রাকারবেষ্টিতাঃ।

সমধর্ম্মা চ ধর্ম্মজ্ঞস্তীক্ষ্ণঃ স্বজনকণ্টকঃ। ন তথা বাধতে শত্রুঃ কৃতবৈরোঽপি শৌনক ॥ ১৭

স পণ্ডিতো যো হ্যনুরঞ্জয়েদ্ধি, মিষ্টেন বালান্ বিনয়েন শিষ্টম্।
অর্থেন নারীং তপসা হি দেবান্, সর্ব্বাংশ্চ লোকাংশ্চ সুসংগ্রহেণ ॥ ১৮
শাঠ্যেন মিত্রং কলুষেণ ধর্ম্মং, পরোপতাপেন সমৃদ্ধিভাবম্।
সুখেন বিদ্যাং পরুষেণ নারীং, বাঞ্ছন্তি যে বৈ ন চ পণ্ডিতাস্তে ॥ ১৯
ফলার্থী ফলিনং বৃক্ষং যশ্ছিন্দ্যাদ্ দুর্ম্মতির্নরঃ।
ন ছিন্দ্যাৎ তস্য তন্মূলং মহতো দোষমাপ্নুয়াৎ ॥ ২০

ধনবাংশ্চ তপস্বী চ দূরতশ্চ কৃতাশ্রয়ঃ। মদ্যপা স্ত্রী সতীত্যেবং বিপ্র ন শ্রদ্দধাম্যহম্ ॥ ২১

ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তে মিত্রস্যাপি ন বিশ্বসেৎ।
কদাচিৎ কুপিতং মিত্রং সর্ব্বং গুহ্যং প্রকাশয়েৎ। ২২

সর্ব্বভূতেষু বিশ্বাসঃ সর্ব্বভূতেষু সাত্ত্বিকঃ। স্বভাবমাত্মনা গুহ্যং পরাপরস্য লক্ষণম্[1] ॥ ২৩

ন তু কশ্চিৎ[2] কৃতে কার্য্যে কর্ত্তারমনুবর্ত্ততে।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ধৈর্য্যবুদ্ধিন্তু কারয়েৎ ॥ ২৪

তবে সেই স্ত্রীকে কে লাভ করিতে পারে। হে শৌনক! সমধর্ম্মী ব্যক্তি উগ্র হইলে স্বজনবর্গের যেরূপ অনিষ্টসাধন করিতে পারে, শত্রু ব্যক্তি বৈরসাধনপর হইলেও সেইরূপ অনিষ্ট করিতে পারে না। যে মনুষ্য বালকদিগকে মধুর বচনে আয়ত্ত করিতে পারেন, শিষ্ট ব্যক্তিদিগকে বিনয়ব্যবহারে বশীভূত করিতে পারেন, নারীদিগকে অর্থদ্বারা বাধ্য করিতে পারেন, তপস্যাদ্বারা দেবগণকে সুপ্রসন্ন করিতে পারেন, এবং সাধারণ লোকদিগকে সদ্ব্যবহার দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারেন তিনিই পণ্ডিত। যাঁহারা শঠপ্রয়োগে মিত্রকে বশীভূত করেন, কুৎসিত কার্য্যদ্বারা ধর্ম্মসঞ্চয় করেন, অপরকে ক্লেশ দিয়া ধন সংগ্রহ করেন, ভোগবিলাসে থাকিয়া বিদ্যালাভ করিতে চাহেন আর পরুষব্যবহারদ্বারা নারীদিগকে বশীভূত কামনা করেন, তাঁহারা পণ্ডিত নহেন। যাহারা ফলার্থী হইয়া বৃক্ষের মূলচ্ছেদন করে, তাহারা অতি দুর্ম্মতি। অতএব কদাচ ফলবান্ বৃক্ষের মূলচ্ছেদন করিবে না; তাহাতে মহান্ দোষ হইয়া থাকে ১৯-২০

ধনবান্ তপস্বী আর মদ্যপায়িনী রমণী সতী, হে বিপ্র শৌনক! ইহা আমি বিশ্বাস করি না; বস্তুতঃ এই কথা কদাচ বিশ্বাসযোগ্য নহে। অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবে না, আর আপন বন্ধুজনকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবে না। অবিশ্বস্ত বন্ধুও কুপিত হইলে সকল গুহ্য কথা প্রকাশ করিতে পারে। সকল প্রাণীর প্রতি বিশ্বাস, সর্ব্বভূতে সাত্ত্বিকভাব, আর আপনি আপনার স্বভাব গোপন করা এই সকল মহাপুরুষের লক্ষণ। যে কোন কার্য্যই করা হয়, কর্ত্তাই তাহার শুভাশুভ ফলভাগী, অতএব কোন কার্য্য করিতে হইলে ধৈর্য্যাবলম্বন

১। গুহ্যমেতৎ সাধোর্হি লক্ষণম্। ২। যস্মিন্ কস্মিন্।

বৃদ্ধাঃ স্ত্রিয়ো নবং মদ্যং শুষ্কমাংসং ত্রিমূলকম্ ।
রাত্রৌ দধি দিবা স্বপ্নং বিদ্বান্ ষট্ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২৫
বিষং গোষ্ঠী দরিদ্রস্য বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্ ।
বিষং কুশিক্ষিতা বিদ্যা অজীর্ণে ভোজনম্ বিষম্ ॥ ২৬
প্রিয়ং দানমকুণ্ঠস্য নীচস্যোচ্চাসনং প্রিয়ম্ । প্রিয়ং দানং দরিদ্রস্য বৃদ্ধস্য[১] তরুণী প্রিয়া ॥ ২৭
অত্যম্বুপানং কঠিনাশনঞ্চ, ধাতুক্ষয়ো বেগবিধারণঞ্চ ।
দিবাশয়ো জাগরণঞ্চ রাত্রৌ, ষড়্ভির্নরাণাং নিবসন্তি রোগাঃ ॥ ২৮
বালাতপশ্চাপ্যতিমৈথুনঞ্চ, শ্মশানধূমঃ করতাপনঞ্চ ।
রজস্বলাবক্ত্র নিরীক্ষণঞ্চ সুদীর্ঘমায়ুরপি কর্ষয়েচ্চ ॥ ২৯
শুষ্কমাংসং স্ত্রিয়ো বৃদ্ধা বালার্কস্তরুণং দধি ।
প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সদ্যঃ প্রাণহরাণি ষট্ ॥ ৩০
সদ্যঃ পক্বঘৃতং দ্রাক্ষা বালা স্ত্রী ক্ষীরভোজনম্
উষ্ণোদকং তরুচ্ছায়া সদ্যঃ প্রাণকরাণি ষট্ ॥ ৩১
কূপোদকং বটচ্ছায়া শ্যামা স্ত্রী চেষ্টকালয়ঃ । শীতকালে ভবেদুষ্ণমুষ্ণকালে চ শীতলম্ ॥ ৩২
সদ্যোবলকরাণীহ বালাভ্যঙ্গসুভোজনম্ । সদ্যোবলহরাণীহ অধ্বা চ মৈথুনং জ্বরঃ ॥ ৩৩

পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবে। বিদ্বান্ ব্যক্তি বৃদ্ধা স্ত্রী, নূতন মদ্য, শুষ্ক মাংস, ত্রিমূলক, রাত্রিতে দধি এবং দিবাতে নিদ্রা, এই ছয়টী পরিত্যাগ করিবে। দরিদ্রের পক্ষে সভা, বৃদ্ধের পক্ষে যুবতী স্ত্রী, কুশিক্ষিত বিদ্যা, অজীর্ণে ভোজন এইসকল বিষস্বরূপ। ২১-২৬

ধনব্যয়ে যাহারা কুণ্ঠিত নহে, তাহাদিগের পক্ষে দান করা প্রিয় কার্য্য, নীচ ব্যক্তির উন্নতি প্রিয়, দরিদ্রের দান প্রিয়; আর যাহারা বৃদ্ধ, তাহাদিগের পক্ষে যুবতী নারী প্রিয়। অধিক জলপান, কঠিন দ্রব্য ভোজন, ধাতুক্ষয়, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, দিবাতে নিদ্রা, আর রাত্রিতে জাগরণ এই ছয়টী কার্য্য দ্বারা মানবশরীরে রোগসকল বাস করে। বালাতপ (প্রাতঃকালের রৌদ্র), অতিমৈথুন, শ্মশানধূম, করতাপ ও রজস্বলা স্ত্রীর মুখনিরীক্ষণ এই অতিদীর্ঘ আয়ুও ক্ষয় করে। শুষ্কমাংস, বৃদ্ধা স্ত্রী, বালার্ক, তরুণ দধি, প্রাতঃকালে মৈথুন ও নিদ্রা ইহারা সদ্যঃ প্রাণ হরণ করে। ২৭-৩০

সদ্যঃপক্ব ঘৃত, দ্রাক্ষা, বালা স্ত্রী, ক্ষীরভোজন, উষ্ণোদক এবং তরুচ্ছায়া এই সকল সেবন করিলে শরীরে বলাধান হয়। কূপোদক, বটচ্ছায়া, শ্যামা* স্ত্রী, ইষ্টকালয় এই সকল শীতকালে উষ্ণ এবং গ্রীষ্মকালে শীতল থাকে। বালা স্ত্রী, তৈলমর্দ্দন ও সুপোষক ভোজন এই সকল সদ্যঃ বল প্রদান করে। পথপর্য্যটন, মৈথুন ও জ্বর ইহারা সদ্যঃ প্রাণ হরণ করিয়া

১। যুনশ্চ।

* তপ্তকাঞ্চনবর্ণা সুন্দরী যুবতি স্ত্রীকে শ্যামা বলে।

তক্রং মাংসং পয়ো নিত্যং ভার্য্যামিত্রৈঃ সহৈব তু।
ন ভোক্তব্যং নৃপৈঃ সার্দ্ধং বিয়োগং কুরুতে কদা॥ ৩৪
কুচৈলিনং দন্তমলোপধারিণং, বহ্বাশিনং নিষ্ঠুরবাক্যভাষিণম্।
সূর্য্যোদয়ে হ্যস্তময়েঽপি শায়িনং, বিমুঞ্চতি শ্রীরপি চক্রপাণিনম্॥ ৩৫
নিত্যং ছেদস্তৃণানাং ক্ষিতিনখলিখনং পাদয়োশ্চাপমার্ষ্টি-
র্দন্তানামপ্যশৌচং মলিনবসনতা রুক্ষতা মূর্দ্ধজানাম্।
যে সন্ধ্যে চাপি নিদ্রা বিবসনশয়নং গ্রাসহাসাতিরেকঃ,
স্বাঙ্গে পীঠে চ বাদ্যং হরতি ধনপতেঃ কেশবস্যাপি লক্ষ্মীম্॥ ৩৬
শিরঃ সুধৌতং চরণৌ সুমার্জ্জিতৌ, বরাঙ্গনাসেবনমল্পভোজনম্।
অনগ্নশায়িত্বমপর্ব্বমৈথুনং, চিরপ্রনষ্টাং শ্রিয়মানয়ন্তি ষট্॥ ৩৭
যস্য তস্য তু পুষ্পস্য পাণ্ডরস্য বিশেষতঃ। শিরসা ধার্য্যমাণস্য অলক্ষ্মীঃ প্রতিহন্যতে॥ ৩৮
দীপস্য পশ্চিমা ছায়া ছায়া শয্যাসনস্য চ। রজকস্য তু যৎ তীর্থমলক্ষ্মীস্তত্র তিষ্ঠতি॥ ৩৯
বালাতপঃ প্রেতধূমঃ স্ত্রী বৃদ্ধা তরুণং দধি।
আয়ুষ্কামো ন সেবেত তথা সম্মার্জ্জনীরজঃ॥ ৪০

থাকে। তক্র মাংস কিম্বা দুগ্ধ একত্র ভোজন করিবে না, বন্ধু ও ভার্য্যার সহিত একত্র ভোজন করাও নিষিদ্ধ এবং রাজার সহিত ভোজন করাও উচিত নহে। কারণ, ইহাদিগের সহিত একত্র ভোজন করিলে হঠাৎ বিয়োগ হইতে পারে। যে ব্যক্তি কুৎসিত বস্ত্র পরিধান করে, দন্তের মল পরিষ্কার করে না, বহু ভোজন করে, কটূবাক্য বলে, আবার সূর্য্যোদয়-কালে ও সন্ধ্যা সময়ে শয়ন করিয়া থাকে, সে বিষ্ণুতুল্য হইলেও লক্ষ্মী তাহাকে পরিত্যাগ করেন। ৩১-৩৫

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা নখদ্বারা তৃণচ্ছেদ করে, ভূমিতে লিখন করে, পাদদ্বয় মার্জ্জনা করে না, দন্তমল দূর করে না, মলিন বসন পরিধান করে, কেশসংস্কার করে না, প্রভাতকালে ও সূর্য্যাস্ত সময়ে নিদ্রা যায়, নগ্ন হইয়া শয়ন করিয়া থাকে, বৃহৎ বৃহৎ গ্রাসে ভোজন করে, সর্ব্বদা অধিক হাস্য করে, স্বীয় শরীরে অথবা আসনে বাদ্য করে, সেই ব্যক্তি চক্রধর-সদৃশ হইলেও তাহার লক্ষ্মী অন্তর্দ্ধান পাইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা মস্তক ও চরণদ্বয় পরিষ্কৃত রাখে, উত্তমা স্ত্রীর সহবাস করে, অল্প ভোজন করে, নগ্ন হইয়া শয়ন করে না, আর পর্ব্বদিনে মৈথুন পরিত্যাগ করে, তাহার চিরপ্রনষ্টা লক্ষ্মীও আগমন করেন। যে পুষ্পই হউক না কেন, বিশেষতঃ পাণ্ডুরবর্ণ পুষ্প মস্তকে ধারণ করিলে অলক্ষ্মী তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। প্রদীপের পশ্চাদ্ভাগবর্ত্তী ছায়া, শয্যাচ্ছায়া, আসনচ্ছায়া ও রজকের বস্ত্রধাবন স্থান এই সকল স্থানে অলক্ষ্মী বাস করেন। আয়ুষ্কাম ব্যক্তি বালাতপ, শ্মশানধূম, বৃদ্ধা স্ত্রী, তরুণ দধি ও সম্মার্জ্জনীর ধূলি এই সকল সেবা করিবে না। ৩৬-৪০

গজাশ্ব-রথ-ধান্যানাং গবাঞ্চৈব রজঃ শুভম্ ।
অশুভঞ্চ বিজানীয়াৎ খরোষ্ট্রাজাবিকেষু চ ॥ ৫১

গবাং রজো ধান্যরজঃ পুত্রস্যাঙ্গভবং রজঃ । এতদ্রজো মহাশস্তং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৫২

অজারজঃ খররজো যৎ তু সম্মার্জ্জনীরজঃ ।
এতদ্রজো মহাপাপং মহাকিল্বিষকারকম্ ॥ ৫৩

শূর্পবাতো নখাগ্রাম্বু স্নানবস্ত্রঘটোদকম্ ।
মার্জ্জনীরেণুঃ কেশাম্বু হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥ ৫৪

দ্বৌ বিপ্রৌ[১] বিপ্রবহ্ন্যোশ্চ দম্পত্যোঃ স্বামিনোস্তথা ।
অন্তরেণ ন গন্তব্যং হয়স্য বৃষভস্য চ ॥ ৫৫

স্ত্রীষু রাজাগ্নিসর্পেষু স্বাধ্যায়ে শত্রুসেবনে ।
ভোগাস্বাদেষু বিশ্বাসং কঃ প্রাজ্ঞঃ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ৫৬

ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তং বিশ্বস্তে নাতিবিশ্বসেৎ । বিশ্বাসাদ্ভয়মুৎপন্নং মূলাদপি নিকৃন্ততি ॥ ৫৭

বৈরিণা সহ সন্ধায় বিশ্বস্তো যদি তিষ্ঠতি ।
স বৃক্ষাগ্রে প্রসুপ্তোঽপি পতিতঃ প্রতিবুধ্যতে ॥ ৫৮

নাত্যন্তং মৃদুনা ভাব্যং নাত্যন্তং ক্রূরকর্ম্মণা । মৃদুনৈব মৃদুং হন্তি দারুণেনৈব দারুণম্ ॥ ৫৯

নাত্যন্তং সরলৈর্ভাব্যং নাত্যন্তং মৃদুনা তথা সরলাস্তত্র ছিদ্যন্তে কুব্জাস্তিষ্ঠন্তি পাদপাঃ ॥ ৬০

গজ, অশ্ব, ধান্য ও গো ইহাদিগের রজঃ শুভপ্রদান করে, কিন্তু গর্দ্দভ, উষ্ট্র, ছাগ ও মেষ ইহাদিগের রজঃ অশুভকর। গোরজঃ, ধান্যরজঃ ও পুত্রের অঙ্গসংলগ্ন রজঃ এই সকল শুভকর ও মহাপাতকনাশক। ছাগরজঃ, গর্দ্দভরজঃ এবং সম্মার্জ্জনীরজঃ ইহারা পাপস্বরূপ পাপজনক। শূর্পবাত, নখস্পৃষ্ট জল, ধূলি ও কেশগলিত জল এই সমস্ত স্পর্শ করিলে পূর্ব্বকৃত পুণ্য নষ্ট হয়। দুইজন ব্রাহ্মণের মধ্যে, বিপ্র ও অগ্নির মধ্যে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে এবং অশ্ব ও বৃষের মধ্যে কদাচ গমন করিবে না। ৫১-৫৫

স্ত্রী, রাজা, অগ্নি, সর্প, অধ্যয়ন, শত্রুসেবা, ভোগ ও আস্বাদন প্রাজ্ঞব্যক্তি এই সকল বিষয়ে বিশ্বাস করিতে পারেন না, বিশ্বস্তকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিবে না। অধিক বিশ্বাস ভয়ের কারণ এবং সেই বিশ্বস্ত ব্যক্তিও সমূলে বিনাশ করিতে পারে। যে মানব শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া বিশ্বস্তভাবে থাকে, সেই ব্যক্তি বৃক্ষাগ্রে প্রসুপ্ত হইয়া পতনের পর প্রবোধিত হয়। অতি মৃদু হইবে না, এবং অতিশয় ক্রূরকর্ম্মাও হইবে না। পরন্তু মৃদু উপায়দ্বারা মৃদুকে এবং দারুণ উপায়দ্বারা দারুণ ব্যক্তিকে নির্য্যাতন করিবে। কোন ব্যক্তিই অতিশয় সরল অথবা অত্যন্ত মৃদু হইবে না। সকলেই সরল বৃক্ষকে ছেদন করে, কিন্তু বক্রবৃক্ষ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে। ৫৬-৬০

১। বিপ্রয়োঃ।

নমন্তি ফলিনো বৃক্ষা নমন্তি গুণিনো জনাঃ । শুষ্কবৃক্ষাশ্চ মূর্খাশ্চ ভিদ্যন্তে ন নমন্তি চ ॥ ৫১

অপ্রার্থিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি যান্তি চ ।
মার্জ্জার ইব লুম্পেত তথা প্রার্থয়তে নরঃ ॥ ৫২

পূর্ব্বং পশ্চাচ্চরেদার্য্যে সদৈব বহুসম্পদঃ । বিপরীতমনার্য্যেষু যথেচ্ছসি তথা চর ॥ ৫৩

ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রশ্চতুঃকর্ণশ্চ ধার্য্যতে
দ্বিকর্ণস্য তু মন্ত্রস্য ব্রহ্মাপ্যন্তো ন বুধ্যতে ॥ ৫৪

তয়া গবা কিং ক্রিয়তে যা দোগ্‌ধ্রী ন গর্ভিণী ।
কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্ ন ধার্ম্মিকঃ ॥ ৫৫

একেনাপি সুপুত্রেণ বিদ্যাযুক্তেন ধীমতা । কুলং পুরুষসিংহেন চন্দ্রেণ গগনং যথা ॥ ৫৬

একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা । বনং সুবাসিতং সর্ব্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা ॥ ৫৭

একো হি গুণবান্ পুত্রো নির্গুণেন শতেন কিম্ ।
চন্দ্রো হন্তি তমাংস্যেকো ন চ জ্যোতিঃ সহস্রশঃ ॥ ৫৮

লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি দশ বর্ষাণি তাড়য়েৎ ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ ॥ ৫৯

ফলবান্ বৃক্ষ ও গুণবান্ মনুষ্য ইহারা নম্রভাবে থাকে। শুষ্কবৃক্ষ ও মূর্খমনুষ্য ইহারা ভগ্ন হয়, তথাপি নম্র হয় না। সুখ ও দুঃখ প্রার্থনা না করিলেও আসিয়া উপস্থিত হয় এবং পরিত্যাগের ইচ্ছা না থাকিলেও প্রস্থান করে, তথাপি মানবগণ মার্জ্জারের ন্যায় লম্ফপ্রদান করিয়া সর্ব্বদা সুখপ্রার্থনা করে। সাধুব্যক্তির সম্মুখে ও পশ্চাদ্ভাগে সর্ব্বদা সম্পদ্ বিচরণ করে এবং যাহারা অসাধু তাহাদের পক্ষে উহা বিপরীত হয়; অতএব তুমি যাহা ভাল বিবেচনা কর তাহাই করিতে থাক। সাধুর ন্যায় আচরণ করিবে, কি অসাধুবৎ ব্যবহার করিবে তাহা তুমিই বুঝিতেছ। কোন গুপ্ত মন্ত্রণা ষট্‌কর্ণগত হইলে তাহা প্রকাশিত হইতে পারে। চারিকর্ণগত মন্ত্রণা স্থির থাকে এবং দ্বিকর্ণগত মন্ত্রণা ব্রহ্মাও জানিতে পারেন না। যে গাভী দুগ্ধবতী বা গর্ভিণী হয় না, সেই গাভীদ্বারা প্রয়োজন কি? যে পুত্র বিদ্বান্ বা ধার্ম্মিক নহে, সেই পুত্র জন্মিলে কি ফল আছে? ৫১-৫৫

যেমন একমাত্র চন্দ্র আকাশমণ্ডল সুশোভিত করে, সেইরূপ ধীশক্তিসম্পন্ন বিদ্বান্ পুরুষশ্রেষ্ঠ একমাত্র সুপুত্রও কুল সমুজ্জ্বল করিতে পারে। বনমধ্যে যেমন সুপুষ্পিত ও সুগন্ধযুক্ত একটিমাত্র সুবৃক্ষ থাকিলেই সমুদয় বন সুবাসিত হয়, সেইরূপ একমাত্র সুপুত্র সকল কুল সমুজ্জ্বল করিয়া থাকে। গুণবান্ একমাত্র পুত্রও বরং ভাল, পরে নির্গুণ বহুপুত্রে কোন প্রয়োজন নাই, এক চন্দ্র গগন আলোকিত করে, কিন্তু সহস্র সহস্র জ্যোতিষ্ক (তারা) আকাশ আলোকিত করিতে পারে না। পুত্রকে পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত লালন করিবে, দশবর্ষ পর্য্যন্ত তাড়ন করিবে কিন্তু পুত্র ষোড়শবর্ষ বয়স্ক হইলে তাহাকে মিত্রের ন্যায় জ্ঞান করিবে।

জায়মানো হরেদ্দারান্ বর্দ্ধমানো হরেদ্ধনম্ ।
ম্রিয়মাণো হরেৎ প্রাণান্ নাস্তি পুত্রসমো রিপুঃ ॥ ৬০
কেচিন্মৃগমুখা ব্যাঘ্রাঃ কেচিদ্ব্যাঘ্রমুখা মৃগাঃ । তৎস্বরূপবিপর্য্যাসে বিশ্বাসস্তু পদে পদে ॥ ৬১
একঃ ক্ষমাবতাং দোষো দ্বিতীয়ো নোপপদ্যতে । যদেনং ক্ষময়া যুক্তমশক্তং মন্যতে জনঃ ॥ ৬২
এতদেবানুবর্ত্তেত[১] ভোগা হি ক্ষণভঙ্গিনঃ । স্নিগ্ধেষু বিবিধস্নেহো[২] পতয়ো যত্র মন্যতে ॥ ৬৩
জ্যেষ্ঠঃ পিতৃসমো ভ্রাতা মৃতে পিতরি শৌনক ।
সর্ব্বেষাং স পিতা হি স্যাৎ সর্ব্বেষামনুপালকঃ ॥ ৬৪
কনিষ্ঠাশ্চ সর্ব্বেঽপি[৩] সমদেশানুবর্ত্ততে । সমোপভোগজীবেষু যথৈব তনয়স্তথা ॥ ৬৫
বহুনামল্পসারাণাং সমবায়ো হি দারুণম্ । তৃণৈরাবেষ্টিতা রজ্জুস্তথা নাগোঽপি বধ্যতে ॥ ৬৬
অপহৃত্য পরস্বং হি যস্তু দানং প্রযচ্ছতি । স দাতা নরকং যাতি যস্যার্থস্তস্য তৎ ফলম্ ॥ ৬৭
দেবদ্রব্যবিনাশায় ব্রহ্মস্বহরণায় চ । কুলান্যকুলতাং যান্তি ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ চ ॥ ৬৮
ব্রহ্মঘ্নে চ সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা । নিষ্কৃতির্বিহিতা সদ্ভিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥ ৬৯

পুত্র জন্মমাত্র স্ত্রীর যৌবন হরণ করে, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ধনহরণ করে, আর ম্রিয়মাণ হইলে প্রাণ হরণ করে, অতএব পুত্রসম রিপু আর নাই। ৫৫-৬০

কখন হরিণাকার ব্যাঘ্র এবং ব্যাঘ্রাকার হরিণ দেখা যায়, ইহাদিগের স্বভাব পরিজ্ঞান বিষয়ে বিশ্বাসই কারণ। কেবল আকার দ্বারা কোন বিষয় নির্ণয় করা যায় না। কারণ স্বভাব জানিয়া কে কোন পদার্থ তাহা নিরূপণ করিতে হয়। ক্ষমাশীল ব্যক্তির একটীমাত্র দোষ আছে, কিন্তু তাহার দ্বিতীয় দোষ লক্ষিত হয় না। দোষটী এই যে, ক্ষমাবান্ ব্যক্তিকে লোকে অশক্ত বলিয়া জ্ঞান করে। ভোগসকল ক্ষণভঙ্গুর ইহাই সকলে মনে করিবে। অতএব স্নিগ্ধ ব্যক্তির প্রতি সবিশেষ স্নেহ করিবে না। হে শৌনক! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করিবে, যেহেতু পিতার মরণের পর সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই সকলকে প্রতিপালন করেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ সেই জ্যেষ্ঠের প্রতি অনুরক্ত থাকিবে, আর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও আপন তনয়ের ন্যায় কনিষ্ঠ সকলকে প্রতিপালন করিবেন। ৬১-৬৫

অনেক অসার বস্তুও যদি একত্র মিলিত হয়, তাহা হইলে সেই অসারবস্তুরাশিও দারুণ হইয়া উঠে, তুচ্ছ তৃণদ্বারা রজ্জু নির্ম্মাণ করিলে সেই রজ্জু দ্বারা হস্তীকেও বাঁধিয়া রাখিতে পারা যায়। যে ব্যক্তি পরস্ব অপহরণ করিয়া দান করে, সেই দাতা নরকে গমন করে এবং যাহার অর্থ, সেই ব্যক্তিরই স্বর্গ হইয়া থাকে। দেবদ্রব্য বিনাশ, ব্রহ্মস্ব অপহরণ এবং ব্রাহ্মণের অপমান এই সকল কার্য্য করিলে তাহার কুল নিপাত হয়। যাহারা ব্রহ্মহা, সুরাপী, চোর ও ব্রতঘাতক, সদ্ব্যক্তিরা এইসকল পাপী-দিগের নিষ্কৃতির উপায় বিধান করিয়াছেন, কিন্তু যাহারা কৃতঘ্ন, তাহাদিগের নিষ্কৃতির

১। এবমেবানুমন্তেত। ২। চ বিপক্ষে। ৩। কনিষ্ঠেষু চ সর্ব্বেষু।

নাশ্নন্তি পিতরো দেবাঃ শূদ্রস্য বৃষলীপতেঃ ।
ভার্য্যাজিতস্য নাশ্নন্তি যস্যাশ্চোপপতির্গৃহে ॥ ৭০

অকৃতজ্ঞমনার্য্যঞ্চ দীর্ঘরোষমনার্জ্জবম্ । চতুরো বিদ্ধি চাণ্ডালান্ জাত্যা জায়েত পঞ্চমঃ ॥ ৭১

নোপেক্ষিতব্যো দুর্ব্বুদ্ধিঃ শত্রুরল্পোঽপ্যবজ্ঞয়া ।
বহ্নিরল্পোঽপ্যসংগ্রাহ্যঃ কুরুতে ভস্মসাজ্জগৎ ॥ ৭২

নবে বয়সি যঃ শান্তঃ স শান্ত ইতি মে মতিঃ । ধাতুষু ক্ষীয়মাণেষু শমঃ কস্য ন জায়তে ॥ ৭৩

পন্থান ইব বিপ্রেন্দ্রঃ সর্ব্বসাধারণাঃ স্ত্রিয়ঃ[১] ।
তস্মাৎ ত্বং নাবমন্যেথা নাত্তীভাভবনাশ্চ তাঃ[২] ॥ ৭৪

চিত্তায়ত্তং ধাতুবদ্ধং শরীরং, চিত্তে নষ্টে ধাতবো যান্তি নাশম্ ।
তস্মাচ্চিত্তং সর্ব্বদা রক্ষণীয়ং, স্বস্থে চিত্তে বুদ্ধয়ঃ[৩] সম্ভবন্তি ॥ ৭৫

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নীতিসারে চতুর্দ্দশাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৪ ॥

কোন উপায় নাই। পিতৃগণ ও দেবগণ বরং শূদ্রাশয় বৃষলীপতির প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু যে নারী গৃহে উপপতি রাখিয়া আপন স্বামীকে জয় করিয়াছে, সেই স্ত্রীজিত ব্যক্তির প্রদত্ত দ্রব্য কেহ গ্রহণ করেন না। ৬৬-৭০

যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন, যে সর্ব্বদা কুৎসিত কার্য্য করে, যে নিতান্ত রোষপরবশ, যাহার অন্তঃকরণ সরল নহে, এই চারিপ্রকার মনুষ্যকে চাণ্ডাল বলিয়া জ্ঞান করিবে। যে ব্যক্তি জাতিতে চাণ্ডাল, তাহাকে পঞ্চমচণ্ডাল বলিয়া গণ্য করিবে। দুষ্টাত্মা অল্প শত্রুকেও বিশ্বাস করিবে না। যেহেতু অল্পমাত্র অগ্নিও জগৎ ভস্মীভূত করিতে পারে। যে ব্যক্তি নব্যবয়সে শান্ত হয়, তাহাকেই প্রকৃত শান্ত বলা যায়। ধাতুক্ষীণ হইয়া শরীর দুর্ব্বল হইলে শান্তি কাহার না হইয়া থাকে? পথে যেমন সর্ব্বসাধারণের অধিকার, সেইরূপ সাধারণ স্ত্রীতেও সকলের সমান অধিকার আছে, অতএব সেই সকল স্ত্রীকে নিন্দা করিবে না। ধাতুবদ্ধ শরীর চিত্তের অধীন, চিত্ত বিনষ্ট হইলে ধাতু ক্ষয় হইয়া শরীর বিনষ্ট হয়; অতএব সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে চিত্তকে রক্ষা করিবে। চিত্তের স্বাস্থ্য থাকিলেই বুদ্ধি সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়। ৭১-৭৫

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নীতিসার নামক চতুর্দ্দশাধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৪।

১। স্ত্রিয়ঃ। ২। মনীষা ইতি মত্বা বৈ ন হি দুর্ব্বৃত্তো ভব। ৩। বাতবঃ।

পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

কুভার্য্যাঞ্চ কুমিত্রঞ্চ কুরাজানং কুসৌহৃদম্[1] । কুবন্ধুঞ্চ[2] কুদেশঞ্চ দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১

ধর্ম্মঃ প্রব্রজিতস্তপঃ প্রচলিতং সত্যঞ্চ দূরং গতং,
পৃথ্বী মন্দফলা জনাঃ কপটিনো লৌল্যে স্থিতা ব্রাহ্মণাঃ ।
মর্ত্ত্যাঃ স্ত্রীবশগাঃ স্ত্রিয়শ্চ চপলা নীচা জনা উন্নতা,
হা কষ্টং খলু জীবিতং কলিযুগে ধন্যা জনা যে মৃতাঃ ॥ ২

ধন্যাস্তে যে ন পশ্যন্তি দেশভঙ্গং কুলক্ষয়ম্ ।
পরচিত্তগতান্ দারান্ পুত্রং কুব্যসনে স্থিতম্ ॥ ৩

কুপুত্রে নির্ব্বৃতির্নাস্তি কুভার্য্যায়াং কুতো রতিঃ
কুমিত্রে নাস্তি বিশ্বাসঃ কুরাজ্যে নাস্তি জীবিতম্ ॥ ৪

পরান্নঞ্চ পরস্বঞ্চ পরশয্যাঃ পরস্ত্রিয়ঃ । পরবেশ্মনি বাসশ্চ শক্রাদপি হরেচ্ছ্রিয়ম্ ॥ ৫

আলাপাদ্ গাত্রসংস্পর্শাৎ নিশ্বাসাৎ[3] সহভোজনাৎ ।
আসনাচ্ছয়নাদ্ যানাৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাম্ ॥ ৬

স্ত্রিয়ো নশ্যন্তি রূপেণ তপঃ ক্রোধেন নশ্যতি । গাবো দূরপ্রচারেণ শূদ্রান্নেন দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৭

সূত কহিলেন,—কুভার্য্যা, কুমিত্র, কুরাজা, কুসৌহৃদ, কুবন্ধু এবং কুদেশ এই সকল দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। কলিকালে ধর্ম্ম পলায়িত, তপস্যা চলিত এবং সত্য বিদূরিত হইয়াছে; পৃথিবীতে ফল জন্মে না, মানবগণ কপটচারী, ব্রাহ্মণগণ লোভী, মনুষ্যগণ স্ত্রীর বশীভূত, নারীগণ পাপাচরণে নিরত এবং নীচ ব্যক্তিরাই উন্নত পদারূঢ় হয়, এইরূপ ঘোর কলিকালে যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহাদিগেরই নিতান্ত ক্লেশ, পরন্তু যাঁহারা মরিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য। যাঁহারা দেশভঙ্গ, কুলক্ষয়, পর-পুরুষাসক্ত স্ত্রী ও ব্যসনাসক্ত কুপুত্র দর্শন করেন না, তাঁহারাই ধন্য। যাহার পুত্র দুশ্চরিত্র, কখনও তাহার চিত্তের স্থিরতা নাই, যাহার পত্নী পরপুরুষগামিনী তাহার রতিসুখ কোথায়? মিত্র দুঃশীল হইলে তাহাতে বিশ্বাস নাই, আর কুরাজ্যেতে জীবনের ভরসা নাই। সর্ব্বদা পরান্নভোজন, পরশয্যায় শয়ন, পরধনগ্রহণ, পরস্ত্রীতে রতি এবং পরগৃহে বসতি করিলে ইন্দ্রও শ্রীভ্রষ্ট হয়েন। ১-৫

সর্ব্বদা আলাপ, গাত্রস্পর্শ, সংসর্গ, একত্র ভোজন, একাসনে বাস, একশয্যায় শয়ন এবং একযানে গমন করিলে মনুষ্যগণের পাপ সংক্রামিত হয়। যাহার সহিত আলাপাদি করা যায়, তাহার পাপের ভাগী হইতে হয়। অতিশয় রূপ থাকিলেই স্ত্রীর স্বভাব কলুষিত হওয়ার সম্ভাবনা, অধিক ক্রোধ তপস্বীর তপস্যা নাশ করে, অতিদূর গমনে গোসকল নষ্ট

১। কুপুত্রকম্। ২। কুকন্যাঞ্চ। ৩ সংসর্গাৎ।

আসনাদেকশয্যায়া ভোজনাৎ পঙ্‌ক্তিসঙ্করাৎ ।
ততঃ সংক্রমতে পাপং ঘটাদ্ ঘট ইবোদকম্ ॥ ৮

লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ । তস্মাচ্ছিষ্যঞ্চ পুত্রঞ্চ তাড়য়েন্ন তু লালয়েৎ ॥ ৯

অধ্বা জরা দেহবতাং পর্ব্বতানাং জলং জরা ।
অসম্ভোগশ্চ নারীণাং বস্ত্রাণামাতপো জরা ॥ ১০

অধমাঃ কলিমিচ্ছন্তি সন্ধিমিচ্ছন্তি মধ্যমাঃ । উত্তমা মানমিচ্ছন্তি মানো হি মহতাং ধনম্ ॥ ১১
মানো হি মূলমর্থস্য মানে সতি ধনেন কিম্ । প্রভ্রষ্টমানদর্পস্য কিং ধনেন কিমায়ুষা ॥ ১২
অধমা ধনমিচ্ছন্তি ধনমানৌ হি মধ্যমাঃ । উত্তমা মানমিচ্ছন্তি মানো হি মহতাং ধনম্ ॥ ১৩

বনেঽপি সিংহা ন নমন্তি কর্ণং[1], বুভুক্ষিতা মাংসনিরীক্ষণঞ্চ ।
ধনৈর্বিহীনাঃ সুকুলেষু জাতা, ন নীচকর্ম্মাণি সমারভন্তি ॥ ১৪

হয়, আর শূদ্রান্নদ্বারা ব্রাহ্মণত্ব নাশ পায়। পাপীর সহিত একাসনে উপবেশন, একশয্যায় শয়ন ও একপঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিলে পাপ সংক্রামিত হয়। যেমন এক ঘট হইতে অন্য ঘটে জল যায়, তেমনি এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে পাপ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। আপন সন্তানগণকে সর্বদা লালন করিলে অনেক দোষ হইতে পারে, কিন্তু তাহাদিগকে তাড়ন করিয়া সুশাসনে রাখিলে সর্বপ্রকার গুণের আবির্ভাব হয়, অতএব শিষ্য ও পুত্রকে তাড়ন করিবে, লালন করিবে না। দেহধারিগণের পথপর্য্যটনই জরাস্বরূপ। পথপর্য্যটনে শরীর ক্ষীণ হয়। পর্বতের জরা জল (পর্ব্বতের অধিক জল সঞ্চিত থাকিলেই কালক্রমে সেই পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া জল বহির্গত হয়), অসম্ভোগই নারীর জরা (স্ত্রীগণের সম্ভোগ না হইলে শীঘ্র শরীর জীর্ণ হয়), আর আতপই বস্ত্রের জরা (বস্ত্র সর্বদা রৌদ্রে থাকিলে সেই বস্ত্র শীঘ্র বিনাশ পায়)। ৮-১০

অধম জনগণ কলহ ইচ্ছা করে, মধ্যবিধলোকসকল সন্ধি কামনা করে এবং যাহারা উত্তম মানব তাহারা মান প্রার্থনা করে; যেহেতু মানই মহাত্মাদিগের ধন, মানই অর্থের মূল, যাহার মান আছে তাহারই ধন হইয়া থাকে; অতএব যাহার মান আছে, তার ধনে প্রয়োজন কি? যাহার মান ও দর্প নষ্ট হইয়াছে, তাহার ধনে ও জীবনে কোন ফল নাই। মানহীন মানবের মরণই শ্রেয়স্কর। অধম ব্যক্তিরা কেবল ধন ইচ্ছা করে, মানাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, যে রকমেই হউক, তাহাদিগের অর্থ উপার্জ্জন হইলেই হয়, তাহারা সম্মান চাহে না। মধ্যবিধ ব্যক্তিরা মান ও ধন এই উভয়ই প্রার্থনা করিয়া থাকে। যাহারা উত্তম প্রকৃতির লোক, তাঁহারা কেবল সম্মানই ইচ্ছা করেন, যেহেতু মহাত্মাদিগের মানই ধন। বনবাসী সিংহ ক্ষুধার্ত্ত হইলেও কাহারও নিকট নত হইয়া খাদ্য প্রার্থনা করে না, কিংবা মস্তক অবনত করিয়া আপন বাহুমূল নিরীক্ষণ করে না। উত্তম কুলজাত ব্যক্তি ধনহীন হইলেও

---

[1] কর্ণং।

নাভিষেকো ন সংস্কারঃ সিংহস্য ক্রিয়তে বনে।
নিত্যমূর্জিতসত্ত্বস্য স্বয়মেব মৃগেন্দ্রতা ॥ ১৫
বণিক্ প্রমাদী ভৃতকশ্চ মানী, ভিক্ষুর্বিলাসী অধনশ্চ কামী।
বরাঙ্গনা চাপ্রিয়বাদিনী চ, ন তে চ কর্মাণি সমারভন্তি ॥ ১৬
দাতা দরিদ্রঃ কৃপণোঽর্থযুক্তঃ, পুত্রোঽবিধেয়ঃ কুজনস্য সেবা।
পরাপকারেষু নরস্য মৃত্যুঃ, প্রজায়তে দুশ্চরিতানি পঞ্চ ॥ ১৭
কান্তাবিয়োগঃ স্বজনাপমান-ঋণস্য শেষঃ কুজনস্য সেবা।
দরিদ্রভাবাদ্বিমুখাশ্চ মিত্রা, বিনাগ্নিনা পঞ্চ দহন্তি তীব্রাঃ ॥ ১৮
চিন্তাসহস্রাণি বহূনি মধ্যা-চিন্তাশ্চতস্রোঽপ্যসিধারতুল্যাঃ।
নীচাপমানঃ ক্ষুধিতং কলত্রং, ভার্য্যা বিরক্তা সহোদরাপরোধঃ ॥ ১৯
বশ্যশ্চ পুত্রোঽর্থকরী চ বিদ্যা, অরোগিতা সজ্জনসঙ্গতিশ্চ।
ইষ্টা চ ভার্য্যা বশবর্তিনী চ, দুঃখস্য মূলোদ্ধরণানি পঞ্চ ॥ ২০
কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গ-ভৃঙ্গা মীনা হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ।
একঃ প্রমাদী স কথং ন বধ্যো, যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ ॥ ২১
অধীরঃ কর্কশঃ স্তব্ধঃ কুচৈলঃ স্বয়মাগতঃ।
পঞ্চ বিপ্রা ন পূজ্যন্তে বৃহস্পতিসমা যদি ॥ ২২

নীচ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। সিংহ বনে বাস করে, তাহার অভিষেক ও কোনরূপ সংস্কার কেহই করে না, তথাপি সেই তেজস্বীয়ান্ সিংহ পশুরাজ হইয়াছে। ১১-১৫

বণিক্ অবিমৃষ্য, ভৃত্য অভিমানী, ভিক্ষুক বিলাসী ও বারাঙ্গনা কটুভাষিণী হইলে, সব কার্য্য সাধন করিতে পারে না। দাতা ব্যক্তি দরিদ্র, কৃপণ ব্যক্তি ধনবান্, পুত্র অবাধ্য, কুজনের সেবা এবং সর্ব্বদা পরের অপকার এই সকল কর্ম্ম সজ্জনের পক্ষে মৃত্যুস্বরূপ। কান্তাবিয়োগ, স্বজনের অপমান, ঋণের শেষ, কুজনের সেবা এবং দারিদ্র্যদোষে মিত্রের বৈমুখ্য এইগুলি অগ্নিব্যতিরেকেও মনুষ্যকে দগ্ধ করে। মনুষ্যের সহস্র সহস্র চিন্তা আছে, তন্মধ্যে চারিটি চিন্তাই খড়্গধারাবৎ ক্লেশপ্রদান করে। নীচজন কর্তৃক অপমান, ক্ষুধিত ভার্য্যা, স্ত্রীর বিরক্তি, আর সহোদর কর্তৃক উপরোধ এইগুলি সমধিক কষ্টপ্রদ। বশ্য পুত্র, অর্থকরী বিদ্যা, আরোগ্য, আর সর্ব্বদা সুজনের সহবাস এবং বশবর্ত্তিনী ভার্য্যা এই সকল সমূলে দুঃখনাশ করে। ১৬-২০

কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ, ভৃঙ্গ ও মীন এই পঞ্চই পরস্পরের ঘাতক। মনুষ্য এই পঞ্চকে হত্যা করে, তাহাকে কেন না ঐ পঞ্চপ্রাণী হিংসা করিবে, মনুষ্য হিংসাবশতঃ সকল প্রাণীকেই হিংসা করে, সেইজন্য মনুষ্যকেও সকলে হিংসা করিয়া থাকে। চঞ্চল, কর্কশভাষী, স্তব্ধ, কুবেশ ও অনাহূত এই পঞ্চবিধ ব্রাহ্মণ বৃহস্পতিতুল্য হইলেও কেহ আদর করে না।

আয়ুঃ কর্ম্ম চ বিত্তঞ্চ বিদ্যা নিধনমেব চ । পঞ্চৈতানি বিবিচ্যন্তে জায়মানস্য দেহিনঃ[1] ॥ ২৩

পর্ব্বতারোহণে তোয়ে গোকুলে স্থানবিগ্রহে ।
পতিতস্য সমুত্থানে শস্তাঃ পঞ্চ গুণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৪

অভ্রচ্ছায়া খলপ্রীতিঃ পরনারীষু সঙ্গতিঃ । পঞ্চৈতে অস্থিরা ভাবা যৌবনানি ধনানি চ ॥ ২৫

অস্থিরং জীবিতং লোকে অস্থিরং ধনযৌবনম্ ।
অস্থিরং পুত্রদারাদ্যং ধর্ম্মঃ কীর্ত্তির্যশঃ স্থিরম্ ॥ ২৬

শতং জীবিতমত্যল্পং রাত্রিস্তস্যার্দ্ধহারিণী ।
ব্যাধি-শোক-জরায়াসৈরর্দ্ধং তদপি নিষ্ফলম্ ॥ ২৭

আয়ুর্ব্বর্ষশতং নৃণাং পরিমিতং রাত্রৌ তদর্দ্ধং হৃতং,
তস্যার্দ্ধং স্থিতকিঞ্চিদর্দ্ধমধিকং বাল্যস্য কালে হৃতম্ ।
কিঞ্চিদ্বন্ধুবিয়োগদুঃখমরণৈর্ভূপালসেবাগতং,
শেষং বারিতরঙ্গগর্ভচপলং মানেন কিং মানিনাম্ ॥ ২৮

অহোরাত্রময়ো লোকে জরারূপেণ সঞ্চরেৎ ।
মৃত্যুর্গ্রসতি ভূতানি পবনং পন্নগো যথা ॥ ২৯

গচ্ছতস্তিষ্ঠতো বাপি জাগ্রতঃ স্বপতো ন চেৎ । সর্ব্বসত্ত্বহিতার্থায় পশোরিব বিচেষ্টিতম্ ॥ ৩০

আপন আয়ুঃ, কর্ত্তব্য কার্য্য, আপন চরিত্র, বিদ্যা এবং নিধন, প্রাণিগণ এইসকল সর্ব্বদা চিন্তা করিবে। পর্ব্বতে আরোহণ, জলসন্তরণ, গোষ্ঠ স্থানে গমন, স্থানবিগ্রহ অর্থাৎ দেশবাসাদি রক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধাদি কার্য্য ও পতিত ব্যক্তিকে সমুত্থাপন এই সকল কার্য্যে যাহাদিগের ক্ষমতা আছে, তাহারা প্রশস্ত মনুষ্য। মেঘের ছায়া, খলের সহিত প্রণয়, পরনারী-সঙ্গতি, যৌবন ও ধন এই পঞ্চ অস্থির। ২১-২৫

জীবন, ধন, যৌবন, পুত্রকলত্রাদি এই সকলই অস্থির ; কিন্তু ধর্ম্ম, কীর্ত্তি ও যশঃ ইহারা চিরস্থায়ী। শতবর্ষ পরিমিত আয়ুঃও অতি অল্প বলিয়া বোধ হয়, যেহেতু, পরিমিত আয়ুর অর্দ্ধ রাত্রিতে গত হয়, অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ ব্যাধি, শোক, জরা প্রভৃতি নিষ্ফল করিয়া রাখে। মনুষ্যের শতবর্ষ পরিমিত আয়ুঃ নির্দ্ধারিত আছে ; ঐ শতবর্ষের অর্দ্ধ নিদ্রাতে গত হয়। অবশিষ্ট অংশের কতক বাল্যভাবে, কতক বন্ধুবিয়োগদুঃখে এবং কতক সময় রাজসেবাতে ব্যয়িত হয়, পরে যে কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহাও জলতরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল, অতএব মনুষ্যের মান ও ধনদ্বারা প্রয়োজন কি ? অহোরাত্রময় এই মনুষ্যলোক জরারূপে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে ; পন্নগ যেমন বায়ুকে গ্রাস করে, সেইরূপ মৃত্যু সর্ব্বভূতকে গ্রাস করিতেছে। অবস্থিতিসময়ে, গমনকালে, জাগ্রদবস্থায় ও স্বপ্নকালে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রাণীর হিতসাধনার্থ যত্ন করিবে, পশুর ন্যায় কেবল স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে কার্য্য করিবে না। ২৬-৩০

১। পঞ্চৈতান্যপি সৃজ্যন্তে গর্ভস্থস্যৈব দেহিন ইতি পাঠান্তরং কচিদ্দৃশ্যতে।

অহিতহিতবিচারশূন্যবুদ্ধেঃ, শ্রুতিসময়ে বহুভিস্তিরস্কৃতস্য[১]।
উদরভরণমাত্রতুষ্টবুদ্ধেঃ, পুরুষপশোঃ পশোশ্চ কো বিশেষঃ ॥ ৩১
শৌর্য্যে তপসি দানে চ যস্য ন প্রথিতং যশঃ।
বিদ্যায়ামর্থলাভে বা মাতুরুচ্চার এব সঃ ॥ ৩২
যজ্জীবিতং ক্ষণমপি প্রথিতং মনুষ্যৈ-বিজ্ঞান-বিক্রম-যশোভিরভগ্নমানৈঃ।
তন্নাম জীবিতমিতি প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ, কাকোঽপি জীবতি চিরঞ্চ বলিঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে ॥ ৩৩
কিং জীবিতেন ধন-মানবিবর্জ্জিতেন, মিত্রেণ কিং ভবতি তেন সশঙ্কিতেন।
সিংহব্রতং চরত গচ্ছত মা বিষাদং, কাকোঽপি জীবতি চিরঞ্চ বলিঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে ॥ ৩৪
যো বাত্মনীহ ন গুরৌ ন চ ভৃত্যবর্গে, দীনে দয়াং ন কুরুতে ন চ মিত্রকার্য্যে।
কিং তস্য জীবিতফলেন মনুষ্যলোকে, কাকোঽপি জীবতি চিরঞ্চ বলিঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে ॥ ৩৫
যস্য ত্রিবর্গশূন্যানি দিনান্যায়ান্তি যান্তি চ। স লোহকারভস্ত্রেব শ্বসন্নপি ন জীবতি ॥ ৩৬
স্বাধীনবৃত্তেঃ সাফল্যং ন পরাধীনবৃত্তিতা।
যে পরাধীনকর্ম্মাণো জীবন্তোঽপি চ তে মৃতাঃ ॥ ৩৭
সুপূরা বৈ কাপুরুষাঃ সুপূরো মূষিকাঞ্জলিঃ। অসন্তুষ্টঃ কাপুরুষঃ স্বল্পকেনাপি তুষ্যতে ॥ ৩৮

যাহার হিতাহিত বিবেচনার শক্তি নাই এবং যে স্বীয় উদরের পোষণমাত্রেই সন্তুষ্ট হয়, সেই পুরুষপশু ও বন্যপশুর প্রভেদ কি ? শৌর্য্যে, তপস্যাতে, দানে, বিদ্যাতে ও অর্থলাভে যাহার প্রখ্যাত যশঃ নাই, সেই ব্যক্তি মাতার মলস্বরূপ। যাহারা বিজ্ঞান, বিক্রম ও যশোদ্বারা প্রখ্যাতনামা হইয়াছে, সেই ধন্য ; আর যে মনুষ্য কেবল আপন উদরমাত্র পরিপোষণ করিয়াই নিবৃত্ত থাকে, সেই মনুষ্য মনুষ্যই নহে। কাকও বলিভোজন করিয়া জীবিত থাকে। যে জীবনে ধন অথবা মান নাই, সেই জীবন নিষ্ফল, যে মিত্র ভয়শঙ্কিত, সেই মিত্রে কোন প্রয়োজন নাই ; অতএব সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী হও, বিষাদ করিও না। কারণ কাকও বলিভোজন করিয়া চিরকাল জীবিত থাকে। আত্মাতে, গুরুতে, ভৃত্যবর্গে ও দীনের প্রতি যে ব্যক্তি দয়া করে না, আর কোনপ্রকার মিত্রের কার্য্যও করে না, তাহার জীবনে ফল কি ? কাকও বলিভোজন করিয়া জীবিত থাকে। ৩১-৩৫

যাহার দিন কেবল নিরর্থক যাতায়াত করিতেছে, পরন্তু ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গসাধন হয় না, সেই ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মৃতের ন্যায়। তাহার শ্বাস প্রশ্বাস কেবল লৌহকারের ভস্ত্রার তুল্য। স্বাধীনবৃত্তিই সফল, পরাধীনবৃত্তির সফলতা নাই। যাহারা পরাধীনবৃত্তি আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহারা জীবিত থাকিয়াও মৃততুল্য। আত্মোদরমাত্র পরিপূর্ণ করিয়াই যাহারা সন্তুষ্ট থাকে, তাহারা কাপুরুষ। মূষিকও আপনার অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া থাকে। যাহারা সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট থাকে, তাহারাও

১। বহুভিবিততস্ত্রিতস্য।

অভ্রচ্ছায়া তৃণাদগ্নির্নীচসেবা পথে জলম্ ।
বেশ্যারাগঃ খলে প্রীতিঃ ষড়েতে বুদ্বুদোপমাঃ ॥ ৩৯
বাচা বিহিতসার্থেন লোকো ন চ সুখায়তে ।
জীবিতং মানমূলং হি মানে ম্লানে কুতঃ সুখম্ ॥ ৪০

অবলস্য বলং রাজা বালস্য রুদিতং বলম্ । বলং মূর্খস্য মৌনিত্বং তস্করস্যানৃতং বলম্ ॥ ৪১
যথা যথা হি পুরুষঃ শাস্ত্রং সমধিগচ্ছতি । তথা তথাস্য মেধা স্যাদ্বিজ্ঞানঞ্চাস্য রোচতে ॥ ৪২
যথা যথা হি পুরুষঃ কল্যাণে কুরুতে মতিম্ । তথা তথা হি সর্ব্বত্র শ্লিষ্যতে লোকসুপ্রিয়ঃ ॥ ৪৩

লোভ-প্রমাদ-বিশ্বাসৈঃ পুরুষো নশ্যতি ত্রিভিঃ ।
তস্মাল্লোভো ন কর্ত্তব্যঃ প্রমাদো নো ন বিশ্বসেৎ ॥ ৪৪

তাবদ্ভয়স্য ভেতব্যং যাবদ্ভয়মনাগতম্ । উৎপন্নে তু ভয়ে তীব্রে স্থাতব্যং বৈরভীতবৎ ॥ ৪৫
ঋণশেষঞ্চাগ্নিশেষং শত্রুশেষং তথৈব চ । পুনঃ পুনঃ প্রবর্দ্ধন্তে তস্মাচ্ছেষং ন কারয়েৎ ॥ ৪৬

কৃতে প্রতিকৃতং কুর্য্যাৎ হিংসিতে প্রতিহিংসিতম্ ।
ন তত্র দোষং পশ্যামি দুষ্টে দোষং সমাচরেৎ ॥ ৪৭
পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্ ।
বর্জ্জয়েৎ তাদৃশং মিত্রং মায়াময়মরিং তথা ॥ ৪৮

কাপুরুষের মধ্যে পরিগণিত। সদাশয়ব্যক্তিরা অল্পেই সন্তুষ্ট থাকেন। মেঘের ছায়া, তৃণের অগ্নি, নীচসেবা, পথের জল, বেশ্যার অনুরাগ ও খলের প্রণয় ইহারা জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর। লোকে যাহার সম্মান আছে, যাহার যশঃ কীর্ত্তন করে, সেই ব্যক্তিই সুখী। যেহেতু সম্মানই জীবনের মূল। যাহার মান নাই, তাহার সুখ কোথায়? ৩৬-৪০

দুর্ব্বলের পক্ষে রাজাই বল, বালকের বল রোদন, মৌনভাব মূর্খের বল; আর মিথ্যা-বাক্যই তস্করের বল। মানব যে যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে, সেই সেই শাস্ত্রে দৃঢ় অভ্যাস করিয়া সংস্কার উৎপাদন করিবে। তবেই শাস্ত্রে প্রকৃত জ্ঞান জন্মে মনুষ্য যে যে স্থানে অবস্থান করিবে, সর্ব্বত্রই নিজ মঙ্গলসাধনে তৎপর থাকিবে, আর তত্রত্য লোক সকলের সহিত সর্ব্বদা সম্মিলন রাখিয়া তাহাদিগের প্রিয়পাত্র হইবে। লোভ, প্রমাদ ও বিশ্বাস-দ্বারা লোক বিনষ্ট হয়। অতএব লোভ ত্যাগ করিবে, সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে এবং সাধারণের প্রতি বিশ্বাস করিবে না। যাবৎ ভয় উপস্থিত না হয়, তাবৎ ভীত হইয়া কার্য্য করিবে। তীব্র ভয় উপস্থিত হইলেও নির্ভয়চিত্তের ন্যায় ব্যবহার করিবে। ৪১-৪৫

ঋণশেষ, অগ্নিশেষ ও শত্রুশেষ রাখিবে না। এই সকলের অবশেষ থাকিলে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া পুনর্ব্বার অনিষ্টসাধন করিতে পারে। উপকারীর প্রতি উপকার করিবে, হিংসকের প্রতি হিংসা ও দুষ্টের প্রতি দুষ্টব্যবহার করিলে কোন দোষ হইতে পারে না। যে জন পরোক্ষে কার্য্য নষ্ট করে এবং সমক্ষে প্রিয় বাক্য বলে, সেই শত্রুরূপী কপট

দুর্জ্জনস্য হি সঙ্গেন সুজনোঽপি বিনশ্যতি । প্রসন্নং জলমিত্যাহুঃ[১] কর্দমৈঃ কলুষীকৃতম্ ॥ ৪৯

সম্ভুক্তং যদ্ দ্বিজো ভুঙ্ক্তে সম্যগেবনিরূপণম্ ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দ্বিজঃ পূজ্যঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৫০
তদ্ভুজ্যতে যদ্দ্বিজভুক্তশেষং, স বুদ্ধিমান্ যো ন করোতি পাপম্ ।
তৎসৌহৃদং যৎ ক্রিয়তে পরোক্ষে, দম্ভৈর্বিনা যঃ ক্রিয়তে স ধর্ম্মঃ ॥ ৫১
ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা, বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্ম্মম্ ।
ধর্ম্মঃ স নো যত্র ন সত্যমস্তি, নৈতৎ সত্যং যচ্ছলেনানুবিদ্ধম্ ॥ ৫২
ব্রাহ্মণোঽপি মনুষ্যাণামাদিত্যশ্চৈব তেজসাম্ ।
শিরোঽপি সর্ব্বগাত্রাণাং ব্রতানাং সত্যমুত্তমম্ ॥ ৫৩
তন্মঙ্গলং যত্র মনঃ প্রসন্নং, তজ্জীবনং যন্ন পরস্য সেবা ।
তদর্জ্জিতং যৎ স্বজনেন ভুক্তং, তদ্বর্জ্জিতং যৎ সমরে রিপূণাম্ ॥ ৫৪
সা স্ত্রী যা ন মদং কুর্য্যাৎ, স সুখী তৃষ্ণয়োজ্ঝিতঃ ।
তন্মিত্রং যত্র বিশ্বাসঃ, পুরুষঃ স জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫৫

যত্র মুক্তাশয়েহো বিমুক্তং তত্র সৌহৃদম্ । তদেব কেবলং শ্লাঘ্যং যস্যাত্মা ক্রিয়তে স্তুতৌ ॥ ৫৬

মিত্রকে যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। দুর্জ্জনের সহবাসে সুজনেরও চরিত্র দূষিত হয়। যেমন অতি নির্ম্মল জলও কর্দ্দমের সংসর্গে মলিন হইয়া যায়; ব্রাহ্মণগণ যাহা কিছু ভোগ করেন, তাহাই সন্তোষমধ্যে পরিগণিত হয়, অতএব যত্নপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে অর্চ্চনা করিবে। ৪৯-৫০

দ্বিজভুক্তাবশিষ্ট ভোজনই প্রকৃত ভোজন। যে ব্যক্তি পাপাচরণ না করে, সেই বুদ্ধিমান; যে বন্ধু পরোক্ষে উপকারসাধন করে, সেই প্রকৃত বন্ধু, আর দম্ভ না করিয়া যে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করা যায়, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। যে সভাতে বৃদ্ধ নাই, সেই সভা সভাই নহে; যে বৃদ্ধ ধর্ম্মোপদেশ করে না, সেই বৃদ্ধ বৃদ্ধই নহে; যে ধর্ম্মে সত্য নাই, সেই ধর্ম্মকে প্রকৃত ধর্ম্ম বলা যায় না। নরগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, তেজস্বীদিগের মধ্যে আদিত্য, শরীরের মধ্যে মস্তক এবং ব্রতের মধ্যে সত্য ব্রত প্রধান। যাহাতে মনঃ প্রসন্ন হয়, তাহাই মঙ্গল, যে জীবনে পরসেবা করে নাই, সেই জীবনই সার্থক; যে উপার্জ্জিত দ্রব্য স্বজনগণ ভোগ করে, তাহাকেই যথার্থ উপার্জ্জিত বলা যায়, আর রণক্ষেত্রে যাহা শত্রুগণ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাই বর্জ্জিত। যে নারী কখনও মত্ততা প্রকাশ করে নাই, সেই প্রশস্তা স্ত্রী; যাহার কোন বিষয়ে তৃষ্ণা নাই, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত সুখী; যে ব্যক্তি বিশ্বস্ত, তাহাকেই মিত্র বলা যায়; যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত পুরুষ। ৫০-৫৫

যে জন কেবল আত্মশ্লাঘা ও আত্মপ্রশংসা করে, তাহাকে আদর বা স্নেহ করা উচিত

১। প্রসন্নমপি পানীয়ং।

নদীনামগ্নিহোত্রাণাং ভারতস্য কুলস্য চ। মূলান্বেষো ন কর্তব্যো মূলাদোষেণ হীয়তে ॥ ৫৭
সমুদ্রান্তা নদঃ স্ত্রীভেদান্তঞ্চ মৈথুনম্। পৈশুন্যং জনবার্তান্তং বিত্তং দুঃখত্রয়ান্তকম্ ॥ ৫৮

রাজ্যশ্রীর্ব্রহ্মশাপান্তা হানান্তং[1] ব্রহ্মবর্চসম্।
আচারং ঘোষবাসান্তং কুলস্ত্রান্তং স্ত্রিয়শ্চলাঃ ॥ ৫৯
সর্ব্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ[2] পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং হি জীবিতম্ ॥ ৬০
যদীচ্ছেৎ পুনরাগন্তুং নাতিদূরমনুব্রজেৎ।
উদকান্তান্নিবর্ত্তেত স্নিগ্ধবর্ণাচ্চ পাদপাৎ ॥ ৬১

অনায়কে ন বস্তব্যং বস্তব্যং বহুনায়কে। স্ত্রীনায়কে ন বস্তব্যং বস্তব্যং[3] বালনায়কে ॥ ৬২

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রশ্চ স্থবিরে কালে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥ ৬৩
ত্যজেদ্বন্ধ্যামষ্টমেঽব্দে নবমে তু মৃতপ্রজাম্।
একাদশে স্ত্রীজননীং সদ্যশ্চাপ্রিয়বাদিনীম্ ॥ ৬৪

অনর্থিতাম্বুজানাং ভিন্না পরিজনস্য চ। অর্থাদপেক্ষমর্য্যাদাস্তস্য তিষ্ঠতি ভর্ত্তুঃ ॥ ৬৫

সহে এবং তাহার সহিত মিত্রতাও করিবে না। নদী, অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, ভারত ও কুল ইহাদিগের মূল অনুসন্ধান করিবে না, যেহেতু মূল অন্বেষণ করিলে দোষ হইতে পারে। নদীর সীমা সমুদ্র, মৈথুনের সীমা স্ত্রীর স্খলনিবৃত্তি, খলতার সীমা জনরব ও বিত্তের সীমা দুঃখ। ব্রহ্মশাপ হইলেই রাজশ্রীর অবসান হয়, মদ্যপান করিলেই ব্রহ্মতেজের অন্ত হয়, ঘোষপল্লীতে বাস করিলেই আচারের শেষ হয় এবং স্ত্রী চঞ্চলা হইলেই কুলের বিনাশ হয়। সঞ্চয়ের অন্ত ক্ষয়, উচ্চতার অন্ত পতন, সংযোগের অন্ত বিয়োগ, আর জীবনের অন্ত মরণ। ৫৭-৬০

যদি পুনরায় আগমন বিষয়ে ইচ্ছা থাকে, তবে বহুদূর গমন করিবে না। জল পর্য্যন্ত গমন করিয়া কিম্বা স্নিগ্ধ পাদপের নিকট হইতে নিবর্ত্তিত হইবে। যে দেশে নায়ক নাই অথবা যে দেশে বহুনায়ক, স্ত্রীনায়ক কিম্বা বালনায়ক সেই রাজ্যে বাস করিবে না। স্ত্রীদিগকে বাল্য অবস্থাতে পিতা পালন করেন, যৌবনকালে স্বামী, আর স্থবিরাবস্থাতে পুত্র রক্ষা করে। কদাচ তাহারা স্বাধীন হইয়া থাকিতে পারে না। বন্ধ্যা স্ত্রীকে অষ্টবর্ষ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া পরিত্যাগ করিতে পারে, মৃতবৎসা স্ত্রীকে নববর্ষের পরে বর্জ্জন করিতে পারে এবং যে স্ত্রী কেবল কন্যা প্রসব করে, তাহাকে একাদশ বর্ষে পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু যে স্ত্রী অপ্রিয়বাদিনী তাহাকে সদ্যঃ বর্জ্জন করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি সচ্চরিত্র এবং সাধারণের ভর্তা, তাহার নিকট যাচকের প্রার্থনা বিফল হয় না, সর্বদা পরিজন প্রতিপালনের ভয় থাকে, আর কখনও অর্থের নিমিত্ত তাহার সম্মান নষ্ট হয় না। ৬১-৬৫

১। পাপান্তং। ২। নিলয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রিতাঃ। ৩। তথা চ।

অশ্বং শ্রান্তং গজং মত্তং গাবঃ প্রথমসূতিকাঃ।
অনূদকে চ মণ্ডূকান্ প্রাজ্ঞো দূরেণ বর্জয়েৎ॥ ৬৬
অর্থাতুরাণাং ন সুহৃন্ন বন্ধুঃ, কামাতুরাণাং ন ভয়ং ন লজ্জা।
চিন্তাতুরাণাং ন সুখং ন নিদ্রা, ক্ষুধাতুরাণাং ন বলং ন তেজঃ॥ ৬৭
কুতো নিদ্রা দরিদ্রস্য পরপ্রেষ্যকরস্য চ। পরনারীপ্রসক্তস্য পরদ্রব্যহরস্য চ॥ ৬৮
সুখং স্বপিত্যনৃণবান্ ব্যাধিমুক্তশ্চ যো নরঃ।
সাবকাশস্তু যো ভুঙ্‌ক্তে যস্তু দারৈর্ন সঙ্গতঃ॥ ৬৯
অম্ভসঃ পরিমাণেন উন্নতং কমলং ভবেৎ। স্বামিনা বলবতা ভৃত্যো ভবতি গর্বিতঃ॥ ৭০
স্থানস্থিতস্য পদ্মস্য মিত্রে বরুণভাস্করৌ। স্থানচ্যুতস্য তাবেব ক্লেদশোষণকারকৌ॥ ৭১
পদে স্থিতস্য মিত্রা যে তে তস্য রিপুতাং গতাঃ।
ভানোঃ পদ্মে জলে প্রীতিঃ স্থলোদ্ধরণশোষণঃ॥ ৭২
স্থানস্থিতানি পূজ্যন্তে পূজ্যন্তে চ পদে স্থিতাঃ।
স্থানভ্রষ্টা ন পূজ্যন্তে কেশা দন্তা নখা নরাঃ॥ ৭৩
আচারঃ কুলমাখ্যাতি দেশমাখ্যাতি ভাষিতম্।
সম্ভ্রমঃ স্নেহমাখ্যাতি বপুরাখ্যাতি ভোজনম্॥ ৭৪

পরিশ্রান্ত অশ্ব, মদমত্ত হস্তী, প্রথম প্রসূতিকা গাভী এবং অনুদকস্থ মণ্ডূক, প্রাজ্ঞব্যক্তি এই সমস্ত দূরে পরিহার করিবে। অর্থকৃপণ ব্যক্তির সুহৃদ ও বন্ধুবিবেচনা নাই, চিন্তাক্লিষ্ট ব্যক্তির সুখ ও নিদ্রা নাই এবং ক্ষুধাতুর ব্যক্তির বল-বীর্য্য থাকে না। যে ব্যক্তি দরিদ্র, পরের প্রেষ্য, পরনারীপ্রসক্ত ও পরদ্রব্যাপহারক, তাহার নিদ্রা কোথায়? (কোনরূপেই হইতে পারে না।) যে ব্যক্তি ঋণশূন্য, রোগমুক্ত, কোন কার্য্যেতে ও স্ত্রীজনে অনুরক্ত নহে, সেই ব্যক্তি সুখে নিদ্রাভোগ করিতে পারে। জলের পরিমাণানুসারে কমলনাল উন্নত হইয়া থাকে এবং আপন প্রভুর বলানুসারে ভৃত্যবর্গও গর্ব্বিত হইয়া থাকে। ৬৬-৭০

যখন পদ্ম আপন আবাসস্থান জলে অবস্থিত থাকে, তখন বরুণ ও ভাস্কর তাহার পক্ষে বন্ধুব্যবহার করেন, পরে যখন ঐ পদ্ম স্থানভ্রষ্ট হইয়া স্থলে অবস্থিতি করে, তখন বরুণ সেই পদ্মকে ক্লিন্ন ও ভাস্কর তাহাকে শোষণ করিতে থাকেন। পদস্থ অবস্থাতে যাহারা বন্ধু থাকে, তাহারাই পদচ্যুত অবস্থায় শত্রু হয়। পদ্ম যখন জলে থাকে, তখন তাহাতে ভানু প্রীতিপ্রকাশ করেন এবং যখন ঐ পদ্ম উদ্ধৃত করিয়া স্থলে নিক্ষেপ করে, তখন সেই ভাস্কর ঐ পদ্মকে শোষণ করিয়া নষ্ট করেন। আপন স্থলে ও আপন পদে অবস্থিত হইলেই তাহাকে লোকে পূজা করিয়া থাকে, কিন্তু স্থানভ্রষ্ট হইলে তাহাকে কেহ আদর করে না। নখ, দন্ত, কেশ ও মনুষ্য ইহারা স্থানচ্যুত হইলে লোকে নিতান্ত ঘৃণা করে। আচার কুল প্রকাশ করে, ভাষা দেশ বলিয়া দেয়। সম্ভ্রম স্নেহ জানায়, আর শরীর ভোজন বিজ্ঞাপন

বৃথা বৃষ্টি সমুদ্রস্য তৃপ্তস্য ভোজনং বৃথা। বৃথা দানং সমর্থস্য নীচস্য সুকৃতং বৃথা ॥ ৭৫
দূরস্থোঽপি সমীপস্থো যো যস্য হৃদয়ে স্থিতঃ। হৃদয়াদপি নিষ্ক্রান্তঃ সমীপস্থোঽপি দূরতঃ ॥৭৬

মুখভঙ্গঃ স্বরো দীনো গাত্রস্বেদো মহদ্ভয়ম্।
মরণে যানি চিহ্নানি তানি চিহ্নানি যাচতঃ ॥ ৭৭

কুব্জস্য কীটঘাতস্য বাতান্নিষ্কাসিতস্য চ। শিখরে বসতস্তস্য বরং জন্ম ন যাচিতম্ ॥ ৭৮

জগৎপতির্হি যাচিত্বা বিষ্ণুর্বামনতাং গতঃ।
কোঽন্যোঽধিকতরস্তস্য যোঽর্থী যাতি ন লাঘবম্ ॥ ৭৯

মাতা বৈরী পিতা শত্রুর্বালো যেন ন পাঠিতঃ। দূরতঃ শোভতে মূর্খো লম্বশাটপটাবৃতঃ।
শোভতে ন সভামধ্যে হংসমধ্যে বকো যথা ॥ ৮০

বিদ্যা নাম কুরূপরূপমধিকং বিদ্যাতিগুপ্তং ধনং
বিদ্যা সাধুকরী জনপ্রিয়করী বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ।
বিদ্যা বন্ধুজনার্তিনাশনকরী বিদ্যা পরং দৈবতং,
বিদ্যা রাজসু পূজিতা চ বনিতা[1] বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ ॥ ৮১

করে, অর্থাৎ আচার দেখিলেই সৎকুলে জাত কি অসৎকুলে উৎপন্ন ? তাহা জানা যায়। ভাষা শুনিলেই সেই ব্যক্তির কোন্ দেশে জন্ম, তাহা বুঝিতে পারা যায়; সম্ভ্রম দর্শন করিলেই স্নেহ প্রকাশ পায়, আর শরীর দর্শন করিলেই সেই ব্যক্তি কিরূপ ভোজন করে, তাহা বোধ হয়। সমুদ্রে বৃষ্টি বৃথা, তৃপ্তব্যক্তির ভোজন নিষ্প্রয়োজন, যে ব্যক্তি ধনশালী তাহাকে দান করায় কোন ফল নাই, আর যে ব্যক্তি নীচাশয় তাহার সুকৃত বৃথা। ৭১-৭৫

যে ব্যক্তি যাহার হৃদয়বর্ত্তী, সে দূরস্থ হইলেও তাহার নিকটস্থ, আর যে যাহার অপ্রিয়, সেই ব্যক্তি নিকটস্থ হইলেও তাহার দূরস্থ। যাচক ব্যক্তির যাচনকালে মুখবৈকৃত্য, স্বরভঙ্গ, গাত্রস্বেদ ও মহাভয়, এই সকল মরণচিহ্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি উচ্চপদস্থ, তাহাকে যদি কীটে দংশন করে, সে কুব্জ হইয়া থাকে, বাতপীড়িত হয়, অথবা দেহত্যাগ করিয়া পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করাও সে ভাল জ্ঞান করে, কিন্তু তথাপি তাহার যাচ্ঞা করা সহ্য হয় না। যিনি জগৎপতি বিষ্ণু, তিনিও বলিরাজের যজ্ঞে যাচ্ঞা করিয়া খর্ব্ব হইয়াছিলেন, অতএব সেই বিষ্ণু হইতে অধিক কে আছে যে, যাচনাতে লাঘব না পায় ? যে মাতা ও পিতা বালককে অধ্যাপনা করেন না, সেই মাতা ও পিতা শত্রুস্বরূপ, সেই বালক উত্তম সাজ সজ্জায় ভূষিত হইয়া দূর হইতেই শোভা পায়, পরন্তু হংসশ্রেণীর মধ্যে বকের ন্যায় সভামধ্যে শোভা পায় না। ৭৬-৮০

বিদ্যা কুরূপ ব্যক্তিদিগের রূপ, বিদ্যা গুপ্ত ধন, বিদ্যা অসাধুকে সাধু এবং অপ্রিয়কে প্রিয় করে। বিদ্যা গুরুর গুরু, বিদ্যা বন্ধুজনের পীড়ানাশিনী, বিদ্যা পরম দেবতাস্বরূপ, বিদ্যা

১। হি মনুজো।

গৃহে চাভ্যন্তরে দ্রব্যং লগ্নং চৈব তু দৃশ্যতে। অশেষং হরণীয়ঞ্চ বিদ্যা ন হ্রিয়তে পরৈঃ ॥ ৮২

শৌনকায় নীতিসারো বিষ্ণুঃ সর্ব্বমতানি চ।
হরীরিতো হরাদেশ্চ অস্মাদ্ব্যাসাচ্চ তৎ শ্রুতঃ ॥ ৮৩

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নীতিসারসমাপ্তির্নাম
পঞ্চদশাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৫ ॥

ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

ব্রতানি ব্যাস বক্ষ্যামি হরির্যৈঃ সর্ব্বদো ভবেৎ। সর্ব্বমাসর্ক্ষতিথিষু বারেষু হরিরর্চ্চিতঃ ॥ ১
একভক্তেন নক্তেন উপবাসফলাদিনা। দদাতি ধনধান্যাদি পুত্ররাজ্যজয়াদিকম্ ॥ ২

বৈশ্বানরঃ প্রতিপদি কুবেরঃ পূজিতোঽর্থদঃ।
উপোষ্য ব্রহ্মা প্রতিপদ্যর্চ্চিতঃ শ্রীধনাদিনীম্ ॥ ৩

রাজপূজাবিধায়িনী, বিদ্যাই ধনীর ধন। যে ব্যক্তি বিদ্যাবিহীন, সে পশুতুল্য। গৃহের অভ্যন্তরে যে সকল দ্রব্য থাকে, তস্কর তাহা অনায়াসে অপহরণ করিতে পারে, কিন্তু বিদ্যা কেহ হরণ করিতে পারে না। হে শৌনক! এইরূপে বিষ্ণু হরকে নীতিসার বলিয়াছেন, হরিকথিত বাক্য সেই মহাদেব শ্রবণ করেন, মহাদেবের নিকট ব্যাসদেব শুনিয়াছিলেন, আর ব্যাসের নিকট এই তত্ত্বময় নীতিসার আমরা শ্রবণ করিয়াছি। ৮১-৮৩

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নীতিসার নামক পঞ্চদশাধিক-শততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৫।

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায়

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে ব্যাস! এক্ষণে ব্রতবিধি বলিব, এই বিধি অনুসারে ব্রতাচরণ করিলে হরি তাহার পক্ষে সর্ব্বপ্রদাতা হয়েন। সর্ব্ব মাস, সকল নক্ষত্র ও সকল তিথিতে হরিকে অর্চ্চনা করিবে। সাধক একাহারী, নক্তভোজী, উপবাসী বা ফলমূলাহারী হইয়া পুত্রলাভ ও রাজ্যজয়ের উদ্দেশে হরিকে উদ্দেশ করিয়া ধনধান্যাদি দান করিবে। প্রতিপদ্ তিথিতে বৈশ্বানর ও কুবেরের অর্চ্চনা করিলে তাঁহারা অর্থপ্রদান করেন। উপবাস করিয়া

দ্বিতীয়ায়াং যমো লক্ষ্মীর্নারায়ণ ইহার্থদঃ।
তৃতীয়ায়াং ত্রিদেবাংশ্চ গৌরী-বিঘ্নেশ-শঙ্করান্॥ ৪
চতুর্থ্যাঞ্চ চতুর্ব্যূহঃ পঞ্চম্যামর্চ্চিতো হরিঃ।
কার্ত্তিকেয়ো রবিঃ ষষ্ঠ্যাং সপ্তম্যাং ভাস্করোঽর্থদঃ॥ ৫

দুর্গাষ্টম্যাং নবম্যাঞ্চ মাতরোঽথ দিশোঽর্থদাঃ দশম্যাঞ্চ যমশ্চন্দ্র একাদশ্যামৃষীন্ যজেৎ॥ ৬
দ্বাদশ্যাঞ্চ হরিঃ কামস্ত্রয়োদশ্যাং মহেশ্বরঃ। চতুর্দ্দশ্যাং পঞ্চদশ্যাং ব্রহ্মা চ পিতরোঽর্থদাঃ॥ ৭
অমাবস্যাং পূজনীয়া বারা বৈ ভাস্করাদয়ঃ। নক্ষত্রাণি চ যোগাশ্চ পূজিতা সর্ব্বদায়কাঃ॥ ৮

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে তিথ্যাদিব্রতে ষোড়শাধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১১৬॥

ব্রহ্মার পূজা করিলে ব্রহ্মা তাহাকে শ্রী ও যৌতকী প্রদান করেন। দ্বিতীয়াতে যম, লক্ষ্মী ও নারায়ণের পূজা করিলে তাঁহারা সাধককে অর্থদান করিয়া থাকেন; তৃতীয়াতে গৌরী, বিঘ্ননাশন ও শঙ্কর এই দেবত্রয়ের পূজা করিতে হয়। চতুর্থীতে চতুর্ব্যূহ, পঞ্চমীতে নারায়ণ, ষষ্ঠীতে কার্ত্তিকেয় ও রবি এবং সপ্তমীতে ভাস্করের অর্চ্চনা করিলে তাঁহারা অর্থপ্রদান করেন। ১-৫

দুর্গাষ্টমী ও নবমীতে মাতৃগণ ও দিক্‌পালগণের পূজা করিলে তাঁহারা সাধককে অর্থদান করিয়া থাকেন। দশমীতে যম ও চন্দ্র এবং একাদশীতে ঋষিগণের অর্চ্চনা করিবে। দ্বাদশীতে হরি, ত্রয়োদশীতে কাম ও চতুর্দ্দশীতে মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিবে। পঞ্চদশীতে ব্রহ্মা ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিলে তাঁহারা অর্থপ্রদান করেন। অমাবস্যাতে রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই সপ্ত বার এবং অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ও বিষ্কুম্ভ প্রভৃতি যোগের অর্চ্চনা করিলে তাঁহারা সর্ব্বদ্রব্য প্রদান করিয়া থাকেন। ৬-৮

শ্রীগরুড়পুরাণে বিভিন্ন তিথিতে ব্রতের বিধান নামক ষোড়শাধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৬।

সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

মার্গশীর্ষে সিতে পক্ষে ব্যাসানঙ্গত্রয়োদশী। মল্লিকাজং দন্তকাষ্ঠং ধুস্তুরৈঃ পূজয়েচ্ছিবম্ ॥ ১
অনঙ্গায়েতি নৈবেদ্যৈর্মধু প্রাশ্যাথ পৌষকে। যোগেশ্বরং পূজয়েচ্চ বিল্বপত্রৈঃ কদম্বজম্।
দন্তকাষ্ঠং চন্দনাদি নৈবেদ্যং কৃশরাদিকম্ ॥ ২
মাঘে নটেশ্বরার্চ্চা কুন্দৈর্মৌক্তিকমালয়া। প্লক্ষেণ দন্তকাষ্ঠঞ্চ নৈবেদ্যং পূরিকা মুনে ॥ ৩
বীরেশ্বরং ফাল্গুনে তু পূজয়েৎ তু মরুবকৈঃ। শর্করা-শাক-মণ্ডাংশ্চ চূতজং দন্তধাবনম্ ॥ ৪
চৈত্রে যজেৎ সুরূপায় কর্পূরং প্রাশয়েন্নিশি। দন্তধাবনং বটজং নৈবেদ্যং শষ্কুলীং দদেৎ ॥ ৫

পূজা চ মোদকৈঃ শম্ভো বৈশাখেঽশোকপুষ্পকৈঃ।
মহারূপায় নৈবেদ্যং খণ্ডভক্তং হ্যাডুম্বরম্ ॥ ৬

দন্তকাষ্ঠং প্রাশয়েচ্চ দদেজ্জাতীফলং তথা। প্রদ্যুম্নং পূজয়েজ্জ্যৈষ্ঠে চম্পকৈর্বিল্বজং দদেৎ[১] ॥ ৭
শবজাশস্তথাষাঢ়ে উমাভর্ত্রেঽভিশাসনঃ। অগুরুং দন্তকাষ্ঠঞ্চ জপাখ্যার্ঘৈর্যজেৎ ॥ ৮
শ্রাবণে করবীরৈশ্চ শম্ভবে শূলপাণয়ে। দন্তাশনো ঘৃতাদ্যৈশ্চ করবীরজশোধনম্ ॥ ৯

ব্রহ্মা কহিলেন, হে ব্যাস। অগ্রহায়ণমাসের শুক্লপক্ষে অনঙ্গত্রয়োদশীতে মল্লিকা বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ নিবেদন করিয়া ধুস্তুরপুষ্পদ্বারা শিবের পূজা করিবে। পৌষ মাসে মধুপ্রাশন করিয়া বিবিধ নৈবেদ্য অনঙ্গদেবকে নিবেদন করিয়া বিল্বপত্রদ্বারা যোগেশ্বরের অর্চনা-পূর্ব্বক কদম্ববৃক্ষসম্ভূত দন্তকাষ্ঠ, চন্দন, নৈবেদ্য, শষ্কুলী (পিষ্টকবিশেষ) নিবেদন করিবে। হে মুনিবর! মাঘমাসে কুন্দপুষ্প ও মৌক্তিকমালাদ্বারা নটেশ্বরের অর্চনাপূর্ব্বক প্লক্ষবৃক্ষসম্ভূত দন্তকাষ্ঠ, নৈবেদ্য পূরিকা নিবেদন করিবে। ফাল্গুনমাসে মরুবক পুষ্পদ্বারা বীরেশ্বরের পূজা করত শর্করা, শাক এবং মণ্ড নিবেদনপূর্ব্বক চূতবৃক্ষসম্ভূত দন্তধাবনকাষ্ঠ প্রদান করিবে। ১-৪

চৈত্রমাসে কর্পূর প্রাশনপূর্ব্বক সুরূপ দেবের পূজা করিবে ; বটবৃক্ষসম্ভূত দন্তকাষ্ঠ, শষ্কুলী ও নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। বৈশাখমাসে মোদক ও অশোকপুষ্প দ্বারা শম্ভুর পূজা করিবে ; 'মহারূপায় নমঃ' এই মন্ত্রে নৈবেদ্য ও খণ্ডান্ন নিবেদন করিয়া উডুম্বর বৃক্ষসম্ভূত দন্তকাষ্ঠ ও জাতীফল নিবেদন করিয়া দিবে। জ্যৈষ্ঠমাসে চম্পক পুষ্পদ্বারা প্রদ্যুম্নদেবের অর্চনা করিয়া বিল্ববৃক্ষসম্ভূত দন্তকাষ্ঠ নিবেদন করিবে। সাধক শবজাশী হইয়া আষাঢ় মাসে অগুরুকাষ্ঠসম্ভূত দন্তধাবন কাষ্ঠ নিবেদনপূর্ব্বক জপাখ্যার্ঘপুষ্প দ্বারা 'উমাভর্ত্রায় নমঃ' এই মন্ত্রে অর্চনা করিবে। ৫-৮

শ্রাবণমাসে 'শূলপাণয়ে শম্ভবে নমঃ' এই মন্ত্রে পূজাপূর্ব্বক করবীর পুষ্প, ঘৃতাদি উপহার

১। দদেৎ।

সদ্যোজাতং ভাদ্রপদে বকুলৈঃ পুষ্পকৈর্যজেৎ । গন্ধর্ব্বাশো মদনজমাশ্বিনে চ সুরাধিপম্ ॥ ১০
চম্পকৈঃ স্বর্ণবার্য্যাশো যজেন্মোদকসম্প্রদঃ । খাদিরং দন্তকাষ্ঠঞ্চ কার্ত্তিকে রুদ্রমর্চ্চয়েৎ ॥ ১১
বদর্য্যা দন্তকাষ্ঠঞ্চ ক্ষুণ্ণকো দশমাশনঃ । ক্ষীরশাকপ্রদঃ পদ্মৈর্ব্বর্ষান্তে শিবমর্চ্চয়েৎ ॥ ১২
রতিযুক্তমনঙ্গঞ্চ স্বর্ণমণ্ডপসংস্থিতম্ । গন্ধাদ্যৈর্দশসাহস্রং তিলব্রীহ্যাদি হোময়েৎ ॥ ১৩
জাগরং গীতবাদিত্রং প্রভাতেঽভ্যর্চ্চ্য বেদয়েৎ । বিপ্রায় শয্যাং পাত্রঞ্চ ছত্রং বস্ত্রমুপানহৌ ।
গাং বিপ্রং ভোজয়েত্তস্মা কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ ॥ ১৪
এতদুদ্যাপনং সর্ব্ব-ব্রতেষু শ্রেয়সীদৃশম্ ফলঞ্চ শ্রীসুতারোগ্য-সৌভাগ্যসর্ব্বভাগ্ ভবেৎ ॥ ১৫

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে অনঙ্গত্রয়োদশী-ব্রতং নাম
সপ্তদশাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৭ ॥

এবং করবীকাষ্ঠ-সম্ভূত দন্তধাবন নিবেদন করিবে। ভাদ্রমাসে বকুলপুষ্প ও পিষ্টক দ্বারা 'সদ্যোজাতায় নমঃ' এই মন্ত্রে পূজাপূর্ব্বক মদনবৃক্ষসম্ভূত দন্তকাষ্ঠ নিবেদন করিবে। আশ্বিন-মাসে চম্পকপুষ্প দ্বারা সুরাধিপের পূজাপূর্ব্বক মোদক নিবেদন করিয়া খাদির বৃক্ষসম্ভূত দন্তকাষ্ঠ নিবেদন করিবে। কার্ত্তিক মাসে বদরীবৃক্ষসম্ভূত দন্তকাষ্ঠ নিবেদন করিয়া রুদ্র-দেবের অর্চ্চনা করিবে। আর ক্ষীর ও শাক প্রদান করিয়া বৎসরান্তে পদ্মপুষ্প দ্বারা শিবের পূজা করিবে। ৯-১২

গন্ধাদি উপচার দ্বারা স্বর্ণমণ্ডপস্থিত রতি-সমন্বিত অনঙ্গ দেবের পূজা করিবে এবং তিল ও ব্রীহিদ্বারা দশসহস্র হোম করিবে। অনন্তর রাত্রিতে জাগরণ করিয়া গীত-বাদ্যাদি দ্বারা নিশা যাপন করিবে। পরে প্রাতঃকালে পুনর্ব্বার অর্চ্চনা করিয়া ব্রাহ্মণকে শয্যা, পাত্র, ছত্র, বস্ত্র ও উপানহদ্বয় প্রদান করিবে। তারপর গো এবং ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া ব্রতী আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিবে। এইরূপে এক বৎসর যাবৎ ব্রতানুষ্ঠান করিয়া বৎসরান্তে ব্রত উদ্‌যাপন করিবে। এই ব্রতের নাম মদনত্রয়োদশী ব্রত ; এই ব্রত করিলে শ্রী, পুত্র, আরোগ্য ও সৌভাগ্যাদি লাভ হয়। ১৩-১৫

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে অনঙ্গত্রয়োদশী ব্রতবিধান নামক সপ্তদশাধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৭।

অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

ব্রতং বৈকল্যশমনীমখণ্ডদ্বাদশীং বদে। মার্গশীর্ষে সিতে পক্ষে পঞ্চগব্যাশী সমুপোষিতঃ ॥ ১

দ্বাদশ্যাং পূজয়েদ্বিষ্ণুং দদ্যান্মাসচতুষ্টয়ম্। পঞ্চব্রীহিযুতং পাত্রং বিপ্রায়েদমুদাহরেৎ ॥ ২

সপ্তজন্মনি যৎ কিঞ্চিন্ময়া খণ্ডব্রতং কৃতম্। ভগবংস্ত্বৎপ্রসাদেন তদখণ্ডমিহাস্তু মে ॥ ৩

যথাখণ্ডং জগৎ সর্ব্বং ত্বমেব পুরুষোত্তমঃ। তথাখিলান্যখণ্ডানি ব্রতানি মম সন্ত্বিতি ॥ ৪

শক্তুপাত্রাণি চৈত্রাদৌ শ্রাবণাদৌ ঘৃতান্বিতান্। ব্রতকৃৎ ব্রতপূর্ণস্তু স্ত্রীপুত্রস্বর্গভাগ্ ভবেৎ ॥ ৫

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে অখণ্ডদ্বাদশীব্রতং
নামাষ্টাদশাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৮ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন,— অনন্তর কৈবল্যপ্রদ অখণ্ড দ্বাদশী ব্রত কহিতেছি। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষে কেবল পঞ্চগব্য ভোজন করিয়া থাকিবে, পরে দ্বাদশীতে উপবাসী থাকিয়া বিধিপূর্ব্বক বিষ্ণুর পূজা করিবে। তৎপরে অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন এই চারি মাস পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণকে পঞ্চব্রীহিযুক্ত পাত্র প্রদান করিবে। "হে ভগবন্! আমি সপ্ত জন্ম পর্য্যন্ত যে কিছু সুকৃত করিয়াছি, তোমার প্রসাদে আমার সেই সকল সুকৃত অখণ্ড হউক। যেমন এই জগৎ অখণ্ড, আর তুমি পুরুষোত্তম, অতএব আমার সমস্ত ব্রত অখণ্ড হউক।" বিষ্ণুর নিকট এইরূপে প্রার্থনা করিবে। পরে চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, ও আষাঢ় এই চারি মাসে পূর্ব্ববৎ বিষ্ণুর পূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে শক্তুপূর্ণ পাত্র প্রদান করিবে। তারপর শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই মাসচতুষ্টয়ে ব্রাহ্মণকে পূর্ব্ববৎ ঘৃতপূর্ণ পাত্র প্রদান করিতে হইবে; এইরূপ এক বৎসর পর্য্যন্ত ব্রত করিলে অখণ্ড দ্বাদশীব্রত হয়। এই ব্রত করিলে ব্রতী মানব ইহকালে স্ত্রীপুত্রাদি সুখসম্পত্তি লাভ করিয়া অন্তকালে স্বর্গলোকে গমন করিতে পারে। ১-৫

শ্রীগারুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে অখণ্ডদ্বাদশীব্রত নামক অষ্টাদশাধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৮।

একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

অগস্ত্যার্ঘ্যব্রতং বক্ষ্যে ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্।
অপ্রাপ্তে ভাস্করে কন্যাং সত্রিভাগৈস্ত্রিভির্দিনৈঃ ॥ ১

অর্ঘ্যং দদ্যাদগস্ত্যায় মূর্তিং সম্পূজ্য বৈ মুনে। কাশপুষ্পময়ীং কুম্ভে প্রদোষে কৃতজাগরঃ ॥ ২
দধ্যক্ষতাদ্যৈঃ সম্পূজ্য উপোষ্য ফলপুষ্পকৈঃ। পঞ্চরত্নসমাযুক্তং[1] হেমরৌপ্যসমন্বিতম্ ॥ ৩
সপ্তধান্যযুতং পাত্রং দধিচন্দনচর্চিতম্। অগস্ত্যায় নম ইতি মন্ত্রেণার্ঘ্যং প্রদাপয়েৎ ॥ ৪
কাশপুষ্পপ্রতীকাশ অগ্নিমারুতসম্ভব। মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্র কুম্ভযোনে নমোঽস্তু তে ॥ ৫
শূদ্রস্ত্রীণামনেনৈব ত্যজেদ্ধান্যং ফলং রসম্। দত্ত্বা দ্বিজাতয়ে কুম্ভং সহিরণ্যং সদক্ষিণম্।
ভোজয়েচ্চ দ্বিজান্ সপ্ত বর্ষান্ কৃত্বা তু সর্বভাক্ ॥ ৬

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে অগস্ত্যার্ঘ্যব্রতং নামৈকোনবিংশত্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৯ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন,—অনন্তর অগস্ত্যার্ঘ্যব্রত বলিতেছি। এই ব্রত ভুক্তিমুক্তিপ্রদ। ভাস্কর কন্যা রাশিতে গত না হইলে (ভাদ্রমাসে) শেষ তৃতীয় ভাগে তিন দিন পর্যন্ত এই ব্রত করিবে। কুম্ভমধ্যে কাশপুষ্পময়ী অগস্ত্যপ্রতিমূর্তি করিয়া প্রদোষ সময়ে পূজা করিবে। তারপর অগস্ত্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া রাত্রিতে জাগরণ করিবে। ব্রতী মানব উপবাস করিয়া দধি, অক্ষত, ফল, পুষ্পাদি নানাবিধ উপহারে অগস্ত্যের অর্চনা করিয়া অর্ঘ্যপ্রদান করিবে। অর্ঘ্যপাত্র পঞ্চবিধ মুক্তাপ্রবালাদি রত্নসংযুক্ত, স্বর্ণরৌপ্য সমন্বিত, সপ্তধান্য যুক্ত ও দধিচন্দনচর্চিত করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। হে অগস্ত্য ! তুমি কাশপুষ্পের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, অগ্নিমারুতসম্ভব, মিত্রাবরুণের পুত্র ও কুম্ভযোনি, তোমাকে নমস্কার করি। এই মন্ত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। শূদ্র এবং স্ত্রীলোকেরা এইরূপে ব্রতানুষ্ঠান করিতে পারে। এই ব্রতানুষ্ঠানকালে ব্রতী ধান্য, ফল ও রস পরিহার করিবে, আর ব্রাহ্মণকে সুবর্ণদক্ষিণার সহিত কুম্ভদান করিবে। তারপর ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া ব্রত সাঙ্গ করিবে। এইরূপে সপ্তবর্ষ যাবৎ ব্রত করিলে ব্রতী সর্ব সম্পত্তি লাভ করিতে পারে। ১-৬

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে অগস্ত্যের অর্ঘ্যদান নামক উনবিংশত্যধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৯ ॥

১। পঞ্চবর্ণসমাযুক্তং।

বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

রম্ভাতৃতীয়াং বক্ষ্যে চ সৌভাগ্যস্ত্রীসুতাদিদাম্ ।
মার্গশীর্ষে সিতে পক্ষে তৃতীয়ায়ামুপোষিতঃ ॥ ১
গৌরীং যজেদ্বিল্বপত্রৈঃ কুশোদককরম্ভদঃ[1] ।   কদম্বকো গিরিসুতাং পৌষে মরুবকৈর্যজেৎ ॥ ২
কর্পূরাশঃ কৃশরদো মল্লিকাদন্তকাষ্ঠকৃৎ ।   মাঘে সুভদ্রাং কহ্লারৈর্ঘৃতাশো মণ্ডকপ্রদঃ ॥ ৩
নীতিমরং[2] দন্তকাষ্ঠং ফাল্গুনে গোমতীং যজেৎ ।
কুন্দৈঃ কৃত্বা দন্তকাষ্ঠং যবাশঃ শষ্কুলীপ্রদঃ ॥ ৪
বিশালাক্ষীং মদনকৈশ্চৈত্রে কৃশরসপ্রদঃ   দধিপ্রাশো দন্তকাষ্ঠং তগরং শ্রীমুখীং যজেৎ ।
বৈশাখে কর্ণিকারৈশ্চ অশোকাশো বটপ্রদঃ[3] ॥ ৫
জ্যৈষ্ঠে নারায়ণীমর্চেৎ শতপত্রৈশ্চ খণ্ডদঃ ।
লবঙ্গাশো ভবেদেব আষাঢ়ে মাধবীং যজেৎ ॥ ৬
তিলাশো বিল্বপত্রৈশ্চ ক্ষীরান্নবটকপ্রদঃ ।
উদুম্বরং দন্তকাষ্ঠং তগর্য্যা শ্রাবণে শ্রিয়ম্ ॥ ৭

ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর রম্ভাতৃতীয়া ব্রত বলিতেছি, এই ব্রত করিলে মানব সৌভাগ্য, স্ত্রী এবং সুতাদি লাভ করিতে পারে। অগ্রহায়ণমাসের শুক্লপক্ষে তৃতীয়া তিথিতে উপবাস করিয়া কুশ, জল, করম্ভ ও বিল্বপত্রদ্বারা গৌরীর অর্চনা করিয়া কদম্ববৃক্ষসম্ভূত দন্তকাষ্ঠ নিবেদন করিবে। পৌষমাসে গিরিরাজনন্দিনীকে মরুবক পুষ্প দ্বারা পূজাপূর্ব্বক কর্পূরাশী হইয়া কৃশর প্রদান করিবে; আর মল্লিকাকাষ্ঠের দন্তধাবন দিতে হইবে। মাঘমাসে কহ্লারপুষ্প দ্বারা সুভদ্রা দেবীর পূজা করিয়া ঘৃতপ্রাশনপূর্ব্বক দেবীকে মণ্ড প্রদান করত নীতিমর দন্তকাষ্ঠ প্রদান করিবে। ফাল্গুন মাসে গোমতীর পূজাপূর্ব্বক কুন্দকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন নিবেদন করিবে এবং যবাগূ ভক্ষণ করিয়া দেবীকে শষ্কুলী প্রদান করিবে। চৈত্রমাসে মদনপুষ্প দ্বারা বিশলাক্ষীর পূজা করিয়া কৃশরা প্রদানপূর্ব্বক দধিপ্রাশন করত তগরকাষ্ঠের দন্তধাবন নিবেদন করিবে। বৈশাখ মাসে কর্ণিকার পুষ্প দ্বারা শ্রীমুখী দেবীর অর্চনাপূর্ব্বক অশোককলিকা ভক্ষণ করিবে, আর অশোক কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন নিবেদন করিবে। ১-৫

জ্যৈষ্ঠমাসে পদ্মপুষ্প দ্বারা নারায়ণী দেবীর পূজাপূর্ব্বক গুড়প্রদান করিয়া লবঙ্গপ্রাশন করিয়া থাকিবে। আষাঢ়মাসে বিল্বপত্র দ্বারা মাধবী দেবীর অর্চনা করিবে। শ্রাবণমাসে তিলাশী হইয়া তগর পুষ্প দ্বারা লক্ষ্মী দেবীর পূজা করিয়া ক্ষীরান্নবটক প্রদানপূর্ব্বক

১। কুশোদককরঞ্জদঃ।   ২। পীতিমরং।   ৩। বদপ্রদঃ।

দন্তকাষ্ঠং মল্লিকায়া ক্ষীরদো হ্যুত্তমাং যজেৎ।
পদ্মৈর্ভাদ্রপদে পূজ্যদাদ্যো গুড়াদিকঃ ॥ ৮
রাজপুত্রীকাশ্বযুজে জবাপুষ্পৈশ্চ জীরকম্।
প্রাশয়েন্নিশি নৈবেদ্যৈঃ কৃশরৈঃ কার্ত্তিকে যজেৎ ॥ ৯
জাতীপুষ্পৈঃ পদ্মজাঞ্চ পঞ্চগব্যাশনো যজেৎ।
ঘৃতোদনঞ্চ বর্ষান্তে সপত্নীকান্ দ্বিজান্ যজেৎ ॥ ১০
উমামহেশ্বরং পূজ্য প্রদদ্যাচ্চ গুড়াদিকম্। বস্ত্রচ্ছত্রসুবর্ণাদ্যৈ রাত্রৌ চ কৃতজাগরঃ।
গীতবাদ্যৈর্দদেৎ প্রাতর্শয্যাঞ্চ সর্ব্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ১১

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে রম্ভাতৃতীয়াব্রতং নাম বিংশত্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২০ ॥

উডুম্বর বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ নিবেদন করিবে। ভাদ্রমাসে মল্লিকাবৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ প্রদানপূর্ব্বক পদ্মপুষ্প দ্বারা উত্তমা দেবীর পূজা করিয়া গুড়াদি প্রদান করিতে হইবে। আশ্বিনমাসে জবাপুষ্প দ্বারা রাজপুত্রীর অর্চ্চনাপূর্ব্বক রাত্রিতে জীরক ভক্ষণ করিব। কার্ত্তিকমাসে কৃশরা, নৈবেদ্য ও জাতীপুষ্পদ্বারা পদ্মজা দেবীর পূজা করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। এই নিয়মে একবৎসর পর্য্যন্ত ব্রত করিয়া বৎসরান্তে ঘৃতোদন প্রদান করিবে ও দ্বিজদম্পতীর পূজা করিবে। অনন্তর উমামহেশ্বরের পূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে বস্ত্র, ছত্র, সুবর্ণাদি প্রদানপূর্ব্বক গীত বাদ্যাদি দ্বারা রাত্রিতে জাগরণ করিতে হইবে। প্রাতঃকালে শয্যাদি দান করিবে। এই ব্রত করিলে সর্ব্বাভিলষিত দ্রব্য লাভ হইয়া থাকে। ৬-১১

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে রম্ভাতৃতীয়া ব্রত নামক বিংশত্যধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ১২০

একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

চাতুর্ম্মাস্যব্রতান্যেচ একাদশ্যাং সমাচরেৎ
আষাঢ্যাং পৌর্ণমাস্যাং বা সর্ব্বেণ হরিরর্চ্চ্য চ ॥ ১

ইদং ব্রতং ময়া দেব গৃহীতং পুরতস্তব। নির্ব্বিঘ্নং সিদ্ধিমায়াতু প্রসন্নে ত্বয়ি কেশব ॥ ২
গৃহীতেঽস্মিন্ ব্রতে দেব যদ্যপূর্ণে ম্রিয়াম্যহম্। তন্মে ভবতু সম্পূর্ণং ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩

এবমভ্যর্চ্চ্য গৃহ্ণীয়াৎ ব্রতার্চ্চনজপাদিকম্।
সর্ব্বাঘক্ষয়ং যাতি চিকীর্ষেদ্যো হরের্ব্রতম্ ॥ ৪
স্নাত্বা যশ্চতুরো মাসানেকভক্তেন পূজয়েৎ।
বিষ্ণুং স যাতি বিষ্ণোর্বৈ লোকং মলবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৫
মদ্যমাংসসুরাত্যাগী বেদবিদ্ধরিপূজনাৎ।
তৈলবর্জ্জী বিষ্ণুলোকং বিষ্ণুভাক্ কুলপালকং ॥ ৬
একরাত্রোপবাসাচ্চ দেবো বৈমানিকো ভবেৎ।
শ্বেতদ্বীপং ত্রিরাত্রাত্তু ব্রজেৎ ষষ্ঠান্নকৃন্নরঃ ॥ ৭
চান্দ্রায়ণাচ্চরেদ্ধাম লভেন্মুক্তিমযাচিতাম্।
প্রাজাপত্যাৎ বিষ্ণুলোকং পরাকব্রতকৃদ্ধরিম্ ॥ ৮

ব্রহ্মা বলিলেন,—এক্ষণে চাতুর্ম্মাস্যব্রত বলিতেছি। আষাঢ় মাসের একাদশীতে অথবা পূর্ণিমাতে এই ব্রত আরম্ভ করিবে। ব্রতারম্ভকালে হরির পূজা করিতে হয়। ব্রতারম্ভকালে এই মন্ত্রত্রয় পাঠ করিবে। যথা—হে কেশব! আমি তোমার নিকট এই ব্রত গ্রহণ করিলাম, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেই আমার এই ব্রত নির্বিঘ্নে সিদ্ধ হইতে পারে। হে দেব! আমি এই ব্রত গ্রহণ করিলাম, যদি ব্রত সম্পূর্ণ না হইতেই আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তোমার প্রসাদে যেন আমার এই ব্রত সম্পূর্ণ হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা। এই প্রকারে ব্রত গ্রহণ করিয়া অর্চ্চনা জপাদি করিবে। যে মানব এইরূপ চাতুর্ম্মাস্য ব্রত করে, তাহার সর্ব্বপাপ ক্ষয় পায়। যে নর আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন এই চারি মাস স্নান করিয়া একাহারী হইয়া বিষ্ণুর অর্চ্চনা করে, সে বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারে। ১-৫

বেদবিদ্ ব্যক্তি মদ্য, মাংস, সুরা ও তৈল পরিত্যাগপূর্ব্বক হরির অর্চ্চনা করত এই ব্রতানুষ্ঠান করিলে সে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া সাযুজ্য লাভ করে। একমাত্র উপবাস করিলেই সেই ব্যক্তি দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, আর ত্রিরাত্র উপবাস করিলে শ্বেতদ্বীপে গমন করে। এই চাতুর্ম্মাস্য ব্রতমধ্যে চান্দ্রায়ণ করিলে অযাচিত মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। প্রাজাপত্য ব্রত করিলে বিষ্ণুলোকে গমন হয়, আর পরাক ব্রত করিলে হরিকে প্রাপ্ত হয়। এই ব্রতে

শক্তুযাবকভিক্ষাশী পয়োদধিঘৃতাশনঃ । গোমূত্রযাবকাহারঃ পঞ্চগব্যকৃতাশনঃ ।
শাকমূলফলত্যাগী রসবর্জ্জী চ বিষ্ণুভাক্ ॥ ৯

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে চাতুর্ম্মাস্যব্রতং নামৈকবিংশত্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২১ ॥

দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

ব্রতং মাসোপবাসাখ্যং সর্ব্বোৎকৃষ্টং বদামি তে ।
বানপ্রস্থো যতির্নারী কুর্য্যান্মাসোপবাসকম্ ॥ ১
আশ্বিনস্য সিতে পক্ষে একাদশ্যামুপোষিতঃ ।
ব্রতমেতত্তু গৃহ্ণীয়াদ্ যাবত্ত্রিংশদ্দিনানি তু ॥ ২
অদ্যপ্রভৃত্যহং বিষ্ণো যাবদুত্থানকং তব । অর্চ্চয়ে ত্বামনশ্নংস্তু দিনানি ত্রিংশদেব তু ॥ ৩
কার্ত্তিকাশ্বিনয়োর্বিষ্ণো দ্বাদশ্যোঃ শুক্লয়োরহম্ ।
ম্রিয়ে যদ্যন্তরালে তু ব্রতভঙ্গো ন মে ভবেৎ ॥ ৪

শক্তু, যাবক, দধি, দুগ্ধ অথবা ঘৃত ভক্ষণ করিয়া থাকিবে অথবা ভিক্ষালব্ধ অন্ন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। কিম্বা গোমূত্র, যাবক, পঞ্চগব্য ভোজন করিবে. শাক, মূল, ফল ও রস বর্জ্জন করিবে। এইরূপ ব্রত করিলে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয়। ৩-৯

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে চাতুর্ম্মাস্যব্রত নামক একবিংশত্যধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ১২১।

দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়

ব্রহ্মা কহিলেন,—সর্ব্বব্রতের প্রধান মাসোপবাসাখ্য ব্রত বলিতেছি। বানপ্রস্থ, যতি ও নারী ইহারা এই মাসোপবাসাখ্য ব্রত করিবে। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতে উপবাস করিয়া এই ব্রত গ্রহণ করিবে। একমাস (ত্রিশ দিন) পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়। ব্রতারম্ভকালে এইরূপে বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করিবে। যথা—হে বিষ্ণো! আমি অদ্য হইতে তোমার উত্থানদিন পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিয়া তোমার অর্চ্চনা করিব। হে বিষ্ণো! আমি আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশী হইতে কার্ত্তিকমাসের শুক্লদ্বাদশী পর্য্যন্ত ব্রত করিব,

হরিং যজেৎ ত্রিষবণস্নায়ী গন্ধাদিভির্ব্রতী। পাত্রোত্তাজং গন্ধলেপং দেবতায়তনে ত্যজেৎ ॥ ৫
দ্বাদশ্যাঞ্চ সম্পূজ্য প্রদদ্যাদ্বিজভোজনম্ ততশ্চ পারণং কুর্য্যাদ্ধরের্মাসোপবাসকৃৎ ॥ ৬
দুগ্ধাদি প্রাশনং কুর্য্যাৎ ব্রতস্থে মূর্চ্ছিতোঽব্রতী।
দুগ্ধাদৈর্ন ব্রতং নশ্যেদ্ভুক্তিমুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে মাসোপবাসাখ্যব্রতং নাম
দ্বাবিংশত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২২ ॥

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

ব্রতানি কার্ত্তিকে বক্ষ্যে যথা বিষ্ণুং প্রপূজয়েৎ। একভক্তেন নক্তেন মাসং বাযাচিতেন বা ॥১
দুগ্ধশাকফলাদৈর্ব্বা উপবাসেন বা পুনঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ প্রাপ্তকামো হরিং ব্রজেৎ ॥ ২

যদি ইহার মধ্যে আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলেও যেন আমার ব্রতভঙ্গ না হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা। ব্রতী ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া গন্ধাদি দ্বারা হরির পূজা করিবে। এই ব্রতকালে পাত্রে তৈল লেপন ও গন্ধাদিধারণ পরিত্যাগ করিবে। ১-৫

আশ্বিনমাসের শুক্লা একাদশী হইতে কার্ত্তিকমাসের শুক্লা একাদশী পর্য্যন্ত একমাস উপবাস ও হরির পূজা করিয়া দ্বাদশীদিনে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পারণ করিবে। এইরূপ একমাস নিয়ম পালন করিয়া হরির পূজা ও উপবাস করিলেই মাসোপবাসাখ্য ব্রত হইয়া থাকে। ব্রতী মানব একমাস পর্য্যন্ত উপবাসে অসমর্থ হইলে দুগ্ধাদি পান করিতে পারে, তাহাতে ব্রতভঙ্গ দোষ হয় না। এই ব্রত করিলে ইহকালে নানাপ্রকার সুখভোগ করিয়া অন্তে মুক্তিপদ পায়। ৬-৭

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে মাসোপবাসাখ্য ব্রত নামক দ্বাবিংশত্যধিক-শততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ১২২।

ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়

ব্রহ্মা কহিলেন,—অনন্তর কার্ত্তিকমাসে যে সকল ব্রত বিহিত আছে, সেই সকল ব্রত বলিতেছি। কার্ত্তিকমাসে প্রাতঃস্নান করিয়া বিষ্ণুকে অর্চ্চনা করিবে। কার্ত্তিকমাসে একমাস পর্য্যন্ত একাহারী বা নক্তাহারী হইয়া ব্রত করিবে; অথবা অযাচিত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। কার্ত্তিকমাসে কেবল দুগ্ধ, শাক ও ফলাহার কিংবা উপবাস করিয়া

সদা হরের্ব্রতং শ্রেষ্ঠং ততঃ স্যাদ্দক্ষিণায়নে।
চাতুর্মাস্যে ততস্তস্মাৎ কার্ত্তিকে ভীষ্মপঞ্চকম্॥ ৩
ততঃ শ্রেষ্ঠব্রতং শুক্ল একাদশ্যাং[১] সমাচরেৎ।
স্নাত্বা ত্রিকালং পিত্রাদীন্ যবাদ্যৈরর্চ্চয়েৎ হরিম্॥ ৪
মজ্জেন্মৌনী ঘৃতাদ্যৈশ্চ পঞ্চগব্যেন বারিভিঃ। স্নাপয়িত্বাথ কর্পূরমুখৈশ্চৈবানুলেপয়েৎ॥ ৫
ঘৃতাক্তগুগ্গুলৈর্ধূপং দিদ্যাঃ পঞ্চদিনং হরেঃ। নৈবেদ্যং পরমান্নঞ্চ জপেদষ্টোত্তরং শতম্॥ ৬
ওঁ নমো বাসুদেবায় ঘৃতব্রীহিতিলাদিকম্। অষ্টাক্ষরেণ মন্ত্রেণ স্বাহান্তেন তু হোময়েৎ॥ ৭
প্রথমেঽহ্নি হরেঃ পাদৌ যজেৎ পদ্মৈর্দ্বিতীয়কে।
বিল্বপত্রৈর্জানুদেশং নাভিং গন্ধেন চাপরে॥ ৮
স্কন্ধৌ বিল্বজবাভিশ্চ পঞ্চমেঽহ্নি শিরোঽর্চ্চয়েৎ।
মালত্যা ভূমিশায়ী স্যাদেকাদশ্যাং প্রাশয়েৎ ক্রমাৎ॥ ৯
গোমূত্রং ক্ষীরদধি চ পঞ্চমে পঞ্চগব্যকম্। নক্তং কুর্য্যাৎ পঞ্চদশ্যাং ব্রতী স্যাদ্ভুক্তিমুক্তিভাক্॥ ১০

ব্রতাচরণ করিলে সেই ব্রতী সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া নিজ কাম্য দ্রব্য প্রাপ্ত হয় এবং অন্তকালে হরিকে লাভ করিতে পারে। সর্ব্বদাই হরির ব্রতের শ্রেষ্ঠতা আছে। বিশেষতঃ দক্ষিণায়নে হরির ব্রত প্রশস্ত। সর্ব্ববিধ বার্ষিক ব্রতের মধ্যে চাতুর্মাস্য ব্রত প্রধান, আর চাতুর্মাস্য ব্রত অপেক্ষা ভীষ্মপঞ্চক ব্রত সর্ব্বপ্রধান। কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতে এই ব্রত আচরণ করিবে; ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া যবাদি দ্বারা পিতৃলোকের অর্চনা করিবে। ব্রতী মৌনী হইয়া ঘৃতাদি, পঞ্চগব্য ও শুদ্ধ জল দ্বারা বিষ্ণুকে স্নান করাইয়া কর্পূরাদি সুগন্ধি অনুলেপন দ্রব্য দ্বারা দেবতার অঙ্গ অনুলিপ্ত করিবে। ১-৫

তারপর একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পঞ্চদিন ঘৃতাক্ত গুগ্গুলু দ্বারা ধূপ প্রদান করিবে। আর নৈবেদ্য ও পরমান্ন নিবেদন করিয়া অষ্টোত্তরশত মূলমন্ত্র জপ করিবে। 'ওঁ নমো বাসুদেবায়' এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রে পূজা করিয়া 'ওঁ নমো বাসুদেবায় স্বাহা' এই মন্ত্রে ঘৃত ব্রীহি ও তিলাদি হোম করিবে। প্রথম দিনে পদ্মপুষ্প দ্বারা হরির পাদদ্বয়ে পূজা করিবে, দ্বিতীয় দিবসে বিল্বপত্র দ্বারা হরির জানুদেশে পূজা করিবে, তৃতীয় দিবসে গন্ধদ্বারা নাভিদেশে অর্চনা করিবে, চতুর্থ দিবসে বিল্বপত্র ও জবাপুষ্প দ্বারা বিষ্ণুর স্কন্ধদেশে অর্চনা করিবে, পঞ্চম দিবসে মালতীপুষ্পদ্বারা নারায়ণের শিরোদেশে পূজা করিবে। এই ব্রতে ভূমিতে শয়ন করিয়া থাকিতে হয়। পঞ্চদিনে ক্রমশঃ গোময়াদি পঞ্চদ্রব্য ভক্ষণ করিবে। প্রথমদিনে গোময়, দ্বিতীয় দিনে গোমূত্র, তৃতীয়দিবসে দুগ্ধ, চতুর্থ দিবসে দধি ও পঞ্চমদিবসে রাত্রিতে পঞ্চগব্য আহার করিয়া থাকিবে। যে মানব এইরূপ ব্রতাচরণ করে, ইহকালে বিবিধ কাম্যদ্রব্য ভোগ করিয়া অন্তে মুক্তি লাভ করিতে পারে। ৬-১০

১। শুক্লৈকাদশ্যাং।

একাদশীব্রতং নিত্যং তৎ কুর্য্যাৎ পক্ষয়োর্দ্বয়োঃ ।
অঘৌঘনরকং হন্তাৎ সর্ব্বদং বিষ্ণুলোকদম্ ॥ ১১

একাদশী দ্বাদশী চ নিশান্তে চ ত্রয়োদশী । নিত্যমেকাদশী যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥ ১২
দশম্যেকাদশী যত্র তত্রস্থাশ্চাসুরাদয়ঃ । দ্বাদশ্যাং পারণং কুর্য্যাৎ সূতকে মৃতকে চরেৎ ॥ ১৩
চতুর্দ্দশী প্রতিপদি পূর্ব্ববিদ্ধামুপাবসেৎ । পৌর্ণমাস্যামমাবাস্যাং প্রতিপন্মিশ্রিতাং মুনে ॥ ১৪
দ্বিতীয়াং তৃতীয়ামিশ্রাং তৃতীয়াঞ্চাপ্যুপাবসেৎ । চতুর্থ্যা সংযুতাং নিত্যং চতুর্থীঞ্চান্যয়া যুতাম্ ।
পঞ্চম্যা সংযুতাং ষষ্ঠীং ষষ্ঠ্যা যুক্তাঞ্চ পঞ্চমীম্ ॥ ১৫

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ভীষ্মপঞ্চকাদিব্রতবিনির্ণয়ো
ত্রয়োবিংশত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৩ ॥

একাদশী ব্রত নিত্য, এনিমিত্ত কখনও একাদশী লঙ্ঘন করিবে না। শুক্ল ও কৃষ্ণ এই উভয় পক্ষেই একাদশী ব্রত করিবে। একাদশী ব্রত করিলে ভগবান্ বিষ্ণু ব্রতীর সর্ব্বপ্রকার পাপরাশি বিনাশ করিয়া সর্ব্বপ্রকার অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করেন এবং অন্তকালে মুক্তি দিয়া থাকেন। একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে পারণ করিবে, আর নিশাবসানে ত্রয়োদশীতে যথাবৎ ব্যবহার করিবে। যে মানব নিত্য একাদশী ব্রত করে, বিষ্ণু সর্ব্বদা তাহার সন্নিহিত থাকেন। যে দিনে দশমী ও একাদশী সংযুক্ত হয়, সেই দিনে উপবাস করিলে আসুরিক উপবাস হয়, অতএব দশমীযুক্ত একাদশীতে উপবাস করা কর্ত্তব্য নহে। একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে পারণ করিবে। অশৌচাদিতে একাদশী ব্রতের বাধা হয় না। চতুর্দ্দশী ও প্রতিপৎ এই দুই তিথি যদি পূর্ব্বতিথিযুক্ত (চতুর্দ্দশী ত্রয়োদশী-যুক্ত, অমাবস্যা বা পূর্ণিমা প্রতিপৎযুক্ত) হয় তবে তাহাতে উপবাস করিবে। পূর্ণিমা ও অমাবস্যা এই দুই তিথিও প্রতিপৎ তিথির সহিত যে দিন যুক্ত হইবে, সেই দিনই উপবাস কর্ত্তব্য। তৃতীয়াযুক্ত দ্বিতীয়াতে উপবাস করা বিধেয়, আর চতুর্থীযুক্তা তৃতীয়া উপবাস ব্রতাদিতে আদরণীয়; তৃতীয়াযুক্ত চতুর্থীতে এবং পঞ্চমীযুক্ত ষষ্ঠীতে ও ষষ্ঠীযুক্ত পঞ্চমীতেই উপবাসাদি করিতে হইবে। ১১-১৫

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ভীষ্মপঞ্চকাদি ব্রতবিধি নামক ত্রয়োবিংশত্যধিক
শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

শিবরাত্রিব্রতং বক্ষ্যে কথাঞ্চ সর্ব্বকামদম্। যথা চ গৌরী ভূতেশং পৃষ্টবতি স্ম পরং ব্রতম্॥ ১

ঈশ্বর উবাচ

মাঘফাল্গুনয়োর্মধ্যে কৃষ্ণা যা তু চতুর্দ্দশী। তস্যাং জাগরণাদ্রুদ্রঃ পূজিতো ভুক্তিমুক্তিদঃ॥ ২
কামযুক্তো হরঃ পূজ্যো দ্বাদশ্যামিব কেশবঃ। উপোষিতঃ পূজিতঃ সন্নরকাত্তারয়েত্তথা॥ ৩

নিষাদশ্চার্ব্বুদে[১] রাজা পাপী সুন্দরসেনকঃ।
স কুক্কুরৈঃ সমাযুক্তো মৃগান্ হন্তুং বনং গতঃ॥ ৪

মৃগাদিকমসম্প্রাপ্য ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতো গিরৌ। রাত্রৌ তড়াগতীরেষু নিকুঞ্জে জাগ্রদাস্থিতঃ॥ ৫
তত্রাস্তি লিঙ্গং সংরক্ষন্ শরীরঞ্চাক্ষিপত্ততঃ। পর্ণানি চাপতন্ মূর্দ্ধ্নি লিঙ্গস্যৈব ন জানতঃ॥ ৬
তেন ধূলিনিরোধায় ক্ষিপ্তং নীরঞ্চ লিঙ্গকে। শরঃ প্রমাদেনৈকস্তু প্রচ্যুতঃ করপল্লবাৎ॥ ৭

জানুভ্যামবনীং গত্বা লিঙ্গং স্পৃষ্ট্বা গৃহীতবান্।
এবং স্নানং স্পর্শনঞ্চ পূজনং জাগরোঽভবৎ॥ ৮

ব্রহ্মা কহিলেন,—অনন্তর শিবরাত্রি ব্রত ও তাহার কথা বলিতেছি; এই ব্রত করিলে সর্ব্ব কামনা পরিপূর্ণ হয়। গৌরী পূর্ব্বকালে মহেশ্বরকে এই শিবরাত্রি ব্রত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মহেশ্বর বলিয়াছিলেন, মাঘ ও ফাল্গুন মাসের মধ্যে যে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী, তাহাতে উপবাস ও জাগরণ করিলে মহাদেব পূজিত হইয়া ভুক্তিমুক্তি প্রদান করেন। যেমন একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশীতে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বপ্রকার কামনা সিদ্ধি হয়, সেইরূপ শিবরাত্রিব্রত করিলে মহাদেব ব্রতীকে নরক হইতে ত্রাণ করেন। পুরাকালে অর্ব্বুদদেশে সুন্দরসেন নামে এক পাপিষ্ঠ নিষাদরাজ বাস করিত। একদা ঐ নিষাদরাজ একটি কুক্কুরকে সঙ্গে লইয়া মৃগয়ার্থ বনে গিয়াছিল। দৈবযোগবশতঃ সেই ব্যাধ মৃগাদি কোন পশুই পাইল না। ক্ষুধা ও পিপাসাতে সমধিক কাতর হইয়া পড়িল। ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইলে সেই নিষাদ উপায়ান্তর না দেখিয়া পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া কোন সরোবরতীরে নিকুঞ্জ মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। ১-৫

সেই নিকুঞ্জ মধ্যে একটি বিল্ববৃক্ষ ও তাহার তলদেশে শিবলিঙ্গ ছিল। ব্যাধ নিজ শরীর রক্ষার্থ সেই নিকুঞ্জ মধ্যে বাস করিতে লাগিল; তাহাতে সেই শিবলিঙ্গের উপর বিল্বপত্র-সকল পতিত হইয়াছিল। ব্যাধ তাহা কিছুই জানিত না। সেই নিকুঞ্জ মধ্যে কতকগুলি ধূলি ছিল, ব্যাধ সেই ধূলি পরিষ্কার করণমানসে জলধারা ধৌত করিল। প্রমাদবশতঃ ব্যাধের হস্ত হইতে একটি বাণ ভূমিতে পতিত হইল; ব্যাধ জানুদ্বারা ভূতলে নত হইয়া

১। ত্বার্ব্বুদে।

প্রাতর্গৃহাগতো ভার্য্যাদত্তান্নং ভুক্তবান্ স চ।
কালে মৃতো যমভটৈঃ পাশৈর্বদ্ধ্বা তু নীয়তে ॥ ৯
তদা মম গণৈর্যুদ্ধে জিত্বা মুক্তীকৃতঃ স চ।
কুক্কুরেণ সহৈবাভূদ্ গণো মৎপার্শ্বগোঽমলঃ ॥ ১০
এবমজ্ঞানতঃ পুণ্যং জ্ঞানাৎ পুণ্যমথাক্ষয়ম্।
ত্রয়োদশ্যাং শিবং পূজ্য কুর্য্যাত্তু নিয়মং ব্রতী ॥ ১১
প্রাতর্দেব চতুর্দ্দশ্যাং জাগরিষ্যাম্যহং নিশি।
পূজাং দানং তপো হোমং করিষ্যাম্যাত্মশক্তিতঃ ॥ ১২
চতুর্দ্দশ্যাং নিরাহারো ভূত্বা শম্ভো পরেঽহনি।
ভোক্ষ্যেঽহং ভুক্তিমুক্ত্যর্থং শরণং মে ভবেশ্বর ॥ ১৩
পঞ্চগব্যামৃতৈঃ স্নাপ্য অন্তকালে গুরুং শ্রিতঃ।
ওঁ নমো নমঃ শিবায় গন্ধাদ্যৈঃ পূজয়েদ্ধরম্ ॥ ১৪
তিলতণ্ডুলব্রীহীংশ্চ জুহুয়াৎ সঘৃতং চরুম্। হুত্বা পূর্ণাহুতিং দত্ত্বা শৃণুয়াদ্ গীতসৎকথাম্ ॥ ১৫

সেই লিঙ্গ স্পর্শ করিয়া সেই বাণ গ্রহণ করিল; ইহাতে ব্যাধের শিবলিঙ্গ স্পর্শ হইল; এই সকল কারণে সেই দিনে ব্যাধের স্নান, পূজন ও জাগরণ সিদ্ধ হইল। অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে ব্যাধ আপন আবাসে গমন করিয়া ভার্য্যাপ্রদত্ত অন্ন ভক্ষণ করিল। ব্যাধের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে যমদূত আসিয়া ব্যাধকে পাশদ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক যমপুরে নয়নার্থ প্রস্থান করিল। এমন সময় আমার দূত যাইয়া যমদূতকে জয় করিয়া ব্যাধকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিল। পরে সেই ব্যাধ কুক্কুরের সহিত মদীয় পুরে আগমন করিয়া আমার পার্শ্বচরগণমধ্যে নিবিষ্ট হইয়া রহিল। ৬-১০

ব্যাধ এইরূপে অজ্ঞানতঃ উপবাস করিয়াও এইরূপ ফল পাইল, যাহারা জ্ঞানতঃ এই শিবরাত্রিব্রত করে, তাহাদের সর্ব্ববিধ পাপক্ষয় হইয়া থাকে। এই ব্রতানুষ্ঠানে ত্রয়োদশী-দিনে ব্রতী শিবের অর্চনা করিয়া সংযত ভাবে থাকিবে। চতুর্দ্দশীদিনে প্রাতঃকালে এইরূপে সঙ্কল্প করিবে।—হে মহেশ্বর। আমি অদ্য চতুর্দ্দশী রাত্রিতে উপবাসপূর্ব্বক জাগরণ করিয়া শক্তি অনুসারে পূজা, দান, জপ ও হোম করিব। চতুর্দ্দশীদিনে উপবাস করিয়া পরাহে পারণ করিবে। পারণ সময়ে এইরূপে মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিবে। যথা—হে মহেশ্বর! আমি ভোজন করি, তুমি আমার ভুক্তিমুক্ত্যর্থ আশ্রয় হও। পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা শিবলিঙ্গ স্নান করাইয়া পরে গুরুদেবের আশ্রয় লইবে অর্থাৎ গুরুদেবের নিকট মন্ত্র ও তাহার পূজাপ্রণালী শিক্ষা করিবে। 'ওঁ নমঃ শিবায়' এই মন্ত্রে গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিয়া তিলতণ্ডুল, ব্রীহি ও সঘৃতচরু দ্বারা হোম করিবে। অতঃপর পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া কথা শ্রবণ করিবে। ১১-১৫

অর্দ্ধরাত্রে ত্রিযামে চ চতুর্থে চ প্রপূজয়েৎ । মূলমন্ত্রং তথা জপ্ত্বা প্রভাতে তু ক্ষমাপয়েৎ ॥ ১৬
অবিঘ্নেন ব্রতং দেব ত্বৎপ্রসাদাৎসমর্চ্চিতম্ । ক্ষমস্ব জগতাং নাথ ত্রৈলোক্যাধিপতে হর ॥ ১৭
যন্ময়াদ্য কৃতং পুণ্যং তদ্রুদ্রস্য নিবেদিতম্ । ত্বৎপ্রসাদান্ময়া দেব ব্রতমদ্য সমর্পিতম্[১] ॥ ১৮
প্রসন্নো ভব মে শ্রীমন্ গৃহং প্রতি চ গম্যতাম্ । ত্বদালোকনমাত্রেণ পবিত্রোঽস্মি ন সংশয়ঃ ।
ভোজয়েদ্ধ্যাননিষ্ঠাংশ্চ বস্ত্রছত্রাদিকং দদেৎ ॥ ১৯
দেবাদিদেব ভূতেশ লোকানুগ্রহকারক । যন্ময়া শ্রদ্ধয়া দত্তং প্রীয়তাং তেন মে প্রভুঃ ॥ ২০
ইতি ক্ষমাপ্য চ ব্রতী[২] কুর্য্যাদ্ দ্বাদশবার্ষিকম্ ।
কীর্ত্তিশ্রীপুত্ররাজ্যাদি প্রাপ্য শৈবং পুরং ব্রজেৎ ॥ ২১
দ্বাদশেষ্বপি মাসেষু প্রকুর্য্যাদিহ জাগরম্ । ব্রতীন্[৩] দ্বাদশ সম্ভোজ্য দীপদঃ স্বর্গমাপ্নুয়াৎ ॥ ২২

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে শিবরাত্রিব্রতং নাম
চতুর্ব্বিংশত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৪ ॥

প্রদোষসময়ে, অর্দ্ধরাত্রে, তৃতীয়যামে ও চতুর্থপ্রহরে পূজা করিতে হইবে। প্রভাতে মূলমন্ত্র জপ করিয়া প্রাতঃকালে দেবতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। যথা,— হে হর! তোমার প্রসাদে আমার এই ব্রত নির্ব্বিঘ্নে সাধিত হইল, তুমি ত্রিভুবনের অধীশ্বর আমার প্রতি ক্ষমা কর। আমি পূর্ব্বে যাহা কিছু পুণ্য করিয়াছি, ভগবান্ রুদ্রকে তাহা নিবেদন করিয়াছি। হে দেবদেব! অদ্য আমি আপনার অনুগ্রহে আমার ব্রতাদি কার্য্য সমস্ত আপনাকে অর্পণ করিলাম। হে শ্রীমান্ হর! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি তোমাকে আবাহন করিয়াছিলাম, এক্ষণে তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর। আমি তোমাকে দর্শন করিয়া পবিত্র হইলাম। এইরূপে মহাদেবকে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ধ্যাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া বস্ত্র ছত্রাদি প্রদান করিবে। ১৬-১৯

হে দেবাদিদেব! হে ভূতেশ! আপনি লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, আমি শ্রদ্ধাপুরঃসর যাহা কিছু দিয়াছি, তদ্দ্বারা আপনি প্রীত হউন। এইরূপ প্রার্থনা সহকারে বিসর্জ্জন করিয়া দ্বাদশবার্ষিক ব্রত করিবে। ইহাতে ব্রতী ইহকালে কীর্ত্তি, সম্পদ্ ও রাজ্যাদি লাভ করিয়া অন্তকালে শিবপুরে গমন করিতে পারে। দ্বাদশ মাসে এইরূপে পূজা, উপবাস ও জাগরণ করিবে। তারপর দ্বাদশজন ব্রতীকে ভোজন করাইয়া দীপ প্রদান করিবে; তাহাতে ব্রতী স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে। ২০-২২

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে শিবরাত্রি ব্রত বিধান নামক চতুর্বিংশত্যধিক
শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২৪।

১। সমর্পিতং। ২। ইতি সম্প্রাপ্য চ ব্রতী। ৩। ব্রতী।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

মান্ধাতা চক্রবর্ত্ত্যাসীদুপোষ্যৈকাদশীং নৃপঃ। একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥ ১

দশম্যেকাদশীমিশ্রা গান্ধার্য্যা সমুপোষিতা। তস্যাঃ পুত্রশতং নষ্টং তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২

দশম্যেকাদশী যত্র তত্র সন্নিহিতোঽসুরঃ। দ্বাদশ্যেকাদশী যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥ ৩

বহুবাক্যবিরোধেন সন্দেহো জায়তে যদা। দ্বাদশী তু তদা গ্রাহ্যা ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্ ॥ ৪

একাদশী কলাপি স্যাদুপোষ্যা দ্বাদশী তদা ॥ ৫

একাদশী দ্বাদশী চ বিশেষেণ ত্রয়োদশী। ত্রিমিশ্রা সা তিথির্গ্রাহ্যা সর্ব্বপাপহরা শুভা ॥ ৬

একাদশীমুপোষ্যৈব দ্বাদশীমথবা দ্বিজ। ত্রিমিশ্রাঞ্চৈব কুর্ব্বীত ন দশম্যা যুতাং ক্বচিৎ ॥ ৭

রাত্রৌ জাগরণং কুর্ব্বন্ পুরাণশ্রবণং নৃপঃ। গদাধরং পূজয়ংশ্চ উপোষ্যৈকাদশীব্রতম্।
রুক্মাঙ্গদো যযৌ মোক্ষমন্যে চৈকাদশীব্রতম্ ॥ ৮

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে একাদশীমাহাত্ম্যং নাম
পঞ্চবিংশত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৫ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন,—পূর্ব্বকালে মান্ধাতানামে এক রাজা ছিলেন ; তিনি এই একাদশীতে উপবাস করিয়া সসাগরা ধরার একমাত্র অধীশ্বর হইয়াছিলেন ; অতএব শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতে কেহই ভোজন করিবে না। গান্ধারী দশমীসংযুক্তা একাদশীতে উপবাস করিয়াছিলেন, এ জন্য গান্ধারীর শত পুত্র বিনষ্ট হইল, অতএব দশমীযুক্তা একাদশী বর্জ্জন করিবে। তাহাতে কেহ উপবাস করিবে না। দশমীযুক্তা একাদশীতে অসুর সন্নিহিত থাকে, দ্বাদশীযুক্ত একাদশীতে হরি সন্নিহিত থাকেন ; তবে নানাবিধ শাস্ত্রের বাক্যবিরোধ-সূত্রে সন্দেহ উপস্থিত হইলে, অর্থাৎ একদিনেই যদি দশমী, একাদশী ও দ্বাদশীর যোগ হয়, তবে তখন দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে। যদি দ্বাদশীদিনে এক কলা একাদশীও থাকে, তথাপি দ্বাদশী দিনেই উপবাস করা কর্ত্তব্য। ১-৫

যেদিনে একাদশী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী এই তিথিত্রয়ের মিশ্রণ হয়, সেই দিনে উপবাস করিলে সর্ব্বপ্রকার পাপ নাশ হয়। যে দিনে শুদ্ধ একাদশী থাকে, সেই দিনেই উপবাস করা কর্ত্তব্য, কিংবা দ্বাদশীযুক্ত একাদশীতেও উপবাস করিতে পারে ; অথবা যদি একদিনে একাদশী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী এই তিথিত্রয়ের মিলন হয়, তবে উপবাস করিবে, পরন্তু কদাচ দশমীযুক্তা একাদশীতে উপবাস করিবে না। রাত্রিতে জাগরণ, পুরাণশ্রবণ ও গদাধরের অর্চ্চনা করিয়া একাদশীর উপবাস করিবে ; রুক্মাঙ্গদ রাজা এইরূপে একাদশীর উপবাস করিয়া মোক্ষপদ পাইয়াছিলেন। ৬-৮

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে একাদশী মাহাত্ম্য নামক পঞ্চবিংশত্যধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ১২৫।

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

যেনার্চ্চনেন বৈ লোকো হ্যাপ্নোতি পরমাং গতিম্। তদর্চ্চনং প্রবক্ষ্যামি ভুক্তিমুক্তিকরং পরম্॥ ১
সামান্যমণ্ডলে পূজ্য ধাতারং দ্বারদেশতঃ। বিধাতারং তথা গঙ্গাং যমুনাঞ্চ মহানদীম্॥ ২
দ্বারশ্রিয়ঞ্চ দণ্ডঞ্চ প্রচণ্ডং বাস্তুপুরুষম। মধ্যে চাধারশক্তিঞ্চ কূর্ম্মঞ্চানন্তমর্চ্চয়েৎ॥ ৩
ভূমিং ধর্ম্মং তথা জ্ঞানং বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যমেব চ। অধর্ম্মাদীংশ্চ চতুরঃ কন্দনালঞ্চ পঙ্কজম্॥ ৪
কর্ণিকাং কেশরং সত্ত্বং রাজসং তামসং গুণম্। সূর্য্যাদিমণ্ডলান্যেব বিমলাদ্যাশ্চ শক্তয়ঃ॥ ৫
দুর্গাং গণং সরস্বতীং ক্ষেত্রপালঞ্চ কোণকে। আসনং মূর্ত্তিমভ্যর্চ্চ্য বাসুদেবং বলং স্মরম্॥ ৬
অনিরুদ্ধং মহাত্মানং নারায়ণমথার্চ্চয়েৎ। হৃদয়াদীনি চাঙ্গানি শঙ্খাদীন্যায়ুধানি চ॥ ৭
শ্রিয়ং পুষ্টিঞ্চ গরুড়ং গুরুং পরগুরুং যজেৎ। ইন্দ্রাদীন্ দিক্পতীন্ নাগমূর্দ্ধ্বং ব্রহ্মাণমর্চ্চয়েৎ॥ ৮

বিষ্বক্সেনমথৈশান্যাং প্রোক্তং পূজনমাগমে।
সকৃদভ্যর্চ্চিতো দেবো যেনৈবং বিধিপূর্ব্বকম্॥ ৯

ন তস্য সম্ভবো ভূয়ঃ সংসারেঽস্মিন্মহাত্মনঃ। পুণ্ডরীকাক্ষ সম্পূজ্য ব্রহ্মাণঞ্চ গদাধরম্॥ ১০

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে পূজাবিধি র্নাম ষড়বিংশত্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১২৬॥

ব্রহ্মা কহিলেন,—যাহা দ্বারা মানবগণ পরমগতি লাভ করিতে পারে, সেই ভুক্তিমুক্তি-প্রদ অর্চ্চনা বলিতেছি। প্রথমতঃ দ্বারদেশে সামান্য মণ্ডল করিয়া তাহাতে ধাতা, বিধাতা, গঙ্গা, যমুনা ও মহানদীর পূজা করিবে। পরে সেই মণ্ডলের দ্বারদেশে শ্রী, দণ্ড, প্রচণ্ড ও বাস্তুপুরুষের পূজা করিয়া মধ্যে কূর্ম্ম, আধারশক্তি ও অনন্ত ইহাদিগের পূজা করিবে। তারপর ভূমি, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য, কন্দ, নাল ও পঙ্কজ ইহাদিগের অর্চ্চনা করিবে। অতঃপর কর্ণিকা, কেশর, সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়, সূর্য্যমণ্ডল, চন্দ্রমণ্ডল, বহ্নিমণ্ডল ও বিমলা প্রভৃতি শক্তির পূজা করিতে হইবে। পরে দুর্গা, গণেশ, সরস্বতী ও ক্ষেত্রপাল কোণচতুষ্টয়ে এই চারিদেবতার পূজা করিবে। অনন্তর আসন ও মূর্ত্তির পূজা করিয়া বাসুদেব, বলভদ্র ও স্মরের পূজা করিতে হইবে। ১-৬

তারপর অনিরুদ্ধ ও মহাত্মা নারায়ণের পূজা করিয়া হৃদয়াদি ষড়ঙ্গ ও শঙ্খ-চক্রাদির পূজা করিতে হইবে। তৎপরে শ্রী, পুষ্টি, গরুড় ও পরমগুরুর অর্চ্চনা করিয়া অষ্টদিকে ইন্দ্রাদি অষ্টদিক্পাল, অধোদেশে অনন্ত এবং ঊর্দ্ধে ব্রহ্মার পূজা করিবে। অনন্তর ঈশান-কোণে বিষ্বক্সেনের পূজা করিতে হইবে। এই পূজাবিধি কথিত হইল। যে মানব এইরূপ বিধি অনুসারে একবারমাত্র পূজা করে, সে মহাত্মা; এই সংসারে তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। এই পূজাতে পুণ্ডরীক ব্রহ্মা ও গদাধরের পূজা করিতে হইবে। ৭-১০

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে পূজাবিধি নামক ষড়্‌বিংশত্যধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ১২৬।

সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

মাঘমাসে শুক্লপক্ষে সূর্য্যর্ক্ষেণ যুতা শুভা। একাদশী তথা ভৈমী ভীমেন সমুপোষিতা॥ ১
আশ্চর্য্যমেতৎ কৃত্বা পিতৃণামনৃণোঽভবৎ। ভীমদ্বাদশী বিখ্যাতা প্রাণিনাং পুণ্যবর্দ্ধিনী॥ ২
নক্ষত্রেণ বিনাপ্যেষা ব্রহ্মহত্যাদি নাশয়েৎ। নিনিহন্তি মহাপাপং কুনৃপো বিষয়ং যথা॥ ৩
কুপুত্রস্তু কুলং যদ্বৎ কুভার্য্যা চ পতিং যথা। অধর্ম্মঞ্চ যথা ধর্ম্মঃ কুমন্ত্রী চ যথা নৃপম্॥ ৪
অজ্ঞানেন যথা জ্ঞানং শৌচত্বাশৌচতাং যথা। অশ্রদ্ধয়া যথা শ্রাদ্ধং সত্যঞ্চৈবানৃতৈর্যথা॥ ৫
হিমং যথোষ্ণমাহন্যাদনর্থং চার্থসঞ্চয়ঃ। যথা প্রকীর্ত্তনাদ্দানং তপো বৈ বিষয়াদ্[1] যথা॥ ৬
অশিক্ষয়া যথা পুত্রো গাবো দূরগতৈর্যথা। ক্রোধেন চ যথা শান্তির্যথা বিত্তমবর্দ্ধনাৎ॥ ৭
জ্ঞানেনৈব যথাবিদ্যা নিষ্কামেণ যথা ফলম্। তদ্বচ্চ পাপনাশায় প্রোক্তৈষা দ্বাদশী শুভা॥ ৮
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ। যুগপদুপজাতানি ন নিহন্তি ত্রিপুরুষম্॥ ৯

ব্রহ্মা কহিলেন,—মাঘমাসের শুক্লপক্ষযুক্তা হস্তানক্ষত্রে একাদশীতে ভীম উপবাস করিয়াছিলেন, এনিমিত্ত ঐ একাদশীর নাম ভৈমী একাদশী হইয়াছে। ভীমসেন ঐ একাদশীর উপবাসরূপ আশ্চর্য্য ব্রত করিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয়েন। ভীমদ্বাদশী নামে বিখ্যাত ঐ ব্রত সর্ব্বলোকের পুণ্যবর্দ্ধন করে। যে ব্যক্তি ঐ একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে পারণ করে, তাহার পুণ্যবর্দ্ধন হইয়া থাকে। উক্ত নক্ষত্রের যোগ না হইলেও কেবল একাদশীতেই উপবাস করিবে। তাহাতেও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ নাশ পায়। রাজা যেমন কুমার্গগামী হইলে আপন বিষয় নাশ করে, সেইরূপ এই একাদশী সকলপ্রকার মহাপাপ নাশ করিয়া থাকে। ১-৩

যেমন কুপুত্র কুল নষ্ট করে, কুভার্য্যা পতিকে পতিত করে, ধর্ম্ম অধর্ম্মকে ক্ষয় করে এবং কুমন্ত্রী রাজাকে নাশ করে, যেমন অজ্ঞান জ্ঞানের বিনাশ করে, শুচিতা অশৌচ নষ্ট করে, অশ্রদ্ধা শ্রাদ্ধ বিনাশ করে, সত্য অসত্যকে নষ্ট করে, গ্রীষ্ম হিমের বিনাশ করে, অসদাচরণ সঞ্চিত ধন বিনাশ করে, যেমন বাক্যদ্বারা কীর্ত্তন করিলে দানজন্য ফল বিনষ্ট হয়, বিষয়ানুরাগে তপস্যা বিনাশ পায়, শিক্ষাদানব্যতিরেক পুত্র নষ্ট হয়, দূরগমনে গোসকল নাশ পায়; যেমন ক্রোধদ্বারা শান্তিগুণের নাশ হয়, বৃদ্ধির উপায় না করিলে বিত্ত নষ্ট হইয়া থাকে, জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যা বিনাশ পায় এবং কামনা না থাকিলে কর্ম্মের ফল নষ্ট হয়, সেইরূপ এই দ্বাদশী পাপ নাশ করে। ৪-৮

ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্বর্ণস্তেয় ও গুরুপত্নীগমন এই সকল পাপ একদা সমুৎপন্ন হইলে তাহা এই একাদশীব্রত ভিন্ন অন্য কোনও কার্য্যে নাশ পায় না। ত্রিপুরুষ যেমন কুল বিনাশ করিতে পারে, তেমন একাদশী এই সকল পাপ বিনাশ করিতে পারে।

১। বিস্ময়াদ্।

ন চাপি নৈমিষং ক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রং প্রভাসকম্ ।
কালিন্দী যমুনা গঙ্গা ন রেবা ন সরস্বতী ॥ ১০
ন চৈব সর্ব্বতীর্থানি একাদশ্যাঃ সমা নহি ।
ন দানং ন জপো হোমো ন চান্যৎ সুকৃতং কচিৎ ॥ ১১
একতঃ পৃথিবীদানমেকতো হরিবাসরঃ । ততোঽপ্যেকা মহাপুণ্যা ইয়মেকাদশী বরা ॥ ১২
অস্মিন্ বরাহপুরুষং কৃত্বা দেবস্ত হাটকম্ ।
ঘটোপরি নবে পাত্রে কৃত্বা বৈ তাম্রভাজনে ॥ ১৩
সর্ব্ববীজভৃতো বিপ্রাঃ সিতবস্ত্রাবগুণ্ঠিতে । সহিরণ্যপ্রদীপাদ্যৈঃ কৃত্বা পূজাং প্রযত্নতঃ ॥ ১৪
বরাহায় নমঃ পাদৌ ক্রোড়াকৃতে নমঃ কটিম্ ।
নাভিং গভীরঘোষায় উরঃ শ্রীবৎসধারিণে ॥ ১৫
বাহূং সহস্রশিরসে গ্রীবাং সর্ব্বেশ্বরায় চ । মুখং সর্ব্বাত্মনে পূজ্য ললাটং প্রভবায় চ ।
কেশাঃ শতময়ূখায় পূজ্যা দেবস্য চক্রিণঃ ॥ ১৬
বিধিনা পূজয়িত্বা তু কৃত্বা জাগরণং নিশি । শ্রুত্বা পুরাণং দেবস্য মাহাত্ম্যপ্রতিপাদকম্ ॥ ১৭
প্রাতর্বিপ্রায় দত্বা চ বাচকায় তথায় তৎ । কনকক্রোড়সহিতং সন্নিবেশ্য পরিচ্ছদম্ ॥ ১৮

নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, প্রভাসতীর্থ, কালিন্দী, যমুনা, গঙ্গা, রেবা ও সরস্বতী এই সকল মহাতীর্থ উক্ত পাপসকল নাশ করিতে পারে না, কেবল চৈত্রী একাদশীই সকল প্রকার পাপ বিনাশ করিতে পারে। ৯–১০

সর্ব্ববিধ তীর্থসেবা, দান, জপ, হোম ও অন্যান্য সুকৃত কিছুই একাদশীর তুল্য নহে। একাদশীদিনে উপবাস করিলে যেরূপ ফল সাধন হয়, অন্য কোন কার্য্যেই সেই রূপ ফলের প্রত্যাশা নাই। সমস্ত পৃথিবীদান ও একাদশী ব্রত তুলনা করিলে একাদশীব্রতই প্রধান বলিয়া বোধ হয়। এই উপবাসব্রতে বরাহদেবের স্বর্ণময় প্রতিমূর্ত্তি করিয়া ঘটোপরি নূতন তাম্রপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক পূজা করিতে হইবে। ঐ প্রতিমূর্ত্তি শ্বেতবস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া স্বর্ণপ্রদীপাদি নানাবিধ উপচারে পূজা করিতে হইবে। ১১–১৪

“বরাহায় নমঃ” এই মন্ত্রে সেই প্রতিমূর্ত্তির পাদদ্বয় পূজা করিয়া “ক্রোড়াকৃতয়ে নমঃ” এই মন্ত্রে কটিদেশের এবং “গভীর-ঘোষায় নম” এই মন্ত্রে নাভিতে পূজা করিবে। তারপর “শ্রীবৎসধারিণে নমঃ” এই মন্ত্রে বক্ষঃ স্থলে পূজা করিতে হইবে। “সহস্রশিরসে নমঃ” এই মন্ত্রে বাহুতে, “সর্ব্বেশ্বরায় নমঃ” এই মন্ত্রে গ্রীবাতে, “সর্ব্বাত্মনে নমঃ” এই মন্ত্রে মুখে, “প্রভবায় নমঃ” এই মন্ত্রে ললাটে অর্চ্চনা করিবে। “শতময়ূখায় নমঃ” এই মন্ত্রে কেশে পূজা করিয়া বিধানপূর্ব্বক বরাহদেবের পূজা ও রাত্রিতে জাগরণ করিতে হইবে। পরে বরাহদেবের মাহাত্ম্য-প্রকাশক পুরাণোক্ত সংকথা শ্রবণ করিয়া প্রাতঃকালে পাঠক ব্রাহ্মণকে সুবর্ণসহ পরিচ্ছদ প্রদানপূর্ব্বক ব্রতী স্বয়ং পারণ করিবে। পারণে অধিক

পশ্চাৎ তু পারণং কুর্য্যাদ্বাজিতপ্তঃ সকৃদ্‌ব্রতঃ ।
এবং কৃত্বা নরো বিদ্বান্ ন ভূয়ঃ স্তনপো ভবেৎ ॥ ১৯
উপোষ্যৈকাদশীং পুণ্যাং মুচ্যতে বৈ ঋণত্রয়াৎ ।
মনোঽভিলষিতাবাপ্তিঃ কৃত্বা সর্ব্বব্রতাদিকম্ ॥ ২০

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে একাদশীমাহাত্ম্যং নাম সপ্তবিংশত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৭ ॥

অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

ব্রতানি ব্যাস বক্ষ্যামি যৈস্তুষ্টঃ সর্ব্বদো হরিঃ ।
শাস্ত্রোদিতো হি নিয়মো ব্রতং তচ্চ তপো মতম্ ॥ ১
নিয়মাস্তু বিশেষাঃ স্যুর্ব্রতস্যাস্য দমাদয়ঃ । নিত্যং ত্রিষবণং স্নায়াদধঃশায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২
স্ত্রীশূদ্রপতিতানাঞ্চ বর্জ্জয়েদভিভাষণম্ । পবিত্রাণি পঠেচ্চৈব[১] জুহুয়াচ্চৈব শক্তিতঃ ॥ ৩

ভোজন করিবে না। একবার মাত্র অল্পপরিমাণে ভোজন করিবে। বিদ্বান্ ব্যক্তি উক্তরূপে ব্রত করিলে তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। পুণ্যদায়িনী একাদশীর উপবাস করিলে ঋণত্রয়পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে, আর সর্ব্বপ্রকার অভিলষিত দ্রব্য লাভ হয়। এই ব্রত সর্ব্বব্রতফল প্রদান করে। ১৩-২০

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ভৈম একাদশীর মাহাত্ম্য নামক সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৭ ॥

অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়

ব্রহ্মা কহিলেন,—এক্ষণে নানাপ্রকার ব্রত বলিতেছি, এইসকল ব্রত করিলে হরি সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বদ্রব্য প্রদান করেন। শাস্ত্রোক্ত নিয়ম পালনের নামই ব্রত। ইহাই মহাতপস্যা। ব্রতস্থ ব্যক্তির সংযমাদি বিশেষ বিশেষ নিয়ম পালন করিতে হইবে। ব্রতী ব্যক্তি প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক ভূমিতে শয়ন করিয়া থাকিবে। ব্রতাচরণ সময়ে স্ত্রী, শূদ্র ও পতিত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিবে না। আপন শক্তি অনুসারে পাঠ পবিত্র

১। চ পঠেচ্চ।

কৃচ্ছ্রাণ্যেতানি সর্ব্বাণি চরেৎ মুক্তবাসনঃ। কেশানাং রক্ষণার্থন্তু দ্বিগুণং ব্রতমাচরেৎ ॥ ৪
কাংস্যং মাংসং মসূরঞ্চ চণকং কোরদূষকম্। শাকং মধু পরান্নঞ্চ বর্জ্জয়েদুপবাসবান্ ॥ ৫
পুষ্পালঙ্কারবস্ত্রাণি ধূপগন্ধানুলেপনম্। উপবাসেন দুষ্যেত্তু দন্তধাবনমঞ্জনম্।
দন্তকাষ্ঠং পঞ্চগব্যং কৃত্বা প্রাতর্ব্রতঞ্চরেৎ ॥ ৬
অসকৃজ্জলপানাচ্চ[1] তাম্বূলস্য চ ভক্ষণাৎ। উপবাসঃ প্রদুষ্যেত দিবাস্বাপাচ্চ মৈথুনাৎ ॥ ৭
ক্ষমা সত্যং দয়া দানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। দেবপূজাগ্নিহবনে সন্তোষোঽস্তেয়মেব চ ॥ ৮
সর্ব্বব্রতেষ্বয়ং ধর্ম্মঃ সামান্যো দশধা স্মৃতঃ। নক্ষত্রদর্শনান্নক্তমনক্তং নিশি ভোজনম্ ॥ ৯
গোমূত্রস্য পলং দদ্যাদর্দ্ধাঙ্গুষ্ঠন্তু গোময়ম্। ক্ষীরং সপ্তপলং দদ্যাদ্দধ্নশ্চৈব পলত্রয়ম্।
ঘৃতমেকপলং দদ্যাৎ পলমেকং কুশোদকম্ ॥ ১০

গায়ত্র্যা চৈব গন্ধেতি আপ্যায়স্ব দধিক্রবঃ।
তেজোঽসীতি চ দেবস্য ব্রহ্মকূর্চব্রতং[2] চরেৎ ॥ ১১

অগ্ন্যাধানং প্রতিষ্ঠাঞ্চ যজ্ঞ-দান-ব্রতানি চ। বেদব্রতবৃষোৎসর্গ-চূড়াকরণমেখলাঃ।
মাঙ্গল্যমভিষেকঞ্চ মলমাসে বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১২

দ্বারা হোম করিবে। কেশের পুনঃস্থাপিকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত কৃচ্ছ্র নিয়ম পালন করিবে। ব্রতকালে কেশচ্ছেদন করিতে হয়, যদি কেহ কেশ রক্ষা করিতে চাহে, তবে তাহার দ্বিগুণ ব্রতাচরণ করা বিধেয়। উপবাস-ব্রত-পরায়ণ ব্যক্তি পরদিনে কাংস্যপাত্রে ভোজন করিবে না এবং মাষ, মসূর, চণক, কোরদূষক (ধান্য বিশেষ), শাক, মধু ও পরান্ন বর্জ্জন করিবে। আর পুষ্প, অলঙ্কার, নূতন বস্ত্র, অনুলেপন দন্তধাবন ও অঞ্জন এইসকল পরিহার করিবে। ১-৫

উপবাস করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে পঞ্চগব্য দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিবে। পরদিন পুনঃপুন জলপান, তাম্বূল ভক্ষণ, দিবানিদ্রা ও মৈথুন করিলে উপবাসের ফল বিনষ্ট হয়। ক্ষমা, সত্য, দয়া, দান, শৌচ, ইন্দ্রিয়সংযম, দেবপূজা, হোম, সন্তোষ ও অস্তেয় সর্ব্ববিধ ব্রতে এই দশবিধ সামান্য নিয়ম পালন করিতে হইবে। নক্ষত্রদর্শনান্তে যে ভোজন তাহাই নক্ত-ভোজন রাত্রিতে ভোজনকে নক্তভোজন বলা যায় না। একপল (৮ তোলা) গোমূত্র, অর্দ্ধাঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ গোময়, সপ্তপল দুগ্ধ, তিনপল দধি, একপল ঘৃত ও একপল কুশোদক পঞ্চগব্যের এইরূপ পরিমাণ জানিবে। মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক প্রত্যেক পঞ্চগব্য শোধন করিয়া ব্যবহার করিবে। গায়ত্রী দ্বারা গোমূত্র, গন্ধদ্বারাং ইত্যাদি মন্ত্রে গোময়, আপ্যায়স্ব ইত্যাদি মন্ত্রে দুগ্ধ, দধিক্রাবন্ ইত্যাদি মন্ত্রে দধি, তেজোঽসি ইত্যাদি মন্ত্রে ঘৃত এবং দেবস্যত্বা ইত্যাদি মন্ত্রে কুশোদক শোধন করিয়া ব্রহ্মকূর্চ ব্রতাচরণ করিবে। ৬-১১

অগ্ন্যাধান, প্রতিষ্ঠা, যজ্ঞ, দান, ব্রত, বেদ অধ্যয়ন, বৃষোৎসর্গ, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও

১। অসকৃজ্জলপানাচ্চ। ২। ব্রহ্মকূর্চ্চব্রতং।

দর্শাদ্দর্শশ্চ চান্দ্রঃ স্যাৎ ত্রিংশাহোভিশ্চ সাবনঃ।
রবিসংক্রমণাৎ সৌরো নাক্ষত্রঃ সপ্তবিংশতেঃ[1] ॥ ১৩
সৌরো মাসো বিবাহাদৌ যজ্ঞাদৌ সাবনঃ স্মৃতঃ[2]।
আব্দিকে পিতৃকৃত্যে চ চান্দ্রো মাসঃ প্রশস্যতে ॥ ১৪
যুগ্মাগ্নিকৃতভূতানি ষণ্মুন্যোর্বসুরন্ধ্রয়োঃ। রুদ্রেণ দ্বাদশী যুক্তা চতুর্দ্দশ্যাথ পূর্ণিমা ॥ ১৫
প্রতিপদাপ্যমাবস্যা তিথ্যোর্যুগ্মং মহাফলম্।
এতদ্ব্যস্তং মহাঘোরং হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥ ১৬
যতেশ্চ-সত্রি-ব্রতিনাং বিবাহোপপ্লবাদিষু। সদ্যঃশৌচং সমাখ্যাতং কান্তারাপদর্গতি ॥ ১৭
প্রারব্ধতপসাং স্ত্রীণাং রজো হন্যাদ্ ব্রতং ন হি।
অন্যো দানদিকং কুর্য্যাৎ কায়িকং স্বয়মেব চ ॥ ১৮
ক্রোধাৎ প্রমাদাল্লোভাদ্বা ব্রতভঙ্গো ভবেদ্ যদি।
দিনত্রয়ং ন ভুঞ্জীত শিরসো মুণ্ডনং ভবেৎ ॥ ১৯

যাগযজ্ঞ ব্যতিরেক এই সমস্ত কার্য্য মলমাসে করিবে না। এক অমাবস্যা হইতে পরবর্ত্তী অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে ত্রিশদিন হয়, তাহাকেই সাবনমাস বলা যায়। রবির এক রাশিতে গমন হইতে অপর রাশিতে গমন পর্য্যন্ত কালকে সৌরমাস বলিয়া থাকে; আর অশ্বিনী নক্ষত্রের ভুক্ত কাল হইতে রেবতীর ভুক্তকাল পর্য্যন্ত সপ্তবিংশতি দিনে নাক্ষত্রিক মাস হয়। বিবাহাদি কার্য্যে সৌরমাস, যজ্ঞাদিতে সাবনমাস আর সাংবাৎসরিক পিতৃকার্য্যে চান্দ্রমাস উল্লেখ করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। দ্বিতীয়ার সহিত তৃতীয়ার, চতুর্থীর সহিত পঞ্চমীর, ষষ্ঠীর সহিত সপ্তমীর, অষ্টমীর সহিত নবমীর, একাদশীর সহিত দ্বাদশীর এবং চতুর্দ্দশীর সহিত পূর্ণিমার আর প্রতিপদের সহিত অমাবস্যার যুগ্মাদর জানিবে। ১২-১৩

উক্ত যুগ্মাদর অনুসারে তিথিবিহিত সমস্ত কার্য্যের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। উভয় দিনে তিথি প্রাপ্ত হইলে যে দিনে যুগ্মাদরঘটক তিথির সহিত মিলন হয়, সেই দিনেই সেই তিথি-বিহিত কার্য্য হইয়া থাকে। যুগ্মাদর গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিলে সেই কার্য্য মহাফল উৎপাদন করে। যদি কেহ যুগ্মাদর অনাদর করিয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে কার্য্যের কোন ফল হয় না, পরন্তু তাহার পূর্ব্বকৃত পুণ্য বিনষ্ট হইয়া যায়। রাজা, যজ্ঞে প্রবৃত্ত ও ব্রতী ইহাদিগের বন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে, বিবাহ কালে কিম্বা কোন বিপৎপাতহেতু অশৌচ হইলে সদ্যই শুদ্ধি হইয়া থাকে। রমণীরা সঙ্কল্প করিয়া ব্রত আরম্ভ করিলে পর যদি সেই সঙ্কল্পিত ব্রত সম্পূর্ণ না হইতেই তাহার রজোযোগ হয়, তাহাতে সেই আরব্ধ কর্ম্ম নষ্ট হয় না। দানপূজাদি কার্য্য অন্যদ্বারা করিয়া স্নান উপবাসাদি কায়কর্ত্তব্য কার্য্য স্বয়ং করিবে। ক্রোধ, অনবধানতা বা লোভবশতঃ যদি আরব্ধব্রত ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে ব্রতী দিনত্রয় উপবাস

১। সপ্তবিংশতিঃ। ২। সাবনস্থিতিঃ।

অসামর্থ্যে শরীরস্ত পুত্রাদীন্ কারয়েদ্ ব্রতম্।
ব্রতস্থং মূর্চ্ছিতং বিপ্রং জলাদীনমুপায়য়েৎ[১] ॥ ২০

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ব্রতপরিভাষা নামাষ্টাবিংশত্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৮ ॥

একোনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

বক্ষ্যে প্রতিপদাদীনি ব্রতানি ব্যাস শৃণ্বথ। বৈশ্বানরপদং যাতি শিখিব্রতমিদং স্মৃতম্॥ ১
প্রতিপদ্যেকভক্তাশী সমাপ্তে কপিলাপ্রদঃ। চৈত্রাদৌ কারয়েচ্চৈব ব্রহ্মপূজাং যথাবিধি॥ ২
গন্ধপুষ্পার্চ্চনৈর্দানৈ-র্মাল্যাদিভির্মনোরমৈঃ।
সহোমৈঃ পূজয়েচ্চৈবং সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥ ৩
কার্ত্তিকে তু সিতেঽষ্টম্যাং পুষ্পাহারেণ বৎসরম্।
পুষ্পাদিদাতা জপেচ্চ রূপভাগী ভবেন্নরঃ॥ ৪

করিয়া শিরোমুণ্ডন করিবে। ব্রতী ব্যক্তি শরীরের অসমর্থতা নিবন্ধন কার্য্যসাধনে অশক্ত হইলে পুত্রাদিকে প্রতিনিধি কল্পনা করিয়া সেই কার্য্য করাইবে। ব্রতী যদি উপবাসাদিতে কাতর হইয়া মূর্চ্ছিত হয় তবে জলপান করিতে পারে, তাহাতে ব্রতভঙ্গ হয় না। ১৬-২০

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ব্রতপরিভাষা নামক অষ্টাবিংশত্যধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ১২৮।

ঊনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে ব্যাস! প্রতিপদাদি তিথিতে যে প্রকার ব্রত করিতে হয়, তাহা বলিতেছি। প্রতিপৎ তিথিতে একাহার করিয়া থাকিবে, তৎপর কপিলাপ্রদান করিয়া ব্রত সমাপ্ত করিতে হইবে। এই ব্রত করিলে বৈশ্বানরপদ লাভ হয়, ইহার নাম শিখিব্রত। চৈত্রমাস হইতে এই ব্রত আরম্ভ করিবে। গন্ধপুষ্প ও মনোহর মাল্য দ্বারা বিধিপূর্ব্বক ব্রহ্মার অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর হোম করিয়া ব্রত সাঙ্গ করিতে হইবে। কার্ত্তিকমাসের শুক্লা অষ্টমীতে পুষ্পমালা ও পুষ্পদান করিবে। এইরূপে একবৎসর যাবৎ প্রতিঅষ্টমীতে পুষ্প-

১। জলানি চাপ্যুপায়য়েৎ।

কৃষ্ণপক্ষে তৃতীয়ায়াং শ্রাবণে শ্রীধরং শ্রিয়া ।
ব্রতী সবস্ত্রাং শয্যাঞ্চ ফলং দদ্যাদ্ দ্বিজাতয়ে ॥ ৫
শয্যাং দত্ত্বা প্রার্থয়েচ্চ শ্রীধরায় নমঃ শ্রিয়ে ।
উমাং শিবং হুতাশঞ্চ তৃতীয়ায়াঞ্চ পূজয়েৎ ॥ ৬
হবিষ্যন্নং নৈবেদ্যং দেয়ং দমনকং তথা ।
চৈত্রাদৌ ফলমাপ্নোতি উময়া যে প্রভাষিতম্ ॥ ৭
ফাল্গুনাদিতৃতীয়ায়াং লবণং যস্তু বর্জ্জয়েৎ ।
সমাপ্তে শয়নং দদ্যাদ্ গৃহঞ্চোপস্করান্বিতম্ ॥ ৮
সম্পূজ্য বিপ্রমিথুনং ভবানি প্রীয়তামিতি ।
গৌরীলোকে বসেন্নিত্যং সৌভাগ্যকরমুত্তমম্ ॥ ৯
গৌরী কালী উমা ভদ্রা দুর্গা কান্তিঃ সরস্বতী । মঙ্গলা বৈষ্ণবী লক্ষ্মীঃ শিবা নারায়ণী ক্রমাৎ ।
মার্গতৃতীয়ামারভ্য অবিয়োগাদি চাপ্নুয়াৎ ॥ ১০
চতুর্থ্যাং সিতমাঘাদৌ নিরাহারো ব্রতান্বিতঃ ।
দত্ত্বা তিলাংস্তু বিপ্রায় স্বয়ং ভুঙ্‌ক্তে তিলোদকম্ ।
বর্ষদ্বয়ে সমাপ্তিশ্চ নির্বিঘ্নাদি সমাপ্নুয়াৎ ॥ ১১

দান করিলে, সেই ব্যক্তি রূপবান্ হইয়া থাকে। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়াতে লক্ষ্মীর সহিত শ্রীধরের অর্চনা করিয়া ব্রতী ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে বস্ত্র, শয্যা ও ফল দান করিবে। ১-৫

শয্যাপ্রদান করিয়া 'শ্রীধরায় নমঃ' এবং 'শ্রিয়ে নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিবে। তারপর উমা, শিব ও হুতাশনের পূজা করিতে হইবে। ব্রতী হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিয়া নৈবেদ্য ও দমনক পুষ্প নিবেদন করিবে। চৈত্রমাসে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিলে, ব্রতী অভিলষিত ফল পাইতে পারে। ফাল্গুনমাসের তৃতীয়াতে আরম্ভ করিয়া একবৎসর যাবৎ লবণ পরিত্যাগ করিবে। বৎসর পূর্ণ হইলে ব্রাহ্মণকে লবণ এবং সোপকরণ গৃহ প্রদান করিলে ব্রত সম্পূর্ণ হয়। অনন্তর বিপ্রদম্পতীকে অর্চনা করিয়া, প্রার্থনা করিবে, যথা,—হে ভবানি! আপনি প্রীতা হউন। এইরূপে ব্রতাচরণ করিলে, সেই ব্রতী গৌরীলোকে বাস করে; তাহার সর্ববিষয়ে সৌভাগ্যবৃদ্ধি হয়। অগ্রহায়ণ মাসের তৃতীয়াতে আরম্ভ করিয়া একবৎসর যাবৎ প্রতিমাসের তৃতীয়াতে যথাক্রমে গৌরী, কালী, উমা, ভদ্রা, দুর্গা, কান্তি, সরস্বতী, মঙ্গলা, বৈষ্ণবী, লক্ষ্মী, শিবা ও নারায়ণী এই সকলের পূজা করিবে। এই ব্রত করিলে কখনও তাহার বিয়োগদুঃখ হয় না। ৬-১০

মাঘমাসের শুক্লচতুর্থীতে ব্রতপরায়ণ ব্যক্তি নিরাহার থাকিয়া ব্রাহ্মণকে তিলপ্রদান করিবে ও তিলোদক ভক্ষণ করিবে। এইরূপে প্রতিমাসের চতুর্থীতে ব্রত করিতে হইবে।

গঃ স্বাহা মূলমন্ত্রোঽয়ং প্রণবেন সমন্বিতঃ।
গ্লৌং গ্লাং হৃদয়ে গাং গীং গূং হ্রূং হ্রীং হ্রৌং শিরঃ শিখা ॥ ১২
গূং বর্ম্ম গৌঞ্চ গৌং নেত্রং গোঞ্চ আবাহনাদিষু*।
আগচ্ছোল্কায় গন্ধোল্কঃ পুষ্পোল্কধূপকোল্ককঃ।
দীপোল্কায় মহোল্কায় বলিশ্চাথ বিসর্জ্জনম্।
সিদ্ধোল্কায় চ গায়ত্রীন্যাসোঽঙ্গুষ্ঠাদিরীরিতঃ ॥ ১৩
ওঁ মহাকর্ণায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ ॥ ১৪
পূজয়েৎ তিলহোমৈশ্চ এভ্যে পূজ্যা গণাস্তথা। গণায় গণপতয়ে স্বাহা কুষ্মাণ্ডকায় চ।
অমোঘোল্কায়ৈকদন্তায় ত্রিপুরান্তকরূপিণে ॥ ১৫
ওঁ শ্যামদন্তবিকরালাস্যাহবেশায় বৈ নমঃ। পদ্মদংষ্ট্রায় স্বাহাকমুদ্রা বৈ নর্ত্তনং পরে।
হস্ততালশ্চ হসনং সৌভাগ্যাদি ফলং ভবেৎ ॥ ১৬
মার্গশীর্ষে তথা শুক্ল-চতুর্থ্যাং পূজয়েদ্ গণম্।
অর্থং প্রাপ্নোতি বিদ্যাং শ্রীকীর্ত্ত্যায়ুঃপুত্রসন্ততিম্।
সোমবারে চতুর্থ্যাঞ্চ সমুপোষ্যার্চ্চয়েদ্ গণম্।
জপন্ স্তুবন্ স্মরন্ নিত্যং বর্ষং নির্ব্বিঘ্নতাং ব্রজেৎ ॥ ১৭

এই প্রকারে দুই বৎসর ব্রত করিয়া ব্রতসমাপন করিবে। এই ব্রত করিলে কোন বিঘ্ন হয় না। 'ওঁ গঃ স্বাহা' এই মন্ত্রে অর্চ্চনা করিবে। এই পূজায় অঙ্গন্যাস যথা—"গ্লৌং গ্লাং হৃদয়ায় নমঃ, গাং গীং গূং শিরসে স্বাহা, হ্রূং হ্রীং হ্রৌং শিখায়ৈ বষট্, গূং গৌং কবচায় হুং, গৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্" এইরূপে অঙ্গন্যাস করিয়া 'গাং' এই মন্ত্রে আবাহন করিতে হইবে। অনন্তর "আগচ্ছোল্কায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, গন্ধোল্কায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, পুষ্পোল্কায় মধ্যমাভ্যাং বষট্, ধূপোল্কায় অনামিকাভ্যাং হুং, দীপোল্কায় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, মহোল্কায় অস্ত্রায় ফট্" এইরূপে ন্যাস করিয়া 'সিদ্ধোল্কায়' এই মন্ত্রে বলি প্রদান ও বিসর্জ্জন করিবে। পরে "মহাকর্ণায় বিদ্মহে" ইত্যাদি গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। এই প্রকারে পূজা করিয়া তিল হোম করিবে। অতঃপর গণপতিগণের পূজা করিতে হইবে। গণ, গণপতি, কুষ্মাণ্ডক, অমোঘোল্ক, একদন্ত ও ত্রিপুরান্তরূপী ইঁহারাই গণপতিগণ। ১১-১৫

তারপর শ্যামদন্ত, বিকরালাস্য, আহবেশ ও পদ্মদংষ্ট্র, স্বাহান্ত মন্ত্রে এই সকলের পূজা করিবে। পরে মুদ্রাপ্রদর্শন, নর্ত্তন, হস্ততাল ও হাস্য করিবে। এইরূপ পূজা করিলে সৌভাগ্যাদি ফললাভ হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লচতুর্থীতে গণদেবের

১। গণাং গৌং গ্লাঞ্চ গাং গীং হ্রাং হ্রাং হ্রীং শিরস্তথা।
শুক্ল বর্ম্ম নেক গৌং নেত্রং গোঽস্ত্রমাবাহনাদিষু। ইতি পাঠান্তরং কচিদ্দৃশ্যতে।

যজেচ্ছুক্লচতুর্থ্যাং যঃ খণ্ড-লড্ডুক-মোদকৈঃ।
বিঘ্নার্চ্চনেন সর্ব্বান্ বৈ কামান্ সৌভাগ্যমাপ্নুয়াৎ।
পুত্রাদিকং মদনকৈর্মদনাখ্যা চতুর্থ্যপি ॥ ১৮
ওঁ গণপতয়ে চতুর্থ্যন্তং নম এবং যজেদ্ গণম্।
মাসে তু যস্মিন্ কস্মিংশ্চিজ্জুহুয়াচ্চ জপেৎ স্মরেৎ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনম্ ॥ ১৯
বিনায়কং মূর্ত্তিকাদং যজেদ্দেবাংশ্চ নামভিঃ।
সোঽপি সম্পত্তিমাপ্নোতি স্বর্গমোক্ষসুখানি চ ॥ ২০

গণপূজ্য একদন্তো বক্রতুণ্ডস্ত্র্যম্বকঃ। নীলগ্রীবো লম্বোদরো বিকটো বিঘ্নরাজকঃ।
ধূম্রবর্ণো বালচন্দ্রো দশমস্তু বিনায়কঃ ॥ ২১

গণপতির্হস্তিমুখো দ্বাদশ বৈ যজেদ্ গণম্।
পৃথক্ সমস্তং মেধাবী সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ২২
শ্রাবণে চাশ্বিনে ভাদ্রে পঞ্চম্যাং কার্ত্তিকে শুক্লে।
বাসুকিস্তক্ষকশ্চৈব কালিয়ো মণিভদ্রকঃ ॥ ২৩

ঐরাবতো ধৃতরাষ্ট্রঃ কর্কোটক-ধনঞ্জয়ৌ। ঘৃতাদ্যৈঃ স্নাপিতা হ্যেতে আয়ুরারোগ্যস্বর্গদাঃ ॥ ২৪
অনন্তং বাসুকিং শঙ্খং পদ্মং কম্বলমেব চ। তথা কর্কোটকং নাগং ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ শঙ্খকম্ ॥ ২৫

অর্চ্চনা করিবে। এইরূপে একবৎসর অর্চ্চনা করিলে বিদ্যা, শ্রী, কীর্ত্তি, আয়ুঃ ও পুত্রাদি-সন্ততি লাভ হয়। সোমবারে চতুর্থী তিথিতে উপবাস করিয়া গণেশের পূজা করিবে। এইরূপ অর্চ্চনা করিয়া জপ, হোম ও দেবতার নাম স্মরণ করিলে ইহলোকে সর্ব্ববিধ বিঘ্ন নিবারিত হইয়া অন্তকালে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। শুক্লচতুর্থীতে শর্করা, লড্ডুক ও মোদক-দ্বারা বিঘ্নেশ্বরের পূজা করিলে সর্ব্বকামনাসিদ্ধি ও সৌভাগ্যলাভ হইয়া থাকে। মদনকদ্বারা পূজা করিলে পুত্রাদি লাভ হয়। ইহাকে মদনচতুর্থী বলে। যে কোন মাসে 'ওঁ গণপতয়ে নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিয়া হোম নামস্মরণ ও মন্ত্র জপ করিলে, সর্ব্ববিঘ্ন বারণ হয় এবং সর্ব্বকামনাসিদ্ধি হইয়া থাকে। সর্ব্বদেবাদিদেব বিনায়কদেবের অর্চ্চনা করিলে, সেই ব্যক্তির সম্পত্তি স্বর্গ, সুখ ও মোক্ষ লাভ হইবে। ১৬-২০

একদন্তী, বক্র তুণ্ড, ত্র্যম্বক, নীলগ্রীব, লম্বোদর, বিকট, বিঘ্নরাজ, ধূম্রবর্ণ, বালচন্দ্র, বিনায়ক, গণপতি ও হস্তিমুখ, এই দ্বাদশ গণপতিগণের পূজা করিতে হয়। পৃথক্ পৃথক্ কিম্বা একত্র উক্ত দেবগণের পূজা করিলে তাহার সর্ব্বকামনা পূর্ণ হয়। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন অথবা কার্ত্তিক মাসের শুক্লপঞ্চমীতে বাসুকি, তক্ষক, কালিয়, মণিভদ্র, ঐরাবত, ধৃতরাষ্ট্র, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, এই সমস্ত নাগকে ঘৃতাদিদ্বারা স্নান করাইয়া পূজা করিলে আয়ুঃ, আরোগ্য স্বর্গলাভ হয়। অনন্ত, বাসুকি, শঙ্খ, পদ্ম, কম্বল, কর্কোটক, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খক,

কালিয়ং তক্ষকঞ্চাপি পিঙ্গলং মাসি মাসি চ।
যজেদ্ভাদ্রে সিতে নাগানষ্টৌ পূজ্য দিবং ব্রজেৎ॥ ২৬
দ্বারস্যোভয়তো লেখ্যা শ্রাবণে তু সিতে যজেৎ।
পঞ্চম্যাং পূজয়েন্নাগাননন্তাদ্যান্ মহোরগান্॥ ২৭
ক্ষীরং সর্পিশ্চ নৈবেদ্যং দেয়ং সর্ব্ববিষাপহম্। নাগা অভয়হস্তাশ্চ দষ্টোদ্ধরণপঞ্চমী॥ ২৮

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে প্রতিপদাদি-ব্রতকথনং নামৈকোনত্রিংশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১২৯॥

ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

ষষ্ঠ্যাং[1] ভাদ্রপদে মাসি কার্ত্তিকেয়ং প্রপূজয়েৎ। স্নানদানাদিকং সর্ব্বমস্যামক্ষয্যমুচ্যতে॥ ১
সপ্তম্যাং প্রাশয়েচ্চাপি ভোজ্যং বিপ্রান্ রবিং যজেৎ।
ওঁ খখোল্কায়ামৃতপং প্রিয়মঙ্গমো ভব সদা স্বাহা।
অষ্টম্যাং পারণং কুর্য্যান্মরীচং[2] প্রাশ্য স্বর্গভাক্॥ ২
ইতি মরীচসপ্তমী।

কালিয়, তক্ষক ও পিঙ্গল, প্রতিমাসে এই সকল নাগের অর্চনা করিবে। বিশেষতঃ ভাদ্র মাসে এই অষ্টনাগের পূজা করিলে সাধক দেহত্যাগান্তে স্বর্গলোকে গমন করে। শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে দ্বারের উভয়পার্শ্বে নাগগণের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া অনন্তাদি মহানাগের অর্চনা করিবে। ক্ষীর, সর্পি, নৈবেদ্য প্রদান করিলে সর্ব্ববিধ বিষভয় শান্তি হয়; নাগগণ তাঁহাকে অভয় প্রদান করেন। ইহার নাম দষ্টোদ্ধরণ পঞ্চমী। ২১-২৮

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে প্রতিপদাদি তিথিতে ব্রতকথন নামক ঊনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২৯।

ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়

ব্রহ্মা কহিলেন,—ভাদ্রমাসে কার্ত্তিকেয়ের পূজা করিবে এবং স্নানদানাদি যে কিছু কার্য্য করা যায়, সমস্তই অক্ষয় ফলপ্রদান করে। সপ্তমী তিথিতে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া "ওঁ খখোল্কায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে রবির অর্চনা করিবে। তারপর অষ্টমীদিনে মরীচভোজন করিয়া পারণ করিবে। এই ব্রত করিলে স্বর্গলাভ হয়। ইহার নাম মরীচসপ্তমী। ১-২

১। এবং। ২। মরিচং।

সপ্তম্যাং নিয়তঃ স্নাত্বা পূজয়িত্বা দিবাকরম্ ।
দদ্যাৎ ফলানি বিপ্রেভ্যো মার্ত্তণ্ডঃ প্রীয়তামিতি ॥ ৩

খর্জ্জূরং নারিকেলং বা প্রাশয়েন্মাতুলুঙ্গকম্ । সর্ব্বে ভবন্তু সফলা মম কামাঃ সমন্ততঃ ॥ ৪

ইতি ফলসপ্তমী ॥

সম্পূজ্য দেবং সপ্তম্যাং পায়সেনাথ ভোজয়েৎ ।
বিপ্রাংশ্চ দক্ষিণাং দত্ত্বা স্বয়ঞ্চাথ পয়ঃ পিবেৎ ॥ ৫
ভক্ষ্যং চোষ্যং তথা লেহ্যমোদনেতি প্রকীর্ত্তিতম্ ।
ধনপুত্রাদিকামস্তু ত্যজেদেতদনোদনঃ ॥ ৬

ইত্যনোদনসপ্তমী ॥

বায়্বাশী বিজয়েচ্ছুশ্চ কুর্য্যাদ্বিজয়সপ্তমীম্ । অর্কাদর্কঞ্চ কামেচ্ছুরুপবাসেন কামদম্ ॥ ৭
গোধূম-মাষ-যব-ষষ্টিক-কাংস্যপাত্রং, পাষাণপিষ্ট-মধু-মৈথুন-মদ্য-মাংসম্ ।
অভ্যঙ্গমঞ্জনতিলাংশ্চ বিবর্জ্জয়েদ্ যস্তস্যেপ্সিতং ভবতি সপ্তসু সপ্তমীষু ॥ ৮

ইতি বিজয়সপ্তমী ॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে সপ্তম্যাদি-ব্রতং নাম ত্রিংশদধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩০ ॥

সপ্তমীতে সংযত হইয়া স্নানাচরণপূর্ব্বক দিবাকরের পূজা করিবে। আর "সূর্য্য আমার প্রতি প্রসন্ন হউন" এই উদ্দেশে করিয়া ব্রাহ্মণকে ফলপ্রদান করিবে। খর্জ্জুর, নারিকেল ও মাতুলিঙ্গ (বাতাবী লেবু) এই সকল ফল ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। অনন্তর "আমার কামনা সকল সফল হউক" এই প্রকার প্রার্থনা করিবে। এই ব্রতের নাম ফলসপ্তমী। ৩-৪

সপ্তমীতে সূর্য্যদেবের পূজা করিয়া পরে পায়স দ্বারা ব্রাহ্মণভোজন করাইবে এবং ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং জলপান করিবে। চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য প্রভৃতি ভোজন-দ্রব্যকে ওদন বলে। ধনপুত্রাদিকামী ব্রতী মানব ওদনসম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া অনোদন ভোজন করিবে। ইহার নাম অনোদনসপ্তমী। ৫-৬

বিজয়কামী ব্যক্তি বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া সপ্তমী ব্রত করিবে। কামী ব্যক্তি অর্কপত্র ভোজন করিয়া উপবাসী থাকিবে। এই ব্রত করিলে সর্ব্বকামনা পূর্ণ হয়। এই ব্রতে গোধূম, মাষ, যব, ষষ্টিধান্য, কাংস্যপাত্র, পাষাণপাত্র, পিষ্টক, মধু, মৈথুন, মদ্য, মাংস, তৈলমর্দ্দন, অঞ্জন, এই সকল পরিবর্জ্জন করিবে। এইরূপ ব্রত করিলে তাহার সর্ব্বাভিলাষ সিদ্ধ হয়। ৭-৮

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে সপ্তম্যাদি তিথিতে ব্রত নামক ত্রিংশদধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩০।

একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

ব্রহ্মন্ ভাদ্রপদে মাসি শুক্লাষ্টম্যামুপোষিতঃ।
দূর্ব্বাং গৌরীং গণেশঞ্চ ফলাদ্যৈঃ[১] শিবং যজেৎ॥ ১
ফলব্রীহ্যাদিকান্নৈঃ শম্ভবে নমঃ শিবায় চ। ত্বং দূর্ব্বেঽমৃতজন্মাসি হ্যষ্টমী সর্ব্বকামভাক্।
অনগ্নিপক্বমশ্নীয়ান্মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া॥ ২

ইতি দূর্ব্বাষ্টমী।

কৃষ্ণাষ্টম্যাঞ্চ রোহিণ্যামর্দ্ধরাত্রেঽর্চ্চনং হরেঃ।
কার্য্যা বিদ্ধাপি সপ্তম্যা হন্তি পাপং ত্রিজন্মজম্।
উপোষিতোঽর্চ্চয়েন্মন্ত্রৈস্তিথিভান্তে চ পারণম্॥ ৩
যোগায় যোগেশ্বরায় যোগপতয়ে যোগসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ৪

ইতি স্নানমন্ত্রঃ।

যজ্ঞায় যজ্ঞেশ্বরায় যজ্ঞপতয়ে যজ্ঞসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ৫

ইত্যর্চ্চনমন্ত্রঃ।

বিশ্বায় বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বপতয়ে বিশ্বসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ৬

ইতি শয়নমন্ত্রঃ।

সর্ব্বায় সর্ব্বেশ্বরায় সর্ব্বপতয়ে[২] সর্ব্বসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ৭

ইতি পারণমন্ত্রঃ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমীতে উপবাসী থাকিয়া ফল ও পুষ্পদ্বারা দূর্ব্বা, গৌরী, গণেশ ও শিবের অর্চ্চনা করিবে। তার পর ফল ও ব্রীহি প্রভৃতি উপকরণদ্বারা "ওঁ শম্ভবে নমঃ, ওঁ শিবায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিবে। তৎপরে "ত্বং দূর্ব্বেঽমৃতজন্মাসি" ইত্যাদি মন্ত্রে দূর্ব্বার আরাধনা করিতে হইবে। এইরূপে দূর্ব্বাষ্টমী ব্রত করিলে, সেই মানব সর্ব্বকামভাগী হয়। এই ব্রতে অগ্নিপক্ব কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিতে নাই। ইহার ফলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। ১-২

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের রোহিণীনক্ষত্রযুক্তা অষ্টমীকে রোহিণ্যষ্টমী বলে। এই অষ্টমীর অর্দ্ধরাত্রে হরির অর্চ্চনা করিবে। সপ্তমীর সহিত অষ্টমীর যে দিনে সংযোগ থাকে, সেই দিনেই অষ্টমীর ব্রত করিবে। এই ব্রত করিলে ত্রিজন্মকৃত পাপ বিনষ্ট হয়। অষ্টমীতে উপবাস করিয়া পূজা করিবে এবং তিথি ও নক্ষত্রের অবসানে পারণ করিতে হইবে। "ওঁ যোগায়" ইত্যাদি মন্ত্রে হরির স্নান করাইবে। "যজ্ঞায়" ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিবে এবং "বিশ্বায়" ইত্যাদিমন্ত্রে দেবতাকে শয়ন করাইবে। "সর্ব্বায়" ইত্যাদি মন্ত্রে হবিতে চন্দ্রের

১। ফলপুষ্পৈঃ। ২। শর্ব্বায়।

স্থণ্ডিলে পূজয়েদ্দেবং সচন্দ্রাং রোহিণীং তথা। শঙ্খে তোয়ং সমাদায় সপুষ্প-ফল-চন্দনম্।
জানুভ্যামবনীং গত্বা চন্দ্রায়ার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ৮
ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূত অত্রিনেত্রসমুদ্ভব। গৃহাণার্ঘ্যং শশাঙ্কেদং[1] রোহিণ্যা সহিতো মম ॥ ৯
শ্রিয়ৈ চ বসুদেবায় নন্দায় চ বলায় চ। যশোদায়ৈ ততো দদ্যাদর্ঘ্যং ফলসমন্বিতম্ ॥ ১০
অনঘং বামনং শৌরিং বৈকুণ্ঠং পুরুষোত্তমম্। বাসুদেবং হৃষীকেশং মাধবং মধুসূদনম্ ॥ ১১

বরাহং পুণ্ডরীকাক্ষং নৃসিংহং দৈত্যসূদনম্।
দামোদরং পদ্মনাভং কেশবং গরুড়ধ্বজম্ ॥ ১২

গোবিন্দমচ্যুতং দেবমনন্তমপরাজিতম্। অধোক্ষজং জগদ্বীজং সর্গস্থিত্যন্তকারণম্ ॥ ১৩

অনাদিনিধনং বিষ্ণুং ত্রিলোকেশং ত্রিবিক্রমম্।
নারায়ণং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খ-চক্র-গদাধরম্ ॥ ১৪
পীতাম্বরধরং দিব্যং বনমালাবিভূষিতম্।
শ্রীবৎসাঙ্কং জগদ্ধাম শ্রীপতিং শ্রীধরং হরিম্ ॥ ১৫
যং দেবং দেবকী দেবী বসুদেবাদজীজনৎ।
ভৌমস্য ব্রহ্মণো গুপ্ত্যৈ তস্মৈ ব্রহ্মাত্মনে নমঃ ॥ ১৬

সহিত রোহিণীর অর্চনা করিবে। তৎপরে শঙ্খে জল, পুষ্প, ফল ও চন্দন লইয়া জানুদ্বারা ভূমিতলে উপবেশন করিয়া চন্দ্রকে অর্ঘ্যপ্রদান করিবে। হে শশাঙ্ক! ক্ষীরোদ তোমার উৎপত্তি স্থান; তুমি অত্রিমুনির নেত্র হইতে আবির্ভূত হইয়াছ; আমি এই অর্ঘ্যপ্রদান করিতেছি; তুমি রোহিণীর সহিত এই অর্ঘ্যগ্রহণ কর। এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অর্ঘ্যপ্রদান করিবে। ৮-১০

পরে শ্রী, বসুদেব, নন্দ, বলদেব ও যশোদা, ইহাদিগকে ফলসমন্বিত অর্ঘ্য প্রদান করিবে। তারপর তুমি অনঘ (পাপসম্পর্ক-রহিত), তুমি বামনরূপী, তুমি শৌরী, তুমি বৈকুণ্ঠনাথ, তুমি পুরুষোত্তম, তুমি বসুদেবনন্দন, তুমি হৃষীকেশ, তুমি মাধব, তুমি মধুসূদন, তুমি বরাহরূপী, তুমি পুণ্ডরীকাক্ষ, তুমি নৃসিংহ, তুমি দৈত্যনিসূদন, তুমি পদ্মনাভ, তুমি কেশব, তুমি গরুড়বাহন, তুমি গোবিন্দ, তুমি অচ্যুত, তুমি অপরাজিত, তুমি জগতের কারণ, তুমি সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের হেতু, তুমি উৎপত্তিবিনাশহীন, তুমি ত্রিলোকের অধিপতি, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই তিন লোকেই তোমার পাদন্যাস রহিয়াছে। তুমি নারায়ণ, তুমি চতুর্ভুজ, তুমি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, তুমি পীতাম্বরধর, তুমি বনমালাভূষিত। তোমার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস-চিহ্ন বিদ্যমান আছে। তুমি জগতের আধার, তুমি শ্রীপতি ও শ্রীধর। ১১-১৫

বসুদেব হইতে দেবকী যে দেবকে উৎপাদন করিয়াছেন, পৃথিবী ও ব্রাহ্মণগণের রক্ষার্থ অবতীর্ণ তুমিই সেই ব্রহ্মস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি। এই সকল নাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া

১। শশাঙ্কেমং।

নামান্যেতানি সঙ্কীর্ত্য ধনার্থং প্রার্থয়েৎ পুনঃ ।
ত্রাহি মাং দেবদেবেশ হরে সংসারসাগরাৎ ॥ ১৭
ত্রাহি মাং সর্ব্বপাপঘ্ন দুঃখশোকার্ণবাৎ প্রভো । দেবকীনন্দন শ্রীশ হরে সংসারসাগরাৎ ॥ ১৮
দুর্বৃত্তাংস্ত্রায়সে বিষ্ণো যে স্মরন্তি সকৃৎ সকৃৎ ।
সোঽহং দেবাতিদুর্বৃত্তস্ত্রাহি মাং শোকসাগরাৎ ॥ ১৯
পুষ্করাক্ষ নিমগ্নোঽহং মায়াবিজ্ঞানসাগরে[১] ।
ত্রাহি মাং দেবদেবেশ ত্বত্তো নান্যোঽস্তি রক্ষিতা ॥ ২০
স্বজন্মবাসুদেবায়[২] গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ । জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ।
শান্তিরস্তু শিবঞ্চাস্তু ইত্যুক্ত্বা তান্ বিসর্জ্জয়েৎ[৩] ॥ ২১

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে রোহিণ্যষ্টমীব্রতং নাম একত্রিংশদধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩১ ॥

সম্পত্তির নিমিত্ত প্রার্থনা করিবে। যথা—হে দেব দেবেশ্বর! সংসারসাগর হইতে আমাকে ত্রাণ কর। হে হরে! তুমি সর্ব্বপ্রকার পাপ বিনাশ করিয়া থাক, তুমি আমাকে দুঃখ-শোকসাগর হইতে পরিত্রাণ কর। হে দেবকীনন্দন! যে সকল দুর্বৃত্ত মানব তোমাকে একবার মাত্র স্মরণ করে, তুমি তাহাদিগকে সংসারসাগর হইতে ত্রাণ করিতেছ। হে দেব! আমিও অতিদুর্বৃত্ত, আমাকে শোকসাগর হইতে ত্রাণ কর। হে পদ্মলোচন! আমি মহান্ অজ্ঞানসাগরে নিমগ্ন আছি, হে দেবেশ্বর! আমাকে পরিত্রাণ কর, তুমি ভিন্ন আমার ত্রাণকর্ত্তা আর কেহই নাই। তুমি বসুদেব হইতে আপন জন্ম স্বীকার করিয়া বাসুদেব নামে খ্যাত হইয়াছ, তুমি গো এবং ব্রাহ্মণের হিতসাধন কর, তুমি অনন্ত জগতের কল্যাণ করিতেছ, তুমি কৃষ্ণ ও গোবিন্দ, তোমাকে নমস্কার করি। আমার শান্তি হউক, আমার মঙ্গল হউক, আমি ধন, কীর্ত্তি ও রাজ্যভোগী হই। এই বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে। ১৩–২২

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে রোহিণ্যষ্টমী ব্রত নামক একত্রিংশদধিক
শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩১।

১। মহত্যজ্ঞানসাগরে।   ২। বসুজন্মবাসুদেবায়।
৩। ধনবিদ্যাদিরাজ্যভাক্।

দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

নক্তাশী অষ্টমীং যস্ত্বাবর্ষান্তে চৈব ধেনুদঃ। পৌরন্দরপদং যাতি সদ্গতিব্রতমুচ্যতে[1] ॥ ১
শুক্লাষ্টম্যাং পৌষমাসে মহারুদ্রেতি সাধু বৈ মৎপ্রীতয়ে ব্রতকৃতং শতসাহস্রিকং ফলম্ ॥ ২
অষ্টমী বুধবারেণ পক্ষয়োরুভয়োর্যদা। ভবিষ্যতি তদা তস্যাং ব্রতমেতৎ কথা পুরা।
তস্যাং নিয়মকর্ত্তারো ন স্যুঃ খণ্ডিতসম্পদঃ ॥ ৩
তণ্ডুলস্যাষ্টমুষ্টীনাং বর্জ্জয়িত্বাঙ্গুলিদ্বয়ম্। ভক্ষং সভক্তি-শ্রদ্ধাভ্যাং কামনাযুক্তমানবঃ[2] ॥ ৪

আম্রপত্রপুটে কৃত্বা যো ভুঙ্ক্তে কুশবেষ্টিতে।
কলম্বিকাত্রিকোপেতং[3] কামং তস্য ফলং ভবেৎ ॥ ৫

বুধং পঞ্চোপচারেণ পূজয়িত্বা জলাশয়ে। শক্তিতো দক্ষিণাং দদ্যাৎ কর্করীং তণ্ডুলান্বিতাম্ ॥ ৬

বুং বুধায়েতি বীজং স্যাৎ স্বাহান্তং কমলাদিকম্।
বাণ-চাপধরং ধ্যায়ং দদ্যে চাপানি যত্নতঃ ॥ ৭
বুধাষ্টমীকথা পুণ্যা শ্রোতব্যা ব্রতিভির্দ্ধ্রুবম্।
পুরে পাটলিপুত্রাখ্যে বীরো নাম দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৮

ব্রহ্মা কহিলেন,—অষ্টমী তিথিতে নক্তভোজী হইয়া ব্রত করিবে। যে ব্যক্তি এক বৎসর যাবৎ প্রতি অষ্টমীতে যথাবিধি এইরূপ ব্রত করিয়া বর্ষান্তে ধেনুপ্রদান করে, সেই ব্যক্তি অসদাচার পাপী হইলেও ইন্দ্রপদ পাইয়া থাকে। ইহার নাম সদ্গতিব্রত। পৌষ মাসের শুক্লপক্ষীয় অষ্টমীতে উক্তরূপে ব্রত করিবে, এই ব্রতের নাম মহারুদ্রব্রত। মৎপ্রীত্যর্থ এই ব্রত করিলে শতসহস্রগুণ ফল হইয়া থাকে। শুক্লপক্ষ বা কৃষ্ণপক্ষে যদি বুধবারে অষ্টমী তিথি লাভ হয়, তাহা হইলে সেই দিনে ব্রত করিবে। যাহারা উক্ত অষ্টমীতে নিয়মসহকারে ব্রত করে, কখনও তাহাদিগের সম্পদ নষ্ট হয় না। দুইটি অঙ্গুলি পরিত্যাগ করিয়া মুষ্টি বন্ধন করিলে সেই মুষ্টিতে যত পরিমাণ তণ্ডুল গ্রহণ করা যাইতে পারে, সেই পরিমাণে অষ্টমুষ্টি তণ্ডুল লইয়া মুক্তিকামী মানব ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া সেই তণ্ডুলের অন্ন ভক্ষণ করিবে। যে নর কুশবেষ্টিত আম্রপত্রপুটে কলম্বিকা ও তিন্তিড়ীযুক্ত অন্ন ভক্ষণ করে, তাহার কামফল লাভ হয়। পরে জলাশয়ে পঞ্চোপচারে বুধের পূজা করিয়া কর্করী (ঝাড়ী) ও তণ্ডুলের সহিত যথাশক্তি দক্ষিণাপ্রদান করিবে। শ্রীশ্রীবুং বুধায় স্বাহা, এই মন্ত্রে ধনুর্ব্বাণধারী শ্যামবর্ণ বুধের পূজা করিবে। ১-৭

পরে ব্রতী মানব বুধাষ্টমীর পবিত্র কথা শ্রবণ করিবে। পুরাকালে পাটলিপুত্র নগরে

১। সদ্গতিকং ব্রতেহচ্যুত। ২। মুক্তিকামী হি মানবঃ।
৩। কলম্বিকাম্রিকোপেতং।

বসা ভার্য্যা তস্য চাসীৎ কৌশিকঃ পুত্র উত্তমঃ । দুহিতা বিজয়ানাম্নী বনপালো বৃষোঽভবৎ ॥ ৯

গৃহীত্বা কৌশিকস্তঞ্চ গ্রীষ্মে গঙ্গাং গতোঽভবৎ ।
গোপালকৈর্ব্বহুচৌরৈঃ ক্রীড়মানস্ততো বলাৎ ॥ ১০
গঙ্গাতঃ স চ উত্থায় বনং বভ্রাম দুঃখিতঃ ।
জলার্থং বিজয়া চাগাদ্ ভ্রাত্রা সার্দ্ধঞ্চ সাপ্যগাৎ ॥ ১১
পিপাসিতৌ মৃণালার্থী আগতোঽথ সরোবরম্ ।
দিব্যস্ত্রীণাঞ্চ পূজাদীন্ দৃষ্ট্বা চাপ্যথ বিস্মিতঃ ॥ ১২
স তা গত্বা যথাচারং সানুজোঽহং বুভুক্ষিতঃ ।
স্ত্রিয়োঽব্রুবন্ ব্রতং কর্ত্তুং দাস্যামস্তু কুরু ব্রতম্ ॥ ১৩
পত্যর্থং বনপালার্থং পূজয়ামাসতুর্ধ্রুবম্ ।
পুটদ্বয়ং গৃহীত্বান্নং বুভুক্ষাতে প্রদত্তকম্ ॥ ১৪
স্ত্রিয়ো গতা চ বনগৌ বনপালমপশ্যতাম্ ।
চৌরৈর্দত্তং গৃহীত্বাথ প্রদোষে প্রাপ্তবান্ গৃহম্ ॥ ১৫

ধীর নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিত। তাহার ভার্য্যার নাম বস্তা, তাঁহার কৌশিক নামে পুত্র, বিজয়নাম্নী কন্যা ও বনপাল নামে একটি বৃষ ছিল। একদিন গ্রীষ্মাতিশয়প্রযুক্ত ব্রাহ্মণপুত্র কৌশিক সেই বৃষটি লইয়া গঙ্গাতীরে গমনপূর্ব্বক জলমধ্যে ক্রীড়া করিতেছিল, এমন সময় গোপালগণ আগমন করিয়া বলপূর্ব্বক সেই বনপালকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল। তারপর কৌশিক জল হইতে উঠিয়া বনপালকে দেখিতে না পাইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে বনপালের উদ্দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কৌশিকের ভগিনী বিজয়া দৈবাৎ সেই সময়ে গঙ্গাতে জল আনিতে গিয়াছিল। তাহার ভ্রাতাকে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া সেও তাহার সঙ্গে বনভ্রমণে প্রবৃত্ত হইল। কিয়ৎকাল ভ্রমণ করিতে করিতে তাহারা জলপিপাসায় কাতর হইয়া মৃণাল আনয়নার্থ সরোবরে গমন করিল। সরোবরের তীরে গিয়া দেখিতে পাইল যে, অনেকগুলি স্ত্রী সমবেত হইয়া পূজাদি করিতেছে। তাহা দেখিয়া ভ্রাতা ও ভগিনী উভয়ে বিস্মিত হইল। পরে তাহারা সে ব্রতপরায়ণা স্ত্রীদিগের নিকট গমন করিয়া অন্ন প্রার্থনা-পূর্ব্বক বলিল, আমরা উভয়ে ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, তোমরা আমাদিগকে কিঞ্চিৎ অন্ন প্রদান কর। তখন সেই স্ত্রীগণ বলিল, আমরা তোমাদিগকে ব্রতোপযুক্ত সমুদায় উপকরণদ্রব্য প্রদান করিতেছি, তোমরা এই স্থানে ব্রতাচরণ কর। তখন কৌশিক বনপালের প্রাপ্তি-কামনায়, আর বিজয়া পতিকামনায় ব্রতের অর্চনা করিয়া উভয়ে অন্নপত্রপুটে অন্ন ভক্ষণ করিল। ৮–১৪

এইরূপে ব্রত করিয়া স্ত্রীগণও স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিল; কৌশিক এবং বিজয়াও সেই স্থান হইতে চলিয়া গেল। কিয়দ্দূর গমন করিলে কৌশিক বনপালকে দেখিতে পাইল।

বীরঞ্চ দুঃখিতং নত্বা রাজ্যে সুস্থো যথাসুখম্ ।
কন্যাঞ্চ যুবতীং দৃষ্ট্বা কস্মৈ দেয়া সুতা ময়া ॥ ১৬
যমায়েত্যব্রবীদ্দুঃখাৎ সা তাতায় অতসংকল্পাৎ ।
স্বর্গং গতৌ চ পিতরৌ প্রাপ্তং রাজ্যায় কৌশিকঃ ॥ ১৭
চক্রেঽযোধ্যামহারাজ্যং যমায় চ ভগিনীং দদৌ ।
যমোঽপি বিজয়ামাহ গৃহস্থা তব মে পুরে ॥ ১৮
অপশ্যন্মাতরং স্বাং সা পাপযাতনয়া স্থিতাম্ ।
অশোধিষ্যা চ বিজয়া জ্ঞাত্বা বিমুক্তিদং ব্রতম্ ॥ ১৯
চক্রে চ সা ততো মুক্তা মাতা তস্যাস্তদ্ব্রতম্[1] ।
ব্রতপুণ্যপ্রভাবেন স্বর্গং গত্বাবসৎ সুখম্ ॥ ২০

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে বুধাষ্টমীব্রতং নাম
দ্বাত্রিংশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩২ ॥

তখন চৌরগণ প্রণিপাতসহকারে কৌশিকের নিকট ধনপালকে প্রদান করিল। কৌশিক ও বিজয়া উভয়ে ধনপালকে লইয়া সায়ংসময়ে আপন ভবনে উপস্থিত হইল। ইতিপূর্বে বীর পুত্র-কন্যার অদর্শনে দুঃখিত হইয়াছিলেন; কৌশিক তাঁহাকে নমস্কার করিয়া সুখভোগে কালাতিপাত করিলেন। বীর তনয়াকে যুবতী দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আমার এই কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে ইহাকে কাহার হস্তে সমর্পণ করি? বিজয়া তখন দুঃখিত হইয়া বলিল, আমাকে যমের হস্তে সমর্পণ করুন। কিছুদিন পরে কৌশিকের পিতা মাতা স্বর্গে গমন করিলে কৌশিক রাজ্যের অধিপতি হইলেন। তিনি অযোধ্যায় রাজ্যস্থাপন করেন। বিজয়ার প্রার্থনায় যম আগমন করিলেন। কৌশিকও বিজয়াকে যমের হস্তে প্রদান করিলেন। যমরাজ বিজয়াকে বলিলেন, তুমি আমার পুরে গৃহস্বামিনী হইয়া থাকিবে চল। বিজয়া তাহাতে সম্মত হইলেন। তারপর বিজয়া যমপুরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি মাতাকে পাপযাতনায় পরিক্লিষ্ট দেখিয়া মাতার মুক্তির নিমিত্ত বুধাষ্টমীব্রত করিয়াছিলেন। সেই ব্রতের ফলে বিজয়ার মাতা মুক্তি পাইয়া পুনরায় ব্রতাচরণ করিলেন এবং তাহার প্রভাবে স্বর্গে গমন করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ১৬-২০

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে বুধাষ্টমীব্রত নামক দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩২।

১। তস্যাঃ কৃতব্রতা।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

অশোককলিকা হ্যষ্টৌ যে পিবন্তি পুনর্ব্বসৌ।
চৈত্রে মাসি সিতাষ্টম্যাং ন তে শোকমবাপ্নুয়ুঃ॥ ১
ত্বামশোক হরাভীষ্ট মধুমাসসমুদ্ভব।
পিবামি শোকসন্তপ্তো মামশোকং সদা কুরু॥ ২

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে অশোকাষ্টমীব্রতকথনং নাম
ত্রয়স্ত্রিংশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ। ১৩৩।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

শুক্লাষ্টম্যামাশ্বযুজে উত্তরাষাঢ়য়া যুতা। সা মহানবমী প্রোক্তা স্নানদানাদি চাক্ষয়ম্॥ ১
নবমী কেবলা চাপি দুর্গাঞ্চৈব তু পূজয়েৎ। মহাব্রতং মহাপুণ্যং শঙ্করাদ্যৈরনুষ্ঠিতম্॥ ২
অযাচিতাশি ষষ্ঠ্যাদৌ রাজা শত্রুজয়ায় চ[1]। জপ-হোমসমাযুক্তং কন্যাং বা ভোজয়েৎ সদা॥ ৩

ব্রহ্মা কহিলেন,—যাহারা চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষীয় পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী তিথিতে আটটি অশোককলিকা ভক্ষণ করে, তাহারা কদাচ শোকভাগী হয় না। হে অশোক! তুমি হরের প্রিয়, চৈত্র মাসে তোমার উদ্ভব হয়, শোকসন্তপ্ত আমি তোমাকে পান করিতেছি, তুমি আমাকে শোকহীন কর। এই মন্ত্রে অশোককলিকা ভক্ষণ করিবে। ১-২

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে অশোকাষ্টমীব্রত কথন নাম ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩৩।

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়

ব্রহ্মা কহিলেন,—আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রযুক্ত নবমীকে মহানবমী বলে। উক্ত মহানবমীতে স্নানদানাদি কার্য্য করিলে অক্ষয়পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। এই নবমীতে দুর্গার পূজা করিলে অতি পুণ্যপ্রদ মহাব্রত অনুষ্ঠিত হয়। হরাদি দেবগণ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। রাজা শত্রুনাশার্থ ষষ্ঠ্যাদিতে অযাচিত ব্রত করিয়া নবমীতে জপ-

---

১। রাজা শত্রুজয়ায় চ।

দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি স্বাহা মন্ত্রোঽয়ং পূজনাদিষু।
দীর্ঘাকারাভির্মাত্রাভির্নব দেব্যো মন্ত্রাঙ্কিকাঃ॥ ৪
ষড়্ভিঃ পদৈর্নমঃ স্বাহা বষডাদি হৃদাদিকম্।
অঙ্গুষ্ঠাদি-কনিষ্ঠান্তং বিন্যস্য পূজয়েচ্ছিবাম্॥ ৫
অষ্টম্যাং নবদেহানি দারুজান্যেকমেব বা।
তস্মিন্ দেবী প্রকর্তব্যা হৈমী বা রাজতাপি বা॥ ৬
শূলে খড়্গে পুস্তকে বা পটে বা মণ্ডলে যজেৎ।
কপালং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণং তর্জনীং ধনুঃ॥ ৭
ধ্বজং ডমরুকং পাশং বামহস্তেষু বিভ্রতী। শক্তিঞ্চ মুদ্গরং শূলং বজ্রং খড়্গং তথাঙ্কুশম্॥ ৮
শরং চক্রং শলাকাঞ্চ দুর্গাখ্যায়ুধসংযুতাম্। শেষাঃ ষোড়শহস্তাঃ স্যুঃ শলাকং ডমরুং বিনা॥ ৯
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা। চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা॥ ১০
মধ্যে চোগ্রচণ্ডা চ মধ্যাহ্নাগ্নিপ্রভাকৃতিঃ। রোচনা অরুণা কৃষ্ণা নীলা ধূম্রা চ শুক্লকা॥ ১১
পীতা চ পাণ্ডরা প্রোক্তা আলীঢ়েন হরিস্থিতাঃ। মহিষোঽথ সখড়্গাগ্র[1]-প্রকচগ্রহমুষ্টিকা॥ ১২

হোম সমাপনপূর্বক কুমারীদিগকে ভোজন করাইবেন। দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি স্বাহা, এই মন্ত্রে পূজাদি করিবে। দীর্ঘস্বরযুক্ত মন্ত্রে ন্যাস করিতে হয়। নমঃ, স্বাহা, বষট্, হুঁ, বৌষট্ ও ফট্, এই ষট্পদদ্বারা হৃদয়াদিতে ন্যাস করিবে। তারপর অঙ্গুষ্ঠাদি কনিষ্ঠান্ত ন্যাস করিয়া দুর্গার পূজা করিবে। ১-৫

অষ্টমীতে দারুনির্মিত নূতন গৃহ প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে সুবর্ণ বা রজতনির্মিত দেবীর প্রতিমা স্থাপন করিবে। শূলে, খড়্গে, পুস্তকে, পটে বা মণ্ডলেতে দেবীর ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। দেবীর বামহস্তে কপাল, খেটক, ঘণ্টা, দর্পণ, তর্জনী, ধনুঃ, ধ্বজ, ডমরু ও পাশ এই সকল অস্ত্র আছে। দেবীর দক্ষিণহস্তে শক্তি, মুদ্গর, শূল, বজ্র, খড়্গ, অঙ্কুশ, শর, চক্র, শলাকা এই সমুদায় অস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে।— এই সমস্ত অস্ত্রধারিণী দুর্গাদেবীর পূজা করিতে হইবে। অবশিষ্ট দেবীগণ শলাকা ও ডমরু ভিন্ন ষোড়শহস্ত বিশিষ্টা। উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা ও অতিচণ্ডিকা এই সমস্ত দেবীগণের পূজা করিবে। উক্ত অষ্টদেবীর পূজা করিয়া মধ্যাহ্ন অগ্নিপ্রভাকৃতি উগ্রচণ্ডার পূজা করিবে। উগ্রচণ্ডা রোচনাবর্ণা, প্রচণ্ডা অরুণবর্ণা, চণ্ডোগ্রা কৃষ্ণবর্ণা, চণ্ডনায়িকা নীলবর্ণা, চণ্ডা ধূম্রবর্ণা, চণ্ডবতী শুক্লবর্ণা, চণ্ডরূপা পীতবর্ণা, অতিচণ্ডিকা পাণ্ডরবর্ণা। ইঁহারা সকলেই সিংহারূঢ়া, আলীঢ়পদে (বামপদ অগ্রে রাখিয়া) অবস্থিত আছেন। এই সমস্ত দেবীর অগ্রে সখড়্গ মহিষ বিদ্যমান রহিয়াছে। দেবীরা সকলেই মুষ্টিগ্রহণ করিয়াছেন। ৬-১২

১। মাহিষোঽথ সখড়্গাগ্রে।

জপ্ত্বা দশাক্ষরীং বিদ্যাং ত্রিশূলঞ্চ ততো যজেৎ।
নিজয়াং পুস্তকেঽপি পাদুকেঽথ জলেঽপি বা।
বিভিন্নাং যজেৎ পূজামষ্টম্যামুপবাসয়েৎ ॥ ১৩
পঞ্চাব্দং মহিষং ছাগং রাত্রিশেষঞ্চ ঘাতয়েৎ।
বিধিবৎ কালি কালীতি[1] তদ্রুধিরাদিকম্ ॥ ১৪
নৈর্ঋত্যাং পূতনায়ৈব[2] বায়ব্যাং পাপরাক্ষসীম্।
চণ্ডিকায়ৈ[3] তথৈশান্যামাগ্নেয্যাঞ্চ বিদারিকাম্ ॥ ১৫

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে মহানবমীব্রতং নাম
চতুস্ত্রিংশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

মহাকৌশিকমন্ত্রঞ্চ কথয়েঽহং মহাফলম্ ॥ ১

মহাকৌশিকমন্ত্রঃ—ওঁ মহাকৌশিকায় নমঃ। ওঁ হুং হুং প্রস্ফুর জ্বল জ্বল স্ফুর স্ফুর ঘুর ঘুর ঘর ঘর ঘুম ঘুম তব তব তুষ তুষ পুত্র পুত্র ধুম ধুম ধুন ধুন ধম ধম মারয় মারয় দহ দহ মহাপাপহ হতাশহ বিদারয় বিদারয় কম্প কম্প কম্পয় কম্পয় পূরয় পূরয় আবেশয় আবেশয় ওঁ হ্রীং ওঁ হ্রীং হং বং বং হুং ফট্ ফট্ মদ মদ হ্রীং ওঁ হুং নৈর্ঋতায় নমঃ। নির্ঋতয়ে শান্তবায়্।

মহাকৌশিকমন্ত্রেণ মহিষং বলিমর্পয়েৎ ॥ ২

এই সমস্ত দেবতার পূজা করিয়া দশাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে তৎপরে ত্রিশূলের পূজা করিবে। নিজে, পাদুকাতে অথবা জলে দেবীর পূজা করিয়া অষ্টমীতে উপবাস করিয়া থাকিবে। নিজ বিত্তানুসারে পূজা করিতে হইবে। এই পূজাতে পঞ্চবর্ষীয় মহিষ ও ছাগ রাত্রিতে বলিপ্রদান করিবে। তারপর কালি কালি ইত্যাদি মন্ত্রে বিধিপূর্ব্বক সেই রুধির নিবেদন করিবে। নৈর্ঋতভাগে পূতনা, বায়ুকোণে পাপরাক্ষসী, ঈশানকোণে চণ্ডিকা ও অগ্নিকোণে বিদারিকাকে সেই রুধির নিবেদন করিবে। ১১-১৫

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে মহানবমী ব্রত নামক চতুস্ত্রিংশদধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩৪।

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়

ব্রহ্মা কহিলেন,—অনন্তর মহাফলপ্রদ কৌশিকমন্ত্র বলিতেছি। "ওঁ মহাকৌশিকায়

১। কালিকী নৌতিঃ। ২। পূতনায়ৈব। ৩। চণ্ডিকায়।

ততাশ্বতো নৃপঃ স্নায়াৎ শত্রুং কৃত্বা চ পৈষ্টকম্ ।
খড়্গেন ঘাতয়িত্বা তু দদ্যাৎ স্কন্দ-বিশাখয়োঃ ॥ ৩
মাতৃণাঞ্চৈব দেবীনাং পূজা কার্য্যা তথা নিশি ।
ব্রহ্মাণী চৈব মাহেশী কৌমারী বৈষ্ণবী তথা ।
বারাহী চৈব মাহেন্দ্রী চামুণ্ডা চণ্ডিকা তথা ॥ ৪
জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী ।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তু তে ॥ ৫
ক্ষীরাদ্যৈঃ স্নপয়েদ্দেবীং কন্যকাঃ প্রমদাস্তথা ।
দ্বিজাদীংশ্চ পাষণ্ডানন্নদানেন[1] পূজয়েৎ ॥ ৬
ধ্বজ-ছত্র-পতাকাদ্যৈরথযাত্রাসুবর্দ্ধকৈঃ[2] ।
মহানবম্যাং পূজেয়ং সর্ব্বকামাদিদায়িকা ॥ ৭

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে মহানবমীব্রতং নাম
পঞ্চত্রিংশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ । ১৩৫ ।

নমঃ" ইত্যাদি মহাকৌশিক মন্ত্রে বলি নিবেদন করিবে। তারপর রাজা স্নান করিবে এবং পিষ্টকময় শত্রু-প্রতিকৃতি করিয়া তাহাকে খড়্গদ্বারা ছেদন করিয়া স্কন্দ ও বিশাখদেবকে প্রদান করিবে। তারপর নিশাভাগে মাতৃকাগণের পূজা করিবে। ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, মাহেন্দ্রী, চামুণ্ডা, চণ্ডিকা, জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা ও স্বধা, এই সমস্ত দেবতার পূজা করিবে। দেবীকে দুগ্ধাদিদ্বারা স্নান করাইয়া কুমারী ও নারী সকলের অর্চনা করিবে ; আর ব্রাহ্মণাদি ও পাষণ্ডদিগকে অন্নদানাদিদ্বারা পূজা করিবে। ধ্বজ, পতাকা, রথ, যন্ত্রাদিদ্বারা মহানবমীতে দেবীর অর্চনা করিবে। এই পূজা করিলে তাহার ফলে সাধক সর্ব্বত্র জয়ী হইয়া রাজ্যাদি লাভ করিতে পারে। ১-৭

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে মহানবমী ব্রত নামক পঞ্চত্রিংশদধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩৫।

১। অন্নদানেন। ২। পতাকাদ্যৈশ্চ যাত্রাসু বর্দ্ধকৈঃ।

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

নবম্যামাশ্বিনে শুক্লে একভক্তেন পূজয়েৎ ।
দেবীং বিপ্রান্ লক্ষমেকং জপেদ্বীরব্রতী[1] নরঃ ॥ ১

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বীরনবমী-ব্রতং নাম
ষট্‌ত্রিংশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ । ১৩৬ ।

সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

চৈত্রে শুক্লনবম্যাঞ্চ দেবীং দমনকৈর্যজেৎ ।
আয়ুরারোগ্যসৌভাগ্যং শত্রুভিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে দমনাখ্যনবমীব্রতকথনং নাম
সপ্তত্রিংশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ । ১৩৭ ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের নবমীতে একাহারী হইয়া দেবীর ও ব্রাহ্মণের অর্চনা করিয়া ব্রতী মানব মূলমন্ত্র একলক্ষ জপ করিবে । এই ব্রতের নাম বীরনবমীব্রত । ১

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বীরনবমী ব্রত নামক ষট্‌ত্রিংশদধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩৬ ।

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়

ব্রহ্মা কহিলেন,—চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষীয় নবমী তিথিতে দেবীকে দমনকপুষ্প দ্বারা অর্চনা করিবে । এই ব্রত করিলে আয়ুঃ আরোগ্য ও সৌভাগ্য লাভ হয় আর সেই ব্যক্তিকে শত্রুগণ পরাজয় করিতে পারে না । ইহার নাম দমনাখ্যা নবমী । ১

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে দমনাখ্যা নবমী ব্রত কথন নামক সপ্তত্রিংশদধিক
শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩৭ ।

---

১ । বীরব্রতী ইতি বা পাঠঃ ।

অষ্টাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

দশম্যামেকভক্তাশী সমাপ্তে দশধেনুদঃ ।
দিশশ্চ কাঞ্চনীর্দত্ত্বা ব্রহ্মাণ্ডাধিপতির্ভবেৎ ॥ ১

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে দিগ্দশমীব্রতকথনং
নামাষ্টাত্রিংশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

একাদশ্যামৃষিপূজা কার্য্যা সর্ব্বোপকারিকা ।
ধনবান্ পুত্রবান্ স্যাত্[1] ঋষিলোকে মহীয়তে ॥ ১
মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ । প্রচেতাশ্চ বশিষ্ঠশ্চ ভৃগুর্নারদ এব চ ॥ ২

ব্রহ্মা কহিলেন,—দশমীতে একাহারী হইয়া দুর্গাদেবীর অর্চনা করিবে। এইরূপ এক বৎসরকাল যাবৎ প্রতিমাসের দশমীতে ব্রত করিয়া বৎসরান্তে দশ ধেনু এবং কাঞ্চনময় দিক্পতিদিগের মূর্ত্তি প্রদান করিবে। এই ব্রত করিলে, ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হইতে পারা যায়। ইহার নাম দিগ্দশমী ব্রত। ১

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে দিগ্দশমী ব্রত নামক অষ্টত্রিংশদধিক
শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩৮।

ঊনচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়

ব্রহ্মা কহিলেন,—একাদশীতে সর্ব্ববিধ উপচার দ্বারা ঋষিগণের পূজা করিবে। এই ব্রত করিলে ইহকালে ধনবান্ ও পুত্রবান্ হইয়া মরণান্তে ঋষিলোকে বাস করে। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতাঃ, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ,

---

১। পুত্রবাংশ্চান্তে।

চৈত্রাদৌ কারয়েৎ পূজাং মাসৈতান্ দমনোৎসবৈঃ
অশোকাখ্যাষ্টমী প্রোক্তা বীরাখ্যা নবমী তথা ।
দমনাখ্যা দিগ্‌দশমী দমনৈকাদশী তথা ॥ ৩

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডেঽষ্টম্যাদিব্রতকথনং
নামৈকোনচত্বারিংশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৯ ॥

চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

শ্রবণদ্বাদশীং বক্ষ্যে ভুক্তি-মুক্তিপ্রদায়িনীম্ । একাদশী দ্বাদশী চ শ্রবণেন চ সংযুতা ।
বিজয়া সা তিথিঃ প্রোক্তা হরিপূজাদি চাক্ষয়ম্ ॥ ১
একভক্তেন নক্তেন তথৈবাযাচিতেন চ । উপবাসেন দানেন[1] নৈবাদ্বাদশিকো ভবেৎ ॥ ২
কাংস্যং মাংসং তথা ক্ষৌদ্রং লোভং বিতথভাষণম্ ।
ব্যায়ামঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ দিবাস্বপ্নমথাঞ্জনম্ ।
শিলাপিষ্টং মসূরঞ্চ দ্বাদশ্যাং বর্জয়েন্নরঃ ॥ ৩

চৈত্র মাস হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিমাসে দমনক পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা এই সকল তিথির পূজা করিবে । এইরূপে অশোকাষ্টমী, বীরনবমী, দমনাখ্যনবমী ও দিগ্‌দশমী ব্রত করিবে । অন্যত্র নবমী দশমীব্রতও কথিত হইয়াছে । ১-৩

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে অষ্টমী প্রভৃতি ব্রতকথা নামক ঊনচত্বারিংশদধিক
শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৯ ॥

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়

ব্রহ্মা কহিলেন,—অনন্তর শ্রবণদ্বাদশী বলিব । এই শ্রবণদ্বাদশী ব্রত করিলে ভুক্তি মুক্তি লাভ হয় । একাদশী ও দ্বাদশী উভয়ই যদি শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত হয়, তবে তাহাকে বিজয়া বলে । এই তিথিতে হরির পূজাদি করিলে অক্ষয়পুণ্য হইয়া থাকে । একাহার, নক্তভোজন, অযাচিতাশন ও উপবাস ইহার কোন একপ্রকার আচরণ করিলেই ব্রত রক্ষা হয় । একাহারাদিদ্বারা ব্রত ভঙ্গ হয় না । ব্রতদিনে কিঞ্চিৎ দান করা কর্ত্তব্য । কাংস্যপাত্র, মাংস, মধু, লোভ, অসত্যভাষণ, ব্যায়াম, স্ত্রীসম্ভোগ, দিবানিদ্রা, অঞ্জন, শিলাপিষ্টদ্রব্য ও মসুর,

১ । চৈকেনোপেতি বা পাঠঃ ।

মাসি ভাদ্রপদে শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা। মহতী দ্বাদশী জ্ঞেয়া উপবাসে মহাফলা।
সঙ্গমে সরিতাং স্নানে শ্রবণযুক্তা মহাফলা ॥ ৪
কুম্ভে সরত্নে সজলে যজেৎ স্বর্ণে তু বামনম্। সিতবস্ত্রযুগচ্ছন্নং ছত্রোপানদ্যুগান্বিতম্ ॥ ৫
ওঁ নমো বাসুদেবায় শিরঃ সম্পূজয়েৎ ততঃ। শ্রীধরায় মুখং তদ্বৎ কণ্ঠং কৃষ্ণায় বৈ নমঃ ॥ ৬

নমঃ শ্রীপতয়ে বক্ষো ভুজৌ সর্ব্বাস্ত্রধারিণে।
ব্যাপকায় নমঃ কুক্ষৌ কেশবায়োদরং বুধঃ ॥ ৭
ত্রৈলোক্যপতয়ে মেঢ্রং জঙ্ঘে সর্ব্বপতে নমঃ।
সর্ব্বাত্মনে নমঃ পাদৌ নৈবেদ্যং ঘৃতপায়সম্ ॥ ৮
কুম্ভাংশ্চ মোদকান্ দদ্যাজ্জাগরং কারয়েন্নিশি।
স্নাত্বা প্রাতোঽর্চয়িত্বা তু কৃতপুষ্পাঞ্জলির্বদেৎ ॥ ৯

নমো নমস্তে গোবিন্দ বুধ শ্রবণসংজ্ঞক। অঘৌঘসংক্ষয়ং কৃত্বা সর্ব্বসৌখ্যপ্রদো ভব ॥ ১০

প্রীয়তাং দেবদেবেশো বিপ্রেভ্যঃ কলসান্ দদেৎ।
নদ্যাস্তীরেঽথবা কুর্য্যাৎ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ১১

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে শ্রবণদ্বাদশীব্রতং নাম
চত্বারিংশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪০ ॥

শ্রবণদ্বাদশী ব্রতে এই সমস্ত পরিত্যাগ করিবে। ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষে শ্রবণানক্ষত্রযুক্তা যে দ্বাদশী তাহাকে মহাদ্বাদশী বলা যায়। এই দ্বাদশীতে উপবাস করিলে মহাপুণ্য হইয়া থাকে। তত্র বস্ত্রযুগলদ্বারা সমাবৃত ও পাদুকা-যুগল-সমন্বিত জলপূর্ণ স্বর্ণকুম্ভে রত্ননিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাতে বামনদেবের পূজা করিবে। ১-৫

"ওঁ নমো বাসুদেবায়" এই মন্ত্রে মস্তকে পূজা করিবে, এইরূপ শ্রীধরায় নমঃ এই মন্ত্রে মুখ, কৃষ্ণায় নমঃ এই মন্ত্রে কণ্ঠ, শ্রীপতয়ে নমঃ এই মন্ত্রে বক্ষঃ, সর্ব্বাস্ত্রধারিণে নমঃ এই মন্ত্রে ভুজদ্বয়, ব্যাপকায় নমঃ এই মন্ত্রে কুক্ষ, কেশবায় নমঃ এই মন্ত্রে উদর, ত্রৈলোক্যপতয়ে নমঃ এই মন্ত্রে মেঢ্র, সর্ব্বপতয়ে নমঃ এই মন্ত্রে জঙ্ঘাদ্বয়, সর্ব্বাত্মনে নমঃ এই মন্ত্রে পাদদ্বয়, পূজা করিয়া ঘৃত-পায়স দ্বারা নৈবেদ্য প্রদান করিবে। অতঃপর কুম্ভ ও মোদক প্রদান করিয়া রাত্রিতে জাগরণ করিবে এবং স্নান ও পীতবস্ত্রাদি পরিধান করত পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া বলিবে,—হে গোবিন্দ! তোমাকে বারংবার নমস্কার করি। তুমি আমার পাপরাশি সংক্ষয় করিয়া সর্ব্বসুখ প্রদান কর। আমার প্রতি দেবদেবেশ প্রসন্ন হউন, এই কামনায় ব্রাহ্মণদিগকে কলসপ্রদান করিবে। এইরূপে নদীর তীরে অথবা অন্য কোন পবিত্র স্থানে ব্রত করিলে সর্ব্বকামনা পূর্ণ হয়। ৬-১১

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে শ্রবণদ্বাদশীব্রত নামক চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪০।

একচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

কামদেবস্ত্রয়োদশ্যাং পূজ্যো দমনকাদিভিঃ ।
রতিপ্রীতিসমাযুক্তো হ্যশোকো মানভূষিতঃ ॥ ১

ইতি মদনত্রয়োদশীব্রতম্ ॥

চতুর্দ্দশ্যাং তথাষ্টম্যাং পক্ষয়োঃ শুক্ল-কৃষ্ণয়োঃ ।
যোঽব্দমেকং ন ভুঞ্জীত ভুক্তিভাক্ শিবপূজনাৎ ॥

ইতি চতুর্দ্দশ্যষ্টমীব্রতম্ ॥

ত্রিরাত্রোপোষিতো দত্বা কার্ত্তিক্যাং ভবনং শুভ ।
সূর্য্যলোকমবাপ্নোতি ধামব্রতমিদং শুভম্ ॥ ৩
অমাবস্যাং পিতৄণাঞ্চ দত্তং জলাদি চাক্ষয়ম্ ।
নক্তাভ্যাসী বারনাম্না যজন্ ব্যাধিদি সর্ব্বভাক্ ॥ ৪

ইতি বারব্রতানি ॥

দ্বাদশর্ক্ষাণি বিপ্রর্ষে প্রতিমাসঞ্চ যানি বৈ ।
তন্নাম্না চাচ্যুতং কেশ্ সম্যক্ সম্পূজয়েন্নরঃ ॥ ৫

ব্রহ্মা কহিলেন,—ত্রয়োদশীতে দমনকপুষ্পাদিদ্বারা কামদেবের পূজা করিবে। ইহাতে সাধক, রতিপ্রীতিযুক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার সম্মান লাভ করে। ইহার নাম মদনত্রয়োদশী ব্রত। ১

শুক্ল কৃষ্ণ উভয় পক্ষের চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে উপবাসী থাকিয়া শিবের পূজা করিবে। এইরূপে এক বৎসর ব্রত করিলে সাধক সর্ব্বপ্রকার ভোগ লাভ করিতে পারে; ইহার নাম চতুর্দ্দশ্যষ্টমী ব্রত। ২

সাধক ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমাতে শোভনগৃহ প্রদান করিবে। এই ব্রতের ফলে সাধকের সূর্য্যলোক প্রাপ্তি হয়। ইহার নাম ধামব্রত। ৩

অমাবস্যাতে পিতৃলোকের উদ্দেশে জল প্রদান করিলে অক্ষয়ফল হইয়া থাকে। এই ব্রতে দিবাভোজন পরিহার করিয়া রাত্রিতে ভোজন করিবে। এইরূপ বার-নাম উল্লেখ করিয়া ব্রতে পিতৃযজন করিলে, সেই মানব সর্ব্বসম্পদ্ভোগী হইতে পারে। ইহার নাম বারব্রত। ৪

দ্বাদশ মাসে যে যে নক্ষত্র উক্ত আছে, সেই সমস্ত নক্ষত্রের নাম উল্লেখপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া প্রতিমাসে সেই সেই নক্ষত্রযুক্ত দিনে বিষ্ণুর পূজা করিবে যথা—অগ্রহায়ণ মাসে

কেশবং মার্গশীর্ষে তু ইত্যাদৌ কৃত্তিকাদিকে। ঘৃতহোমং চতুর্মাসং কৃশরঞ্চ নিবেদয়েৎ ॥ ৬

আষাঢ়াদৌ পায়সঞ্চ বিপ্রাংস্তেনৈব ভোজয়েৎ।
পঞ্চগব্যজলৈঃ স্নানং নৈবেদ্যৈর্নক্তমাচরেৎ ॥ ৭
অর্ব্বাগ্বিসর্জ্জনাদ্দ্রব্যং নৈবেদ্যং সর্ব্বমুচ্যতে।
বিসর্জ্জিতে জগন্নাথে নির্ম্মাল্যং ভবতি ক্ষণাৎ ॥ ৮
পঞ্চরাত্রবিদো মুখ্যা নৈবেদ্যং ভুঞ্জতে স্বয়ম্।
এবং সংবৎসরস্যান্তে বিশেষেণ প্রপূজয়েৎ ॥ ৯
নমো নমস্তেঽচ্যুত সঙ্ক্ষয়োঽস্তু, পাপস্য বৃদ্ধিং সমুপৈতি পুণ্যম্।
ঐশ্বর্য্যবিত্তাদিসদাক্ষয়ং মে, তথাস্তু মে সন্ততিরক্ষয়ৈব ॥ ১০
যথাচ্যুত ত্বং পরতঃ পরস্মাৎ, স ব্রহ্মভূতঃ পরতঃ পরস্মাৎ।
তথাচ্যুতং মে কুরু বাঞ্ছিতং ত্বম্ময়া কৃতং পাপহরাপ্রমেয়[১] ॥ ১১

অচ্যুতানন্ত গোবিন্দ প্রসীদ যদভীপ্সিতম্। তদক্ষয়মমেয়াত্মন্ কুরুষ্ব পুরুষোত্তম ॥ ১২

মৃগশিরানক্ষত্রযুক্ত দিনে কেশবের পূজা করিতে হইবে। পৌষমাসে পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত দিনে নারায়ণের, মাঘমাসে মঘানক্ষত্রে মাধবের, ফাল্গুনমাসে পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্রে গোবিন্দের, চৈত্রমাসে চিত্রানক্ষত্রে বিষ্ণুর, বৈশাখমাসে বিশাখানক্ষত্রে মধুসূদনের, জ্যৈষ্ঠমাসে জ্যেষ্ঠা-নক্ষত্রে ত্রিবিক্রমের, আষাঢ়মাসে পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রে বামনের, শ্রাবণমাসে শ্রবণানক্ষত্রে শ্রীধরের, ভাদ্রমাসে পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে হৃষীকেশের, আশ্বিন মাসে অশ্বিনীনক্ষত্রের দিনে পদ্মনাভের এবং কার্ত্তিকমাসে কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত দিনে দামোদরের পূজা করিবে। চারিমাস পর্য্যন্ত ঘৃতহোম করিয়া কৃশরা নিবেদন করিবে। ৩-৬

আষাঢ়াদি মাসে পায়স নিবেদন করিয়া সেই পায়সদ্বারা ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হয়; আর পঞ্চগব্য জলদ্বারা দেবতাকে স্নান করাইয়া রাত্রিতে নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিবে। দেবতার বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে সর্ব্বদ্রব্যই নৈবেদ্য থাকে, পরন্তু দেবতার বিসর্জ্জন করিলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত দ্রব্যই নির্ম্মাল্য হইয়া যায়। যাঁহারা পঞ্চরাত্রবিধানজ্ঞ, তাঁহাদিগকে উক্ত নৈবেদ্য ভক্ষণ করিতে দিবে। এইরূপে একবৎসর ব্রত করিয়া বৎসরান্তে সবিশেষ পূজা করিবে। ব্রত সম্পূর্ণ হইলে ব্রতী মানব বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করিবে, যথা—হে অচ্যুত! আমি তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি। আমার পাপক্ষয় হইয়া পুণ্যের বৃদ্ধি হউক, সর্ব্বদা ঐশ্বর্য্যবিত্তাদি ও সন্ততি অক্ষয় হইয়া থাকুক। হে অচ্যুত! তুমি পরাৎপর পরব্রহ্ম, আমার বাঞ্ছিত ফল অক্ষয় কর। হে অপ্রমেয়! আমি যে সকল পাপ করিয়াছি, তুমি সেই সকল পাপের নাশ কর। ৭-১১

হে অচ্যুত! হে অনন্ত! হে গোবিন্দ! হে অমেয়াত্মন্! হে পুরুষোত্তম! তুমি

১। বাঞ্ছিতং সদা যয়া কৃতং পাপহরাপ্রমেয়।

কুর্য্যাদেবং সপ্ত বর্ষাণি আয়ুঃশ্রীসুকৃতিং[1] নরঃ।
উপোষ্যৈকাদশীমষ্টমীঞ্চ চতুর্দ্দশীম্ ॥ ১৩
সপ্তমীং পূজয়েদ্বিষ্ণুং দুর্গাং শম্ভুং রবিং ক্রমাৎ।
দেবাং লোকং সমাপ্নোতি সর্ব্বকামাংশ্চ নির্ম্মলঃ ॥ ১৪
একভক্তেন নক্তেন তথৈবাযাচিতেন চ।
উপবাসেন শাকাদ্যৈঃ পূজয়ন্ সর্ব্বদেবতাঃ ॥ ১৫
সর্ব্বাঃ সর্ব্বাসু তিথিষু ভুক্তিমুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৬
ধনদোঽগ্নিঃ প্রতিপদি নাসত্যো যম অর্চ্চিতঃ।
শ্রীর্যমশ্চ দ্বিতীয়ায়াং পঞ্চম্যাং পার্ব্বতী প্রিয়া ॥ ১৭
নাগাঃ ষষ্ঠ্যাং কার্ত্তিকেয়ঃ সপ্তম্যাং ভাস্করোঽর্থদঃ।
দুর্গাষ্টম্যাং মাতরশ্চ[2] নবম্যামথ তক্ষকঃ ॥ ১৮
দশম্যামিন্দ্রো ধনদ একাদশ্যাং মুনীশ্বরাঃ। দ্বাদশ্যাঞ্চ হরিঃ কামস্ত্রয়োদশ্যাং মহেশ্বরঃ।
চতুর্দ্দশ্যাং পঞ্চদশ্যাং ব্রহ্মা চ পিতরোঽপরে ॥ ১৯

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে সর্ব্বতিথিব্রতানি নামৈকচত্বারিংশদধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪১ ॥

আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার অভিলষিত বিষয় অক্ষয় কর। আয়ু, শ্রী ও সদ্গতি কামী মানব সপ্তবর্ষ উক্তরূপে ব্রতাচরণ করিবে। উপবাসী থাকিয়া একাদশীতে বিষ্ণুর, অষ্টমীতে দুর্গার, চতুর্দ্দশীতে শম্ভুর ও সপ্তমীতে সূর্য্যের পূজা করিবে। এইরূপ একবৎসর ব্রত করিবে। এই ব্রতের পুণ্যফলে দেবলোকে গমন, সর্ব্বপাপ মোচন ও সর্ব্বকাম সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। একাহারী, নক্তভোজী, অযাচিতাশী বা উপবাসী হইয়া শাকাদি যথাসম্ভব উপচারে দেবতা-দিগের পূজা করিবে, এইরূপে সকল তিথিতে সকল দেবতার পূজা করিলে ভুক্তিমুক্তি লাভ করিতে পারে। প্রতিপৎ তিথিতে কুবের, অগ্নি, অশ্বিনীকুমার এই সমস্ত দেবতার পূজা করিবে। এইরূপ দ্বিতীয়াতে শ্রী ও যম, পঞ্চমীতে পার্ব্বতী, ষষ্ঠীতে নাগগণ, সপ্তমীতে ভাস্কর ও দুর্গা, অষ্টমীতে মাতৃগণ, নবমীতে তক্ষক, দশমীতে ইন্দ্র ও কুবের, একাদশীতে মুনিগণ, দ্বাদশীতে হরি, ত্রয়োদশীতে কামদেব, চতুর্দ্দশীতে মহেশ্বর, পূর্ণিমাতে ব্রহ্মা ও অমাবস্যাতে পিতৃগণের অর্চ্চনা করিবে। ১২-১৯

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে সর্ব্বতিথির ব্রতবিধান নামক একচত্বারিংশদধিক
শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪১।

১। আয়ুঃশ্রীসন্ততিং। ২। মাতরশ্চ।

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

৪৩৪

রাজ্ঞাং বংশান্ প্রবক্ষ্যামি বংশানুচরিতানি চ
বিষ্ণুনাভ্যম্বুজাদ্ ব্রহ্মা দক্ষোঽঙ্গুষ্ঠাচ্চ তস্য বৈ ॥ ১
ততোঽদিতির্বিবস্বাংশ্চ ততো বিবস্বতঃ সুতঃ ।
মনুরিক্ষ্বাকুঃ শর্যাতির্নৃগো ধৃষ্টঃ পৃষধ্রকঃ ।
নরিষ্যন্তশ্চ নাভাগো দিষ্টঃ করূষ[1] এব চ ॥ ২
মনোরাসীদিলা কন্যা সুদ্যুম্নোঽস্য সুতোঽভবৎ ।
ইলায়াস্তু বুধাজ্জাতো রাজা[2] রুদ্রপুরূরবাঃ ।
সুতাস্ত্রয়শ্চ সুদ্যুম্নাদুৎকলো বিনতো গয়ঃ ॥ ৩
অভূচ্ছূদ্রো গোবধাৎ তু পৃষধ্রশ্চ মনোঃ সুতঃ ।
করূষাৎ ক্ষত্রিয়া জাতা কারূষা ইতি বিশ্রুতাঃ ॥ ৪
দিষ্টপুত্রস্তু নাভাগো বৈশ্যতামগমৎ স চ । তস্মাদ্ ভলন্দনঃ পুত্রো বৎসপ্রীতির্ভলন্দনাৎ ॥ ৫
ততঃ প্রাংশুঃ খনিত্রোঽভূৎ ক্ষুপস্তস্মাত্ততঃ ক্ষুপঃ ।
ক্ষুপাদ্বিংশোঽভবৎ পুত্রো বিংশাজ্জাতো বিবিংশকঃ ॥ ৬
বিবিংশাচ্চ খনীনেত্রো বিভূতিস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ ।
করন্ধমো বিভূতেস্তু ততো জাতো হ্যবিক্ষিতঃ ॥ ৭

হরি কহিলেন,—অনন্তর রাজাদিগের বংশ ও বংশানুচরিত বলিতেছি। বিষ্ণুর নাভি-কমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষের উৎপত্তি হইয়াছিল। দক্ষ হইতে অদিতি ও অদিতি হইতে সূর্য্যের জন্ম হয়। সূর্য্য হইতে মনু, মনু হইতে ইক্ষ্বাকু, শর্য্যাতি, নৃগ, ধৃষ্ট, পৃষধ্র, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, দিষ্ট এবং করূষ উৎপন্ন হন। সূর্য্যপুত্র মনুর ইলা নামে একটী কন্যা হয়, কালক্রমে এই ইলাই সুদ্যুম্ন নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। চন্দ্রতনয় বুধের সহিত ইলার সঙ্গম হইলে বুধের ঔরসে ইলার গর্ভে রজঃ, রুদ্র ও পুরূরবাঃ এই তিন পুত্র জন্মে; আর সুদ্যুম্ন হইতে উৎকল, বিনত ও গয়, এই তিন পুত্র উৎপন্ন হয়। মনুর পুত্র পৃষধ্র গোবধ করিয়াছিলেন, তিনি সেই পাপে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েন। অনন্তর করূষ হইতে যে সকল ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি হয়, তাহারা কারূষ নামে খ্যাত হইয়াছে। মনুতনয় দিষ্টের নাভাগ নামে এক পুত্র জন্মে, ঐ নাভাগ বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়েন। নাভাগের এক পুত্র হয়, তাহার নাম ভলন্দন এবং ভলন্দনের যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম বৎসপ্রীতি। ১-৫

ভলন্দনের প্রাংশু ও খনিত্র নামে দুই পুত্র জন্মে। খনিত্রের এক পুত্র জন্মে, তাহার নাম ক্ষুপ। ক্ষুপের পুত্র বিংশ, বিংশের পুত্রের নাম বিবিংশ, বিবিংশ হইতে খনীনেত্র নামে এক

১। করূষক। ২। রজো।

মরুত্তোঽবিক্ষিতস্যাপি নরিষ্যন্তস্ততঃ স্মৃতঃ। নরিষ্যন্তাদ্দমো[1] জাতস্ততোঽভূদ্রাজবর্দ্ধনঃ ॥ ৮
রাজবর্দ্ধনাৎ সুধৃতিশ্চ নরোঽভূচ্চ সুধৃতেঃ সুতঃ। নরাচ্চ কেবলঃ পুত্রঃ কেবলাদ্ধুন্ধুমানপি ॥ ৯
ধুন্ধুমতো বেগবাংশ্চ বুধো বেগবতঃ সুতঃ। তৃণবিন্দুর্বুধাজ্জাতঃ কন্যা চৈলবিলা তথা ॥ ১০
বিশালং জনয়ামাস তৃণবিন্দোরলম্বুষা। বিশালাদ্ধেমচন্দ্রোঽভূদ্ধেমচন্দ্রাচ্চ চন্দ্রকঃ ॥ ১১

ধূম্রাশ্বশ্চৈব চন্দ্রাত্তু ধূম্রাশ্বাৎ সৃঞ্জয়স্তথা।
সৃঞ্জয়াৎ সহদেবোঽভূৎ কৃশাশ্বঃ সহদেবতোঽভবৎ ॥ ১২

কৃশাশ্বাৎ সোমদত্তস্তু ততোঽভূজ্জনমেজয়ঃ। তৎপুত্রশ্চ সুমতিশ্চ[2] এতে বৈশালকা নৃপাঃ ॥ ১৩
শর্য্যাতেশ্চ সুকন্যাভূৎ সা ভার্য্যা চ্যবনস্য তু। আনর্ত্তো নাম শর্য্যাতেরানর্ত্তাদ্রেবতোঽভবৎ[3] ॥ ১৪
রৈবতো রেবতস্যাপি রৈবতাদ্রেবতী সুতা। ধৃষ্টস্য ধার্ষ্টকং ক্ষত্রং বৈশ্যকং তদভূৎ হ ॥ ১৫

নাভাগপুত্রো নেদিষ্ঠো হ্যম্বরীষোঽপি তৎসুতঃ।
অম্বরীষাদ্বিরূপোঽভূৎ পৃষদশ্বো বিরূপতঃ ॥ ১৬

পুত্রের জন্ম হয়, তাহার পুত্রের নাম বিভূতি; বিভূতির যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম করন্ধম; করন্ধম হইতে অবিক্ষিত নামে পুত্রের জন্ম হইয়াছিল। অবিক্ষিতের যে পুত্র হয়, তাহার নাম মরুত্ত; মরুত্ত হইতে নরিষ্যন্তের জন্ম হয়। নরিষ্যন্ত হইতে দমনামে পুত্র জন্মে এবং দম হইতে রাজবর্দ্ধন নামে পুত্রের উৎপত্তি হয়। রাজবর্দ্ধনের পুত্রের নাম সুধৃতি, সুধৃতি হইতে নর নামে এক পুত্র জন্মে। নরের যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহার নাম কেবল; কেবলের পুত্রের নাম ধুন্ধুমান্। ধুন্ধুমানের এক পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহার নাম বেগবান্; বেগবানের বুধ নামে পুত্র জন্মে। বুধ হইতে তৃণবিন্দু নামে পুত্র ও ঐলবিলা কন্যার উৎপত্তি হয়। ৮-১০

তৃণবিন্দুর ঔরসে অলম্বুষা বিশাল নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। বিশাল হইতে হেমচন্দ্র নামে পুত্রের উৎপত্তি হয়; হেমচন্দ্র হইতে চন্দ্র নামে পুত্র জন্মে। চন্দ্র হইতে ধূম্রাশ্বের জন্ম হয়। ধূম্রাশ্বের যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম সৃঞ্জয়। সৃঞ্জয় হইতে সহদেব নামে এক পুত্র জন্মে; সহদেবের পুত্রের নাম কৃশাশ্ব। কৃশাশ্বের পুত্রের নাম সোমদত্ত। সোমদত্তের পুত্রের নাম জনমেজয়। জনমেজয়ের যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম সুমতি। এই সমুদায় রাজগণ বিশালা নগরীর অধিপতি। শর্য্যাতির এক কন্যা জন্মে, তাহাকে চ্যবন ঋষি বিবাহ করেন শর্য্যাতির যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম আনর্ত্ত; আনর্ত্ত হইতে রেবক ও রেবত এই দুই পুত্রের উৎপত্তি হয়। রেবতের এক পুত্র হয়, তাহার নাম রৈবতক, তাহার কন্যার নাম রেবতী। মনুতনয় ধৃষ্টের যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম ধার্ষ্টক। এই ধার্ষ্টক ক্ষত্রিয় হইয়া বৈশ্যধর্ম্ম আশ্রয় করেন। মনুপুত্র নাভাগের নেদিষ্ঠ নামে এক পুত্র জন্মে, সেই নেদিষ্ঠের যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহার নাম অম্বরীষ। ১১-১৬

অম্বরীষের যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম বিরূপ, বিরূপের পুত্রের নাম পৃষদশ্ব। পৃষদশ্ব

১। দমো। ২। সুমতিশ্চ। ৩। রেবতকোঽভবৎ।

রথীতরশ্চ[১] তৎপুত্রো বাসুদেবপরায়ণঃ। ইক্ষ্বাকোস্তু ত্রয়ঃ পুত্রা বিকুক্ষি-নিমি-দণ্ডকাঃ ॥ ১৭
ইক্ষ্বাকুতো বিকুক্ষিস্তু শশাদঃ শশভক্ষণাৎ। পুরঞ্জয়ঃ শশাদাচ্চ ককুৎস্থাখ্যোঽভবৎ সুতঃ ॥ ১৮
অনেনাস্তু ককুৎস্থাচ্চ পৃথুঃ পুত্রস্ত্বনেনসঃ। বিশ্বরাতঃ পৃথোঃ পুত্র আর্দ্রোঽভূদ্বিশ্বরাতজঃ ॥ ১৯
যুবনাশ্বোঽভবচ্চার্দ্রাৎ শ্রাবস্তো যুবনাশ্বতঃ বৃহদশ্বশ্চ শ্রাবস্তাৎ তৎপুত্রঃ কুবলাশ্বকঃ ॥ ২০

ধুন্ধুমারো হি বিখ্যাতো দৃঢ়াশ্বশ্চ ততোঽভবৎ।
চন্দ্রাশ্বঃ কপিলাশ্বশ্চ হর্য্যশ্বশ্চ দৃঢ়াশ্বতঃ ॥ ২১

হর্য্যশ্বাচ্চ নিকুম্ভোঽভূদ্ধিতাশ্বশ্চ নিকুম্ভতঃ। পূজাশ্বশ্চ হিতাশ্বাচ্চ তৎসুতো যুবনাশ্বকঃ ॥ ২২
যুবনাশ্বাচ্চ মান্ধাতা বিন্দুমন্তস্ততোঽভবৎ। মুচুকুন্দোঽম্বরীষশ্চ পুরুকুৎসস্ত্রয়ঃ সুতাঃ।
পঞ্চাশৎ কন্যকাশ্চৈব ভার্য্যাস্তাঃ সৌভরের্মুনেঃ ॥ ২৩
যুবনাশ্বোঽম্বরীষাচ্চ হরিতো যুবনাশ্বতঃ। পুরুকুৎসান্নর্ম্মদায়াং ত্রসদস্যুরভূৎ সুতঃ ॥ ২৪
অনরণ্যস্ততো জাতো হর্য্যশ্বোঽনরণ্যতঃ। তৎপুত্রোঽভূদ্বসুমনাস্ত্রিধন্বা তস্য চাত্মজঃ ॥ ২৫

হইতে রথীতর নামে এক পুত্র জন্মে, এই রথীতর বাসুদেবের ভক্ত ছিলেন। ইক্ষ্বাকুর যে তিনটি পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের প্রথমের নাম বিকুক্ষি, দ্বিতীয়ের নাম নিমি, তৃতীয়ের নাম দণ্ডক। ইক্ষ্বাকুতনয় বিকুক্ষি যজ্ঞীয় শশক ভক্ষণ করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত তিনি শশাদ নামে বিখ্যাত হয়েন। এই শশাদের এক পুত্র হয়, তাহার নাম পুরঞ্জয়, পুরঞ্জয়ের পুত্রের নাম ককুৎস্থ। ককুৎস্থ হইতে অনেনা নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়; অনেনার যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম পৃথু। পৃথু হইতে বিশ্বরাত নামে পুত্রের উৎপত্তি হয়, বিশ্বরাত হইতে আর্দ্র নামে এক পুত্র জন্মে। আর্দ্রের পুত্রের নাম যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের যে পুত্র হয়, তাহার নাম শ্রাবস্ত। শ্রাবস্তের এক পুত্র হয়, তাহার নাম বৃহদশ্ব, বৃহদশ্ব হইতে কুবলাশ্বের জন্ম হয়। ১৮-২০

এই কুবলাশ্ব হইতে দৃঢ়াশ্ব নামে এক পুত্র জন্মে। এই দৃঢ়াশ্ব ধুন্ধুমার নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। দৃঢ়াশ্বের তিন পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের মধ্যে প্রথম চন্দ্রাশ্ব, দ্বিতীয় কপিলাশ্ব, তৃতীয় হর্য্যশ্ব। দৃঢ়াশ্ব-তনয় হর্য্যশ্ব হইতে নিকুম্ভ নামে এক পুত্র জন্মে; নিকুম্ভ হইতে হিতাশ্ব নামে পুত্রের উৎপত্তি হয়। হিতাশ্বের পূজাশ্ব নামে এক পুত্র হয়, পূজাশ্বের যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম যুবনাশ্ব। যুবনাশ্বের পুত্রের নাম মান্ধাতা, মান্ধাতার পুত্রের নাম বিন্দুমন্ত। বিন্দুমন্তের পুত্র মুচুকুন্দ, অম্বরীষ ও পুরুকুৎস। ঐ বিন্দুমন্তের পঞ্চাশটি কন্যা জন্মে, তাহারা সকলেই সৌভরিমুনির ভার্য্যা। অম্বরীষের পুত্র যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের পুত্র হরিত। পুরুকুৎসের ঔরসে নর্ম্মদার গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ত্রসদস্যু। ত্রসদস্যুর তনয় অনরণ্য, অনরণ্যের পুত্র হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্বের পুত্র বসুমনাঃ; বসুমনার পুত্র ত্রিধন্বা। ২১-২৫

১। রথীনরশ্চ।

ত্রয্যারুণস্য পুত্রস্তু সত্যব্রতঃ[1] সুতঃ। যস্ত্রিশঙ্কুঃ সমাখ্যাতো হরিশ্চন্দ্রোঽভবৎ ততঃ ॥ ২৬

হরিশ্চন্দ্রাদ্রোহিতাখ্যো হরিতো রোহিতাত্ততঃ।

হরিতস্য সুতশ্চঞ্চুশ্চঞ্চোশ্চ বিজয়ঃ সুতঃ ॥ ২৭

বিজয়াদ্রুরুকো জজ্ঞে রুরুকাত্তু বৃকঃ সুতঃ।

বৃকাদ্বাহুর্যোঽভূচ্চ বাহোস্তু সগরঃ স্মৃতঃ ॥ ২৮

ষষ্টিপুত্রসহস্রাণি সুমত্যাং সগরোদ্ভবঃ। কেশিন্যামেক এবাসাবসমঞ্জসসংজ্ঞকঃ ॥ ২৯

তস্যাংশুমান্ সুতো বিদ্বান্ দিলীপস্তৎসুতোঽভবৎ।

ভগীরথো দিলীপাচ্চ যো গঙ্গামানয়দ্ভুবম্ ॥ ৩০

শ্রুতো ভগীরথসুতো নাভাগশ্চ শ্রুতাৎ কিল।

নাভাগদম্বরীষোঽভূৎ সিন্ধুদ্বীপোঽম্বরীষতঃ ॥ ৩১

সিন্ধুদ্বীপাচ্চায়ুতায়ুর্ঋতুপর্ণস্তদাত্মজঃ। ঋতুপর্ণাৎ সর্ব্বকামঃ সুদাসোঽভূৎ তদাত্মজঃ ॥ ৩২

সুদাসস্য চ সৌদাসো নাম্না মিত্রসহঃ স্মৃতঃ। কল্মাষপাদসংজ্ঞশ্চ মদয়ন্ত্যাং[2] তদাত্মজঃ ॥ ৩৩

অশ্মকাখ্যোঽভবৎ[3] পুত্রো মূলকাখ্যকোঽভবৎ।

ততো দশরথো রাজা তস্য চৈলবিলঃ সুতঃ ॥ ৩৪

তস্য বিশ্বসহঃ পুত্রঃ খট্বাঙ্গশ্চ তদাত্মজঃ। খট্বাঙ্গাদ্দীর্ঘবাহুশ্চ দীর্ঘবাহোরজঃ সুতঃ ॥ ৩৫

অজপুত্রো দশরথশ্চত্বারস্তৎসুতাঃ স্মৃতাঃ। রাম-লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্ন-ভরতাশ্চ মহাবলাঃ ॥ ৩৬

ত্রিধন্বার তনয় ত্রয্যারুণ, ত্রয্যারুণের তনয় সত্যব্রত, এই সত্যব্রত ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হয়েন। ত্রিশঙ্কুতনয়ের নাম হরিশ্চন্দ্র। হরিশ্চন্দ্রের তনয়ের নাম রোহিতাশ্ব, রোহিতাশ্বের পুত্র হরিত, হরিতের তনয় চঞ্চু, চঞ্চুর তনয় বিজয়, বিজয়ের তনয় রুরুক, রুরুকের তনয় বৃক, বৃকের তনয় বাহু, ইনি রাজা হইয়াছিলেন। বাহুর তনয় সগর। সগরের সুমতিনাম্নী পত্নীতে ষষ্টিসহস্র তনয় এবং কেশিনীনাম্নী ভার্য্যাতে একমাত্র তনয় হয়, তাহার নাম অসমঞ্জস অসমঞ্জসের তনয় অংশুমান্, অংশুমানের তনয় দিলীপ, দিলীপের তনয় ভগীরথ, এই ভগীরথ গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনয়ন করেন। ২৬-৩০

ভগীরথের তনয় শ্রুত, শ্রুতের তনয় নাভাগ, নাভাগের তনয় অম্বরীষ, অম্বরীষের তনয় সিন্ধুদ্বীপ, সিন্ধুদ্বীপের তনয় অযুতায়ুঃ, অযুতায়ুর তনয় ঋতুপর্ণ। ঋতুপর্ণের তনয় সর্ব্বকাম, সর্ব্বকামের তনয় সুদাস, সুদাসের তনয় সৌদাস, ইনি মিত্রসহ নামে বিখ্যাত হয়েন। সুদাসের মদয়ন্তী নামে স্ত্রীতে কল্মাষপাদ নামে এক তনয় জন্মে। কল্মাষপাদের তনয় অশ্মক, অশ্মকের তনয় মূলক, মূলকের তনয় দশরথ, দশরথের তনয় ঐলবিল, ঐলবিলের তনয়ের নাম বিশ্বসহ, বিশ্বসহের তনয় খট্বাঙ্গ, খট্বাঙ্গের তনয় দীর্ঘবাহু, দীর্ঘবাহুর তনয় অজ; অজের তনয় দশরথ; দশরথের চারি তনয় জন্মে,—প্রথম রাম, দ্বিতীয় ভরত,

---

১। সত্যব্রতঃ। ২। দময়ন্ত্যাং। ৩। অশ্মকাখ্যোঽভবৎ।

রামাৎ কুশ-লবৌ জাতৌ ভরতাৎ তার্ক্ষ্য-পুষ্করৌ । চিত্রাঙ্গদশ্চন্দ্রকেতুর্লক্ষ্মণাৎ সমভূবতুঃ ॥ ৩৭
সুবাহু-শূরসেনৌ চ শত্রুঘ্নাৎ সমভূবতুঃ । কুশস্য চাতিথিঃ পুত্রো নিষধো হ্যতিথেঃ সুতঃ ॥ ৩৮
নিষধস্য নলঃ পুত্রঃ নলস্য চ নভাঃ স্মৃতঃ । নভসঃ পুণ্ডরীকস্তু ক্ষেমধন্বা তদাত্মজঃ ॥ ৩৯

দেবানীকস্তস্য পুত্রো দেবানীকাদহীনকঃ ।
অহীনকাদ্রুরুর্জজ্ঞে পারিপাত্রো রুরোঃ সুতঃ ॥ ৪০

পারিপাত্রাদ্দলো জজ্ঞে দলপুত্রশ্ছলঃ স্মৃতঃ । ছলাদুক্থস্তু উক্থাদ্বজ্রনাভস্ততো গণঃ ॥ ৪১

উষিতাশ্বো[1] গণাজ্জজ্ঞে ততো বিশ্বসহোঽভবৎ ।
হিরণ্যনাভস্তৎপুত্র-স্তৎপুত্রঃ পুষ্পকঃ স্মৃতঃ ॥ ৪২

ধ্রুবসন্ধিরভূৎ পুষ্পাৎ ধ্রুবসন্ধেঃ সুদর্শনঃ । সুদর্শনাদগ্নিবর্ণঃ পদ্মবর্ণোঽগ্নিবর্ণতঃ ॥ ৪৩
শীঘ্রস্তু পদ্মবর্ণাৎ তু শীঘ্রাৎ পুত্রো মরুস্ত্বভূৎ । মরোঃ প্রসুশ্রুতঃ পুত্রস্তস্য চোদাবসুঃ সুতঃ ॥ ৪৪

উদাবসোর্নন্দিবর্ধনোঽভূৎ সুকেতুর্নন্দিবর্ধনাৎ ।
সুকেতোর্দেবরাতোঽভূদ্ বৃহদুক্থস্ততঃ সুতঃ ॥ ৪৫

বৃহদুক্থান্মহাবীর্য্যঃ সুধৃতিস্তস্য চাত্মজঃ । সুধৃতের্ধৃষ্টকেতুশ্চ হর্য্যশ্বো ধৃষ্টকেতুতঃ ॥ ৪৬

হর্য্যশ্বাৎ তু মরুর্জাতো মরোঃ প্রতীন্ধকোঽভবৎ ।
প্রতীন্ধকাৎ কৃতিরথো দেবমীঢ়স্তদাত্মজঃ ॥ ৪৭

তৃতীয় লক্ষ্মণ, চতুর্থ শত্রুঘ্ন। ইঁহারা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত। রামের তনয় কুশ ও লব; ভরতের তনয় তার্ক্ষ্য ও পুষ্কর। লক্ষ্মণের তনয় চিত্রাঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু। শত্রুঘ্নের তনয় সুবাহু ও শূরসেন। কুশের অতিথি নামে তনয় জন্মে; অতিথির তনয়ের নাম নিষধ; নিষধের তনয় নল; নলের তনয় নভস। নভসের তনয় পুণ্ডরীক; পুণ্ডরীকের তনয় ক্ষেমধন্বা। ক্ষেমধন্বার তনয় দেবানীক; দেবানীকের তনয় অহীনক। অহীনকের রুরু নামে এক তনয় জন্মে; রুরুর যে তনয় হয়, তাহার নাম পারিপাত্র। ৩৭-৪০

পরিপাত্রের তনয় দল। দলের তনয় ছল। ছলের তনয়ের নাম উক্থ। উক্থের তনয়ের নাম বজ্রনাভ। বজ্রনাভের তনয়ের নাম গণ। গণের তনয় উষিতাশ্ব। উষিতাশ্বের তনয়ের নাম বিশ্বসহ। বিশ্বসহের যে তনয় জন্মে, তাহার নাম হিরণ্যনাভ। হিরণ্যনাভের তনয় পুষ্পক। পুষ্পকের তনয় ধ্রুবসন্ধি। ধ্রুবসন্ধির তনয় সুদর্শন। সুদর্শন হইতে অগ্নিবর্ণের জন্ম হয়। অগ্নিবর্ণের তনয় পদ্মবর্ণ। পদ্মবর্ণের তনয় শীঘ্র; শীঘ্রের তনয়ের নাম মরু; মরুর তনয় প্রসুশ্রুত; প্রসুশ্রুতের তনয় উদাবসু। উদাবসুর তনয় নন্দিবর্দ্ধন, নন্দিবর্দ্ধনের তনয় সুকেতু, সুকেতুর তনয় দেবরাত, দেবরাতের তনয়ের নাম বৃহদুক্থ। ৪১-৪৫

বৃহদুক্থের তনয় মহাবীর্য্য, মহাবীর্য্যের তনয় সুধৃতি, সুধৃতির তনয় ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টকেতুর তনয় হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্বের তনয় মরু, মরুর তনয় প্রতীন্ধক, প্রতীন্ধকের তনয় কৃতিরথ, কৃতিরথের

১। উষিতাশ্বো।

বিবুধো দেবমীঢাচ্চ বিবুধাচ্চ মহাধৃতিঃ। মহাধৃতেঃ কৃতিরাতো মহারোমা তদাত্মজঃ ॥ ৪৮
মহারোম্ণঃ স্বর্ণরোমা হ্রস্বরোমা তদাত্মজঃ। সীরধ্বজো হ্রস্বরোম্ণস্তস্য সীতাভবৎ সুতা ॥ ৪৯
ভ্রাতা কুশধ্বজস্তস্য সীরধ্বজাত্তু ভানুমান্। শতদ্যুম্নো ভানুমতঃ শতদ্যুম্নাচ্ছুচিঃ স্মৃতঃ ॥ ৫০
ঊর্জনামা শুচেঃ পুত্রঃ সনদ্বাজস্তদাত্মজঃ। সনদ্বাজাৎ কুলির্জাতোঽঞ্জনস্তু কুলেঃ সুতঃ ॥ ৫১
অঞ্জনাত্তু কুলজিৎ তস্যাপি চাধিনেমিকঃ। শ্রুতায়ুস্তস্য পুত্রোঽভূৎ সুপার্শ্বস্তদাত্মজঃ ॥ ৫২
সুপার্শ্বাৎ সৃঞ্জয়ো জাতঃ ক্ষেমারিঃ সৃঞ্জয়াৎ স্মৃতঃ। ক্ষেমারিতস্ত্বনেনাশ্চ তস্য রামরথঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৩
সত্যরথো রামরথাত্তস্মাদুপগুরুঃ স্মৃতঃ। উপগুরোরুপগুপ্তঃ স্বাগতশ্চোপগুপ্ততঃ ॥ ৫৪
অনরঃ[1] স্বাগতাজ্জজ্ঞে সুবর্চাস্তস্য চাত্মজঃ। সুবর্চসঃ সুপার্শ্বশ্চ সুশ্রুতশ্চ সুপার্শ্বতঃ ॥ ৫৫
জয়স্তু সুশ্রুতাজ্জজ্ঞে জয়াত্তু বিজয়োঽভবৎ। বিজয়স্য ঋতঃ পুত্রঃ ঋতস্য সুনয়ঃ সুতঃ ॥ ৫৬
সুনয়াদ্বীতহব্যস্তু বীতহব্যাদ্ধৃতিঃ স্মৃতঃ। বহুলাশ্বো ধৃতেঃ পুত্রো বহুলাশ্বাৎ কৃতিঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৭
জনকস্য দ্বয়ং[2] বংশে উক্তো যোগসমাশ্রয়ঃ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে সূর্য্যবংশবর্ণনং নাম দ্বিচত্বারিংশদধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪২ ॥

তনয় দেবমীঢ়, দেবমীঢ়ের তনয় বিবুধ, বিবুধের তনয় মহাধৃতি, মহাধৃতির তনয় কৃতিরাত, কৃতিরাতের তনয় মহারোমা, মহারোমার তনয় স্বর্ণরোমা, স্বর্ণরোমার তনয়ের নাম হ্রস্বরোমা, হ্রস্বরোমার তনয় সীরধ্বজ। এই সীরধ্বজের এক কন্যা জন্মে, তাহার নাম সীতা। সীরধ্বজের ভ্রাতা কুশধ্বজ। সীরধ্বজের এক তনয় হয়, তাহার নাম ভানুমান্। ভানুমানের তনয় শতদ্যুম্ন; শতদ্যুম্নের তনয়ের নাম শুচি। ৪৪-৫০

শুচির তনয় ঊর্জ্জ, ঊর্জ্জের তনয় সনদ্বাজ, সনদ্বাজের তনয় কুলি, কুলির তনয় অঞ্জন, অঞ্জনের তনয় কুলজিৎ, কুলজিতের তনয় অধিনেমি, অধিনেমির তনয় শ্রুতায়ু, শ্রুতায়ুর তনয় সুপার্শ্ব। সুপার্শ্বের তনয় সৃঞ্জয়, সৃঞ্জয়ের তনয়ের নাম ক্ষেমারি। ক্ষেমারির তনয় অনেনাঃ; অনেনার তনয় রামরথ। রামরথের তনয় সত্যরথ। সত্যরথের তনয় উপগুরু। উপগুরুর তনয় উপগুপ্ত। উপগুপ্তের তনয়ের নাম সুবর্চ্চা। সুবর্চ্চার তনয় সুপার্শ্ব, সুপার্শ্বের তনয় সুশ্রুত, সুশ্রুতের তনয় জয়, জয়ের তনয় বিজয়; বিজয়ের তনয় ঋত, ঋতের তনয় সুনয়, সুনয়ের তনয় বীতহব্য, বীতহব্যের তনয় ধৃতি, ধৃতির তনয় বহুলাশ্ব, বহুলাশ্বের তনয় কৃতি। জনকের দুই বংশ কথিত হইয়াছে, সেই দুই বংশই যোগপরায়ণ ছিল। ৫১-৫৮

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে সূর্য্যবংশ বর্ণন নামক দ্বিচত্বারিংশদধিক
শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪২ ॥

১। স্বনরঃ। ২। দ্বয়ং।

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ

সূর্য্যস্য কথিতো বংশঃ সোমবংশং শৃণুষ্ব মে । নারায়ণসুতো ব্রহ্মা ব্রহ্মণোঽত্রেঃ সমুদ্ভবঃ ॥ ১

অত্রেঃ সোমস্তস্য ভার্য্যা তারা সুরগুরোঃ প্রিয়া ।
সোমাত্তারা বুধং লেভে বুধপুত্রঃ পুরূরবাঃ ॥ ২

বুধপুত্রাদথোর্ব্বশ্যাং ষট্ পুত্রাশ্চ শ্রুতাত্মকঃ । বিশ্বাবসুঃ শতায়ুশ্চ আয়ুর্ধীমানমাবসুঃ ॥ ৩
অমাবসোর্ভীমনামা ভীমপুত্রশ্চ কাঞ্চনঃ । কাঞ্চনস্য সুহোত্রোঽভূজ্জহ্নুশ্চাভূৎ সুহোত্রতঃ ॥ ৪
জহ্নোঃ সুমন্তুস্তস্মাৎ সুমন্তোরুপজাপকঃ । বলাকাশ্বস্তস্য পুত্রো বলাকাশ্বাৎ কুশঃ স্মৃতঃ ॥ ৫
কুশাম্বঃ কুশনাভশ্চাপূর্ত্তরয়ো বসুঃ কুশাৎ । গাধিঃ কুশাম্বাৎ সঞ্জজ্ঞে বিশ্বামিত্রস্তু গাধিজঃ ॥ ৬
কন্যা সত্যবতী দত্তা ঋচীকায় দ্বিজায় সা । ঋচীকাজ্জমদগ্নিশ্চ রামস্তস্যাভবৎ সুতঃ ॥ ৭
বিশ্বামিত্রাদ্দেবরাত-মধুচ্ছন্দাদয়ঃ সুতাঃ । আয়ুষো নহুষস্তস্মাদনেনা রজিরম্ভকৌ ॥ ৮
ক্ষত্রবৃদ্ধঃ ক্ষত্রবৃদ্ধাৎ সুহোত্রশ্চাভবন্নৃপঃ । কাশ্যকাশগৃৎসমদাঃ সুহোত্রাদভবংস্ত্রয়ঃ ॥ ৯

গৃৎসমদাচ্ছৌনকোঽভূৎ কাশ্যাদ্দীর্ঘতমাস্তথা ।
বৈদ্যো ধন্বন্তরিস্তস্মাৎ কেতুমাংস্তু তদাত্মজঃ ॥ ১০

হরি কহিলেন,—সূর্য্যবংশ উক্ত হইল, এক্ষণে চন্দ্রবংশ শ্রবণ কর। নারায়ণতনয় ব্রহ্মা হইতে অত্রির উৎপত্তি হয়। অত্রি হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি হয়। সুরগুরু বৃহস্পতির প্রিয়পত্নী তারা চন্দ্র হইতে বুধ নামে তনয় উৎপাদন করেন; বুধের এক তনয় জন্মে, তাহার নাম পুরূরবা। বুধতনয় পুরূরবার ঔরসে ঊর্ব্বশীর গর্ভে শ্রুতাত্মক, বিশ্বাবসু, শতায়ু, আয়ু, ধীমান্ ও অমাবসু, এই সকল পুত্রের জন্ম হয়। অমাবসুর তনয় ভীম, ভীমের তনয় কাঞ্চন, কাঞ্চনের তনয় সুহোত্র, সুহোত্রের তনয় জহ্নু, জহ্নুর তনয়ের নাম সুমন্ত, সুমন্তর তনয় উপজাপক, উপজাপকের তনয় বলাকাশ্ব, বলাকাশ্বের তনয়ের নাম কুশ। ১-৫

কুশের চারি তনয় জন্মে, তাহাদিগের মধ্যে প্রথম কুশাম্ব, দ্বিতীয় কুশনাভ, তৃতীয় অপূর্ত্তরয়, চতুর্থ বসু। কুশতনয় কুশাম্বের তনয়ের নাম গাধি, গাধির তনয় বিশ্বামিত্র। গাধির সত্যবতী নামে এক কন্যা জন্মে, তিনি ঐ কন্যা ঋচীক মুনিকে প্রদান করেন। ঋচীকের তনয়ের নাম জমদগ্নি, জমদগ্নির তনয় রাম (পরশুরাম) বিশ্বামিত্র হইতে দেবরাত, মধুচ্ছন্দ প্রভৃতি অনেক তনয় উৎপন্ন হয়। বুধতনয় আয়ুর নহুষ নামে এক তনয় জন্মে। নহুষের চারি তনয়, তাহাদিগের মধ্যে প্রথম অনেনা, দ্বিতীয় রজি, তৃতীয় রম্ভক, চতুর্থ ক্ষত্রবৃদ্ধ। ক্ষত্রবৃদ্ধের তনয়ের নাম তনয়ের নাম সুহোত্র। সুহোত্রের কাশ্য, কাশ ও গৃৎসমদ এই তিন তনয় জন্মে। গৃৎসমদের তনয় শৌনক। কাশ্যের তনয় দীর্ঘতমা। দীর্ঘতমার তনয় ধন্বন্তরি; ইনি বৈদ্য-ব্যবসায়ী ছিলেন। ধন্বন্তরি হইতে কেতুমান্ নামে এক তনয় জন্মে। ৬-১০

ভীমরথঃ কেতুমতো দিবোদাসস্তদাত্মজঃ। প্রতর্দ্দনো দিবোদাসাচ্ছত্রুজিৎ সোঽপি বিশ্রুতঃ ॥ ১১
ঋতধ্বজস্তস্য পুত্রো হ্যলর্কশ্চ ঋতধ্বজাৎ। অলর্কাৎ সন্নতির্জজ্ঞে সুনীথঃ সন্নতেঃ সুতঃ ॥ ১২

সত্যকেতুঃ সুনীথস্য সত্যকেতোর্বিভুঃ সুতঃ।
বিভোস্তু সুবিভুঃ পুত্রঃ সুবিভোঃ সুকুমারকঃ ॥ ১৩

সুকুমারাদ্ধৃষ্টকেতুর্বীতিহোত্রস্তদাত্মজঃ। বীতিহোত্রস্য ভর্গোঽভূদ্ভর্গভূমিস্তদাত্মজঃ ॥ ১৪

বৈষ্ণবাঃ স্যুর্মহাত্মান ইত্যেতে কাশয়ো নৃপাঃ।
পঞ্চপুত্রশতান্যাসন্ রজেঃ শক্রেণ সংহৃতাঃ ॥ ১৫

প্রতিক্ষত্রঃ ক্ষত্রবৃদ্ধাৎ সঞ্জয়শ্চ তদাত্মজঃ। বিজয়ঃ সঞ্জয়স্যাপি বিজয়স্য কৃতঃ সুতঃ ॥ ১৬
কৃতাদ্ধর্যবর্দ্ধনশ্চ[1] সহদেবস্তদাত্মজঃ। সহদেবাদদীনোঽভূৎ জয়ৎসেনোঽপ্যদীনতঃ ॥ ১৭

জয়ৎসেনাৎ সংকৃতিশ্চ ক্ষত্রধর্ম্মা চ সংকৃতেঃ।
যতির্যযাতিরায়াতির্বিয়তিঃ সংযতিঃ কৃতিঃ[2] ॥ ১৮

নহুষস্য সুতাঃ খ্যাতা যযাতের্নৃপতেস্তথা। যদুঞ্চ তুর্বসুঞ্চৈব দেবযানী ব্যজায়ত।
দ্রুহ্যঞ্চানুঞ্চ পূরুঞ্চ শর্মিষ্ঠা বার্ষপার্ব্বণী ॥ ১৯
সহস্রজিৎ ক্রোষ্টুনলৌ[3] রঘুশ্চৈব যদোঃ সুতাঃ ॥ ২০
সহস্রজিতঃ শতজিত্তস্মাদ্বৈ হয়হৈহয়ৌ। অনরণ্যো হয়াৎ পুত্রো ধর্ম্মো হৈহয়তোঽভবৎ ॥ ২১

কেতুমানের তনয় ভীমরথ, ভীমরথের তনয় দিবোদাস, দিবোদাসের তনয় প্রতর্দ্দন; এই প্রতর্দ্দন শত্রুজিৎ নামে বিখ্যাত হয়েন। প্রতর্দ্দনের তনয় ঋতধ্বজ, ঋতধ্বজের তনয় অলর্ক, অলর্কের তনয় সন্নতি, সন্নতির তনয় সুনীথ, সুনীথের তনয় সত্যকেতু, সত্যকেতুর তনয় বিভু, বিভুর তনয় সুবিভু, সুবিভুর তনয় সুকুমার, সুকুমারের তনয় ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টকেতুর তনয় বীতিহোত্র, বীতিহোত্রের তনয় ভর্গ, ভর্গের তনয় ভর্গভূমি। ইহারা সকলেই বিষ্ণুপরায়ণ ও মহাত্মা। নহুষতনয় রজির পঞ্চশত তনয় জন্মে, তাহাদিগকে ইন্দ্র বিনাশ করেন। নহুষ-তনয় ক্ষত্রবৃদ্ধের অন্য তনয়ের নাম প্রতিক্ষত্র, প্রতিক্ষত্রের তনয় সঞ্জয়, সঞ্জয়ের তনয় বিজয়, বিজয়ের কৃত নামে এক তনয় জন্মে। ১১-১৬

কৃতের তনয় হর্ষবর্দ্ধন, হর্ষবর্দ্ধনের তনয় সহদেব, সহদেবের তনয় অদীন, অদীনের তনয় জয়ৎসেন, জয়ৎসেনের তনয় সংকৃতি, সংকৃতির তনয় ক্ষত্রধর্ম্মা। যতি, যযাতি, আয়াতি, বিয়তি ও কৃতি, নহুষের অপর এই পঞ্চ তনয় জন্মে; তাহাদিগের মধ্যে রাজা যযাতির ঔরসে দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্বসু নামে দুই তনয় হয়; আর যযাতির অন্য ভার্য্যা শর্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য, অনু ও পূরু এই তিন তনয় জন্মে। যযাতি-তনয় যদুর চারি তনয় জন্মে, তন্মধ্যে প্রথম সহস্রজিৎ, দ্বিতীয় ক্রোষ্টু, তৃতীয় নল এবং চতুর্থ রঘু। সহস্রজিতের তনয় শতজিৎ; শতজিতের তনয় হয় ও হৈহয়; হয়ের তনয় ধর্ম্ম। ১৭-২১

১। হর্ষবর্দ্ধনশ্চাভূৎ। ২। সংযাতির্যযাতির্বৈ কৃতিঃ ক্রমাৎ। ৩। ক্রোষ্টুমনা।

ধর্ম্মস্য ধর্ম্মনেত্রোঽভূৎ কুন্তির্বৈ ধর্ম্মনেত্রতঃ। কুন্তের্বভূব সাহঞ্জির্মহিষ্মাংশ্চ তদাত্মজঃ।
ভদ্রশ্রেণ্যস্য পুত্রো ভদ্রশ্রেণ্যস্য দুর্দমঃ ॥ ২২
ধনকো দুর্দমাজ্জজ্ঞে কৃতবীর্য্যশ্চ ধানকঃ[1]। কৃতাগ্নিঃ কৃতকর্ম্মা চ কৃতৌজাঃ সুমহাবলাঃ ॥ ২৩

কৃতবীর্য্যাদর্জ্জুনোঽভূদর্জ্জুনাচ্ছূরসেনকঃ।
জয়ধ্বজো মধুঃ শূরো বৃষণঃ পঞ্চ সুব্রতাঃ ॥ ২৪

জয়ধ্বজাৎ তালজঙ্ঘো ভরতস্তালজঙ্ঘতঃ। বৃষণস্য মধুঃ পুত্রো মধোর্বৃষ্ণ্যাদিবংশকঃ ॥ ২৫

ক্রোষ্টোর্বৃজিনবান্[2] পুত্রঃ স্বাহিকস্য[3] মহাত্মনঃ।
স্বাহেরুশঙ্কুঃ শঙ্কোস্তু চিত্ররথঃ সুতঃ ॥ ২৬

শশবিন্দুশ্চিত্ররথাৎ পত্ন্যা[4] লক্ষঞ্চ তস্য তু। দশলক্ষঞ্চ পুত্রাণাং পৃথুকীর্ত্ত্যাদয়ো বরাঃ ॥ ২৭
পৃথুকীর্ত্তিঃ পৃথুজয়ঃ পৃথুদানঃ পৃথুশ্রবাঃ। পৃথুশ্রবসোঽভূৎ তম উশনাস্তমসোঽভবৎ ॥ ২৮
তৎপুত্রঃ শিতগুর্নাম রুক্মকবচকস্ততঃ। রুক্মেষু[5] পৃথুরুক্মশ্চ জ্যামঘঃ পালিতো হরিঃ ॥ ২৯

রুক্মকবচাচ্চৈতে বিদর্ভো জ্যামঘাৎ তথা।
ভার্য্যায়াঞ্চৈব শৈব্যায়াং বিদর্ভাৎ ক্রথ-কৌশিকৌ ॥ ৩০
রোমপাদো রোমপাদাদ্বভ্রুর্বভ্রোর্ধৃতিস্ততঃ।
কৌশিকস্য চেদিঃ পুত্রস্তস্মাচ্চৈদ্যো নৃপঃ কিল ॥ ৩১

ধর্ম্মের তনয় ধর্ম্মনেত্র এবং ধর্ম্মনেত্রের তনয় কুন্তি, কুন্তির তনয় সাহঞ্জি, সাহঞ্জির তনয় মহিষ্মান্, মহিষ্মানের তনয় ভদ্রশ্রেণ্য, ভদ্রশ্রেণ্যের তনয় দুর্দ্দম, দুর্দ্দমের তনয় ধনক, ধনকের তনয় কৃতবীর্য্য, কৃতাগ্নি, কৃতকর্ম্মা ও কৃতৌজা। ইঁহারা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত ছিলেন। কৃতবীর্য্যের তনয় অর্জ্জুন; অর্জ্জুনের তনয় শূরসেন, জয়ধ্বজ, মধু, শূর ও বৃষণ। কৃতবীর্য্যের এই পঞ্চতনয় অতীব সুব্রত ছিলেন। জয়ধ্বজের তনয় তালজঙ্ঘ, তালজঙ্ঘের তনয় ভরত। বৃষণের তনয় মধু; মধু হইতে বৃষ্ণিবংশের উৎপত্তি হয়। যদুনন্দন ক্রোষ্টুর তনয় স্বাহি; মহাত্মা স্বাহির তনয় উশঙ্কু, উশঙ্কুর তনয় চিত্ররথ। চিত্ররথের তনয় শশবিন্দু। শশবিন্দুর এক লক্ষ পত্নী ছিল, তাহাদিগের গর্ভে পৃথুকীর্ত্তি প্রভৃতি দশলক্ষ তনয় উৎপন্ন হয়। পৃথুকীর্ত্তির পৃথুজয়, পৃথুদান ও পৃথুশ্রবা এই তিন তনয় হয়। পৃথুশ্রবার তনয় তম। তমের তনয় উশনা। উশনার তনয় শীতগু। শীতগুর তনয় রুক্মকবচ। রুক্মকবচের তনয় রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পালিত ও হরি। জ্যামঘের তনয় বিদর্ভ; বিদর্ভের পত্নীর নাম শৈব্যা। বিদর্ভের ঔরসে শৈব্যার গর্ভে ক্রথ, কৌশিক ও রোমপাদের জন্ম হয়। রোমপাদের তনয় বভ্রু। বভ্রুর তনয় ধৃতি। কৌশিকের যে পুত্র হইয়াছিল, তাহার নাম চেদি; চেদির পুত্র চৈদ্য। ২২-৩১

১। 'ধানকিঃ। ২। বিজনিবান্। ৩। স্বাহিতস্য। ৪। পত্ন্যোঃ।
৫। রুক্মেষ্বিতি পাঠান্তরম্।

কৃতিঃ ক্রিথস্য পুত্রোঽভূৎ কৃতের্বৃষ্ণিঃ সুতঃ স্মৃতঃ ।
বৃষ্ণেশ্চ নির্বৃতিঃ পুত্রো দশার্হো নির্বৃতেস্তথা ॥ ৩২
দশার্হস্য সুতো ব্যোমা জীমূতশ্চ তদাত্মজঃ । জীমূতাদ্বিকৃতির্জজ্ঞে ততো ভীমরথোঽভবৎ ॥ ৩৩
ততো মধুরথো জজ্ঞে শকুনিস্তস্য চাত্মজঃ । করম্ভিঃ শকুনেঃ পুত্রস্তস্য দেবমতঃ সুতঃ ॥ ৩৪
দেবক্ষত্রো দেবমতো দেবক্ষত্রান্মধুঃ সুতঃ ।
কুরুবংশো মধোঃ পুত্রো হ্যনুশ্চ কুরুবংশতঃ ॥ ৩৫
পুরুহোত্রো হ্যনোঃ পুত্রো হ্যংশশ্চ পুরুহোত্রতঃ ।
সত্বশ্চ[1] সুতশ্চাংশোস্ততো বৈ সাত্বতো নৃপঃ ॥ ৩৬
ভজিনো ভজমানশ্চ সাত্বতাদন্ধকঃ সুতঃ ।
মহাভোজো বৃষ্ণিদিব্যারণ্যো[2] দেবাবৃধোঽভবৎ ॥ ৩৭
নিমিবৃষ্ণী ভজমানাদয়ুতাজিৎ তথৈব চ । শতজিচ্চ সহস্রজিদ্বভ্রুর্দেবাবৃধাদভূৎ[3] ॥ ৩৮
মহাভোজাত্তু ভোজোঽভূদ্ বৃষ্ণেশ্চৈব সুমিত্রকঃ ।
স্বধাজিৎ[4] সংজ্ঞকস্তস্মাদনমিত্র-শিনী তথা ॥ ৩৯
অনমিত্রস্য নিঘ্নোঽভূন্নিঘ্নাচ্ছত্রাজিতোঽভবৎ ।
প্রসেনশ্চাপরঃ খ্যাতো হ্যনমিত্রাচ্ছিনিস্তথা ॥ ৪০
শিনেস্তু সত্যকঃ পুত্রঃ সত্যকাৎ সাত্যকিস্তথা ।
সাত্যকেঃ সঞ্জয়ঃ পুত্রঃ কুণিশ্চৈব তদাত্মজঃ ॥ ৪১
কুণের্যুগন্ধরঃ পুত্রস্তে শৈনেয়াঃ প্রকীর্তিতাঃ । অনমিত্রান্বয়ে পৃশ্নিঃ শ্বফল্কশ্চিত্রকঃ সুতঃ ॥ ৪২

চৈদের পুত্র কৃতি, কৃতির পুত্র বৃষ্ণি, বৃষ্ণির পুত্র নির্বৃতি, নির্বৃতির পুত্র, দশার্হ, দশার্হের তনয় ব্যোমার পুত্র জীমূত, জীমূতের পুত্র বিকৃত, বিকৃতির পুত্র ভীমরথ, ভীমরথের পুত্র মধুরথ, মধুরথের পুত্র শকুনি। শকুনির পুত্র করম্ভি, করম্ভির পুত্র দেবমত। দেবমতের পুত্র দেবক্ষত্র। দেবক্ষত্রের পুত্র মধু, মধুর পুত্র কুরুবংশ, কুরুবংশের পুত্র অনু, অনুর পুত্র পুরুহোত্র, পুরুহোত্রের পুত্র অংশু, অংশুর পুত্র সত্ত্বশ্রুত, সত্ত্বশ্রুতের পুত্র সাত্বত। সাত্বতের পুত্র ভজিন, ভজমান, অন্ধক, মহাভোজ, বৃষ্ণি, দিব্য, অরণ্য ও দেবাবৃধ। ভজমানের তনয় নিমি, বৃষ্ণি, অযুতাজিৎ, সহস্রাজিৎ। দেবাবৃধের পুত্র বভ্রু। মহাভোজের তনয় ভোজ। বৃষ্ণির তনয় সুমিত্র। সুমিত্রের পুত্র স্বধাজিৎ। স্বধাজিতের পুত্র অনমিত্র ও শিনি। অনমিত্রের তনয় নিঘ্ন। নিঘ্নের তনয় শত্রজিৎ। অনমিত্রের অপর দুই তনয়ের নাম প্রসেন ও শিনি। ৩২–৪০

শিনির পুত্র সত্যক, সত্যকের তনয় সাত্যকি, সাত্যকির পুত্র সঞ্জয়, সঞ্জয়ের তনয় কুণি, কুণির তনয় যুগন্ধর। ইঁহারা সকলেই শৈনেয় বলিয়া খ্যাত ছিলেন। অনমিত্রের বংশে

১। সত্ত্বশ্রুতঃ। ২। বৃষ্ণিদিব্যারণ্যো। ৩। দেবো বৃহস্পতিঃ।
৪। স্বধাজিৎ।

শ্বফল্কাচ্চৈব গান্দিন্যামক্রূরো বৈষ্ণবোঽভবৎ ।
উপমদ্গুরথাক্রূরান্নাম্নাদ্যোতস্ততঃ[1] স্মৃতঃ ॥ ৪৩
দেববানুপদেবশ্চ অক্রূরস্য সুতৌ স্মৃতৌ । পৃথুর্বিপৃথুশ্চিত্রস্য অন্ধকস্য শুচিঃ সুতঃ ॥ ৪৪
কুকুরো ভজমানস্তু[2] তথা কম্বলবর্হিষঃ । ধৃষ্টস্তু কুকুরাজ্জজ্ঞে তস্মাৎ কাপোতরোমকঃ ॥ ৪৫
তদাত্মজো বিলোমা চ বিলোমাত্তুম্বুরুঃ সুতঃ । তস্মাচ্চ দুন্দুভির্জজ্ঞে পুনর্বসুরতঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৬
তস্যাহুকশ্চাহুকী চ কন্যা চৈবাহুকস্য তু । দেবকশ্চোগ্রসেনশ্চ দেবকাৎ দেবকী ত্বভূৎ ॥ ৪৭
বৃকদেবোপদেবা চ সহদেবা সুরক্ষিতা । শ্রীদেবী শান্তিদেবী চ বসুদেব উবাহ তাঃ ॥ ৪৮
দেবক্যানুপদেবশ্চ সহদেবাসুতৌ স্মৃতৌ । উগ্রসেনস্য কংসোঽভূৎ সুনামা বটাদয়ঃ ॥ ৪৯
বিদূরথো ভজমানাদ্ধ্রথাদ্বিদূরথাৎ । বিদূরথসুতস্তস্মাৎ শূরস্তস্যাপি শমী সুতঃ ॥ ৫০
প্রতিক্ষত্রশ্চ শমিনঃ স্বয়ম্ভোজস্ততোঽভবৎ । হৃদিকশ্চ স্বয়ম্ভোজাৎ কৃতবর্মা তদাত্মজঃ ॥ ৫১
দেবঃ শতধনুশ্চৈব শূরাদ্বৈ দেবমীঢুষঃ । দশ পুত্রা মারিষায়াং বসুদেবাদয়োঽভবন্ ॥ ৫২
পৃথা চ শ্রুতদেবী চ শ্রুতকীর্তিঃ শ্রুতশ্রবাঃ । রাজাধিদেবী শূরাচ্চ পৃথাং কুন্তেঃ সুতামদাৎ ॥ ৫৩

বৃষ্ণি, শ্বফল্ক ও চিত্রক নামে তিন পুত্র জন্মে। শ্বফল্কের ঔরসে গান্দিনীর গর্ভে অক্রূরের জন্ম হয়। এই অক্রূর বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। অক্রূরের পুত্র উপমদ্গু। উপমদ্গুর তনয় দেবদ্যোত। অক্রূরের অপর দুই পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাদের একের নাম দেববান্, অপরের নাম উপদেব। অমিত্রবংশোৎপন্ন চিত্রকের পুত্র পৃথু ও বিপৃথু। সাত্ততনন্দন অন্ধকের পুত্র শুচি। ভজমানের তনয় কুকুর ও কম্বলবর্হিষ। কুকুরের ধৃষ্ট নামে এক পুত্র জন্মে; সেই ধৃষ্টের তনয় কাপোতরোমক। ৪১-৪৫

কাপোতরোমকের তনয় বিলোমা। বিলোমার তনয় তুম্বুরু। তুম্বুরুর তনয় দুন্দুভি; দুন্দুভির তনয় পুনর্বসু. পুনর্বসুর এক পুত্র ও কন্যা জন্মে, পুত্রের নাম আহুক আর কন্যার নাম আহুকী। আহুকের তনয় দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের কন্যা দেবকী, বৃকদেবা, উপদেবা, সহদেবা, সুরক্ষিতা, শ্রীদেবা ও শান্তিদেবী। দেবকের এই সমস্ত কন্যাকেই বসুদেব বিবাহ করেন। দেবকনন্দিনী সহদেবার দুই পুত্র হয়, তাহাদিগের একের নাম দেব ও অপরের নাম উপদেব। দেবকপুত্র উগ্রসেনের কংস, সুনামা ও বটাদি কতিপয় তনয় জন্মে। অন্ধকনন্দন ভজমানের পুত্র বিদূরথ। বিদূরথের তনয় শূর। বিদূরথনন্দন শূরের পুত্র শমী। ৪৬-৫০

শমীর তনয় প্রতিক্ষত্র, প্রতিক্ষত্রের তনয় স্বয়ম্ভোজ, স্বয়ম্ভোজের পুত্র হৃদিক, হৃদিকের তনয় কৃতবর্ম্মা। বিদূরথনন্দন শূরের তনয় দেব, শতধনু ও দেবমীঢ়ুষ। শূরের মারিষা নামে অন্য এক পত্নী ছিল, তাহার গর্ভে বসুদেবাদি দশ পুত্র ও পৃথা, শ্রুতদেবী, শ্রুতকীর্ত্তি, শ্রুতশ্রবা, রাজাধিদেবী এই পঞ্চ কন্যা জন্মে। শূর, পৃথানাম্নী কন্যাকে দত্তকন্যারূপে

১। দেবদ্যোতস্ততঃ। ২। ভজমানস্য।

সা দত্তা কুন্তিনা পাণ্ডোস্তস্যাং ধর্ম্মানিলেন্দ্রকৈঃ।
যুধিষ্ঠিরো ভীম-পার্থৌ নকুলঃ সহদেবকঃ ॥ ৫৪
মাদ্র্যাং নাসত্য-দস্রাভ্যাং কুন্ত্যাং কর্ণঃ পুরাঽভবৎ।
শ্রুতদেব্যাং দন্তবক্ত্রো জজ্ঞে বৈ যুদ্ধদুর্ম্মদঃ ॥ ৫৫
সন্তর্দনাদয়ঃ[1] পঞ্চ শ্রুতকীর্ত্ত্যাঞ্চ কৈকয়াৎ। রাজাধিদেব্যাং বিন্দশ্চ অনুবিন্দশ্চ জজ্ঞিরে ॥ ৫৬
শ্রুতশ্রবা দমঘোষাৎ প্রজজ্ঞে শিশুপালকম্।
পৌরবী রোহিণী ভার্য্যা মদিরানকদুন্দুভেঃ ॥ ৫৭
দেবকীপ্রমুখা হ্যাসন্ রোহিণ্যাং বলভদ্রকঃ। সারণাদ্যাঃ শঠশ্চৈব রেবত্যাং বলভদ্রতঃ ॥ ৫৮
নিশঠোল্মুককৌ জাতৌ দেবক্যাং ষট্ চ জজ্ঞিরে।
কীর্ত্তিমাংশ্চ সুষেণশ্চ উদার্য্যো ভদ্রসেনকঃ ॥ ৫৯
ঋজুদাসো ভদ্রদেবঃ কংস এবাবধীচ্চ তান্। সঙ্কর্ষণঃ সপ্তমোঽভূদষ্টমঃ কৃষ্ণ এব চ ॥ ৬০
ষোড়শস্ত্রীসহস্রাণি ভার্য্যাণামভবন্ হরেঃ। রুক্মিণী সত্যভামা চ লক্ষ্মণা চারুহাসিনী ॥ ৬১
শ্রেষ্ঠা জাম্ববতী চাষ্টৌ জজ্ঞিরে তাঃ সুতান্ বহূন্।
প্রদ্যুম্নশ্চারুদেষ্ণশ্চ প্রধানাঃ সাম্ব এব চ ॥ ৬২

কুন্তিরাজকে প্রদান করেন কুন্তিরাজ পাণ্ডুর সহিত সেই কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন; পৃথার গর্ভে ধর্ম্মের ঔরসে যুধিষ্ঠির, বায়ুর ঔরসে ভীমসেন, ইন্দ্রের ঔরসে অর্জ্জুনের জন্ম হয়। পাণ্ডুর মাদ্রী নামে আর এক পত্নী ছিল, তাহার গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মধ্যে নাসত্যের ঔরসে নকুল ও দস্রের ঔরসে সহদেবের জন্ম হয়। পূর্ব্বে কুন্তীর কন্যাবস্থায় এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার নাম কর্ণ। শ্রুতদেবীর গর্ভে দন্তবক্র নামে পুত্র জন্মে; ইনি অতিশয় যুদ্ধদুর্ম্মদ ছিলেন। ৫১-৫৫

কেকয় রাজার ঔরসে শ্রুতকীর্ত্তির গর্ভে সন্তর্দনাদি পঞ্চ পুত্র জন্মিয়াছিল। রাজাধিদেবীর দুই তনয় হয়, তাহাদিগের নাম বিন্দ ও অনুবিন্দ। শ্রুতশ্রবার গর্ভে দমঘোষের ঔরসে শিশুপালের জন্ম হয়। বসুদেবের পৌরবী, রোহিণী, মদিরা, দেবকী প্রভৃতি কতিপয় ভার্য্যা ছিল, তাহাদিগের মধ্যে রোহিণীর গর্ভে বলভদ্রের জন্ম হয়। রেবতীর গর্ভে বলভদ্রের ঔরসে সারণ, শঠ, নিশঠ, উল্মুক প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। দেবকীর প্রথমতঃ ছয়টি পুত্র জন্মে, তাহাদিগের নাম—কীর্ত্তিমান্, সুষেণ, উদার্য্য, ভদ্রসেন, ঋজুদাস ও ভদ্রদেব। এই ছয় পুত্রকেই কংসরাজ বিনাশ করেন। দেবকীর সপ্তম পুত্র সঙ্কর্ষণ (বলরাম) এবং অষ্টম তনয় কৃষ্ণ। ৫৬-৬০

কৃষ্ণের ষোড়শসহস্র পত্নী ছিল, তাহাদিগের মধ্যে রুক্মিণী, সত্যভামা, লক্ষ্মণা, চারুহাসিনী, জাম্ববতী প্রভৃতি অষ্ট রমণী প্রধানা ছিলেন। ইঁহাদিগের অনেক পুত্র জন্মে।

১। অন্তর্দ্ধানাদয়ঃ।

প্রদ্যুম্নাদনিরুদ্ধোঽভূৎ ককুদ্মিন্যাং মহাবলঃ।
অনিরুদ্ধাৎ সুভদ্রায়াং বজ্রো নাম নৃপোঽভবৎ ॥ ৬৩
প্রতিবাহুর্বজ্রসুতশ্চারুস্তস্য সুতোঽভবৎ।
বহ্নিস্তু তুর্বসোর্বংশে বহ্নের্ভার্গোঽভবৎ সুতঃ ॥ ৬৪
ভার্গাদ্ভানুরভূৎ পুত্রো ভানোঃ পুত্রঃ করন্ধমঃ
করন্ধমস্য মরুতো দ্রুহ্যোর্বংশং নিবোধ মে ॥ ৬৫
দ্রুহ্যোস্তু তনয়ঃ সেতুরারব্ধশ্চ তদাত্মজঃ।
আরব্ধস্যৈব গান্ধারো ধর্মো গান্ধারতোঽভবৎ ॥ ৬৬
ধৃতস্তু ধর্মপুত্রোঽভূদ্দুর্গমশ্চ ধৃতস্য তু। প্রচেতা দুর্গমস্যৈব অনোর্বংশং শৃণুষ্ব মে ॥ ৬৭
অনোঃ সভানরঃ পুত্রস্তস্মাৎ কালঞ্জয়োঽভবৎ।
কালঞ্জয়াৎ সৃঞ্জয়োঽভূৎ সৃঞ্জয়াত্তু পুরঞ্জয়ঃ ॥ ৬৮
জনমেজয়স্তু তৎপুত্রো মহাশালস্তদাত্মজঃ। মহামনা মহাশালাদুশীনর ইতি শ্রুতঃ ॥ ৬৯
উশীনরাচ্ছিবির্জজ্ঞে বৃষদর্ভঃ শিবেঃ সুতঃ।
মহামনোজাৎ তিতিক্ষোঃ পুত্রোঽভূচ্চ রুষদ্রথঃ ॥ ৭০
হেমো রুষদ্রথাজ্জজ্ঞে সুতপা হেমতোঽভবৎ।
বলিঃ সুতপসো জজ্ঞে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গকাঃ ॥ ৭১
অন্ধ্রঃ পৌণ্ড্রশ্চ বালেয়া অনপানস্তথাঙ্গতঃ। অনপানাদ্দিবিরথস্ততো ধর্মরথোঽভবৎ ॥ ৭২
রোমপাদো ধর্মরথাচ্চতুরঙ্গস্তদাত্মজঃ। পৃথুলাক্ষস্তু পুত্রশ্চম্পোঽভূৎ পৃথুলাক্ষতঃ ॥ ৭৩

তন্মধ্যে প্রদ্যুম্নের ঔরসে রুক্মির গর্ভে মহাবল অনিরুদ্ধের জন্ম হয়। অনিরুদ্ধের সুভদ্রা নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে বজ্র নামে তনয় উৎপন্ন হয়। বজ্রের পুত্র প্রতিবাহু। প্রতিবাহুর তনয় চারু। তুর্বসুর বংশে বহ্নিনামে এক পুত্র জন্মে; বহ্নির তনয় ভার্গ, ভার্গের পুত্র ভানু, ভানুর তনয় করন্ধম, করন্ধমের তনয় মরুত। অনন্তর দ্রুহ্যুর বংশ শ্রবণ কর। ৬১-৬৫

দ্রুহ্যুর তনয় সেতু, সেতুর পুত্র আরব্ধ, আরব্ধের তনয় গান্ধার, গান্ধারের তনয় ধর্ম, ধর্মের পুত্র ধৃত, ধৃতের তনয় দুর্গম, দুর্গমের তনয় প্রচেতা। অনন্তর অনুর বংশ শ্রবণ কর। অনুর পুত্র সভানর। সভানরের তনয় কালানল, কালানলের তনয় সৃঞ্জয়, সৃঞ্জয়ের তনয় পুরঞ্জয়, পুরঞ্জয়ের পুত্র জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় মহাশাল, মহাশালের তনয় মহামনা; ইনি উশীনর নামে খ্যাত ছিলেন। উশীনরের তনয় শিবি, শিবির পুত্র বৃষদর্ভ। মহামনার তিতিক্ষু নামে এক পুত্র ছিল, তাঁহার পুত্র রুষদ্রথ। ৬৬-৭০

রুষদ্রথের পুত্র হেম, হেমের তনয় সুতপা, সুতপার তনয় বলি। এই বলির অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, অন্ধ্র ও পৌণ্ড্র এই কয়েকটী পুত্র জন্মে। অঙ্গের তনয় অনপান, অনপানের পুত্র দিবিরথ, দিবিরথের তনয় ধর্মরথ, ধর্মরথের পুত্র রোমপাদ, রোমপাদের তনয় চতুরঙ্গ,

চম্পপুত্রশ্চ হর্য্যঙ্গস্তস্য ভদ্ররথঃ সুতঃ। বৃহৎকর্ম্মা সুতস্তস্য বৃহদ্ভানুস্ততোঽভবৎ ॥ ৭৪

বৃহন্মনা বৃহদ্ভানোস্তস্য পুত্রো জয়দ্রথঃ। জয়দ্রথস্য বিজয়ো বিজয়স্য ধৃতিঃ সুতঃ ॥ ৭৫

ধৃতের্ধৃতব্রতঃ পুত্রঃ সত্যকর্ম্মা ধৃতব্রতাৎ। তস্য পুত্রস্ত্বধিরথঃ কর্ণস্তস্য সুতোঽভবৎ।

বৃষসেনশ্চ কর্ণস্য পুরুবংশান্ শৃণুষ্ব মে ॥ ৭৬

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে চন্দ্রবংশবর্ণনং নাম ত্রিচত্বারিংশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ

জনমেজয়ঃ পুরোরভূৎ প্রচিন্বান্[1] জনমেজয়াৎ। প্রচিন্বতঃ প্রবীরশ্চ মনস্যুশ্চ প্রবীরতঃ ॥ ১

তস্য পুত্রোঽভয়দঃ সুধন্বাভয়দাদভূৎ। সুধন্বনো বহুগবঃ পুত্রঃ শংযাতিস্তস্য চাভবৎ ॥ ২

অহংযাতিশ্চ সংযাতে রৌদ্রাশ্বশ্চ তদাত্মজঃ। ঋতেয়ুঃ স্থণ্ডিলেয়ুশ্চ কক্ষেয়ুশ্চ কৃতেয়ুকঃ ॥ ৩

জলেয়ুঃ সন্নতেয়ুশ্চ রৌদ্রাশ্বস্য সুতা মতাঃ। রন্তিনার ঋতেয়োশ্চ তস্যাপ্রতিরথঃ সুতঃ ॥ ৪

চতুরঙ্গের পুত্র পৃথুলাক্ষ, পৃথুলাক্ষের তনয় চম্প, চম্পের তনয় হর্য্যঙ্গ। হর্য্যঙ্গের পুত্র ভদ্ররথ, ভদ্ররথের তনয়—বৃহৎকর্ম্মা, বৃহৎকর্ম্মার তনয় বৃহদ্ভানু, বৃহদ্ভানুর পুত্র বৃহন্মনা, বৃহন্মনার তনয় জয়দ্রথ। জয়দ্রথের পুত্র বিজয়, বিজয়ের তনয় ধৃতি, ধৃতির পুত্র ধৃতব্রত, ধৃতব্রতের তনয় সত্যকর্ম্মা, সত্যকর্ম্মার পুত্র অধিরথ, অধিরথের তনয় কর্ণ, কর্ণের পুত্র বৃষসেন। অনন্তর পুরুবংশ বলিতেছি শ্রবণ কর। ৭১-৭৬

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে চন্দ্রবংশবর্ণন নামক ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪৩।

চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়

হরি কহিলেন,—পুরুর তনয় জনমেজয়। জনমেজয়ের পুত্র প্রচিন্বান্, তাহার পুত্র প্রবীর, প্রবীরের পুত্র মনস্যু, মনস্যুর তনয় অভয়দ, অভয়দের পুত্র সুধন্বা, সুধন্বার তনয় বহুগতি, বহুগতির পুত্র সংযাতি, সংযাতির তনয় অহংযাতি, অহংযাতির তনয় রৌদ্রাশ্ব, রৌদ্রাশ্বের দশটি পুত্র জন্মে, তাহাদিগের নাম ঋতেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, কক্ষেয়ু, জলেয়ু, সন্নতেয়ু। ইহাদিগের মধ্যে ঋতেয়ুর পুত্রের নাম রন্তিনার, রন্তিনারের তনয় প্রতিরথ, প্রতিরথের তনয়

১। মনস্যুঃ।

তস্য মেধাতিথিঃ পুত্রস্তৎপুত্রশ্চৈলিলঃ স্মৃতঃ। ঐলিলস্য তু দুষ্মন্তো ভরতস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ৫

শকুন্তলায়াং সঞ্জজ্ঞে বিতথো ভরতাদভূৎ।

বিতথস্য মন্যুঃ পুত্রো মন্যোশ্চৈব নরঃ স্মৃতঃ ॥ ৬

নরস্য সঙ্কৃতিঃ পুত্রো গর্গো হি সঙ্কৃতেঃ সুতঃ।

গর্গাদমন্যুঃ পুত্রো বৈ শিনিঃ পুত্রো ব্যজায়ত ॥ ৭

মন্যুপুত্রান্মহাবীর্য্যাদুরুক্ষয়ঃ সুতোঽভবৎ। উরুক্ষয়াৎ ত্রয্যারুণির্‌ বৃহৎক্ষত্রশ্চ মন্যুজাৎ ॥ ৮

সুহোত্রস্তস্য হস্তী চ অজমীঢ়-দ্বিমীঢ়কৌ। হস্তিনঃ পুরুমীঢ়শ্চ কণ্বোঽভূদজমীঢ়তঃ ॥ ৯

কণ্বান্মেধাতিথির্জ্জজ্ঞে যতঃ কাণ্বায়না দ্বিজাঃ। অজমীঢ়াদ্‌বৃহদিষুস্তৎপুত্রশ্চ বৃহদ্ধনুঃ ॥ ১০

বৃহৎকর্ম্মা তস্য পুত্রস্তস্য পুত্রো জয়দ্রথঃ। জয়দ্রথাদ্বিশ্বজিচ্চ সেনজিচ্চ তদাত্মজঃ ॥ ১১

রুচিরাশ্বঃ সেনজিতঃ পৃথুসেনস্তদাত্মজঃ।

পারস্তু পৃথুসেনস্য পারান্নীপোঽভবন্নৃপঃ ॥ ১২

নীপস্য সমরঃ পুত্রঃ পারশ্চ সমরাত্ততঃ। পারস্য তু পৃথুঃ পুত্রঃ সুকৃতিশ্চ পৃথোঃ সুতঃ ॥ ১৩

বিভ্রাজঃ সুকৃতেঃ পুত্রো বিভ্রাজাদশ্বহোঽভবৎ।

কৃত্যাং তস্মাদ্‌ ব্রহ্মদত্তো বিষ্বক্‌সেনস্তদাত্মজঃ ॥ ১৪

যবীনরো দ্বিমীঢ়স্য দ্যুতিমাংশ্চ যবীনরাৎ। সত্যধৃতির্দ্ধৃতিমতো দৃঢ়নেমিস্তদাত্মজঃ ॥ ১৫

মেধাতিথি। মেধাতিথির তনয় ঐলিল, ঐলিলের তনয় দুষ্মন্ত, দুষ্মন্তের ঔরসে ও শকুন্তলার গর্ভে ভরত নামে এক পুত্র জন্মে। ১-৫

ভরতের তনয় বিতথ। বিতথের তনয় মন্যু, মন্যুর তনয় নর, নরের তনয় সঙ্কৃতি, সঙ্কৃতির তনয় গর্গ। গর্গের তনয় অমন্যু, অমন্যুর তনয় শিনি। মন্যুপুত্র মহাবীর্য্য নরের উরুক্ষয়নামে এক তনয় হয়। উরুক্ষয়ের পুত্র ত্রয্যারুণি, ত্রয্যারুণির তনয় বৃহৎক্ষত্র, বৃহৎক্ষত্রের তনয় সুহোত্র, সুহোত্রের তনয় হস্তী, অজমীঢ় ও দ্বিমীঢ়। হস্তীর তনয় পুরুমীঢ়। অজমীঢ়ের তনয় কণ্ব। কণ্ব হইতে মেধাতিথির জন্ম হয়। এই কণ্ব হইতেই কাণ্বায়নগোত্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। অজমীঢ়ের অপর এক পুত্র ছিল, তাহার নাম বৃহদিষু; বৃহদিষুর তনয়ের নাম বৃহদ্ধনু। ৬-১০

বৃহদ্ধনুর পুত্র বৃহৎকর্ম্মা, বৃহৎকর্ম্মার তনয় জয়দ্রথ, জয়দ্রথের তনয় বিশ্বজিৎ, বিশ্বজিতের সেনজিৎ, সেনজিতের পুত্র রুচিরাশ্ব; রুচিরাশ্বের তনয় পৃথুসেন, পৃথুসেনের পুত্র পার, পারের তনয় নীপ, নীপের তনয় সমর, সমরের পুত্র পার, পারের পুত্র পৃথু ও সুকৃতি। পৃথুর পুত্র বিভ্রাজ, বিভ্রাজের তনয় অশ্বহ। অশ্বহ হইতে কৃত্তির গর্ভে ব্রহ্মদত্তনামে এক পুত্র জন্মে। ব্রহ্মদত্তের তনয় বিষ্বক্‌সেন। সুহোত্রের তনয় দ্বিমীঢ়ের যবীনর নামে এক পুত্র জন্মে। যবীনরের পুত্র দ্যুতিমান, দ্যুতিমানের পুত্র সত্যধৃতি, সত্যধৃতির তনয় দৃঢ়নেমি। ১১-১৫

দৃঢ়নেমেঃ সুপার্শ্বোঽভূৎ সুপার্শ্বাৎ সন্নতিস্তথা। কৃতস্তু সন্নতেঃ পুত্রঃ কৃতাদুগ্রায়ুধোঽভবৎ ॥ ১৬
উগ্রায়ুধাচ্চ ক্ষেম্যোঽভূৎ সুবীরস্তু তদাত্মজঃ। পুরঞ্জয়ঃ সুবীরাচ্চ তস্য পুত্রো বিদূরথঃ ॥ ১৭
অজমীঢ়ান্নলিন্যাঞ্চ নীলো নাম নৃপোঽভবৎ। নীলাচ্ছান্তিরভূৎ পুত্রঃ সুশান্তিস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ১৮

সুশান্তেশ্চ পুরুর্জ্জাতো অর্কস্তস্য সুতোঽভবৎ।
অর্কস্য চৈব হর্য্যশ্বো হর্য্যশ্বান্মুদ্গলোঽভবৎ[2] ॥ ১৯

যবীনরো বৃহদ্ভানুঃ কম্পিল্লঃ সৃঞ্জয়স্তথা। পাঞ্চালাস্মুদ্গলাজ্জাতা মুদ্গলো[1] বৈষ্ণবো মহান্ ॥ ২০
দিবোদাসো হ্যহল্যা চ অহল্যায়াং শরদ্বতঃ। শতানন্দোঽভবৎ পুত্রস্তস্য সত্যধৃতিঃ সুতঃ ॥ ২১
কৃপঃ কৃপী সত্যধৃতের্ব্বর্দ্ধিতা বীর্য্যহানিতঃ। দ্রোণপত্নী কৃপী জজ্ঞে অশ্বত্থামানমুত্তমম্ ॥ ২২
দিবোদাসান্মিত্রয়ুশ্চ মিত্রয়োশ্চ্যবনোঽভবৎ। সুদাসশ্চ্যবনাজ্জজ্ঞে সৌদাসস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ২৩
সহদেবস্তস্য পুত্রঃ সহদেবাত্তু সোমকঃ। জন্তুঃ সোমকাজ্জজ্ঞে পৃষতস্তাপসো মহান্ ॥ ২৪
পৃষতাৎ দ্রুপদো জজ্ঞে ধৃষ্টদ্যুম্নস্ততোঽভবৎ। ধৃষ্টদ্যুম্নাদ্ ধৃষ্টকেতুর্ঋক্ষোঽভূদজমীঢ়তঃ ॥ ২৫
ঋক্ষাৎ সংবরণো জজ্ঞে কুরুঃ সংবরণাদভূৎ। সুধনুশ্চ পরিক্ষিচ্চ জহ্নুশ্চৈব কুরোঃ সুতাঃ ॥ ২৬

সুধনুষঃ সুহোত্রোঽভূৎ চ্যবনোঽভূৎ সুহোত্রতঃ।
চ্যবনাৎ কৃতকো জজ্ঞে অথোপরিচরো বসুঃ ॥ ২৭

দৃঢ়নেমির তনয় সুপার্শ্ব, সুপার্শ্বের তনয় সন্নতি, সন্নতির তনয় কৃত, কৃতের তনয় উগ্রায়ুধ, উগ্রায়ুধের পুত্র ক্ষেম্য, ক্ষেম্যের তনয় সুবীর, সুবীরের তনয় পুরঞ্জয়, পুরঞ্জয়ের তনয় বিদূরথ। অজমীঢ়ের নলিনী নামে এক পত্নী ছিল। তাহার গর্ভে নীলরাজার জন্ম হয়। নীলের তনয় শান্তি, শান্তির তনয় সুশান্তি, সুশান্তির পুত্র পুরু, পুরুর তনয় অর্ক, অর্কের তনয় হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্বের তনয় মুদ্গল ; মুদ্গল পাঞ্চালদেশের অধীশ্বর ছিলেন। ইঁহার যবীনর, বৃহদ্ভানু, কাম্পিল, সৃঞ্জয় ও মুদ্গল নামে পঞ্চ তনয় জন্মে। এই মুদ্গল পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ১৬-২০

তাঁহার দিবোদাস নামে পুত্র ও অহল্যানাম্নী কন্যা জন্মে। অহল্যার গর্ভে শরদ্বানের ঔরসে শতানন্দ নামে এক পুত্র হইয়াছিল। শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি। উর্ব্বশীদর্শনে বীর্য্যপাত হওয়াতে সত্যধৃতির কৃপ নামে এক পুত্র ও কৃপী নামে এক কন্যা হইয়াছিল। দ্রোণাচার্য্যের সহিত কৃপীর বিবাহ হয়। দ্রোণাচার্য্য হইতে কৃপীর গর্ভে অশ্বত্থামার জন্ম হইয়াছিল। দিবোদাসের পুত্র মিত্রয়ু, মিত্রয়ুর পুত্র চ্যবন, চ্যবনের তনয় সুদাস, সুদাসের তনয় সৌদাস, সৌদাসের তনয় সহদেব, সহদেবের তনয় সোমক, সোমকের পুত্র জন্তু ও পৃষত। পৃষতের পুত্র দ্রুপদ হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নের উৎপত্তি হয়। ধৃষ্টদ্যুম্নের তনয় ধৃষ্টকেতু। পূর্ব্বোক্ত অজমীঢ় হইতে ঋক্ষনামে এক পুত্রের জন্ম হয়। ২১-২৫

ঋক্ষের তনয় সম্বরণ ; সম্বরণের তনয় কুরু, সুধনু, পরিক্ষিৎ ও জহ্নু। সুধনুর পুত্র সুহোত্র, সুহোত্রের তনয় চ্যবন। চ্যবন হইতে কৃতক রাজার জন্ম হয়। কৃতকের তনয়

১। মুদ্গলোঽভবৎ। ২। শরদ্বান্।

বৃহদ্রথশ্চ প্রত্যগ্রঃ সত্যাদ্যাশ্চ বসোঃ সুতাঃ। বৃহদ্রথাৎ কুশাগ্রশ্চ কুশাগ্রাদৃষভোঽভবৎ ॥ ২৮
ঋষভাৎ পুষ্পবাংস্তস্মাৎ জজ্ঞে সত্যহিতো নৃপঃ।
সত্যহিতাৎ সুধন্বাভূৎ জহ্নুশ্চৈব সুধন্বতঃ ॥ ২৯
বৃহদ্রথাজ্জরাসন্ধঃ সহদেবস্তদাত্মজঃ। সহদেবাচ্চ সোমাপিঃ সোমাপেঃ শ্রুতবান্ সুতঃ ॥ ৩০
ভীমসেনোগ্রসেনৌ চ শ্রুতসেনোঽপরাজিতঃ।
জনমেজয়স্তথান্যোঽভূজ্জহ্নোস্তু সুরথোঽভবৎ ॥ ৩১
বিদূরথশ্চ সুরথাৎ সার্ব্বভৌমো বিদূরথাৎ। জয়ৎসেনঃ[1] সার্ব্বভৌমাদারাবী তস্য চাত্মজঃ[2] ॥ ৩২
অয়ুতায়ুস্তস্য পুত্রস্তস্য চাক্রোধনঃ সুতঃ অক্রোধনস্যাতিথিশ্চ ঋক্ষোঽস্যাতিথেঃ সুতঃ ॥ ৩৩
ঋক্ষাচ্চ ভীমসেনোঽভূদ্দিলীপো ভীমসেনতঃ।
প্রতীপোঽভূদ্দিলীপাচ্চ দেবাপিস্তু প্রতীপতঃ ॥ ৩৪
শান্তনুশ্চৈব বাহ্লীকস্ত্রয়স্তে ভ্রাতরো নৃপাঃ।
বাহ্লীকাৎ সোমদত্তোঽভূদ্ভূরির্ভূরিশ্রবাস্ততঃ ॥ ৩৫
শলশ্চ শান্তনোর্ভীষ্মো গঙ্গায়াং ধার্ম্মিকো মহান্।
চিত্রাঙ্গদ-বিচিত্রৌ তু সত্যবত্যাং শান্তনোঃ ॥ ৩৬
বিচিত্রবীর্য্যভার্য্যে তু অম্বিকাম্বালিকে তয়োঃ। ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ পাণ্ডুঞ্চ তদ্দাস্যাং বিদুরং তথা ॥ ৩৭

উপরিচরনামা বসু। উপরিচর বসু হইতে বৃহদ্রথ, প্রত্যগ্র, সত্য প্রভৃতি পুত্র উৎপন্ন হয়। বৃহদ্রথের তনয় কুশাগ্র; কুশাগ্রের তনয় ঋষভ, ঋষভের তনয় পুষ্পবান্, পুষ্পবান্ হইতে সত্যহিত রাজার জন্ম হয়। সত্যহিতের তনয় সুধন্বা, সুধন্বার পুত্র জহ্নু। উক্ত বৃহদ্রথ হইতে জরাসন্ধ রাজার জন্ম হইয়াছিল। জরাসন্ধের তনয় সহদেব, সহদেবের তনয় সোমাপি, সোমাপি হইতে শ্রুতবান্, ভীমসেন, উগ্রসেন, শ্রুতসেন ও জনমেজয়ের জন্ম হইয়াছিল। উক্ত জহ্নু হইতে সুরথ রাজার উৎপত্তি হয়। ২৮-৩১

সুরথের তনয় বিদূরথ, বিদূরথের পুত্র সার্ব্বভৌম, সার্ব্বভৌমের তনয় জয়ৎসেন, জয়ৎসেনের পুত্র আরাবী, আরাবীর পুত্র অয়ুতায়ু, অয়ুতায়ুর নন্দন অক্রোধন, অক্রোধনের তনয় অতিথি, অতিথির তনয় ঋক্ষ, ঋক্ষের পুত্র ভীমসেন, ভীমসেনের তনয় দিলীপ, দিলীপের পুত্র প্রতীপ, প্রতীপের পুত্র দেবাপী, শান্তনু ও বাহ্লিক। বাহ্লিক হইতে সোমদত্তের জন্ম হইয়াছিল। সোমদত্তের পুত্র ভূরি, ভূরির তনয় ভূরিশ্রবা ও শল। শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে ভীষ্মের জন্ম হয়। এই ভীষ্ম মহাধার্ম্মিক ছিলেন। শান্তনুর অপর দুই পুত্র জন্মে, তাহাদিগের নাম চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য। বিচিত্রবীর্য্যের দুই পত্নী ছিল, তাহাদিগের একের নাম অম্বিকা, অপরের নাম অম্বালিকা। ব্যাসদেব অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু ও দাসীর গর্ভে বিদুর নামে পুত্র উৎপাদন করেন। ৩২-৩৭

১। জয়সেনঃ। ২। আরাবীত্তৎসুতোঽভবৎ।

ব্যাস উৎপাদয়ামাস গান্ধার্য্যাং[1] ধৃতরাষ্ট্রতঃ।
দুর্য্যোধনাদ্যকং শতং[2] পাণ্ডোঃ পঞ্চ প্রজজ্ঞিরে॥ ৩৮
প্রতিবিন্ধ্যঃ শ্রুতসোমঃ শ্রুতকীর্ত্তিশ্চ চার্জ্জুনাৎ।
শতানীকঃ শ্রুতকর্ম্মা দ্রৌপদ্যাং পঞ্চ বৈ ক্রমাৎ॥ ৩৯
যৌধেয়ী চ হিড়িম্বা চ কৌশী চৈব সুভদ্রিকা।
বিজয়া বৈ রেণুমতী পঞ্চভ্যস্তু সুতাঃ ক্রমাৎ॥ ৪০
দেবকো ঘটোৎকচশ্চ অভিমন্যুশ্চ সর্ব্বগঃ। সুহোত্রো নিরমিত্রশ্চ পরীক্ষিদভিমন্যুজঃ।
জনমেজয়োঽস্য তস্তো ভবিষ্যাংশ্চ নৃপান্ শৃণু॥ ৪১

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে চন্দ্রবংশবর্ণনং নাম
চতুশ্চত্বারিংশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪৪॥

ধৃতরাষ্ট্র হইতে গান্ধারীর গর্ভে দুর্য্যোধনাদি শতপুত্র হয়। পাণ্ডুর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পুত্র জন্মে। দ্রৌপদীর গর্ভে যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবিন্ধ্য, ভীমসেন হইতে শ্রুতসোম, অর্জ্জুন হইতে শ্রুতকীর্ত্তি, নকুল হইতে শতানীক ও সহদেব হইতে শ্রুতকর্ম্মা নামক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতার যৌধেয়ী, হিড়িম্বা, কৌশী, সুভদ্রা, বিজয়া ও রেণুমতী এই কয়েকটি পত্নী ছিল। তাহাদিগের গর্ভে দেবক, ঘটোৎকচ, অভিমন্যু, সর্ব্বগ, সুহোত্র ও নিরমিত্র এই কয়েকটি পুত্র জন্মে। অভিমন্যু হইতে পরিক্ষিতের জন্ম হয়। পরিক্ষিতের পুত্র জনমেজয়। অতঃপর যে সকল রাজার জন্ম হইবে, সেই ভবিষ্য রাজগণের বংশবিবরণ ও নাম শ্রবণ কর। ৩৮-৪১

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে চন্দ্রবংশ বর্ণন নামক চতুশ্চত্বারিংশদধিক
শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪৪

১। গান্ধারী। ২। শতং পুত্রং দুর্য্যোধনাদিকং।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ

শতানীকো হ্যশ্বমেধদত্তশ্চাপ্যধিসীমকঃ। কৃষ্ণো নিচক্ষুশ্চাপ্যুষ্ণশ্চিত্ররথো নৃপঃ॥ ১
শুচিরথো বৃষ্ণিমাংশ্চ সুষেণশ্চ সুনীথকঃ ঋচশ্চাস্তবংশপুত্রো নৃচক্ষুশ্চ সুখাবলঃ[1] ॥ ২
পারিপ্লবশ্চ সুনয়ো মেধাবী চ নৃপঞ্জয়ঃ। মৃদুস্তিগ্মো বৃহদ্রথঃ শতানীকঃ সুধানকঃ॥ ৩
উদানোঽহিনরশ্চৈব দণ্ডপাণির্নিমিত্তকঃ। ক্ষেমকশ্চ ততঃ শূদ্রঃ পিতা পূর্ব্বস্ততঃ সুতঃ॥ ৪
বৃহদ্বলাত্তু কথ্যন্তে নৃপাশ্চেক্ষ্বাকুবংশজাঃ। বৃহদ্বলাদুরুক্ষয়ো বৎসব্যূহস্ততঃ পরঃ।
প্রতিব্যোমস্ততঃ সূর্য্যঃ সহদেবস্ততঃ পরঃ॥ ৫
বৃহদশ্বো ভানুরথঃ প্রতীশ্বাশ্চ প্রতীতকঃ। মনুদেবঃ সুনক্ষত্রঃ কিন্নরশ্চান্তরীক্ষকঃ॥ ৬
সুপর্ণঃ কৃতজিচ্চৈব বৃহদ্ভ্রাজশ্চ ধার্ম্মিকঃ কৃতঞ্জয়ো ধনঞ্জয়ঃ সঞ্জয়ঃ শাক্য এব চ॥ ৭
শুদ্ধোদনো বাহুলশ্চ সেনজিৎ ক্ষুদ্রকস্তথা। সমিত্রঃ কুড়বশ্চাতঃ[2] সুমিত্রো মাগধান্ শৃণু॥ ৮
জরাসন্ধঃ সহদেবঃ সোমাপিশ্চ শ্রুতশ্রবাঃ। অযুতায়ুর্নিরমিত্রঃ সুক্ষেত্রো বহুকর্ম্মকঃ॥ ৯

হরি কহিলেন,—শতানীকের তনয় অশ্বমেধদত্ত। অশ্বমেধদত্তের তনয় অধিসীমক। অধিসীমকের পুত্র কৃষ্ণ। কৃষ্ণের তনয় অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধের পুত্র উষ্ণ। উষ্ণের তনয় চিত্ররথ। চিত্ররথের তনয় শুচিরথ। শুচিরথের পুত্র বৃষ্ণিমান্। বৃষ্ণিমানের তনয় সুষেণ। সুষেণের তনয় সুনীথ। সুনীথের তনয় ঋচ। ঋচের পুত্র নৃচক্ষু। নৃচক্ষুর তনয় সুখাবল। সুখাবলের তনয় পারিপ্লব। পারিপ্লবের পুত্র সুনয়। সুনয়ের তনয় মেধাবী। মেধাবীর তনয় নৃপঞ্জয়। নৃপঞ্জয়ের তনয় মৃদু। মৃদুর পুত্র তিগ্ম। তিগ্মের তনয় বৃহদ্রথ। বৃহদ্রথের তনয় শতানীক। শতানীকের পুত্র অহিনর। অহিনরের পুত্র দণ্ডপাণি। দণ্ডপাণির তনয় নিমিত্তক। নিমিত্তকের পুত্র ক্ষেমক। ক্ষেমকের তনয় শূদ্র। এক্ষণে ইক্ষ্বাকুবংশীয় বৃহদ্বলের ভবিষ্যবংশ কীর্ত্তন করিতেছি। বৃহদ্বল হইতে উরুক্ষয়। উরুক্ষয় হইতে বৎসব্যূহ। বৎসব্যূহ হইতে প্রতিব্যোম, তৎপুত্র সূর্য্য, সূর্য্য হইতে সহদেব, সহদেব হইতে বৃহদশ্ব, বৃহদশ্ব হইতে ভানুরথ, ভানুরথ হইতে প্রতীশ্ব, প্রতীশ্ব হইতে প্রতীতক, প্রতীতক হইতে মনুদেব, মনুদেব হইতে সুনক্ষত্র, সুনক্ষত্র হইতে কিন্নর, কিন্নর হইতে অন্তরীক্ষক। ১-৬

অন্তরীক্ষক হইতে সুপর্ণ, সুপর্ণ হইতে কৃতজিৎ, কৃতজিৎ হইতে ধার্ম্মিক বৃহদ্ভ্রাজ জন্মগ্রহণ করিবে। বৃহদ্ভ্রাজ হইতে কৃতঞ্জয়, কৃতঞ্জয় হইতে ধনঞ্জয়, ধনঞ্জয় হইতে শাক্য, শাক্য হইতে শুদ্ধোদন, শুদ্ধোদন হইতে বাহুল, বাহুল হইতে সেনজিৎ, সেনজিৎ হইতে ক্ষুদ্রক, ক্ষুদ্রক হইতে সমিত্র, সমিত্র হইতে কুড়ব, এবং কুড়ব হইতে সুমিত্র জন্ম গ্রহণ করিবেন। অনন্তর মগধবংশীয় রাজাদিগের ভবিষ্যবংশাবলী কহিতেছি, শ্রবণ কর। মগধবংশীয় জরাসন্ধের পুত্র সোমাপি। সোমাপির তনয় শ্রুতশ্রবার পুত্র অযুতায়ু।

১। নৃচক্ষুশ্চ সুখাবালো মেধাবী চ নৃপঞ্জয়ঃ। ২। কুড়বশ্চাতঃ।

কর্ণকস্তঃ সেনজিচ্চ ভূরিশ্চৈব শুচিস্তথা। ক্ষেম্যশ্চ সুব্রতো ধর্ম্মঃ সুশ্রমো দৃঢ়সেনকঃ ॥ ১০
সুমতিঃ সুবলো নীতো সত্যজিদ্বিশ্বজিত্তথা। ইষুঞ্জয়শ্চ ইত্যেতে নৃপা বার্হদ্রথাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১১
অধর্ম্মিষ্ঠাশ্চ শূদ্রাশ্চ ভবিষ্যন্তি নৃপাস্ততঃ। সর্গাদিকৃদ্ধি ভগবান্ সাক্ষান্নারায়ণোঽব্যয়ঃ ॥ ১২

নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকস্তথৈবাত্যন্তিকো লয়ঃ।
যাতি ভূঃ প্রলয়কালে আপস্তেজসি পাবকঃ ॥ ১৩
বায়ৌ বায়ুশ্চ বিয়তি আকাশং বাপ্যহংকৃতৌ।
অহং বুদ্ধৌ মতির্জীবে জীবোঽব্যক্তে তদাত্মনি ॥ ১৪
আত্মা পরেশ্বরো বিষ্ণুরেকো নারায়ণো নরঃ।
অবিনাশপরং সর্ব্বং জগৎ সর্গাদি নাশি হি ॥ ১৫
নৃপাময়ো গতা নাশমতঃ পাপং বিসর্জ্জয়েৎ।
ধর্ম্মং কুর্য্যাৎ স্থিরং যেন পাপং হিত্বা হরিং ব্রজেৎ ॥ ১৬

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে রাজবংশবর্ণনং নাম
পঞ্চচত্বারিংশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৫ ॥

অমৃতায়ুর পুত্র নিরমিত্র। নিরমিত্রের তনয় ক্ষেত্র। ক্ষেত্রের পুত্র কর্ণক। কর্ণকের পুত্র সেনজিৎ। সেনজিতের পুত্র ভূরি। ভূরির তনয় শুচি। শুচির তনয় ক্ষেম্য। ক্ষেম্যের তনয় সুব্রত। সুব্রতের পুত্র ধর্ম্ম। ধর্ম্মের তনয় সুশ্রম। সুশ্রমের তনয় দৃঢ়সেনকের পুত্র সুমতি। সুমতির তনয় সুবল। সুবলের তনয় নীত। নীতের তনয় সত্যজিৎ। সত্যজিতের তনয় বিশ্বজিৎ। বিশ্বজিতের তনয় ইষুঞ্জয়। ইহারা সকলে বৃহদ্রথবংশীয় রাজা। ৭-১১

অনন্তর অধর্ম্মনিষ্ঠ শূদ্রগণ রাজসিংহাসনে আরোহণ করিবে। অব্যয় ভগবান্ নারায়ণই সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা। প্রলয় তিনপ্রকার যথা—নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক ও আত্যন্তিক। পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ অহঙ্কারতত্ত্বে, অহঙ্কারতত্ত্ব বুদ্ধিতত্ত্বে, বুদ্ধিতত্ত্ব জীবে এবং জীব অব্যক্ত পরম ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর নর-নারায়ণরূপী বিষ্ণুই একমাত্র নিত্য, অন্য সমুদায় জগৎই নশ্বর। এই ভূমণ্ডলে শত শত রাজা জন্মিয়া বিনষ্ট হইয়াছেন, অতএব পাপকর্ম্ম পরিহারপূর্ব্বক সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। পাপকর্ম্ম পরিহার করিলে হরিকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে। ১২-১৬

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে রাজবংশ বর্ণন নামক পঞ্চচত্বারিংশদধিক
শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪৫।

ষট্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

মৎস্যাদীন্ পালয়ামাস অবতীর্ণো হরিঃ প্রভুঃ।
দৈত্যধর্ম্মস্তু নাশার্থং বেদধর্ম্মাদিগুপ্তয়ে ॥ ১
মৎস্যাদিকস্বরূপেণ অবতারং করোত্যজঃ।
মৎস্যো ভূত্বা হয়গ্রীবং দৈত্যং হত্বাতিকণ্টকম্ ॥ ২

বেদানানীয় মন্বাদীন্ পালয়ামাস কেশবঃ। মন্দরং ধারয়ামাস কূর্ম্মো ভূত্বা হিতায় চ ॥ ৩
ক্ষীরোদমথনে বৈদ্যো দেবো ধন্বন্তরির্হ্যভূৎ। বিভ্রৎ কমণ্ডলুং পূর্ণমমৃতেন সমুত্থিতঃ ॥ ৪
আয়ুর্ব্বেদমথাষ্টাঙ্গং সুশ্রুতায় স উক্তবান্। অমৃতং পায়য়ামাস স্ত্রীরূপী চ সুরান্ হরিঃ ॥ ৫
অবতীর্ণো বরাহোঽথ হিরণ্যাক্ষং জঘান হ। পৃথিবীং ধারয়ামাস পালয়ামাস দেবতাঃ ॥ ৬
নরসিংহোঽবতীর্ণোঽথ হিরণ্যকশিপুং রিপুম্। দৈত্যান্ নিজঘ্নিবান্ বেদধর্ম্মাদীনভ্যপালয়ৎ ॥ ৭
ততঃ পরশুরামোঽভূজ্জামদগ্ন্যো জগৎপ্রভুঃ। ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং চক্রে নিঃক্ষত্রিয়াং হরিঃ ॥ ৮
কার্ত্তবীর্য্যং জঘানাজৌ কশ্যপায় মহীং দদৌ। যজ্ঞং কৃত্বা মহাবাহুর্মহেন্দ্রে পর্ব্বতে স্থিতঃ ॥ ৯
ততো রামোঽভবদ্বিষ্ণুশ্চতুর্দ্ধা দুষ্টমর্দ্দনঃ। পুত্রো দশরথাজ্জাতো রামশ্চ ভরতোঽনুজঃ।
লক্ষ্মণশ্চাথ শত্রুঘ্নো রামভার্য্যা চ জানকী ॥ ১০

ব্রহ্মা বলিলেন,—প্রভু হরি দৈত্যগণের আধিপত্য বিনাশ ও বৈদিকধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে পালন করিয়া আসিতেছেন। তিনি সময়ে সময়ে মৎস্যাদি-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হরি প্রথমতঃ মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া মহাদুর্দ্ধর্ষ হয়গ্রীবকে বিনাশ করত বেদ উদ্ধার করিয়া মনুপ্রভৃতি রাজগণকে পালন করিয়াছিলেন। তিনি সমুদ্রমন্থন সময়ে জগতের হিতসাধনার্থ কূর্ম্মরূপে অবতীর্ণ হইয়া মন্দরপর্ব্বত ধারণ করেন। হরি ক্ষীরোদমথনের সময় বৈদ্য ধন্বন্তরিরূপে অবতীর্ণ হইয়া অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু ধারণপূর্ব্বক উত্থিত হইয়াছিলেন। এই ধন্বন্তরিদেব সুশ্রুতনামক শিষ্যকে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ উপদেশ করিয়াছিলেন। ভগবান্ হরি মোহিনী রমণীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেবগণকে অমৃত পান করাইয়াছিলেন। ১-৫

অনন্তর তিনি বরাহরূপে অবতীর্ণ হইয়া হিরণ্যাক্ষ নামক দৈত্যকে বিনাশ করত পৃথিবী ধারণ করিয়াছিলেন ও দেবগণকে পালন করেন। অতঃপর হরি নরসিংহরূপে অবতীর্ণ হইয়া হিরণ্যকশিপু ও অন্যান্য দুষ্ট দৈত্যগণের বিনাশসাধনপূর্ব্বক বৈদিক ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি জমদগ্নির ঔরসে পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। পরশুরাম সংগ্রামে কার্ত্তবীর্য্যকে বিনাশ করত যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক কশ্যপকে সমস্ত মহীমণ্ডল প্রদান করিয়া মহেন্দ্রপর্ব্বতে অবস্থান করেন। অনন্তর বিষ্ণু দুষ্টদমনার্থ চারি অংশে বিভক্ত হইয়া দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। রামচন্দ্রের ভার্য্যা জানকী। ৬-১০

রামশ্চ পিতৃসত্যার্থং মাতুস্তো হিতমাচরন্। শৃঙ্গবেরং চিত্রকূটং দণ্ডকারণ্যমাগতঃ ॥ ১১
নাসাং শূর্পণখায়াশ্চ ছিত্ত্বাথ খরদূষণম্। হত্বা স রাক্ষসং সীতাপহারি-নিশাচরম্ ॥ ১২
রাবণস্যানুজং তত্র লঙ্কাপুর্য্যাং বিভীষণম্। রক্ষোরাজ্যেন[১] সংস্থাপ্য সুগ্রীবহনুমন্মুখৈঃ ॥ ১৩

আরুহ্য পুষ্পকং সার্দ্ধং সীতয়া পতিভক্তয়া।
সুমহাপতিব্রতয়া সোঽযোধ্যাং স্বপুরীং গতঃ ॥ ১৪
রাজ্যঞ্চকার দেবাদীন্ পালয়ামাস স প্রভুঃ।
ধর্ম্মসংরক্ষণং চক্রে অশ্বমেধাদিকান্ ক্রতূন্ ॥ ১৫

সুমহাপতিব্রতয়া রেমে রামো যথাসুখম্। রাবণস্য গৃহে সীতা স্থিতাপি ন হি রাবণম্ ॥ ১৬
কর্ম্মণা মনসা বাচা সা গতা রাঘবং বিনা। পতিব্রতা তু সা সীতা অনসূয়া যথৈব তু ॥ ১৭

পতিব্রতায়াঃ সীতায়া মাহাত্ম্যং কথয়াম্যহম্।
কৌশিকো ব্রাহ্মণঃ কুষ্ঠী প্রতিষ্ঠানেঽভবৎ পুরা ॥ ১৮
তং তদা ব্যাধিতং ভার্য্যা পতিং দেবমিবার্চ্চয়ৎ।
নির্ভর্ৎসিতাপি ভর্ত্তারং তমমন্যত দৈবতম্ ॥ ১৯

রামচন্দ্র পিতৃ সত্যপালন এবং মাতা কৈকেয়ীর হিতানুষ্ঠান করিবার মানসে রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রমশঃ শৃঙ্গবেরপুর, চিত্রকূটপর্ব্বত ও দণ্ডকারণ্যে গমন করেন। তিনি শূর্পণখার নাসাচ্ছেদপূর্ব্বক খরদূষণাদি রাক্ষসবীর ও সীতাপহারী রাক্ষসরাজ রাবণকে বিনাশ করিয়া রাবণানুজ বিভীষণকে লঙ্কাপুরীতে রাক্ষসরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তারপর তিনি সুগ্রীব হনুমান্ প্রভৃতি অনুচরগণ এবং পরমপতিব্রতা পতিভক্তিমতী সীতার সহিত পুষ্পক-বিমানে আরোহণ করিয়া নিজ রাজধানী অযোধ্যাপুরীতে আগমন করেন। তৎপরে তিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া দেবগণকে ও ভূমণ্ডলস্থ মানবগণকে পালন করিতে লাগিলেন। ১১-১৫

এইরূপে ধর্ম্মরক্ষা করিয়া অশ্বমেধ প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক পতিব্রতা সীতার সহিত পরমসুখে বিহার করিয়াছিলেন। সীতা যদিও বহুদিন রাবণগৃহে ছিলেন, তথাপি কর্ম্মদ্বারা, বাক্যদ্বারা ও মনোদ্বারা রামচন্দ্র ব্যতীত অন্য পুরুষকে গ্রহণ করেন নাই। অনসূয়া যেমন পতিব্রতা, সীতাও সেইরূপ পতিব্রতা ছিলেন। এক্ষণে পতিব্রতা সীতার মাহাত্ম্য বলিতেছি। পূর্ব্বকালে প্রতিষ্ঠাননগরে কৌশিক নামে কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পতিব্রতা পত্নী তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তিসহকারে সেবাশুশ্রূষা করিতেন; ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও ঘৃণা করিতেন না। কৌশিক তাঁহাকে সর্ব্বদাই তিরস্কার করিতেন, তথাপি তিনি ভর্ত্তাকে দেবতাবোধে শুশ্রূষা করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেন না। ১৬-১৯

১। রক্ষোরাজ্যে চ।

ভর্ত্রো'ক্তা সানয়ত্তেভ্যাং শুশ্রূষায়াং চাধিকম্ । পথি শূলে তদা প্রোতমচৌরং চৌরশঙ্কয়া ॥ ২০
মাণ্ডব্যমতিদুঃখার্ত্তমন্ধকারেঽথ স দ্বিজঃ । পত্নীস্কন্ধসমারূঢ়শ্চালয়ামাস কৌশিকঃ ॥ ২১
পাদাবমর্ষণাৎ ক্রুদ্ধো মাণ্ডব্যস্তমুবাচ হ । সূর্য্যোদয়ে মৃতিস্তস্য যেনাহং চালিতঃ পদা ॥ ২২
তচ্ছ্রুত্বা প্রাহ তদ্ভার্য্যা সূর্য্যো নোদয়মেষ্যতি । ততঃ সূর্য্যোদয়াভাবাদভবৎ সততং নিশা ॥ ২৩
বহুবর্ষপ্রমাণানি ততো দেবা ভয়ং যযুঃ । ব্রহ্মাণং শরণং জগ্মুস্তানূচে পদ্মসম্ভবঃ ॥ ২৪
প্রশাম্যতে তেজসৈব তপস্তেজশ্চ তেন বৈ[1] । পতিব্রতায়া মাহাত্ম্যান্নোদ্গচ্ছতি দিবাকরঃ ॥ ২৫
তস্য চানুদয়াদ্ধানির্মর্ত্ত্যানাং ভবতাং তথা । তস্মাৎ পতিব্রতামত্রেরনসূয়াং তপস্বিনীম্ ॥ ২৬
প্রসাদয়ত বৈ পত্নীং ভানোরুদয়কাম্যয়া । তৈঃ সা প্রসাদিতা গত্বা হ্যনসূয়া পতিব্রতা ॥ ২৭
কৃত্বাদিত্যোদয়ং সা চ তং ভর্ত্তারমজীবয়ৎ । পতিব্রতানসূয়ায়াঃ সীতাভ্যধিকা কিল ॥ ২৮

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে সীতামাহাত্ম্যং নাম ষট্চত্বারিংশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৬ ॥

একদিন তিনি ভর্তার বাক্যানুসারে বহন লইয়া স্বামীকে স্কন্ধে করত বেশ্যালয়ে চলিলেন। পথিমধ্যে মাণ্ডব্যনামক কোন ব্রাহ্মণ চোর না হইলেও চৌর্য্যাপবাদে কলঙ্কিত হইয়া শূলে আরোপিত ছিলেন। মাণ্ডব্য অন্ধকারে দুঃখার্ত্তহৃদয়ে শূলে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে পত্নীস্কন্ধ সমারূঢ় কৌশিকের স্পর্শে তিনি পরিচালিত হইলেন। সেই মাণ্ডব্য মুনি পদচালননিবন্ধন ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,—"যে আমাকে পদদ্বারা চালিত করিয়াছে, সূর্য্যোদয় হইলেই তাহার মৃত্যু হইবে।" এই অভিসম্পাত শ্রবণে কৌশিকপত্নী কহিলেন, "অতঃপর আর সূর্য্যোদয় হইবে না।" সেই পতিব্রতার বাক্যে সূর্য্যোদয় হইল না; নিরন্তর রাত্রিকালই চলিতে লাগিল। বহুবৎসর দিবস না হওয়াতে দেবগণ ভীত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ২০-২৪

ব্রহ্মা দেবগণকে কহিলেন,—এক্ষণে পতিব্রতার তেজঃপ্রভাবে তপস্তেজ প্রশান্ত হইয়াছে। পতিব্রতার মাহাত্ম্যে দিনকর উদিত হইতেছেন না। সূর্য্যোদয় না হওয়াতে মানবগণের ও তোমাদিগের বিশেষ হানি হইতেছে, সন্দেহ নাই। অতএব তোমরা সূর্য্যোদয়-কামনায় পতিব্রতা তপস্বিনী অত্রিপত্নী অনসূয়াকে প্রসন্ন কর। তারপর দেবগণ পতিপরায়ণা অনসূয়ার নিকটে গমনপূর্ব্বক তাহাকে প্রসন্ন করিলেন। অনসূয়াও সূর্য্যোদয় করিয়া কৌশিক ব্রাহ্মণকেও বাঁচাইয়া দিলেন। পতিব্রতার মাহাত্ম্য এই কহিলাম; কিন্তু সীতা অনসূয়া হইতেও সমধিক পতিব্রতা ছিলেন। ২৫-২৮

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে সীতামাহাত্ম্য নামক ষট্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪৬।

১। তপস্তেজস্তুনেন বৈ।

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

রামায়ণমতো বক্ষ্যে শ্রুতং পাপবিনাশনম্ ।
বিষ্ণুনাভ্যব্জতো ব্রহ্মা মরীচিস্তৎসুতোঽভবৎ ॥ ১
মরীচেঃ কশ্যপস্তস্মাদ্ রবিস্তস্মান্মনুঃ স্মৃতঃ ।
মনোরিক্ষ্বাকুরস্যাভূৎ বংশে রাজা রঘুঃ স্মৃতঃ ॥ ২
রঘোরজস্ততো জাতো রাজা দশরথো বলী ।
তস্য পুত্রাশ্চ চত্বারো মহাবলপরাক্রমাঃ ॥ ৩
কৌশল্যায়ামভূদ্রামো ভরতঃ কৈকয়ীসুতঃ ।
সুতৌ লক্ষ্মণশত্রুঘ্নৌ সুমিত্রায়াং বভূবতুঃ ॥ ৪
রামো ভক্তঃ পিতুর্মাতুর্বিশ্বামিত্রাদবাপ্তবান্ ।
অস্ত্রগ্রামং ততো যক্ষীং তাড়কাং প্রজঘান হ ॥ ৫
বিশ্বামিত্রস্য যজ্ঞে বৈ সুবাহুং ন্যবধীদ্বলী ।
জনকস্য ক্রতুং গত্বা উপযেমেঽথ জানকীম্ ॥ ৬
ঊর্মিলাং লক্ষ্মণো বীরো ভরতো মাণ্ডবীং সুতাম্ ।
শত্রুঘ্নো বৈ কীর্তিমতীং[1] কুশধ্বজসুতে উভে ॥ ৭

ব্রহ্মা বলিলেন,—এক্ষণে রামায়ণ বলিতেছি, ইহা শ্রবণ করিলে সমস্ত পাপক্ষয় হয়। বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি। মরীচির তনয় কশ্যপ। কশ্যপের নন্দন সূর্য্য। সূর্য্যের তনয় বৈবস্বতমনু। মনুর তনয় ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকুবংশে মহারাজ রঘু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রঘুর পুত্র অজ। অজের পুত্র মহাবল মহারাজ দশরথ দশরথের মহাবল পরাক্রান্ত চারি পুত্র হইয়াছিল। তন্মধ্যে কৌশল্যার গর্ভে রামচন্দ্র, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত, সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃ-মাতৃভক্ত রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের নিকট বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষা করিয়া তাড়কানাম্নী যক্ষীকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ১-৫

বিশ্বামিত্রের যজ্ঞানুষ্ঠান কালে রামচন্দ্র সুবাহুনামক রাক্ষসকে বিনাশ করেন। পরে তিনি জনকরাজের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া জানকীর পাণিগ্রহণ করেন। এই সময়ে মহাবীর লক্ষ্মণ ঊর্মিলাকে, ভরত কুশধ্বজসুতা মাণ্ডবীকে, আর শত্রুঘ্ন কুশধ্বজ-নন্দিনী কীর্তিমতীকে বিবাহ করেন। অতঃপর রামচন্দ্র প্রভৃতি চারি ভ্রাতা, দশরথ ও অমাত্যাদির সহিত অযোধ্যায় গমন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে

১। শ্রুতকীর্তিমিতি রামায়ণানুসারী পাঠঃ।

পিত্রাহি' [illegible] [illegible] [illegible]োঃ।
যুধাজিতঃ মাতুলস্য শত্রুঘ্নভরতৌ গতৌ ॥ ৮
একদাহ [illegible] রাজ্যং দাতুং সমুদ্যতঃ।
রামায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় কৈকেয্যা প্রার্থিতং তদা।
চতুর্দশসমা বাসো বনে রামস্য বাঞ্ছিতঃ ॥ ৯
রামঃ পিতৃহিতার্থঞ্চ লক্ষ্মণেন চ সীতয়া।
রাজ্যঞ্চ তৃণবৎ ত্যক্ত্বা শৃঙ্গবেরপুরং গতঃ ॥ ১০
রথং ত্যক্ত্বা প্রয়াগঞ্চ চিত্রকূটগিরিং গতঃ
রামস্য তু বিয়োগেন রাজা স্বর্গং সমাশ্রিতঃ ॥ ১১
সংস্কৃত্য ভরতস্তাতং রামমাহ বলান্বিতঃ।
অযোধ্যায়াং সমাগত্য রাজ্যং কুরু মহামতে ॥ ১২
স নৈচ্ছৎ পাদুকে দত্ত্বা রাজ্যায় ভরতায় তু।
বিসর্জিতোঽথ ভরতো রামরাজ্যমপালয়ৎ ॥ ১৩
নন্দিগ্রামে স্থিতো ভক্তো হ্যযোধ্যাং নাবিশদ্ ব্রতী।
রামোঽপি চিত্রকূটাচ্চ অত্রেরাশ্রমমাযযৌ ॥ ১৪
নত্বা সুতীক্ষ্ণমাগস্ত্যং দণ্ডকারণ্যমাগতঃ। তত্র শূর্পণখা নাম রাক্ষসী চাত্তুমাগতা ॥ ১৫

ভরত শত্রুঘ্নসহ যুধাজিৎ নামক নিজ মাতুলের আবাসে গমন করিলেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন মাতুলালয়ে গমন করিলে মহারাজ দশরথ সুপুত্র রামচন্দ্রকে রাজ্যদান করিতে উদ্যত হইলেন। তখন কৈকেয়ী এই অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিলেন যে রামচন্দ্র চতুর্দশ বর্ষ বনে বাস করুন। রামচন্দ্র পিতার হিতানুষ্ঠান নিমিত্ত তৃণবৎ রাজ্য পরিহার করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত শৃঙ্গবেরপুরে গমন করিলেন। তৎপরে তিনি রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রয়াগে গমন করিয়া তথা হইতে চিত্রকূট পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে মহারাজ দশরথ রামচন্দ্রের বিয়োগে শরীর পরিহারপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন। ৮-১১

রাজকুমার ভরত দশরথের সংস্কার করিয়া প্রভূত বলবাহনের সহিত রামচন্দ্রের সমীপে গমন করিলেন। তিনি রামচন্দ্রকে কহিলেন, মহামতে! অযোধ্যায় আগমন করিয়া আপনি রাজ্যশাসন করুন। রামচন্দ্র ভরতের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন না, পরন্তু তিনি পাদুকাযুগল দিয়া ভরতকে বিদায় করিলে ভরত জ্ঞানবরূপ সেই রামরাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রের প্রতি ভরতের অসীম ভক্তি ছিল, তন্নিমিত্ত তিনি অযোধ্যায় প্রবেশ না করিয়া রামচন্দ্রের ন্যায় ব্রতধারণপূর্ব্বক নন্দিগ্রামেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে রামচন্দ্র চিত্রকূট পর্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া মহর্ষি অত্রির আশ্রমে গমন করিলেন। তারপর তিনি মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ ও অগস্ত্যকে প্রণামপূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই

নিকৃত্তা কর্ণৌ নাসে চ রামেণাথাপরাজিতা।
তৎপ্রেরিতঃ খরশ্চাগাদ্দূষণস্ত্রিশিরাস্তথা ॥ ১৬
চতুর্দ্দশসহস্রেণ রক্ষসাঞ্চ বলেন চ। রামোঽপি প্রেষয়ামাস বাণৈর্যমপুরঞ্চ তান্ ॥ ১৭
রাক্ষস্যা প্রেরিতোঽভ্যাগাদ্রাবণো হরণায় হি।
মৃগরূপঃ স মারীচঃ কৃত্বাগ্রেঽথ ত্রিদণ্ডধৃক্ ॥ ১৮
সীতয়া প্রেরিতো রামো মারীচং নিজঘান হ।
ম্রিয়মাণঃ স চ প্রাহ হা সীতে লক্ষ্মণেতি চ ॥ ১৯
সীতোক্তো লক্ষ্মণোঽথাগাদ্রামস্তান্ দদর্শ তম্।
উবাচ রাক্ষসীমায়া নূনং সীতা হৃতেতি সা ॥ ২০
রাবণোঽপ্যবসরাদ্য অঙ্কেনাদায় জানকীম্
জটায়ুষং বিনির্ভিদ্য যযৌ লঙ্কাং ততো বলী ॥ ২১
অশোকবৃক্ষচ্ছায়ায়াং রক্ষিতাং তামধারয়ৎ।
আগত্য রামঃ শূন্যাঞ্চ পর্ণশালাং দদর্শ হ ॥ ২২
শোকং কৃত্বাথ জানক্যা মার্গণং কৃতবান্ প্রভুঃ।
জটায়ুষঞ্চ সংস্কৃত্য তদুক্তো দক্ষিণাং দিশম্ ॥ ২৩

স্থানে শূর্পণখানাম্নী রাক্ষসী সীতাকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত আগমন করিল। রামচন্দ্র তাহার নাসিকা ও কর্ণ ছেদনপূর্ব্বক নিরাকৃত করিয়া দিলেন। তারপর শূর্পণখার বাক্যানুসারে, খর দূষণ ও ত্রিশির, চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষস সৈন্যের সহিত রামচন্দ্রকে আক্রমণ করিল। ১২-১৬

রামচন্দ্র খর শরনিকরদ্বারা তাহাদিগকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। তারপর শূর্পণখা কর্ত্তৃক উত্তেজিত রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাকে হরণ করিবার জন্য মৃগরূপধারী মারীচকে সীতার সম্মুখে পাঠাইয়া স্বয়ং ত্রিদণ্ডধারী হইয়া দণ্ডকারণ্যে গমন করিল। এদিকে সীতার বাক্যানুসারে রামচন্দ্র মারীচের অনুবর্ত্তী হইয়া তাহাকে সংহার করিলেন। মারীচ প্রাণত্যাগকালে "হা সীতে! হা লক্ষ্মণ!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তারপর সীতার বাক্যানুসারে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের অনুসন্ধানে গমন করিলেন। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে দেখিয়া কহিলেন, এ সমুদায় রাক্ষসীমায়া, এক্ষণে রাক্ষসেরা সীতাকে হরণ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। ১৭-২০

এদিকে মহাবল রাবণ অবকাশ পাইয়া সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া জটায়ুকে সংহারপূর্ব্বক লঙ্কায় গমন করিল। রাক্ষসরাজ দশানন সীতাকে অশোকবৃক্ষতলে রাখিয়া দিল এবং রাক্ষসীদিগকে তাহার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিল। এদিকে রামচন্দ্র আসিয়া দেখিলেন, পর্ণশালা শূন্য, জানকী নাই। তিনি বহুক্ষণ শোকসন্তাপ করিয়া বৈদেহীর অনুসন্ধানে

গত্বা সখ্যং ততশ্চক্রে সুগ্রীবেণ চ রাঘবঃ।
সপ্ত তালান্ বিনির্ভিদ্য শরেণানতপর্ব্বণা ॥ ২৪
বালিনঞ্চ বিনির্ভিদ্য কিষ্কিন্ধ্যায়াং হরীশ্বরম্।
সুগ্রীবং কৃতবান্ রাম ঋষ্যমূকে স্বয়ং স্থিতঃ ॥ ২৫
সুগ্রীবঃ প্রেষয়ামাস বানরান্ পর্ব্বতোপমান্।
সীতায়া মার্গণং কর্ত্তুং পূর্ব্বাদৌ সুমহাবলান্ ॥ ২৬
প্রতীচীমুত্তরাং প্রাচীং দিশং গত্বা সমাগতাঃ।
দক্ষিণাস্তু দিশং যে চ মার্গয়ন্তোঽথ জানকীম্ ॥ ২৭
বনানি পর্ব্বতান্ দ্বীপান্ নদীনাং পুলিনানি চ।
জানকীং তে হ্যপশ্যন্তো মরণে কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ২৮
সম্পাতিবচনাজ্ জ্ঞাত্বা হনূমান্ কপিকুঞ্জরঃ।
শতযোজনবিস্তীর্ণং পুপ্লুবে মকরালয়ম্ ॥ ২৯
অপশ্যজ্জানকীং তত্র অশোকবনিকাস্থিতাম্
ভর্ৎসিতাং রাক্ষসীভিশ্চ রাবণেন চ রক্ষসা ॥ ৩০
ভব ভার্য্যেতি বদতা চিন্তয়ন্তীঞ্চ রাঘবম্। অঙ্গুরীয়ং কপির্দত্বা সীতাং কৌশল্যমব্রবীৎ ॥ ৩১

প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে জটায়ুর সৎকার করিয়া জটায়ুর বাক্যানুসারে দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুগ্রীবের সহিত সখ্য সংস্থাপনপূর্ব্বক সুতীক্ষ বাণ দ্বারা সপ্ত তাল ভেদ করিলেন। তিনি বালীকে বিনাশপূর্ব্বক সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যায় বানররাজ্যের অধীশ্বর করিয়া স্বয়ং ঋষ্যমূকপর্ব্বতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২১-২৫

এই সময়ে বানররাজ সুগ্রীব সীতার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত পর্ব্বতপ্রমাণ বানরগণকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিলেন। যে সমস্ত বানর পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিমদিকে গমন করিয়াছিল, তাহারা সকলেই প্রতিনিবৃত্ত হইল। যে সকল বানর দক্ষিণদিকে জানকীর অনুসন্ধান করিতেছিল, তাহারা বন, পর্ব্বত, দ্বীপ, নদীপুলিন প্রভৃতি সমুদায় স্থান তন্ন তন্ন করিয়া দেখিল কিন্তু কোন স্থানেও জানকীর সন্ধান পাইল না। তখন তাহারা একান্ত নিরুপায় হইয়া নিজ নিজ জীবনত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইল। তারপর সম্পাতির বচনানুসারে জানকীর অনুসন্ধান হইলে বানরবীর হনূমান্ লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক শতযোজনবিস্তীর্ণ সমুদ্রপারে উপস্থিত হইলেন। তিনি লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অশোকবনমধ্যে সীতাদেবী অবস্থান করিতেছেন ও রাক্ষসীরা সীতাকে নিয়ত ভর্ৎসনা করিতেছে এবং রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁহাকে "ভার্য্যা হও", "ভার্য্যা হও" এইরূপ বাক্যে উৎপীড়ন করিতেছে। পরন্তু সীতা দেবী তাহাতে কর্ণপাতও না করিয়া একমাত্র রামচন্দ্রকেই ধ্যান করিতেছেন। অনন্তর হনূমান্ একটু অবকাশ পাইয়া সীতাকে রামচন্দ্রের অঙ্গুরীয়ক প্রদানপূর্ব্বক কুশলবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিলেন। ২৬-৩১

রামস্য তস্য দূতোঽহং শোকং মা কুরু মৈথিলি।
অভিজ্ঞানঞ্চ মে দেহি যেন রামঃ স্মরিষ্যতি ॥ ৩২
তচ্ছ্রুত্বা প্রদদৌ সীতা বেণীরত্নং হনূমতে
যথা রামো নয়েচ্ছীঘ্রং তথা বাচ্যং ত্বয়া কপে ॥ ৩৩
তথেত্যুক্ত্বা তু হনুমান্ বনং দিব্যং বভঞ্জ তৎ।
হত্বাক্ষং রাক্ষসাংশ্চান্যান্ বন্ধনং স্বয়মাগতঃ ॥ ৩৪
সর্বৈরিন্দ্রজিতো বাণৈর্দৃষ্ট্বা রাবণমব্রবীৎ।
রামদূতোঽস্মি হনুমান্ দেহি রামায় মৈথিলীম্ ॥ ৩৫
এতচ্ছ্রুত্বা প্রকুপিতো দীপয়ামাস পুচ্ছকম্।
কপির্জ্বলিতলাঙ্গুলো লঙ্কাং দেহে মহাবলঃ ॥ ৩৬
দগ্ধ্বা লঙ্কাং সমায়াতো রামপার্শ্বং স বানরঃ।
ভুক্ত্বা ফলং মধুবনে দৃষ্টা সীতেত্যবেদয়ৎ ॥ ৩৭
বেণীরত্নঞ্চ রামায় রামো লঙ্কাপুরীং যযৌ।
সসুগ্রীবঃ সহনুমান্ সাঙ্গদাদ্যঃ সলক্ষ্মণঃ ॥ ৩৮
বিভীষণোঽপি সম্প্রাপ্তঃ শরণং রাঘবং প্রতি।
লঙ্কৈশ্বর্যেঽভ্যষিঞ্চদ্রামস্তং রাবণানুজম্ ॥ ৩৯

তারপর কহিলেন, মৈথিলি! আপনি শোকসন্তাপ করিবেন না, আমি রামচন্দ্রের দূত, আপনি এক্ষণে এমন কোন অভিজ্ঞান প্রদান করুন, যাহা দেখিয়া রামচন্দ্র চিনিতে পারেন। সীতা দেবী এই বাক্য শ্রবণ করত হনুমানের হস্তে বেণীরত্ন প্রদান করিলেন, আর কহিলেন, রামচন্দ্র যাহাতে আমাকে শীঘ্র উদ্ধার করিয়া লইয়া যান, তুমি গিয়া সেইরূপ বলিও। তখন হনুমান্ তথাস্তু বলিয়া স্বীকারপূর্বক রাবণের দিব্য প্রমোদবন ভঞ্জন করিলেন। তৎপরে তিনি কুমার অক্ষ ও অন্যান্য রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রজিতের শরাস্ত্রে স্বয়ং বদ্ধ হইলেন। তিনি রাবণের নিকট নীত হইয়া রাবণপ্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক কহিলেন, আমি রামচন্দ্রের দূত, আমার নাম হনুমান্। এক্ষণে তুমি রামচন্দ্রের নিকট সীতাকে সমর্পণ কর। ৩২-৩৫

রাক্ষসরাজ দশানন এই বাক্য শ্রবণে কুপিত হইয়া তাঁহার লাঙ্গুলে অগ্নি প্রদান করিলেন। জ্বলিতলাঙ্গুল-বহ্নি দ্বারা মহাবল হনুমান্ সমগ্র লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। পবননন্দন এইরূপে লঙ্কাদাহপূর্বক মধুবনে অমৃতফল ভক্ষণ করিয়া রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন ও কহিলেন,—আমি সীতাকে দেখিয়া আসিয়াছি। তারপর তিনি বেণীরত্ন প্রদান করিলে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ হনুমান্ ও সুগ্রীব প্রভৃতির সহিত লঙ্কাপুরীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে রাবণানুজ বিভীষণ রামচন্দ্রের শরণাগত হইলেন।

রামো নলেন সেতুঞ্চ কৃত্বাব্ধৌ চোত্ততার তম্ ।
সুবেলেঽবস্থিতশ্চৈব পুরীং লঙ্কাং দদর্শ হ ॥ ৪০
অথ তে বানরা বীরা নীলাঙ্গদ-নলাদয়ঃ ।
ধূম্র-ধূম্রাক্ষ-বীরেন্দ্রা জাম্ববৎপ্রমুখাস্তথা ॥ ৪১
মৈন্দ-দ্বিবিদমুখ্যাস্তে পুরীং লঙ্কাং বভঞ্জিরে ॥ ৪২
রাক্ষসাংস্তে মহাকায়ান্ কালাঞ্জনচয়োপমান্ ।
রামঃ সলক্ষ্মণো হত্বা সকপিঃ সর্বরাক্ষসান্ ॥ ৪৩
বিদ্যুজ্জিহ্বঞ্চ ধূম্রাক্ষং দেবান্তক-নরান্তকৌ ।
মহোদর-মহাপার্শ্বাবতিকায়ং মহাবলম্ ॥ ৪৪
কুম্ভং নিকুম্ভং মত্তঞ্চ মকরাক্ষং হ্যকম্পনম্ ।
প্রহস্তং বীরমুন্মত্তং কুম্ভকর্ণং মহাবলম্ ॥ ৪৫
রাবণিং লক্ষ্মণশ্ছিত্বা রামোঽপি রাবণং বলী ।
নিকৃত্য বাহুচক্রাণি রাবণস্য রণাঙ্গনে ॥ ৪৬
সীতাং শুদ্ধাং গৃহীত্বাথ বিমানে পুষ্পকে স্থিতঃ ।
সবানরঃ সমায়াতো হ্যযোধ্যাং প্রবরাং পুরীম্ ॥ ৪৭
তত্র রাজ্যং চকারাথ পুত্রবৎ পালয়ন্ প্রজাঃ ।
দশাশ্বমেধানাহৃত্য গয়াশিরসি পাবনম্ ॥ ৪৮

রামচন্দ্র তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র বানরবীর নলের দ্বারা সমুদ্রে সেতুবন্ধনপূর্বক সদলবলে বানর সৈন্যের সহিত সমুদ্র উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি সেই সুবেল পর্বতে অবস্থানপূর্বক লঙ্কাপুরী দর্শন করিলেন। ৩৬-৪০

পরদিন নীল, অঙ্গদ, নল, ধূম্র, ধূম্রাক্ষ, জাম্ববান্, মৈন্দ, দ্বিবিদ প্রভৃতি বানরবীর যূথপতিগণ, লঙ্কাপুরী পরিমর্দিত করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা কালাঞ্জনসদৃশ মহাকায় রাক্ষসগণকে সংহার করিতে লাগিল। মহাবীর রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ বানরবীরগণের সহিত সমবেত হইয়া বিদ্যুজ্জিহ্ব, ধূম্রাক্ষ, দেবান্তক, নরান্তক, মহোদর, মহাপার্শ্ব, অতিকায়, কুম্ভ, নিকুম্ভ, মত্ত, মকরাক্ষ, অকম্পন, প্রহস্ত, উন্মত্ত, কুম্ভকর্ণ ও অন্যান্য মহাবীর মহাবল রাক্ষসগণকে বিনাশ করিলেন। পরে লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিতকে সংহার করিলেন। রঘুবংশাবতংস মহাবল রামচন্দ্র রাবণের বাহুসমূহ ছেদনপূর্বক তাহাকে সংগ্রামভূমিতে নিপাতিত করিলেন। ৪১-৪৬

তৎপরে অগ্নিদ্বারা সীতা পরীক্ষিত হইলে, রামচন্দ্র তাঁহাকে লইয়া বানরগণ সহ পুষ্পকবিমানে আরোহণপূর্বক অযোধ্যাপুরীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি রাজসিংহাসনে উপবেশনপূর্বক প্রজাদিগকে পুত্রনির্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন। তিনি দশটি অশ্বমেধ

পিণ্ডানাং বিধিবৎ কৃত্বা দত্ত্বা দানানি হৃষ্টবৎ ।
পুত্রৌ কুশলবৌ সৃষ্ট্বা[1] তৌ চ রাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ ॥ ৪৯
একাদশসহস্রাণি রামো রাজ্যমকারয়ৎ ।
শত্রুঘ্নো লবণং হত্বা[2] শৈলূষং[3] ভরতঃ স্থিতঃ ॥ ৫০
অগস্ত্যাদীন্ মুনীন্নত্বা শ্রুত্বোৎপত্তিঞ্চ রক্ষসাম্ ।
স্বর্গং গতো জনৈঃ সার্দ্ধমযোধ্যাস্থৈঃ কৃতার্থকঃ ॥ ৫১

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে রামায়ণবর্ণনং নাম সপ্তচত্বারিংশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

হরিবংশং প্রবক্ষ্যামি কৃষ্ণমাহাত্ম্যমুত্তমম্ । বসুদেবাত্তু দেবক্যাং বাসুদেবো বলোঽভবৎ ॥ ১
ধর্ম্মাদিরক্ষণার্থায় অধর্ম্মাদিবিনিবৃত্তয়ে । কৃষ্ণঃ পীত্বা স্তনৌ গাঢ়ং পূতনামনয়ৎ ক্ষয়ম্ ॥ ২

যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া গয়াক্ষেত্রে গয়াসুরমস্তকে যথাবিধি পিণ্ডপ্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে প্রচুরপরিমাণে ধন দান করিলেন। তিনি কুশ ও লবনামক পুত্রদ্বয় উৎপাদনপূর্ব্বক তাহাদিগকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি একাদশসহস্র বৎসর রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে শত্রুঘ্ন লবণনামক দৈত্যকে বিনাশ করেন। এই সময়ে ভরতনামক কোন নাট্যাচার্য্য নাটকাভিনয় করিয়াছিলেন। তারপর রামচন্দ্র অগস্ত্য প্রভৃতি মুনিগণকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট রাক্ষসদিগের উৎপত্তিবিবরণ শ্রবণ করিলেন। তিনি এইরূপে দেবকার্য্য সমাধানপূর্ব্বক অযোধ্যাবাসী জনগণের সহিত স্বর্গে আরূঢ় হইলেন। ৪৯-৫১

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে রামায়ণবর্ণন নাম সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৭ ।

অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়

ব্রহ্মা বলিলেন,—এক্ষণে হরিবংশ কীর্ত্তন করিতেছি, ইহাতে কৃষ্ণমাহাত্ম্য উত্তমরূপে প্রকাশিত আছে। বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে বাসুদেব কৃষ্ণ ও বলদেবের জন্ম হয়। ধরাতলে অধর্ম্মনিরসনপূর্ব্বক ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্তই ইঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ

১। সৃষ্টা। ২। হত্বা। ৩। শৈলূষো।

শকটঃ পরিবৃত্তোঽথ ভগ্নৌ চ যমলার্জ্জুনৌ ।
ধর্ষিতঃ কালিয়ো নাগো ধেনুকো বিনিপাতিতঃ ॥ ৩
ধৃতো গোবর্দ্ধনঃ শৈল ইন্দ্রেণ পরিপূজিতঃ ।
ভারাবতরণং চক্রে প্রতিজ্ঞাং কৃতবান্ হরিঃ ॥ ৪
রক্ষণার্জ্জুনাদেশ্চ অরিষ্টাদির্নিপাতিতঃ ।
কেশী বিনিহতো দৈত্যো গোপাদ্যাঃ পরিতোষিতাঃ ॥ ৫
চাণূরো মুষ্টিকো মল্লঃ কংসো মঞ্চান্নিপাতিতঃ ।
রুক্মিণীসত্যভামাদ্যা অষ্টৌ পত্ন্যো হরেঃ পরাঃ ॥ ৬
ষোড়শস্ত্রীসহস্রাণি অন্যান্যাসন্ মহাত্মনঃ ।
তাসাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাদ্যাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৭
রুক্মিণ্যাঞ্চৈব প্রদ্যুম্নো অবধীৎ শম্বরঞ্চ যঃ ।
তস্য পুত্রোঽনিরুদ্ধোঽভূদুষাবাণসুতাপতিঃ ॥ ৮
হরিশঙ্করয়োর্যত্র মহাযুদ্ধং বভূব হ ।
বাণবাহুসহস্রঞ্চ ছিন্নং বাহুদ্বয়ং কৃতং ॥ ৯
নরকো নিহতো যেন পারিজাতং জহার যঃ ।
বলশ্চ শিশুপালশ্চ হতশ্চ দ্বিবিদঃ কপিঃ ॥ ১০

পাদপ্রহারে শকট পরিবর্ত্তন ও যমলার্জ্জুন ভঞ্জন করিয়া কালিয় নাগকে দমন করিয়াছিলেন। পূতনাকে যমসদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহাবল কৃষ্ণ শকট পরিবর্ত্তন ও যমলার্জ্জুন ভঞ্জন করিয়া কালিয় নাগকে দমন করিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তে ধেনুকনামক দৈত্য হত হইয়াছিল। এক সময়ে তিনি গোবর্দ্ধনপর্বত ধারণ করত দেবরাজকর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন। তিনি অবতীর্ণ হইয়া ভূভারহরণ করেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া অর্জ্জুনাদি পঞ্চ ভ্রাতাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তে অরিষ্ট প্রভৃতি দুষ্টদৈত্যগণ নিহত হইয়াছিল। তিনি কেশিনামক দৈত্যকে সংহার করিয়া গোপগোপীদিগকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। ১-৫

তিনি চাণূর, মুষ্টিক মল্লকে সংহারপূর্বক কংসকেও মঞ্চ-হইতে বিনিপাতিত করিয়া সংহার করিয়াছিলেন। তাঁহার রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি আটটি প্রধানা মহিষী ছিল। এতদ্ব্যতীত সেই মহাত্মা কৃষ্ণের আরও ষোড়শসহস্র ভার্য্যা ছিল। এই সমুদায় ভার্য্যাদিগের গর্ভে তাঁহার শতসহস্র পুত্রপৌত্র জন্মপরিগ্রহ করে। তন্মধ্যে রুক্মিণীর গর্ভে প্রদ্যুম্ন জন্মপরিগ্রহ করিয়া শম্বরনামক দৈত্যকে সংহার করিয়াছিলেন। প্রদ্যুম্নের পুত্রের নাম অনিরুদ্ধ ; বাণতনয়া উষা তাঁহার ভার্য্যা হইয়াছিল। এই উষাহরণ সময়ে কৃষ্ণ ও শঙ্করের তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। কৃষ্ণ বাণরাজার বাহুসহস্রের মধ্যে বাহুদ্বয়মাত্র রাখিয়া আর সমুদায় ছেদন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ এক সময়ে নরকাসুরকে বধ এবং পারিজাত হরণ

অনিরুদ্ধাদ্‌বজ্রঃ স চ রাজা গতে হরৌ। সান্দীপনিং গুরুঞ্চক্রে মৃতপুত্রং দদাবপি[1]।
মথুরায়ামুগ্রসেনং পালনঞ্চ দিবৌকসাম্ ॥ ১১

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে হরিবংশবর্ণনং নাম
অষ্টচত্বারিংশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

ভারতং সম্প্রবক্ষ্যামি ভারাবতরণং ভুবঃ। চক্রে কৃষ্ণো যুধ্যমানঃ পাণ্ডবাদিনিমিত্ততঃ ॥ ১
বিষ্ণুনাভ্যব্জতো ব্রহ্মপুত্রোঽত্রিরত্রিতঃ। সোমস্ততো বুধস্তস্মাদূর্ব্বশ্যাঞ্চ পুরূরবাঃ ॥ ২
তস্যায়ুস্তস্য বংশেঽভূদ্ যযাতির্ভরতঃ কুরুঃ। শান্তনুস্তস্য বংশেঽভূদ্ গঙ্গায়াং শান্তনোঃ[2] সুতঃ।
ভীষ্মঃ সর্ব্বগুণৈর্যুক্তো ব্রহ্মবৈবর্ত্তপারগঃ ॥ ৩
শান্তনোঃ সত্যবত্যাঞ্চ দ্বৌ পুত্রৌ সম্বভূবতুঃ। চিত্রাঙ্গদশ্চ গন্ধর্ব্বৈঃ পুনঃ চিত্রাঙ্গদোঽবধীৎ ॥ ৪

করেন। ইনি বক, শিশুপাল ও দ্বিবিদনামক বানরকে সংহার করিয়াছিলেন। অনিরুদ্ধের পুত্রের নাম বজ্র, কৃষ্ণ যখন স্বর্গারোহণ করেন, এই বজ্রই তখন মথুরায় রাজা হইয়াছিলেন। যদুবংশাবতংস কৃষ্ণ সান্দীপনিনামক গুরুকে তদীয় মৃতপুত্র আনিয়া দিয়াছিলেন। তিনি মথুরাতে উগ্রসেনকে রাজা করিয়া দেবগণকে পালন করিয়াছিলেন। ৬-১১

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে হরিবংশবর্ণন নাম অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪৮।

ঊনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়

ব্রহ্মা বলিলেন,—এক্ষণে মহাভারত বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভগবান্ কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ভূভারহরণ করিয়াছিলেন, এজন্য ইহা ভারত নামে বিখ্যাত হইয়াছে। বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছিল। ব্রহ্মার পুত্র অত্রি; অত্রির পুত্র চন্দ্র; চন্দ্রের পুত্র বুধ; বুধের পুত্র পুরূরবা, পুরূরবার ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে আয়ুর জন্ম হইয়াছিল। আয়ুর বংশে যযাতি, ভরত, কুরু ও শান্তনুর জন্ম হয়। ব্রহ্মবিদ্যাপারদর্শী সর্ব্বগুণসম্পন্ন ভীষ্ম শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। শান্তনুর ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুইটী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। চিত্রাঙ্গদনামক এক গন্ধর্ব্ব

১। সপুত্রক চকার সঃ। ২। শন্তনোঃ।

অন্যো বিচিত্রবীর্য্যোঽভূৎ কাশীরাজসুতাপতিঃ ॥ ৫
বিচিত্রবীর্য্যে স্বর্যাতে ব্যাসাদ্বংক্ষেত্রতোঽভবৎ।
ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাপুত্রঃ পাণ্ডুরম্বালিকাসুতঃ ॥ ৬
ভুজিষ্যায়াং বিদুরো গান্ধার্য্যাং ধৃতরাষ্ট্রতঃ। দুর্য্যোধনপ্রধানাস্তু শতসংখ্যা মহাবলাঃ ॥ ৭
পাণ্ডোঃ কুন্ত্যাঞ্চ মাদ্র্যাঞ্চ পঞ্চ পুত্রাঃ প্রজজ্ঞিরে।
যুধিষ্ঠিরো ভীমসেনো হ্যর্জ্জুনো নকুলস্তথা ॥ ৮
সহদেবশ্চ পঞ্চৈতে মহাবলপরাক্রমাঃ। কুরুপাণ্ডবয়োর্বৈরং দৈবযোগাদভূদ্ধি হি ॥ ৯
দুর্য্যোধনেনাবীরেণ পাণ্ডবাঃ সমুপদ্রুতাঃ।
দগ্ধ্বা জতুগৃহে বীরাস্তে মুক্তা স্বধিয়ামলাঃ ॥ ১০
ততস্তেঽেকচক্রায়াং ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে। বিপ্রবেশা মহাত্মানো নিহত্য বকরাক্ষসম্ ॥ ১১
ততঃ পাঞ্চালবিষয়ে দ্রৌপদ্যাস্তে স্বয়ম্বরম্। বিজ্ঞায় বীর্য্যশুল্কায়াং পাণ্ডবা উপযেমিরে ॥ ১২
দ্রোণভীষ্মানুমত্যা তু ধৃতরাষ্ট্রঃ সমানয়ৎ।
অর্দ্ধরাজ্যং ততঃ প্রাপ্তা ইন্দ্রপ্রস্থে পুরোত্তমে ॥ ১৩
রাজসূয়ং ততশ্চক্রুঃ সভাং কৃত্বা যতব্রতাঃ ॥ ১৪

চিত্রাঙ্গদনামক পুত্রকে সংগ্রামে সংহার করে। বিচিত্রবীর্য্যনামা দ্বিতীয় পুত্র কাশীরাজতনয়া অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ১-৫

বিচিত্রবীর্য্য স্বর্গারোহণ করিলে মহর্ষি বেদব্যাস হইতে তদীয় ক্ষেত্রে পুত্র উৎপন্ন হয়। অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের, অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডুর, আর দাসীর গর্ভে বিদুরের জন্ম হইয়াছিল। ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভে দুর্য্যোধন প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত শতপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পাণ্ডুর ক্ষেত্রে কুন্তী ও মাদ্রীর গর্ভে পঞ্চপুত্র উৎপন্ন হয়; এই পঞ্চপুত্রের নাম—যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব। ইঁহারা সকলেই মহাবল-পরাক্রম ছিলেন। দৈবনিবন্ধন কুরু-পাণ্ডবদিগের পরস্পর শত্রুতা জন্মিয়াছিল। ৬-৯

অব্যবস্থিতচিত্ত দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। দুর্য্যোধন নির্দ্দোষ মহাবীর পাণ্ডবগণকে জতুগৃহে দগ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা নিজ বুদ্ধিবলে তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। তাঁহারা একচক্রা নগরীতে ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্ব্বক কোন ব্রাহ্মণের ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহারা বকনামক রাক্ষসকে সংহার করেন। পরে তাঁহারা শুনিলেন যে, পাঞ্চালনগরে বীর্য্যশুল্কা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর হইবে। তখন তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া লক্ষ্যভেদপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন। এদিকে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম ও দ্রোণের অনুমতি অনুসারে তাঁহাদিগকে লইয়া গিয়া অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিলেন। তাঁহারা ইন্দ্রপ্রস্থনামক নগরীতে অবস্থান করিয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উৎকৃষ্ট সভা নির্ম্মাণ করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান

অর্জ্জুনো দ্বারবত্যাঞ্চ সুভদ্রাং প্রাপ্তবান্ প্রিয়াম্।
বাসুদেবস্য ভগিনীং মিত্রং দেবকীনন্দনম্ ॥ ১৫

নন্দিঘোষং রথং দিব্যমগ্নের্ধনুরনুত্তমম্। গাণ্ডীবং নাম তদ্দিব্যং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
অক্ষয্যান্ সায়কাংশ্চৈব তথাভেদ্যঞ্চ দংশনম্ ॥ ১৬

স তেন ধনুষা বীরঃ পাণ্ডবো জাতবেদসম্।
কৃষ্ণদ্বিতীয়ো বীভৎসুস্তর্পয়ত বীর্য্যবান্ ॥ ১৭
নৃপান্ দিগ্বিজয়ে জিত্বা রত্নান্যাদায় বৈ দদৌ।
যুধিষ্ঠিরায় মহতে ভ্রাত্রে নীতিবিদে মুদা ॥ ১৮

যুধিষ্ঠিরোঽপি ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ। জিতো দুর্য্যোধনেনৈব মায়াদ্যূতেন পাপিনা।
কর্ণ-দুঃশাসনমতে স্থিতেন শকুনের্মতে ॥ ১৯

অথ দ্বাদশ বর্ষাণি বনে তেপুর্মহৎ তপঃ।
সধৌম্যা দ্রৌপদীষষ্ঠা মুনিবৃন্দাভিসংবৃতাঃ ॥ ২০

যযুর্বিরাটনগরং গুপ্তরূপেণ সংস্থিতাঃ। বর্ষমেকং মহাপ্রাজ্ঞা গোগ্রহাদিমপালয়ন্ ॥ ২১

ততো জ্ঞাত্বা স্বকং রাষ্ট্রং প্রার্থয়ামাসুরাদৃতাঃ।
পঞ্চ গ্রামানর্দ্ধরাজ্যং[১] বীরা দুর্য্যোধনং নৃপম্ ॥ ২২

করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন দ্বারকায় গমন-পূর্ব্বক বাসুদেব কৃষ্ণের সহিত সখ্য বন্ধন করিয়া তাঁহার ভগিনী প্রিয়তমা সুভদ্রাকে প্রাপ্ত হইলেন। ১০-১৫

তিনি হুতাশনের নিকট নন্দিঘোষনামক দিব্য রথ, গাণ্ডীবনামক ত্রিলোকবিখ্যাত দিব্য ধনুঃ, অক্ষয় তূণীর ও অভেদ্য কবচ প্রাপ্ত হইলেন। মহাবীর পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন, কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া সেই দিব্য শরাসনদ্বারাই অগ্নির তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন। তিনি দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া সমুদায় রাজগণকে পরাজয়পূর্ব্বক বহু রত্ন আহরণ করিয়া পরম প্রীতমনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নীতিশাস্ত্রবিশারদ যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিলেন। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে পরিবারিত হইয়া পাপাত্মা দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক কপট দ্যূতে পরাজিত হইলেন। কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনিই দুর্য্যোধনকে এই কুপরামর্শ দিয়াছিল। মহাত্মা পাণ্ডবগণ বনে দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা করেন। তৎপরে সেই পঞ্চভ্রাতা পুরোহিত ধৌম্যকে ও দ্রৌপদীকে সমভিব্যাহারে লইয়া বিরাটনগরে গমনপূর্ব্বক গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন মহাপ্রাজ্ঞ পাণ্ডবগণ এইরূপে এক বৎসরকাল থাকিয়া গোগ্রহ প্রভৃতি রক্ষণ করিয়াছিলেন। ১৬-২১

তারপর তাঁহারা অজ্ঞাতবাসের সময় অতীত হইয়াছে জানিয়া, সবিনয়ে দুর্য্যোধনের নিকট নিজরাজ্য প্রার্থনা করিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধনের নিকট মহাবীর পাণ্ডবগণ যখন

১। গ্রামানর্দ্ধরাজ্যাৎ।

পাণ্ডবাঃ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধং চক্রুর্বলান্বিতাঃ।
অক্ষৌহিণীভির্দিব্যাভিঃ সপ্তভিঃ পরিবারিতাঃ॥ ২০

একাদশভিরেবৈতা যুক্তা দুর্য্যোধনাদয়ঃ। আসীদ্ যুদ্ধং সর্বনাশং[1] দেবাসুররণোপমম্॥ ২৩
ভীষ্মঃ সেনাপতিরভূদাদৌ দৌর্য্যোধনে বলে। পাণ্ডবানাং শিখণ্ডী চ তয়োর্যুদ্ধং বভূব হ।
শস্ত্রাশস্ত্রি মহাঘোরং দশরাত্রং শরাশরি॥ ২৫

শিখণ্ড্যর্জ্জুনবাণৈশ্চ ভীষ্মঃ শরশতৈশ্চিতঃ।
উত্তরায়ণমীক্ষ্যাথ ধ্যাত্বা দেবং গদাধরম্॥ ২৬
উক্ত্বা ধর্ম্মান্ বহুবিধাংস্তর্পয়িত্বা পিতৄন্ বহূন্।
আনন্দে তু পদে লীনো বিষ্ণৌ মুক্তকিল্বিষে॥ ২৭
ততো দ্রোণো যযৌ যোদ্ধুং ধৃষ্টদ্যুম্নেন বীর্য্যবান্।
দিনানি পঞ্চ তদ্যুদ্ধমাসীৎ পরমদারুণম্॥ ২৮
যত্র তে পৃথিবীপালা হতাঃ পার্থসমাগমে।
শোকসাগরমাসাদ্য দ্রোণোঽপি স্বর্গমাপ্তবান্॥ ২৯

ততঃ কর্ণো যযৌ যোদ্ধুমর্জ্জুনেন মহাত্মনা। দিনদ্বয়ং মহাযুদ্ধং কৃত্বা পার্থাস্ত্রসাগরে॥ ৩০

অর্দ্ধরাজ্য বা পঞ্চগ্রামও প্রাপ্ত হইলেন না, তখন তাঁহারা সৈন্যসামন্ত সংগ্রহপূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থ প্রবৃত্ত হইলেন। পাণ্ডবগণের পক্ষে সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল। আর একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য দুর্য্যোধনের পক্ষ হইয়া যুদ্ধোদ্যোগ করে। তখন দেবাসুর-সংগ্রামের ন্যায় মহা সংগ্রাম আরম্ভ হইল। অনেকানেক বীরগণ প্রাণ পরিত্যাগ করত স্বর্গে গমন করিল। দুর্য্যোধনের সেনাসমূহমধ্যে ভীষ্মই প্রথমতঃ সেনাপতি হইয়াছিলেন। পাণ্ডবদিগের পক্ষে শিখণ্ডী সেনাপতি হইলেন। দশরাত্রি পর্য্যন্ত শস্ত্রাশস্ত্রি, শরাশরি, ঘোরতর যুদ্ধ হইল। ২২-২৫

পরে শিখণ্ডী ও অর্জ্জুনের শরসমূহদ্বারা ভীষ্মের শরীর পরিব্যাপ্ত হওয়াতে তিনি সংগ্রামভূমিতে শরশয্যায় শয়ন করিলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বহুবিধ ধর্ম্মোপদেশ দিয়া যখন দেখিলেন যে, উত্তরায়ণ হইয়াছে, তখন পিতৃলোকের তর্পণপূর্ব্বক দেব গদাধরকে ধ্যান করিয়া পাপস্পর্শশূন্য আনন্দময় পরমপদে লীন হইলেন। অনন্তর মহাবীর্য্য দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রাম করিতে গমন করিলেন। পাঁচদিন পর্য্যন্ত পরম দারুণ লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইল। এই সংগ্রামে অসংখ্য রাজগণ রণভূমিতে শয়ন করিয়াছিল। দ্রোণাচার্য্যও দুঃসহ পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। ২৬-২৯

পরে কর্ণ, মহাত্মা অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। তিনি দুই দিন পর্য্যন্ত বীর্য্যবলে মহাযুদ্ধ করিয়া অর্জ্জুনের অস্ত্রসাগরে নিমগ্ন হইয়া সূর্য্যলোক প্রাপ্ত

১। স্বর্গমার্গমিতি পুস্তকে ইতি চ পাঠঃ।

নিহতঃ সূর্য্যলোকঞ্চ ততঃ প্রাপ স বীর্য্যবান্ ।
ততঃ শল্যো যযৌ যোদ্ধুং ধর্ম্মরাজেন ধীমতা ।
দিনার্দ্ধেন হতঃ শল্যো বাণৈর্ধর্ম্মজনন্দিতৈঃ ॥ ৩১

দুর্য্যোধনোঽপ্য বেগেন গদাপাণির্বীর্য্যবান্ । অভ্যধাবত্ বৈ ভীমং কালান্তকযমোপমঃ ।
অথ ভীমেন বীরেণ গদয়া বিনিপাতিতঃ ॥ ৩২

অশ্বত্থামা গতো দ্রোণিঃ সুপ্তসৈন্যং হতো নিশি ॥ ৩৩

জঘান মহাবীর্য্যেণ পিতুর্বধমনুস্মরন্ ।
ধৃষ্টদ্যুম্নং জঘানাথ দ্রৌপদেয়াংশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৩৪
দ্রৌপদ্যাং রোদমানায়ামশ্বত্থাম্নঃ শিরোমণিম্ ।
ঐষিকাস্ত্রেণ তং জিত্বা জগ্রাহার্জ্জুন উত্তমম্ ॥ ৩৫
যুধিষ্ঠিরঃ সমাশ্বাস্য স্ত্রীজনং শোকসঙ্কুলম্ ।
স্নাত্বা সন্তর্প্য দেবাংশ্চ পিতৄনথ পিতামহান্ ॥ ৩৬
আশ্বাসিতোঽথ ভীমেন[১] রাজ্যঞ্চৈবাকরোন্মহৎ ।
বিষ্ণুমীজেঽশ্বমেধেন বিধিবদ্দক্ষিণাবতা ॥ ৩৭

রাজ্যে পরীক্ষিতং স্থাপ্য যাদবানাং বিনাশনম্ । শ্রুত্বা তু মৌষলে রাজা জপ্ত্বা নামসহস্রকম্ ।
বিষ্ণোঃ স্বর্গং জগামাথ ভীমাদ্যৈর্ভ্রাতৃভির্যুতঃ ॥ ৩৮

হইলেন। তারপর শল্য, ধীমান ধর্ম্মরাজের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। তিনি দিনার্দ্ধমাত্র সংগ্রাম করিয়া ধর্ম্মরাজের জলদসম শরনিকরদ্বারা নিহত হইলেন। পরে কালান্তক যমসদৃশ মহাবীর দুর্য্যোধন গদাগ্রহণপূর্ব্বক মহাবীর ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর ভীমসেন গদাঘাতে তাঁহাকে সংগ্রামশায়ী করিলেন। তারপর দ্রোণতনয় মহাবীর অশ্বত্থামা নিশাকালে নিদ্রিত পাণ্ডবসৈন্য আক্রমণ করিলেন। তিনি পিতৃবধ স্মরণপূর্ব্বক নিজ ভুজবীর্য্য প্রভাবে ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও দ্রৌপদীর পুত্রগণকে বিনাশ করিলেন। অনন্তর দ্রৌপদী রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলে মহাবীর অর্জ্জুন ঐষিক অস্ত্রদ্বারা অশ্বত্থামাকে পরাজয় করত তাঁহার শিরোরত্ন হরণ করিলেন। ৩০-৩৫

যুধিষ্ঠির শোকসমাকুল রাজমহিষীগণকে আশ্বাসিত করিয়া স্নানপূর্ব্বক পিতৃপিতামহ ও দেবগণের তর্পণ করিলেন। তারপর ভীষ্ম আশ্বাসপ্রদান করিলে তিনি রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যথাবিধি দক্ষিণা দান সহকারে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করত যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছেন। তৎপরে তিনি যখন শুনিলেন যে, মুষল হইতে যদুবংশ ধ্বংস হইয়াছে, তখন পরীক্ষিৎকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভীম প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সহিত বিষ্ণুর সহস্রনাম পাঠপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন। ৩৬-৩৮

১। ভীষ্মেন।

বাসুদেবঃ পুনর্বুদ্ধঃ স মোহায় সুরদ্বিষাম্ ।
দেবাদীনাং রক্ষণায় অধর্ম্মহরণায় চ ॥ ৩৯
কল্কী বিষ্ণুশ্চ ভবিতা শম্ভলগ্রামকে পুনঃ ।
অশ্বারূঢোঽখিলান্ লোকাংস্তদা তীতান্ করিষ্যতি ॥ ৪০
এবং স ভগবান্ ব্যাস-ধর্ম্মসংরক্ষণায় চ । দুষ্টানাঞ্চ বধার্থায় অবতারং করিষ্যতি ॥ ৪১
যথা ধন্বন্তরির্বিংশে জাতঃ ক্ষীরোদমন্থনে ।
দেবাদীনাং জীবনায় আয়ুর্বেদমুবাচ হ ॥ ৪২
বিশ্বামিত্রসুতায়ৈব সুশ্রুতায় মহাত্মনে ।
ভারতাংশ্চাবতারাংশ্চ শ্রুত্বা স্বর্গং ব্রজেন্নরঃ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ভারতবর্ষনং
নামৈকোনপঞ্চাশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৯ ॥

অতঃপর বাসুদেব, অসুরগণের মোহন, দেবগণের রক্ষা ও অধর্ম্ম নিবারণের নিমিত্ত বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তারপর সেই ভগবান্ শম্ভলগ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের ভবনে কল্কী নামে অবতীর্ণ হইয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক অখিল পাষণ্ডকুলের উৎপাটন করিবেন। হে ব্যাস! সেই ভগবান্ এইরূপ ধর্ম্মসংস্থাপন ও দুষ্টদিগের সংহারার্থ সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তিনি বিংশমন্বন্তরে ক্ষীরোদমথনের সময় ধন্বন্তরিরূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবগণের ও ধার্ম্মিকদিগের জীবনরক্ষার্থে বিশ্বামিত্রতনয় মহাত্মা সুশ্রুতের নিকট আয়ুর্বেদ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই ভারতবিবরণ ও বিষ্ণুর অবতার শ্রবণ করিলে মানবগণ স্বর্গে গমন করিতে পারে। ৩৯-৪২

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ভারতবর্ণন নামক ঊনপঞ্চাশদধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪৯।

পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ধন্বন্তরিরুবাচ

সর্বরোগনিদানঞ্চ বক্ষ্যে সুশ্রুত তত্ত্বতঃ। আত্রেয়াদ্যৈর্মুনিবরৈর্যথা পূর্বমুদীরিতম্॥ ১

রোগঃ পাপ্মা জ্বরো ব্যাধির্বিকারো দুষ্টমাময়ঃ।
যক্ষ্মাতঙ্কগদাবাধাঃ শব্দাঃ পর্যায়বাচিনঃ॥ ২
নিদানং পূর্বরূপাণি রূপাণ্যুপশয়স্তথা।
সম্প্রাপ্তিশ্চেতি বিজ্ঞানং রোগাণাং পঞ্চধা স্মৃতম্॥ ৩
নিমিত্ত-হেত্বায়তন-প্রত্যয়োত্থান-কারণৈঃ।
নিদানমাহুঃ পর্যায়ৈঃ প্রাগ্রূপং যেন লক্ষ্যতে॥ ৪

উৎপিৎসুরাময়ো দোষ-বিশেষেণানধিষ্ঠিতঃ। লিঙ্গমব্যক্তমল্পত্বাদ্ব্যাধীনাং তদ্যথাযথম্॥ ৫

তদেব ব্যক্ততাং যাতং রূপমিত্যভিধীয়তে।
সংস্থানং ব্যঞ্জনং লিঙ্গং লক্ষণং চিহ্নমাকৃতিঃ॥ ৬

হেতুব্যাধিবিপর্যস্ত-বিপর্যস্তার্থকারিণাম্। ঔষধান্নবিহারাণামুপযোগং সুখাবহম্॥ ৭

বিদ্যাদুপশয়ং ব্যাধেঃ স হি সাত্ম্যমিতি স্মৃতঃ।
বিপরীতোঽনুপশয়ো ব্যাধ্যসাত্ম্যেতি সংজ্ঞিতঃ॥ ৮

ধন্বন্তরি কহিলেন,—সুশ্রুত! এক্ষণে সর্বরোগ-নিদান যথাযথরূপে বলিতেছি। পূর্বকালে আত্রেয় প্রভৃতি মুনিগণ ইহা কীর্তন করিয়াছিলেন। রোগ, পাপ্মা, জ্বর, ব্যাধি, বিকার, দুষ্ট, আময়, যক্ষ্মা, আতঙ্ক, গদ, আবাধা এই সমস্ত শব্দই রোগবাচক। নিদান, পূর্বরূপ, রূপ, উপশয়, সম্প্রাপ্তি রোগবিজ্ঞান এই পাঁচপ্রকার। নিমিত্ত, হেতু, আয়তন, প্রত্যয়, উত্থান ও কারণ এই সকল শব্দ নিদানবাচক। যাহাদ্বারা রোগের পূর্বলক্ষণ জানা যায়, তাহার নাম নিদান। যেস্থলে রোগ উৎপন্ন হইবে, এইরূপ নিশ্চয় হইয়াছে, কিন্তু বাতাদি কোন দোষ বিশেষভাবে প্রকাশ পায় নাই, কেবল রোগের অল্পতায় যথাযথ চিহ্ন অব্যক্তরূপে লক্ষিত হইতেছে, তাহাকে পূর্বরূপ বলে। ১-৫

এই পূর্বরূপ যদি ব্যক্ত হইয়া উঠে তবে তাহাকে রূপ বলা যায়। সংস্থান, ব্যঞ্জন, লিঙ্গ, লক্ষণ, চিহ্ন, আকৃতি এই সকল শব্দ রূপবাচক। হেতুবিপরীত, ব্যাধিবিপরীত, হেতুব্যাধি উভয়-বিপরীত আর হেতু সমধর্মী হইয়া হেতুবিপরীত কার্য্যকারী, ব্যাধি-সমধর্মী হইয়া ব্যাধি-বিপরীত, কার্য্যকারী; হেতু ব্যাধি উভয়ের সমধর্মী হইয়া হেতু ব্যাধি উভয়ের বিপরীত কার্য্যকারী। ঔষধ, অন্ন ও আচরণদ্বারা রোগের সম্যক্‌রূপ শান্তির নাম উপশয়। ইহাকেই সাত্ম্য বলে। ঐ সকল ঔষধ ও অন্নাদির বিপরীত কার্য্যকে অনুপশয় বলা যায়, ইহার অপর নাম ব্যাধি ও অসাত্ম্য। প্রাকৃত বা বৈকৃত দোষ-

যথা দুষ্টেন দোষেণ যথা চানুবিসর্পতা।
নিবৃত্তিরাময়স্যাসৌ সম্প্রাপ্তির্জাতিরাগতিঃ ॥ ৯
সংখ্যা-বিকল্প-প্রাধান্য-বল-কালবিশেষতঃ।
সা ভিদ্যতে যথাত্রৈব বক্ষ্যন্তেঽষ্টৌ জ্বরা ইতি ॥ ১০
দোষাণাং সমবেতানাং বিকল্পোংশাংশকল্পনা।
স্বাতন্ত্র্য-পারতন্ত্র্যাভ্যাং ব্যাধেঃ প্রাধান্যমাদিশেৎ ॥ ১১
হেত্বাদিকার্ৎস্ন্যাবয়বৈর্বলাবলবিশেষণম্।
নক্তং দিনর্তুভুক্তাংশৈর্ব্যাধিকালো যথামলম্ ॥ ১২
ইতি প্রোক্তো নিদানার্থঃ স ব্যাসেনোপদেক্ষ্যতে।
সর্বেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতা মলাঃ ॥ ১৩
তৎপ্রকোপস্য তু প্রোক্তং বিবিধাহিতসেবনম্।
অহিতস্ত্রিবিধো যোগস্ত্রয়াণাং প্রাগুদাহৃতঃ ॥ ১৪
তিক্তোষণকষায়াল্প-রূক্ষাপ্রমিতভোজনৈঃ।
ধাবনোদীরণনিশা-জাগরাত্যুচ্চভাষণৈঃ ॥ ১৫
ক্রিয়াতিযোগ-ভী-শোক-চিন্তা-ব্যায়াম-মৈথুনৈঃ।
গ্রীষ্মাহোরাত্রভুক্তান্তে প্রকুপ্যতি সমীরণঃ ॥ ১৬

প্রভাবে বায়ু, পিত্ত ও কফ দূষিত হইয়া ঊর্দ্ধ, অধঃ কিংবা তির্য্যক্ গতিদ্বারা রোগ উৎপাদনের নাম সম্প্রাপ্তি। ইহার অপর নাম জাতি ও আগতি। সংখ্যা, বিকল্প, প্রাধান্য, বল, কালবিশেষে উক্ত সম্প্রাপ্তি ভিন্নভিন্নরূপ হইয়া থাকে; যেমন বাতাদিদোষত্রয়ের ন্যূনাধিক্য-বশতঃ জ্বর আটপ্রকার কথিত হইবে। ৯-১০

রোগের প্রকার-ভেদের নাম সংখ্যা। মিলিত দোষসমূহের মধ্যে যে অংশাংশ কল্পনা (ন্যূনাধিক্য নিরূপণ), তাহার নাম বিকল্প। বাতাদিদোষত্রয়ের স্বাতন্ত্র্য ও পারতন্ত্র্য দ্বারা ব্যাধির প্রাধান্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। নিদানাদি সমস্ত অবয়বদ্বারা রোগের বলাবল নিরূপিত হইয়া থাকে। রাত্রি, দিবা, ঋতু কিংবা ভোজনের পূর্ব্বে বা পরে কোন্ সময়ে পীড়ার আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা পরিজ্ঞানের নাম কালনিরূপণ। সংক্ষেপে নিদানার্থ এই কথিত হইল, ইহা বিস্তারক্রমে পশ্চাৎ কীর্ত্তন করিব। কুপিত বাত-পিত্ত-কফই সর্ব্বরোগের নিদান। বিবিধ অহিত আচরণদ্বারা বায়ু, পিত্ত ও কফ ইহাদিগের প্রকোপ হইয়া থাকে। অহিতাচরণ তিন প্রকার, তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। তিক্ত, কটু, কষায়, অল্প, রূক্ষ ও অপরিমিত ভোজনদ্বারা এবং ধাবন, উদীরণ, নিশাজাগরণ, অত্যুচ্চভাষণ, দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে কার্য্যপ্রবৃত্তি, ভয়, শোক, চিন্তা, ব্যায়াম, মৈথুন প্রভৃতি দ্বারা, গ্রীষ্মকালে দিবা কিংবা রাত্রিতে ভোজনের অন্তে বায়ু কুপিত হয়। ১১-১৬

পিত্তং কট্বম্লতীক্ষ্ণোষ্ণ-কট্‌ক্রোধবিদাহিভিঃ। শরন্মধ্যাহ্নরাত্র্যর্দ্ধ-বিদাহসময়েষু চ ॥ ১৭
স্বাদ্বম্ললবণস্নিগ্ধ-গুর্ব্বভিষ্যন্দিশীতলৈঃ। আস্যাস্বপ্নসুখাজীর্ণ-দিবাস্বপ্নাতিবৃংহণৈঃ ॥ ১৮
প্রচ্ছর্দনাদ্যযোগেন ভুক্তমাত্র-বসন্তয়োঃ। পূর্ব্বাহ্নে পূর্ব্বরাত্রে চ শ্লেষ্মা বক্ষ্যামি সঙ্করান্ ॥ ১৯
মিশ্রীভাবাৎ সমস্তানাং সন্নিপাতস্তথা পুনঃ। সঙ্কীর্ণাজীর্ণবিষম-বিরুদ্ধাধ্যশনাদিভিঃ ॥ ২০
ব্যাপন্ন-মদ্যপানীয়-শুষ্কশাকামমূলকৈঃ। পিণ্যাকমৃতাবসন্ন-পূতিশুষ্ককৃশামিষৈঃ ॥ ২১
দোষত্রয়করৈস্তৈস্তৈ-স্তথান্নপরিবর্ত্তনৈঃ। ঋতোর্দুষ্টাৎ পুরো বাতাদ্বিগ্রহাবেশবিপ্লবাৎ ॥ ২২
দুষ্টামান্নরতিশ্রম-গ্রহৈর্জঙ্গম'পীড়নাৎ। মিথ্যাযোগাচ্চ বিবিধাৎ পাপানাঞ্চ নিষেবণাৎ।
স্ত্রীণাং প্রসববৈষম্যাৎ তথা মিথ্যোপচারতঃ ॥ ২৩
প্রতিরোগমিতি ক্রুদ্ধা রোগবিধানুগামিনঃ। রসায়নং প্রপদ্যাশু দোষা দেহে বিকুর্ব্বতে ॥ ২৪

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে সর্ব্বরোগনিদানং নাম
পঞ্চাশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫০ ॥

কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, দুর্গন্ধদ্রব্য ও গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ এবং ক্রোধদ্বারা আর শরৎকালে, অর্দ্ধরাত্রকালে, মধ্যাহ্নকালে ও বিদাহকালে পিত্ত কুপিত হয়। স্বাদু, অম্ল, লবণ, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, দ্রবদ্রব্য ও শীতলদ্রব্য সেবনদ্বারা এবং বহুক্ষণ এক স্থানে উপবেশন, অতিনিদ্রা, দিবানিদ্রা ও অজীর্ণ এই সমস্তের আতিশয্যদ্বারা ; আর বসন্তকালে পূর্ব্বাহ্নে বা শেষরাত্রিতে ভোজনদ্বারা ও বমন প্রভৃতি দ্বারা শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া থাকে। এক্ষণে দোষসঙ্কর বলিতেছি। সমস্ত দোষের মিশ্রীভাবকে সন্নিপাত বলে। সঙ্কীর্ণ, গুরুপাক, বিষম, বিরুদ্ধপ্রভৃতি দ্রব্য ভোজন, বিকৃতমদ্য, বিকৃত পানীয়, শুষ্কশাক, আমমূলক, পিণ্যাক, মৃতমৃত দুর্গন্ধ শুষ্ক কৃশ মৎস্যাদি ভক্ষণ, হঠাৎ খাদ্যপরিবর্ত্তন, ঋতুদোষ, পূর্ব্ববায়ু সেবন, সহসা শারীরিক কার্য্যবৈপরীত্য, দূষিত আমান্ন ভোজন, শ্রমাবেশ, জঙ্গমকৃতপীড়ন, মিথ্যা ব্যবহার, পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান, নারীদিগের প্রসববৈষম্য ও মিথ্যোপচারদ্বারা দোষসঙ্কর ঘটিয়া থাকে। প্রত্যেক রোগেই রোগানুগামী বাতাদি দোষসকল কুপিত হইয়া রাসায়নিক সম্বন্ধপ্রাপ্তিপূর্ব্বক দেহে নানাপ্রকার বিকার উৎপাদন করে। ১৭-২৪

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে সর্ব্বরোগনিদান নামক পঞ্চাশদধিক
শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫০।

একপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ধন্বন্তরিরুবাচ

বক্ষ্যে জ্বরনিদানং হি সর্ব্বজ্বরবিবুদ্ধয়ে। জ্বরো রোগপতিঃ পাপ্মা মৃত্যুরাজোঽশনোঽন্তকঃ।
ক্রুদ্ধদক্ষাধ্বরধ্বংসি-রুদ্রনিশ্বাসসম্ভবঃ[1] । ১
জন্মান্তযো মোহময়ঃ সন্তাপাত্মাপচারজঃ। বিবিধৈর্নামভিঃ ক্রূরো নানাযোনিষু বর্ত্ততে ॥ ২

পাকলো গজেম্বভিতাপো বাজিম্বলর্কঃ কুক্কুরেষু।
ইন্দ্রমদো জলদেষ্বপ্সু[2] নীলিকা জ্যোতিরোষধীষু[3] ॥ ৩

হিক্কাসম্মর্দ্দনং কাসঃ স্তম্ভঃ শৈত্যং ত্বগাদিষু। অঙ্গেষু চ মনুষ্যাঃ পীড়কাশ্চ কফোদ্ভবে ॥ ৪
কালে যথাবৎ সর্ব্বেষাং প্রবৃত্তির্বৃদ্ধিরেব বা। নিদানোক্তানুপশয়ে বিপরীতা যথাপি বা ॥ ৫
অরুচিশ্চাবিপাকশ্চ স্তম্ভমালস্যমেব চ। হৃদ্দাহশ্চ বিপাকশ্চ তন্দ্রা চালস্যমেব চ।
বহ্নিবিমর্দ্দাবনতা দোষাণামপ্রবর্ত্তনম্ ॥ ৬
লালাপ্রসেকো হৃল্লাসঃ ক্ষুন্নাশো বিরসং মুখম্। স্তব্ধমুক্তগুরুত্বঞ্চ গাত্রাণাং বহুমূত্রতা।
ন বিজীর্ণং ন চাগ্নিশ্চ[4] জ্বরস্যামস্য লক্ষণম্ ॥ ৭
ক্ষুৎক্ষামতা লঘুত্বঞ্চ গাত্রাণাং জ্বরমার্দ্দবম্। দোষপ্রবৃত্তিরষ্টাহান্নিরামজ্বরলক্ষণম্।
যথা বলিনং সংসর্গে জ্বরসংসর্গজোঽপি বা ॥ ৮

ধন্বন্তরি বলিলেন,—এক্ষণে সর্ব্ববিধ জ্বরবিজ্ঞানের নিমিত্ত জ্বরনিদান বলিতেছি। জ্বর রোগপতি, পাপ্মা, মৃত্যুরাজ, অশন, অন্তক, দক্ষাধ্বরধ্বংসি, রুদ্রনিঃশ্বাস-সম্ভব, সন্তাপ, মোহময়, সন্তাপাত্মা ও অপচারজ এইরূপে নানাবিধ নাম ধারণপূর্ব্বক ক্রূর জ্বর নানাবিধ শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে। এই জ্বর মাতঙ্গশরীরে পাকল নামে, তুরঙ্গদেহে অভিতাপ নামে, কুক্কুরকায়ে অলর্কনামে, মেঘে ইন্দ্রমদনামে, সলিলে নীলিকানামে, ওষধিসমূহে জ্যোতি নামে এবং ভূমিতে ঊষর নামে খ্যাত হয়। কফসম্ভূত জ্বরে হিক্কা, বমন, কাস, স্তব্ধতা, চর্ম্মাদির শীতলতা ও অঙ্গে পীড়কা হইয়া থাকে। যেরূপ সর্ব্ব জীবের যথাকালে উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও বিনাশ হয়, তদ্রূপ নিদানোক্ত উপশয় বা উপশয়াভাবও যথাকালে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ১-৫

অরুচি, অপরিপাক, স্তব্ধতা, আলস্য, হৃদ্দাহ, অবস্থাপরিবর্ত্তন, তন্দ্রা, অলসতা, বহ্নিবিমর্দ্দ, বাতাদি দোষের অপ্রবৃত্তি, লালাপ্রসেক, হিক্কা, ক্ষুধানাশ, মুখের বিরসতা, শরীরের গুরুতা, এই সমস্ত জ্বরের লক্ষণ। ক্ষুৎক্ষামতা, কায়ের লঘুতা, জ্বরের মৃদুতা, অষ্টাহ পরে দোষপ্রবৃত্তি এই সমুদায় নিরামজ্বরের লক্ষণ। দোষের পৃথক্ পৃথক্ যে যে

১। রুদ্রোর্দ্ধ্বনয়নোদ্ভব ইতি বহুপুস্তকানুমতঃ পাঠঃ। ২। জলদেষ্বব্দ্‌।
৩। ভূম্যামূষরো নাম ইত্যধিকো দৃশ্যতে। ৪। ন চ গ্লানিঃ।

শিরোঽর্ত্তি-মূর্চ্ছা-বমি-দেহদাহ-কণ্ঠাস্যশোষা অপি পর্বভেদাঃ।
উন্নিদ্রতা-সম্ভ্রম-রোমহর্ষা, জৃম্ভাতিবাক্ত্বং পবনাৎ সপিত্তাৎ ॥ ৯
তাপহান্যরুচিপর্বশিরোরুক্[1] শ্বাস-কাস-মলরোধ-বিবর্ণাঃ[2]।
শীত-জাড্য-তিমির-ভ্রমি-তন্দ্রাঃ, শ্লেষ্মবাতজনিতজ্বরলিঙ্গম্ ॥ ১০
শীত-স্তম্ভ-স্বেদ-দাহাব্যবস্থা-তৃষ্ণা কাসঃ শ্লেষ্ম-পিত্ত-প্রবৃত্তিঃ।
মোহস্তন্দ্রা লিপ্ততিক্তাস্যতা চ, জ্ঞেয়ং রূপং শ্লেষ্ম-পিত্তজ্বরস্য ॥ ১১
সর্বজৈর্লক্ষণৈঃ সর্বৈর্দাহোঽত্র চ মুহুর্মুহুঃ।
তদ্বচ্ছীতং তিমির্নিদ্রা[3] দিবা জাগরণং নিশি ॥ ১২
সদা বা নৈব বা নিদ্রা মহাস্বেদো হি নৈব বা।
গীত-নর্তন-হাস্যাদিঃ প্রকৃতেহাপ্রবর্তনম্ ॥ ১৩
সাশ্রুণী কলুষে রক্তে ভুগ্নে লুলিতপক্ষ্মণী। অক্ষিণী পিণ্ডিকা-পার্শ্ব-শিরঃপর্বাস্থিরুগ্‌ভ্রমঃ ॥ ১৪
সস্বনৌ সরুজৌ কর্ণৌ মহাশীতো হি নৈব বা।
পরিদগ্ধা খরা জিহ্বা গুরুস্রস্তাঙ্গসন্ধিতা ॥ ১৫
ষ্ঠীবনং রক্তপিত্তস্য লোঠনং শিরসোঽতিতৃট্।
কোঠানাং শ্যাবরক্তানাং মণ্ডলানাঞ্চ দর্শনম্ ॥ ১৬

লক্ষণ উক্ত আছে, মিশ্রজ্বরেও সেই সেই লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। শিরঃপীড়া, মূর্চ্ছা, বমি, শরীরে দাহ, কণ্ঠ ও মুখের শোষ, সন্ধিস্থানে বেদনা, নিদ্রানাশ, ভ্রম রোমহর্ষ, জৃম্ভণ ও প্রলাপ, বাতপৈত্তিক জ্বরে এই সকল লক্ষণ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। তাপের অল্পতা, অরুচি, সন্ধিস্থানে বেদনা, শিরঃপীড়া, শ্বাসের ক্ষীণতা, কাস, মলরোধ এবং বিবর্ণতা বাতশ্লেষ্মজ্বরের এই সকল লক্ষণ। ৯–১০

অনিয়ত শীত, স্তব্ধতা, ঘর্ম, দাহ, তৃষ্ণা, কাস, শ্লেষ্মা ও পিত্তবমন, মোহ, তন্দ্রা, মুখের লিপ্ততা ও তিক্ততা এই সমস্ত পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ জানিবে। ত্রিদোষজ (সন্নিপাত) জ্বরে পূর্বোক্ত সর্বপ্রকার লক্ষণ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ক্ষণে ক্ষণে শীত, ক্ষণে দাহ, অন্ধকারদর্শন, দিবানিদ্রা, নিশি জাগরণ, অথবা সর্বদা নিদ্রা কিংবা একেবারে নিদ্রা না হওয়া, অতিশয় ঘর্ম কিংবা ঘর্মাভাব, গীত, নর্তন, হাস্য, স্বাভাবিক কার্যের অনিচ্ছা ও চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুযুক্ত, মলিন, রক্তবর্ণ ও ভুগ্ন, চক্ষুর পক্ষ্মদ্বয় লুলিত হয়। ১১–১৩

ইহা ব্যতীত পিণ্ডিকা, পার্শ্ব, সন্ধিস্থান, শিরঃ অস্থিতে বেদনা, ভ্রমি, কর্ণে শব্দ এবং বেদনা, মহাশীত, কিংবা শীতাভাব, অঙ্গারের ন্যায় জিহ্বার কৃষ্ণবর্ণতা, গোজিহ্বার ন্যায় খরস্পর্শ, সন্ধিস্থানের গুরুত্ব ও শিথিলতা, রক্ত পিত্তের নিষ্ঠীবন, মস্তকলুণ্ঠন, অতিশয় তৃষ্ণা, শরীরে শিতকৃষ্ণ চক্রাকার চিহ্ন, মণ্ডলাকার দর্শন, হৃদয়ে ব্যথা, একদা অধিক মলপ্রবৃত্তি

১। শিরোঽক্ষিক্ষীণ-।   ২। শ্বাস-বহুকাসবিবর্ণাঃ।   ৩। তিমিরনিদ্রা।

শিরোঽর্ত্তি-মূর্চ্ছা-বমি-দেহদাহ-কণ্ঠাস্যশোষা অপি পর্ব্বভেদাঃ।
উন্নিদ্রতা-সম্ভ্রম-রোমহর্ষা, জৃম্ভাতিবাক্ত্বং পবনাৎ সপিত্তাৎ ॥ ৯
তাপশ্চাস্যারুচিপর্ব্বশিরোরুক্[1] শ্বাস-কাস-মলরোধ-বিবর্ণাঃ[2] ।
শীত-জাড্য-তিমির-ভ্রমি-তন্দ্রাঃ, শ্লেষ্মবাতজনিতজ্বরলিঙ্গম্ ॥ ১০
শীত-স্তম্ভ-স্বেদ-দাহাব্যবস্থা-তৃষ্ণা কাসঃ শ্লেষ্ম-পিত্ত-প্রবৃত্তিঃ।
মোহস্তন্দ্রা লিপ্ততিক্তাস্যতা চ, জ্ঞেয়ং রূপং শ্লেষ্ম-পিত্তজ্বরস্য ॥ ১১
সর্ব্বজৈর্লক্ষণৈঃ সর্ব্বৈর্দাহোঽত্র চ মুহুর্মুহুঃ।
তদ্বচ্ছীতং তিমিরনিদ্রা[3] দিবা জাগরণং নিশি ॥ ১২
সদা বা নৈব বা নিদ্রা মহাস্বেদো হি নৈব বা।
গীত-নর্ত্তন-হাস্যাদিঃ প্রকৃতেহাপ্রবর্ত্তনম্ ॥ ১৩
সাশ্রুণী কলুষে রক্তে ভুগ্নে লুলিতপক্ষ্মণী। অক্ষিণী পিণ্ডিকা-পার্শ্ব-শিরঃপর্ব্বাস্থিরুগ্ভ্রমঃ ॥ ১৪
সস্বনৌ সরুজৌ কর্ণৌ মহাশীতো হি নৈব বা।
পরিদগ্ধা খরা জিহ্বা গুরুস্রস্তাঙ্গসন্ধিতা ॥ ১৫
ষ্ঠীবনং রক্তপিত্তস্য লোঠনং শিরসোঽতিতৃট্।
কোঠানাং শ্যাবরক্তানাং মণ্ডলানাঞ্চ দর্শনম্ ॥ ১৬

লক্ষণ উক্ত আছে, মিশ্রজ্বরেও সেই সেই লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। শিরঃপীড়া, মূর্চ্ছা, বমি, শরীরে দাহ, কণ্ঠ ও মুখের শোষ, সন্ধিস্থানে বেদনা, নিদ্রানাশ, ভ্রম রোমহর্ষ, জৃম্ভণ ও প্রলাপ, বাতপৈত্তিক জ্বরে এই সকল লক্ষণ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। তাপের অল্পতা, অরুচি, সন্ধিস্থানে বেদনা, শিরঃপীড়া, শ্বাসের ক্ষীণতা, কাস, মলরোধ এবং বিবর্ণতা বাতশ্লেষ্মজ্বরের এই সকল লক্ষণ। ৯-১০

অনিয়ত শীত, স্তব্ধতা, ঘর্ম্ম, দাহ, তৃষ্ণা, কাস, শ্লেষ্মা ও পিত্তবমন, মোহ, তন্দ্রা, মুখের লিপ্ততা ও তিক্ততা এই সমস্ত পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ জানিবে। ত্রিদোষজ (সন্নিপাত) জ্বরে পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বপ্রকার লক্ষণ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ক্ষণে ক্ষণে শীত, ক্ষণে দাহ, অন্ধকারদর্শন, দিবানিদ্রা, নিশি জাগরণ, অথবা সর্ব্বদা নিদ্রা কিংবা একেবারে নিদ্রা না হওয়া, অতিশয় ঘর্ম্ম কিংবা ঘর্ম্মাভাব, গীত, নর্ত্তন, হাস্য, স্বাভাবিক কার্য্যের অনিচ্ছা ও চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুযুক্ত, মলিন, রক্তবর্ণ ও ভুগ্ন, চক্ষুর পক্ষদ্বয় লুলিত হয়। ১১-১৪

ইহা ব্যতীত পিণ্ডিকা, পার্শ্ব, সন্ধিস্থান, শিরঃ অস্থিতে বেদনা, ভ্রমি, কর্ণে শব্দ এবং বেদনা, মহাশীত, কিংবা শীতাভাব, অঙ্গারের ন্যায় জিহ্বার কৃষ্ণবর্ণতা, গোজিহ্বার ন্যায় খরস্পর্শ, সন্ধিস্থানের গুরুত্ব ও শিথিলতা, রক্ত পিত্তের নিষ্ঠীবন, মস্তকঘূর্ণন, অতিশয় তৃষ্ণা, শরীরে পিঙ্গলবর্ণ চক্রাকার চিহ্ন, মণ্ডলাকার দর্শন, হৃদয়ে ব্যথা, একদা অধিক মলপ্রবৃত্তি

১। শিরোঽক্ষিকীর্ণ-। ২। শ্বাস-বহুকাসবিবর্ণাঃ। ৩। তিমিরনিদ্রা।

মুহুর্মুহুরল্পসংসর্গঃ প্রবৃত্তির্বাল্পশোঽপি বা। রিক্ততা বলভ্রংশঃ স্বরসাদঃ প্রলাপিতঃ ॥ ১৭
দোষপাকশ্চিরং তন্দ্রা প্রততং কণ্ঠকূজনম্। সন্নিপাতমভিন্যাসং তং জ্ঞায়াচ্চ হতৌজসম্[১] ॥ ১৮
বায়ুনা কণ্ঠরুদ্ধেন পিত্তমন্তঃ প্রপীড়িতম্। ব্যায়ামাচ্চ সৌখ্যাচ্চ বহির্মার্গং প্রপদ্যতে।
তেন হারিদ্রনেত্রত্বং সন্নিপাতোদ্ভবে জ্বরে ॥ ১৯

দোষে বিবৃদ্ধে নষ্টেঽগ্নৌ সর্বসম্পূর্ণলক্ষণঃ।
সান্নিপাতজ্বরোঽসাধ্যঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যস্ততোঽন্যথা ॥ ২০
অন্যত্র সন্নিপাতোত্থং যত্র পিত্তং পৃথক্ স্থিতম্।
ত্বচি কোষ্ঠে চ বা দাহং বিদধাতি পুরোঽথ বা[২] ॥ ২১
তদ্বাত-কফে শীতং দাহাদির্দুঃখরস্তয়োঃ।
শীতাদৌ তত্র পিত্তেন কফে স্যন্দিতশোষিতে ॥ ২২
শিতে শান্তেঽথ বৈ মূর্চ্ছা মদস্তৃষ্ণা চ জায়তে।
দাহাদৌ পুনরন্তেষু তন্দ্রালস্যে বমিঃ ক্রমাৎ ॥ ২৩

আগন্তুরভিঘাতাভি-ষঙ্গশাপাভিচারতঃ। চতুর্দ্ধা স্তু কৃতঃ খেদো দাহাদ্যৈরভিঘাতজঃ ॥ ২৪
শ্রমাচ্চ কশ্চিন্ পবনঃ প্রায়ো রক্তং প্রদূষয়ন্। সব্যথাশোকবৈবর্ণ্যং সরুজং কুরুতে জ্বরম্ ॥ ২৫

অথবা বারংবার অল্প অল্প মলনিঃসারণ, মুখের রিক্ততা, বলভ্রংশ, স্বরভঙ্গ, প্রলাপ, দোষের পাক, চিরকাল তন্দ্রা, কণ্ঠে অব্যক্ত শব্দ, এই সকল লক্ষণান্বিত জ্বরকে সান্নিপাতিক অভিন্যাস বলে। এই জ্বরে শারীরিক বলবীর্য্য বিনষ্ট হয়। সান্নিপাতিক জ্বরে বায়ু ও কণ্ঠ রোধ করিয়া রাখে এবং অভ্যন্তরে পিত্ত পীড়ন করিতে থাকে। ইহাতে ব্যায়ামী বা সুখসেবী হইলে সেই পিত্ত বহির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে নেত্রদ্বয় হরিদ্রা বর্ণ হইয়া থাকে। ১৭-২০

বাতাদি দোষত্রয় বৃদ্ধি পাইয়া ঔদরিক অগ্নি বিনষ্ট করিলে যদি যথোক্ত লক্ষণ সকল সম্পূর্ণ হয়, তাহা হইলে সেই জ্বরকে অসাধ্য জানিবে ইহার অন্যথা হইলে তাহাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য বলা যায়। অন্য প্রকার সান্নিপাতিক জ্বরে পৃথক্‌রূপে পিত্ত কুপিত হইলে পূর্ব্বে বা পরে চর্ম্মে ও কোষ্ঠে দাহ হইয়া থাকে। এইরূপ বায়ু ও কফ প্রকুপিত হইলে শীত ও দাহাদি হয়, এই শীত ও দাহ অতিদুঃসাধ্য। পিত্তকর্তৃক শীতাদি হইলে কফ স্রাবিত ও শোষিত হয়। পিত্তজন্য জ্বরের নিবৃত্তি হইলে মূর্চ্ছা, মদ ও তৃষ্ণা জন্মে এবং পিত্তজন্য দাহের আদিতে ও অন্তে ক্রমশঃ তন্দ্রা, আলস্য ও বমি হইয়া থাকে। অভিঘাত, অভিষঙ্গ, শাপ ও অভিচার এই চারি কারণে যে জ্বর জন্মে, তাহাকে আগন্তু জ্বর বলা যায়। খেদ ও দাহাদি দ্বারা উৎপন্ন জ্বরকে অভিঘাতজ জ্বর বলে। অধিক পরিশ্রম করিলে বায়ু প্রকুপিত হইয়া রক্ত দূষিত করিয়া জ্বর সমুৎপাদন করে, এই জ্বরে ব্যথা, শোক, শরীরের বিবর্ণতা ও শরীর ভঙ্গ হইয়া থাকে। ২১-২৫

১। হতৌজসম্। ২। পুরোহন্ বা।

গ্রহাবেশৌষধি-বিষ-ক্রোধ-ভী-শোক-কামজঃ ।
অভিষঙ্গগ্রহোঽপ্যস্মিন্নকস্মাদ্ধাস-রোদনে ॥ ২৬
ঔষধীগন্ধজে মূর্চ্ছা শিরোরুগ্বমথুঃ ক্ষবঃ* । বিষান্মূর্চ্ছাতিসারশ্চ শ্যাবতা দাহহৃদ্ভ্রমঃ ॥ ২৭
ক্রোধাৎ কম্পঃ শিরোরুক্ চ প্রলাপো ভয়শোকজে ।
কামাদ্ ভ্রমোঽরুচির্দাহো হ্রীনিদ্রা-ধী-ধৃতিক্ষয়ঃ ॥ ২৮
গ্রহাদৌ সন্নিপাতস্য ভয়াদৌ মরুতস্তয়োঃ ।
কোপাৎ কোপেঽপি পিত্তস্য যৌ তু শাপাভিচারজৌ ॥ ২৯
সন্নিপাতজ্বরৌ ঘোরৌ তাবসহ্যতমৌ মতৌ ।
তত্রাভিচারিকৈর্মন্ত্রৈর্হূয়মানস্য তপ্যতে ॥ ৩০
পূর্ব্বং চেতস্ততো দেহস্ততো বিস্ফোটদিগ্ভ্রমৈঃ ।
সদাহমূর্চ্ছাগ্রস্তস্য প্রত্যহং বর্দ্ধতে জ্বরঃ ॥ ৩১
ইতি জ্বরোঽষ্টধা দৃষ্টঃ সমাসাদ্দ্বিবিধস্তু সঃ ।
শারীরো মানসঃ সৌম্য-স্তীক্ষ্ণোঽন্তর্বহিরাশ্রয়ঃ ॥ ৩২
প্রাকৃতো বৈকৃতঃ সাধ্যোঽসাধ্যঃ সামো নিরামকঃ ।
পূর্ব্বং শরীরে শারীরে তাপো মনসি মানসে ॥ ৩৩

গ্রহাবেশ, ঔষধি, বিষপ্রয়োগ, ক্রোধ, ভয়, শোক ও কামজ জ্বরকে অভিষঙ্গ জ্বর বলা যায়। এই জ্বরে রোগী অকস্মাৎ হাস্য ও রোদন করিয়া থাকে। ঔষধিগন্ধজ জ্বরে মূর্চ্ছা, শিরঃপীড়া, বমি ও ক্ষয় এই সকল লক্ষণ হয়। বিষজ জ্বরে মূর্চ্ছা, অতিসার, শরীর শ্যামবর্ণ, দাহ ও ভ্রমি এই সকল চিহ্ন হইয়া থাকে। ক্রোধজ জ্বরে কম্প, শিরঃপীড়া, ভয় এবং শোকজ জ্বরে প্রলাপ আর কামপ্রভব জ্বরে অরুচি, দাহ, লজ্জা, নিদ্রা, বুদ্ধি ও ধৈর্য্যক্ষয় এই সকল চিহ্ন হইয়া থাকে। গ্রহাবেশজ জ্বর ও সান্নিপাতিক জ্বর এই উভয় জ্বরে বায়ুর প্রকোপবশতঃ পিত্তও প্রকুপিত হইয়া থাকে। শাপাভিভব ও অভিচারজ সান্নিপাতিক জ্বর অতি ঘোরতর হয়। উক্ত দ্বিবিধ জ্বরই অসহ্য। অভিচারজ জ্বরে আভিচারিক মন্ত্রে হোম করিলে সেই হোমাগ্নির তাপ লইবে। ২৬-৩০

উক্ত দ্বিবিধ জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় চিত্তও দেহ সন্তাপিত করে, পরে বিস্ফোট ও দিগ্ভ্রম হইয়া থাকে এবং রোগী দাহ ও মূর্চ্ছাগ্রস্ত হয় এবং প্রত্যহ জ্বরের বৃদ্ধি হইতে থাকে। সংক্ষেপতঃ এইরূপে আটপ্রকার জ্বর দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু এই আট প্রকার জ্বরের আবার অবান্তর বিভাগ অনেক আছে। শারীর, মানস, সৌম্য, তীক্ষ্ণ, অন্তর্গত, বহির্গত, প্রাকৃত, বৈকৃত, সাধ্য, অসাধ্য, সাম ও নিরাম ইত্যাদি বিবিধ জ্বর হইয়া থাকে। শারীর জ্বরে প্রথমতঃ শরীরে এবং মানস জ্বরে অগ্রে মনে সন্তাপ জন্মে। বৈদিক জ্বরে বায়ুর যোগ

১। ক্ষয়ঃ।

পবনৈর্যোগবাহিত্বাচ্ছীতং শ্লেষ্মযুতে ভবেৎ।
দাহঃ পিত্তযুতে মিশ্রং মিশ্রেঽন্তঃসংশ্রয়ে পুনঃ ॥ ৩৪
জ্বরেঽধিকবিকারাঃ স্যুরন্তঃক্ষোভো মলগ্রহঃ।
বহিরেব বহির্ব্বেগে তাপোঽপি চ সুসাধিতঃ ॥ ৩৫
বর্ষাশরদ্বসন্তেষু বাতাদ্যৈঃ প্রাকৃতঃ ক্রমাৎ।
বৈকৃতোঽন্যঃ স দুঃসাধ্যঃ প্রায়শ্চ প্রাকৃতোঽনিলাৎ ॥ ৩৬
বর্ষাসু মারুতো দুষ্টঃ পিত্তশ্লেষ্মান্বিতং জ্বরম্।
কুর্য্যাচ্চ পিত্তং শরদি তস্য চানুবলঃ কফঃ ॥ ৩৭

তৎপ্রকৃত্যা বিসর্গাচ্চ তত্র নানশনাদ্ভয়ম্ কফো বসন্তে তমপি বাতপিত্তং ভবেদনু ॥ ৩৮
বলবৎস্বল্পদোষেষু জ্বরঃ সাধ্যোঽনুপদ্রবঃ। সর্ব্বথা বিকৃতিজ্ঞানে প্রাণনাশ্য উদাহৃতঃ ॥ ৩৯
জ্বরোপদ্রবতীক্ষ্ণত্ব-মগ্লানির্বহুমূত্রতা। ন প্রবৃত্তির্ন বিজীর্ণা ন ক্ষুৎ সামজ্বরাকৃতিঃ ॥ ৪০
জ্বরবেগোঽধিকস্তৃষ্ণা প্রলাপঃ শ্বসনং ভ্রমঃ। মলপ্রবৃত্তিরুৎক্লেশঃ পচ্যমানস্য লক্ষণম্ ॥ ৪১
জীর্ণতামবিপর্য্যাসাৎ সপ্তরাত্রঞ্চ লঙ্ঘনম্ জ্বরঃ পঞ্চবিধঃ প্রোক্তো মলকালবলাবলাৎ ॥ ৪২
প্রায়শঃ সন্নিপাতেন ভূয়সা ত্বপদিশ্যতে। সন্ততঃ সততোঽন্যেদ্যুস্তৃতীয়ক-চতুর্থকৌ ॥ ৪৩

থাকিলে শীত এবং পিত্তের যোগ থাকিলে দাহ হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক জ্বরে মিশ্রলক্ষণ প্রকাশপূর্ব্বক অন্তঃক্ষোভ ও মলপ্রবৃত্তি প্রভৃতি নানাবিধ বিকার হয়। আর বহির্ব্বেগেতে বাহ্যে তাপাদি হইয়া থাকে। ৩১-৩৫

বর্ষাকালে বাতিক জ্বর, শরৎকালে পৈত্তিক জ্বর এবং বসন্তকালে শ্লৈষ্মিক জ্বর হইলে তাহাদিগকে প্রাকৃত জ্বর বলা যায়। বৈকৃত জ্বর দুঃসাধ্য। প্রাকৃত জ্বর প্রায়শঃ বায়ুর প্রাবল্যবশতই হইয়া থাকে। বর্ষাকালে বায়ু দুষ্ট হইয়া পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর উৎপাদন করে এবং শরৎকালে পিত্ত কুপিত হইয়া জ্বর সমুৎপাদন করে, কিন্তু কফ তাহার অনুগামী হয়। উক্ত জ্বর পিত্তশ্লেষ্মপ্রকৃতি হেতুক, তাহাতে লঙ্ঘনে কোন ভয় নাই (লঙ্ঘনই ব্যবস্থা)। বসন্তকালে কফ কুপিত হইয়া জ্বর জন্মায় এবং বায়ু ও পিত্ত তাহার অনুবল থাকে। বলবান্ ব্যক্তির অল্প দোষোৎপন্ন এবং উপদ্রবরহিত জ্বর সুসাধ্য জানিবে। জ্বরে সর্ব্ববিধ বিকার হইলে মুনিগণ তাহাকে অসাধ্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। বিবিধ উপদ্রব, তীক্ষ্ণতা, অগ্নিমান্দ্য, বহুমূত্রতা, আহারে অপ্রবৃত্তি, অজীর্ণ ও অক্ষুধা এই সকল আমজ্বরের লক্ষণ। ৩৬-৪০

জ্বরের অতিশয় বেগ, পিপাসা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রমি, মলপ্রবৃত্তি ও উপস্থিত বমনের ন্যায় শারীরিক ভাব, এই সকল পচ্যমান জ্বরের লক্ষণ। জীর্ণতা ও অপক্বতায় বৈপরীত্য হইলে সপ্তরাত্র লঙ্ঘন দিবে। মল, কাল ও বলাবল বিশেষে সান্নিপাতিক জ্বর পঞ্চবিধ উক্ত হইয়াছে। যথা,—সন্তত, সতত, অন্যেদ্যু, তৃতীয়ক ও চতুর্থক। জ্বরকালে বায়ু পিত্ত ও

ধাতু-মূত্র-শকৃদ্বাহি-স্রোতসাং ব্যাপিনো মলাঃ।
তাপয়ন্তস্তনুং সর্ব্বাং তুল্যদূষ্যাদিবর্দ্ধিতাঃ ॥ ৪৪

বলিনো গুরবস্তব্ধাবিশেষেণ রসাবৃতাঃ[1]। সন্ততং নিষ্প্রতিদ্বন্দ্বা জ্বরং কুর্য্যুঃ সুদুঃসহম্ ॥ ৪৫

মলং জ্বরোষ্মধাতূন্ বা স শীঘ্রং ক্ষপয়েৎ ততঃ।
সর্ব্বাকারং রসাদীনাং শুদ্ধ্যাশুদ্ধ্যাপি বা ক্রমাৎ ॥ ৪৬
বাত-পিত্ত-কফৈঃ সপ্ত-দশ-দ্বাদশবাসরাৎ।
প্রায়োঽনুযাতি মর্য্যাদাং মোক্ষায় চ বধায় চ ॥ ৪৭

ইত্যগ্নিবেশস্য মতং হারীতস্য পুনঃ স্মৃতিঃ। দ্বিগুণা সপ্তমী যা তু নবম্যেকাদশী তথা।
এষঃ ত্রিদোষমর্য্যাদা মোক্ষায় চ বধায় চ ॥ ৪৮

শুদ্ধ্যাশুদ্ধ্যা জ্বরং কালং দীর্ঘমপ্যত্র বর্ত্ততে।
কৃশানাং ব্যাধিমুক্তানাং মিথ্যাহারাদিসেবিনাম্ ॥ ৪৯
অল্পোঽপি দোষো দূষ্যাদের্লব্ধান্যতমতো বলম্[2]
সপ্রত্যনীকো বিষমং যস্মাদ্ বৃদ্ধিক্ষয়স্থিতঃ।
সবিক্ষেপো জ্বরং কুর্য্যাদ্বিষমক্ষয়বৃদ্ধিভাক্ ॥ ৫০
দোষঃ প্রবর্ত্ততে তেষাং স্বে কালে জ্বরয়ন্ বলী।
নিবর্ত্ততে পুনশ্চৈষ প্রত্যনীকবলাবলঃ ॥ ৫১

অপর এই মলত্রয় ধাতু, মূত্র-শকৃদ্বাহী স্রোতোব্যাপী ও তুল্য দোষে দূষিত হইয়া সর্ব্বশরীর সন্তাপিত করিতে থাকে। পরে রস বিকৃত, গুরু, বলবান্ ও অপ্রতিহত হইয়া দুঃসহ জ্বর উৎপাদন করে। এই জ্বর সর্ব্বদাই ভোগ করিতে থাকে। ৪২-৪৬

ত্রিদোষজ জ্বরে সপ্তদশ দিনে বা দ্বাদশ দিনে রসাদি সমুদায় ধাতু সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ হইয়া রোগ মুক্ত হইবে, না হয় সর্ব্বপ্রকারে অশুদ্ধ হইয়া রোগীকে বিনাশ করিবে। এই পীড়ার সীমা এই পর্য্যন্ত জানিবে। অগ্নিবেশ মুনির এই মত। হারীতের মতানুসারে সপ্তম দিনে, নবম দিনে, একাদশ দিনে, চতুর্দ্দশ দিনে, অষ্টাদশ দিনে অথবা দ্বাবিংশতি দিনে ত্রিদোষ জ্বর হয় রোগীকে পরিত্যাগ করে, না হয় রোগীকে সংহার করে। ধাতুর শুদ্ধি ও অশুদ্ধি অনুসারে কোথায় দীর্ঘকাল, কোথায় বা অল্পকাল জ্বরের ভোগ হয়। যাহারা কৃশ, ব্যাধিমুক্ত ও অপথ্যাদিসেবী তাহাদিগের অল্প দোষও অন্য দোষের নিকট বল প্রাপ্ত হইয়া বিষম বিরুদ্ধ হইয়া উঠে এবং তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ক্ষয়ের হেতু হয়। সেই দোষ বিষমক্ষয়বর্দ্ধনপূর্ব্বক অপ্রতিবিধেয় জ্বর আনয়ন করে। তারপর এই দোষ বলবান্ হইয়া যথাসময়ে রোগীকে জীর্ণ করিয়া ফেলে। পরন্তু ঔষধাদির বলে যদি ঐ দোষ হীনবল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে রোগ নিবৃত্তি হইয়া যায় এবং দোষ ক্ষয় হইলে অল্পমাত্র জ্বর

১। রসাঃ স্মৃতাঃ। ২। লব্ধান্যতমতো বলম্।

জ্বরঃ স্থাপনসত্ত্বং কর্মণশ্চ তথা তদা। গম্ভীরধাতুচারিত্বাৎ সন্নিপাতেন সম্ভবাৎ।
তুল্যোৎক্লেশাচ্চ দোষাণাং দুশ্চিকিৎস্যশ্চতুর্থকঃ। ৬১
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরেষ্বেবং[1] দূরাদ্দূরতরেষু চ। দোষো রক্তাদিমার্গেষু শনৈরল্পশ্চিরেণ যৎ। ৬২

ব্যাপ্তি দেহং নাপ্যেবং সন্তাপাদীন্ করোত্যতঃ।
ক্রমাদ্ যত্নেন বিচ্ছিন্নঃ সন্তাপো লক্ষ্যতে জ্বরঃ।
বিষমো বিষমারম্ভঃ ক্ষপাকালানুসারবান্। ৬৩
যথোত্তরং মন্দগতির্মন্দশক্তির্যথাযথম্।
কালেনাপ্নোতি সদৃশান্ সরসাদীংস্তথা তথা। ৬৪
দোষো জ্বরয়তি কুক্ষিস্থিতশ্চিরতরেণ চ।
ভূমৌ স্থিতং যথৈঃ সিক্তং কালমেবং[2] প্রতীক্ষতে।
অঙ্কুরায় যথা বীজং দোষবীজং ভবেৎ তথা। ৬৫
বেগং কৃত্বা বিষং যথাশয়ে নীয়তে বলম্।
কুপ্যত্যাপ্তবলং ভূয়ঃ কালে দোষবিষং[3] তথা। ৬৬
এবং জ্বরাঃ প্রবর্ত্তন্তে বিষমাঃ সন্ততাদয়ঃ।
উৎক্লেশো গৌরবং দৈন্যং ভঙ্গোঽঙ্গানাং বিজৃম্ভণম্
অরোচকো বমিঃ শ্বাসঃ সর্ব্বস্মিন্ বিষমে জ্বরে। ৬৭

এই চতুর্থক জ্বরে মন ও কর্ম এই উভয়ও আক্রান্ত হয়। গম্ভীরধাতুচারিতা ও সন্নি-পাতসম্ভবনিবন্ধন, দোষ সমুদায়ের সমানরূপ প্রবলতা-হেতু এই চতুর্থক জ্বর দুশ্চিকিৎস্য হইয়া পড়ে। ইহাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তাদিসঞ্চারমার্গে এবং দূরস্থিত রক্তাদিসঞ্চারমার্গে ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প দোষ জন্মিতে থাকে ইহাতে দেহ তপ্ত হয় না, শরীরে সন্তাপ অনুভূত হইতে থাকে। এ অবস্থায় যদি যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা না করা হয়, তাহা হইলে রাত্রিকালা-নুসারী সন্তাপ সহিত বিষম জ্বর বিষম আড়ম্বরে উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাতে রোগী যে পরিমাণে হীনবল হইতে থাকে, জ্বরও সেই পরিমাণে ক্রমে ক্রমে রসপ্রভৃতি সমুদায় ধাতু আশ্রয় করে। তারপর কিছুকাল বিলম্বে ঐ দোষ কুপিত হইয়া রোগীকে জীর্ণ করিয়া তুলে। যেরূপ ভূমিতে বীজ স্থাপনপূর্ব্বক জলসেক করিলে তাহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, দোষবীজও অবিকল সেইরূপ হয়। ৬১-৬৫

বিষ যেরূপ বেগপূর্ব্বক পক্বাশয়ে নীত হইলে পশ্চাৎ তাহা বলপ্রাপ্ত হইয়া যথাকালে কুপিত হয়, দোষরূপ বিষও অবিকল সেইরূপ। সন্তত প্রভৃতি সমুদায় জ্বরই উপেক্ষিত হইলে কালক্রমে বিষম জ্বর হইয়া উঠে উৎক্লেশ, শরীরের গুরুতা, দৈন্য, অঙ্গভঙ্গ, জৃম্ভণ, অরুচি, বমি, শ্বাস, বিষম সমস্ত জ্বরেই এই সকল লক্ষণ প্রকাশ হইয়া থাকে। জ্বর

১। সূক্ষ্মতরেষ্বেবং। ২। কালং নৈব। ৩। কালদোষবিষং।

রক্তনিষ্ঠীবনং তৃষ্ণা রুক্ষোষ্ণং পীড়কোদ্গমঃ।
দাহ-রাগ-ভ্রম-মদ-প্রলাপো রক্তসংস্থিতে ॥ ৬৮
তৃড্গ্লানিঃ সৃষ্টবর্চ্চস্ত্বমন্তর্দাহো ভ্রমস্তমঃ।
দৌর্গন্ধ্যং[1] গাত্রবিক্ষেপো মাংসস্থে মেদসি স্থিতে ॥ ৬৯
স্বেদোঽতিতৃষ্ণা বমনং দৌর্গন্ধ্যং চাসহিষ্ণুতা।
প্রলাপো গ্লানিররুচিরস্থিগে চাস্থিভেদনম্ ॥ ৭০
দোষপ্রবৃত্তিরূর্দ্ধং[2] শ্বাসাঙ্গবিক্ষেপকূজনম্।
অন্তর্দাহো বহিঃশৈত্যং শ্বাসো হিক্কা হি মজ্জগে ॥ ৭১
তমসো দর্শনং মর্ম্মচ্ছেদনং স্তব্ধমেঢ্রতা।
শুক্রপ্রবৃত্তির্মৃত্যুশ্চ জায়তে শুক্রসংশ্রয়ে ॥ ৭২

উত্তরোত্তরকৃচ্ছ্রোঽসাধ্যাঃ পঞ্চমে তু বিপর্য্যয়ে। প্রলিপ্তমিব গাত্রাণি শ্লেষ্মণা গৌরবেণ চ।
মন্দজ্বরঃ প্রলাপস্তু সশীতঃ স্যাৎ প্রলেপকঃ ॥ ৭৩

নিত্যং মন্দজ্বরো রূক্ষঃ শীতকৃচ্ছ্রেণ গচ্ছতি।
স্তব্ধাঙ্গঃ শ্লেষ্মভূয়িষ্ঠো ভবেদঙ্গবলাসকঃ[3] ॥ ৭৪

হরিদ্রাভেদবর্ণাভস্তদেহং প্রমেহতি। স বৈ হারিদ্রকো নাম জ্বরস্ত্বেষোঽন্তকঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৫

রক্তসংস্থিত হইলে রক্তনিষ্ঠীবন, তৃষ্ণা, রুক্ষ ও উষ্ণ পিড়কা, দাহ, শরীরের রক্তিমা, ভ্রম, মত্ততা ও প্রলাপ এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। জ্বর মাংসগত ও মেদোগত হইলে তৃষ্ণা, গ্লানি, বেগেতোনির্গম, অন্তর্দাহ, ভ্রম, অন্ধকার দর্শন, দুর্গন্ধ অনুভব ও গাত্রবিক্ষেপ এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হয়। জ্বর অস্থিগত হইলে ঘর্ম্ম, অতিতৃষ্ণা, বমন, দুর্গন্ধতা, অসহিষ্ণুতা, প্রলাপ, গ্লানি, অরুচি ও অস্থিভেদ এই সমুদয় উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। ৬৮-৭০

জ্বর মজ্জাগত হইলে ঊর্দ্ধ্বঃ দোষপ্রবৃত্তি, শ্বাস, অঙ্গবিক্ষেপ, অব্যক্তধ্বনি, অন্তর্দাহ, বহিঃশৈত্য, শ্বাস ও হিক্কা এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। জ্বর শুক্রগত হইলে অন্ধকারদর্শন, মর্ম্মচ্ছেদ, স্তব্ধমেঢ্রতা, শুক্রপ্রবৃত্তি ও মৃত্যু এই সমস্ত দোষ উৎপাদন করিয়া থাকে। রসগত, রক্তগত, মাংসগত, মেদোগত ও অস্থিগত এই পঞ্চবিধ জ্বর উত্তরোত্তর দুঃসাধ্য। মজ্জাগত ও শুক্রগত জ্বর একান্ত অসাধ্য। প্রলেপক জ্বর উপস্থিত হইলে রোগীর বোধ হয় যেন শ্লেষ্মা ও গুরুতা দ্বারা সমুদায় অঙ্গ প্রলিপ্ত হইয়াছে। ইহাতে জ্বরের বেগ মন্দ ও শীত অধিক হয়। অঙ্গবলাসক জ্বর সর্ব্বদা মন্দমন্দ ভাবে থাকে। এই জ্বরে রুক্ষতা, শীত, স্তব্ধাঙ্গতা ও শ্লেষ্মার আধিক্য হয়। যে জ্বরে রোগীর শরীর হরিদ্রাবর্ণ হয় এবং প্রস্রাবও হরিদ্রাভ হইয়া থাকে, তাহার নাম হারিদ্র জ্বর। এই জ্বর যমস্বরূপ। ৭১-৭৫

১। দৌর্গন্ধ্য। ২। হৃদ্যোধঃ। ৩। বলাশকঃ।

কফ-বাতৌ সমৌ যত্র হীনপিত্তস্য দেহিনঃ
তীক্ষ্ণোঽথবা দিবা মন্দো জায়তে রাত্রিজো জ্বরঃ ॥ ৭৬
দিবাকরাদিতবলে ব্যায়ামাচ্চ বিশোষিতে।
শরীরে নিয়তং বাতাজ্জ্বরঃ স্যাৎ পৌর্ব্বরাত্রিকঃ ॥ ৭৭
আমাশয়ে যদান্তঃস্থে শ্লেষ্মপিত্তে হ্যধঃ স্থিতে।
তদর্দ্ধং শীতলং দেহে অর্দ্ধঞ্চোষ্ণং প্রজায়তে ॥ ৭৮
কায়ে পিত্তং যদা ভুক্তং শ্লেষ্মা চান্তে ব্যবস্থিতঃ।
উষ্ণত্বং তেন দেহস্য শীতত্বং করপাদয়োঃ ॥ ৭৯
রস-রক্তাশ্রয়ঃ সাধ্যো মাংস-মেদোগতশ্চ যঃ।
অস্থি-মজ্জাগতঃ কৃচ্ছ্রৈস্তৈস্তৈঃ ভাবৈর্হতপ্রভঃ ॥ ৮০
নিঃসংজ্ঞো জ্বরবেগার্ত্তঃ সক্রোধ ইব বীক্ষ্যতে। সদোষমুক্তঞ্চ সদা শকৃন্মুঞ্চতি বেগবৎ ॥ ৮১
দেহো লঘুর্ব্যপগতক্লম-মোহ-তাপঃ, পাকো মুখে করণসৌষ্ঠবমব্যথত্বম্।
স্বেদঃ ক্ষবঃ প্রকৃতিযোগি মনোঽন্নলিপ্সা, কণ্ডূশ্চ মূর্দ্ধ্নি বিগতজ্বরলক্ষণানি ॥ ৮২

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে জ্বরনিদানং নামৈক-
পঞ্চাশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫১ ॥

যাত্রিক জ্বরে রোগীর কফ ও বায়ু সমভাবে থাকে এবং পিত্ত তদপেক্ষা হীনীভূত হয়। এই জ্বরের বেগ দিবাতে মন্দ ও রাত্রিতে প্রবল হয়। ব্যায়ামহেতু দিবাকর বল গ্রহণ করাতে রোগী শুষ্ক হইলে বাতাধিক্য বশতঃ রোগীর শরীরে নিয়ত জ্বর থাকে। ইহাকে পৌর্ব্বরাত্রিক জ্বর বলে। এই জ্বরে আমাশয় মধ্যস্থ ও পিত্ত অধঃস্থিত হইলে রোগীর অর্দ্ধশরীর শীতল ও অর্দ্ধাঙ্গ উষ্ণ হইয়া থাকে। জ্বরকালে রোগীর শরীরের ঊর্দ্ধভাগে পিত্ত পরিব্যাপ্ত হয় এবং শ্লেষ্মা অধোভাগে অবস্থিতি করে, এই জন্য তাহার দেহ উষ্ণ এবং হস্তপদ শীতল হয়। রসরক্তাশ্রিত ও মাংসমেদোগত জ্বর সাধ্য এবং অস্থিমজ্জাগত জ্বর কৃচ্ছ্রসাধ্য। জ্বর যে যে অঙ্গের অস্থি ও মজ্জাকে আশ্রয় করে, সেই সেই অঙ্গ হীনপ্রভ হইয়া থাকে। অস্থিমজ্জাগত জ্বরে রোগীকে সংজ্ঞাহীন, জ্বরবেগার্ত্ত ও সক্রোধ লক্ষিত হয়। আর রোগী সর্ব্বদা দোষাম্বিত উষ্ণ মল বেগে পরিত্যাগ করে। জ্বর বিগত হইলে শরীরের লঘুতা, ক্লেশের শান্তি, মোহ ও তাপের অপগম, মুখের পাক, ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা, ব্যথাপগম, ঘর্ম্ম, ক্ষুধা, মনের স্বাস্থ্য, অন্নলিপ্সা, মস্তকের কণ্ডূ, এই সমস্ত লক্ষণ হইয়া থাকে। ৭৬-৮২।

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে জ্বরনিদান নামক একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫১।

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ধন্বন্তরিরুবাচ

অথাতো রক্তপিত্তস্য নিদানং প্রবদাম্যহম্। ভৃশোষ্ণতীক্ষ্ণকট্বম্ল-লবণাদিবিদাহিভিঃ ॥ ১
কোদ্রবোদ্দালকৈশ্চাপি তৈস্তৈরত্যতিসেবিতৈঃ।
কুপিতং পৈত্তিকৈঃ পিত্তং দ্রবং রক্তঞ্চ মূর্চ্ছতি[১] ॥ ২
তৈর্মিথস্তুল্যরূপত্বমাগম্য ব্যাপ্নুবৎ তনুম্। পিত্তং রক্তস্য বিকৃতেঃ সংসর্গাদ্দূষণাদপি ॥ ৩
গন্ধবর্ণানুবৃত্তেশ্চ রক্তেন ব্যপদিশ্যতে। প্রভবত্যসৃগস্থানাৎ[২] প্লীহতো যকৃতশ্চ তৎ ॥ ৪
শিরোগুরুত্বমরুচিঃ শীতেচ্ছা ধূমকোঽম্লকঃ।
ছর্দিতচ্ছর্দিবৈভৎস্যং কাসঃ শ্বাসো ভ্রমঃ ক্লমঃ ॥ ৫
লোহিতো লোহিতো[৩] গন্ধশ্চাস্যস্য বিস্রতঃ[৪]। রক্তহারিদ্রহরিত-বর্ণতা নয়নাদিষু ॥ ৬
নীললোহিত-পীতানাং বর্ণানামবিবেচনম্। স্বপ্নে উন্মাদ-দর্শিত্বং ভবত্যস্মিন্ ভবিষ্যতি ॥ ৭
ঊর্দ্ধং নাসাক্ষিকর্ণাস্যৈর্মেঢ্রযোনিগুদৈরধঃ। কুপিতং রোমকূপৈশ্চ সমস্তৈস্তৎ প্রবর্ত্ততে ॥ ৮
ঊর্দ্ধং সাধ্যং কফাদ্ যস্মাৎ তদ্বিরেচনসাধিকম্। অত্যৌষধঞ্চ পিত্তস্য বিরেকো হি বরৌষধম্ ॥ ৯

ধন্বন্তরি বলিলেন,—অনন্তর রক্তপিত্তনিদান বলিতেছি। অতিশয় উষ্ণ, তিক্ত, কটু, অম্ল, লবণ, গুরুপাকদ্রব্য, কোদ্রব, উদ্দালক প্রভৃতি দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সেবন করিলে ঐ সমুদায় পিত্ত ও দ্রব দ্বারা কুপিত হয়। উহা পিত্তরসের সহিত মিশ্রিত হইয়া রক্ত দূষিত করে। তার পর ঐ রস ও পিত্ত তুল্যরূপ হইয়া সর্ব্বশরীরব্যাপী হয়। পরে এই পিত্তমিশ্রিত রক্তের বিকৃতি-সংসর্গ ও দোষবশতঃ এবং গন্ধ ও বর্ণের অনুরূপতানিবন্ধন ঐ পিত্তই রক্ত শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। এইরূপে রক্তাকারে পরিণত পিত্ত রক্তাশয় প্লীহা ও যকৃৎ স্থান হইতে আবির্ভূত হইয়া থাকে। এই রক্তপিত্ত রোগ জন্মিবার পূর্ব্বে মস্তকের গুরুতা, অরুচি, শীতল দ্রব্য সেবনে ইচ্ছা, ধূমদর্শন, মুখে অম্লরসাস্বাদ, বমনপ্রবৃত্তি, বমন, বৈভৎস্য, কাস, শ্বাস, ভ্রান্তি, ক্লান্তি, শরীরের রক্তবর্ণতা, মুখে রক্তগন্ধ ও রক্তবর্ণতা, অরুচি ভাব, নেত্রাদিতে রক্তবর্ণ, হরিদ্রাবর্ণ অথবা হরিদ্বর্ণ, নীল লোহিত ও পীতবর্ণের অভেদজ্ঞান এবং স্বপ্নে উন্মাদদর্শিতা এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। ১-৭

ঊর্দ্ধে, নাসিকা, নয়ন, কর্ণ ও মুখদ্বারা, অধোভাগে গুহ্য, যোনি ও মেঢ্রদ্বারা কিংবা রোমকূপ দ্বারা এই কুপিত রক্তপিত্ত প্রকাশ পাইয়া থাকে। ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্ত সাধ্য, কারণ কফ তাহার সহকারী, বিরেচন দ্বারা ঐ কফ নষ্ট হইয়া যায়। পিত্তের বহুকারক ঔষধ হইতে তাহার বিরেচন ঔষধই শ্রেষ্ঠ। বিশেষতঃ ইহাদ্বারা

১। পিত্তৈঃ…মূর্চ্ছয়েদিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।
২। অসৃক্‌স্থানাদিতি বহুষু পুস্তকেষু দৃশ্যতে। ৩। স হিতো। ৪। বিস্রতে।

অনুবন্ধী কফো যত্র তত্রাপি তদ্বিকৃৎ।
কাষায়াঃ স্বাদবো যস্য বিরুদ্ধৌ শ্লেষ্মলোহিতঃ[1] ॥ ১০
কটুতিক্তকষায়া যা যে নিসর্গাৎ কফাবহাঃ। অধো যাপ্যঞ্চ মাধুর্য্যাৎসংশ্রেষ্ঠর্দ্দনসাধকম্ ॥ ১১
অতোঽবধঞ্চ পিত্তস্য বমনং নবদোষধম্। অনুবন্ধিবলো যস্য শান্তপিত্তমলস্ত চ ॥ ১২
কষায়শ্চ হিতস্তস্য মধুরা এব কেবলম্। কফমারুতসংস্পৃষ্টমসাধ্যমুপনাদনম্ ॥ ১৩
অসহ্যং প্রতিলোমপাংসাধ্যাদৌষধস্য চ।
ন হি সংশোধনং কিঞ্চিদস্য চ প্রতিলোমিনঃ ॥ ১৪
শোধনং প্রতিলোমস্য রক্তপিত্তপ্রবৃত্তিসঞ্জিতম্[2]।
এবমেবোপশমনং সংশোধনমিহেষ্যতে ॥ ১৫
সংসৃষ্টেষু হি দোষেষু সর্ব্বথা ছর্দ্দনং হিতম্। যত্র দোষোঽত্র গমনং শিবায় ইব লক্ষ্যতে।
উপদ্রবাশ্চ বিকৃতিং ফলতত্ত্বেষু সাধিতম্ ॥ ১৬

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে রক্তপিত্তনিদানং নাম
দ্বিপঞ্চাশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫২ ॥

অনুবন্ধী কফেরও শোধন হয়। ইহাদিগের শোধনবিষয়ে কষায়, স্বাদু ও শ্লেষ্মল বস্তু হিতকারী। কটু, তিক্ত, কষায় অথবা যে সমস্ত বস্তু কফাবহ, সেই সমস্তও এতৎশোধন-বিষয়ে হিতকর। অধোগত রক্তপিত্ত যাপ্য হয়। কিন্তু রোগীকে অল্পায়ু করে; ইহাতে বমন হিতকর। যে ব্যক্তির পিত্ত নিতান্ত দূষিত হয় নাই, আর যাহার শরীরে বল আছে, তাদৃশ রোগীর পক্ষে পিত্তবিরেচন ও অল্পপরিমাণে নূতন ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয়। ঈদৃশ রোগীর পক্ষে কেবল মধুর ও কষায় দ্রব্য হিতকারী। ৮-১২

যে রোগীর কফ ও বায়ু উভয় কুপিত হইয়া পিত্তের সহিত যোগ দিয়াছে, তাহাকে আরোগ্য করা দুঃসাধ্য। এই রোগ যদি প্রতিলোমগত হয়, তবে তাহা অসহ্য ও ঔষধের অসাধ্য। প্রতিলোমগত রক্তপিত্তের কোনরূপেই প্রতিকার করা যাইতে পারে না। রক্তপিত্তের প্রতিলোমপ্রক্রিয়াই তাহার শোধন। এইরূপ শোধন হইলেই উপশম হইতে পারে। যে স্থলে দোষসকল পরস্পর সংসৃষ্ট, তাদৃশ স্থলে বমনই হিতকারক। এই রক্তপিত্তে দোষসকল শিবান্তের ন্যায় মৃত্যু-নিদান। বস্তুতঃ ইহাতে বিকারস্বরূপ বহুবিধ উপদ্রব উপস্থিত হয়। ১৩-১৬

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে রক্তপিত্তনিদান নামক দ্বিপঞ্চাশদধিক
শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫২।

১। শ্লেষ্মতো হিতাঃ। ২। অতিসর্জ্জিতম্।

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ধন্বন্তরিরুবাচ

আশুকারী যতঃ কাসঃ স এবাতঃ প্রবক্ষ্যতে।
পঞ্চ কাসাঃ স্মৃতা বাত-পিত্তশ্লেষ্মক্ষতক্ষয়ৈঃ॥ ১
ক্ষয়ায়োপেক্ষিতাঃ সর্ব্বে বলিনশ্চোত্তরোত্তরম্।
তেষাং ভবিষ্যতাং রূপং কণ্ঠে কণ্ড্বরোচকঃ॥ ২
শুষ্ককর্ণাস্যকণ্ঠত্বং তত্রাধোবিহিতোঽনিলঃ।
ঊর্দ্ধ্বপ্রবৃত্তঃ প্রাপ্যোরস্তস্মিন্ কণ্ঠে চ সংসৃজন্॥ ৩
শিরঃস্রোতাংসি সম্পূর্য্য ততোঽঙ্গান্যুৎক্ষিপন্নিব।
ক্ষিপন্নিবাক্ষিণী পৃষ্ঠ-বক্ষঃপার্শ্বে চ পীড়য়ন্॥ ৪
প্রবর্ত্ততে স বক্ত্রেণ ভিন্নকাংস্যোপমধ্বনিঃ। হৃৎপার্শ্বোরঃশিরঃশূল-মোহক্ষোভস্বরক্ষয়ান্॥ ৫
করোতি শুষ্ককাসঞ্চ মহাবেগরুজাস্বনম্।
লোমহর্ষী কফং শুষ্কং কৃচ্ছ্রান্মুক্ত্বাল্পতাং ব্রজেৎ॥ ৬
পিত্তাৎ পীতাক্ষিকফতা চ তিক্তাস্যত্বং জ্বরো ভ্রমঃ।
পিত্তাসৃগ্বমনং তৃষ্ণা বৈস্বর্য্যং ধূমকো মদঃ॥ ৭
প্রততং কাসবেগেন জ্যোতিষামিব দর্শনম্। কফাদুরোঽল্পরুঙ্মূর্দ্ধ্নি হৃদয়ং স্তিমিতং গুরু॥ ৮

ধন্বন্তরি বলিলেন,—কাসরোগ আশুকারী, এইজন্য এই স্থলে তাহাই নিরূপিত হইতেছে। কাসরোগ পাঁচপ্রকার,—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, ক্ষতজ, ক্ষয়জ। এই পঞ্চ প্রকার কাস যদি উপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে উত্তরোত্তর বলবান্ হইয়া ক্ষয়কাসে পরিণত হয়। এই রোগ জন্মিবার পূর্ব্বে কণ্ঠে কণ্ডূ ও অরুচি হয়। বাতজ কাসে শুষ্ককর্ণতা, মুখশোষ, কণ্ঠশুষ্কতা এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। অধঃস্থ বায়ু ঊর্দ্ধগামী হইয়া বক্ষঃস্থলে গমনপূর্ব্বক কণ্ঠে অভিঘাত হইয়া থাকে। ঐ বায়ু শিরঃস্রোত পরিপূরিত করিয়া অঙ্গসমূহকে উৎক্ষিপ্ত করিতে থাকে। তখন বোধ হয়, নেত্রদ্বয় যেন উৎক্ষিপ্ত হইতেছে। ইহাতে পার্শ্বপীড়া ও স্বর ক্ষীণতা হয়। এই রোগে মুখে ও কণ্ঠে ভগ্নকাংস্যের ন্যায় ধ্বনি প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে। এই বাতজ রোগে হৃদ্পার্শ্বশূল, উরঃশূল, শিরঃশূল, মোহ, ক্ষোভ, স্বরক্ষয় এবং মহাবেগে বেদনার ও শব্দের সহিত শুষ্ক কাস হইয়া থাকে; আর রোমাঞ্চ সহকারে অতিকষ্টে শুষ্ক কফ নিঃসারিত করিলে কষ্টের কিঞ্চিৎ লাঘব হয়। ১-৬

পিত্তজ কাসরোগ হইলে চক্ষু পীতবর্ণ, মুখে তিক্তাস্বাদ, জ্বর, ভ্রম, পিত্তবমন, রক্তবমন, তৃষ্ণা, স্বরভঙ্গ, ধূমদর্শন, মত্ততা, এই সমস্ত লক্ষণ আবির্ভূত হয়। এই রোগে রোগী যখন কাসিতে থাকে, তখন তাহার কাসের বেগে জ্যোতিঃপদার্থের ন্যায় দর্শন হয়। কফজনিত

কণ্ঠে প্রলেপসদনং পীনসচ্ছর্দ্দ্যরোচকাঃ। রোমহর্ষো ঘনস্নিগ্ধ-শ্লেষ্মণশ্চ প্রবর্ত্তনম্ ॥ ৯
যুদ্ধাদ্যৈঃ সাহসৈস্তৈস্তৈঃ সেবিতৈরযথাবলম্। উরস্যন্তঃক্ষতো বায়ুঃ পিত্তেনানুগতো বলী ॥ ১০

কুপিতঃ কুরুতে কাসং কফং তেন সশোণিতম্।
পীতং শ্যাবঞ্চ শুষ্কঞ্চ গ্রথিতং কুথিতং বহু ॥ ১১

ষ্ঠীবেৎ কণ্ঠেন রুজতা বিভিন্নেনেব চোরসা। সূচীভিরিব তীক্ষ্ণাভিস্তুদ্যমানেন শূলিনা ॥ ১২
দুঃখস্পর্শেন শূলেন মদপীড়া[1] হি তাপিনা। পর্ব্বভেদ-জ্বর-শ্বাস-তৃষ্ণা-বৈস্বর্য্য-কম্পবান্ ॥ ১৩
পারাবত ইবাকূজন্ পার্শ্বশূলী ততোঽস্য চ। কাসাদ্যৈর্ব্বমনং শক্তি-বল-বর্ণশ্চ হীয়তে ॥ ১৪
ক্ষীণস্য সাসৃক্স্রুতত্বং শ্বাসপৃষ্ঠকটিগ্রহঃ। বায়ুপ্রধানাঃ কুপিতা ধাতবো রাজযক্ষ্মণঃ ॥ ১৫

কুর্ব্বন্তি যক্ষ্মায়তনে কাসং ষ্ঠীবেৎ কফং ততঃ।
পূতিপূয়োপমং পীতং[2] বিস্রং হরিতলোহিতম্ ॥ ১৬

দূয়তে তুদ্যত ইব হৃদয়ং পচ্যতীব চ। অকস্মাদুষ্ণশীতেচ্ছা বহ্বাশিত্বং বলক্ষয়ঃ ॥ ১৭
স্নিগ্ধপ্রসন্নবক্ত্রত্বং শ্রীমদ্দর্শননেত্রতা। ততোঽস্য কফরূপাণি সর্ব্বাণ্যাবির্ভবন্তি চ ॥ ১৮

কাসরোগ উপস্থিত হইলে বক্ষঃস্থলে অম্লবেদনা, মস্তকে ও হৃদয়ে গুরুতা ও স্তব্ধতা হইয়া থাকে। কণ্ঠে কোন বস্তু লিপ্ত আছে, এইরূপ বোধ হয়। এই রোগে পীনস, বমন, অরুচি, রোমাঞ্চ, ঘন ও স্নিগ্ধ শ্লেষ্মনির্গম, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। যুদ্ধাদি অতিসাহসিক কর্ম্মে অযথা প্রবৃত্ত হইলে বক্ষঃস্থলের মধ্যে ক্ষত হয়; তাহাতে বায়ু পিত্তের সহিত মিলিত বলবান্ ও কুপিত হইয়া কাস উৎপাদন করে। তাহাতে রক্তের সহিত শ্লেষ্ম নির্গত হয়। কাসসময়ে রোগী নিষ্ঠীবন করিলে ঐ কাস পীতবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ, শুষ্ক, গ্রথিত ও কুথিত দেখা যায়। ৭-১১

কাসনিঃসারণ কালে কণ্ঠে পীড়া হয় এবং যেন কণ্ঠ বিদীর্ণ হইতেছে, এবং তীক্ষ্ণ সূচীদ্বারা মর্ম্মস্থল যেন বিদ্ধ করিতেছে, দুঃখস্পর্শ শূলদ্বারা হৃদয় যেন ভিন্ন, পীড়িত ও তাপিত হইয়া উঠিতেছে বলিয়া বোধ হয়। এই রোগে পর্ব্বভেদ, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা, স্বরভঙ্গ ও কম্প এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হয়। পরিশেষে রোগী পারাবতের ন্যায় ক্ষীণস্বরে কথা কহিতে থাকে। এই সময়ে তাহার পার্শ্বশূল উপস্থিত হয়, কফাদিবশতঃ বমনও হইতে থাকে, পরিপাকশক্তি, বল ও বর্ণ ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে। রাজযক্ষ্মারোগে রোগী শীঘ্র ক্ষীণ হইয়া পড়ে; তাহার রক্তস্রাব, শ্বাস, কটি ও পৃষ্ঠবেদনা হয়, আর বায়ুপ্রধান হইয়া ধাতুকে কুপিত করে। যক্ষ্মারোগী দুর্গন্ধ পূযের ন্যায় হরিত ও রক্তবর্ণমিশ্রিত কাস নিষ্ঠীবন করে। যক্ষ্মারোগী সর্ব্বদা প্রায় ব্যথিত হইয়া শয়ন করিয়া থাকে। ১২-১৬

আর তাহার বোধ হয় যেন কেহ তাহার হৃদয় পাক করিতেছে এবং হঠাৎ উষ্ণবোধ, শীতেচ্ছা, বহুভোজনাভিলাষ, বলক্ষয়, মুখের স্নিগ্ধতা ও প্রসন্নতা, দন্তের চাকচিক্য, নেত্রের

১। ভেদপীড়া। ২। পীতং।

ইত্যেষ ক্ষয়জঃ কাসঃ ক্ষীণানাং দেহনাশনঃ।
যাপ্যো বা বলিনাং তদ্বৎ ক্ষতজোঽপি নবৌ তু তৌ ॥ ১৯
সিধ্যেতামপি সামর্থ্যাৎ সাধ্যাদৌ চ পৃথক্ ক্রমঃ।
মিশ্রা যাপ্যাশ্চ যে সর্ব্বে জরসঃ স্থবিরস্য চ ॥ ২০
কাস-শ্বাস-ক্ষয়-চ্ছর্দ্দি-স্বরসাদাদয়ো গদাঃ।
ভবন্ত্যুপেক্ষয়া যস্মাৎ তস্মাৎ তাংস্ত্বরয়া জয়েৎ ॥ ২১

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে কাসনিদানং নাম ত্রিপঞ্চাশদধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ধন্বন্তরিরুবাচ

অথাতঃ শ্বাসরোগস্য নিদানং প্রবদাম্যহম্।
কাসবৃদ্ধ্যা ভবেচ্ছ্বাসঃ পূর্ব্বৈর্ব্বা দোষকোপনৈঃ ॥ ১
আমাতিসার-বমথু-বিষ-পাণ্ডু জ্বরৈরপি। রজোধূমানিলৈর্ম্মর্ম্ম-ঘাতাদপি হিমাম্বুনা ॥ ২

স্ত্রী এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে। অনন্তর তাহার সর্ব্ববিধ ক্ষয়লক্ষণ আবির্ভূত হয়। এইরূপ ক্ষয়কাস ক্ষীণ ব্যক্তির দেহ নাশ করে। রোগী বলবান্ হইলে ঐ কাস যাপ্য থাকে। ক্ষতজ ও ক্ষয়জ উভয়বিধ কাসের প্রথমাবস্থায় চিকিৎসা করিলে যাপ্য হইয়া থাকে। বলবান্ ব্যক্তির কাস সাধ্য। ক্ষয়জ ও ক্ষতজ উভয়প্রকার কাসই প্রথমাবস্থায় প্রতিকারচেষ্টা করিলে সাধ্য হয়, আর রোগীর সামর্থ্যসত্ত্বে প্রথম অবস্থায় পৃথক্ পৃথক্ নিয়মানুসারে চিকিৎসা করিলে সকল রোগই সাধ্য হইয়া থাকে। যে সকল মিশ্ররোগ যাপ্য, সেই সকল রোগ এবং বৃদ্ধের পক্ষে সাধারণ রোগও উপেক্ষা করিলে শ্বাস, কাস, ক্ষয়, বমি, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে; অতএব সকল রোগেরই শীঘ্র প্রতিকার করিবে। ১৭-২১

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে কাসনিদান নামক ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫৩।

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়

ধন্বন্তরি কহিলেন,—অনন্তর শ্বাসরোগনিদান বলিতেছি। কাসের বৃদ্ধাবস্থায় শ্বাসরোগ জন্মিয়া থাকে কিংবা বায়ু পিত্ত কফ দূষিত হইয়াও শ্বাস উৎপাদন করে। আমাতিসার, বমি, বিষপ্রয়োগ, পাণ্ডু, জ্বর, ধূলি ও ধূমগ্রহণ, অধিক বায়ুসেবন, হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে আঘাত

ক্ষুদ্রকস্তমকশ্ছিন্নো মহানূর্দ্ধ্বশ্চ পঞ্চমঃ । কফোপরুদ্ধগমনঃ পবনো বিষ্বগাস্থিতঃ[1] । ৩
প্রাণোদকান্নবাহীনি দুষ্টস্রোতাংসি দূষয়ন্ । উরঃস্থঃ কুরুতে শ্বাসমামাশয়সমুদ্ভবম্ ॥ ৪

প্রাগ্রূপং তস্য হৃৎপার্শ্বশূলং প্রাণবিলোমতা ।
আনাহঃ শঙ্খভেদশ্চ তত্রায়াসোঽতিভোজনঃ[2] ॥ ৫
প্রেরিতঃ প্রেরয়ন্ ক্ষুদ্রং স্বয়ং সংহতং[3] মরুৎ ।
প্রতিলোমং শিরা গচ্ছন্নুদীর্য্য পবনঃ কফম্ ॥ ৬

পরিগৃহ্য শিরোগ্রীবমুরঃপার্শ্বে চ পীড়য়ন্ । কাসং ঘুর্ঘুরকং মোহ-রুচিরং পীনসং তৃষম্ ॥ ৭

করোতি তীব্রবেগঞ্চ শ্বাসং প্রাণোপতাপিনম্ ।
প্রতাম্যেৎ তস্য বেগেন ষ্ঠীবনান্তে ক্ষণং সুখী ॥ ৮

কৃচ্ছ্রাচ্ছয়ানঃ শ্বসিতি নিষণ্ণঃ স্বাস্থ্যমিচ্ছতি । উচ্ছ্রিতাক্ষো ললাটেন স্বিদ্যতা ভৃশমার্ত্তিমান্ ॥ ৯

বিশুষ্কাস্যো মুহুঃ শ্বাসঃ কাঙ্ক্ষত্যুষ্ণং সবেপথুঃ ।
মেঘাম্বুশীতপ্রাগ্বাতৈঃ শ্লেষ্মলৈশ্চ বিবর্দ্ধতে । ১০

স যাপ্যস্তমকঃ সাধ্যো নবস্য বলিনো ভবেৎ । জ্বরমূর্চ্ছাবতঃ শীতৈর্ন শাম্যেৎ প্রতমকস্তু সঃ । ১১

ও হিমসেবনদ্বারা শ্বাসরোগ উৎপন্ন হয় । শ্বাস পাঁচ প্রকার ; যথা—ক্ষুদ্র, তমক, ছিন্ন, মহা ও ঊর্দ্ধ্বশ্বাস । কফকর্ত্তৃক সর্ব্বব্যাপী বায়ুর গমন রুদ্ধ হইলে ঐ বায়ু প্রাণবাহী, উদকবাহী, অন্নবাহী, স্রোতঃসকল দূষিত করিয়া বক্ষঃস্থলে অবস্থিত হয় এবং আমাশয়ে শ্বাস উৎপাদন করে । শ্বাসরোগ জন্মিবার পূর্ব্বে হৃদয় ও পার্শ্বে শূল অনুভব হয় এবং প্রাণবায়ুর প্রতিলোমতা, আনাহ, শঙ্খদেশ ও ললাটাদিস্থিতে বেদনা বোধ হয় । অধিক পরিশ্রম ও অতিশয় ভোজনদ্বারা বায়ু স্বয়ং প্রেরিত হইয়া কফকে দূষিত ও প্রেরিত করত প্রতিলোমভাবে শিরাগামী হয়, তাহাতেই ক্ষুদ্রশ্বাস জন্মিয়া থাকে । ১-৬

বায়ু কফের উদ্গম করিয়া মস্তক, গ্রীবা ও বক্ষঃস্থল আশ্রয়পূর্ব্বক পার্শ্বে পীড়া উৎপাদন করিতে থাকে । তাহাতে ঘর্ঘরশব্দ সহকারে কাস, মোহ ও পীনস এই সমস্ত উপদ্রব জন্মে । বায়ু প্রবল হইলে শ্বাসের বৃদ্ধি করিয়া অত্যন্ত কষ্টপ্রদান করে ও শ্বাসের বেগ অত্যধিক হইয়া থাকে । এই রোগে অল্প পরিমাণে কাস নিঃসৃত হইলেও রোগী অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্য অনুভব করে । শ্বাসরোগে আক্রান্ত মানব শয়ন উপবেশন অতিকষ্টে করিয়া থাকিলেই কথঞ্চিৎ স্বাস্থ্য বোধ হয় । এই রোগে চক্ষুদ্বয় উচ্ছ্রিত ও ললাটে ঘর্ম্ম হইয়া থাকে । ইহাতে রোগী অত্যন্ত কাতর হয় । শ্বাসরোগে মুহুর্মুহু শ্বাসবহন হওয়াতে রোগীর মুখ শুষ্ক হয় এবং ঐ রোগীর উষ্ণদ্রব্য সেবনে ইচ্ছা হইয়া থাকে । মেঘবারি, শীত, পূর্ব্ববায়ু ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন করিলে শ্বাসরোগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । ৭-১০

বলবান ব্যক্তির তমকশ্বাস যাপ্য ও সাধ্য, কিন্তু রোগীর জ্বর মূর্চ্ছা শীত প্রভৃতি উপসর্গ

---

১ । বিষগাস্থিতঃ । ২ । অতিভোজনৈঃ । ৩ । স সমলং ।

কাসশ্বসিতবচ্ছীর্ণ-মর্মচ্ছেদরুজার্দিতঃ। সস্বেদমূর্চ্ছঃ সানাহো বস্তিদাহবিরোধবান্ ॥ ১২
অধোদৃষ্টিঃ প্লুতাক্ষশ্চ স্রস্তরক্তৈকলোচনঃ। শুষ্কাস্যঃ প্রলপন্ দীনো নষ্টচ্ছায়ো বিচেতনঃ ॥ ১৩
মহতা মহতা দীনো নাদেন শ্বসিতি ক্রথন্। উদ্ধূয়মানঃ সংরব্ধো মত্তর্ষভ ইবানিশম্ ॥ ১৪
প্রনষ্টজ্ঞানবিজ্ঞানো বিভ্রান্তনয়নাননঃ। অক্ষং সমাক্ষিপন্ বদ্ধ-মূত্রবর্চ্চা বিশীর্ণবাক্ ॥ ১৫
শুষ্ককণ্ঠো মুহুশ্চৈব কর্ণশঙ্খশিরোঽতিরুক্। যো দীর্ঘং মুহুরুচ্ছ্বস্যূর্দ্ধং ন চ প্রত্যাহরত্যধঃ ॥ ১৬
শ্লেষ্মাবৃতমুখস্রোত্রঃ ক্রুদ্ধগন্ধবহার্দিতঃ। ঊর্দ্ধদিগ্বীক্ষ্যতে ভ্রান্তমক্ষিণী পরিতঃ ক্ষিপন্ ॥ ১৭
মর্মসু ছিদ্যমানেষু পরিদেবী নিরুদ্ধবাক্। এতে সিধ্যেয়ুরব্যক্তা ব্যক্তাঃ প্রাণহরা ধ্রুবম্ ॥ ১৮

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে শ্বাসনিদানং নাম চতুঃপঞ্চাশদধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৪ ॥

হইলে শ্বাসরোগ সহসা নিবৃত্তি হয় না। তমকশ্বাসে কাস শ্বাসের গুরুত্বাদি উপদ্রব হয়, ইহাতে রোগী শীর্ণ ও মর্মচ্ছেদের ন্যায় ব্যথা অনুভব করে। এই রোগে ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, আনাহ এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হইলে রোগী বোধ করে, যেন তাহার বস্তিদেশ দাহ হইতেছে। তমকশ্বাসে রোগীর অধোদৃষ্টি হয়; নেত্রদ্বয় স্ফীত, স্রিগ্ধ ও রক্তবর্ণ হইয়া থাকে; রোগী শুষ্ককণ্ঠ হইয়া অতি কাতরস্বরে কথা কহিতে পারে এবং সময়ে সময়ে অচেতন হইয়া পড়ে। মহাশ্বাসে রোগী মত্তবৃষভের ন্যায় ঊর্দ্ধদিকে শ্বাস পরিত্যাগ করে; এইরূপ সর্ব্বদা শ্বাস হওয়াতে রোগী অত্যন্ত কাতর হয়। ১১-১৪

মহাশ্বাসে রোগীর জ্ঞান বিনষ্ট ও নয়ন বিভ্রান্ত হয়, ইন্দ্রিয় সমস্ত বিকিপ্ত হইয়া যায়, মূত্র ও পুরীষ বদ্ধ থাকে এবং বাক্যও অতি বিশীর্ণ হয়। মহাশ্বাসে রোগীর কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া বারংবার শ্বাস বহির্গত হয়, ললাটে ও মস্তকে বেদনা অনুভব হইতে থাকে। এইরূপে যাহার কিছুকাল দীর্ঘ ও ঊর্দ্ধশ্বাস হয়, সে সেই শ্বাসকে অধোগত করিতে পারে না। এই মহাশ্বাসে রোগীর মুখ ও কর্ণ শ্লেষ্মদ্বারা আবৃত থাকে, আর বায়ু কুপিত হইয়া রোগীকে অতিশয় পীড়িত করে; ইহাতে রোগী ভ্রান্তের ন্যায় ইতস্ততঃ চক্ষুঃ বিক্ষেপপূর্ব্বক ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিতে থাকে। এইরোগে রোগী মর্ম্মস্থান যেন ছিন্ন হইতেছে এইরূপ অনুভব করে, ইহাতে করুণস্বরে কিয়ৎকাল বিলাপ করিয়া অবশেষে বাক্‌রোধ হইয়া যায়। শ্বাসরোগ যাবৎ সমস্তলক্ষণাক্রান্ত হইয়া ব্যক্ত না হয়, তাবৎকাল চিকিৎসা করিলে ইহার প্রতিকার হইতে পারে; কিন্তু যখন এই রোগের সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হয়, তখন উহা চিকিৎসার অসাধ্য; তাহাতেই রোগীর প্রাণ বিনষ্ট হইয়া যায়। ১৫-১৮

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে শ্বাসনিদান নামক চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়-সমাপ্ত। ১৫৪।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ধন্বন্তরিরুবাচ

হিক্কারোগনিদানঞ্চ বক্ষ্যে সুশ্রুত তচ্ছৃণু। শ্বাসৈকহেতুপ্রাগ্রূপং সংখ্যা প্রকৃতিসংশ্রয়া॥১

হিক্কা ভক্তোদ্ভবা ক্ষুদ্রা যমলা মহতীতি চ।

গম্ভীরা চ মরুৎ তত্র তরসা যুক্তিসেবিতৈঃ[1]॥২

দ্রুততীক্ষ্ণ-রুক্ষাদ্যৈরন্নপানৈঃ প্রপীড়িতঃ করোতি হিক্কাং মরুতো মন্দশব্দাং ক্ষবানুগাম্। শমং সাত্ম্যান্নপানেন যা প্রয়াতি চ সান্নজা॥৩

আয়াসাৎ পবনঃ ক্রুদ্ধঃ ক্ষুদ্রাং হিক্কাং প্রবর্ত্তয়েৎ। জত্রুমূলাৎ পরিসৃতা মন্দবেগবতী হি সা॥৪

বৃদ্ধিমায়াসতো যাতি ভুক্তমাত্রে চ মার্দ্দবম্। চিরেণ যমলৈর্বেগৈর্যা হিক্কা সম্প্রবর্ত্ততে॥৫

[2]কম্পয়ন্তী শিরোগ্রীবং যমলাং তাং বিনির্দ্দিশেৎ॥৬

প্রলাপ-ছর্দ্যতীসার-নেত্রবিপ্লুতজৃম্ভিতা। যমলা বেগিনী হিক্কা পরিণামবতী চ সা॥৭

স্রস্তভ্রূশঙ্খযুগ্মস্য শ্রুতিবিপ্লুতচক্ষুষঃ। স্তম্ভয়ন্তী তনুং বাচং স্মৃতিং সংজ্ঞাঞ্চ মুষ্ণতী॥৮

রুন্ধতী মার্গমাণস্য কুর্ব্বতী মর্ম্মঘট্টনম্। পৃষ্ঠতো নমনং শোষং মহাহিক্কা প্রবর্ত্ততে॥৯

ধন্বন্তরি বলিলেন,—হে সুশ্রুত! অনন্তর হিক্কারোগনিদান বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে যে কারণে শ্বাসরোগ জন্মিয়া থাকে, হিক্কারোগও সেই সেই কারণেই উৎপন্ন হয়। ইহার পূর্ব্বরূপ সংখ্যা প্রভৃতিও শ্বাসরোগের ন্যায় জানিবে। হিক্কা পাঁচ প্রকার; যথা—অন্নজা, ক্ষুদ্রা, যমলা, মহতী ও গম্ভীরা। শীঘ্র বা অনিয়মে ভোজন, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, খর ও অসাত্ম্যকর অন্নপানাদি সেবনদ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া অন্নজা হিক্কা উৎপাদন করে। এই হিক্কাতে অধিক শব্দ হয় না, পরন্তু অতি মন্দ মন্দ শব্দ হয়। অন্নপানাদির অনিয়মে হিক্কা উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাকে অন্নজা হিক্কা বলে। অধিক পরিশ্রম করিলে বায়ু কুপিত হইয়া ক্ষুদ্রিকা হিক্কা উৎপাদন করে। এই হিক্কা গ্রীবার মূলদেশ হইতে প্রবৃত্ত হইয়া মন্দ মন্দবেগে বহির্গত হয়। পরিশ্রম করিলেই ক্ষুদ্রিকা হিক্কা বৃদ্ধি পায় এবং ভোজনান্তে মৃদু হইয়া থাকে। যমলা নামে যে হিক্কা তাহার লক্ষণ এই যে, কালবিলম্বে একদা দুইটি হিক্কা প্রবর্ত্তিত হয়। এই হিক্কা প্রথমাবস্থায় সাধ্য থাকে, পরিণামে বৃদ্ধি পায় এবং মস্তক ও গ্রীবা কম্পিত করে। ১-৭

যমলাহিক্কা পরিণামপ্রাপ্ত হইলে প্রলাপ, ছর্দ্দি, অতিসার, নেত্রবিকৃতি, জৃম্ভণ এই সমস্ত উপদ্রব হয়। মহাহিক্কাতে ভ্রূযুগল ও ললাটাস্থি বিস্রস্ত হয়, চক্ষুঃ ও কর্ণ বিকৃত হয়, শরীর ও বাক্য স্তম্ভিত হয়, স্মৃতি ও জ্ঞান লুপ্ত হয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারে পীড়া, মর্ম্মস্থানে বাধা এবং পৃষ্ঠদেশ নত হয়, সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হইলেই তাহাকে মহাহিক্কা বলা যায়। এই হিক্কা

১। তরসাঽযুক্তিসেবিতৈঃ।

২। পরিণামা মুখে বৃদ্ধিং পরিণামে চ গচ্ছতি—ইত্যাধিকঃ পাঠঃ দৃশ্যতে।

মহামূলা[১] মহাশব্দা মহাবেগা মহাবলা। পক্বাশয়াদ্ বা নাভের্বা পূর্ব্ববৎ সা প্রবর্ত্ততে ॥ ১০
তদ্রূপা সা মহৎ কুর্য্যাৎ জৃম্ভণাঙ্গপ্রসারণম্। গম্ভীরেণ নিনাদেন গম্ভীরা তু সমীরিতা ॥ ১১
আদ্যে দ্বে বর্জ্জয়েদেতে সর্ব্বলিঙ্গাঞ্চ বেগিনীম্। সর্ব্বস্য সঞ্চিতামস্য স্থবিরস্য ব্যবায়িনঃ ॥ ১২
ব্যাধিভিঃ ক্ষীণদেহস্য ভক্তচ্ছেদকৃশস্য চ। সর্ব্বেঽপি রোগা নাশায় ন ত্বেবং শীঘ্রকারিণঃ।
হিক্কা শ্বাসৌ যথা তৌ হি মৃত্যুকালে কৃতালয়ৌ ॥ ১৩

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে হিক্কানিদানং নাম পঞ্চপঞ্চাশদধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৫ ॥

মহাশূল, মহাশব্দ, মহাবেগ ও মহাবল সহকারে পক্বাশয় অথবা নাভি হইতে প্রবর্ত্তিত হয়। ৮-১০

এই হিক্কাতে জৃম্ভণ ও অঙ্গবিক্ষেপ হইয়া থাকে। ইহা অতি গম্ভীর কারণে সমুৎপন্ন হয়; অতএব গম্ভীররূপেই তাহার চিকিৎসা করা বিধেয়। হিক্কার সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশিত হইলে সুচিকিৎসক তাহা বর্জ্জন করিবেন; অন্যথা তাহার চিকিৎসা করিবেন। পরন্তু চিরসঞ্চিত হিক্কা সকলের পক্ষেই বর্জ্জনীয়। বিশেষতঃ বৃদ্ধ, অতিমৈথুনাসক্ত, অন্য ব্যাধিদ্বারা ক্ষীণদেহ ও অন্নে অনভিলাষী ব্যক্তির সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। সকল রোগই মনুষ্যগণকে বিনাশ করিতে পারে, কিন্তু হিক্কা যেরূপ শীঘ্র ক্ষয় করে, অন্যান্য রোগ সেরূপ আশু রোগীকে বিনাশ করিতে পারে না। হিক্কা ও শ্বাস এই রোগদ্বয় রোগীকে মৃত্যুকালে আশ্রয় করিয়া থাকে। ১১-১৩

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে হিক্কানিদান নামক পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫৫।

১। মহাশূলেতি পাঠান্তরম্।

বাহ্বোঃ প্রতোদং জিহ্বায়াঃ কায়ে বৈতস্ক্যদর্শনম্ ।
স্ত্রীমদ্যমাংসপ্রিয়তা ঘৃণিতা মূর্দ্ধগুণ্ঠনম্ ॥ ১০

নখকেশাস্থিবৃদ্ধিশ্চ স্বপ্নে চাভিভবো ভবেৎ । পতনং কৃকলাসাহিকপিশ্বাপদপক্ষিভিঃ ॥ ১১
কেশাস্থিতুষভস্মাদি-ভস্মৌ নগাধিরোহণম্ । শূন্যানাং গ্রামদেশানাং দর্শনং শুষ্যতোঽম্ভসঃ ।
জ্যোতির্গিরীণাঞ্চ তথা জ্বলতাঞ্চ মহীরুহাম্ ॥ ১২
পীনসশ্বাসকাসশ্চ স্বরমূর্দ্ধরুজোঽরুচিঃ । ঊর্দ্ধনিশ্বাসসংশোষা বমচ্ছর্দ্দিশ্চ কোষ্ঠগে ॥ ১৩

ছিক্কে পার্শ্বে চ রুক্‌পাদে সন্ধিস্থে ভবতি জ্বরঃ ।
রূপাণ্যেকাদশৈতানি জায়ন্তে রাজযক্ষ্মণঃ ॥ ১৪

তেষামুপদ্রবান্ বিদ্যাৎ কণ্ঠধ্বংসকরো রুজঃ । জৃম্ভাঙ্গমর্দনিষ্ঠীব-বহ্নিমান্দ্যাস্যপূতিতা ॥ ১৫
তত্র বাতাচ্ছিরঃপার্শ্বশূলং সাঙ্গমর্দনম্ । কণ্ঠরোধঃ স্বরভ্রংশো পিত্তাৎ পদাংসদাহিম্ ॥ ১৬

দাহোঽতিসারোঽসৃক্‌ছর্দ্দিমুখগন্ধো জ্বরো মদঃ ।
কফাদরোচকচ্ছর্দ্দিকাসাবর্দ্ধাঙ্গগৌরবম্ ॥ ১৭
প্রসেকঃ পীনসঃ শ্বাসঃ স্বরভেদোঽল্পবহ্নিতা ।
দোষৈর্ম্মন্দানলত্বেন শোষলেপকফোত্থিতৈঃ ॥ ১৮

নয়নের শুক্লবর্ণতা, রাজযক্ষ্মারোগে এই সমুদয় উপদ্রব হয়। বাহুদ্বয় ও জিহ্বার বেদনা, শরীরে ঘৃণাবোধ, স্ত্রী, মদ্য ও মাংসে অভিলাষ, শিরোঘূর্ণন, এই সমস্ত রাজযক্ষ্মারোগের বিশেষ উপদ্রব। ৭-১০

এই রোগে কেশ, অস্থি ও নখের বৃদ্ধি আর শয়নকালে নানাবিধ বিকৃতিরূপ দর্শন হয়, রোগী তাহাতে নিতান্ত অভিভূত হয়। তাহার বোধ হয়, যেন কোন উচ্চস্থান হইতে পতিত হইতেছে এবং কৃকলাস, সর্প, বানর, শ্বাপদ জন্তু, পক্ষী, কেশ, অস্থি, উষর ও ভস্মদর্শন করিয়া থাকে। বৃক্ষাগ্রে অধিরোহণ, গ্রাম ও দেশের শূন্যতা, জলের শুষ্কতা, আকাশস্থ পদার্থের জ্যোতিঃ ও দাবদাহ, যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত ব্যক্তির স্বপ্নকালে এই সমুদায়ও দর্শন হয়। রাজযক্ষ্মারোগীর পীনস, শ্বাস, কাস, স্বরভঙ্গ, মস্তকব্যথা, অরুচি, ঊর্দ্ধনিশ্বাস, শরীরের শুষ্কতা, ছর্দ্দি, পার্শ্বস্থ সন্ধিতে বেদনা ও জ্বর এই একাদশ প্রকার উপসর্গ হইয়া থাকে। রাজযক্ষ্মারোগের পর পর উপদ্রব কথিত হইতেছে। সেই রোগে কণ্ঠদেশে এমন বেদনা হয়, বোধ হয় যেন কণ্ঠদেশ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে; আর জৃম্ভণ, অঙ্গমর্দ্দন, নিষ্ঠীবন, অগ্নিমান্দ্য ও মুখে দুর্গন্ধ হইয়া থাকে। বাতজ রাজযক্ষ্মারোগে শিরঃপীড়া, পার্শ্বশূল, অঙ্গমর্দ্দন, কণ্ঠরোধ, স্বরভঙ্গ, এই সমস্ত আবির্ভূত হয়। ১১-১৬

পিত্তজ রাজযক্ষ্মাতে পাদ, স্কন্ধ ও হস্তে দাহ, অতিসার, রক্তবমন, মুখের দুর্গন্ধতা, জ্বর ও মত্ততা এই লক্ষণ দৃষ্ট হয়। কফজ রাজযক্ষ্মা-রোগে অরুচি, ছর্দ্দি, কাস, ঊর্দ্ধাঙ্গের গুরুতা, মুখস্রাব, পীনস, শ্বাস, স্বরভঙ্গ ও অগ্নিমান্দ্য, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

স্রোতোমুখেষু রুদ্ধেষু ধাতূষ্মস্বল্পকেষু চ। বিদাহো মলসঃ স্থানে তদন্নস্য হ্যুপদ্রবাঃ।
পুনা রক্তিক বহুশশ্ছিদ্রকোষ্ঠিক প্রধাবতি ॥ ১৯
পচ্যতে কোষ্ঠ এবান্নমন্নযুক্তৈর্মলৈর্যুতম্। প্রায়োঽস্য ক্ষয়তাপানাং নৈবান্নং চাঙ্গপুষ্টয়ে ॥ ২০

রসো হ্যস্য ন রক্তায় মাংসায় কুত এব তৎ।
উপস্তব্ধঃ স শকৃতা কেবলং বর্ত্ততে ক্ষয়ী ॥ ২১
লিঙ্গেষ্বেতেষ্বতিক্ষীণং ব্যাধৌ ষট্‌কপঞ্চকম্।
বর্জ্জয়েৎ সাধয়েদেব সর্ব্বেষ্বপি ততোঽন্যথা ॥ ২২
দোষৈর্ব্যস্তৈঃ সমস্তৈশ্চ ক্ষয়াৎ ষষ্ঠশ্চ[1] মেদসাম্।
স্বরভেদো ভবেত্তস্য কাসো রূক্ষচলঃ স্বরঃ ॥ ২৩
শূকপূর্ণাভকণ্ঠত্বং স্নিগ্ধাদ্যুপশমোঽনিলাৎ।
পিত্তাত্তাল্বধরে দাহঃ শোষ উক্তাবসূয়নম্[2] ॥ ২৪
লিম্পন্নিব কফৈঃ কণ্ঠং মুখং ঘুরঘুরায়তে।
স্বরং বিকৃতৈঃ সর্ব্বৈস্তু সর্ব্বলিঙ্গৈঃ ক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ২৫

এই রাজযক্ষ্মারোগে বায়ু, পিত্ত ও কফ দূষিত হইয়া অগ্নিমান্দ্যহেতু শোষ উৎপাদন করে এবং কফের প্রাবল্যবশতঃ মুখ প্রলিপ্তবৎ বোধ হয়। এই রোগে রসবহনকারী স্রোতের মুখ রুদ্ধ হইয়া ধাতুর শোষণ হইলে হৃদ্দাহ প্রভৃতি নানাবিধ উপদ্রব জন্মে এবং মুহুর্মুহুঃ বমি ও হিক্কা হইতে থাকে। এই রোগে পক্বাশয় হইতে এক প্রকার অম্লরস উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত অন্ন পাক হয় বলিয়া প্রায় সর্ব্বদাই শরীরের ভাগের হানি হইতে থাকে। খাদ্যদ্রব্য পরিপাক হইয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করিতে পারে না। যক্ষ্মারোগীর ভুক্তান্ন রস রক্ত কিম্বা মাংস উৎপাদন করিতে পারে না, সুতরাং শরীরের বৃদ্ধি হয় না, কেবল ক্ষয়ই হইতে থাকে। ১৯-২০

যক্ষ্মারোগের কতিপয় লক্ষণ প্রকাশিত হইলে যদি রোগী ক্ষীণ ও তাহার ইন্দ্রিয়সকল দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তবে সেই রোগীকে পরিত্যাগ করিবে; যাবৎ সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত না হয়, রোগী বলবান্ ও ইন্দ্রিয়সকল সতেজ থাকে, তাবৎ উক্ত রোগের চিকিৎসা করিলে সাধ্যায়ত্ত হইতে পারে। উক্ত রোগের দোষসকল পৃথক্ পৃথক্ বা একত্র প্রকাশিত হইলে অথবা মেদঃক্ষয়প্রযুক্ত স্বরভেদ, স্বরের ক্ষীণতা বা রুক্ষতা হইয়া থাকে। বাতজ রাজযক্ষ্মা-রোগে রোগীর কণ্ঠ শূকপরিপূর্ণের ন্যায় কর্কশ হয় এবং শরীরের স্নিগ্ধতা ও উষ্ণতা দূর হইয়া যায়। পিত্তজ রাজযক্ষ্মা রোগে তালু ও গলদেশে দাহ ও শোষ হইয়া থাকে। কফজ রাজযক্ষ্মারোগে রোগীর কণ্ঠ ও মুখ লিপ্তবৎ বোধ হয় এবং সর্ব্বদা কণ্ঠে ঘুরঘুর শব্দ হইয়া থাকে। এই রোগে রোগী অপথ্যসেবী হইয়া থাকে, পরন্তু অবিলম্বে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত

১। সর্পিষা। ২। শোষো ভবতি সন্ততম্।

ধূমায়তীব চাত্যর্থমুরেতি শ্লেষ্মকফম্ ।
কৃচ্ছ্রসাধ্যঃ ক্ষয়াচ্চাত্র সর্ব্বলক্ষণ বর্জ্জয়েৎ ॥ ২৬

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে যক্ষ্মানিদানং নাম ষট্‌পঞ্চাশদধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ধন্বন্তরিরুবাচ

অরোচকনিদানং তে বক্ষ্যেঽহং সুশ্রুতাধুনা ।
অরোচকো ভবেদ্দোষৈর্জিহ্বা-হৃদয়সংশ্রয়ৈঃ ॥ ১
সন্নিপাতেন মনসঃ সন্তাপেন চ পঞ্চমঃ ।
কষায়-তিক্ত-মধুরং বাতাদিষু মুখং ক্রমাৎ ॥ ২
বীতসর্ব্বরসং[1] শোক-ক্রোধাদিষু যথা মনঃ ।
ছর্দ্দিদোষৈঃ পৃথক্ সর্ব্বৈর্দ্বিষ্টৈরর্থৈশ্চ পঞ্চমী ॥ ৩

হইলে রোগীর শীঘ্রই ক্ষয় হইয়া থাকে। উক্ত রোগে রোগীর সর্ব্বদা ধূমদর্শন হয়, আর শ্লেষ্ম-কফ প্রকাশিত হয়। এই ক্ষয়রোগ কৃচ্ছ্রসাধ্য; ইহার সর্ব্ববিধলক্ষণ অল্প অল্প প্রকাশিত হইলেও বৈদ্য তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন। ২১-২৬

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে যক্ষ্মানিদান নামক ষট্‌পঞ্চাশদধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫৬।

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়

ধন্বন্তরি বলিলেন, হে সুশ্রুত! এক্ষণে অরোচকনিদান বলিব। বাতপিত্তাদি দোষ-সকল জিহ্বা ও হৃদয়কে আশ্রয় করিলে অরোচকরোগ উৎপন্ন হয়। উক্ত রোগ পাঁচ প্রকার;—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ, ও মনঃসন্তাপজ। বাতজ অরোচকে রোগীর মুখ কষায়, পিত্তজ অরোচকে তিক্ত এবং কফজ অরোচকে মধুর হইয়া থাকে। উক্ত রোগে রোগী কোন দ্রব্যের আস্বাদ পায় না, যেমন শোক ও ক্রোধ উপস্থিত হইলে অস্থির হয়, তদ্রূপ অরোচকরোগে সর্ব্বত্রই রোগীর অগ্রাহ্য হইয়া থাকে। অরোচকরোগ পঞ্চবিধ;

১। সর্ব্বং বীতরসং।

উদানে বিকৃতান্[1] দোষান্ সর্ব্বং সমুৎক্ষিপন্তি ।
আত্ত-ক্লেশোঽস্য লাবণ্য-প্রসেকারুচয়োদ্গমাঃ । ৪

নাভিপৃষ্ঠং রুজত্যত্র পার্শ্বে চাহারমুৎক্ষিপেৎ । ততো বিচ্ছিন্নমল্পাল্প-কষায়ং ফেনিলং বমেৎ । ৫
শব্দোদ্গারযুতঃ কৃষ্ণমচ্ছং কৃচ্ছ্রেণ বেগবৎ । কাসাস্যশোষকং বাতাৎ মর্ম্মপীড়াসমন্বিতম্ । ৬
পিত্তাৎ ক্ষারোদকনিভং ধূম্রং হরিতপীতকম্ । সাসৃগম্লং কটু তিক্তং তৃণ্মূর্চ্ছাদাহপাকবৎ । ৭
কফাৎ স্নিগ্ধং ঘনং শীতং শ্লেষ্মতন্তুগবাক্ষিতম্[2] । মধুরং লবণং ভূরি প্রসক্তং লোমহর্ষণম্ । ৮
মুখশ্বয়থুমাধুর্য্য-তন্দ্রাহৃল্লাসকাসবান্ । সর্ব্বলিঙ্গং ভবেৎ সর্ব্বৈর্বিজ্ঞায় সত্বাং ত্যজেৎ[3] । ৯
সর্ব্বং তচ্চ বিবিষ্টং দর্শন-শ্রবণাদিভিঃ । বাতাদিভিন্ন প্রযুক্তো কৃমিদুষ্টামজানিতি[4] ।
শূলবেপথুহৃল্লাসৈর্বিশেষাৎ কৃমিজাদ্ভবেৎ[5] । ১০

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডেঽরোচকনিদানং নাম সপ্তপঞ্চাশদধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৭ ॥

—হৃদিজ, বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও সন্নিপাতজ। উদানবায়ু দূষিত হইয়া সর্ব্ববিধ দোষ উৎক্ষিপ্ত করে। ইহাতে রোগীর হঠাৎ ক্লেশ উপস্থিত হইয়া মুখ লবণাক্ত, মুখস্রাব ও অরুচি উৎপন্ন হয়। এই রোগে সহসা নাভি ও পৃষ্ঠে বেদনা হইয়া থাকে, আহারীয় দ্রব্য পার্শ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়; তাহাতে রোগীর কষায় ও ফেনিল অল্প অল্প বমন হইতে থাকে। ১-৫

বাতজ অরোচকরোগে অতিকষ্টে শব্দযুক্ত উদ্গার হয়। অতিকষ্টে ও অধিকবেগে বমন হইতে থাকে। আর কাস, মুখশোষ ও মর্ম্মজ প্রভৃতি উপদ্রব হইয়া থাকে পিত্তজ অরোচক-রোগে ক্ষারোদকের ন্যায় ধূম্র, হরিত, পীত, কটু, তিক্ত ও রক্তযুক্ত অম্লবমন হয়; তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, দাহ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়। কফজ অরোচকরোগে স্নিগ্ধ, ঘন, শীতবর্ণ, মধুর ও লবণ শ্লেষ্মা উদ্গীরণ হয়, এই রোগে অধিক মুখস্রাব ও শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া থাকে। অরোচকরোগে মুখশোষ, মুখমাধুর্য্য, তন্দ্রা, নিষ্ঠীবন, কাস, এই সমস্ত উপদ্রব হয়। অরোচক-রোগ সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত হইলে কোন বিষয়ই রোগীর প্রিয় বলিয়া বোধ হয় না; এমন কি, মনোরঞ্জনসত্তাও তাহার পক্ষে বিরক্তিকর হয়। অরোচকরোগীর সর্ব্ববিষয়েই বিদ্বিষ্ট থাকে, দর্শনশ্রবণাদিদ্বারাও তাহার তৃপ্তি বোধ হয় না। এই রোগ বাতাদিদ্বারা বৃদ্ধি পায়, কৃমি ও দুষ্টামসেবনজনিত অরোচকরোগে শূল, কম্প, হৃল্লাস প্রভৃতি উপদ্রব হইয়া থাকে। ৬-১০

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে অরোচকনিদান নামক সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫৭।

১। উদানেঽধিকৃতান্। ২। শ্লেষ্মতন্তু গবাক্ষিকম্।
৩। সর্ব্বৈর্লিঙ্গৈঃ সমাপন্নস্ত্যাজ্যো ভবতি সর্ব্বথা।
৪। সংক্রুদ্ধাঃ কৃমিদুষ্টান্নে গদে। ৫। কৃমিজে ভবেৎ।

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ধন্বন্তরিরুবাচ

হৃদ্রোগাদিনিদানং তে বক্ষ্যেঽহং সুশ্রুতাধুনা।
কৃমিহৃদ্রোগলিঙ্গৈশ্চ স্মৃতাঃ পঞ্চ তু হৃদ্গতাঃ॥ ১

বাতেন শূন্যতাত্যর্থং ক্রন্দতে রোদিতীতি চ। ভিদ্যতে তুদ্যতে বক্ষং হৃদয়ং শূন্যতা ভ্রমঃ॥ ২

অকস্মাদ্দীনতা শোকো ভয়ং শব্দাসহিষ্ণুতা।
বেপথুর্বেষ্টনং মোহ-শ্বাসরোধোঽল্পনিদ্রতা॥ ৩

পিত্তাৎ তৃষ্ণা ভ্রমো দাহো স্বেদোঽম্লকফকঃ ক্রমঃ[1]। ছর্দনকাম্লপিত্তস্য ধূমকস্তিততা[2] জ্বরঃ॥ ৪

শ্লেষ্মণা হৃদয়ং স্তব্ধমগ্নিমান্দ্যাস্যবৈকৃতম্ কাসাস্থিসাদনিষ্ঠীব-নিদ্রালস্যারুচিজ্বরাঃ॥ ৫

সর্বলিঙ্গৈ[3]স্ত্রিভির্দোষৈঃ ক্রিমিভিঃ শ্যাবনেত্রতা।
তমঃপ্রবেশো হৃল্লাসঃ শোষঃ কণ্ডূঃ কফস্রুতিঃ॥ ৬

হৃদয়ং প্রততক্রাথ[4] ক্রকচেনেব দীর্যতে। চিকিৎসেদাময়ং ঘোরং তমাশু শীঘ্রকারিণম্[5]॥ ৭

বাতাৎ পিত্তাৎ কফাৎ তৃষ্ণা সন্নিপাতাদ্বধক্রমঃ[6]।
ষষ্ঠী স্যাদুপসর্গাচ্চ বাতপিত্তে চ কারণম্॥ ৮

ধন্বন্তরি বলিলেন,—হে সুশ্রুত! একণে তোমার নিকট হৃদ্রোগনিদান বলিতেছি। হৃদ্-রোগ পঞ্চবিধ; কৃমিজ, বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও সন্নিপাতজ। বাতজ হৃদ্রোগে হৃদয়ের শূন্যতা বোধ হয়; রোগী অধিক ভোজন করিতে পারে, এবং কখন কখন রোদন করিয়া থাকে। এই রোগে রোগীর হৃদয় বিদীর্ণ, স্তব্ধ, তপ্ত, শূন্যবোধ হয় আর ভ্রম, অকস্মাৎ দীনতা, শোক, ভয়, শব্দশ্রবণে অসহিষ্ণুতা, কম্প, মোহ, শ্বাসরোধ ও অনিদ্রা এই সমস্ত লক্ষণ আবির্ভূত হয়। পিত্তজ হৃদ্রোগে, তৃষ্ণা, ভ্রম, দাহ, ঘর্ম, অম্লউদ্গার, হৃদয়ে ব্যথা, অম্লপিত্ত বমন ও জ্বর এই সমস্ত উপসর্গ হইয়া থাকে। কফজ হৃদ্রোগে হৃদয়স্তব্ধতা, অগ্নিমান্দ্য, মুখবিকৃতি, কাস, অস্থিবেদনা, কফস্রাব, আলস্য, অরুচি ও জ্বর এই সমস্ত উৎপন্ন হয়। সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে পূর্বোক্ত ত্রিবিধ হৃদ্রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ক্রিমিজ হৃদ্রোগে রোগীর নেত্রদ্বয় শ্যামবর্ণ, অন্ধকারদর্শন, কফস্রাব, শোষ, হৃল্লাস ও গাত্রকণ্ডূ, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। ১-৬

হৃদ্রোগে রোগীর বোধ হয় যেন, তাহার হৃদয় ক্রকচ দ্বারা বিদীর্ণ হইতেছে। এই রোগ রোগীকে শীঘ্র বিনাশ করে, অতএব রোগের প্রথমাবস্থাতেই চিকিৎসা করা কর্তব্য। বাত, পিত্ত, কফ, তৃষ্ণা, সন্নিপাত ও উপসর্গ এই ষড়্বিধ হেতুতেও হৃদ্রোগ উৎপন্ন হইয়া

১। ক্লমঃ। ২। ধূমকস্তিমকো। ৩। হৃদ্রোগে হি।
৪। সততক্রাথ। ৫। শীঘ্রমারিণম্। ৬। বধকরঃ।

সর্ব্বাসু তৎপ্রকোপো হি সৌম্যধাতুপ্রশোষণাৎ।
সর্ব্বদেহভ্রমোৎকম্প-তাপ-তৃড্দাহ-মোহকৃৎ ॥ ৯
জিহ্বামূল-গল-ক্লোম-তালু-তোয়বহাঃ শিরাঃ।
সংশোষ্য তৃষ্ণা জায়েত তাসাং সাধারণলক্ষণম্ ॥ ১০

মুখশোষো জলাতৃপ্তিরন্নদ্বেষঃ স্বরক্ষয়ঃ। কণ্ঠৌষ্ঠতালুকার্কশ্যং জিহ্বানিষ্ক্রমণে ক্লমঃ।
প্রলাপশ্চিত্তবিভ্রংশস্তৃড্গ্রহোক্তাস্তথাময়াঃ ॥ ১১
মারুতাৎ ক্ষামতা দৈন্যং শঙ্খতোদঃ শিরোভ্রমঃ। গন্ধাজ্ঞানাস্যবৈরস্য-শ্রুতিনিদ্রা বলক্ষয়াঃ ॥ ১২

শীতাম্বুফেনবৃদ্ধিশ্চ[1] পিত্তান্মূর্চ্ছাস্যতিক্ততা ॥ ১৩
রক্তেক্ষণত্বং সততং শোষো দাহোঽতিধূমকঃ।
কফো রুণদ্ধি কুপিতস্তোয়বাহিষু মারুতম্ ॥ ১৪

স্রোতস্থ সকফস্তেন[2] পঙ্কবচ্ছোষ্যতে তুষঃ[3]। শূকৈরিবাচিতঃ কণ্ঠো নিদ্রা মধুরবক্ত্রতা ॥ ১৫
আধ্মানঃ[4] শিরসো জাড্যং স্তৈমিত্যচ্ছর্দ্দ্যরোচকাঃ।
আলস্যমবিপাকশ্চ যঃ স স্যাৎ সর্ব্বলক্ষণঃ ॥ ১৬

থাকে, কিন্তু সর্ব্ববিধ তৃষ্ণারোগেই বায়ু ও পিত্তের কারণতা আছে। সর্ব্ববিধ তৃষ্ণারোগেই সৌম্যধাতুর শোষ হয়, এই নিমিত্ত বায়ু ও পিত্ত কুপিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই রোগে দেহভ্রান্তি, হৃৎকম্প, তাপ, তৃষ্ণাদাহ ও মোহ এই সমস্ত উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। তৃষ্ণারোগ জিহ্বামূল, গলদেশ, ফুস্ফুস্, তালু ও জলবাহিনী নাড়ী শুষ্ক করিয়া অতিতৃষ্ণা উৎপাদন করে। এই তৃষ্ণারোগের সাধারণ লক্ষণ। ৭-১০

উক্ত রোগে এইরূপ মুখশোষ হয় যে, রোগী অধিক জলপান করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারে না। বিশেষতঃ স্বরভঙ্গ হয় এবং কণ্ঠ, ওষ্ঠ, তালু ও জিহ্বার কর্কশতা বশতঃ জিহ্বা নিষ্ক্রামণে ক্লেশ বোধ হয়। প্রলাপ, চিত্তভ্রম, উন্মাদ, শরীরের ক্ষীণতা, দৈন্য, ললাটাস্থিভেদ ও শিরোঘূর্ণি বাতিকতৃষ্ণারোগে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। পৈত্তিক-তৃষ্ণারোগে রোগীর গন্ধ গ্রহণশক্তি থাকে না, আর মুখের বিকৃতি, শ্রবণশক্তির অপগম, নিদ্রানাশ ও বলক্ষয় হয়। বিশেষতঃ অম্ল বৃদ্ধি হয় বলিয়া সর্ব্বদা মুখ তিক্ত থাকে, রোগীর মুখে ফেনোদ্গম ও মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা হয়। কফজ তৃষ্ণারোগে রোগীর চক্ষু রক্তবর্ণ থাকে এবং সর্ব্বদা শোষ, দাহ ও ধূমদর্শন হয়, আর কফ কুপিত হইয়া জলবাহী শিরাসমূহে বায়ুর প্রতিরোধ করে। কফজ তৃষ্ণারোগে রোগীর অন্তরস্থ স্রোতঃসমূহে কফ সংলগ্ন হইয়া শুষ্ক পঙ্কের ন্যায় আবদ্ধ থাকে; রোগীর কণ্ঠদেশে শূকবেধের ন্যায় বোধ হয়। এই রোগে অধিক নিদ্রা, মুখের মাধুর্য্য প্রভৃতি উপসর্গ হয়। ১১-১৫

মস্তকের জড়তা ও আর্দ্রভাব, বমি, অরুচি, আলস্য ও অজীর্ণাদি উপস্থিত হইলেই

১। অম্লাবকেন বৃদ্ধিশ্চ। ২। সকফং তেন। ৩। ভক্তঃ। ৪। সর্ব্বদা।

আমোত্থবাত্ত রক্তস্য সংরোধাদ্বাতপিত্তজা। উষ্ণাক্রান্তস্য সহসা শীতো ভবতি দুঃসহঃ ॥ ১৭

তৃষ্ণাকন্ঠো গতঃ কোষ্ঠং কুর্য্যাৎ তু পিত্তৈব সা।
যা চ পানতিপানোত্থা তীক্ষ্ণাগ্নে স্নেহপাকজা। ১৮

স্নিগ্ধ-কট্বম্ল-লবণ-ভোজনেন কফোত্থকা। তৃষ্ণা রসক্ষয়োক্তেন লক্ষণেন ক্ষয়াত্মিকা। ১৯
শোষ-মেহ-জ্বরাদ্যন্য-দীর্ঘরোগোপসর্গতঃ। যা তৃষ্ণা জায়তে তীব্রা সোপসর্গাত্মিকা স্মৃতা। ২০

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে তৃষ্ণানিদানং
নামাষ্টপঞ্চাশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ। ১৫৮।

একোনষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ধন্বন্তরিরুবাচ

মদ্যে মদাত্যয়াদেশ্চ নিদানং মুনিভাষিতম্। তীক্ষ্ণোষ্ণ-রূক্ষ-সূক্ষ্মাম্ল-ব্যবায়াশুকরং লঘু। ১

বিকাশি বিশদং মদ্যে যেনশোঽস্যাদ্বিপর্য্যয়ঃ।
তীক্ষ্ণাদয়শ্চ[1] বিপ্রযুক্তা শ্লেষ্মোপঘাতিনো গুণাঃ। ২

হৃদ্রোগকে সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত বলা যায়। এই রোগে আমোদ্ভব ও রক্তসংরোধ বশতঃ বাতপিত্ত কুপিত হয়; রোগীর শরীর অধিক উষ্ণ হইয়া দুঃসহ শীত উপস্থিত হয়। তৃষ্ণাবশতঃ পিত্ত রুদ্ধ হইয়া কোষ্ঠে গমনপূর্ব্বক যে হৃদ্রোগ উৎপাদন করে, তাহাই পিত্তজ হৃদ্রোগ। অধিক জলাদি পান করিলে শারীরিক স্নেহভাগের পরিপাক হইয়া হৃদ্ব্যথা উৎপন্ন হয়। কটু, অম্ল ও লবণদ্রব্য ভোজনে কফজ তৃষ্ণা উপস্থিত হয়। রসক্ষয়োক্ত লক্ষণে লক্ষিত যে তৃষ্ণা উপস্থিত হয়, তাহা ক্ষয়াত্মিকা। শোষ মেহ জ্বরাদিরোগের উপসর্গস্বরূপ যে তৃষ্ণা জন্মে, ঐ তৃষ্ণা অতিপ্রবলভাবে রোগীকে আক্রমণ করিলে তাহাকে উপসর্গাত্মিকা তৃষ্ণা বলে। ১৭-২০

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে তৃষ্ণানিদান নামক অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫৮।

ঊনষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়

ধন্বন্তরি বলিলেন,—এক্ষণে মুনিভাষিত মদাত্যয়নিদান কহিতেছি। মদ্য তীক্ষ্ণ, অম্ল, সূক্ষ্ম, ব্যবায়কারী, লঘু ও বিশদকর। মদ্যপানে সহসা বেগের বিপর্য্যয় হয়। তীক্ষ্ণতা

১। তীক্ষ্ণোষ্ণাদয়শ্চ।

জীবিতান্তাঃ প্রজায়ন্তে বিশেষোৎকর্ষবর্জ্জিতাঃ ॥ ৩
তীক্ষ্ণাদিভিগুর্ণৈর্মদ্যৈর্ব্বলবীর্য্যং বিহন্যতে ।
যদেন্দ্রিয়াণি সংক্ষোভ্য চেতো নয়তি বিক্রিয়াম্ ॥ ৪

আদ্যে মদে দ্বিতীয়েঽপি প্রথমাংশগতে স্থিতঃ । দুর্ব্বিকল্পহেতুর্ম্মদ্যৈঃ সুখমিত্যভিমুচ্যতে ॥ ৫
মধ্যমস্তু মতির্যস্য প্রাপ্য রাজাসনং মদঃ[1] । নিরঙ্কুশ ইব ব্যালো ন কিঞ্চিন্নাচরেৎ স চ[2] ॥ ৬
ইদং ভূমিরবাচ্য নাস্য দৌঃশীল্যমেকমাস্পদম্ । একোঽয়ং বহুমার্গাণাং দুর্গতের্দোষকঃ[3] পরম্ ।
নিশ্চেষ্টাং সততং বাঞ্ছেৎ তৃতীয়েঽত্র মদে স্থিতঃ ॥ ৭

মরণাদপি পাপাত্মা গতঃ পাপতরাং দশাম্ ।
ধর্ম্মাধর্ম্মং সুখং দুঃখং মানামানং হিতাহিতম্ ॥ ৮
ন বেত্তি শোকমোহার্ত্তঃ শোকমোহাদিসংযুতঃ ।
সম্মোহ-ভ্রম-মূর্চ্ছার্ত্তঃ সাপস্মারঃ পতত্যধঃ ।
নাতিমাদ্যন্তি বলিনঃ কৃতাহারা মহাশনাঃ ॥ ৯
বাতাৎ পিত্তাৎ কফাদ্বাপি সর্ব্বেভ্যোঽপ্যেষো মদাত্যয়ঃ ।
সামান্যলক্ষণং তেষাং প্রমোহো হৃদয়ব্যথা ॥ ১০

প্রভৃতি মদ্যের যে সকল গুণ উক্ত আছে, সকলই চিত্তের উপতাপ বৃদ্ধি করে। অধিক মদ্যপান করিলে জীবনান্ত হইয়া থাকে। যে মদ্য তীক্ষ্ণাদি গুণবিশিষ্ট, তাহা বলবীর্য্যের হানিকারক। ইন্দ্রিয়সকল সংক্ষোভিত করিয়া চিত্তের বিক্রিয়া উৎপাদন করে। প্রথম বা দ্বিতীয় মদ্যপানেও বিপৎপাতের সম্ভাবনা আছে। যাহারা দুরদৃষ্টহেতু, তাহারাই মদ্যপানকে সুখের হেতু বলিয়া থাকে। ১-৫

মদ্যপানে যাহার অভিলাষ হয়, সে রাজাসন লাভ করিয়াও মত্ত হইয়া থাকে। মদ্যপায়ী ব্যক্তি নিরঙ্কুশ সর্পের ন্যায় সর্ব্বদা চঞ্চল থাকে, কোন কার্য্য করিতেই তাহার শক্তি হয় না। মদ্যপান করিলে তাহার অবাচ্য কিছুই থাকে না। সর্ব্বপ্রকার দুঃশীলতাই তাহাকে আশ্রয় করে। এক মদ্যপানেই জনগণের বহুবিধ দুর্গতি ভোগের এবং সর্ব্বদোষের আস্পদ হয়। তৃতীয় মদ্যপানে সর্ব্বদা নিশ্চেষ্ট থাকিতে ইচ্ছা হয়। পাপাত্মা ব্যক্তি মদ্যপান করিয়া মরণাধিক দুর্গতিভোগ করে। মদ্যপায়ীর ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুখদুঃখ, মান অপমান, হিত অহিত, কিছুই বোধ থাকে না। মদ্যপায়ী ব্যক্তি কখন শোকে অভিভূত হয়, কখন বা মোহার্ত্ত হইয়া পড়ে, কখন বা তাহার শোষ উপস্থিত হইয়া থাকে, কখন বা আমোদ করে, কখন বা ভ্রম ও মূর্চ্ছাবশতঃ সহসা অধঃপতিত হয়। যাহারা বলবান্ এবং উদরপূর্ণ ভোজন করিতে পারে, তাহারা মদ্যপান করিলে অধিক মত্ত হয় না। ৬-৯

বাত, পিত্ত, কফ ও সন্নিপাত হইতেও মদাত্যয় রোগ সমুৎপন্ন হয়। মোহ, হৃদয়ব্যথা,

---

১। মদঃ। ২। স্তুতঃ। ৩। দর্শকঃ।

বিভেদঃ সন্ধভং তৃষ্ণাশৌর্য্যং গ্লানির্জ্বরোঽরুচিঃ ।
পুরোবিবদ্ধমিবং কাসঃ শ্বাসঃ প্রজাগরঃ ॥ ১১
স্বেদোঽতিমাত্রং বিষ্টম্ভঃ শ্বয়থুশ্চিত্তবিভ্রমঃ । বক্তে প্রবন্ধ ভবতি[১] স্ চোক্তস্তু ন ভাষতে ॥ ১২
পিত্তাদ্দাহজ্বরঃ স্বেদো মোহো শিতাক্ষ হৃদ্ভ্রমঃ
শ্লেষ্মণশ্ছর্দ্দিহৃল্লাসৌ নিদ্রা চোদরগৌরবম্ । ১৩
সর্ব্বজে সর্ব্বলিঙ্গত্বং জ্ঞাত্বা মদ্যং পিবেৎ তু যঃ ।
সর্ব্বস্য রুচিরকারং মতিধ্বংসকবিক্রিয়ে ॥ ১৪
তবেত্তাং শারিনাং কাঠদ্রব্যে চোক্তে বিশেষতঃ[২] ।
বাতকৃতাৎ শ্লেষ্মনিষ্ঠীবঃ কণ্ঠশোষোঽতিনিদ্রতা ॥ ১৫
শব্দাসহত্বং তন্দ্রিত-বিক্ষেপোঽঙ্গে হি বাতরুক্ ।
হৃৎকণ্ঠরোগ-সম্মোহ-শ্বাস-তৃষ্ণা-বমি-জ্বরাঃ ॥ ১৬
নিবর্ত্তেৎ যস্তু মদ্যেভ্যো জিতাত্মা বুদ্ধিপূর্ব্বকম্ ।
বিকারৈঃ স্পৃশ্যতে জাতু ন স শারীরমানসৈঃ ॥ ১৭
রাগমোহাহিতাহার-পরস্য দ্রাক্ষ্যো গদাঃ । রসাসৃক্শ্লেষ্মবাহি-স্রোতোরোধসমুদ্ভবাঃ ॥ ১৮

অসংগ্রহ, তৃষ্ণা, অসমাবস্থা, গ্লানি, জ্বর, অরুচি, সম্মুখে গাঢ় অন্ধকারদর্শন, কাস, শ্বাস, অনিদ্রা, অতিঘর্ম, বিষ্টম্ভ, শোথ, চিত্তবিভ্রম, এই সমস্ত মদাত্যয়রোগের সামান্য লক্ষণ। মদ্যপায়ী সর্ব্বদা মদাভিভূতবৎ বর্ত্তমান থাকে, তাহাকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিলেও সে সর্ব্বদা অধিক কথা কহে। পিত্তজ মদাত্যয়ে দাহ, জ্বর, ঘর্ম, মোহ, চিত্তবিভ্রম এই সমস্ত উপদ্রব হয়। শ্লেষ্মজ মদাত্যয়রোগে বমি, হৃল্লাস, নিদ্রা ও উদরের গুরুতা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়। সান্নিপাতিক মদাত্যয়রোগে পূর্ব্বোক্ত সর্ব্ববিধ লক্ষণ আবির্ভূত হয়। এই সকল দোষ জানিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক যে ব্যক্তি মদ্যপান করে, তাহার সকলই রুচিকর হয়। ফলতঃ মদ্যপানে মানুষের শারীরিক অবস্থা ও মদ্যের পরিমাণ এই দুইটীর তারতম্যে কাহারও বা পরমানন্দ লাভ হয়, আর কাহারও বা চরম যাতনা ভোগ হয়। ১০–১৪

দেশ কাল পাত্র বিচারপূর্ব্বক দ্রব্যের মাত্রা নির্দ্ধারণ করিতে হয়। বাতিক মদাত্যয়রোগে শ্লেষ্মনিষ্ঠীবন, কণ্ঠশোষ, অতিনিদ্রা, শব্দাসহত্ব, চিত্তবিক্ষেপ, অঙ্গে বাতাশ্রয়, হৃদ্রোগ, কণ্ঠরোগ, মোহ, শ্বাস, তৃষ্ণা, বমি, জ্বর এই সমস্ত উপদ্রব হইয়া থাকে। যে জিতেন্দ্রিয় মদ্যের দোষ বিবেচনা করিয়া মদ্যপান হইতে নিবৃত্ত হয়, কখনও তাহাকে শারীরিক বা মানসিক বিকার কোনরূপ ক্লেশ দিতে পারে না। রাগাভিভূত, মোহিত ও অহিতাহার-পরায়ণ ব্যক্তির রস, রক্ত ও শ্লেষ্মবাহী স্রোত সমস্ত রুদ্ধ হইয়া বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়।

১। অপ্রেনেবাভিভবতি। ২। কালে দ্রব্যে তথাবিশেষতঃ।

মদমূর্চ্ছোপসন্ন্যাসা যথোত্তরবলোদ্ভবাঃ। মদেহত্র দোষৈঃ সর্ব্বৈস্তু রক্তমদ্যবিষৈরপি ॥ ১৯
দ্রুতাল্পবাগ্‌ভাভাস-কলহস্খলনবেষ্টিতঃ[1]। রূক্ষশ্যাবারুণতনু-র্মদে বাতোদ্ভবে ভবেৎ ॥ ২০
পিত্তেন ক্রোধনো রক্তপীতাভঃ কলহপ্রিয়ঃ। ভ্রমাসম্বদ্ধবাক্যাদ্যৈঃ কফাদ্ধ্যানপরো নরঃ ॥ ২১
সর্ব্বৈশ্চ সন্নিপাতেন রক্তস্তম্ভাঙ্গদূষণম্। পিত্তলিঙ্গস্ত মদ্যেন বিকৃতেহ-স্বরাজ্ঞতা ॥ ২২

বিশেষ কম্পোঽতিনিদ্রা চ সর্ব্বেভ্যোঽপ্যধিকঃ শ্রমঃ।
লক্ষয়েল্লক্ষণোৎকর্ষাদ্বাতাদীন্ লক্ষণাদিষু ॥ ২৩

অরুণং নীলকৃষ্ণং বা খমাপশ্যন্ বিশেৎ তমঃ। শীঘ্রঞ্চ প্রতিবুধ্যেত হৃৎপীড়া বেপথুর্ভ্রমঃ ॥ ২৪

শ্বাসঃ শ্যাবারুণাচ্ছায়া মূর্চ্ছা চ মারুতাত্মিকা।
পিত্তেন রক্তং পীতং বা নভঃ পশ্যন্ বিশেৎ তমঃ ॥ ২৫

বিবুধ্যেত চ সস্বেদো দাহতৃট্‌তাপপীড়িতঃ। ভিন্নবৎ পীতনীলাভো রক্ত-পিত্তাক্ষপেক্ষণঃ ॥ ২৬
কফেন[2] মেঘসঙ্কাশং পশ্যত্যাকাশমাবিশেৎ। তমশ্চিরাচ্চ বুধ্যেত হৃল্লাসঃ মুখপ্রসেকবান্ ॥ ২৭

মদ, মূর্চ্ছা ও উপসন্ন্যাস এই সমস্ত রোগ উত্তরোত্তর বলোৎপন্ন। রক্ত, মদ্য ও বিষপ্রভৃতি সর্ব্ববিধ দোষে মদাত্যয়রোগ জন্মিতে পারে। বাতজ মদাত্যয়রোগে স্খলন অসত্যপ্রযুক্ত রোগী শীঘ্রবক্তা, চঞ্চল ও কলহকার্য্যে তৎপর হয়, তাহার শরীর রুক্ষ, শ্যাববর্ণ অথবা অরুণবর্ণ হইয়া থাকে। ১৯-২০

পিত্তজ মদাত্যয়ে অতিশয় ক্রোধ বৃদ্ধি হয় এবং রোগীর শরীর রক্তপীতাভ ও সেই ব্যক্তি কলহপ্রিয় হইয়া থাকে। শ্লৈষ্মিক মদাত্যয়ে ভ্রম, অসম্বদ্ধবাক্য প্রভৃতি উপসর্গ হয় এবং সেই ব্যক্তি সর্ব্বদাই ধ্যানপরায়ণ হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক মদাত্যয়ে রোগী পূর্ব্বোক্ত সর্ব্ববিধ লক্ষণাক্রান্ত হয়; তাহার রক্তস্তম্ভ ও অঙ্গস্তম্ভাদি দোষ ঘটিয়া থাকে। মদাত্যয়রোগে প্রায়ই পিত্তচিহ্ন প্রকাশিত হয়, সেই ব্যক্তি বিকৃতচেষ্ট হইয়া থাকে; পরিচিত ব্যক্তিরও স্বর শুনিয়া চিনিতে পারে না। উক্ত রোগে সবিশেষ কম্প, অতিনিদ্রা, অধিক পরিশ্রম বোধ হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসকল সবিশেষ অনুধাবন করিয়া বাতিকাদি মদাত্যয় নিরূপণ করিবে। মদাত্যয় রোগী আকাশকে অরুণবর্ণ, নীলবর্ণ কিংবা কৃষ্ণবর্ণ দর্শন করে এবং সহসা অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া পতিত হয়। অল্পকাল পরেই প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে। পরন্তু হৃৎপীড়া, কম্প ও ভ্রম নিবৃত্তি হয় না। শ্বাস, শ্যাববর্ণ বা অরুণবর্ণ ছায়াদর্শন এবং মূর্চ্ছা—বাতিক মদাত্যয়ে এই সমস্ত লক্ষণ হয়। পিত্তজ মদাত্যয়ে রোগী আকাশকে রক্তবর্ণ বা পীতবর্ণ দর্শন করিয়া হঠাৎ মোহিত হইয়া পড়ে এবং ঘর্ম্ম, দাহ ও তৃষ্ণাতে পীড়িত হইয়া সচেতন হইয়া থাকে। ২১-২৫

তাহার শরীর ভিন্নবৎ বোধ হয়, পীত ও নীলচ্ছায়া দর্শন হইয়া থাকে। সেই ব্যক্তি অধিক কথা কহে; তাহার চক্ষুঃ পীত ও রক্তবর্ণ হয়। কফজ মদাত্যয়ে রোগী

১। স্খলিতচেষ্টিতঃ। ২। কফে ন।

গুরুভিস্তিমিতৈরক্তৈ রাজযক্ষ্মানুবন্ধবান্ । সর্ব্বাকৃতিস্ত্রিভির্দোষৈরপস্মার ইবাপরঃ ॥ ২৮
পাতয়ত্যাশু নিশ্চেষ্টং বিনা বীভৎসচেষ্টিতৈঃ । দোষেষু মদমূর্চ্ছায়াং কৃতবেগেষু দেহিনাম্ ॥ ২৯
স্বয়মেবোপশাম্যন্তি মদ্যাসে নৌষধৈর্বিনা । বাগ্দেহমনসাং চেষ্টামাক্ষিপ্যাতিবলাঃ খলাঃ ॥ ৩০
সন্ন্যাসং[১] নিপতিতাঃ প্রাণঘাতেন সংশয়াঃ । ভবন্তি তেন পুরুষাঃ কাষ্ঠভূতা মৃতোপমাঃ ॥ ৩১
ম্রিয়েত শীঘ্রং শীঘ্রং চেচ্চিকিৎসা ন প্রযুজ্যতে । অগাধে গ্রাহবহুলে সলিলৌঘ ইবার্ণবে ॥ ৩২
সন্ন্যাসে বিনিমজ্জন্তং নরমাশু নিবর্ত্তয়েৎ । মদ্যান্নো রোষতোষং সন্দেহস্থিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৩৩
যুক্ত্যা যুক্তঞ্চ বিমুক্তিহেতবে, মদ্যমযুক্তং নরকাদেঃ সামর্থ্যং ।
প্রকৃতিসহায়মথ বয়াংসি কুরুতে, প্রবিবিচ্য তদিদং যঃ পিবতি তস্য পিবতামৃতম্ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে মদাত্যয়াদিনিদানং নামৈকোনষষ্ট্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৯ ॥

আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন দর্শন করিয়া অজ্ঞানাভিভূত হইয়া পড়ে এবং অধিক বিলাপে প্রবৃত্ত হয়। তাহার হৃল্লাস ও মুখপ্রসেক প্রভৃতি উপদ্রব হয়। শরীরের গুরুতা ও অজ্ঞানহেতু মদাত্যয়রোগী রাজযক্ষ্মাক্রান্ত (অলস) হয়। ত্রিদোষোৎপন্ন ও রাজযক্ষ্মাক্রান্ত মদাত্যয়রোগ অপস্মার রোগের তুল্য হয়। মদাত্যয়জনিত মূর্চ্ছাতে দোষের প্রাবল্যহেতু কোন নিন্দিত কার্য্য না করিলেও সহসা নিশ্চেষ্ট হইয়া পতিত হয়। কোন ঔষধ প্রয়োগ না করিলেও মদাত্যয়জনিত মূর্চ্ছা স্বয়ং উপশম পাইয়া থাকে। মদাত্যয় রোগ রোগীর বাক্য, দেহ ও মনের চেষ্টা বিকৃত করিয়া তাহাকে বলবান্ ও বিমনস্ক করিয়া ফেলে। ২৮-৩০

মদাত্যয়রোগাক্রান্ত ব্যক্তি প্রাণে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া কাষ্ঠবৎ ভূতলে পতিত হয়, তাহাতে মৃত্যুও হইতে পারে। এই রোগে যদি রোগীর সহসা মৃত্যুলক্ষণ উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে চিকিৎসা করিলে কোনও ফল দর্শে না। অতি-গভীর-গ্রাহাদিসঙ্কুল জলরাশি পূর্ণ মদাত্যয়-সাগরে নিমগ্ন মনুষ্যকে আশু নিবারণ করিবে। মদাত্যয়রোগী কখন রোষ, কখনও সন্তোষ প্রাপ্ত হয়, ইহাই নির্দ্দিষ্ট আছে। ইতিপূর্ব্বে মদের যে সমস্ত দোষ উক্ত হইল, অবিধিপূর্ব্বক মদ্যপানেই সমস্ত ঐ দোষ ঘটিয়া থাকে, উহাতেই মনুষ্যের নরকাদি ভোগ হয়। বিধিসহকারে মদ্যপান মুক্তির হেতু হয়, উহা শরীরের শক্তি, সামর্থ্য, কান্তি বৃদ্ধি করে। ইহা যৌবনস্থাপক। এই বিবেচনা করিয়া যে মদ্য পান করে, তাহার সেই মদ্যপান অমৃতপান তুল্য হয়। ৩১-৩৪

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে মদাত্যয়নিদান নামক ঊনষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫৯।

১। স সন্ন্যাসাৎ।

ষষ্ঠ্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ধন্বন্তরিরুবাচ

অথার্শসাং নিদানঞ্চ ব্যাখ্যাস্যামি চ সুশ্রুত।
অবিশেষে১ প্রাণিনাং মাংসে কীলকাঃ প্রভবন্তি যৎ২ ॥ ১
অর্শাংসি তানি জায়ন্তে গুদমার্গনিরোধনাৎ। দোষাস্ত্বঙ্‌মাংসমেদাংসি সন্দূষ্য বিবিধাকৃতীন্ ॥ ২
মাংসাঙ্কুরানপানাদৌ কুর্ব্বন্ত্যর্শাংসি তান্ জগুঃ।
সহজন্মোত্তরোত্থেন তেষাং দ্বেধা সমাসতঃ ॥ ৩
গুহ্যাশ্রয়া বা৩ বিজ্ঞেয়াশ্চ গুদস্থানানুসংশ্রয়াঃ।
অর্দ্ধপঞ্চাঙ্গুলিস্তস্মিংস্তিস্রোঽধ্যর্দ্ধাঙ্গুলিস্থিতাঃ ॥ ৪
রক্তপ্রবাহিনী তাসামন্তর্মধ্যে বিসর্জ্জিনী। বাহ্যাসংবরণে তস্যা গুদাদৌ বহিরঙ্কুরে ॥ ৫
সার্দ্ধাঙ্গুলপ্রমাণেন রোমাণাঞ্চ ততঃপরম্।
তত্র হেতুঃ সহোত্থানাং বাল্যে বীজোপতপ্ততা ॥ ৬
অর্শসাং বীজদুষ্টিস্তু মাতাপিত্রোপচারতঃ।
দেবাশ্চ তাভ্যাং কোপো হি সান্নিপাতস্য চান্বতঃ৪ ॥ ৭

ধন্বন্তরি বলিলেন,—হে সুশ্রুত! অর্শোরোগনিদান বর্ণন করিব। অবিশেষে প্রাণিগণের মাংসে কীলক প্রাদুর্ভূত হইতেছে। গুহ্যদ্বারের মার্গনিরোধ করিয়া যে সমস্ত কীলক উৎপন্ন হয়, তাহাই অর্শঃ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাতপিত্তাদি দোষসকল ত্বক্, মাংস, মেদ প্রভৃতি দূষিত করিয়া নানাকৃতি মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে। নিদানজ্ঞ পণ্ডিতগণ ঐ মাংসাঙ্কুরকে অর্শঃ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। অর্শঃ সংক্ষেপতঃ দুইপ্রকার;—সহজ ও জন্মোত্তরজ। গুহ্যস্থান আশ্রয় করিয়া গুহ্যাশ্র বা বিভিন্নাশ্র মাংস প্ররোহ উৎপন্ন হয়। গুহ্যস্থান সার্দ্ধপঞ্চাঙ্গুল, তন্মধ্যে সার্দ্ধ তিন আঙ্গুলি স্থানে অর্শোরোগ জন্মিয়া থাকে। ঐ সমস্ত মাংসাঙ্কুরের মধ্যে যে রক্তপ্রবাহিণী শিরা আছে, তাহাদ্বারা রক্তস্রাব হইয়া থাকে। ইহাই আভ্যন্তরিক অর্শঃ। ১-৫

বাহ্যঅর্শে গুহ্যাবরণের একাঙ্গুলের মধ্যে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। অন্য প্রকার অর্শরোগে সার্দ্ধাঙ্গুল প্রমাণ স্থানে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। ইহার বহির্ভাগে রোম জন্মিয়া থাকে। বাল্যাবস্থায় অতিশয় উপতাপভোগ করিলে যে অর্শরোগ সমুৎপন্ন হয়, তাহাকে সহোত্থ অর্শঃ বলে। মাতাপিতার দোষেই অর্শরোগের বীজ জন্মে। দেবতার প্রতি কোপ ও কদন্নভোজনে সান্নিপাতিক অর্শোরোগ জন্মে। যে সমস্ত রোগ কুলক্রমাগত, সেই

১। সর্ব্বদা। ২। যে। ৩। তন্ত্রাণা।
৪। দেবতানাং প্রকোপে হি সন্নিপাতো হি চান্বতঃ।

অসাধ্যা এবমাখ্যাতাঃ সর্ব্বরোগাঃ কুলোদ্ভবাঃ । সহজানি বিশেষেণ রুক্ষদুর্দ্দর্শনানি তু ।
অন্তর্ম্মুখানি পাণ্ডূনি দারুণোপদ্রবাণি চ ॥ ৮
ষোঢ়ার্শাংসি পৃথগ্দোষসংসর্গনিচয়াস্রতঃ । শুষ্কাণি বাতশ্লেষ্মাভ্যামার্দ্রাণি ত্বস্রপিত্ততঃ ॥ ৯
দোষপ্রকোপহেতুস্তু প্রাগুক্তস্তমসাদিনি । অগ্নৌ মলেঽতিনিচিতে পুনশ্চাতিব্যবায়তঃ ॥ ১০
পানসংক্ষোভ-বিষম কঠিন-ক্ষুদ্রকাশনাৎ । বস্তি-নেত্র-মলোষ্ঠৌর্ব-তলচেলাদিঘট্টনাৎ ॥ ১১
ভৃশশীতাম্বুসংস্পর্শ-প্রততাতিপ্রবাহণাৎ । বাতমূত্রশকৃদ্বেগ-ধারণাৎ তদুদীরণাৎ ॥ ১২

জ্বরগুল্মাতীসারশ্চৈব গ্রহণী সোঽপ্যুপদ্রবঃ ।
কর্শনাদ্বিষমাদেশ্চ[1] চেষ্টাভ্যো যোষিতাং পুনঃ ॥ ১৩

আমগর্ভপ্রপতনাদ্গর্ভবৃদ্ধিপ্রপীড়নাৎ । ঈদৃশৈশ্চাপরৈর্ব্বায়ুরপানঃ কুপিতো মলঃ ॥ ১৪

পায়োর্ব্বলীষু সংবৃত্তির্ভাবয়িতৃং[2] সর্ব্বযুক্তিষু ।
জায়তেঽর্শাংসি তৎপূর্ব্বং লক্ষণং বহ্নিমন্দতা ॥ ১৫
বিষ্টম্ভঃ সাক্থিসদনং পিণ্ডিকোদ্বেষ্টনো ভ্রমঃ ।
সন্নাঙ্গো নেত্রয়োঃ শোথঃ শকৃদ্ভেদোঽথ বা গ্রহঃ ॥ ১৬

মারুতঃ প্রচুরো মূঢ়ঃ প্রায়ো নাভেরধশ্চরন্ । সরুজঃ পরিকর্ত্তশ্চ কৃচ্ছ্রান্নির্গচ্ছতি স্বনন্ ॥ ১৭

সমস্ত রোগই অসাধ্য। যে সকল অর্শ সহোত্থ, সেই সমস্ত বিশেষরূপে রুক্ষ, দুর্দর্শন, অন্তর্মুখি ও পাণ্ডুবর্ণ। এইরূপ অর্শরোগে দারুণ উপদ্রব হয়। অর্শরোগ ছয় প্রকার ;—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক ও পৈত্তশ্লৈষ্মিক। বাতপিত্তজ অর্শোরোগের বলী শুষ্ক এবং পিত্তার্শের বলী আর্দ্র। অর্শোরোগের দোষপ্রকোপের কারণ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অগ্নিমান্দ্য, মলসঞ্চয় ও অধিকব্যবায়কর্ম্মেও অর্শোরোগ জন্মিয়া থাকে। ৮-১০

পানসংক্ষোভ (অতিপান, অল্পপান ও অনবস্থপান এই ত্রিবিধ পানদোষ), বিষম কঠিন কক্ষস্থ(?) আসন, বস্তি, নেত্র, মল, ওষ্ঠাদিতে দৃঢ়রূপে অবমর্দন এই সমস্ত কারণেও অর্শরোগ জন্মে। অধিকপরিমাণে হিমাম্বুসংস্পর্শ, নিরন্তর ঘোটকাদি যানে গমন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, বেগে মলনিঃসারণ, এই সমস্তও অর্শোরোগের কারণ। সর্ব্বদা ঘৃণা, অতীসার ও গ্রহণী এই সকল অর্শোরোগের উপদ্রব। বিষমবস্তুর আকর্ষণেও অর্শোরোগ উৎপন্ন হয়। আমগর্ভপাত ও গর্ভবৃদ্ধির পীড়া এই সমস্ত কারণে স্ত্রীলোকের অর্শোরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উক্ত কারণে অপানবায়ু কুপিত হয় বলিয়া মল পায়ুস্থানের বলীতে রুদ্ধ হইয়া থাকে ; শেষে গর্ভস্থলে সন্তাপ উৎপাদনপূর্ব্বক অর্শোরোগ প্রকাশ পায়। ১১-১৫

অগ্নিমান্দ্য, বিষ্টম্ভ, অস্থিভেদ, পীড়কার উৎপত্তি, ভ্রম, নেত্রদাহ, শোথ, মলভেদ ও মলগ্রহ এই সমস্ত অর্শরোগের পূর্ব্বলক্ষণ। অর্শরোগে শরীরের পুরোভাগে বায়ু প্রমূঢ় থাকে এবং প্রায়

১। বিষমাদেশ্চ। ২। সংবৃত্তিকৃত্তাসু।

অন্ত্রকূজনমাটোপঃ ক্ষারিতোদ্গারভূরিতা। প্রভূতমূত্রমল্পবিট্‌কতাধূমকোঽম্লকঃ ॥ ১৮
শিরঃপৃষ্ঠোরসাং শূলমালস্যং ভিন্নবর্ণতা। ইন্দ্রিয়ার্থেষু দৌর্বল্যং ক্রোধো দুঃখোপচারতঃ ॥ ১৯
আশঙ্কা গ্রহণী-শোষ-পাণ্ডুগুল্মোদরাণি চ। এতান্যেব বিবর্দ্ধন্তে জায়তেঽত্রাময়ম্ ॥ ২০

নিবর্ত্তমানো বায়ো[1] হি তৈরর্শোমার্গরোধকঃ।
কোপয়েদনিলানন্যান্ সর্ব্বেন্দ্রিয়শরীরগান্ ॥ ২১

তথা মূত্রশকৃৎপিত্ত-কফস্থানানি শোষয়ন্। গৃহ্ণাত্যগ্নিং ততঃ সর্ব্বে ভবন্তি প্রায়শোঽর্শসঃ ॥ ২২

কৃশো ভৃশং কৃশোৎসাহো দীনঃ ক্ষামোঽথ নিষ্প্রভঃ।
অসারো বিগতচ্ছায়ো জর্জরস্থ ইব দ্রুমঃ ॥ ২৩
কৃচ্ছ্রৈরুপদ্রবৈর্গ্রস্তো বস্ত্যাদৈর্মর্মপীড়নৈঃ।
তথা কাস-পিপাসাস্য-বৈরস্য-শ্বাসপীনসৈঃ ॥ ২৪

ভ্রমাঙ্গভঙ্গ-বমথু-ক্ষবথু-শ্বয়থু-জ্বরৈঃ। ক্লৈব্য-বাধির্য্য-তৈমিষ্য-শর্করাপরিপীড়িতঃ ॥ ২৫
ক্ষামো ভিন্নস্বরো ধ্যায়ন্ মুহুঃ ষ্ঠীবন্নরোচকী। সর্ব্ব-পর্বাস্থি[2]-হৃন্নাভি-পায়ুবঙ্ক্ষণশূলবান্।
গুদেন স্রবতা পিত্তং পলালোদকসন্নিভম্ ॥ ২৬

বিবদ্ধকৈব মুক্তাগ্রং পক্বামাচারতারম্।
পিত্তাং পীতং হরিদ্রাক্তং বিচ্ছিন্নকোপবিশতে ॥ ২৭

সর্ব্বদাই নাভীর অধোভাগে সকম্প কখন অতিকষ্টে রক্তের সহিত নির্গত হয়। এই রোগে অন্ত্রকূজন, আটোপ, ক্ষারযুক্ত উদ্গার, প্রভূত মূত্রস্রাব, অল্পবিষ্ঠানির্গম, তৃষ্ণা, অম্লোদ্গার, ধূমবমন, শিরঃপীড়া, পৃষ্ঠবেদনা, বক্ষঃশূল, আলস্য, ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষ, অল্পদুঃখে ক্রোধ, সর্ব্বদা আশঙ্কা, গ্রহণী, শোষ, পাণ্ডু, গুল্ম ও উদরাময় এই সমস্ত উপদ্রব হইয়া থাকে। ১৮-২০

অনিয়মে অর্শোরোগের নিবৃত্তির চেষ্টা করিলে উহা নিবর্ত্তিত না হইয়া অধোমার্গ নিরোধপূর্ব্বক সর্ব্বেন্দ্রিয় ও সর্ব্বশরীরগত বায়ুকে বিক্ষোভিত করে। বায়ু মূত্রাশয়, মলাশয় ও পিত্তস্থান শোষণ করিয়া অগ্নিগ্রহণ করে, তাহাতেই সর্ব্ববিধ অর্শরোগ জন্মিয়া থাকে। অর্শোরোগে রোগী দগ্ধ বৃক্ষের ন্যায় অতিশয় কৃশ, উৎসাহহীন, দীন, ক্ষীণ, নিষ্প্রভ, অসার ও কান্তিহীন হয়। অর্শোরোগে রোগী বিবিধ কৃচ্ছ্র উপদ্রব এবং বস্ত্যাদিরোগোক্ত মর্ম্মপীড়নে পীড়িত হয়; আর কাস, পিপাসা, মুখবৈরস্য, শ্বাস ও পীনস প্রভৃতি রোগগ্রস্ত হয়; আর ভ্রমরোগ, অঙ্গভঙ্গ, বমি, হাঁচি, শোথ, জ্বর, বিকলতা, বধিরতা, তৈমিষ্য, শর্করাপ্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। ২১-২৫

এই রোগে ক্ষীণতা, স্বরভঙ্গ, চিন্তা, পুনঃপুনঃ নিষ্ঠীবন, অরুচি ও অস্থি, হৃদয়, নাভি, পায়ু ও বঙ্ক্ষণস্থানে শূল হইয়া থাকে। অর্শোরোগে রোগীর গুহ্যদ্বার দিয়া মাংস-ক্ষালিতজলসম পিত্ত স্রাবিত হয়। কোন কোন অর্শঃ বিবদ্ধ অবস্থায় থাকে, কখন

1। নিবর্ত্তমানোঽপানো।   2। পর্ব্বাস্থীতি বা পাঠঃ।

গুদাঙ্কুরা বহ্বনিলাঃ শুষ্কাশ্চিমচিমান্বিতাঃ।
ম্লানাঃ শ্যাবারুণাঃ স্তব্ধা বিষমাঃ[১] পরুষাঃ খরাঃ ॥ ২৮
মিথো বিসদৃশা বক্রাস্তীক্ষ্ণা বিস্ফুটিতাননাঃ। বিম্ব-খর্জ্জুরকর্কন্ধু-কার্পাসফলসন্নিভাঃ ॥ ২৯
কেচিৎ কদম্বপুষ্পাভাঃ কেচিৎ সিদ্ধার্থকোপমাঃ।
শিরঃপার্শ্বাংসকট্যূরু-বঙ্ক্ষণাভ্যধিকব্যথাঃ ॥ ৩০
ক্ষবথূদ্গারবিষ্টম্ভ হৃদ্‌গ্রহারোচকপ্রদাঃ। কাসশ্বাসাগ্নিবৈষম্য-কর্ণনাদভ্রমাবহাঃ ॥ ৩১
তৈরার্ত্তো গ্রথিতং স্তোকং সশব্দং সপ্রবাহিকম্।
রুক্‌ফেনপিচ্ছানুগতং বিবদ্ধমুপবেশ্যতে ॥ ৩২
কৃষ্ণত্বঙ্‌নখবিণ্মূত্র-নেত্রবক্ত্রশ্চ জায়তে। গুল্মপ্লীহোদরাষ্ঠীলাসম্ভবস্তত এব চ ॥ ৩৩
পিত্তোত্তরা নীলমুখা রক্তপীতাসিতপ্রভাঃ। তন্বস্রস্রাবিণো বিস্রাস্তনবো মৃদবঃ শ্লথাঃ ॥ ৩৪
শুকজিহ্বাযকৃৎখণ্ড-জলৌকাবক্ত্রসন্নিভাঃ। দাহপাকজ্বরস্বেদ-তৃণ্মূর্চ্ছারুচিমোহদাঃ ॥ ৩৫

কখন পক্ব হইয়া তাহার অগ্রভাগ মুক্ত হয়। পিত্তজ অর্শ পীতবর্ণ এবং তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া হরিদ্রাক্ত রক্ত নিঃসারিত হইয়া থাকে। যাহার বাতপ্রকোপজ অর্শোরোগ হয়, তাহার মলদ্বারের বলিতে যে সমস্ত মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হয়, সেগুলি প্রায় স্রাবরহিত, ও অল্প অল্প বেদনাযুক্ত। এই সমস্ত মাংসাঙ্কুর অধিকবৃদ্ধি পায় না, উহারা পিঙ্গল বা রক্তবর্ণ কঠিন, অপিচ্ছিল, কর্কশ, খরস্পর্শ, পরস্পর অসমানমুখ ও সূক্ষ্মাগ্র। এই সকল মাংসাঙ্কুরের মুখ স্ফুটিত থাকে। বাতজ অর্শোরোগের বলীসকল বিম্বফল, বদরীফল, খর্জ্জুরফল ও কার্পাসবীজের তুল্য। ২৮-২৯

কোন কোন অর্শোরোগে মাংসাঙ্কুরগুলি কদম্বপুষ্পের ন্যায়, আর কোন কোনটা সর্ষপাকার হয়। এই রোগে শিরঃ, পার্শ্ব, অংস, কক্ষা, উরু, এই সকল স্থানে অধিক বেদনা হয় ও নিষ্ঠীবন, উদ্গার, বিষ্টম্ভ, হৃদ্‌গ্রহ, অরুচি, কাস, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, কর্ণনাদ ও ভ্রম এই সমস্ত উপদ্রব হইয়া থাকে। অর্শোরোগে পীড়িত ব্যক্তি শব্দ, বেদনা ও কুন্থনের সহিত কঠিন গ্রথিত, পিচ্ছিল, ফেনাবৎ বিবদ্ধ মল অল্প পরিমাণে ত্যাগ করে। রোগীর চর্ম্ম,নখ, বিষ্ঠা, মূত্র, চক্ষু ও মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয়। বাতার্শোযুক্ত রোগীর গুল্ম, প্লীহা উদরাময় ও অষ্ঠীলা, এই সমস্ত উপদ্রব হয়। যাহার পিত্ত কুপিত হইয়া অর্শোরোগ উৎপাদন করে, তাহার গুহ্যদেশের বলীস্থিত মাংসাঙ্কুরের মুখ নীলবর্ণ বা রক্তপীত ও কৃষ্ণের আভাযুক্ত হয়; ঐ মাংসাঙ্কুরের মুখ হইতে তরল রক্তস্রাব হইয়া থাকে, আর ঐ মাংসাঙ্কুর আমগন্ধযুক্ত, অল্পকোমল ও লম্বমান হইয়া থাকে। কোন কোন মাংসাঙ্কুর শুকপক্ষীর জিহ্বাসদৃশ দৃশ্য, কোন কোনগুলি যকৃৎপিণ্ডবৎ, কতকগুলি জলৌকার মুখের ন্যায় আভাযুক্ত হয়। এতদ্ভিন্ন দাহ, তৃষ্ণা, ঘর্ম্ম, অরুচি এবং মোহ এই সমস্ত উপদ্রব জন্মে। ৩০-৩৫

১। বিশদাঃ।

গোম্যাশো ঘননীলোষ্ণ-পীতরক্তামবর্চসঃ। যবমধ্যা হরিৎপীত-হারিদ্রত্বঙ্নখাদয়ঃ ॥ ৩৬
শ্লেষ্মোল্বণা মহামূলা ঘনা মন্দরুজঃ সিতাঃ। উৎসন্নোপচিতস্নিগ্ধ-স্তব্ধবৃত্তগুরুস্থিরাঃ ॥ ৩৭
পিচ্ছিলাঃ স্তিমিতাঃ শ্লক্ষ্ণাঃ কণ্ড্বাঢ্যাঃ[১] স্পর্শনপ্রিয়াঃ।
করীরপনসাস্থ্যাভাস্তথা গোস্তনসন্নিভাঃ ॥ ৩৮
বঙ্ক্ষণানাহিনঃ পায়ু-বস্তিনাভিবিকর্ষিণঃ। সকাস-শ্বাসহৃল্লাস-প্রসেকারুচিপীনসাঃ ॥ ৩৯
মেহকৃচ্ছ্র-শিরোজাড্য-শিশিরজ্বরকারিণঃ। ক্লৈব্যাগ্নিমার্দবচ্ছর্দ্দিরামপ্রায়বিকারদাঃ ॥ ৪০
বসাভসকফপ্রাজ্য-পুরীষাঃ সপ্রবাহিকাঃ। ন স্রবন্তি ন ভিদ্যন্তে পাণ্ডুস্নিগ্ধত্বগাদয়ঃ ॥ ৪১
সংসৃষ্টলিঙ্গাঃ সংসর্গ-নিচয়াৎ সর্বলক্ষণাঃ।
রক্তোল্বণা গুদে কীলাঃ পিত্তাকৃতিসমন্বিতাঃ ॥ ৪২
বটপ্ররোহসদৃশা গুঞ্জাবিদ্রুমসন্নিভাঃ। তেঽত্যর্থং দুষ্টমুষ্ণঞ্চ গাঢ়বিট্কপ্রপীড়িতাঃ ॥ ৪৩
স্রবন্তি সহসা রক্তং তস্য চাতিপ্রবৃত্তিতঃ। ভেকাভঃ পীড্যতে দুঃখৈঃ শোণিতক্ষয়সম্ভবৈঃ ॥ ৪৪

সেই রোগী কখন কখন নীলবর্ণ কখন বা পীতবর্ণ, কখন বা রক্তবর্ণ পিত্তের সহিত অপক্ব অথচ উষ্ণ মল পরিত্যাগ করে। উক্ত মাংসাঙ্কুর যবের ন্যায় মধ্যে স্থূল হয় আর রোগীর চর্ম, নখ, বিষ্ঠা, মূত্র হরিত, পীত ও হরিদ্রাবর্ণ হইয়া থাকে। যাহার শ্লেষ্মাধিক্যবশতঃ অর্শোরোগ জন্মে, তাহার গুহ্যদেশস্থিত মাংসাঙ্কুরের মূলদেশ অতিবিস্তীর্ণ, ঘন, অল্প অল্প বেদনাযুক্ত, শুক্লবর্ণ, দীর্ঘ, স্থূল, সস্নেহ, অনম্র, বর্তুলাকার, গুরুত্বহেতু বহুভারবোধক, অচল, অকর্কশ, আর্দ্রাবস্ত্রাবৃত, অথবা মসৃণ, বহুকণ্ডুযুক্ত ও কোমলস্পর্শ হয়। ঐ মাংসাঙ্কুরসকল কোনটি বংশাঙ্কুরের ন্যায়, কোনটি কণ্টকীফলবীজতুল্য, কোনটি বা গো-স্তনসদৃশ হইয়া থাকে। অর্শোরোগপীড়িত ব্যক্তির উরুর উপরিস্থিত সন্ধিস্থলে বন্ধনবৎ পীড়া এবং কোন কোন রোগীর মলদ্বার, বস্তি ও নাভি, এই সমস্তস্থানে আকর্ষণবৎ পীড়া জন্মে। সেই রোগী শ্বাস, কাস, বেগবমন, মাংসাঙ্কুরের মুখদ্বারা জলস্রাব, অরুচি, নাসাস্রাব, মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, শিরঃপীড়া, জাড্য, শীত, জ্বর, স্ত্রীসঙ্গে উৎসাহ, অগ্নির মৃদুতা, বমি, আমরোগ, এই সকল উপদ্রবে অভিভূত হইয়া থাকে। ৩৬-৪০

উক্তরোগীর বসার ন্যায় আভাযুক্ত কফের সহিত কুন্থনান্বিত বহু মল প্রবৃত্ত হয় ও মাংসাঙ্কুরের মুখ হইতে ক্লেদ বা রক্তাদিস্রাব হয় না। কুন্থনাদির পীড়নেও তাহার মুখ ভিন্ন হয় না, আর তাহার চর্মাদি পাণ্ডুবর্ণ ও স্নিগ্ধ হয়। যাহার ত্রিদোষজ অর্শোরোগ জন্মে, তাহার পূর্বোক্ত ত্রিদোষজ লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। যাহার রক্তাধিক্যপ্রযুক্ত অর্শোরোগ জন্মে, তাহার মলদ্বারে মাংসাঙ্কুরগুলি পিত্তজ অর্শোরোগের লক্ষণযুক্ত হয়, বিশেষতঃ বটপ্ররোহ, গুঞ্জাফল ও প্রবালসদৃশ হয়। সেই সকল মাংসাঙ্কুর অত্যন্ত কঠিন মলদ্বারা পরিপীড়িত হয় এবং মাংসাঙ্কুর হইতে হঠাৎ উষ্ণ ও দুষ্ট রক্তস্রাব হইয়া থাকে; অধিক

১। কণ্ডুলাঃ।

হীনবর্ণবলোৎসাহো হতৌজাঃ কলুষেন্দ্রিয়ঃ । মুদ্গ-কোদ্রব-জবীর-করীর-চণকাদিভিঃ ॥ ৪৫

রূক্ষৈঃ সংগ্রাহিভির্বায়ুর্বিট্স্থানে কুপিতো বলী ।
অধোবহানি স্রোতাংসি সংরুধ্যাধঃ প্রপীড়য়ন্ ॥ ৪৬
পুরীষং বাতবিণ্মূত্র-সঙ্গং কুর্ব্বীত দারুণম্ ।
যেন তীব্রা রুজা কোষ্ঠ-পৃষ্ঠহৃৎপার্শ্বগা ভবেৎ ॥ ৪৭

আধ্মানমুদরো[1] বিষ্ঠা হৃল্লাসপরিবর্ত্তনম্ । বস্তৌ চ সুতরাং শূলো গণ্ডশ্বয়থুসম্ভবঃ ॥ ৪৮
পবনশ্চোর্দ্ধগামিত্বাৎ ততশ্ছর্দ্যরুচিজ্বরাঃ । হৃদ্রোগগ্রহণীদোষ-মূত্রসঙ্গপ্রবাহিকাঃ ॥ ৪৯
বাধির্য্যতিমিরশ্বাস-শিরোরুক্কাসপীনসাঃ । মনোবিকারতৃষ্ণাসৃক্[2] পিত্তজ্বরোদরাময়াঃ ॥ ৫০
এতে চ বাতজা রোগা জায়ন্তে দারুণাঃ স্মৃতাঃ । দুর্নামা মৃত্যুদাবর্ত্ত-পরমোপদ্রবাঃ ॥ ৫১
বাতাভিভূতকোষ্ঠানাং তৈর্বিনাপি বিজায়তে । সহজানি তু দোষাণি যানি চাভ্যন্তরে বলৌ ।
স্থিতানি তান্যসাধ্যানি যাপ্যন্তেঽগ্নিবলাদিভিঃ ॥ ৫২

দ্বন্দ্বজানি দ্বিতীয়ায়াং বলৌ যান্যাশ্রিতানি চ ।
কৃচ্ছ্রসাধ্যানি তান্যাহুঃ পরিসংবৎসরাণি চ ॥ ৫৩

রক্তস্রাবযুক্ত রোগীর শরীর ভেকবৎ পীতবর্ণ হয়, তাহা রক্তক্ষয়জন্য দুঃখে পীড়িত হইয়া থাকে। অর্শোরোগে পীড়িত ব্যক্তি বিবর্ণশরীর, কৃশ, উৎসাহহীন, দুর্ব্বল ও বিকলেন্দ্রিয় হয়। ৪১-৪৫

মুদ্গ, কোদ্রব, জবীর, বংশাঙ্কুর, চণকপ্রভৃতি রুক্ষদ্রব্যসেবন করিলে বায়ু কুপিত ও প্রবল হইয়া বিট্স্থান আক্রমণপূর্ব্বক অধোগত স্রোতঃসকল সংরুদ্ধ করিয়া মূত্র ও পুরীষ স্রোতঃসকল অতিশয় কঠিন করিয়া দেয়। তাহাতে কোষ্ঠ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও হৃদয়ে দারুণ পীড়া জন্মে। অর্শোরোগ হইলে আধ্মান, উদররোগ, মলরোধ, মুখস্রাব, বস্তিপ্রদেশে শূল এবং গণ্ডদেশে শোথ হইয়া থাকে। এই রোগে বায়ু ঊর্দ্ধগামী হইলে ছর্দ্দি, অরুচি, জ্বর, হৃদ্রোগ, গ্রহণী, মূত্রদোষ, প্রবাহিকা, বধিরতা, শিরঃপীড়া, শ্বাস, শিরোঘূর্ণন, কাস, পীনস, মনবিকার, তৃষ্ণা, রক্তবমন, জ্বর, উদরাময় এবং বিবিধ দারুণ বাতজরোগ জন্মিয়া থাকে। দুর্নামা, মৃত্যু ও উদাবর্ত্ত এই সমস্ত অর্শোরোগের পরম উপদ্রব। ৪৬-৫১

বায়ুকর্ত্তৃক যাহাদিগের কোষ্ঠদেশ আক্রান্ত হইয়াছে, তাহাদিগের পূর্ব্বোক্ত কারণ ব্যতিরেকেও অর্শোরোগ জন্মিতে পারে। যে সমস্ত অর্শোরোগ সহজ ও অভ্যন্তরবলীতে উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত অর্শঃ কিছুদিন পরেই চিকিৎসার অসাধ্য হইয়া পড়ে; রোগীর অগ্নি ও বলের আধিক্য হইয়া পড়ে; রোগীর অগ্নি ও বলের আধিক্য থাকিলে ঐ রোগ কথঞ্চিৎ যাপ্য হইয়া থাকে। দ্বন্দ্বজ অর্শোরোগ দ্বিতীয়বলীকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইলে যদি সংবৎসরের মধ্যে চিকিৎসা না করা হয়, তাহা হইলে উহা কৃচ্ছ্রসাধ্য বলিয়া জানিবে।

১। আধ্মানমুদরে। ২। তৃষ্ণাসৃ।

বাহ্যায়ান্তু বলৌ জাতান্যেকদোষোল্বণানি চ।
অর্শাংসি সুখসাধ্যানি ন চিরোৎপতিতানি চ ॥ ৩৪

মেদ্যুৎপিত্তানি রক্তজে যথাস্বং নাড়িজানি তু। গণ্ডূপদাস্য[1] রূপাণি পিচ্ছিলানি মৃদূনি চ ॥ ৩৫

ব্যানো গৃহীত্বা শ্লেষ্মাণং করোত্যন্ত্বচো[2] বহিঃ।
কীলোপমং স্থিরখরং চর্মকীলন্তু তং বিদুঃ ॥ ৩৬

বাতেন তোদপারুষ্যং পিত্তাদসিতরক্ততা। শ্লেষ্মণা স্নিগ্ধতা তস্য গ্রথিতত্বং সবর্ণতা ॥ ৩৭

অর্শসাং প্রশমে যত্নমাশু কুর্বীত বুদ্ধিমান্। তান্যাশু হি গুদং বদ্ধ্বা কুর্যুর্বদ্ধগুদোদরম্ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে অর্শোনিদানং নাম ষষ্ট্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬০ ॥

বাহ্যবলীতে অর্শোরোগ জন্মিলে তাহা যদি একদোষজ ও অচিরোৎপন্ন হয়, তাহা হইলেই চিকিৎসাদ্বারা নিবারিত হইতে পারে। ৩২-৩৪

মেদোজনিত ও নাড়িজ অর্শোরোগের অঙ্কুর কিঞ্চুলুকের (কেঁচোর) মুখের ন্যায় পিচ্ছিল ও কোমল; উহা বাতাদিজ অর্শোরোগের সমানলক্ষণযুক্ত হয়। সর্বশরীরস্থ ব্যানবায়ু শ্লেষ্মাগ্রহণপূর্বক চর্মের বহির্দেশে কীলকবৎ অচল ও কর্কশ যে মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে, তাহাকে চর্মকীলক বলিয়া থাকে। বাতজ চর্মকীলকরোগ হইলে সূচীবেধবৎ বেদনাযুক্ত ও কর্কশ মাংসকীলক জন্মে। পিত্তাধিক্য জন্য চর্মকীলকরোগ হইলে মাংসাঙ্কুরের মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। কফজ চর্মকীলরোগে মাংসাঙ্কুরগুলি স্নিগ্ধ, গ্রথিত এবং গাত্রসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অর্শোরোগ উপস্থিত হইলে আশু তাহার প্রতীকার বিধানে যত্ন করিবে, নচেৎ নানাবিধ গুহ্যরোগ ও উদররোগ জন্মিয়া থাকে। ৩৫-৩৮

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে অর্শোনিদান নামক ষষ্ট্যধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬০।

১। গণ্ডূপদাস্য। ২। করোত্যর্শস্ত্বচো।

একষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ধন্বন্তরিরুবাচ

অতীসার-গ্রহণ্যোশ্চ নিদানং বচ্মি সুশ্রুত।
দোষৈর্ব্বাতৈঃ সমস্তৈশ্চ ভয়াচ্ছোকাচ্চ ষড়্বিধঃ ॥ ১
অতীসারঃ স সুতরাং জায়তেঽত্যম্বুপানতঃ। বিরুদ্ধান্ন-বসা-স্নেহ-তিলপিষ্টবিরূঢ়কৈঃ ॥ ২
মদ্যরূক্ষাতিমাত্রাদি-দিবস্বাপনিশিপরিশ্রমাৎ। ক্রিমিভ্যো বেগরোধাচ্চ তাদৃশৈঃ কুপিতানিলৈঃ[1] ॥ ৩
বিস্রংসয়ত্যধো রক্তং হত্বা তেনৈব চালনম্। ব্যাপদ্যাগ্নিশকৃৎকোষ্ঠ-পুরীষপ্রবহাদতঃ ॥ ৪
প্রকল্পতেঽতিসারস্য লক্ষণং তস্য ভাবিনঃ। তোদো হৃদ্গুদকোষ্ঠেষু গাত্রসাদো মলগ্রহঃ ॥ ৫
আধ্মানবিপাকশ্চ তত্র বাতেন বিজ্বরম্। অল্পাল্পং শব্দশূলাঢ্যং বিবদ্ধমুপবেশ্যতে[2] ॥ ৬
রূক্ষং সফেনমচ্ছঞ্চ গ্রথিতং বা মুহুর্ম্মুহুঃ। তথা দগ্ধগুড়াভাসং[3] পিচ্ছিলং পরিকর্ত্তনম্।
শুষ্কাস্যস্রস্তকণ্ঠশ্চ হৃষ্টরোমা বিনিঃশ্বসন্ ॥ ৭
পিত্তেন পীতমসিতং হারিদ্রং শাদ্বলপ্রভম্। সরক্তমতিদুর্গন্ধং তৃণ্মূর্চ্ছা-স্বেদ-দাহবান্ ॥ ৮
সশূলপায়ুসন্তাপ-পাকবান্ শ্লেষ্মণা ঘনম্। পিচ্ছিলং তন্তুমল্লাক্ষমল্পাল্পং সপ্রবাহিকম্[4] ॥ ৯

ধন্বন্তরি বলিলেন,—হে সুশ্রুত ! এক্ষণে অতীসার ও গ্রহণীনিদান বলিব। অতীসার ছয় প্রকার; বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, ভয়োৎপন্ন ও শোকজ। অধিক জলপান, বিরুদ্ধান্নভক্ষণ, স্নেহ, বসা, তিলপিষ্ট, মদ্য ও রূক্ষদ্রব্যাদি অধিক পরিমাণে সেবন করিলে অতীসাররোগ জন্মে। দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, ক্রিমিদোষ, মলমূত্রাদির বেগরোধ প্রভৃতি কারণে বায়ু কুপিত হইয়া কোষ্ঠগত অগ্নি নির্ব্বাণপূর্ব্বক শরীরের রক্ত অধোদিকে আনয়ন করে। বায়ু অগ্নি ও শকৃৎকোষ্ঠ আশ্রয় করিলে পুরীষের দ্রবতাদি ঘটিয়া অতীসার-রোগ উপস্থিত হয়। হৃদয় গুহ্য ও কোষ্ঠে তোদবৎ পীড়া, গাত্রের অবসন্নতা ও মলগ্রহ এই সমস্ত অতীসাররোগের পূর্ব্বলক্ষণ। ১-৫

বাতজ অতীসাররোগে আধ্মান, অবিপাক, নিঃশব্দে অল্প অল্প মলনিঃসরণ, সফেন অস্বচ্ছ মলনিঃসরণ কিংবা বারম্বার গ্রথিত মলভেদ হইয়া থাকে। এই রোগে মলদ্বারে প্রদাহ ও কর্ত্তনবৎ পীড়া অনুভব হয় এবং মলও পিচ্ছিল হইয়া থাকে। বাতিক অতীসারে রোগীর জ্বর হয় না। এই রোগে মলদ্বার শুষ্ক ও ভ্রষ্ট হয় এবং রোগীর রোমাঞ্চ ও শ্বাস হইতে থাকে। পিত্তজ অতীসাররোগে পীতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, হরিদ্রাভ, হরিদ্বর্ণ, রক্তযুক্ত বা দুর্গন্ধ মলনিঃসরণ হয়। এই রোগে রোগীর তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম ও দাহ এই সমস্ত উপদ্রব হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজ অতীসাররোগে মলদ্বারে শূল ও সন্তাপ হয় এবং ঘন, পিচ্ছিল, প্রবাহযুক্ত, অল্প অল্প মলনিঃসরণ হয়। ত্রিদোষজ অতীসাররোগে

১। কুপিতানিলঃ। ২। মুপবেশ্যতে। ৩। গুরাভাসং। ৪। সপ্রবাহিকম্।

সরোমহর্ষঃ সোৎক্লেশো গুরুবস্তিগুদোদরঃ। কৃতেঽপ্যকৃতসংজ্ঞশ্চ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বলক্ষণঃ। ১০

ভয়েন ক্ষুভিতে চিত্তে পরিতো দ্রাবয়েৎ শকৃৎ।
বায়ুস্ততো নিঃসার্য্যেত ক্ষিপ্রমুষ্ণং প্রবিপ্লবম্। ১১

বাতপিত্তে সমং লিঙ্গমুক্তং তদ্বচ্চ শোকজঃ। অতীসারঃ সমাসেন দ্বেধা সামো নিরামকঃ। ১২

শকৃদ্দুর্গন্ধমাটোপ বিষ্টম্ভার্ত্তিপ্রসেকিণঃ[1]।
বিপরীতো নিরামস্তু কফাৎ কোঽপি ন মজ্জতি। ১৩
অতীসারেষু যো নাতি-যত্নবান্ গ্রহণীগদঃ।
তস্য স্যাদগ্নিনির্ব্বাণ-কারকৈরতিসেবিতৈঃ। ১৪

সামং শকৃন্নিরামং বা জীর্ণং যেনাতিসার্য্যতে। সোঽতীসারোঽতিসরণাদাশুকারী স্বভাবতঃ। সামমীর্ণমজীর্ণেন জীর্ণে পক্কং নৈব চ। ১৫

চিরকৃৎ গ্রহণীদোষঃ সঞ্চয়াৎকোপবেশয়েৎ।
স চতুর্দ্ধা পৃথগ্দোষৈঃ সন্নিপাতাচ্চ জায়তে। ১৬

প্রাগ্‌রূপং তস্য সদনং চিরাৎ পবনমল্পকঃ। প্রসেকো বক্ত্রবৈরস্যমরুচিস্তৃট্‌ক্লমো জ্বরঃ। ১৭

পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়, বিশেষতঃ রোমহর্ষ, উৎক্লেশ, বমি, মলদ্বার ও উদরের গুরুতা হইয়া থাকে। এই রোগে রোগীর সংজ্ঞা থাকে না, কৃতকর্ম্মও অকৃত বলিয়া বোধ হয়। ৯-১০

ভয়ে চিত্ত ক্ষুভিত হইলে বায়ু কুপিত হইয়া মল দ্রবীভূত করে ও একেবারে উষ্ণমল-নিঃসারিত করিতে থাকে। বাতপৈত্তিক অতীসারে বাতিক ও পৈত্তিক অতিসারেরই লক্ষণ প্রকাশ পায়। শোকজ অতীসারেও তজ্জাত অতীসারের ন্যায় লক্ষণ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ অতীসার দ্বিবিধ;—সাম ও নিরাম। সামাতীসারে মলে অতিশয় দুর্গন্ধ হয়, আর আটোপ, বিষ্টম্ভ, প্রসেকপ্রভৃতি উপদ্রব হয়। ইহার বিপরীত হইলেই তাহাকে নিরাম অতীসার বলিয়া থাকে। অতীসাররোগে কফের প্রাবল্য থাকিলে কোন্ ব্যক্তি তাহাতে বিপন্ন না হয়? অতীসাররোগের প্রতীকার বিষয়ে যত্নশীল না হইলে গ্রহণীরোগ উপস্থিত হয়। অগ্নিনির্ব্বাণকারক দ্রব্য অধিক সেবন করিলে উদরস্থ অজীর্ণ নিঃসারিত না হইলে সাম অতীসার হয়। অধিক মলনিঃসরণ হয় বলিয়াই ইহাকে অতীসার বলে। এই রোগ স্বভাবতঃই রোগীকে আশু বিনাশ করে। অজীর্ণাবস্থায় আমাতীসার উপস্থিত হয়, পক্বাবস্থায় ঠিক অতীসার জন্মে না। ১১-১৫

অতীসার দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেই গ্রহণীরোগ জন্মে। গ্রহণীরোগ চতুর্ব্বিধ;—বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও সন্নিপাতজ। এই রোগ হইবার পূর্ব্বে অঙ্গের অবসাদ এবং দীর্ঘকাল অল্প অল্প বায়ু নিঃসারিত হয়। মুখস্রাব, মুখের বিরসতা, অরুচি, তৃষ্ণা, জ্বর,

[1] প্রসেকিনঃ।

আনদ্ধোদরতা ছর্দ্দিঃ কর্ণক্ষেড়োহন্ত্রকূজনম্। সাধারণলক্ষণং কার্শ্যং ধূমকস্তমকো নরঃ ॥ ১৮

মূর্চ্ছা শিরোরুগ্বিষ্টম্ভঃ শ্বয়থুঃ কর-পাদয়োঃ।
তন্দ্রানিলাৎ তাল্বশোষ-তিমিরং কর্ণয়োঃ স্বনঃ।
পার্শ্বোরুবঙ্ক্ষণগ্রীবা-রুজা উক্তা বিসূচিকা ॥ ১৯
রুক্ষেষু বৃদ্ধিঃ সর্ব্বেষু তৃড়্বুভুক্ষাপরিকর্ত্তিকা।
জীর্ণে জীর্য্যতি চাধ্মানং ভুক্তে স্বাস্থ্যং সমশ্নুতে ॥ ২০

বাতাদ্ হৃদ্রোগগুল্মার্শঃ-প্লীহপাণ্ডুত্বসংজ্ঞিতাঃ। চিরাদ্দুঃখং দ্রবং শুষ্কং তন্বামং শব্দফেনবৎ।
পুনঃ পুনঃ সৃজেদ্বর্চ্চঃ পায়ুরুক্শ্বাসকাসবান্ ॥ ২১
পীতেন পীতনীলাভং পীতাভং সৃজতি দ্রবম্। অম্লোদ্গারহৃৎকণ্ঠদাহারুচিতৃড়র্দ্দিতঃ ॥ ২২
শ্লেষ্মণা পচ্যতে দুঃখং মলচ্ছর্দ্দিরোচকঃ। আস্যোপদেহনিষ্ঠীব-কাসহৃল্লাসপীনসাঃ ॥ ২৩
হৃদয়ং মন্যতে স্ত্যানমুদরং স্তিমিতং গুরু। উদ্গারো দুষ্টমধুরং সদনং স্ত্রীষ্বহর্ষণম্ ॥ ২৪
ভিন্নামশ্লেষ্মসংশ্লিষ্ট-গুরুবর্চ্চঃপ্রবর্ত্তনম্। অকৃশস্যাপি দৌর্ব্বল্যং সর্ব্বজে সর্ব্বদর্শনম্ ॥ ২৫

বিভাগেহস্য যে চোক্তা বিষমাদ্যা মতাঃ।
তেহপ্যত্র গ্রহণীদোষাঃ সমস্তেষ্বপি কারণম্ ॥ ২৬

উদরবেদনা, ছর্দ্দি, কর্ণে অব্যক্ত শব্দশ্রবণ, এই সমস্ত গ্রহণীরোগের সাধারণ লক্ষণ। কৃশতা, ধূমোদ্গার, শ্বাস, জ্বর, মূর্চ্ছা, শিরঃপীড়া ও বক্ষঃস্থলে বিষ্টম্ভ, হস্তপদে শোথ, তন্দ্রা, তাল্বশোষ, অন্ধকারদর্শন, কর্ণশব্দ, পার্শ্ব ঊরু বঙ্ক্ষণ ও গ্রীবাতে বেদনা, বিসূচিকা, এই সমস্ত উপদ্রব হয়। রুক্ষব্যক্তিরই পূর্ব্বোক্ত উপদ্রবের বৃদ্ধি হয়। এই রোগে রোগী তৃষ্ণাক্ষুধায় অতিকাতর হইয়া থাকে। গ্রহণীরোগে জীর্ণাবস্থায় উদর স্ফীত হয়, কিন্তু ভোজনাতে কথঞ্চিৎ স্বাস্থ্যানুভব হইয়া থাকে। ১৮-২০

বাতজন্য গ্রহণীরোগে হৃদ্রোগ, গুল্ম, অর্শঃ, প্লীহা, পাণ্ডু, সংজ্ঞানাশ এই সমস্ত উপদ্রব হইয়া থাকে। এই রোগে কখন বা মলের দ্রবতা, কখন বা শুষ্কতা হয়, আর কখন বা শব্দ সফেন পুনঃপুনঃ মলনির্গম হইতে থাকে। রোগী ইহাতে মলদ্বারের বেদনা, শ্বাস ও কাসরোগে পরিপীড়িত হইয়া পড়ে। পিত্তজ গ্রহণীরোগে পীতনীলাভ অথবা পীতাভ তরল মল নির্গত হয়। এই রোগে অম্লোদ্গার, হৃদয়ে কণ্ঠে দাহ, অরুচি ও তৃষ্ণাবাধায় রোগী অত্যন্ত পীড়িত হয়। শ্লেষ্মজ গ্রহণীরোগে দুঃখে মলনিঃসারণ, বমি, অরুচি, মুখলেপ, মুখস্রাব, কাস, বমনবেগ, পীনস এই সমস্ত লক্ষণ হইয়া থাকে। এই রোগে রোগী, হৃদয় স্থির এবং উদর স্তিমিত ও গুরু অনুভব করে; মধুর উদ্গার, শরীরের অবসন্নতা ও স্ত্রীসম্ভোগে অনিচ্ছা এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। উক্তরোগে শ্লেষ্মযুক্ত ও গুরু মলনির্গম হয়, রোগী কৃশ না হইলেও অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া থাকে। ত্রিদোষজ গ্রহণীরোগে ত্রিবিধ লক্ষণই প্রকাশ পায়। পূর্ব্বে পৃথক্ পৃথক্ গ্রহণীতে যে সমস্ত লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সান্নিপাতিক গ্রহণীতে সেই সমস্ত

বাতব্যাধ্যশ্মরী-কুষ্ঠ-মেহোদর-ভগন্দরাঃ।
অর্শাংসি গ্রহণীত্যষ্টৌ মহারোগাঃ সুদুস্তরাঃ॥ ২৭

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে অতিসার-গ্রহণীনিদানং নামৈকষষ্ট্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬১॥

দ্বিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ধন্বন্তরিরুবাচ

অথাতো মূত্রঘাতস্য নিদানং শৃণু সুশ্রুত। বস্তি-বস্তিশিরো-মেঢ্র-কটী-বৃষণপায়ু চ॥ ১
একসম্বন্ধনাঃ প্রোক্তা গুদাস্থিবিবরাশ্রয়াঃ। অধোমুখোঽপি বস্তির্হি মূত্রবাহিশিরামুখৈঃ॥ ২
পার্শ্বেভ্যঃ পূর্য্যতে সূক্ষ্মৈঃ স্যন্দমানৈরনারতম্।
তৈরেবৈব প্রবিষ্টৈশ্চ দোষাঃ কুর্ব্বন্তি বিংশতিম্॥ ৩
মূত্রাঘাতঃ প্রমেহশ্চ কৃচ্ছ্রং মর্ম্ম সমাশ্রয়েৎ। বস্তি-বঙ্ক্ষণ-মেঢ্রাস্থি-মুক্তমল্পং মুহুর্মুহুঃ॥ ৪

লক্ষণই উপস্থিত হয়। পৃথক্ পৃথক্ গ্রহণীরোগে যে সমস্ত উক্ত আছে, সমস্ত গ্রহণীরোগে সেই সকল দোষই কারণ। বাতব্যাধি, অশ্মরী, কুষ্ঠ, মেহ, উদরী, ভগন্দর, গ্রহণী ও অর্শ এই সকল মহারোগ বলিয়া খ্যাত, এইসকল রোগ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন। ২১-২৭

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে অতিসার-গ্রহণীনিদান নামক একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬১।

দ্বিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়

ধন্বন্তরি বলিলেন,—হে সুশ্রুত! এক্ষণে মূত্রাঘাতনিদান বলিতেছি, শ্রবণ কর। বস্তি, বস্তিশিরা, মেঢ্র, কটি, বৃষণ ও পায়ু ইহারা সকলেই একসম্বন্ধনে সংযুক্ত হইয়া গুহ্যদেশের অস্থিছিদ্র আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। বস্তিদেশ অধোমুখ হইয়াও মূত্রবাহী শিরামুখদ্বারা পার্শ্ব হইতে সমাগত সূক্ষ্ম স্যন্দমান শিরাধারা নিয়ত পরিপূর্ণ হইতেছে। বায়ুপিত্তাদি দোষ-সকল সেই সেই শিরামুখে প্রবিষ্ট হইয়া বিংশতিপ্রকার রোগ উৎপাদন করে। মূত্রাঘাত ও প্রমেহ এই দুই রোগ মর্ম্মস্থান আশ্রয় করে, অতএব ইহা কৃচ্ছ্রসাধ্য। ইহাতে বস্তি, বঙ্ক্ষণ মেঢ্র ও অস্থি আশ্রয় করিয়া মুহুর্মুহু অল্প অল্প মূত্রনিঃসরণ হয়। বাতজ মূত্রাঘাতরোগে

মূত্রাণি বাতে কৃচ্ছ্রাণি পিত্তে পীতং সদাহকম্। স্তব্ধং বা কফজে বস্তি-মেহনগৌরবশোথবান্ ॥ ৫
সপিচ্ছিলং পিচ্ছলঞ্চ সর্বৈঃ সর্বাত্মকং মলৈঃ। যদা বায়ুর্মুখং বস্তের্ব্যাবর্ত্য পরিশোষয়ন্ ॥ ৬

মূত্রং সপিত্তং সকফং সশুক্রং বা তদা ক্রমাৎ।
সঞ্জায়তেঽশ্মরী ঘোরা পিত্তাদ্গোষ্বিব রোচনা[1] ॥ ৭
কফাশ্রয়া চ সর্বা স্যাদথাস্যাঃ পূর্বলক্ষণম্।
বস্ত্যাধ্মানং তদাসন্ন-দেশে হি পরিতোঽতিরুক্ ॥ ৮

বস্তৌ চ মূত্রসঙ্গিত্বং মূত্রকৃচ্ছ্রং জ্বরোঽরুচিঃ। সামান্যলিঙ্গং রুঙ্নাভি-সীবনীবস্তিমূর্দ্ধসু ॥ ৯

বিশীর্ণধারমূত্রং স্যাৎ তয়া মার্গবিরোধনে[2]।
তদ্ব্যপায়াৎ সুখং মেহেদচ্ছং গোমেদকোপমম্ ॥ ১০
তৎসংক্ষোভাৎক্ষতে সাসৃগায়াসাচ্চাতিরুগ্ভবেৎ।
তত্র বাতাদ্ভৃশার্ত্তো দন্তান্ খাদতি বেপতে ॥ ১১

মৃদ্নাতি মেহনং নাভিং পীড়য়ত্যনিশং ক্বণন্। সানিলং মুঞ্চতি শকৃন্মুহুর্মেহতি বিন্দুশঃ ॥ ১২
শ্যাবারুণাশ্মরী চাস্য স্যাচ্চিতা কণ্টকৈরিব। পিত্তেন দহ্যতে বস্তিঃ পচ্যমান ইবোষ্মবান্ ॥ ১৩

অতিকষ্টে মূত্রনিঃসরণ হইয়া থাকে। পিত্তজ মূত্রাঘাতে পীতবর্ণ মূত্রস্রাব হয় এবং মূত্রদ্বারে দাহ ও বেদনা অনুভূত হইতে থাকে। কফজ মূত্রাঘাতে রক্তস্রাব, বস্তি ও মেঢ্রের গুরুতা এবং শোথ এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। ১-৫

ত্রিদোষজ মূত্রাঘাতে পিচ্ছিল ও পিঙ্গলবর্ণ মূত্রস্রাব হয়। বায়ু কুপিত হইয়া মূত্রাঘাত রোগ উৎপাদন করিলে, তখন রোগীর মুখ শুষ্ক হয়। মূত্রাঘাতরোগে বাতাদির প্রাবল্য-বশতঃ সপিত্ত, সকফ ও সশুক্র মূত্রস্রাব হইয়া থাকে। পিত্তের জন্য যেমন গোরোচনা তেমনি মূত্রাঘাতরোগের জন্যই ঘোরতর অশ্মরীরোগ উৎপন্ন হয়। সর্ববিধ অশ্মরীরোগ শ্লেষ্মা আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। বস্তিদেশে আধ্মান ও তাহার আসন্নদেশের চতুর্দিকে অতিবেদনা, এই সমস্ত অশ্মরীরোগের পূর্বলক্ষণ। বস্তিদেশে মূত্রসংসর্গ, মূত্রকৃচ্ছ্র, জ্বর ও অরুচি এই সমস্ত অশ্মরীরোগের সামান্য লক্ষণ। অশ্মরীরোগে নাভি, সীবনী, বস্তি ও মস্তক এই সকল স্থানে বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। অশ্মরীরোগ জন্মিলে মূত্রমার্গ নিরোধ হয়, মূত্রপরিত্যাগে অত্যন্ত ক্লেশ হয় এবং গোমেদসদৃশ নির্মল মূত্রস্রাব হইয়া থাকে। ৬-১০

অশ্মরীরোগে মূত্রসংক্ষোভ হইলে রক্তস্রাব ও মূত্রমার্গে অত্যধিক বেদনা হয়। বাতজ মূত্ররোগে পীড়িত ব্যক্তি দন্তে দন্তে নিষ্পেষণ করে, আর সর্বদা তাহার শরীর কাঁপিতে থাকে। এই রোগে মূত্ররোধ হইলে, সেই মূঢ় ব্যক্তি আর্তনাদ করিয়া অত্যন্ত পীড়াপ্রদান করে। মূত্ররোগে পীড়িত ব্যক্তির বায়ুর সহিত উক্ত মলনির্গম হয় এবং পুনঃপুনঃ বিন্দু বিন্দু প্রস্রাব হইতে থাকে। বাতজ অশ্মরী শ্যামবর্ণ, রুক্ষ ও কণ্টকাবৃত। পিত্তজ অশ্মরী-

---

১। রোচনা। ২। নিরোধনে।

অষ্ঠীলাভং ঘনং গ্রন্থিং করোত্যচলমুন্নতম্। বাতাষ্ঠীলেতি সাধ্মানং বিণ্মূত্রাদি চ সঙ্গকৃৎ ॥ ২৩
বিগুণঃ কুণ্ডলীভূতো বস্তৌ তীব্রব্যথানিলঃ। অল্পাল্পমূত্রং স্রবতি সংরুদ্ধো বেষ্টগৌরবম্ ॥ ২৪
মূত্রমল্পাল্পমথবা বিমুঞ্চতি সকৃৎ সকৃৎ। বাতকুণ্ডলিকেত্যেষ তজ্জে তু বিরমেচ্চিরে ॥ ২৫

ন নিরেতি বিবদ্ধং বা মূত্রাতীতং তদল্পরুক্।
বিধারণাৎ প্রতিহতং বাতোদাবর্তিতং যদা ॥ ২৭

নাভেরধস্তাদুদরং মূত্রমাপূরয়েত্তদা। কুর্যাত্তীব্রব্যথাধ্মানমপক্তিমলসংগ্রহম্ ॥ ২৮

তন্মূত্রং জাঠরং বিদ্যাৎ বৈগুণ্যেনানিলেন বা।
আক্ষিপ্তমল্পমূত্রস্য বস্তৌ নালে চ বা মণৌ ॥ ২৯
স্থিত্বা স্রবেচ্ছনৈঃ পশ্চাৎ সরুজং বাথবারুজম্।
মূত্রোৎসর্গমবিচ্ছিন্নং তচ্ছেষং গুরুকোষবৎ ॥ ৩০

অন্তর্বস্তিমুখে বৃত্তঃ স্থিরোঽল্পং[1] সহসা ভবেৎ। অশ্মরীতুল্যরুগ্গ্রন্থির্মূত্রগ্রন্থিঃ স উচ্যতে ॥ ৩১
মূত্রিতস্য স্ত্রিয়ং যাতো বায়ুনা শুক্রমুদ্ধৃতম্। স্থানাচ্চ্যুতং মূত্রয়তঃ প্রাক্ পশ্চাদ্বা প্রবর্ত্ততে ॥ ৩২

বস্তির অভ্যন্তর আশ্রয় করিয়া অষ্ঠীলাভ, ঘন, গ্রন্থিযুক্ত, উন্নত অশ্মরী উৎপাদন করে, ইহার নাম বাতাষ্ঠীলা। এই রোগে মলমূত্রনিঃসরণ হইয়া থাকে। এই রোগে বায়ু কুপিত হইয়া কুণ্ডলীভূত হয়, তাহাতে বস্তিদেশে তীব্র বেদনা জন্মিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থাতে মূত্র-নির্গমের বাধা না হয়; পরন্তু রোগীর ভ্রম, সংস্তম্ভ, উদ্বেষ্টন ও শরীরের গুরুতা হইয়া থাকে। ২১-২৫

এই রোগে যদি মুহুর্মুহু অল্প অল্প মূত্রনির্গম হয়, তবে তাহাকে বাতকুণ্ডলিকা বলে। দীর্ঘকাল শুক্রের বেগধারণ করিলেই এই রোগ জন্মিয়া থাকে। উক্ত রোগে মূত্র নির্গত না হইয়া নিরুদ্ধ হইলে মূত্রদ্বারে অল্প অল্প বেদনা উপস্থিত হয়। মূত্রবেগ ধারণ করিলে উহা যখন বায়ুকর্তৃক আবর্তিত হইয়া প্রতিহত হয়, তখন সেই মূত্র নাভির অধোভাগে উদর পরিপূরিত করিয়া তীব্রব্যথা, আধ্মান, মলপ্রবৃত্তি এই সমস্ত উপদ্রব জন্মায়। এইরূপ রোগে বায়ু কুপিত হইয়া সেই মূত্র জঠরে বিক্ষিপ্ত করে, তাহাতেই রোগীর মূত্রের অল্পতা হয়। ঐ বায়ু বস্তিদেশে নাভিতে কিংবা মলকোষ্ঠে অবস্থান করে, তাহাতেই মুহুর্মুহু প্রস্রাব হইয়া থাকে। আর প্রস্রাবের পরে কখন কখন বেদনা অনুভূত হয়। এই রোগে কখন কখন বেদনা অবিচ্ছিন্ন মূত্রস্রাব হয়, কিন্তু অবশিষ্ট মূত্র অণ্ডকোষ আশ্রয় করিয়া থাকে। তাহাতে কোষের গুরুতা হয়। ২৮-৩০

ঐ রোগে কখন কখন বস্তির অভ্যন্তরে অল্প অল্প মূত্র সঞ্চিত হইয়া অশ্মরীবৎ গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, ইহাকে মূত্রগ্রন্থি বলে। মূত্ররোগে স্ত্রীসঙ্গম করিলে বায়ুকর্তৃক শুক্র উদ্ধৃত ও স্থানভ্রষ্ট হইয়া প্রস্রাবের অগ্রেই হউক বা পরেই হউক ক্ষরিত হয়; ঐ শুক্র

১। স্থিরোঽল্পঃ।

ভস্মোদকপ্রতীকাশং মূত্রশুক্রং তদুচ্যতে। রুক্ষদুর্ব্বলয়োর্বাতেনোদাবর্ত্তং শকৃদ্ যদা ॥ ৩৩
মূত্রস্রোতোঽনুপদ্যেত সংসৃষ্টং শকৃতা তদা। মূত্রবিন্দুস্থলাপন্নো মূত্রবিঘাতং তদা দিশেৎ ॥ ৩৪
পিত্তব্যায়ামতীক্ষ্ণাম্ল-ভোজনাধ্মানকাদিভিঃ। প্রবৃদ্ধবায়ুনা মূত্রে বস্তিস্থে চৈব দাহকৃৎ ॥ ৩৫
মূত্রং বর্ত্তয়তে পূর্ব্বং সরক্তং রক্তমেব বা। উষ্ণং পুনঃ পুনঃ কৃচ্ছ্রাদুষ্ণবাতং বদন্তি তম্ ॥ ৩৬
রূক্ষক্লান্তদেহস্য বস্তিস্থৌ পিত্ত-মারুতৌ। মূত্রক্ষয়ং সরুগ্দাহং জনয়েতাং তদাহ্বয়ম্ ॥ ৩৭

পিত্তং কফো দ্বাবপি বা হন্যেতে চানিলেন চেৎ।
কৃচ্ছ্রান্মূত্রং তদা পীতং রক্তং শ্বেতং ঘনং সৃজেৎ ॥ ৩৮

সদাহং রোচনাশঙ্খ-চূর্ণবর্ণং ভবেচ্চ তৎ। শুষ্কং সমস্তবর্ণং বা মূত্রসাদং বদন্তি তম্।
ইতি বিস্তরতঃ প্রোক্তা রোগা মূত্রপ্রবৃত্তিজাঃ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে মূত্রাঘাতমূত্রকৃচ্ছ্রনিদানং নাম
দ্বিষষ্ট্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬২ ॥

ভস্মধৌত জলের ন্যায় নির্গত হইয়া থাকে। এই রোগকে মূত্রশুক্র বলে। এই রোগে রোগী রুক্ষ ও দুর্ব্বল হইলে, যখন বায়ুদ্বারা মল পক্বাশয় হইতে মূত্রস্রোতে নীত হইলে মলযুক্ত হইতে থাকে, সেই সময় তাহার উদাবর্ত্ত রোগ জন্মে এবং দুর্গন্ধি বিন্দু বিন্দু মূত্র নিঃসারিত হইয়া থাকে; উহাকে মূত্রবিঘাত বলে। ৩৩-৩৪

ব্যায়াম, পিত্ত বর্দ্ধকদ্রব্য, তীক্ষ্ণ ও অম্ল দ্রব্য ভোজন, আধ্মান প্রভৃতি দ্বারা বায়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বস্তিতে মূত্র দূষিত করে, তাহাতে বস্তিদেশে অধিক দাহ উপস্থিত হয়। প্রথমে মূত্রস্রাব হইয়া তৎপরে রক্ত অথবা সরক্ত অল্প অল্প উষ্ণ মূত্র অতিকষ্টে বারংবার স্রাবিত হইয়া থাকে; ইহাকে উষ্ণবাতরোগ বলে। রুক্ষ ও ক্লান্তকায় ব্যক্তির পিত্ত ও বায়ু বস্তিতে অবস্থিত হইয়া বেদনা দাহের সহিত মূত্রক্ষয় করে, ইহার নাম মূত্রক্ষয় রোগ। যদি পিত্ত ও কফ বায়ু কর্ত্তৃক পরাভূত হয়, তাহা হইলে অতিকষ্টে পীত, রক্ত কিংবা শ্বেতবর্ণ ও ঘন মূত্রস্রাব হয়। ইহাতে মূত্রদ্বারে জ্বালা অনুভব হইয়া থাকে। ঐ মূত্র গোরোচনা অথবা শঙ্খচূর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয়। সময়ে সময়ে বায়ু কর্ত্তৃক মূত্র শুষ্ক হইয়া যায়, কখন বা নানাবর্ণের মূত্রস্রাব হয়; ইহাকে মূত্রসাদ বলে। এই মূত্রপ্রবৃত্তির জন্য নানাবিধ রোগ সবিস্তর বর্ণিত হইল। ৩৫-৩৯

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে মূত্রাঘাতমূত্রকৃচ্ছ্রনিদান নামক দ্বিষষ্ট্যধিক
শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬২।

ত্রিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ধন্বন্তরিরুবাচ

প্রমেহাণাং নিদানং তে বক্ষ্যেঽহং শৃণু সুশ্রুত । প্রমেহা বিংশতিস্তত্র শ্লেষ্মতো দশ পিত্ততঃ ।
ষট্ চত্বারোঽনিলাৎ তেষাং মেদোমূত্রকফাবহাঃ ॥ ১
হারিদ্রমেহী কটুকং হরিদ্রাসন্নিভং দহৎ । বিস্রং মাঞ্জিষ্ঠমেহেন মঞ্জিষ্ঠাসলিলোপমম্ ॥ ২
বিদ্রমুষ্ণং[1] সলবণং রক্তাভং রক্তমেহতঃ । বসামেহী বসামিশ্রং বসাভং মূত্রয়েন্মুহুঃ ॥ ৩
মজ্জাভং মজ্জমিশ্রং বা মজ্জমেহী মুহুর্ম্মুহুঃ । হস্তী মত্ত ইবাজস্রং মূত্রং বেগবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৪
সলসীকং বিবদ্ধঞ্চ হস্তিমেহী প্রমেহতি । মধুমেহী মধুসমং জায়তে স কিল দ্বিধা ॥ ৫

ক্রুদ্ধে ধাতুক্ষয়াদ্বায়ৌ দোষাবৃতপথে যদা ।
আবৃতো দোষলিঙ্গানি সোঽনিমিত্তং প্রদর্শয়েৎ ॥ ৬
ক্ষণাৎ ক্ষীণঃ ক্ষণাৎ পূর্ণো ভজতে কৃচ্ছ্রসাধ্যতাম্ ।
কালেনোপেক্ষিতঃ সর্ব্বো যাতি মধুমেহতাম্ ॥ ৭

মধুরং যচ্চ মেহেষু প্রায়ো মধ্বিব মেহতি । সর্ব্বে তে মধুমেহাখ্যা মাধুর্য্যাচ্চ তনোরতঃ ॥ ৮

ধন্বন্তরি বলিলেন,—সুশ্রুত ! প্রমেহরোগের নিদান বলিব, শ্রবণ কর। প্রমেহরোগ সাধারণতঃ বিংশতিপ্রকার ; তন্মধ্যে শ্লেষ্মজ, দশপ্রকার, পিত্তজ ছয়প্রকার এবং বায়ুজ চারিপ্রকার। শুক্র, মেদ ও মূত্র কফাবহ হইয়া প্রমেহরোগ উৎপাদন করে। হারিদ্রমেহী ব্যক্তির কটুরসযুক্ত ও হরিদ্রাসদৃশ উষ্ণ ও মলনিঃসারণ হয়। মাঞ্জিষ্ঠমেহরোগীর মূত্র মঞ্জিষ্ঠাজলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। রক্তমেহে উষ্ণ, লবণযুক্ত ও রক্তাভ মেহ ক্ষরিত হয়। বসামেহী রোগীর বসামিশ্রিত অথবা বসার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট মূত্র নির্গত হয়। মজ্জামেহী ব্যক্তির বারংবার মজ্জার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট অথবা মজ্জামিশ্র স্রাব হইয়া থাকে। মত্তহস্তীর যেমন সর্ব্বদা মূত্রবেগ থাকে না, অথচ অধিক স্রাব হয়, সেইরূপ মজ্জামেহী রোগীরও মূত্রবেগ হয় না, কিন্তু অধিক স্রাব হয়। হস্তিমেহী ব্যক্তি অধিক পরিমাণে লালাযুক্ত স্রাব করে। মধুমেহী ব্যক্তি মধুর ন্যায় স্রাব করিয়া থাকে। ১-৫

প্রমেহরোগে সমধিক ধাতুক্ষয় হয়, এই নিমিত্ত বায়ু কুপিত হইয়া মধুমেহ উৎপাদন করে। বিশেষতঃ পিত্ত ও কফদ্বারা বায়ুস্রোতঃ রুদ্ধ হইলে উক্তরোগ জন্মিয়া থাকে। যে দোষের প্রবলতা-বশতঃ রোগ উৎপন্ন হয়, সেই সেই দোষের লক্ষণপ্রকাশ পায়। বিনা কারণেও প্রমেহ-রোগের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। প্রমেহরোগ কখন বা ক্ষীণ, কখন বা প্রবৃদ্ধ হয়, ইহা অতিকৃচ্ছ্রসাধ্য। মেহরোগ উপেক্ষা করিলে কালান্তরে সর্ব্ববিধ মেহই মধুমেহরোগে পরিণত হয়। মধুমেহরোগে প্রায়শঃ মধুর ন্যায় মিষ্ট স্রাব হয়। যে যে মেহরোগে শরীরে মধুরতা

১। বিস্রমুষ্ণং।

অবিপাকোঽরুচিশ্ছর্দ্দির্নিদ্রা কাসঃ সপীনসঃ।
উপদ্রবাঃ প্রজায়ন্তে মেহানাং কফজন্মনাম্॥ ৯
বস্তি-মেহনয়োস্তোদো মুষ্কাবদরণং জ্বরঃ।
দাহস্তৃষ্ণাঽম্লকো মূর্চ্ছা বিড্‌ভেদঃ পিত্তজন্মনাম্॥ ১০

বাতিকানামুদাবর্ত্তঃ কম্পহৃদ্‌গ্রহলোলতাঃ। শূলমুন্নিদ্রতা শোষঃ শ্বাসঃ কাসশ্চ জায়তে॥ ১১
শরাবিকা কচ্ছপিকা জালিনী বিনতালজী। মসূরিকা সর্ষপিকা পুত্রিণী সবিদারিকা।
বিদ্রধিশ্চেতি পীড়কাঃ প্রমেহোপেক্ষয়া দশ॥ ১২
অমদ্য কফসংশ্লেষাৎ প্রায়শস্ত্র প্রবর্ত্তনম্। মধুরাম্ল-লবণ-স্নিগ্ধ-গুরু-পিচ্ছিল-শীতলম্॥ ১৩
নবং ধান্যং সুরা-সূপ-মাংসেক্ষু-গুড়-গোরসম্। একস্থানাসনরতিং শয়নং বিধিবর্জ্জিতম্॥ ১৪

বস্তিমাশ্রিত্য কুরুতে প্রমেহান্ দূষিতঃ কফঃ।
দূষয়িত্বা বপুঃ ক্লেদং স্বেদমেদোবসামিষম্॥ ১৫

পিত্তং রক্তমতিক্ষীণে কফাদৌ মূত্রসংশ্রয়ম্। ধাতুং বস্তিমুপানীয় তৎক্ষয়ে চৈব মারুতঃ॥ ১৬
সাধ্যযাপ্যপ্রতীকার্য্যা মেহাস্তেনৈব তদ্ভবাঃ। সমে সমক্রিয়া দোষে পরস্পরায়তাপি চ॥ ১৭

ত্যাগে, সেই সেই মেহই মধুমেহ বলিয়া খ্যাত হয়। অবিপাক, অরুচি, বমি, নিদ্রা, কাস, পীনস, কফজ মেহরোগের এই সকল উপদ্রব জন্মে। পিত্তজ মেহরোগে বস্তি ও মূত্রাশয়ে বেদনা, অণ্ডকোষের বিদীর্ণতা, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, অম্ল উদ্গার, মূর্চ্ছা এবং মলভেদ এই সমস্ত উপদ্রব হয়। ৯-১০

বাতজ প্রমেহরোগে উদাবর্ত্ত, কম্প, হৃদয়ে বেদনা, কটু তিক্ত কষায় রসযুক্ত দ্রব্যভক্ষণে ইচ্ছা, শূল, অনিদ্রা, শোষ, শ্বাস ও কাস এই সকল উপদ্রব জন্মিয়া থাকে। প্রমেহরোগ উপেক্ষা করিলে শরাবিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, বিনতা, অলজী, মসূরিকা, সর্ষপিকা, পুত্রিণী, বিদারিকা ও বিদ্রধি এই দশবিধ পীড়কা (ব্রণবিশেষ) জন্মে। ভুক্ত অন্ন কফসংশ্লিষ্ট হইলে প্রায়শঃ প্রমেহরোগে প্রবর্ত্তিত হয়। প্রমেহরোগী মধুর, অম্ল লবণযুক্ত, স্নিগ্ধ, গুরু, পিচ্ছিল ও শীতল দ্রব্য খায়। নূতন অন্ন, সুরা, সূপ, মাংস, ইক্ষু, গুড় ও দুগ্ধ এই সমস্ত প্রমেহরোগের কারণ। প্রমেহরোগীর সহিত একাসনে অবস্থান বা শয়ন করিলেও প্রমেহরোগ উৎপন্ন হয়। দূষিত কফ বস্তিদেশ ও আশ্রয়স্থান দূষিত করিয়া প্রমেহ রোগ উৎপাদন করে এবং শরীর দূষিত করিয়া মেদ, বসা ও মাংস ক্লিন্ন করিয়া থাকে। ১১-১৫

কফাদি ক্ষীণ হইলে বায়ু মূত্রাশয়স্থিত রক্ত, পিত্ত ও ধাতু বস্তিদেশে আনয়নপূর্ব্বক মেহরোগ উৎপাদন করে। মেহরোগের উৎপাদক দোষসমূহ বিবেচনা করিয়া তাহা সাধ্য কি অসাধ্য নিরূপণ করিবে। বায়ুপিত্তাদিদোষের সাম্যাবস্থা থাকিলে রোগ সাধ্য হয়; উহাদিগের বিষমাবস্থায় রোগও বিষম হইয়া থাকে। সর্ব্ববিধ মেহ রোগে কর্দ্দমমিশ্র জলের ন্যায় মলিন ও অধিক-পরিমাণে প্রস্রাব হইয়া থাকে; মেহরোগের ইহা সাধারণ লক্ষণ।

সামান্যলক্ষণং তেষাং প্রভূতাবিলমূত্রতা। দোষদূষ্যাবিশেষেঽপি তৎসংযোগবিশেষতঃ।
মূত্রবর্ণাদিভেদেন ভেদো মেহেষু কল্প্যতে ॥ ১৮
অচ্ছং বহুসিতং শীতং নির্গন্ধমুদকোপমম্। মেহত্যুদকমেহেন কিঞ্চিদাবিলপিচ্ছিলম্ ॥ ১৯
ইক্ষো রসমিবাত্যর্থং মধুরঞ্চেক্ষুমেহতঃ সান্দ্রীভবেৎ পর্য্যুষিতং সান্দ্রমেহেন মেহতি ॥ ২০
সুরামেহী সুরাতুল্যমুপর্য্যচ্ছমধো ঘনম্। সংহৃষ্টরোমা পিষ্টেন পিষ্টবদ্বহুলং সিতম্ ॥ ২১
শুক্রাভং শুক্রমিশ্রং বা শুক্রমেহী প্রমেহতি।
মূর্ত্তাণূন্ সিকতামেহী সিকতারূপিণো মলান্ ॥ ২২
শীতমেহী সুবহুশো মধুরং ভৃশশীতলম্। শনৈঃ শনৈঃ শনৈর্মেহী মন্দং মন্দং প্রমেহতি।
লালাতন্তুযুতং মূত্রং লালামেহেন পিচ্ছিলম্ ॥ ২৩
গন্ধ-বর্ণ-রস-স্পর্শৈঃ ক্ষারেণ ক্ষারতোয়বৎ।
নীলমেহেন নীলাভং কালমেহী মসীনিভম্ ॥ ২৪

যেমন শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ ও লোহিতাদি বর্ণের সংযোগে পিঙ্গলপাটলাদি বিবিধবর্ণ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ বায়ু, পিত্ত ও কফ দূষিত হইয়া মেদোমাংসাদির যোগে মূত্রের বর্ণ প্রভৃতিও নানা-প্রকার হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত একদোষজ প্রমেহরোগ নানাপ্রকারে কল্পিত হয়। কফজ মেহরোগ দশপ্রকার;—উদকমেহ, ইক্ষুমেহ, সান্দ্রমেহ, সুরামেহ, পিষ্টমেহ, শুক্রমেহ, সিকতামেহ, শীতমেহ, শনৈর্মেহ ও লালামেহ। এক্ষণে ক্রমশঃ এই দশপ্রকার মেহের লক্ষণ কথিত হইতেছে। উদকমেহে নির্ম্মল, শ্বেতবর্ণ, শীতল গন্ধহীন, আবিল, পিচ্ছিল ও জলবৎ বহুপরিমাণে প্রস্রাব হয়। ইক্ষুমেহে ইক্ষুরসের ন্যায় অতীব মধুর প্রস্রাব হইয়া থাকে। সান্দ্রমেহে পর্য্যুষিত অন্নজলবৎ গাঢ় প্রস্রাব হয়। ১৮-২০

সুরামেহে সুরার তুল্য প্রস্রাব হয়, ঐ প্রস্রাব কোন পাত্রে রাখিলে তাহার উপরের অংশ তরল ও নীচের অংশ গাঢ় বলিয়া লক্ষিত হয়। পিষ্টমেহে তণ্ডুলচূর্ণমিশ্রিত জলের ন্যায় প্রস্রাব হয়, রোগীর শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে। শুক্রমেহে রোগী শুক্রের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট অথবা শুক্রমিশ্রিত প্রস্রাব করে। সিকতামেহে বালুকাবৎ সূক্ষ্ম ও কঠিন কণাযুক্ত অপরিষ্কার প্রস্রাব হয়। শীতমেহরোগীর অধিক পরিমাণে প্রস্রাব হয়; ঐ মূত্র শুক্ল, মধুর ও অত্যন্ত শীতল হইয়া থাকে। শনৈর্মেহগ্রস্ত ব্যক্তি বারংবার অল্পপরিমাণে প্রস্রাব করে। লালামেহে মুখস্থিত লালার ন্যায় তন্তুযুক্ত ও পিচ্ছিল প্রস্রাব হয়। পূর্ব্বে যে উক্ত হইয়াছে, পিত্তজ মেহ ছয়প্রকার তাহা কথিত হইতেছে, যথা—হারিদ্রমেহ, মাঞ্জিষ্ঠমেহ, রক্তমেহ, নীলমেহ, কৃষ্ণমেহ ও ক্ষারমেহ। এতন্মধ্যে হারিদ্রমেহ, মাঞ্জিষ্ঠমেহ ও রক্তমেহ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে; এক্ষণে নীলমেহ, কৃষ্ণমেহ ও ক্ষারমেহ কথিত হইতেছে। ক্ষারমেহে ক্ষারধৌত জলের ন্যায় গন্ধ, বর্ণ ও রসযুক্ত প্রস্রাব হয়, আর ক্ষারজলস্পর্শ করিলে যেমন পিচ্ছিল বোধ হয়, ক্ষারমেহীর প্রস্রাব স্পর্শ করিলেও সেইরূপ

সন্ধিমর্মসু জায়ন্তে মাংসলেষু চ ধামসু। অন্তোন্নতা মধ্যনিম্না অক্লেদরুজান্বিতা।
শরাবমানসংস্থানা পীড়কা স্যাৎ শরাবিকা॥ ২৫

সদাহা কূর্মসংস্থানা জ্ঞেয়া কচ্ছপিকা বুধৈঃ।
মহতী পীড়কা নীলা বিনতা নাম সা স্মৃতা॥ ২৬

দহতি ত্বঙ্মুত্থানে জালিনী কষ্টদায়িনী। রক্তা সিতা স্ফোটচিতা দারুণা ত্বলজী ভবেৎ॥ ২৭
মসূরাকৃতিসংস্থানা বিজ্ঞেয়া তু মসূরিকা। সর্ষপমানসংস্থানা ক্ষিপ্রপাকমহারুজা॥ ২৮
পুত্রিণী মহতী চাল্প সূক্ষ্মা পীড়কা স্মৃতা। বিদারীকন্দবদ্বৃত্তা কঠিনা চ বিদারিকা॥ ২৯
বিদ্রধের্লক্ষণৈর্যুক্তা জ্ঞেয়া বিদ্রধিকা তু সা। পুত্রিণী চ বিদারী চ দুঃসহা বহুমেদসঃ॥ ৩০
সত্ত্বঃ শিরোঘনাত্ত্বগতাঃ সম্ভবন্ত্যল্পমেদসঃ। তাসাং মেহবশাচ্চ[1] স্যাদ্দোষোদ্রেকো যথাযথম্॥ ৩১
প্রমেহেণ বিনাপ্যেতা জায়ন্তে দুষ্টমেদসঃ। তাবচ্চ নোপলক্ষ্যন্তে যাবদ্বর্ণক বস্তিগ্রহম্॥ ৩২

পিচ্ছিলতা অনুভব হইয়া থাকে। নীলমেহী ব্যক্তি নীলবর্ণ আর কৃষ্ণমেহী ব্যক্তি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্রাব করিয়া থাকে। প্রমেহরোগ উপেক্ষা করিলে পরিণামে সন্ধি, মর্ম ও মাংসল স্থানে শরাবিকাদি দশবিধ পীড়কা উৎপন্ন হয়। ২১-২৫

একণে সেই সকলের লক্ষণ কথিত হইতেছে। যে পীড়কার অন্তভাগ উন্নত, মধ্যভাগ নিম্ন ও শরাবের ন্যায় বেষ্টনযুক্ত এবং ক্লেদ ও বেদনাযুক্ত, তাহার নাম শরাবিকা। যে পীড়কা কচ্ছপের পৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত ও জ্বালাবিশিষ্ট তাহাকে কচ্ছপিকা বলে। যে পীড়কা নীলবর্ণ, কিঞ্চিৎ বৃহদাকার, তাহার নাম বিনতা। যে পীড়কার উৎপত্তিকালে চর্মে প্রদাহ অনুভব হয় তাহার নাম জালিনী; এই পীড়কা অত্যন্ত কষ্টপ্রদান করে। যে পীড়কা রক্তবর্ণ অথবা শ্বেতবর্ণ ও স্ফোটকের ন্যায় বড় হয়, তাহাকে অলজী পীড়কা বলা যায়। যে পীড়কার আকার ও বর্ণ মসূরের ন্যায়, তাহার নাম মসূরিকা, আর যাহার আকার ও বর্ণ সর্ষপের ন্যায়, তাহাকে সর্ষপিকা বলে; এই পীড়কা শিঘ্রাতে জন্মে, এই পীড়কা জন্মিলে শিঘ্রায় পাক ও অত্যন্ত বেদনা উৎপাদন করে। যে পীড়কা অধিকস্থান ব্যাপিয়া উৎপন্ন হয়, অথচ অধিক উন্নত হয় না, তাহার নাম পুত্রিণী। যে পীড়কা ভূমিকুষ্মাণ্ডের মূলের ন্যায় বৃত্তাকার ও কঠিন তাহাকে বিদারিকা বলা যায়। বিদ্রধি পীড়কার লক্ষণ বিদ্রধিনিদানে কথিত আছে। পুত্রিণী এবং বিদারী পীড়কা দুঃসহ, বহু মেদোযুক্ত হয়। ২৬-৩০

প্রমেহরোগে মেদের আধিক্য থাকিলে অল্প মেদোযুক্ত অন্যান্য নানাবিধ পীড়কা উৎপন্ন হয়। এইরূপ যখন যে দোষের প্রবলতা থাকে, তখন সেই সেই দোষের লক্ষণযুক্ত পীড়কা উৎপন্ন হয়। যে ব্যক্তির মেদ দুষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রমেহরোগ না থাকিলেও উক্ত পীড়কা জন্মিয়া থাকে। যাবৎ কালের মধ্যে পীড়কার বর্ণপ্রকাশ পায় না, তাবৎ তাহার লক্ষণ

১। তাস্বাপি পিড়কাঃ।

হারিদ্রবর্ণং রক্তং বা মেহপ্রাগ্‌রূপবর্জিতম্। যো মূত্রয়েন্ন তং মেহং রক্তপিত্তস্য তদ্বিদুঃ ॥ ৩৩

স্বেদোঽঙ্গগন্ধঃ শিথিলত্বমঙ্গে, শয্যাসনস্বপ্নসুখাভিষঙ্গঃ।
হৃন্নেত্র-জিহ্বা-শ্রবণোপদাহা, ঘনাঙ্গতা কেশ-নখাতিবৃদ্ধিঃ ॥ ৩৪
শীতপ্রিয়ত্বং গল-তালুশোষো, মাধুর্য্যমাস্যে কর-পাদদাহঃ।
ভবিষ্যতো মেহগণস্য রূপং, মূত্রেঽভিধাবন্তি পিপীলিকাশ্চ ॥ ৩৫
ইক্ষুপ্রমেহে মধুরং প্রপিচ্ছম্, মেহে মধৌ[1] স্যাদ্বিবিধো বিকারঃ।
সম্প্রসাধ্যা কফসম্ভবঃ স্যাৎ, ক্ষীণেষু মেহেষ্বনিলাত্মকো বা ॥ ৩৬
সম্পূর্ণরূপাঃ কফ-পিত্তমেহাঃ, ক্রমেণ যে বৈ রতিসম্ভবাশ্চ।
সংক্রামতে পিত্তকৃতাস্তু যাপ্যাঃ, সাধ্যোঽস্তি মেহো যদি নাস্তি রিষ্টম্ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীগারুড়ে পূর্ব্বখণ্ডে মহাপুরাণে প্রমেহনিদানং নাম
ত্রিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৩ ॥

নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। যে ব্যক্তির মূত্র হরিদ্রাভ কিংবা রক্তবর্ণ অথচ পূর্ব্বোক্ত প্রমেহলক্ষণবর্জ্জিত, তাহাকে রক্তপিত্ত বলে। ঘর্ম্ম, গাত্রগন্ধ, অঙ্গের শিথিলতা, শয়নে, উপবেশনে ও নিদ্রাসুখে আসক্তি, হৃদয় নেত্র জিহ্বা ও কর্ণে দাহ, কেশ ও নখের বৃদ্ধি, শীতপ্রিয়তা, গলশোষ ও তালুশোষ, মুখে মধুরতা এবং হস্তপদে প্রদাহ, এই সমস্ত মেহরোগের পূর্ব্বলক্ষণ। মেহরোগ উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রস্রাব করিলে তাহাতে পিপীলিকাসকল ধাবিত হয়। ইক্ষুপ্রমেহরোগে প্রস্রাবের মধুরতা ও পিচ্ছিলতা হয়। মধুমেহে বিবিধ বিকার হইয়া থাকে। কফজ মেহ কফ দ্বারা সর্ব্বশরীর ব্যাপ্ত হয়। বাতিক প্রমেহরোগে ধাতুক্ষীণতা জন্মে। কফজ ও পিত্তজ মেহ সম্পূর্ণলক্ষণাক্রান্ত হয়। যে সকল মেহরোগ রতিজন্য, সেই সকল মেহ সংক্রামিত হইয়া থাকে। পিত্তকৃত মেহ যাপ্য; যে মেহ সম্পূর্ণ উৎপন্ন হয় নাই, সেই মেহ সাধ্য। ৩৩-৩৭

শ্রীগরুড়পুরাণে প্রমেহনিদান নামক ত্রিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৩।

১। মধ্বমেহে।

চতুঃষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ধন্বন্তরিরুবাচ

নিদানং বিদ্রধের্বক্ষ্যে গুল্মস্য শৃণু সুশ্রুত । ভক্ষ্যৈঃ পর্যুষিতাত্যুষ্ণ-রূক্ষ-শুষ্ক-বিদাহিভিঃ ॥ ১
জিহ্মশয্যাবিচেষ্টাভিস্তৈস্তৈশ্চাসৃক্প্রদূষণৈঃ । দুষ্টত্বঙ্মাংসমেদোঽস্থিস্নায়্বসৃক্কণ্ডরাশ্রয়ঃ ॥ ২

যঃ শোথো বহিরন্তশ্চ মহাশূলো মহারুজঃ
বৃত্তঃ স্যাদায়তো যো বা স্মৃতো রোগঃ স বিদ্রধিঃ ॥ ৩
দোষৈঃ পৃথক্সমুদিতৈঃ শোণিতেন ক্ষতেন চ ।
বাহ্যে তে তত্র তত্রাঙ্গে দারুণে গ্রথিতোঽন্নতঃ[1] ॥ ৪

অন্তরো দারুণশ্চৈব গম্ভীরো গুল্মবদ্ঘনঃ । বল্মীকবৎ সমুৎস্রাবী অগ্নিমান্দ্যঞ্চ জায়তে ॥ ৫

নাভি-বস্তি-যকৃৎ প্লীহ-ক্লোম-হৃৎকুক্ষি-বক্ষণে ।
হৃদয়ে বেপমানে তু তত্র তত্রাভিতীব্ররুক্ ॥ ৬

শ্যাবারুণশিরোধানশ্যাবো বিষমসংস্থিতিঃ । সংকোচচ্ছেদভ্রমানাহ-স্পন্দসর্পণবান্ ॥ ৭
রক্ততাম্রাসিতঃ পিত্তাৎ তৃণ্মোহ-জ্বর-দাহবান্ । ক্ষিপ্রোত্থানপ্রপাকশ্চ পাণ্ডুঃ কণ্ডূযুতঃ কফাৎ ॥ ৮

ধন্বন্তরি বলিলেন,—হে সুশ্রুত! এক্ষণে বিদ্রধি ও গুল্মনিদান বলিব। পর্যুষিত, অতিউষ্ণ, রূক্ষ, শুষ্ক ও বিদাহী অন্ন ভোজন করিলে বিদ্রধি ও গুল্মরোগ উৎপন্ন হয়। কদর্য্য শয্যায় শয়ন বা বিপরীত কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা রক্ত দূষিত হইয়া ত্বক্, মাংস, মেদ, অস্থি দূষিত করত উদর অবলম্বন করে। দূষিত রক্ত উদর আশ্রয় করিলে শরীরের বাহ্যে অথবা অভ্যন্তরে মহাশূলান্বিত ও মহাপীড়াসংযুক্ত বৃত্তাকার যে শোথ জন্মে, আয়ুর্ব্বেদবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকে বিদ্রধি বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। বাতপিত্তাদি পৃথক্ পৃথক্রূপে ও মিলিতরূপে দূষিত হইলে বিদ্রধিরোগ জন্মে। ইহাতে যে অঙ্গ হইতে অধিক রক্ত স্রাবিত হয়, সেই সেই অঙ্গে অধিকাকার বিদ্রধিরোগ জন্মিয়া থাকে। অন্তর্গত বিদ্রধি অতি দারুণ, গভীর ও গুল্মের ন্যায় ঘন; উহা বল্মীকবৎ সচ্ছিদ্র হয়, ঐ সকল ছিদ্রদ্বারা সর্ব্বদা রক্তাদি স্রাবিত হইতে থাকে। ইহাতে রোগীর উদরাগ্নি মন্দীভূত হইয়া যায়। ১-৫

নাভি, বস্তি, যকৃৎ, প্লীহা, ক্লোম, হৃদয়, কুক্ষি এই সমস্ত স্থানে বিদ্রধিরোগ জন্মে। বিদ্রধিরোগ জন্মিলে সর্ব্বদা রোগীর হৃদয় কাঁপিতে থাকে; বিদ্রধিস্থানে তীব্র বেদনা অনুভূত হয়। বিদ্রধির শোথ শ্যাববর্ণ অথবা অরুণবর্ণ হয়, ইহার উপরিভাগ উন্নত থাকে, কিন্তু ক্রমান্বয়ে উহার পাক জন্মিয়া বিষমাকার হয়। বিদ্রধিরোগে সংজ্ঞানাশ, ভ্রম, আনাহ, স্পন্দন ও সর্পণ লক্ষ্য হইয়া থাকে। পিত্তজ বিদ্রধি রক্ত, তাম্র অথবা কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং তৃষ্ণা, মোহ, জ্বর, দাহ, এই সমস্ত উপদ্রব হয়। কফজ বিদ্রধি শিথিল, উন্নত এবং পাক ও

১। প্রথিতঃ স্মৃতঃ।

আম-পক্ক-বিদগ্ধত্বং তেষাং শোথবদাদিশেৎ। নাভেরূর্দ্ধমুখাৎ পক্বাৎ প্রস্রবন্ত্যপরে গুদাৎ ॥ ১৬

গুদাস্যনাভিতো[১] বিদ্যাদ্দোষং ক্লেদাচ্চ বিদ্রধৌ।
কুরুতে যাধিষ্ঠানস্থ বিবর্দ্ধং সন্নিপাতজঃ[২] ॥ ১৭
পক্বো হি নাভিবস্তিস্থো ভিন্নোঽন্তর্ব্বহিরেব বা।
পাকশ্চান্তঃ প্রবৃদ্ধস্য ক্ষীণস্যোপদ্রবান্বিতঃ ॥ ১৮
বিদ্রধিশ্চ ভবেৎ তত্র পাপানাং পাপযোষিতাম্।
সূতে তু গর্ভগে চৈব সম্ভবেৎ স্বসুর্দ্ধনঃ ॥ ১৯
ভবেৎ সসুখে দুঃখং বা বাহ্যবিদ্রধিলক্ষণম্।
নারীণাং সূক্ষ্মরন্ধ্রাণাং কন্যায়ান্ত ন জায়তে ॥ ২০

ক্রুদ্ধো রক্তগতির্বায়ুঃ শেফমূলকরো হি সঃ। মুষ্ক-বঙ্ক্ষণতঃ প্রাপ্য ফলকোষাভিবাহিনীম্ ॥ ২১

আপীড্য ধমনীবৃদ্ধিং করোতি ফল-কোষয়োঃ।
দোষো মেদেস্তু মূত্রান্ত্রৈ[৩] সবৃদ্ধিঃ সপ্তধা গদঃ ॥ ২২
মূত্রং তয়োরপ্যনিলাদ্বাতে বাতাবরে তথা।
বাতপূর্ণঃ খরস্পর্শো রুক্ষো বাতাচ্চ দাহকৃৎ ॥ ২৩
পক্বোদুম্বরসঙ্কাশঃ পিত্তাদ্দাহোষ্মপাকবান্।
কফাচ্ছীতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ কণ্ডূমান্ কঠিনোঽল্পরুক্ ॥ ২৪

অন্যান্য শোথের ন্যায় বিদ্রধির শোথেও পরিপাকাদি হইয়া থাকে। বিদ্রধির মুখ নাভির ঊর্দ্ধগত হইলে তাহা পক্ক ও বিদীর্ণ হইয়া গুহ্যদেশ দিয়া স্রাবিত হয়। গুহ্য, মুখ ও নাভিজ বিদ্রধি ক্লিন্ন হইলে তাহা সমধিক দোষাবহ জানিবে। সন্নিপাতজ বিদ্রধি স্ব স্ব স্থানে নানাবিধ বিবর্ত্ত করিয়া থাকে। নাভি ও বস্তির বিদ্রধি অন্তর্গত বা বাহ্যগত যেরূপই হউক, তাহা অবশ্যই পরিপক্ক হইয়া বিদীর্ণ হয়। অন্তর্গত বিদ্রধি প্রবৃদ্ধ হইলে তাহার পরিপাক হয়; ঐ বিদ্রধি ক্ষীণ হইলেই নানাপ্রকার উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। কুচরিত্রা স্ত্রীদিগের গর্ভগত সন্তান নষ্ট হইলে গর্ভে শোথ উৎপন্ন হয়। স্ত্রীগণের জরায়ুতে যে বিদ্রধি জন্মে, তাহাই তাহাদিগের বাহ্য বিদ্রধি; এই বিদ্রধি অতীব দুঃখপ্রদ, স্ত্রীদিগের রক্ত অতিসূক্ষ্ম, এজন্য কন্যকাবস্থায় বিদ্রধিরোগ জন্মে না। ১৬-২০

বায়ুর গতিরোধ হইলে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বায়ু লিঙ্গমূলে শোথ উৎপাদন করে এবং মুষ্ক ও বঙ্ক্ষণগত শিরাসমূহ পীড়িত করিয়া কোষগত ধমনীর বৃদ্ধি করিতে থাকে; ইহাতে মেদেতে শোথ জন্মে। ইহার নাম বৃদ্ধিরোগ। এই রোগ সাত প্রকার হইয়া থাকে। বাহ্য ও আভ্যন্তরিক বিদ্রধিতে বায়ুর প্রাবল্য থাকিলে অধিক প্রকোপ হয়। বাতিক বিদ্রধি খরস্পর্শ রুক্ষ ও দাহকারী। পিত্তজ বিদ্রধি পক্ক উডুম্বরের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, দাহ ও পাকযুক্ত।

---

১ নাভিজো। ২। শ্লোকোঽয়ং কচিন্ন দৃশ্যতে। ৩। বস্তাভে।

কৃষ্ণঃ স্ফোটাবৃতঃ পিত্তবৃদ্ধিলিঙ্গশ্চ রক্তজঃ। কফবন্মেদসা বৃদ্ধির্মৃদুস্তালফলোপমঃ ॥ ২৫
মূত্রধারণশীলস্য মূত্রজস্তু স গচ্ছতঃ। অম্ভোভিঃ পূর্ণদৃতিবৎ ক্ষোভং যাতি সরুঙ্ মৃদুঃ ॥ ২৬
মূত্রকৃচ্ছ্রমধস্তাচ্চ বলয়ং ফলকোশয়োঃ। বাতকোপিভিরাহারৈঃ শীততোয়াবগাহনৈঃ ॥ ২৭

বিণ্মূত্রধারণাদ্যৈশ্চ বিষমাঙ্গবিচেষ্টনৈঃ।
ক্ষোভিতৈঃ ক্ষোভিতোঽন্যৈশ্চ ক্ষীণাত্রঃ শরীরো যদা ॥ ২৮
পবনো বিগুণীকৃত্য স্বনিবেশমধো নয়েৎ।
কুর্যাদ্ বঙ্ক্ষণসন্ধিস্থো গ্রন্থ্যাভং শ্বয়থুং তদা ॥ ২৯
উপেক্ষ্যমাণস্য চ অন্ত্রবৃদ্ধি-মাধ্মানকষ্টৈর্বিবিধাশ্চ রোগাঃ।
প্রপীডিতোঽন্তঃ স্বনবান্ প্রয়াতি, প্রধ্মাপয়ন্নেতি পুনশ্চ মুক্তঃ ॥ ৩০

অন্ত্রবৃদ্ধিরসাধ্যোঽয়ং বাতবৃদ্ধিসমাকৃতিঃ। রক্তক্ষতাঙ্গশিরা ঊর্ণাবৃতগবাক্ষবৎ ॥ ৩১

বাতেরিতৈর্বা পৃথগ্দোষৈঃ সংস্পৃষ্টনিচয়ং গতঃ।
আর্তবস্য চ দোষেণ নারীণাং জায়তেঽষ্টমঃ ॥ ৩২

অসমূর্চ্ছিতশার্দূলৈঃ শয়নাদ্যৈশ্চ কর্ম্মভিঃ। কর্ষিতো বলবান্ যাতি শীতার্তশ্চ বুভুক্ষিতঃ ॥ ৩৩

যে বিদ্রধি কফজ, তাহা শ্যাব, শুক্ল, স্নিগ্ধ, কণ্ডুযুক্ত; ইহাতে অল্প ব্যথা থাকে। রক্তজ বিদ্রধি কৃষ্ণবর্ণ, স্ফোটাবৃত, পিত্তবৎ ও বৃদ্ধিলক্ষণযুক্ত। কফবৎ মেদোবৃদ্ধ হইয়া মৃদু ও তালফলোপম বৃদ্ধিরোগ জন্মে। ২১-২৫

যাহারা মূত্রবেগ ধারণ করে, তাহাদিগের মূত্রজ বিদ্রধি জন্মে। মূত্রজ বিদ্রধিরোগে রোগী শোভাহীন ও বৈর্য্যবান হয় এবং কখন কখন বা স্ফীত হইয়া থাকে। ঐ বিদ্রধি হইতে রক্তাদি নিঃসৃত হইলে উহা আকারে মৃদু হয়। এই রোগে বায়ুপ্রকোপকারক আহার ও শীতল জলে অবগাহন করিলে কোষের অধোভাগে বলয়াকার শোথ জন্মে। তাহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র হইয়া থাকে। মলমূত্রাদির বেগধারণ ও বিষম অঙ্গচালনা দ্বারা রোগীর শক্তিহানি হইলে যখন আন্ত্রিক অবয়বসকল অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হয়, তখন বায়ু প্রকুপিত হইয়া অধোদিকে রক্ত আনয়ন করে, তজ্জন্য বংক্ষণে গ্রন্থিবৎ শোথ উৎপন্ন হয়। ২৬-২৯

বৃদ্ধিরোগ উপেক্ষা করিলে শূল, ব্যথা, আধ্মান প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে, রোগী অত্যন্ত পীড়িত হয়, অভ্যন্তরে শব্দ হইতে থাকে ও বায়ু শিরঃপ্রদেশে গমন করিয়া থাকে। অন্ত্র বৃদ্ধিরোগ অসাধ্য। বাতিক বৃদ্ধিরোগ সাধ্যাবস্থায় থাকে। উক্ত রোগে শিরাসমূহ রুক্ষ ও কৃষ্ণবর্ণ হয়। গবাক্ষদ্বার যেমন ঊর্ণাজালে আবৃত হয়, বিদ্রধিরোগে শিরাসকল সেইরূপ হইয়া থাকে। উক্ত রোগ অষ্টপ্রকার; বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক। স্ত্রীদিগের ঋতুদোষজ যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাই অষ্টম। উক্ত রোগে রোগী বলবান্ হইলেও জ্বর, মূর্চ্ছা, অতীসার ও বমনাদিদ্বারা

১। মূত্রবৃদ্ধি-

যঃ স্নিগ্ধান্নপানানি মজ্জনপ্লবনাদিকম্। সেবতে হীনসংজ্ঞোঽভিরঞ্জিতঃ সমুদীরয়ন্॥ ৩৪

স্নেহস্বেদাবনভ্যস্য শোষণং বা নিষেবয়েৎ।
শুদ্ধো বা শুদ্ধিহানির্বা ভজেত স্তম্ভনানি বা॥ ৩৫
বাতোদ্ধতাস্তথা মলাঃ পৃথক্‌ চৈব হি তেঽথবা।
সর্ব্বো রক্তসুতো বাতাদেহস্রোতোঽনুসারিণঃ॥ ৩৬
ঊর্দ্ধাধোমার্গমাবৃত্য বায়ুঃ শূলং করোতি বৈ।
স্পর্শোপলভ্যং গুল্মাখ্যমুক্তং গ্রন্থিস্বরূপিণম্॥ ৩৭
কর্ষণাৎ কফবিড়্বাতৈর্মার্গস্যাবরণেন বা।
বায়ুঃ কৃতাশ্রয়ঃ কোষ্ঠে রৌক্ষ্যাৎ কাঠিন্যমাগতঃ॥ ৩৮

স্বতন্ত্রঃ স্বাশ্রয়ে দুষ্টঃ পরতন্ত্রঃ পরাশ্রয়ে। ততঃ পিণ্ডিতবৎ শ্লেষ্মা মলসংসৃষ্ট এব চ।
গুল্ম ইত্যুচ্যতে বস্তি-নাভি-হৃৎপার্শ্বসংশ্রয়ঃ॥ ৩৯

বাতজন্যে শিরঃশূল-জ্বর-প্লীহান্ত্রকূজনম্।
বেধঃ সূচ্যেব বিড়্ভ্রংশঃ কৃচ্ছ্রে মূত্রং প্রবর্ত্ততে॥ ৪০
গাত্রে মুখে পদে শোষঃ অগ্নিমান্দ্যং তথৈব চ।
রুক্ষকৃষ্ণত্বগাদিত্বং চলত্বাদনিলস্য চ॥ ৪১

ক্লিষ্ট, শীতার্ত্ত ও বুভুক্ষিত হয়। উক্তরোগে যদি অন্নভোজন কিংবা পানীয় দ্রব্য পান করে, অথবা মজ্জন ও স্নানাদি আচরণ করে, তবে সে সংজ্ঞাহীন হইয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে। উক্ত রোগে স্নেহকার্য্য ও স্বেদ আচরণ না করিয়া শোষণকার্য্য করিবে। শুদ্ধশরীরেই হউক, বা অশুদ্ধ শরীরেই হউক, স্তম্ভনকার্য্য করিবে। ৩০-৩৫

বাতিক বিশ্রবিতে বাতযুক্ত মলনিঃসরণ হয়, কখন বা পৃথক্‌রূপে বায়ু ও মলনিঃসরণ হইয়া থাকে। বায়ু কুপিত হইয়া শারীরিক স্রোতের অনুসরণ করে, তাহাতে রক্তযুক্ত মলনিঃসরণ হয়। উক্তরোগে বায়ু কুপিত হইলে ঊর্দ্ধ, ও অধোগত মার্গ রুদ্ধ হয়, তাহাতে দারুণ শূল হইয়া থাকে। গুল্মরোগ স্পর্শোপলভ্য, উচ্চ ও গ্রন্থিস্বরূপ। কফ শারীরিক মার্গ আবরণ করিলে বায়ু কুপিত হইয়া কোষ্ঠ আশ্রয় করে; তাহাতে কফযুক্ত মল কঠিন হইয়া গুল্মরোগ উৎপাদন করে। বায়ু দূষিত হইয়া নিজ আশ্রয়ে থাকিলে স্বতন্ত্র এবং পরাশ্রয়ে পরতন্ত্র হয়। তাহাতে মলসংসৃষ্ট শ্লেষ্মা পিণ্ডবৎ হইয়া বস্তি, নাভি, হৃদয় বা পার্শ্ব আশ্রয় করে, ইহাকে গুল্মরোগ বলে। বাতজ গুল্মে শিরঃশূল, জ্বর, প্লীহা, অন্ত্রকূজন, সূচীবেধবৎ বেদনা, মলভেদ, এই সমস্ত উপদ্রব হয় এবং অতিকষ্টে প্রস্রাবাদি হইয়া থাকে। ৩৬-৪০

উক্তরোগে বায়ু চালিত হইয়া গাত্রে, মুখে, পদে শোথ এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপদ্রব জন্মায়; বিশেষতঃ শরীরের চর্ম্ম রুক্ষ ও কৃষ্ণবর্ণ হয়। গুল্মরোগের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই।

অবিক্লিন্নসংস্থানো বিচক্ষুস্ফুরাতগুল্ম্। পিপীলিকাব্যাপ্ত ইব গুল্মঃ স্ফুরতি তুদ্যতে ॥ ৪২

পিত্তাদ্দাহাম্লকৌ মূর্চ্ছা বিড্ভেদাঃ স্বেদতৃড্জ্বরাঃ।
হারিদ্র্যং সর্ব্বগাত্রেষু গুল্মশ্চোষ্ণস্য দর্শনম্ ॥ ৪৩
হ্রিয়তে দীপ্যতে সেব্য স্বস্থানং দহতীব চ।
কফাৎ স্তৈমিত্যমরুচিঃ সদনং শিরসি জ্বরঃ ॥ ৪৪
পীনসালস্য হৃল্লাসঃ শুক্লকৃষ্ণত্বগাদিতা।
গুল্মোঽবগাঢ়ঃ[1] কঠিনো গুরুঃ স্বপ্নঃ স্থিরাত্মক্ ॥ ৪৫

স্বদোষস্থানধামানস্ত এবাত্র মারকাঃ। প্রায়স্ত যে চ বন্দোষা গুল্মাঃ সংসৃষ্টলক্ষণাঃ[2] ॥ ৪৬

সর্ব্বজস্তীব্ররুগ্দাহঃ[3] শীঘ্রপাকী ঘনোন্নতঃ।
সোঽসাধ্যো রক্তগুল্মস্তু স্ত্রিয়া এব প্রজায়তে ॥ ৪৭
ঋতৌ বা চৈব শূলার্ত্তা যদি বা যোনিরোগিণী।
সেবতে বাতলানি স্ত্রী কুপিতস্যাঃ সমীরণঃ ॥ ৪৮
নিরুণদ্ধ্যার্তবং যোন্যাং প্রতিমাসং ব্যবস্থিতম্।
কুক্ষিং করোতি তদগর্ভে লিঙ্গমাবিষ্করোতি চ ॥ ৪৯

এই রোগে চক্ষু বিস্তৃত হয়, কিন্তু তাহার দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া থাকে। গুল্ম পিপীলিকা পরিব্যাপ্তের ন্যায় হইলে তাহা বিদারিত ও চলিত হয়। পিত্তজ গুল্মরোগে দাহ, অম্লোদ্গার, মূর্চ্ছা, মলভেদ, ঘর্ম, তৃষ্ণা এই সমস্ত উপদ্রব হয়; সর্ব্বগাত্র হরিদ্রাবর্ণ হইয়া থাকে। এই রোগে কখন কখন শোথও দেখা যায়। কফজ গুল্ম রোগে কখন কখন কফ বশীভূত থাকে, কখন বা প্রদীপ্ত হইয়া যেন স্বস্থান দগ্ধ করিতে থাকে। কফজ গুল্মরোগে স্তৈমিত্য, অরুচি, শিরঃপীড়া ও অবসন্নতা এই সকল উপদ্রব হয়। উক্ত রোগে শরীরে স্থূলতা, হৃল্লাস ও চর্ম শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ হয়। গুল্ম অতিকঠিন, গভীর ও গুরু হয়, নিদ্রার কালের স্থিরতা থাকে না; কখন অতি নিদ্রা কখন বা অল্পনিদ্রা হইয়া থাকে। ৪০-৪৫

উক্ত রোগে রক্তপিত্তাদি দোষ-সমূহ স্ব স্ব স্থান আশ্রয় করিয়া থাকে এবং ঐ সকলই রোগীর পক্ষে মারক হইয়া উঠে। প্রায়ই দোষত্রয়ের প্রকোপে গুল্মরোগ জন্মে; অনিয়মিত মৈথুনও উক্তরোগের কারণ হয়। ত্রিদোষজ গুল্মে তীব্রবেদনা ও অতিশয় দাহ হইয়া থাকে। ইহা অতীব উন্নত ও ঘন হইয়া শীঘ্র পাকিয়া উঠে। রক্তজ গুল্ম অসাধ্য। ইহা স্ত্রীদিগেরই হইয়া থাকে। যে স্ত্রীর ঋতুকালে অধিক বেদনা অথবা কোন প্রকার যোনিরোগ থাকে, সে অধিক বায়ু সেবন করিলে বায়ু কুপিত হইয়া ঋতুস্রাব অবরোধ করে; প্রতিমাসীয় নিরুপিত ঋতু অবরুদ্ধ থাকায় উদরমধ্যে শোণিত সঞ্চয়হেতু সম্পূর্ণ গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পায়। ৪৬-৪৯

১। গুল্মো গভীরঃ। ২। সংসৃষ্টমৈথুনাঃ। ৩। রুগ্দাহঃ।

হৃল্লাস-দৌহৃদ-স্তন্যদর্শনং কামচারিতা।
ক্রমেণ বায়োঃ সংসর্গাৎ পিত্তং যোনিষু সঞ্চয়ম্ ॥ ৫০
রক্তস্য কুরুতে তস্যা বাতপিত্তোক্তলক্ষণান্। গর্ভাশয়ে চ সুতরাং শূলাদ্যৈকবানুগাশ্রয়ে ॥ ৫১
যোনিস্রাবশ্চ দৌর্গন্ধ্যং তোদস্পন্দনবেদনে।
কদাপি গর্ভবদ্ গুল্মঃ সর্ব্বে তে বস্তিসম্ভবাঃ ॥ ৫২
পাকং চিরেণ ভজতে নৈবতে বিদ্রধিঃ পুনঃ। পাচ্যতে শীঘ্রমত্যর্থং দুষ্টরক্তাশ্রয়স্তু সঃ ॥ ৫৩
অতঃ শীঘ্রং বিদাহিত্বাদ্বিদ্রধিঃ সোঽভিধীয়তে। গুল্মান্তরাশ্রয়ে বস্তিদাহঃ প্লীহবেদনা ॥ ৫৪
অগ্নি-বর্ণ-বলভ্রংশো বেগানাং বা প্রবর্ত্তনম্।
অতো বিপর্য্যয়ে বাহ্যং কোষ্ঠাঙ্গেষু চ নাতিরুক্ ॥ ৫৫
বৈবর্ণ্যমথবা কার্শ্যং বহিরুন্নততাধিকম্। আটোপমত্যুগ্ররুজাধ্মানমুদরে ভৃশম্ ॥ ৫৬
ঊর্দ্ধাধো বাতরোধেন তমানাহং প্রচক্ষতে।
ঘনশ্চাষ্ঠ্যাপমো গ্রন্থিলোঽষ্ঠীলোঽপি[1] সমুন্নতঃ ॥ ৫৭
ঘনতলিকসংযুক্তঃ প্রত্যষ্ঠীলা তদাকৃতিঃ। পক্বাশয়োত্থোঽধ্যবং বায়ুস্তীব্ররুজাশ্রয়াৎ ॥ ৫৮

এই রোগে হৃল্লাস, বিবিধ দ্রব্যভোজনে ইচ্ছা, স্তনে ক্ষীর দর্শন, কামচারিতা প্রভৃতি লক্ষণপ্রকাশ পায়। বায়ুর সংসর্গবশতঃ পিত্ত যোনিতে শোণিত সঞ্চয় করে; ইহাতে বাতপিত্তোক্ত গুল্মের লক্ষণসকল প্রকাশ পায়। শোণিত গর্ভাশয় আশ্রয় করিলে গর্ভাশয়ে সমধিক শূল হইয়া থাকে। উক্তরোগে যোনিস্রাব, দুর্গন্ধ, তোদনিস্পন্দন, বেদনা, এই সমস্ত উপদ্রব হয়। গুল্মরোগে কখন কখন সম্পূর্ণ গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। সর্ব্ববিধ গুল্মরোগই বস্তিসম্ভূত। গুল্মরোগে আহারীয় বস্তু দীর্ঘকালে পরিপাক হয়, গুল্মরোগ জন্মিলে পর বিদ্রধির আর বৃদ্ধি হয় না। ইহাতে দুষ্ট রক্তাশ্রয় বিদ্রধি শীঘ্র পরিপাক পায়। গুল্মরোগের কোন কোন লক্ষণ প্রকাশ হইলেও তাহাতে যদি অধিক দাহ উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে বিদ্রধি বলিয়া জানিবে। গুল্মরোগ অন্তরাশ্রয় করিলে বস্তিদেশে প্রদাহ এবং প্লীহার ন্যায় বেদনা অনুভূত হয়। ৫০-৫৪

উক্তরোগে অগ্নি, বল ও বর্ণের নাশ হয়; মলমূত্রাদির বেগ থাকে না; কিন্তু ইহার বিপর্য্যয় হইলে বাহ্যলক্ষণ প্রকাশ পায়; কোষ্ঠে ও অঙ্গে অল্প অল্প বেদনা। উক্তরোগে শরীর-বিবর্ণতা ও কার্শ্য হয়; উদরের বহির্ভাগ সমধিক উন্নত হইয়া থাকে। আটোপ, উদরে উগ্রবেদনা, আধ্মান প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়। উক্তরোগে যদি ঊর্দ্ধ ও অধোগত বায়ুর রোধ হয়, তবে তাহাকে আনাহরোগ বলে। গুল্মরোগ অষ্ঠির ন্যায় ঘন, গ্রন্থিবৎ উন্নত হইলে তাহাকে অষ্ঠীলা বলে। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পাইলে পক্বাশয়স্থ বায়ু যদি অধিক বেদনা উৎপাদন করে, তবে প্রত্যষ্ঠীলা বলিয়া জানিবে।

১। গ্রন্থিলোঽষ্ঠিলা ক

উদ্গারবাহুল্য[1]-পুরীষবন্ধ-তৃপ্ত্যক্ষমত্বান্ত্র[2]বিকূজনানি।
আটোপমাধ্মানমপক্তিশক্তিঃ, সর্ব্বস্য গুল্মস্য[3] ভবেচ্চ চিহ্নম্ ॥ ৫১

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বিদ্রধিগুল্মনিদানং নাম
চতুঃষষ্ট্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৪ ॥

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[illegible]

উদরাণাং নিদানঞ্চ বক্ষ্যে সুশ্রুত তচ্ছৃণু। রোগাঃ সর্ব্বেঽপি মন্দাগ্নৌ সুতরামুদরাণি তু ॥ ১
অজীর্ণা অনিলাশ্চান্যে[4] জায়ন্তে মলসঞ্চয়াৎ। ঊর্দ্ধ্বগো বায়বো রুদ্ধা ব্যাকুলীব প্রবাহিণী ॥ ২
প্রাণা অপানান্ সন্দূষ্য[5] কুর্য্যুস্ত্বাংসসন্ধিগান্। আধ্মাপ্য কুক্ষিমুদরমষ্টধা তচ্চ ভিদ্যতে ॥ ৩
পৃথগ্দোষৈঃ সমস্তৈশ্চ প্লীহবদ্ধক্ষতোদকৈঃ।
তেনার্ত্তাঃ শুষ্কতাল্বোষ্ঠাঃ সর্ব্বশাদকরোগিণঃ ॥ ৪

উদ্গারবাহুল্য, পুরীষবন্ধ, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অন্ত্রকূজন, আটোপ, আধ্মান ও পরিপাকশক্তির হানি—সর্ব্বপ্রকার গুল্মরোগে এই সমস্ত চিহ্ন প্রকাশ পায়। ৫০-৫১

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বিদ্রধিগুল্মনিদান নামক চতুঃষষ্ট্যধিক-
শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৪।

পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়

ধন্বন্তরি বলিলেন,—সুশ্রুত! অনন্তর উদররোগের নিদান বলিব, শ্রবণ কর। মন্দাগ্নি হইতেই সর্ব্ববিধ রোগ উৎপন্ন হয়, অতএব উদররোগই সর্ব্বরোগের কারণ। উদরে মলসঞ্চয় হইলে অজীর্ণাদি অন্যান্য রোগ আর ঊর্দ্ধ ও অধোগত বায়ু অবরুদ্ধ হয় বলিয়া প্রবাহিণী নাড়ী সমস্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। প্রাণবায়ু অপানাদি বায়ুকে দূষিত করিয়া তাহাদিগকে মাংসসন্ধিগত করে, তাহাতে কুক্ষিদেশ অবরুদ্ধ হইয়া উদররোগ উৎপন্ন হয়। উক্ত উদররোগ আটপ্রকার; যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ, বদ্ধজ, প্লীহজ, ক্ষতজ ও উদকজ। এই আটপ্রকার উদররোগ নির্দ্দিষ্ট আছে। উদররোগে পীড়িত ব্যক্তির তালু ও ওষ্ঠ শুষ্ক হয়। উদররোগী ব্যক্তির কোনরূপ কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না; সে আহার করিতে

১। উদ্গারবাহুল্য। ২। তৃপ্ত্যক্ষমত্বান্ত্র। ৩। আসন্নগুল্মস্য।
৪। অজীর্ণামলসাঞ্চান্যে। [5] সংদূষ্য।

নষ্টচেষ্টাবলাহারাঃ কৃশপ্রধ্মাতকুক্ষয়ঃ। পুরুষাঃ স্যুঃ প্রেতরূপা ভাবিনস্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৫

ক্ষুন্নাশোঽরুচিবৎ সর্ব্বং সবিদাহঞ্চ পচ্যতে।

জীর্ণান্নং যো ন জানাতি স পথ্যং[1] সেবতে নরঃ ॥ ৬

ক্ষীয়তে বলমস্য শ্বসিত্যল্পোঽপি চেষ্টিতঃ

বিষয়াপ্রবৃত্তিবুদ্ধিশ্চ শোকশোথাদয়োঽপি চ ॥ ৭

বস্তিসন্ধৌ সততং লঘ্বল্পভোজনৈরপি। জরাজীর্ণো বলভ্রংশো ভবেজ্জঠররোগিণঃ ॥ ৮

তন্দ্রালস্যমলসর্গোঽল্পবহ্নিতা। দাহঃ শ্বয়থুরাধ্মানমন্তে সলিলসম্ভবে ॥ ৯

সর্ব্বস্য তোয়ে মরণং শোচনন্তত্র নিষ্ফলম্। গবাক্ষবচ্ছিরাজালৈরুদরং গুড়্গুড়ায়তে ॥ ১০

নাভিমন্ত্রঞ্চ বিষ্টভ্য বেগং কৃত্বা প্রণশ্যতি। মারুতে হৃৎকটীনাভিপায়ুবঙ্ক্ষণবেদনাঃ ॥ ১১

সশব্দো নিঃসরেদ্বায়ুর্বদ্ধস্তে মূত্রমল্পকম্। নাতিমান্দ্যং ভবেল্লৌল্যং নরস্য বিরসং মুখম্ ॥ ১২

তত্র বাতোদরে শোথঃ পাণিপাদমুখাক্ষিষু[2]।

কুক্ষিপার্শ্বোদরকটীপৃষ্ঠরুক্‌পর্ব্বভেদনম্ ॥ ১৩

শুষ্ককাসাঙ্গমর্দ্দাধোগুরুতা মলসংগ্রহঃ। শ্যাবারুণত্বগাদিত্বং মুখে চ রসবৃদ্ধিতা ॥ ১৪

পারে না, তথাপি সর্ব্বদা উদর স্ফীত থাকে। উক্ত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির আকার প্রেতের ন্যায় বিকৃত হয়। ১-৫

উক্তরোগের পূর্ব্বলক্ষণ, যথা ক্ষুধানাশ, অরুচি, পাককালে দাহ, উদররোগের পূর্ব্বে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। যে ব্যক্তি অন্নের জীর্ণতা অনুভব করিতে পারে না, পথ্যসেবায় তৎপর থাকিবে। উদররোগে বলক্ষয় হয়, সুতরাং রোগী অল্প কোন কার্য্য করিলেও তাহার আয়াস উপস্থিত হইয়া থাকে ; এবং তাহার কোনবিষয়ে বুদ্ধিপ্রবেশ করে না ; কিন্তু শোক ও শোথ হইয়া থাকে। উদররোগী ব্যক্তি অল্পভোজন করিলেও বস্তিসন্ধিতে পীড়া অনুভূত হয়। সর্ব্ববিধ উদররোগেই রোগী জরাজীর্ণ হইয়া থাকে ; তাহার বলহানি হয়। তন্দ্রা, অলসতা, মলবেগ, মন্দাগ্নি, দাহ, শোথ ও আধ্মান জলোদররোগে এই সমস্ত লক্ষণ হয়। সর্ব্ববিধ জলোদররোগে রোগীর মরণ হয়, তাহাতে শোক করা নিষ্প্রয়োজন। উদররোগে রোগীর উদর শিরাজালে ব্যাপ্ত হয়, তাহাতে সর্ব্বদা গুড় গুড় শব্দ হইতে থাকে। ৬-১০

উক্ত রোগে নাভি ও অন্ত্র বিষ্টব্ধ হয় এবং মলনির্গমাদির বেগ হইয়াই নষ্ট হইয়া যায়। বায়ুজ উদররোগে হৃদয়, কটি, নাভি, পায়ু, বঙ্ক্ষণ এই সকল স্থানে ব্যথা হয়। উক্তরোগে সশব্দে বায়ুনিঃসরণ হইতে থাকে এবং অল্পপরিমাণে প্রস্রাব হয়। তাহার কোন বিষয়েই অধিক স্পৃহা থাকে না ; মুখ সর্ব্বদা বিরস থাকে। বাতোদরে হস্ত, পদ ও মুখে শোথ হয় ; উদর, পার্শ্ব, কটি, পৃষ্ঠাদি স্থানে ভেদবৎ পীড়া অনুভূত হইয়া থাকে। শুষ্ক কাস, গাত্রবেদনা,

---

১। সোঽপথ্যং। ২। মুখকুক্ষিষু।

সতোদভেদমুদরং নীলকৃষ্ণশিরাততম্। আধ্মাতমুদরে শব্দমতুলং বা করোতি সঃ ॥ ১৫
বায়ুশ্চাত্র সরুক্শব্দং বিচরেৎ সর্বতোগতিঃ। পিত্তোদরে জ্বরো মূর্চ্ছা দাহস্তৃট্ কটুকাস্যতা ॥ ১৬

ভ্রমোঽতিসারঃ পীতত্বং ত্বগাদাবুদরং হরিৎ।
পীততাম্রশিরানদ্ধং সস্বেদং সোষ্ম দহ্যতে ॥ ১৭

ধূমায়তি মৃদুস্পর্শং ক্ষিপ্রপাকং প্রদূয়তে। শ্লেষ্মোদরেঽঙ্গসদনং স্বেদশ্বয়থুগৌরবম্ ॥ ১৮

নিদ্রা ক্লেশোৎকরুচিঃ শ্বাসঃ কাসঃ শুক্লত্বগাদিতা।
উদরং স্তিমিতং স্নিগ্ধং শুক্লকৃষ্ণশিরাবৃতম্ ॥ ১৯
চিরাভিবৃদ্ধৌ কঠিনং শীতস্পর্শং গুরু স্থিরম্।
ত্রিদোষকোপনৈস্তৈস্তৈস্ত্রিদোষমলিঙ্গৈর্মলৈঃ ॥ ২০

সর্বমুখশ্রুতৌ চ সরক্তাঃ সঞ্চিতা মলাঃ। কোষ্ঠং প্রাপ্য বিকুর্বাণাঃ শোষমূর্চ্ছাভ্রমান্বিতম্ ॥ ২১
কুর্যুস্ত্রিলিঙ্গমুদরং শীঘ্রপাকং সুদারুণম্। বর্দ্ধতে তচ্চ সুতরাং শীতবাতাভ্রদর্শনে ॥ ২২

অত্যশনাচ্চ সংক্ষোভাদ্ যানপানাতিচেষ্টিতৈঃ।
অত্যাচরিত[1]পানাদ্যৈর্বমনব্যাধিকর্ষণৈঃ ॥ ২৩

অধোভাগের গুরুতা, মলসংগ্রহ, গাত্রের তাম্রবর্ণ কিংবা অরুণবর্ণতা এবং সময়ে সময়ে মুখে নানারস অনুভূত হয়। উক্তরোগে উদরের বেদনা, উদরভেদ ও উদর নীল কৃষ্ণবর্ণ শিরাজালে ব্যাপ্ত হয়। উদরাধ্মান, উদরে নানাবিধ শব্দ এই সকল উপদ্রব হয়। ১১-১৫

উক্তরোগে বায়ু সর্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া অভ্যন্তরে নানারূপ শব্দ উৎপাদন করে। পিত্তজ উদররোগে জ্বর, মূর্চ্ছা, দাহ, মুখের কটুতা, ভ্রম, অতীসার, চর্মাদির পীতবর্ণত্ব, উদরের হরিদ্বর্ণতা এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগে সর্বশরীরে পীতবর্ণ কিংবা তাম্রবর্ণ শিরাসকল ব্যক্ত হয়; সর্বশরীরে ঘর্ম নিঃসৃত হইয়া থাকে। শরীর অত্যন্ত উষ্ণ হয় ও বোধ হয় যেন সর্বদা শরীর দগ্ধ হইতেছে। এই রোগে সর্বদা ধূমবমন হয়, আর উদর মৃদুস্পর্শ হইয়া থাকে। ইহাতে অতি সত্বর পাক হয় বটে, কিন্তু পাককালে উদরে দাহ জন্মে। শ্লেষ্মজ উদররোগে শরীরের অবসন্নতা, ঘর্ম, শোথ, শরীরের গুরুতা, নিদ্রাকালে ক্লেশ, অরুচি, শ্বাস, কাস, গাত্রের শুক্লবর্ণতা এই সমস্ত লক্ষণপ্রকাশ পায়। উক্তরোগে উদর স্নিগ্ধ, শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ শিরাজালে আবৃত হয়। কফোদরে অধিক দিনবৃদ্ধি হইলে উদর কঠিন, শীতস্পর্শ গুরু ও স্থির হয়। ত্রিদোষজ উদররোগে দোষত্রয়ের লক্ষণপ্রকাশ পায়। ১৬-২০

সর্বপ্রকার দোষে দূষিত উদররোগে রক্ত ও মল কোষ্ঠে সঞ্চিত থাকিয়া বিকৃত হয়, তাহাতে মূর্চ্ছা ও ভ্রমাদি উপসর্গ সমন্বিত উদররোগ জন্মে। ইহাতে সর্ববিধ দোষের লক্ষণপ্রকাশ পায়। ইহা অতি দারুণ রোগ। অল্পদিনের মধ্যেই ইহা পাকিয়া উঠে। শীত বাতের প্রবৃত্তি সময়ে এই রোগের বৃদ্ধি হয়। অধিক ভোজন, সংক্ষোভ, অধিক

১। অধিষ্ঠিতৈশ্চ।

বামপার্শ্বস্থিতপ্লীহা চ্যুতস্থানা বিবর্দ্ধিতে[1]। শোণিতাদ্বা রসাদিভ্যো বিবৃদ্ধঞ্চ বিবর্দ্ধয়েৎ ॥ ২৪
সোঽষ্ঠীলেতিকঠিনঃ প্রোন্নতঃ কূর্ম্মপৃষ্ঠবৎ। ক্রমেণ বর্দ্ধমানশ্চ কুক্ষৌ ব্যাপ্তিমাহরেৎ ॥ ২৫

শ্বাসকাসপিপাসাস্যবৈরস্যাধ্মানকজ্বরৈঃ।
পাণ্ডুত্বমূর্চ্ছাবমিভিশ্চ দাহমোহৈশ্চ সংযুতঃ ॥ ২৬

অরুণাভং বিচিত্রাভং নীলহারিদ্ররাজিমৎ। উদাবর্ত্তেন চানাহমোহতৃড়্দহনজ্বরৈঃ ॥ ২৭

গৌরবারুচিকাঠিন্যৈ-র্বিদ্যাত্তত্রমসংক্রমাৎ।
প্লীহবদ্ দক্ষিণাৎ পার্শ্বাৎ কুর্য্যাদ্ যকৃদপি চ্যুতম্ ॥ ২৮

পক্ষে চ্যুতে যকৃতি চ তদা বদ্ধে মলে গুদে। দুর্নামভিরুদাবর্ত্তৈরন্যৈর্বা পীড়িতো ভবেৎ ॥ ২৯

বর্চ্চঃপিত্তকফান্ রুদ্ধান্ করোতি কুপিতোঽনিলঃ।
অপানো জঠরে তেন সংরুদ্ধো জ্বরসম্ভবঃ ॥ ৩০
কাসঃ শ্বাসোঽবসাদনং[2] শিরোহৃন্নাভিপার্শ্বরুক্।
যথাসর্পোঽরুচিশ্ছর্দ্দিরুদরং মূলমারুতম্ ॥ ৩১

শিরানীলারুণশিরা-জালৈরুদরমাবৃতম্। নাভেরুপরি চ প্রায়ো গোপুচ্ছাকৃতি জায়তে ॥ ৩২

অস্থ্যাদিশল্যৈরন্যৈশ্চ বিদ্ধে চৈবোদরে তথা।
পচ্যতে যকৃদাদিশ্চ তচ্ছিদ্রৈশ্চ সরন্ বহিঃ ॥ ৩৩

যানারোহণ, অধিক পান ও অধিক বমনজনিত ক্লেশবশতঃ বামপার্শ্বস্থ প্লীহা স্থানচ্যুত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শোণিত বা রসাদি হইতে প্লীহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। উহা অতি কঠিন ও কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত হইলে তাহাকে অষ্ঠীলা বলা যায়। ইহা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া সমুদায় উদর পরিব্যাপ্ত করে ২১-২৫

এই রোগে শ্বাস, কাস, পিপাসা, আধ্মান, জ্বর, চর্ম্মের পাণ্ডুবর্ণতা, মূর্চ্ছা, বমি, দাহ, মোহ, এই সমস্ত উপদ্রব হয়। উদররোগীর উদর অরুণবর্ণ, বিচিত্রবর্ণ, নীলবর্ণ কিংবা হরিদ্রাবর্ণ হয়। ইহাতে উদাবর্ত্ত, আনাহ, মোহ, হৃদয়সন্তাপ ও জ্বর এই সমস্ত রোগ জন্মিয়া থাকে। শরীরের গুরুতা, অরুচি, কঠিনতা, বেগবিঘাত ও ভ্রমসংক্রমপ্রযুক্ত প্লীহার ন্যায় দক্ষিণপার্শ্ব হইতে যকৃৎ স্থানভ্রষ্ট হয়। যকৃৎ পক্ব হইলে গুহ্যদেশে মল কঠিনরূপে আবদ্ধ থাকে, তাহাতে রোগীর দুর্নাম, উদাবর্ত্তপ্রভৃতি অন্যান্য রোগ উপস্থিত হয়। যকৃদ্রোগে বায়ু কুপিত হইয়া মল, কফ ও পিত্তকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, সেই হেতু জঠরে অপানবায়ু রুদ্ধ হইয়া জ্বররোগ উৎপাদন করে। ২৬-৩০

কাস, শ্বাস, অবসাদ, শির, অঙ্গ, নাভি ও পার্শ্বে বেদনা, মলের অপ্রবৃত্তি, অরুচি, বমি এই সমস্ত উপদ্রব হয়। যত রকম উদররোগ আছে, বায়ুই সকলের মূলকারণ। উদররোগে স্থির, নীল বা অরুণবর্ণ শিরাসকল উদরে পরিব্যাপ্ত হয়, এবং প্রায়ই নাভির

১। বিবর্দ্ধতে। ২। শ্বাসোঽবসদনং।

আম এব গুদাদেতি ততোঽস্রাবঃ সকৃথনঃ ।
স তু বিকৃতবর্ণোঽপি পিচ্ছিলঃ পীতলোহিতঃ ॥ ৩৪

শেষশ্চাপূর্য্য জঠরং ঘোরমাবহতে ততঃ । বর্দ্ধতে তদধো নাভেরাশু চৈতি জলাত্মতাম্ ॥ ৩৫

উদ্রিক্তে দোষরূপে চ ব্যাপ্তে চ শ্বাসতৃড়্ভ্রমৈঃ ।
ছিদ্রোদরমিদং প্রাহুঃ পরিস্রাবীতি চাপরে ॥ ৩৬

প্রবৃত্তঃ স্নেহপানাদিঃ সহসাম্বুপায়িনঃ । অত্যম্বুপানান্মন্দাগ্নেঃ ক্ষীণস্যাতিকৃশস্য চ ॥ ৩৭

রুদ্ধাম্বুমার্গোঽনিলঃ কফশ্চ জলমূর্চ্ছিতঃ । বর্দ্ধতে তু তদেবাম্বু তৎস্থানাদভিবর্দ্ধিতঃ ॥ ৩৮

ততঃ কোশাদুদকং তৃষ্ণা-গুদস্রুতিরুজান্বিতম্ ।
কাসশ্বাসারুচিযুতং নানাবর্ণশিরাততম্ ॥ ৩৯
তোয়পূর্ণদৃতিস্পর্শাৎ সশব্দং ক্ষোভবেপথুঃ ।
বকোদরং[1] স্থিরং স্নিগ্ধং নাভীমাবৃত্য জায়তে ॥ ৪০
উপেক্ষয়া চ সর্ব্বেষাং স্বস্থানাৎ পরিচালিতাঃ ।
পাকাদ্দ্রবা দ্রবীকুর্য্যুঃ সন্ধিস্রোতোমুখান্যপি ॥ ৪১

উপরিভাগে গোপুচ্ছাকার চিহ্ন দৃষ্ট হয়। অস্থি প্রভৃতি শল্য কিম্বা অন্য কোন কারণে উদর বিদ্ধ হইলে যকৃৎ প্রভৃতি উদরস্থ কোষ পক্ক হয়। সেই ছিদ্র দিয়া অল্প অল্প রস স্রাবিত হইতে থাকে। এই সমস্ত রস অতিদুর্গন্ধ, পিচ্ছিল, পীত বা লোহিতবর্ণ হয়। ঐ সমস্ত রস সম্পূর্ণরূপে নিঃসৃত না হইলে উদর পূর্ণ করিয়া ঘোরতর রোগের উৎপত্তি হয়। এইরূপে নাভির অধোভাগে জলসঞ্চয় হইয়া জলোদরী জন্মে। ৩১-৩৫

রোগী পূর্ব্বোক্ত লক্ষণান্বিত এবং শ্বাস, পিপাসা ও ভ্রমপীড়িত হইলে তাহাকে ছিদ্রোদর বলা যায়। কেহ কেহ ইহাকে পরিস্রাবী বলিয়া থাকে। যাহারা সর্ব্বদা স্নেহপানাদিতে প্রবৃত্ত, তাহারা অধিক জলপান করিলে তাহাদিগের মন্দাগ্নি জন্মে, তাহাতে রোগী দুর্ব্বল ও কৃশ হইলে এই রোগ জন্মিয়া থাকে। কফ ও বায়ু অম্বুমার্গ রোধ করিলে অর্থাৎ অন্ন পরিপাক না হইলে উদরে অধিক জল সঞ্চিত হয়, ক্রমশঃ তাহা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই রোগের অধিক প্রকোপ হইলে রোগী তৃষ্ণা, গুদস্রাব, কাস, শ্বাস, অরুচি প্রভৃতি উপদ্রবে আক্রান্ত হয়। ইহাতে উদর নানাবর্ণ শিরাদ্বারা ব্যাপ্ত হয়। জলোদরে উদর জলপূর্ণ ও মৃদুস্পর্শ হয়; ইহাতে রোগীর ক্ষোভ ও কম্প হইতে থাকে। উদররোগীর উদর কখন কখন বকোদরের ন্যায় স্নিগ্ধ ও স্থির দেখা যায়। উদরস্থ নাড়ীসকল আশ্রয় করিয়া এই রোগ জন্মে। ৩৬-৪০

সর্ব্ববিধ উদররোগ উপেক্ষা করিলে উহারা স্বস্থান হইতে চালিত হইয়া পক্ক এবং দ্রবীভূত হয়; তখন সন্ধি, স্রোত ও মুখ বিকৃত করে। শরীরের মর্ম্মরোগ হইলে অবশ্যই স্রোতঃ-

[1] দকোদরং।

সংক্লেদে চৈব তু যেষে মূচ্ছিতাশ্চান্তরস্থিতাঃ। ততো বোদরমাপূর্য্য কুর্য্যাৎ তদোদরাময়ম্ ॥ ৫২
গুরুদরং স্থিতং বৃত্তমাহতঞ্চ ন শব্দকৃৎ। হীনবলং তথা ঘোরং নাড্যাং স্পৃষ্টঞ্চ সর্পতি ॥ ৫৩
শিরান্তর্দ্ধানমুদরে সর্ব্বলক্ষণমুচ্যতে। বাত-পিত্ত-কফ-প্লীহ-সান্নিপাতোদকোদরম্ ॥ ৫৪
পক্ষাচ্চ জাতসলিলং বিষ্টোপদ্রবান্বিতম্। জন্মনৈবোদরং সর্ব্বং প্রায়ঃ কৃচ্ছ্রতমং মতম্ ॥ ৫৫

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে উদরনিদানং নাম পঞ্চষষ্ট্যধিকং
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ধন্বন্তরিরুবাচ

পাণ্ডুশোথনিদানঞ্চ শৃণু সুশ্রুত বচ্মি তে। পিত্তপ্রধানাঃ কুপিতা যথোক্তৈঃ কোপনৈর্মলাঃ ॥ ১
তত্রানিলেন বলিনা ক্ষিপ্তাঃ কিল হৃদি স্থিতাঃ[১]।
ধমনীর্দশমীঃ প্রাপ্য ব্যাপ্নুবন্ সকলাং তনুম্ ॥ ২

সকলও অবরুদ্ধ হয়। তাহাতে উদর পরিপূর্ণ হইয়া উদররোগ জন্মে। কোন কোন উদর-রোগে উদরে অতিশয় জল সঞ্চিত হয় বলিয়া তাহা বর্ত্তুলাকার হয়; কিন্তু তাহাতে কোনরূপ শব্দ হয় না। এই রোগে রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই রোগ নাড়ীপর্য্যন্ত আক্রমণ করিলে ঘোরতর হয়। উদররোগে যখন উদরগত শিরাসমস্ত অন্তর্হিত হয়, তখন সেই রোগকে সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত বলা যায়। বাতোদর, পিত্তোদর, কফোদর, মেদোদর, প্লীহোদর, সন্নিপাতোদর ও জলোদর, ইহারা উত্তরোত্তর কৃচ্ছ্রসাধ্য। উদররোগ একপক্ষ উত্তীর্ণ হইলেই অসাধ্য হয়। জলোদর সর্ব্ববিধ বিষ্টোপদ্রবসমন্বিত হইলে তাহা কৃচ্ছ্রসাধ্য জানিবে। জন্মের অব্যবহিত পরে যে সমস্ত উদররোগ জন্মে, তৎসমুদায়ই অতিকৃচ্ছ্রসাধ্য। ৫১-৫৫

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে উদরনিদান নামক পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৫।

ষট্‌ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়

ধন্বন্তরি বলিলেন,—সুশ্রুত। তোমার নিকট পাণ্ডু ও শোথরোগের নিদান বলিতেছি, শ্রবণ কর। পিত্তের অধিক প্রকোপ হইলে বায়ু এবং শ্লেষ্মাও কুপিত হইয়া থাকে। তখন বায়ু বলবান্ হইয়া পিত্তকে হৃদয়ে স্থাপন করে। ঐ পিত্ত ধমনীসকল পরিব্যাপ্ত করিয়া

---

(১) ১। স্থিতম্।

শ্লেষ্মত্বগসৃঙ্মাংসানি প্রদূষ্যান্তরমাশ্রিতম্ । ত্বঙ্মাংসয়োস্তৎ কুরুতে ত্বচি বর্ণাঃ পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৩

ধবং হরিদ্রাহরিতং পাণ্ডুত্বং তেষু চাধিকম্ ।

যতোঽয়ং প্রাহুরিত্যুক্তঃ স রোগস্তেন গৌরবম্ ॥ ৪

ধাতূনাং স্পর্শশৈথিল্যমোজসশ্চ গুণক্ষয়ঃ ।

ততোঽল্পরক্তমেদোঽস্থি-নিঃসারঃ স্যাৎ শ্লথেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫

শীর্যমাণৈরিবাঙ্গৈস্তু দ্রবতা হৃদয়েন চ । শূনাক্ষিকূটবদনস্তৈমিত্যং তত্র জায়তে ॥ ৬

ষ্ঠীবনঃ শিশিরদ্বেষী শীর্ণলোমা হতানলঃ । সন্নশক্তির্জ্বরী শ্বাসী কর্ণশূলী শ্রমী ভ্রমী ॥ ৭

স পঞ্চধা পৃথগ্দোষৈঃ সমস্তৈর্মৃত্তিকাদনাৎ । প্রাগ্রূপমস্য হৃদয়-স্পন্দনং রূক্ষতা ত্বচি ॥ ৮

অরুচিঃ পীতমূত্রত্বং স্বেদাভাবোঽল্পমূত্রতা ।

মদঃ সদানিলাৎ তত্র গাত্ররুক্ ক্লেদপাকতা ॥ ৯

কৃষ্ণরূক্ষারুণশিরা নখবিণ্মূত্রনেত্রতা ।

শোথো নাসাস্যবৈরস্যং বিট্শোষঃ পার্শ্বমূর্চ্ছনা ॥ ১০

পিত্তে হরিতপীতাভঃ শিরাদিষু জ্বরস্তমঃ ।

তৃট্শোষমূর্চ্ছাদৌর্গন্ধ্যং শীতেচ্ছা কটুবক্ত্রতা ॥ ১১

সকল শরীর ব্যাপ্ত করে। এই পিত্ত সর্ব্বশরীর আশ্রয় করিয়া শ্লেষ্মা, চর্ম্ম, রক্ত, মাংসপ্রভৃতি দূষিত করিয়া থাকে; ইহাতে চর্ম্মের বর্ণ নানাবিধ হয়। হরিদ্রা যেরূপ পীতবর্ণ, পাণ্ডুরোগে শরীর তদপেক্ষা অধিক পীতবর্ণ হয়। এ নিমিত্ত উক্তরোগকে পাণ্ডুরোগ বলিয়া থাকে। এই রোগে ধাতুর গুরুত্ব ও শিথিলস্পর্শ হয়। আবার পাণ্ডুরোগে শরীরের সর্ব্ববিধ গুণক্ষয় হয়। ইহাতে শরীরের রক্ত ক্রমশঃ অল্প হইতে থাকে, মেদ ও অস্থি নিঃসারিত হয়, আর ইন্দ্রিয়সকলও শ্লথ হইয়া থাকে। ১-৫

এই রোগে অঙ্গসকল শীর্ণ হয়, হৃদয়ে অত্যন্ত স্পন্দন দেখা যায় এবং মুখ, চক্ষুর তারা ও বদন শোথযুক্ত হয়। এই রোগে রোগী স্তব্ধাঙ্গ, শিশিরদ্বেষী, শিরঃপীড়া রোমাঞ্চ ও মন্দাগ্নিবিশিষ্ট হয় এবং জ্বর, শ্বাস, কর্ণশূল ও ভ্রমি এই সমস্ত উপদ্রব হইয়া থাকে। পাণ্ডুরোগ পঞ্চপ্রকার;—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ এবং মৃত্তিকা-ভক্ষণজ। হৃদয়ে স্পন্দোদ্গম, চর্ম্মের রূক্ষতা, অরুচি, মূত্রের পীতবর্ণতা ও অল্পতা, ঘর্ম্মাভাব, এই সমস্ত পাণ্ডুরোগের পূর্ব্বরূপ। বায়ুজন্য পাণ্ডুরোগে মত্ততা, তীব্রবেদনা, শরীরের ক্লিন্নতা এই সকল প্রকাশ পায়। এই রোগে শিরা, নখ, বিষ্ঠা, মূত্র ও নেত্র কৃষ্ণবর্ণ, রূক্ষ কিম্বা অরুণবর্ণ হয়। ইহাতে শোথ, নাসিকা ও মুখের বিরসতা, মলের শুষ্কতা ও পার্শ্ববেদনা এই সমস্ত উপদ্রব হইয়া থাকে। ৬-১০

পিত্তজ পাণ্ডুরোগে শিরাদি হরিদ্বর্ণ অথবা পীতবর্ণ হয় এবং জ্বর, অন্ধকারদর্শন, পিপাসা, শোষ, মূর্চ্ছা, দুর্গন্ধ, শৈত্যসেবনেচ্ছা ও মুখের কটুতা, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বিড্‌ভেদশ্চাম্লকো দাহঃ কফাচ্চ হৃদয়ার্দ্রতা। তন্দ্রা লবণবক্ত্রত্বং রোমহর্ষঃ স্বরক্ষয়ঃ ॥ ১২
কাসশ্ছর্দিশ্চ নিচয়ান্নির্জিতোঽতিদুঃসহঃ। উৎকর্ষানিলপিত্তেন কটুর্বা মধুরঃ কফঃ ॥ ১৩
দূষয়িত্বা রসাদীংশ্চ রৌক্ষ্যাদ্রক্তবিশোষণম্। স্রোতসাং সঙ্করং কুর্য্যাদনুক্রমাচ্চ পূর্ব্ববৎ ॥ ১৪

পাণ্ডুরোগে ক্ষয়ং যাতং নাভিপাদাস্যমেহনম্।
পুরীষং কৃমিবদ্ভুক্তেস্ত্রিয়ং সাস্রং কফান্বিতম্ ॥ ১৫
যঃ পিত্তরোগী সেবেত পিত্তলং তস্য কামলম্।
কোষ্ঠশাখাদ্ যথা[1] পিত্তং দগ্ধাসৃঙ্মাংসমাহরেৎ ॥ ১৬

হারিদ্রং মূত্রনেত্রত্বঙ্মুখবক্ত্রশকৃৎ তথা। দাহী বিপাকতৃষ্ণাবান্ ভেকাভো দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৭

ভবেৎ পিত্তানুগঃ শোথঃ পাণ্ডুরোগাবৃতস্য চ।
উপেক্ষয়া চ শোথাঢ্যঃ সকৃচ্ছ্রঃ কুম্ভকামলাঃ ॥ ১৮

হরিতশ্যাবপিত্তত্বং পাণ্ডুরোগো যদা ভবেৎ। বাতপিত্তভ্রমস্তৃষ্ণা স্ত্রীষু হর্ষো মৃদুজ্বরঃ ॥ ১৯
তন্দ্রা বা চাগ্নিমান্দ্যঞ্চ বদন্তি হলীমকম্। অলসকাভিমহতি তেষাং পূর্ব্বরূপমনঃ ॥ ২০

শোথঃ প্রধানঃ কথিতঃ স এবাতো নিগদ্যতে।
পিত্ত-রক্ত-কফান্ বায়ুর্দুষ্টো দুষ্টান্ বহিঃশিরাঃ ॥ ২১

কফজ পাণ্ডুরোগে মলভেদ, অম্লোদ্গার, দাহ, হৃদয়ের আর্দ্রভাব, তন্দ্রা, মুখে লবণরসাস্বাদ, রোমহর্ষ, স্বরভঙ্গ, কাস, বমি এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। পাণ্ডুরোগ উক্ত-লক্ষণাক্রান্ত হইলে অতিদুঃসহ হয়। এই রোগে বায়ু বা পিত্তের উৎকর্ষ থাকিলে কফ কটু কিম্বা মধুর বোধ হয়। উক্ত কফ রসাদি দূষিত করিয়া রক্তশোষণ করে এবং শারীরিক স্রোতঃসকল রুদ্ধ করিয়া শরীরক্ষয় করিতে থাকে। পাণ্ডুরোগে নাভি, পাদ, মুখ ও কোষ ক্ষীণ এবং ক্রিমিযুক্ত, রক্তমিশ্র ও কফসংযুক্ত মলনিঃসরণ হয়। ১২-১৫

যে পাণ্ডুরোগী পিত্তলসেবা করে, তাহার কামলা রোগ হয়। এই রোগে পিত্ত কোষ্ঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত রোগ হইয়া রক্তমাংস দগ্ধ করে। কামলারোগে রোগীর মূত্র, নেত্র, ত্বক্, মুখ ও বিষ্ঠা হরিদ্রাবর্ণ হয়, রোগী দাহ, বিপাক ও তৃষ্ণাতে পীড়িত হইয়া ভেকের ন্যায় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। পাণ্ডুরোগী ব্যক্তির পিত্তজ শোথ হয়, ইহা উপেক্ষিত হইলে অধিক শোথ উপস্থিত হয়, তখন অতিক্লেশপ্রদ হয়। এই রোগকে কুম্ভকামলা বলে। যদি পিত্তের অপরিপাক হেতু পাণ্ডুরোগী হরিতবর্ণ হয়। আর বাত-পিত্তজন্য ভ্রমি, তৃষ্ণা, স্ত্রীতে অনুরাগ, মন্দ মন্দ জ্বর, তন্দ্রা, অগ্নিমান্দ্য ও অতি-আলস্য, এই সমস্ত রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় তবে সেই রোগের নাম হলীমক। ১৬-২০

শোথ অতিপ্রধান রোগ বলিয়া কথিত, অতএব শোথনিদান কথিত হইতেছে। বায়ু দূষিত হইয়া রক্ত, পিত্ত কফকে দূষিত করত শিরার বহির্ভাগে আনয়নপূর্ব্বক তাহাদিগের

১। কোষ্ঠশাখোপগতং।

নীত্বা রুদ্ধগতিস্তৈর্হি কুর্য্যাৎ ত্বঙ্মাংসসংশ্রয়ম্।
উৎসেধং সংহতং শোথং তমাহুর্নিচয়াদতঃ ॥ ২২
সর্ব্বং হেতুবিশেষৈস্তু রূপভেদান্নবাত্মকম্।
দোষৈঃ পৃথগ্দ্বয়ৈঃ সর্ব্বৈরভিঘাতাদ্বিষাদপি ॥ ২৩
তদেব নিজমাগন্তু[1] সর্ব্বাঙ্গে কামজশ্চ তৎ। পৃথুন্নতগ্রথিতা বিশেষৈশ্চ ত্রিধা বিদুঃ ॥ ২৪
সামান্যহেতুঃ শোথানাং দোষজানাং বিশেষতঃ।
ব্যাধিকর্ম্মোপবাসাদি-ক্ষীণস্য ভবতি দ্রুতম্ ॥ ২৫
অতিমাত্রং যথাশ্নত গুরুবস্তুহৃতশীতলম্। লবণ-ক্ষার-তীক্ষ্ণাম্ল-শাকাম্বু-বপ্রাশনম্ ॥ ২৬
রোধো বেগস্য মল্লূরমক্ষীর্ণশ্রমমৈথুনম্। পদাতে মার্গগমনং যানেন ক্ষোভিণাপি বা ॥ ২৭
শ্বাস-কাসাতিসারার্শো-জঠর-প্রদর-জ্বরঃ। বিষূচ্যলসক-চ্ছর্দ্দি-হিক্কাবীসর্প-পাণ্ডু চ ॥ ২৮
উর্দ্ধ্বশোথমধ্যে বদ্ধো মলো কুর্য্যাত্তি মধ্যগাঃ। সর্ব্বাঙ্গগাঃ সর্ব্বগতঃ প্রত্যঙ্গেষ্ঠিত তদাশ্রয়ঃ ॥ ২৯
তৎপূর্ব্বরূপং দবথুঃ শিরায়ামোহগৌরবম্।
বাতাচ্ছোথশ্চলো রুক্ষঃ পরুষোহরুণোহসিতঃ ॥ ৩০

গতিরোধ করিয়া ত্বক্ ও মাংস আশ্রয় করিলে ঐ ত্বক্ ও মাংস উচ্চ ও দৃঢ় হয়; ইহাকে শোথ বলা যায়। সর্ব্ববিধ শোথই বিশেষ বিশেষ কারণে রূপভেদবশতঃ নয় প্রকার, যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, অভিঘাতজ, বিষজ ও কামজ; এই কামজ শোথ সর্ব্বব্যাপী হয়, উহাকে আগন্তুকশোথ বলে। বিস্তৃত, উন্নত ও গ্রথিত, শোথরোগের এই তিন প্রকার অবান্তরভেদ আছে। কুপিত বাতপিত্তাদি বিশেষ শোথের সামান্য হেতু। যাহদিগের শরীর ব্যাধি, কর্ম্ম ও উপবাসাদি দ্বারা ক্ষীণ হইয়াছে, তাহাদিগেরই শোথরোগ হইয়া থাকে। ২১-২২

গুরু, শীতল, লবণ, ক্ষারদ্রব্য, তীক্ষ্ণবস্তু, অম্ল, শাক ও জল এই দ্রব্য অধিক পরিমাণে সেবন করিলে আর অতি নিদ্রা অথবা অতি জাগরণে শোথরোগ জন্মে। মলমূত্রাদির বেগধারণ, শুষ্কমাংস ও তরুণক মদ্যভোজন অধিক পরিশ্রম ও মৈথুনবশতঃ শিরাস্রোতের গতিরোধ হয় বলিয়া শোথরোগ জন্মে; সর্ব্বদা যানগমনও শোথরোগের হেতু। শ্বাস, কাস, অতীসার অর্শ, উদরি, প্রদর, জ্বর, বিসূচি, অলসক, বমি, হিক্কা, পাণ্ডু ও বিসর্প: এই সমস্ত শোথরোগের উপদ্রব। ঊর্দ্ধ, অধঃ, মধ্য ও বস্তি প্রভৃতি যে স্থানে দোষ আশ্রয় করে, সেই স্থানেই শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ সকল দোষ সর্ব্বাঙ্গগত হইতে সকল শরীরেই শোথ জন্মে। শোথ জন্মিবার পূর্ব্বে শরীরের উষ্মা, শিরাসমূহে প্রসারণবৎ পীড়া ও শরীরের গুরুতা হইয়া থাকে। বাতজ শোথ চঞ্চল, রুক্ষ, অরুণবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ হয় আর শোথমূলের রোমগুলি প্রখর হইয়া থাকে। ২৬-৩০

১। নিজমাগন্তু।

শঙ্খবস্ত্যস্থিশান্তি-ভেদী ভেদপ্রসুপ্তিমান্ ।
বাতোত্থানঃ সরং শীঘ্রমুন্নমেৎ পীড়িতস্তনুঃ[১] । ৩১
স্নিগ্ধস্তু মর্দনৈঃ শাম্যেদ্রাত্রাবল্পো দিবা মহান্ ।
ত্বচি সর্ষপলিপ্তে চ তস্মিংশ্চিমিচিমায়তে । ৩২
পীতরক্তাসিতাভাসঃ পিত্তবাতশ্চ শোথকৃৎ ।
শীঘ্রং নাসৌ বা প্রশমেন্মধ্যে প্রাক্‌প্রসহেচ্চ তনুঃ । ৩৩
সতৃড্দাহজ্বরস্বেদো ভ্রমক্লেদমদভ্রমাঃ । সাভিলাষী শকৃদ্ভেদী গন্ধঃ স্পর্শসহো মৃদুঃ । ৩৪
কণ্ডূমান্ পাণ্ডুরোমা ত্বক্কঠিনঃ শীতলো গুরুঃ ।
স্নিগ্ধঃ শ্লক্ষ্ণঃ স্থিরঃ শূলোঽনিদ্রাচ্ছর্দ্যগ্নিমান্দ্যকৃৎ । ৩৫
আঘাতেন চ শস্ত্রাদিচ্ছেদ-ভেদ-ক্ষতাদিভিঃ । হিমানিলোদধ্যনিলৈর্ভল্লাত-কপিকচ্ছুজৈঃ । ৩৬
রসঃ শূকৈশ্চ সংস্পর্শাচ্ছ্বয়থুঃ[২] স্যাদ্বিসর্পবান্ ।
ভূশোষ্মা লোহিতো ভাসঃ প্রায়শঃ পিত্তলক্ষণঃ । ৩৭
বিষজঃ সবিষপ্রাণি-পরিসর্পণমূত্রণাৎ । দংষ্ট্রানখদন্তাঘাতাদবিষপ্রাণিনামপি । ৩৮
বিণ্মূত্রশুক্রোপহত-মলবদ্বস্ত্রসঙ্করাৎ । বিষবৃক্ষানিলস্পর্শাদ্গরযোগাবচূর্ণনাৎ । ৩৯

উক্ত শোথে ললাটাস্থি, বস্তি, অস্থি এই সকল স্থানে পীড়া অনুভব হয় ; এবং রোগীর ভালরূপ নিদ্রা হয় না। বায়ুজ শোথ সত্বর উন্নত হয় এবং অঙ্গুলিদ্বারা পীড়ন করিলে নিম্ন হইয়া থাকে। উক্ত শোথ স্নিগ্ধ ; মর্দ্দন করিলে শান্ত হয় ও ইহা রাত্রে অল্পীভূত থাকে, দিবাতে বৃদ্ধি পায়। এই শোথে সর্ষপাদিদ্বারা লেপন করিলে চিমচিমি বেদনা অনুভব হইয়া থাকে। পিত্তজ শোথ পীতবর্ণ কৃষ্ণবর্ণ অথবা রক্তবর্ণ হয় এবং এই শোথ শোষকারী জানিবে। ইহা শীঘ্র শান্ত হয় না ; এই শোথ জন্মিবার পূর্ব্বে শরীরে প্রদাহ হয়। তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, ঘর্ম্ম, ভ্রম, ক্লেদ, মত্ততা এই সমস্ত উপদ্রব হয়। এই রোগে রোগীর নানাবিষয়ে অভিলাষ হয় ; মলভেদ হইতে থাকে। ইহা দুর্গন্ধ, স্পর্শসহ, মৃদু, কণ্ডূযুক্ত পাণ্ডুরোমা, কঠিনচর্ম্ম, শীতল, গুরু, স্নিগ্ধ, কোমল, স্থির ও শূলযুক্ত হয়। উক্ত শোথে নিদ্রা, বমি, মন্দাগ্নি এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে। ৩১-৩৫

আঘাত, অস্ত্রশস্ত্রাদিকৃত ছেদভেদজনিত ক্ষতাদি, শীতল বায়ু, সমুদ্রবায়ু ও ভেলার রস লেপন করিলে এবং শূকশিম্বীর রোমস্পর্শ হইলে শোথ উৎপন্ন হয় ; অতিশয় গমনশীল ব্যক্তির শোথরোগ জন্মে। এই শোথে প্রায় সর্ব্ববিধ পিত্তলক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিষধর প্রাণী কোন অঙ্গের উপর দিয়া গমন করিলে কিংবা কোন অঙ্গে প্রস্রাব করিলে অথবা দন্ত ও নখদ্বারা আঘাত করিলে সেই স্থানে যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাই বিষজ শোথ। এতদ্ভিন্ন বিষধর প্রাণীর বিষ্ঠা, মূত্র, শুক্র ও মলযুক্তবস্ত্রসংস্পর্শ, বিষবৃক্ষের

১। পাড়িতা তনুঃ। ২। রসৈঃ শূকৈশ্চ সংস্পর্শাৎ শ্বয়থুঃ।

মৃদুশ্চলোঽবলম্বী চ শীঘ্রো দাহরুজাকরঃ ।
নবোঽনুপদ্রবঃ শোথঃ সাধ্যোঽসাধ্যঃ পুরেরিতঃ ॥ ৪০

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে পাণ্ডুশোথনিদানং নাম ষট্‌ষষ্ট্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৬ ॥

সপ্তষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ধন্বন্তরিরুবাচ

বীসর্পাদিনিদানং তে বক্ষ্যে সুশ্রুত তচ্ছৃণু ।
স্যাদ্বীসর্পো বিধাতাং তু দোষদুষ্টৈশ্চ দোষবৎ ॥ ১
অধিষ্ঠানঞ্চ তং প্রাদুর্ভাবং তত্র তত্রানুসারং । যথোত্তরঞ্চ দুঃসাধ্যতমো দোষো যথাযথম্ ॥ ২
প্রকোপণৈঃ প্রকুপিতা বিশেষেণ বিদাহিভিঃ ।
দেহে শীঘ্রং বিসর্পন্তি তেঽন্তরে হি স্থিতা বহিঃ ॥ ৩
তৃষ্ণাদিরোধবেগানাং বিষমাচ্চ প্রবর্ত্তনাৎ । আশু চাপি বলবৎসংস্থাপনতো খাদ্যং বিসর্পয়েৎ ॥ ৪

বায়ুসেবন ও বিষযুক্তবস্ত্র শরীরে লেপন করিলে বিষজশোথ জন্মে। বিষজশোথ কোমল, চলনশীল ও শরীরের নিম্নদেশগামী হয়। নব এবং উপদ্রবরহিত শোথ সাধ্য, ইহার বিপরীত হইলে তাহাকে অসাধ্য বলিয়া জানিবে। ৩৮-৪০

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে পাণ্ডুশোথনিদান নামক ষট্‌ষষ্ট্যধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৬ ।

সপ্তষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়

ধন্বন্তরি বলিলেন,—সুশ্রুত ! এক্ষণে তোমার নিকট বিসর্পাদিরোগের নিদান বলিতেছি, শ্রবণ কর। মলমূত্রাদির বেগধারণ করিলে বাতাদিদোষ সমস্ত দুষ্ট হইয়া লোমের ন্যায় বিসর্প উৎপাদন করে। মলমূত্রাদির বেগধারণই বিসর্পরোগের বাহ্য অধিষ্ঠান। তদ্ভিন্ন শ্রম বা অত্যধিক পরিশ্রমেও বিসর্পরোগ জন্মিয়া থাকে। দোষের বলাবল অনুসারে বিসর্পরোগ উত্তরোত্তর দুঃসাধ্য হয়। বিরুদ্ধ আহার ব্যবহার করায় বাতাদিদোষ সকল প্রকুপিত হয়; বিদাহী দ্রব্যসেবনে উহারা বিশেষ প্রকুপিত হইয়া অন্তরে ও বাহ্যে অবস্থিতি করে। তৃষ্ণা ও মলমূত্রাদির বেগরোধ করিলে বাতাদি দোষসকল বিষমরূপে প্রবৃত্ত হইয়া

তত্র বাতাৎ স বীসর্পো বাতজ্বরসমব্যথঃ । শোথস্ফুরণনিস্তোদ-ভেদায়াসার্ত্তিহর্ষবান্ ॥ ৫

পিত্তাদ্ দ্রুতগতিঃ পিত্তজ্বরলিঙ্গোঽতিলোহিতঃ ।
কফাৎ কণ্ডূযুতঃ স্নিগ্ধঃ কফজ্বরসমানরুক্ ॥ ৬
সন্নিপাতসমুত্থশ্চ সর্ব্বলিঙ্গসমন্বিতঃ ।
সদোষবর্ণৈস্তীয়ন্তে সর্ব্বৈঃ স্ফোটৈরুপেক্ষিতঃ ॥ ৭

বাতপিত্তাজ্জ্বরচ্ছর্দ্দি-মূর্চ্ছাতীসারতৃড্ভ্রমৈঃ । গ্রন্থিভেদাগ্নিসদন[1]-তমকারোচকৈর্যুতঃ ॥ ৮

করোতি সর্ব্বমঙ্গঞ্চ দীপ্তাঙ্গারাবকীর্ণবৎ ।
যং যং দেশং বিসর্পশ্চ বিসর্পতি ভবেৎ স সঃ ॥ ৯
শান্তাঙ্গারাসিতো নীলো রক্তো বাশু চ চীয়তে ।
অগ্নিদগ্ধ ইব স্ফোটৈঃ শীঘ্রগত্বাদ্ দ্রুতং স চ ॥ ১০
মর্ম্মানুসারী বীসর্পঃ স্যাদ্বাতোঽতিবলস্ততঃ
ব্যথতেঽঙ্গং হরেৎ সংজ্ঞাং নিদ্রাঞ্চ শ্বাসমীরয়েৎ ॥ ১১
হিক্কাঞ্চ স গতোঽবস্থামীদৃশীং লভতে ন না ।
ক্বচিচ্ছর্ম্মারতিগ্রস্তো[2] ভূমিশয্যাসনাদিষু ॥ ১২

আশু অগ্নি ও বলভ্রংশ করত ব্যাপ্ত বিসর্পণ করে। বাতজ বিসর্পরোগে বাতিকজ্বরের ন্যায় পীড়া অনুভব হয়; স্ফোটকস্থান স্পন্দিত হইতে থাকে; শরীরে নানাপ্রকার বেদনা ও রোমহর্ষ হয় এবং বিনা পরিশ্রমেও আয়াস বোধ হইতে থাকে. পিত্তজ বিসর্প লোহিতবর্ণ এবং একস্থান হইতে স্থানান্তরে সরিয়া যায়; তাহাতে রোগীর পিত্তজ জ্বর হইয়া থাকে। কফজ বিসর্পের ব্রণ স্নিগ্ধ ও কণ্ডূযুক্ত হয়, উহাতে কফজ জ্বরেরও বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক বিসর্পরোগে বাতাদিত্রিদোষজ লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, এবং বিসর্পের ব্রণসকলও ত্রিদোষলক্ষণাক্রান্ত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১-৭

বাতপিত্তজ বিসর্প (অগ্নি বিসর্প) রোগে রোগীর, জ্বর, বমি, মূর্চ্ছা, অতিসার, পিপাসা, ভ্রম, সন্ধিস্থানে দারুণ বেদনা, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি ও তমকশ্বাস উপস্থিত হয়। ইহাতে রোগীর সর্ব্বশরীর প্রজ্বলিত অঙ্গারাবৃতের ন্যায় বোধ হয়, যে যে স্থানে বিসর্পের ব্রণ জন্মে, সেই সেই স্থান নির্ব্বাপিত অঙ্গারবৎ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে, নচেৎ নীলবর্ণ কিম্বা রক্তবর্ণ হয়। স্ফোটকযুক্ত স্থান অগ্নিদগ্ধস্থানের ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠে; পরে মর্ম্মাদিমর্ম্মস্থানে প্রবেশ করে। তত্রত্য বায়ু প্রবল হইয়া সেই স্থানে বেদনা উৎপাদন করে, রোগী তাহাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। এই রোগে অনিদ্রা, মূর্চ্ছা, শ্বাস, হিক্কা উপস্থিত হইয়া রোগীকে অত্যন্ত যাতনাপ্রদান করে। রোগী যাতনায় অস্থির হইয়া কখন ভূতলে শয়ন, কখন বা উপবেশন করিয়াও স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে না। এই রোগে রোগী যাতনায় অধীর হইয়া নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে

১। সদন। ২। কচিন্মর্মারতিগ্রস্তো

চেষ্টমানস্ততঃ ক্লিষ্টো মনোদেহশ্রমোদ্ভবাম্।
দুষ্প্রবোধোঽশ্নুতে নিদ্রাং সোঽগ্নিবীসর্প উচ্যতে॥ ১৩

কফেন রুদ্ধঃ পবনো ভিত্ত্বা তং বহুধা কফম্। রক্তং বা বৃদ্ধরক্তস্য ত্বক্‌শিরাস্নায়ুমাংসগম্॥ ১৪

দূষয়িত্বা তু দীর্ঘাণু-বৃত্তস্থূলখরাত্মিকাম্।
গ্রন্থীনাং কুরুতে মালাং সরক্তাং তীব্ররুগ্‌জ্বরাম্॥ ১৫

শ্বাসকাসাতিসারাস্য-শোষহিক্কাবমিভ্রমৈঃ। মোহবৈবর্ণ্যমূর্চ্ছাঙ্গ-ভঙ্গাগ্নিসদনৈর্যুতাম্।
ইত্যয়ং গ্রন্থিবীসর্পঃ কফ-মারুতকোপজঃ॥ ১৬

কফপিত্তাজ্জ্বরঃ স্তম্ভো নিদ্রা তন্দ্রা শিরোরুজা।
অঙ্গাবসাদ-বিক্ষেপৌ প্রলাপারোচকভ্রমাঃ॥ ১৭
মূর্চ্ছাগ্নিহানির্ভেদোঽস্থ্নাং পিপাসেন্দ্রিয়গৌরবম্।
আমোপবেশনং লেপঃ স্রোতসা[1] স চ সর্পতি॥ ১৮

প্রায়েণামাশয়ং গৃহ্ণন্নেকদেশং ন চাতিরুক্। পীড়কৈরবকীর্ণোঽতিপীত-লোহিত-পাণ্ডুরৈঃ॥ ১৯
স্নিগ্ধোঽসিতো মেচকাভো মলিনঃ শোফবান্ গুরুঃ।
গম্ভীরপাকো বাহ্যোষ্মস্পৃষ্টঃ ক্লিন্নোঽবদীর্যতে॥ ২০

থাকে, কোন প্রকারে নিবৃত্তি পায় না, সুতরাং যাতনায় অস্থির হইয়া মূর্চ্ছিত হয় এবং অচিরেই চিরনিদ্রার আশ্রয় লইয়া সর্ব্বসন্তাপবিনাশ করে। এইরূপ বিসর্পকে অগ্নিবিসর্প বলিয়া থাকে। ৮-১৩

বায়ু কফকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলে ঐ বায়ুকর্ত্তৃক কফ অনেক অংশে বিভক্ত হইয়া বায়ুর সহিত মিলিত হয়; তাহাতে রক্তাধিক ব্যক্তির চর্ম্ম, শিরা, স্নায়ু ও মাংসস্থিত রক্ত দূষিত করিয়া যে দীর্ঘ, গোলাকার, বেদনাযুক্ত, স্থূল ও খরস্পর্শ গ্রন্থিমালা উৎপাদন করে, তাহাকে গ্রন্থিবিসর্প বলে। ইহাতে রোগীর জ্বর, শ্বাস, কাস, অতিসার, মুখশোষ, হিক্কা, বমি, ভ্রম, মোহ, মূর্চ্ছা, শরীরের বিবর্ণতা, গাত্রবেদনা ও অগ্নিমান্দ্য এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই রোগ কফ ও বায়ুর প্রকোপে উৎপন্ন হয়। কর্দ্দম বিসর্প কফপিত্তজ; এই রোগে রোগীর জ্বর, শরীরের স্তব্ধতা, নিদ্রা, তন্দ্রা, শিরঃপীড়া, দৌর্ব্বল্য, অঙ্গবিক্ষেপ, অরুচি, ভ্রম, মূর্চ্ছা, অগ্নিমান্দ্য, অস্থিবেদনা, পিপাসা, গুরুতা, অপক্ব মলনিঃসরণ এবং স্রোতঃসকল কফলিপ্ত হইয়া থাকে। আমাশয়ই কফ ও পিত্তের স্থান, এনিমিত্ত আমাশয়েই বিসর্পরোগ উৎপন্ন হইয়া শরীরের একদেশব্যাপী হয়, ইহাতে সমধিক বেদনা হয় না। ইহা পীত, লোহিত ও পাণ্ডুবর্ণ পীড়কাদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। এই বিসর্প স্নিগ্ধ, কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ, বিমিশ্রবর্ণ, মলযুক্ত, গুরু, উষ্ণ, শোথ ও ক্লেদযুক্ত হয়। অভ্যন্তরে পাকিয়া থাকে। বিসর্পব্রণ বিদীর্ণ হইলে অতিদুর্গন্ধ হয়। ১৪-২০

১। স্রোতসাং।

শকবচ্ছীর্ণমাংসশ্চ স্পষ্টস্নায়ুশিরাগণঃ। শবগন্ধী চ বীসর্পঃ কর্দ্দমাখ্যমুশন্তি তম্॥ ২১

বাহ্যহেতোঃ ক্ষতাৎ ক্রুদ্ধঃ স রক্তপিত্তমীরয়ন্।
বীসর্পং মারুতঃ কুর্য্যাৎ কুলত্থসদৃশৈশ্চিতম্॥ ২২
স্ফোটৈঃ শোথজ্বররুজা-দাহাঢ্যং শ্যাবশোণিতম্।
পৃথগ্দোষৈস্ত্রয়ঃ সাধ্যা দ্বন্দ্বজাশ্চানুপদ্রবাঃ॥ ২৩
অসাধ্যাঃ ক্ষতসর্ব্বোত্থাঃ সর্ব্বে চাক্রান্তমর্ম্মগাঃ।
শীর্ণস্নায়ুশিরামাংসাঃ ক্লিন্নাশ্চ শবগন্ধয়ঃ॥ ২৪

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বীসর্পনিদানং নাম
সপ্তষষ্ট্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬৭॥

বিসর্প পাকিলে উহা হইতে মাংস খসিয়া পড়ে, তখন শিরা ও স্নায়ু প্রকাশিত হয়। এই বিসর্প অত্যন্ত ক্লেদযুক্ত হয়। ইহাকে কর্দ্দমবিসর্প বলে। অস্ত্রাঘাতাদি দ্বারা শরীরের কোন স্থান ক্ষত হইলে ঐ ক্ষতদোষে বায়ু দূষিত হয়, ঐ দুষ্ট বায়ু, রক্ত পিত্ত সঞ্চালিত করিয়া কুলত্থকলায়ের ন্যায় স্ফোটকযুক্ত যে বিসর্প উৎপাদন করে, তাহাকে ক্ষতজ বিসর্প বলা যায়। এই বিসর্পে অত্যন্ত জ্বালা ও বেদনা জন্মে; রোগীর জ্বর ও রক্ত শ্যামবর্ণ বা কৃষ্ণপীতমিশ্র বর্ণ হইয়া থাকে। যে সমস্ত বিসর্প একদোষজ তাহা সাধ্য বলিয়া জানিবে। দ্বিদোষজ বিসর্পে কোন উপদ্রব না থাকিলে তাহা চিকিৎসায় আরোগ্য হয়। যে সমস্ত বিসর্প ত্রিদোষজ, যাহা মর্ম্মস্থান আক্রমণ করিয়াছে, আর স্নায়ু, শিরা, মাংসপ্রভৃতি শীর্ণ হইয়া ক্লিন্ন ও শবের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত হইয়াছে, তাহা অসাধ্য সন্দেহ নাই। ২১-২৪

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বীসর্পনিদান নামক সপ্তষষ্ট্যধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৭।

অষ্টষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ধন্বন্তরিরুবাচ

মিথ্যাহারবিহারেণ বিশেষেণ বিরোধিনা। সাধুনিন্দাবধান্যস্বহরণাদ্যৈশ্চ সেবিতৈঃ ॥ ১

পাপ্মভিঃ কর্ম্মভিঃ সদ্যঃ প্রাক্তনৈঃ প্রেরিতা মলাঃ।

সিরাঃ প্রপদ্য তৈর্য্যক্ত্বাক্পূযসাসৃঙ্মামিষম্ ॥ ২

দূষয়ন্তি শ্লথীকৃত্য নিশ্চরন্তস্ততো বহিঃ। ত্বচঃ কুর্ব্বন্তি বৈবর্ণ্যং শিষ্টাঃ কুষ্ঠমুশন্তি তম্ ॥ ৩

কালেনোপেক্ষিতং যৎ স্যাৎ সর্ব্বং কুষ্ঠাতি তদ্বপুঃ।

প্রপদ্য ধাতূন্ ব্যাপ্যান্তঃ সর্ব্বান্ সংক্লেদ্য চাবহেৎ ॥ ৪

সস্বেদক্লেদসঙ্কোথান্ ক্রিমীন্ সূক্ষ্মাংশ্চ দারুণান্।

লোমত্বক্স্নায়ুধমনীরাক্রামতি যথাক্রমাৎ ॥ ৫

তম্রাভ্রাদিতবং কুর্য্যাৎ বাহ্যং কুষ্ঠমুদাহৃতম্।

কুষ্ঠানি সপ্তধা দোষৈঃ পৃথগ্দ্বন্দ্বৈঃ সমাগতৈঃ ॥ ৬

সর্ব্বেষ্বপি ত্রিদোষেষু ব্যপদেশোঽধিকত্বতঃ।

বাতেন কুষ্ঠং কাপালং পিত্তেনৌডুম্বরং কফাৎ ॥ ৭

মণ্ডলাখ্যং বিচর্চ্চী চ ঋষ্যাখ্যং বাতপিত্তজম্।

চর্ম্মৈককুষ্ঠং কিটিমং সিধ্মালসবিপাদিকাঃ ॥ ৮

ধন্বন্তরি বলিলেন,—অনুচিত আহার বিহার বিরোধিদ্রব্য সেবন, সাধুদিগের নিন্দা, বধ, চৌর্য্য প্রভৃতি পাপকর্ম্মাচরণদ্বারা বায়ুপিত্তাদি কুপিত হইয়া শিরাসকল আশ্রয় করে, তাহাদিগের সহিত যুক্ত হইয়া চর্ম্ম, বসা, রক্ত ও মাংস দূষিত ও শ্লথ করত মাংসের বহির্ভাগে বিচরণ করিতে থাকে এবং চর্ম্মের বিবর্ণতাও করে। আয়ুর্ব্বেদবিৎ পণ্ডিতগণ ইহাকেই কুষ্ঠরোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কুষ্ঠরোগের উৎপত্তির পর উপেক্ষা করিয়া চিকিৎসা না করিলে কিয়ৎকালান্তরে উহা সর্ব্বশরীর আক্রমণ করিয়া বাহ্য ও আন্তরিক ধাতুসকল ক্লিন্ন করে। এই রোগে কোন কোন স্থানে ঘর্ম্ম নিঃসরণ, কোন কোন স্থান ক্লিন্ন, আর কোন কোন স্থান সঙ্কুচিত হয়। তারপর ঐ ক্লিন্ন স্থানে সূক্ষ্ম ও সুদারুণ কৃমিসকল উৎপন্ন হইয়া যথাক্রমে লোম, ত্বক্, স্নায়ু ও শিরা এই সকল আক্রমণ করে। ১-৫

যে কুষ্ঠরোগে শরীর তাম্রাদির ন্যায় হয়, তাহাকে বাহ্যকুষ্ঠ বলে। কুষ্ঠ সাত প্রকার; যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ, পিত্তশ্লেষ্মজ ও সন্নিপাতজ। সর্ব্ববিধ কুষ্ঠেই বাতপিত্তাদি দোষত্রয়ের সম্বন্ধ আছে। বাতজ কুষ্ঠের নাম কাপাল, পিত্তজ কুষ্ঠের নাম ঔডুম্বর, কফজ কুষ্ঠের নাম মণ্ডল। বিচর্চ্চিকা, ঋষ্যজিহ্ব, এই দ্বিবিধ কুষ্ঠ বাতপিত্তজ। চর্ম্মকুষ্ঠ, কিটিম, সিধ্ম, অলস, বিপাদিকা এই সকল কুষ্ঠ বাতশ্লেষ্মজ।

বাতশ্লেষ্মোল্বণা শ্লেষ্মপিত্তাদ্দদ্রুশতারুষী। পুণ্ডরীকং সবিস্ফোটং পামা চর্ম্মদলং তথা॥ ৯
সর্ব্বেষাঃ কাকণং* পূর্ব্বং ত্রিকং দদ্রু সকাকণম্।
পুণ্ডরীকর্ষ্যজিহ্বে চ মহাকুষ্ঠানি সপ্ত তু॥ ১০
অতিশ্লক্ষ্ণখরস্পর্শস্বেদাস্বেদবিবর্ণতাঃ। দাহঃ কণ্ডূস্ত্বচি স্বাপস্তোদঃ কোঠোন্নতিশ্রমঃ॥ ১১
ব্রণানামধিকং শূলং শীঘ্রোৎপত্তিশ্চিরস্থিতিঃ।
রূঢ়ানামপি রূক্ষত্বং নিমিত্তেঽল্পেঽপি কোপনম্॥ ১২
রোমহর্ষোঽসৃজঃ কার্ষ্ণ্যং কুষ্ঠলক্ষণমগ্রজম্। কৃষ্ণারুণকপালাভং যদ্রূক্ষং পরুষং তনু॥ ১৩
বিবৃতাকুঞ্চিতপর্য্যন্তং সুবিবৈর্লোমভিশ্চিতম্।
কাপালং তোদবহুলং তৎ কুষ্ঠং বিষমং স্মৃতম্॥ ১৪
উডুম্বরফলাভাসং কুষ্ঠমৌডুম্বরং বদেৎ। মণ্ডলং বহলাক্লেদযুক্তং দাহজ্বাদিকম্॥ ১৫
অসংপ্রসরণং কৃমিবৎ স্যাডুম্বরম্॥ ১৬
স্থিরং স্ত্যানং গুরু স্নিগ্ধং শ্বেতরক্তং মলান্বিতম্। অন্যোন্যাসক্তমুৎসন্নবহুকণ্ডূকৃতিক্রিমি।
শ্বেতপীতাভসংযুক্তং মণ্ডলং পরিকীর্ত্তিতম্॥ ১৭

দদ্রু, শতারুষ, পুণ্ডরীক, বিস্ফোট, পামা ও চর্ম্মদল এই সকল কুষ্ঠ পিত্তশ্লেষ্মজ। সর্ববিধ কুষ্ঠের মধ্যে দদ্রু ও কাকণ এই ত্রিবিধ কুষ্ঠই প্রথম। পুণ্ডরীক প্রভৃতি সপ্তকুষ্ঠকে মহাকুষ্ঠ বলে। ৯–১০

কুষ্ঠ কোমল, খরস্পর্শ, স্বেদযুক্ত কিম্বা অস্বেদ ও বিবর্ণ হয়। এই রোগ উৎপত্তির পূর্ব্বে কণ্ডূ, জ্বালা ও চর্ম্মের স্পর্শশক্তি লোপ হয় এবং সেই স্থান সঙ্কুচিত হইয়া যায়; রোগীর নয়নে অন্ধকারদর্শন হইয়া থাকে। কুষ্ঠরোগে অতি অল্পকালমধ্যে অধিক ব্রণ উৎপন্ন হয়; সেই সকল ব্রণ চিরস্থায়ী হইয়া থাকে; তাহাকে সর্ব্বদা শূল অনুভূত হয়। সেই সকল ব্রণ রূক্ষ দেখা যায়। ইহাতে অল্পকারণেও দোষের অধিক প্রকোপ হয়। রোমহর্ষ, রক্তের কৃষ্ণতা এই দুইটিই কুষ্ঠরোগের প্রধান পূর্ব্বলক্ষণ; তদ্ভিন্ন কুষ্ঠরোগের পূর্ব্বে কপালদেশ কৃষ্ণবর্ণ বা অরুণবর্ণ, রূক্ষ, কর্কশ ও ক্ষীণ হইয়া থাকে। যে কুষ্ঠরোগে কোন স্থানে লোমধাতু বিকৃত চিহ্নদর্শন হয়; ঐ স্থানে অধিকবেদনা অনুভূত হইতে থাকে; তাহাকে কাপালকুষ্ঠ বলে। এই কুষ্ঠ অতিবিষম। যাহাতে শরীরে উডুম্বরফলের ন্যায় ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে ঔডুম্বরকুষ্ঠ বলে। এই কুষ্ঠে শরীরে বহুক্লেদযুক্ত বর্ত্তুলাকার ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহাতে অধিক বেদনা ও দাহ থাকে। ১১–১৫

ঔডুম্বরকুষ্ঠের ব্রণ বিদীর্ণ হয় না, অথচ তাহার মধ্যে কৃমি উৎপন্ন হয়। যে কুষ্ঠরোগের ব্রণ স্থির, ঘন, গুরু, স্নিগ্ধ, শ্বেত বা রক্তবর্ণ ও অধিক মলযুক্ত থাকে, যাহা পরস্পর সংসক্ত, উচ্চ, কণ্ডূ, স্রাব ও কৃমিযুক্ত, কোমল, পীত আভাযুক্ত তাহাকে মণ্ডলকুষ্ঠ বলা যায়।

১। কাকণং।

সকণ্ডূপীড়কা শ্যাবা সক্লেদা চ বিচর্চিকা। পরুষন্তু রক্তান্তমন্তঃ[1] শ্যাবং সমুন্নতম্ ॥ ১৮
ঋষ্যজিহ্বাকৃতি প্রোক্তং ঋষ্যজিহ্বং বহুক্রিমি। হস্তিচর্মখরস্পর্শং চর্মাখ্যং কুষ্ঠমুচ্যতে ॥ ১৯
অস্বেদক মৎস্যশকলসন্নিভং কিটিমং পুনঃ। রুক্ষাগ্নিবর্ণং খরস্পর্শং কণ্ডূমৎ পরুষাসিতম্ ॥ ২০
অন্তরুক্ষং বহিঃস্নিগ্ধমঘৃষ্টং স্রবঃ ক্ষিরেৎ। শ্লক্ষ্ণস্পর্শং তনু সিধ্মং[2] বাল্মবেদপুষ্পবৎ ॥ ২১

প্রায়েণ চৌড়কার্শ্যাক কুষ্ঠৈঃ কণ্ডূপরৈশ্চিতম্।
রক্তৈস্তলং তথা পাণিপাদে কুর্য্যাদ্বিপাদিকাং ॥ ২২

তীব্রার্ত্তিগাঢ়কণ্ডূক সরাগপীড়কাচিতম্। দীর্ঘপ্রতানদূর্বাবদতসীকুসুমচ্ছবি ॥ ২৩
উৎসন্নমণ্ডলো দদ্রুঃ কণ্ডূমানিতি কথ্যতে। স্থূলমূলং সদাহার্ত্তি রক্তস্রাবং বহুব্রণম্ ॥ ২৪
সদাহক্লেদরুজং প্রায়শঃ সর্বজম্ চ। রক্তাভমণ্ডলং পাণ্ডু কণ্ডূদাহরুজান্বিতম্ ॥ ২৫

সোৎসেধমাচিতং রক্তৈঃ পর্ণপত্রনিভাকৃতিঃ।
পুণ্ডরীকং ভবেৎ তদ্ধি চিত্রং স্ফোটৈঃ সিতারুণৈঃ ॥ ২৬
বিস্ফোটপিটকা শ্যাবা কণ্ডূক্লেদরুজান্বিতা।
সূক্ষ্মা শ্যামারুণা রুক্ষা প্রায়ঃ স্ফিক্পাণিকূর্পরে ॥ ২৭

কণ্ডূ ও পীড়কা যুক্ত শ্যাববর্ণ, ক্লেদসমন্বিত কুষ্ঠকে বিচর্চিকা বলা যায়। বিচর্চিকাকুষ্ঠ কর্কশ, তাহার অভ্যন্তর রক্তবর্ণ, উপরিভাগ শ্যাববর্ণ এবং কিঞ্চিৎ সমুন্নত হয়। শরীরে ঋষ্যজিহ্বাকৃতি যে চিহ্ন উৎপন্ন হয়, সেই কুষ্ঠের নাম ঋষ্যজিহ্ব। ইহাতে অনেক ক্রিমি থাকে। শরীরের চর্ম হস্তিচর্মের ন্যায় খরস্পর্শ হইলে তাহাকে চর্মকুষ্ঠ বলা হয়। স্বেদহীন, মৎস্যশল্কের ন্যায় যে চিহ্ন উৎপন্ন হয়, তাহাকে কিটিমকুষ্ঠ বলে। ইহা রুক্ষ, অগ্নিবর্ণ বা অসিতবর্ণ, খরস্পর্শ ও কণ্ডূযুক্ত হইয়া থাকে। ১৮-২০

সিধ্ম কুষ্ঠ অভ্যন্তরে রুক্ষ বহির্ভাগে স্নিগ্ধ হয়, এই কুষ্ঠস্থান ঘর্ষিত হইলে রক্তস্রাব হয়। এই কুষ্ঠস্থান কখন কখন কোমলস্পর্শ অতিক্ষীণ ও স্বচ্ছ হইয়া থাকে। যে কুষ্ঠরোগের উর্দ্ধদেশ রুগ্ণ এবং কুম্ভাকার, কণ্ডূযুক্ত ও রক্তবর্ণ চিহ্নে পরিব্যাপ্ত, তাহার নাম বিপাদিকা। এই কুষ্ঠ প্রায়ই হস্তে ও পদে হইয়া থাকে। কোন কোন কুষ্ঠ তীব্রবেদনাযুক্ত, অতিশয় কণ্ডূসমন্বিত, রক্তবর্ণ পীড়কাব্যাপ্ত, দীর্ঘ, বিস্তৃত, অতসীপুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও দূর্বাকৃত্যাকার হয়। দদ্রুও কুষ্ঠ মধ্যে পরিগণিত; ইহাতে মণ্ডলাকারে উৎসন্ন কণ্ডূযুক্ত ব্রণ হয়। ত্রিদোষজ কুষ্ঠ স্থূলমূল, দাহ ও বেদনান্বিত, রক্তস্রাবসমন্বিত এবং বহুব্রণ। এই রোগে কুষ্ঠস্থানে দাহ, ক্লেদ ও বেদনা থাকে। কখন কখন শরীরে রক্তাভ, মণ্ডলাকার, পাণ্ডুবর্ণ চিহ্ন উৎপন্ন হয়। ইহাতে কণ্ডূ দাহ ও বেদনা থাকে। ২১-২৫

কিঞ্চিৎ উন্নত, রক্তাভ, পর্ণপত্রাকৃতি কুষ্ঠকে পুণ্ডরীক বলে। ইহা শ্বেতবর্ণ ও রক্তবর্ণ স্ফোটকদ্বারা ব্যাপ্ত থাকে। কণ্ডূ, ক্লেদ ও বেদনাযুক্ত শ্যামবর্ণ বা অরুণবর্ণ, রুক্ষ বিস্ফোটক

১। রক্তাভমন্তঃ। ২। স্নিগ্ধং।

বাতাদ্রুক্ষারুণং পিত্তাত্তাম্রং কমলপত্রবৎ।
সদাহং রোমবিধ্বংসি কফাৎ শ্বেতং ঘনং গুরু। ৩৭
সকণ্ডুকং ক্রমাদ্রক্তমাংসমেদঃসু চাদিশেৎ।
বর্ণেনৈবেদৃগুভয়ং কৃচ্ছ্রং তচ্চোত্তরোত্তরম্। ৩৮

অশুক্লরোমবহুলমসংশ্লিষ্টমিথো নবম্[1]। অনগ্নিদগ্ধজং সাধ্যং শ্বিত্রং বর্জ্জ্যমতোঽন্যথা। ৩৯
গুহ্যপাণিতলৌষ্ঠেষু জাতমপ্যচিরন্তনম্। বর্জ্জনীয়ং বিশেষেণ কিলাসং সিদ্ধিমিচ্ছতা। ৪০
স্পর্শৈকাহারসজ্যাদিসেবনাৎ প্রায়শো গদাঃ। একশয্যাসনাচ্চৈব বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ। ৪১

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে কুষ্ঠরোগ-নিদানং
নামাষ্টষষ্ট্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ। ১৬৮।

রক্তাদি স্রাবিত হয় না, উহারা ত্রিদোষজ। বাতজ শ্বিত্র রুক্ষ ও অরুণবর্ণ; পিত্তজ শ্বিত্র তাম্রবর্ণ ও পদ্মপত্রাকার, কফজ শ্বিত্ররোগ শ্বেতবর্ণ, ঘন ও গুরু। ইহাতে সর্ব্বদা প্রদাহ থাকে এবং শ্বিত্রস্থানে রোম থাকে না। শ্বিত্ররোগ প্রথমতঃ চর্ম্মে উৎপন্ন হয়; ক্রমে ক্রমে রক্ত, মাংস ও মেদ আশ্রয় করে। শ্বিত্র ও কিলাস ঐ উভয় রোগই তুল্যরূপ জানিবে। ইহারা উত্তরোত্তর সাধ্য, কৃচ্ছ্রসাধ্য ও অসাধ্য। কেবল রক্তগত হইলে সাধ্য, মাংসগত হইলে কৃচ্ছ্রসাধ্য, আর মেদোগত হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে। শ্বিত্ররোগে যে পর্য্যন্ত রোমগুলি শুক্লবর্ণ হয় নাই, পৃথক্ পৃথক্ শ্বিত্র অসংশ্লিষ্ট ভাবে রহিয়াছে, এইরূপ অভিনব শ্বিত্ররোগ সাধ্য। ইহার বিপরীত হইলে তাহা অসাধ্য জানিবে। অগ্নিদাহজ শ্বিত্র সর্ব্বথা অসাধ্য। গুহ্য, করতল ও ওষ্ঠ এই সকল স্থানে শ্বিত্ররোগ জন্মিলে তাহাও অসাধ্য জানিবে। এই সকল স্থানে শ্বিত্ররোগ জন্মিলে তাহা অচিরজাত হইলেও চিকিৎসার আয়ত্ত নহে। যশোলিপ্সু চিকিৎসক উক্তপ্রকার শ্বিত্র ও কিলাসরোগীকে পরিত্যাগ করিবেন। প্রায় সকল রোগই সংক্রামক। রোগীকে স্পর্শ, তাহার সহিত একত্র আহারাদি সংসর্গ করিলে রোগ সংক্রামিত হয়। রোগীর সহিত একশয্যায় শয়ন, একাসনে উপবেশন, একবস্ত্র পরিধান এবং রোগীর মাল্যানুলেপনাদি ধারণ করিলে সুস্থ ব্যক্তিও সেই সকল রোগে অভিভূত হইয়া থাকে। ৩৬-৪১

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে কুষ্ঠ-রোগ-নিদান নামক অষ্টষষ্ট্যধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৮।

১। মথো নবম্।

একোনসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ধন্বন্তরিরুবাচ

ক্রিময়শ্চ দ্বিধা প্রোক্তা বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ। বহির্ম্মলকফাসৃগ্‌বিট্‌জন্মভেদাচ্চতুর্ব্বিধাঃ॥ ১
নামতো বিংশতিবিধা বাহ্যাস্তত্র মলোদ্ভবাঃ। তিলপ্রমাণসংস্থানবর্ণাঃ কেশাম্বরাশ্রয়াঃ॥ ২
বহুপাদাশ্চ সূক্ষ্মাশ্চ যূকা লিক্ষাশ্চ নামতঃ।
দ্বিধা তে কোঠপীড়কাঃ কণ্ডূগণ্ডান্ প্রকুর্ব্বতে॥ ৩
কুষ্ঠৈকহেতবোঽন্তর্জ্জাঃ শ্লেষ্মজা বাহ্যসম্ভবাঃ। মধুরান্ন-গুড় ক্ষীর-দধি-মৎস্য-নবৌদনৈঃ॥ ৪
কফাদামাশয়ে জাতা বৃদ্ধাঃ সর্পন্তি সর্ব্বতঃ। পৃথুব্রধ্ননিভাঃ কেচিৎ কেচিদ্গণ্ডূপদোপমাঃ॥ ৫
রূঢ়ধান্যাঙ্কুরাকারাস্তনুদীর্ঘাস্তথাণবঃ। শ্বেতাস্তাম্রাবভাসাশ্চ নামতঃ সপ্তধা তু তে॥ ৬
অন্ত্রাদা উদরাবেষ্টা হৃদয়াদা মহাগুদাঃ। চুরবো দর্ভকুসুমাঃ সুগন্ধাস্তে চ কুর্ব্বতে॥ ৭
হৃল্লাসমাস্যস্রবণমবিপাকমরোচকম্। মূর্চ্ছাচ্ছর্দিজ্বরানাহকার্শ্যক্ষবথুপীনসান্॥ ৮
রক্তবাহিশিরাস্থান-রক্তজা জন্তবোঽণবঃ। অপাদা[১] বৃত্ততাম্রাশ্চ সৌক্ষ্ম্যাৎ কেচিদদর্শনাঃ॥ ৯

ধন্বন্তরি বলিলেন,—ক্রিমিরোগ সামান্যতঃ দুইপ্রকার; বাহ্য ও আভ্যন্তরিক। বাহ্য মল, কফ, রক্ত ও বিষ্ঠা এই চারিপ্রকার বস্তু হইতে ক্রিমি উৎপন্ন হয়; অতএব বিবিধ ক্রিমিই চতুর্ব্বিধ। ক্রিমিসকলের বিংশতিপ্রকার নাম আছে। স্বেদাদি বাহ্যমল হইতে যে সকল ক্রিমি উৎপন্ন হয়, তাহারা বাহ্যক্রিমি। বাহ্যক্রিমি সমস্ত তিলের ন্যায় বর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট। এই সমস্ত ক্রিমি কেশ ও বস্ত্র আশ্রয় করিয়া থাকে। বাহ্যক্রিমি বহুপাদবিশিষ্ট ও সূক্ষ্ম; ইহাদিগকে যূকা ও লিক্ষা বলে। ইহারা কোঠ, পীড়কা, কণ্ডূ ও গণ্ডরোগ উৎপাদন করে। শ্লেষ্মজ ক্রিমি প্রায়ই বাহ্যজাত। অন্তর্জাত ক্রিমিই কুষ্ঠরোগের একমাত্র হেতু। মধুর অন্ন, গুড়, ক্ষীর, দধি, মৎস্য ও নবান্ন ভোজনে ক্রিমি উৎপন্ন হয়। ১-৪

কফজ ক্রিমি আমাশয়ে উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং সঞ্চরণ করিতে থাকে। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি বিস্তৃত সূর্য্যমণ্ডলবৎ গোলাকার; কতকগুলি কিঞ্চুলুকবৎ আকারবিশিষ্ট; কোন কোন ক্রিমি ধান্যাঙ্কুরের ন্যায় সূক্ষ্ম কতকগুলি ক্ষুদ্রাঙ্কুরবৎ ও নির্ম্মল ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি শ্বেত আভাযুক্ত; কতকগুলি বা তাম্র আভাযুক্ত; ইহারা নামভেদে সপ্তবিধ। যথা,—অন্ত্রাদ, উদরাবেষ্ট, হৃদয়াদ, মহাগুদ, চুরু, দর্ভকুসুম ও সুগন্ধ; এই সপ্তবিধ ক্রিমির নাম উক্ত আছে; ইহারা মনুষ্যের হৃল্লাস, অরুচি, মূর্চ্ছা, ছর্দ্দি, জ্বর, আনাহ, কৃশতা, হাঁচি ও নাসাস্রাব প্রভৃতি উপদ্রব জন্মায়। ৫-৮

রক্তবাহী শিরাস্থ রক্ত হইতে যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কৃমি জন্মে, তাহারা পাদহীন, গোলাকার ও তাম্রবর্ণ হয়; ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি এত সূক্ষ্ম যে, দৃষ্টির গোচর হয় না; উক্ত

১। অপাদা।

কেশাদা রোমবিধ্বংসা রোমদ্বীপা উদুম্বরাঃ।
ষট্ তে কষ্ঠৈককর্মাণঃ[1] সহসৌরসমাতরঃ॥ ১০
পক্বাশয়ে পুরীষোত্থা জায়ন্তেঽধোবিসর্পিণঃ।
বৃদ্ধাস্তে স্যুর্ভবেয়ুশ্চ তে যদামাশয়োন্মুখাঃ॥ ১১
তদাস্যোদ্গারনিঃশ্বাস-বিড়্গন্ধানুবিধায়িনঃ। পৃথুবৃত্ততনুস্থূলাঃ শ্যাবপীতসিতাসিতাঃ॥ ১২
তে পঞ্চ নাম্না ক্রিময়ঃ ককেরুকমকেরুকাঃ।
সৌসুরাদাঃ সশূলাখ্যা লেলিহা জনয়ন্তি হি॥ ১৩
বিড়্ভেদ-শূল-বিষ্টম্ভ-কার্শ্য-পারুষ্য-পাণ্ডুতাঃ। রোমহর্ষাগ্নিসদনং গুদকণ্ডূর্বিনির্গমাঃ॥ ১৪

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ক্রিমিনিদানং নামৈকোনসপ্তত্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬৯॥

ক্রিমিসমূহ বহুপ্রকার, তাহাদিগের নাম যথা—কেশাদ, রোমবিধ্বংস, রোমদ্বীপ, উদুম্বর, সৌরস ও মাতৃ। এই সমস্ত ক্রিমি কুষ্ঠরোগ উৎপাদন করে। যে সমস্ত ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া পক্বাশয়ের অধোদেশে বিচরণ করে, তাহারা বৃদ্ধ হইয়া যে সময়ে আমাশয়াভিমুখে গমন করিতে উদ্যত হয়, সেই সময়ে রোগীর উদ্গার ও নিশ্বাসে বিষ্ঠাবৎ দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। ঐ সমস্ত ক্রিমির মধ্যে কতকগুলি বিস্তৃত; কতকগুলি বৃত্তাকার, কতকগুলি সূক্ষ্ম, কতকগুলি স্থূল, কতকগুলি শ্যাববর্ণ, কতকগুলি পীতবর্ণ, কতকগুলি শুক্লবর্ণ আর কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ। এই সমস্ত ক্রিমি পঞ্চপ্রকার। তাহাদের নাম যথা—ককেরুক, মকেরুক, সৌসুরাদ, সশূলাখ্য ও লেলিহ। ইহারা বিপথগামী হইলে মলভেদ, শূল, উদরের বিষ্টব্ধতা, দেহের কৃশতা, কর্কশতা, পাণ্ডুবর্ণতা, রোমহর্ষ, অগ্নিমান্দ্য ও মলদ্বারে কণ্ডু উৎপাদন করে। ১০-১৪

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ক্রিমিনিদান নামক ঊনসপ্তত্যধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৯।

১। কুষ্ঠৈককর্মাণঃ।

সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ধন্বন্তরিরুবাচ

বাতব্যাধিনিদানং তে বক্ষ্যে সুশ্রুত তত্ত্বতঃ । সর্ব্বথানর্থকথনে বিঘ্ন এব চ কারণম্ ॥ ১
অদৃষ্টদৃষ্টপবন-শরীরমবিশেষতঃ । স বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বাত্মা বিশ্বরূপঃ প্রজাপতিঃ ॥ ২
স্রষ্টা ধাতা বিভুর্বিষ্ণুঃ সংহর্ত্তা মৃত্যুরন্তকঃ । তদদুষ্টৌ প্রযত্নেন যতিতব্যমতঃ সদা ॥ ৩
তস্যোক্তে দোষবিজ্ঞানে কর্ম্ম প্রাকৃত-বৈকৃতম্ । সমাস-ব্যাসতো দোষভেদানামবধায় চ ॥ ৪
প্রত্যেকং পঞ্চধা বীর্য্যো ব্যাপারভেদ বৈকৃতঃ । তত্রোচ্যতে বিজ্ঞাপনে সনিদানং সলক্ষণম্ ॥ ৫
ধাতুক্ষয়করৈর্ব্বায়ুঃ কুপ্যো নাতিনিষেবণে । চতুঃস্রোতোঽবকাশেষু ভূতকালেষু পূরয়েৎ ॥ ৬
তেভ্যশ্চ দোষপূর্ণেভ্যঃ প্রজ্ঞাপ্য বিবরং ততঃ । তত্র বায়ুঃ সকৃৎ কুদ্ধঃ শূলানাহান্ত্রকূজনম্ ॥ ৭
মলরোধং বলভ্রংশং দৃষ্টিপৃষ্ঠকটিগ্রহম্ । করোত্যেষ পুনঃ কায়ে ক্লেশানন্যানুপদ্রবান্ ॥ ৮
আমাশয়েষু বমথু-শ্বাস-কাস-বিসূচিকাঃ । কণ্ঠোপরোধমর্শাদি[১]-ব্যাধীনূর্দ্ধ্বঞ্চ নাভিতঃ ॥ ৯
স্রোতাদিনিবিজ্রিয়াবাধং[২] ত্বচি স্ফোটনরূক্ষতা । চক্রে তীব্ররুক্‌শ্বাস-শরাময়বিবর্ণতাঃ ॥ ১০

ধন্বন্তরি বলিলেন,—হে সুশ্রুত ! বাতব্যাধিনিদান বলিতেছি, শ্রবণ কর। শারীরিক বিঘ্নই সকল অনর্থের কারণ। অদৃষ্টবশে শরীরে বায়ুর দোষ জন্মিলে শরীর অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বাত্মা, বিশ্বরূপী, প্রজাপতি, স্রষ্টা, ধাতা, বিভু, বিষ্ণু, সংহর্ত্তা, মৃত্যু ও অন্তক ইহাঁরা যেমন শরীররক্ষার্থ যত্ন করিয়াছেন, সেইরূপ সর্ব্বদা শরীর রক্ষার নিমিত্ত অবশ্য যত্নপরায়ণ হইবে। রোগের দোষপরিজ্ঞানার্থ প্রাকৃত ও বৈকৃত কর্ম্ম আবশ্যক। সাধারণরূপে ও বিশেষরূপে দোষাদোষ জানিয়া রোগনির্ণয় করিতে হয়। পঞ্চ কর্ম্মদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ যে রোগ নির্ণয় করা যায়, তাহাই প্রাকৃতকর্ম্ম। প্রাকৃতকর্ম্ম পরিজ্ঞানার্থ বাতব্যাধির কারণ ও লক্ষণ কথিত হইতেছে। ১-৫

ধাতুক্ষয়কর দ্রব্যের দোষে বায়ু কুপিত হয় বলিয়া তাহা কদাচিৎ সেবনীয় নহে। ঐ বায়ু শিরাস্রোতঃ সকল রোধ করত পুনর্ব্বার তাহা পরিপূরিত করিয়া রাখে। শিরাস্রোতঃ সকল দোষপূর্ণ হইলে বায়ু কুপিত হইয়া চর্ম্মবিবর সকল আচ্ছাদন করে। তাহাতে শূল, আনাহ, অন্ত্রকূজন, মলরোধ, বলভ্রংশ, চক্ষুর দৃষ্টিরোধ, পৃষ্ঠ ও কটিগ্রহ এই সমস্ত উপদ্রব জন্মায়; পরে আবার শরীর দূষিত করিয়া ক্লেশজনক নানাবিধ উপদ্রব উপস্থিত করে। আমাশয়ে বাতব্যাধিরোগ উৎপন্ন হইলে বমন, শ্বাস, কাস, বিসূচিকা, কণ্ঠোপরোধ এবং নাভির ঊর্দ্ধ্বভাগে নানাবিধ ব্যাধি জন্মে। শারীরিক স্রোতোরোধ, ইন্দ্রিয়পীড়া, চর্ম্মস্ফোটন, চর্ম্মরুক্ষতা, প্রবল বেদনা, শ্বাস, শরাময় ও বিবর্ণতা প্রভৃতি বাতব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায়। ৬-১০

১। কণ্ঠোপরোধ-। ২। স্রোতাদি-।

অন্ত্রকূজঞ্চ বিষ্টম্ভমরুচিং কৃশতাং ভ্রমম্। মাংস-মেদোগতগ্রন্থিং চর্ম্মাদাবুপকর্কশম্ ॥ ১১
গুর্ব্বঙ্গং তুদ্যতেঽত্যর্থং দণ্ডমুষ্টিহতং যথা। অস্থিস্থঃ সক্থিমজ্জাস্থিশূলং তীব্রঞ্চ জনয়েৎ ॥ ১২
মজ্জস্থোঽস্থিরসোঃ[1] স্থৈর্য্যামবহং নৈব তথা রুজাম্।
শুক্রস্য শীঘ্রমুৎসঙ্গ-সর্গান্ বিকৃতিমেব বা ॥ ১৩
তদ্বদ্গর্ভস্য শুক্রস্থঃ শিরস্থাস্থানবিট্কতাম্।
তত্র স্থানস্থিতঃ কুর্য্যাৎ শূলং স্বয়ংকৃচ্ছ্রতাম্ ॥ ১৪
জলপূর্ণদৃতিস্পর্শং শোথং সন্ধিগতোঽনিলঃ। সর্ব্বাঙ্গসংশ্রয়স্তোদ-ভেদ-স্ফুরণ-ভঞ্জনম্ ॥ ১৫
স্তম্ভনাক্ষেপণং স্বাপং সন্ধিভঞ্জন-কম্পনম্। যদা তু ধমনীঃ সর্ব্বাঃ কুপিতোঽভ্যেতি মুহুর্মুহুঃ।
তদাঙ্গমাক্ষিপত্যেষ ব্যাধিরাক্ষেপকঃ স্মৃতঃ ॥ ১৬
অধঃপ্রতিহতো বায়ুর্ব্রজেদূর্দ্ধং তথা পুনঃ। তদাবষ্টভ্য হৃদয়ং শিরঃশঙ্খৌ চ পীড়য়েৎ ॥ ১৭
স ক্ষিপেৎ পরিতো গাত্রং হনুং বা চাস্য নাময়েৎ।
কৃচ্ছ্রাদুচ্ছ্বসিতিস্তস্য নিমীলনয়নদ্বয়ম্ ॥ ১৮
কপোত ইব কূজেচ্চ নিঃসংজ্ঞঃ সোঽপতন্ত্রকঃ। স এব বায়ুনাসাধ্যঃ যুক্তস্তু মরুতা হৃদি ॥ ১৯

অন্ত্রবিষ্টম্ভ, অরুচি, ভ্রম, মাংস ও মেদোগত গ্রন্থি এবং চর্ম্মাদির কর্কশতা এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে। এই রোগে শরীর অতি গুরুবোধ হয়, শরীরে দণ্ডাঘাত বা মুষ্টিপ্রহার করিলে যেমন বেদনা হয়, এই রোগেও তদ্রূপ বেদনা অনুভূত হইতে থাকে। অস্থি, মজ্জা, জানু প্রভৃতিতে অতিশয় শূল লক্ষিত হয়। বাতব্যাধিরোগে মজ্জা ও অস্থিতে এই প্রকার বেদনা হয় যে, কোনরূপেই রোগীর প্রাণ সুস্থ থাকে না এবং নিদ্রাকর্ষণ হয় না। আর শীঘ্র শুক্রত্যাগাদি বিকৃতি জন্মে। গর্ভস্থ ও শুক্রস্থ বাতব্যাধি শিরঃপীড়া ও মলের কঠিনতা উৎপাদন করে, বাতব্যাধিরোগ প্রথমত যে স্থান আক্রমণ করে, সেই স্থানে শোথ উৎপাদন করিয়া থাকে; সেই শোথ রোগীকে অত্যন্ত ক্লেশপ্রদান করে। এই রোগে রোগীর শরীর জলপূর্ণ দৃতিস্পর্শের ন্যায় স্পর্শবিশিষ্ট হয়। বায়ু শরীরের সন্ধিতে প্রবেশ করিয়া শোথ উৎপাদন করে। পুনরায় বায়ু সর্ব্বাঙ্গ আশ্রয় করে, তখন গাত্রে বেদনা, তোদবৎ পীড়া স্ফুরণ, সন্ধিভঞ্জন, স্তম্ভন, আক্ষেপণ, স্বপ্ন ও কম্পন এই সমস্ত উপদ্রব হয়। ১১-১৬

যখন বায়ু সকল ধমনী আক্রমণ করে, তখন কুপিত হইয়া বারংবার সর্ব্বশরীরে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহাতে অঙ্গবিক্ষেপ হইতে থাকে, ইহাকে আক্ষেপণব্যাধি বলে। যখন বায়ু অধোদিকে প্রতিহত হইয়া পুনরায় ঊর্দ্ধে গমন করে, তখন হৃদয় আক্রমণপূর্ব্বক শিরঃ ও ললাটাদি পরিপীড়ন করে। সেই বায়ু সর্ব্বশরীর বিক্ষিপ্ত করে; ইহাতে হনুভঙ্গ ও মুখের নম্রতা এই রোগ উপস্থিত হইলে রোগী অতি কষ্টে শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে এবং চক্ষুদ্বয় নিমীলিত হইয়া থাকে। এই রোগে রোগী কপোতের ন্যায় অব্যক্ত শব্দ করে, ইহাতে

১। মজ্জস্থোঽস্থিষু চাস্থৈর্য্যম্।

প্রাপ্নোতি চ মুহুঃ স্বাস্থ্যং মুহুরস্বাস্থ্যতাম্ ভবেৎ ।
অভিঘাতসমুত্থশ্চ দুশ্চিকিৎস্যতমো মতঃ ॥ ২০

দেহত্বচো যদা বায়ুস্তিষ্ঠত্যন্তর্যদা । ব্যাপ্নোতি সকলং দেহং যত্র চাকৃষ্যতে পুনঃ ॥ ২১
অন্তর্বাতুস্থবর্তৈব বেপথুস্তম্ভ নেত্রয়োঃ । করোতি জৃম্ভাং সদনং দশনানাং হর্ষোদ্যমম্ ॥ ২২

পার্শ্বয়োর্বেদনাং বাহ্যাং হনু-পৃষ্ঠ-শিরোগ্রহম্ ।
দেহস্য বহিরায়ামং পৃষ্ঠতো হৃদয়ে শিরঃ ॥ ২৩
উরস্তোৎক্ষিপ্যতে তত্র স্কন্ধো বা নাম্যতে তদা ।
দন্তাস্যে চ বৈবর্ণ্যমস্বেদস্তত্র গাত্রতঃ ॥ ২৪

বাহ্যায়াম-হনুস্তম্ভং ব্রুবতে বাতরোগিণম্ । বিণ্মূত্রমসৃজং প্রাপ্য সশরীরসমীরণাঃ ॥ ২৫
আবৃণোতি তনোর্দোষাঃ সর্ব্বমাপাদমস্তকম্ । তিষ্ঠতঃ পাণ্ডুতাক্লমায়াসাঃ স বর্দ্ধিতঃ[১] ॥ ২৬

গাত্রে[২] বেগে ভবেৎ স্বাস্থ্যং সর্ব্বাক্ষেপণেন তৎ ।
জিহ্বাবিলেখনাচ্ছুষ্ক-ভক্ষণাদতিমাত্রতঃ ॥ ২৭

কুপিতো হনুমূলস্থঃ স্রংসয়িত্বানিলো হনুম্ । করোতি বিবৃতাস্যত্বমথবা সংবৃতাস্যতাম্ ।
হনুস্তম্ভঃ স তেন স্যাৎ কৃচ্ছ্রাচ্চর্ব্বণ-ভাষণম্ ॥ ২৮

জ্ঞানের অভাব হয়, ইহাকে অপতন্ত্রক রোগ বলে। অপতন্ত্রকরোগ গর্ভনাশ ও হৃদয়ে উপস্থিত হয়। উক্ত অপতন্ত্রকরোগ উপস্থিত হইলে রোগী কখন কখন সুস্থতা, কখন বা অতিশয় অসুস্থতা বোধ করে। অভিঘাতজ বাতব্যাধিরোগ দুশ্চিকিৎস্য ও অসাধ্য। ১৬-২০

এই রোগে যখন বায়ু সর্ব্বশরীর আচ্ছাদন করে, রোগীর শরীরে তখন বর্ণ হয় না এবং যখন দেখিবে, রোগীর সর্ব্বশরীর অবসন্ন হইতেছে, তখন বায়ু সর্ব্বশরীর আক্রমণ করিয়াছে জানিবে। যখন বায়ু অন্তর্গত হয়, তখন বেগস্তম্ভ, নেত্ররোধ, জৃম্ভণ, দন্তের মলিনতা, উৎসাহহীনতা প্রভৃতি উপসর্গ করে। এই রোগে পার্শ্ববেদনা, হনুগ্রহ, পৃষ্ঠরোধ, শিরঃপীড়া, শরীরের বাহ্যভাগের অবনতি, পৃষ্ঠ ও হৃদয়ে শুষ্কতাপ্রভৃতি নানাবিধ উপদ্রব করে। এই রোগে সর্ব্বদা মস্তক ঘুরিতে থাকে, স্কন্ধ অবনত হয়, দন্ত ও মুখ বিবর্ণ হয় এবং শরীরের কোন স্থানেও ঘর্ম্মোদ্গম হয় না। শরীরের বহির্ভাগের অবনতি ও হনুস্তম্ভ হইলেই সেই রোগীকে বাতরোগী বলিয়া নিশ্চয় করিবে। সেইরোগে মল, মূত্র ও রক্ত আশ্রয় করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করে। ২১-২৫

বাতব্যাধিরোগ উপস্থিত হইলে দোষসমস্ত আপাদমস্তক সর্ব্বশরীর আচ্ছাদন করে এবং শরীরের পাণ্ডুতা, ক্লম, আয়াস বর্দ্ধিত হয়। সর্ব্ববিধ আক্ষেপকরোগে শরীর-পরিচালনা করিলে কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যবোধ হয়। অধিক পরিমাণে জিহ্বাবিলেখনে কিংবা শুষ্কভোজনে বায়ু কুপিত হইয়া হনুস্তম্ভ করিয়া থাকে। ইহাতে মুখ বিবৃত বা সংবৃত

১। সুবর্দ্ধিতঃ। ২। গাত্র।

বাগ্বাহিনীশিরাসংস্থো জিহ্বাং স্তম্ভয়তেঽনিলঃ ।
জিহ্বাস্তম্ভঃ স তেনান্ন-পান-বাক্যেষ্বনীশতা ॥ ২৯
শিরসা ভারহরণাদতিহাস্যপ্রভাষণাৎ ॥ ৩০
বিষমাদুপধানাচ্চ কঠিনানাঞ্চ চর্ব্বণাৎ । বায়ুর্বিবর্দ্ধতে তৈশ্চ বাতৈরূর্দ্ধ্বমাশ্রিতঃ ॥ ৩১
বক্রীকরোতি বক্ত্রঞ্চ উচ্চৈর্হসিতবীক্ষিতম্ ।
ততোঽস্য কুরুতে মুখং বাক্শক্তিং স্তব্ধনেত্রতাম্ ॥ ৩২
দন্তচালঃ স্বরভ্রংশঃ শ্রুতিহানীক্ষিতগ্রহৌ ।
গন্ধাজ্ঞানং স্মৃতিধ্বংসস্ত্রাসঃ শ্বাসশ্চ জায়তে ॥ ৩৩
নিষ্ঠীবঃ পার্শ্বতোদশ্চ একস্যাক্ষ্ণো নিমীলনম্ ।
জত্রোরূর্দ্ধং রুজস্তীব্রাঃ শরীরার্দ্ধবধোঽপি বা ॥ ৩৪
তমাহুরর্দ্দিতং কেচিদেকাঙ্গমথ চাপরে ।
রক্তমাশ্রিত্য চ শিরাঃ কুর্য্যান্মূর্দ্ধ্বধরাঃ শিরাঃ ॥ ৩৫
রূক্ষাঃ সবেদনাঃ কৃষ্ণাঃ সোঽসাধ্যঃ স্যাচ্ছিরোগ্রহঃ ।
তনুং গৃহীত্বা বায়ুশ্চ শিরাস্নায়ূস্তথৈব চ ।
পক্ষমন্যতরং হন্তি পক্ষাঘাতঃ সঃ উচ্যতে ॥ ৩৬

হয়। অতি প্রবলে চর্ব্বণ বা অত্যন্ত ভাষণদ্বারা কুপিত বায়ু বাগ্বাহিনী শিরা স্তম্ভিত করিয়া জিহ্বাস্তম্ভ করে, তাহাতেই হনুস্তম্ভ হইয়া থাকে। জিহ্বাস্তম্ভ হইলে অন্নভোজন, জলপান ও বাক্যকথন বিষয়ে শক্তি থাকে না। মস্তকে অধিক ভারবহন, অত্যন্ত হাস্য, বিষম উপাধানে শয়ন, কঠিন দ্রব্য চর্ব্বণ, উচ্চৈঃস্বরে বাক্য কথনে বায়ু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দেহের ঊর্দ্ধভাগ আশ্রয় করে। ২৯-৩১

অতি উচ্চহাস্য করিলে এবং নেত্র সবলে অতিশয় বিস্ফারিত করিয়া দর্শন করিলে মুখ বক্র হইয়া যায়। ইহাতে বাক্শক্তির হানি ও নেত্রের স্তব্ধতা হইয়া থাকে। বাতব্যাধিরোগ জন্মিলে, দন্তচালন ও স্বরভ্রংশ হয়, শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তির হ্রাস, গন্ধগ্রহণে অসমর্থতা, স্মরণশক্তির ক্ষীণতা, ত্রাস, শ্বাস এই সকল উপদ্রব জন্মে। এই রোগে নিষ্ঠীবন, পার্শ্ববেদনা; চক্ষুর নিমীলন, জত্রুর ঊর্দ্ধভাগে প্রবল বেদনা এবং অর্দ্ধশরীরের অবসন্নতা এই সমস্ত উপসর্গ উপস্থিত হয়। পূর্ব্বোক্ত রোগকে কেহ কেহ অর্দ্দিত, অপর কেহ বা একাঙ্গব্যাধি বলিয়া থাকেন। বায়ু রক্ত আশ্রয় করিয়া শিরা অবরোধ করিলে মূর্দ্ধগত শিরাসকল অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে এবং মস্তকের অবসন্নতা বোধ হয়। বায়ুকর্তৃক শিরা পরিগৃহীত হইলে যদি শিরা রুক্ষ, বেদনাযুক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ হয়, তবে সেই রোগ অসাধ্য বলিয়া নিশ্চয় করিবে। বায়ু তনুগ্রহণ করিয়া পরে শিরা ও স্নায়ু অবরোধ করে; অনন্তর শরীরের এক পক্ষ (ভাগ) আক্রমণ করে। ইহাকে পক্ষাঘাতরোগ বলে। ৩২-৩৬

কৃৎস্নস্য কায়স্যার্দ্ধং স্যাদকর্ম্মণ্যমচেতনম্। একাঙ্গরোগতাং কেচিদন্যে পক্ষবধং বিদুঃ ॥ ৩৭
সর্ব্বাঙ্গরোগঃ তদ্বচ্চ সর্ব্বকায়াশ্রিতেঽনিলে। শুদ্ধবাতকৃতঃ পক্ষঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যতমো মতঃ ॥ ৩৮
কৃচ্ছ্রস্ত্বন্যেন সংসৃষ্টো বিবৃদ্ধঃ ক্ষয়হেতুকঃ ॥ ৩৯
আমবদ্ধায়নঃ কুর্য্যাৎ সংস্তভ্যাঙ্গং কফান্বিতঃ।
অসাধ্য এবং সর্ব্বো হি ভবেদ্দণ্ডাপতানকঃ ॥ ৪০
অংসমূলস্থিতো[1] বায়ুঃ সিরাঃ সঙ্কোচ্য তত্রগঃ। বাহুপ্রস্পন্দিতহরং জনয়ত্যববাহুকম্ ॥ ৪১
তলং প্রত্যঙ্গুলীনাং যাঃ কণ্ডরা বাহুপৃষ্ঠতঃ।
বাহ্বোঃ কর্ম্মক্ষয়করী বিশ্বাচী বেতি সোচ্যতে ॥ ৪২
বায়ুঃ কট্যাশ্রিতঃ সক্থ্নঃ কণ্ডরামাক্ষিপেদ্যদা।
তদা খঞ্জো ভবেজ্জন্তুঃ পঙ্গুঃ সক্থ্নোর্দ্বয়োর্বধাৎ ॥ ৪৩
কম্পতে গমনারম্ভে খঞ্জন্নিব চ যাতি যঃ। কলায়খঞ্জং তং বিদ্যান্মুক্তসন্ধিপ্রবন্ধনম্ ॥ ৪৪
শীতোষ্ণ-দ্রব-সংশুষ্ক-গুরু-স্নিগ্ধৈশ্চ সেবিতৈঃ।
জীর্ণাজীর্ণে তথায়াস-ক্ষোভস্বপ্নপ্রজাগরৈঃ[2] ॥ ৪৫

ইহাতে সমগ্র শরীরের অর্দ্ধাংশ অকর্ম্মণ্য অচেতন হয়। ইহাকে কেহ একাঙ্গরোগ, কেহ বা পক্ষরোগ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যদি বায়ু সর্ব্বশরীর আশ্রিত করে, তবে এই রোগ সর্ব্বাঙ্গরোগ নামে অভিহিত হয়। শুদ্ধ বায়ুজ পক্ষাঘাতরোগ সাধ্য বলিয়া জানিবে। ঐ রোগ যদি দ্বিদোষজ হয়, তাহা হইলে উহা কৃচ্ছ্রসাধ্য এবং ঐ রোগ সম্যক্-প্রকার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে তাহা অসাধ্য বলিয়া পরিগণিত হয়; আর ঐ রোগই রোগীকে ক্ষয় করিয়া থাকে। বায়ু যদি কফের সহিত যুক্ত হয় এবং আমকর্ত্তৃক তাহার গতিরোধ হয়, তবে সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়া পড়ে। এই রোগ নিশ্চয় অসাধ্য। ইহাকে দণ্ডাপতানক বলে ৩৭-৪০

শিরাগত বায়ু সমস্ত শিরা সঙ্কুচিত করিয়া স্পর্শরোধপূর্ব্বক যে বাতব্যাধিরোগ উৎপাদন করে, তাহার নাম অববাহুক। যে কণ্ডরা বাহুপৃষ্ঠ হইতে হস্তের উপরদিক দিয়া অঙ্গুলি-প্রান্তে শেষ হইয়াছে, যে রোগে সেই কণ্ডরা দূষিত হইলে হস্তের কার্য্য আকুঞ্চনপ্রসারণাদি লোপ হয়, সেই রোগের নাম বিশ্বাচী। যে রোগে কটিস্থিত বায়ু কোন এক জঙ্ঘার কণ্ডরা আকর্ষণপূর্ব্বক জঙ্ঘার শক্তিলোপ করে, সেই রোগের নাম খঞ্জ। আর যে রোগে উভয় জঙ্ঘার শক্তিলোপ হয়, তাহাকে পঙ্গুরোগ বলা যায়। যে বাতব্যাধিতে রোগী গমন করিবার সময় কাঁপিতে কাঁপিতে বিকলভাবে গমন করে, তাহার পদের সন্ধিবন্ধন শিথিল হইয়া যায়, তাহার নাম কলায়খঞ্জ। ৪১-৪৪

শীতল, উষ্ণ, দ্রব, শুষ্ক, গুরু ও স্নিগ্ধ দ্রব্য সমধিক-পরিমাণে সেবন করিলে, জীর্ণ

১। অংসমূলোত্থিতো। ২। প্রজাগরৈঃ।

সশ্লেষ্মমেদঃ পবনে গুরুমত্যর্থসঞ্চিতম্ । অভিভূয়েতরং দোষং শরীরং প্রতিপদ্যতে ॥ ৪৬

সক্থ্যস্থীনি প্রপূর্য্যান্তঃ শ্লেষ্মণা স্তিমিতেন তৎ ।
তদা স্তম্নাতি তেনোরূ শীতাবচেতৌ তথা স্তব্ধৌ ।
পরকীয়াবিব গুরু স্যাতামতিভৃশব্যথৌ ॥ ৪৭
শ্যামাঙ্গমর্দ[১]স্তৈমিত্য-তন্দ্রা-মূর্চ্ছারুচি-জ্বরৈঃ ।
তমূরুস্তম্ভমিত্যাহুরাঢ্যবাতমথাপরে ॥ ৪৮
বাতশোণিতসংশোথো জানুমধ্যে মহারুজঃ ।
জ্ঞেয়ঃ ক্রোষ্টুকশীর্ষস্তু স্থূলক্রোষ্টুকশীর্ষবৎ ॥ ৪৯
রুক্পাদবিষমন্যস্তে শ্রমাদ্বা জায়তে যদা ।
বাতেন গুল্ফমাশ্রিত্য তমাহুর্বাতকণ্টকম্ ॥ ৫০
পার্ষ্ণিপ্রত্যঙ্গুলীনাভৌ কণ্ঠে বা বায়ুনার্দিতে ।
সক্থিক্ষেপং নিগৃহ্লাতি গৃধ্রসীং তাং প্রচক্ষতে ॥ ৫১
হৃষ্যেতে চরণৌ যস্য ভবেতাঞ্চাপি সুপ্তকৌ ।
পাদকর্ষঃ[২] স বিজ্ঞেয়ঃ কফ-বাতপ্রকোপজঃ ॥ ৫২

কিংবা অজীর্ণাবস্থায় অধিক পরিশ্রম বা অধিক জাগরণ করিলে অথবা কোনরূপ ক্ষোভ-প্রাপ্ত হইলে মেদ শ্লেষ্মাযুক্ত হইয়া সঞ্চিত হইতে থাকে; আর শ্লেষ্মা অন্য দোষসকলকে অভিভূত করিয়া সমস্ত শরীর ব্যাপিত করে। শ্লেষ্মা জঙ্ঘার অস্থিসকল প্রপূরিত করিয়া স্তম্ভিত করে, ইহাতে সেই অস্থি অবসন্ন হইয়া পড়ে, ক্রমে ঊরুদেশও সাতিশয় অত্যন্ত শীতল হয়। রোগীর বোধ হয় যেন, ঊরুদ্বয় তাহার নহে, পরকীয়; ঊরুতে দারুণ বেদনা ও সমধিক গুরুতা বোধ হয়। তখন তাহার শরীর শ্যামবর্ণ, অঙ্গের স্তৈমিত্য, তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, অরুচি ও জ্বর হইয়া থাকে। এই রোগকে কেহ কেহ ঊরুস্তম্ভ, কেহ বা আঢ্যবাত বলিয়া থাকেন। বায়ু ও শোণিত দ্বারা ঊরু ও জঙ্ঘার সন্ধির মধ্যে যে অত্যধিক ব্যথাযুক্ত শোথ উৎপন্ন হয়, সেই শোথকে ক্রোষ্টুকশীর্ষ বলিয়া থাকে। বিষমভাবে পাদস্থাপন করিলে অথবা পথপর্য্যটনাদিতে সমধিক পরিশ্রম হইলে, বায়ু কুপিত হইয়া গুল্ফস্থানে বেদনা জন্মায়। এই বেদনাবিশিষ্ট রোগের নাম বাতকণ্টক। ৪৬-৫০

যে রোগে ক্রমশঃ পার্ষ্ণি, অঙ্গুলি, নাভি ও কণ্ঠ এই সমস্ত স্থান বায়ুকর্তৃক পীড়িত হইলে অধিক বেদনা জন্মে, তাহাকে গৃধ্রসীরোগ বলে। যে রোগে বায়ু ও কফ কুপিত হইয়া পাদদ্বয়কে অসাড় (স্পর্শশক্তিহীন) করে, পদদ্বয়ে নখাঘাত করিলেও বেদনা বোধ হয় না, পরন্তু রোমাঞ্চ হইবার সময় শরীরের যেমন অবস্থা হয়, পাদদ্বয়ে সেইরূপ চিহ্ন হইয়া থাকে, ইহাকে পাদহর্ষরোগ বলে। যে রোগে বায়ু ও পিত্ত রক্তের সহিত মিলিত হইয়া

১। ধ্যানাঙ্গমর্দ- । ২। পাদহর্ষঃ ।

পাদয়োঃ কুরুতে দাহং পিত্তাসৃকসহিতোঽনিলঃ ।
বিশেষতশ্চঙ্ক্রমতঃ পাদদাহং তমাদিশেৎ* ॥ ৫৩

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বাতব্যাধিনিদানং নাম
সপ্তত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭০ ॥

একসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ধন্বন্তরিরুবাচ

বাতরক্তনিদানং তে বক্ষ্যে সুশ্রুত তচ্ছৃণু । বিরুদ্ধাধ্যশন-ক্রোধ-দিবাস্বপ্নপ্রজাগরৈঃ ॥ ১
প্রায়শঃ সুকুমারাণাং মিথ্যাহারবিহারিণাম্[২] ।
স্থূলানাং সুখিনাঞ্চাপি কুপ্যতে বাতশোণিতম্ ॥ ২
অভিঘাতাদশুদ্ধেশ্চ নৃণামসৃজি দূষিতে । বাতলৈঃ শীতলৈর্বায়ু বৃদ্ধঃ ক্রুদ্ধো বিমার্গগঃ ॥ ৩
তাদৃশৈর্বাসৃজা রুদ্ধঃ প্রাক্ তদেব প্রদূষয়েৎ ।
আঢ্যং বাতং তদং কাতং বলাসং বাতশোণিতম্ ॥ ৪

পায়ে জ্বালা করায় এবং চলিয়া বেড়াইলেই ঐ জ্বালা কিছু কম বোধ হইয়া থাকে, ইহাকে পাদদাহরোগ বলে । ৫১-৫৩

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বাতব্যাধিনিদান নামক সপ্ততাধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭০ ।

একসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়

ধন্বন্তরি বলিলেন,—সুশ্রুত । অনন্তর বাতরক্ত নিদান বলিতেছি, শ্রবণ কর । বিরুদ্ধ ভোজন, অতিশয় ক্রোধ প্রকাশ, দিবানিদ্রা ও অধিক জাগরণ দ্বারা বায়ু ও রক্ত কুপিত হইয়া বাতরক্ত রোগ উৎপাদন করে । যাহাদের শরীর অতিকোমল বা অতিস্থূল, যাহারা অতিশয় সুখী, তাহাদিগেরই এই রোগ জন্মিয়া থাকে । মিথ্যা আহার বিহারাদি করিলে বাতরক্ত কুপিত হয় । শরীরে কোন প্রকার আঘাত প্রাপ্ত হইলে কিংবা শরীরের রক্ত দূষিত হইলে অথবা বায়ুবর্দ্ধক ও অতিশয় শীতল দ্রব্য সেবন করিলে বায়ু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও কুপিত হইয়া বিমার্গগামী হয় । সেই বায়ুকর্ত্তৃক শারীরিক রক্ত দূষিত হইয়া বায়ুর পথ রুদ্ধ

১ । তমাদিশেদ্বুধঃ । ২ । বিহারিণাম্ ।

তদা ভূর্নামভিঃ স্রাবং পূর্ব্বস্যাদৌ প্রধাবতি ।
বিশেষাদ্গলনাৎ স্বেদ প্রলম্বস্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৫
ভবিষ্যতঃ কুষ্ঠসমং তথা সাস্বদসংজ্ঞকম্ ।
জানু-জঙ্ঘোরু-কট্যংস-হস্ত-পাদাঙ্গসন্ধিষু ॥ ৬
কণ্ডূস্ফুরণ-নিস্তোদ-ভেদ-গৌরব-সুপ্ততাঃ । ভূত্বা ভূত্বা প্রণশ্যন্তি কদা বাবির্ভবন্তি চ ॥ ৭
পাদয়োর্ম্মূলমাস্থায় কদাচিদ্ধস্তয়োরপি ।
আখোরিব বিষং ক্রুদ্ধঃ কৃৎস্নং দেহং বিধাবতি ॥ ৮
ত্বঙ্মাংসাশ্রয়মুত্তানং তৎপূর্ব্বং জায়তে ততঃ । কালান্তরেণ গম্ভীরং সর্ব্বধাতূনভিদ্রবেৎ ॥ ৯
কট্যাদিসংবৃতস্থানে ত্বক্তাম্রশ্যাবলোহিতাঃ । শ্বয়থুর্গ্রথিতঃ পাকঃ স বায়ুশ্চাস্থি-মজ্জসু ॥ ১০
ছিন্দন্নিব চরত্যন্তশ্চক্রী কুর্ব্বংশ্চ বেগবান্ ।
করোতি খঞ্জং পঙ্গুং বা শরীরং সর্ব্বতশ্চরন্ ॥ ১১
বাতাধিকেঽধিকং তত্র শূল-স্ফুরণ-ভঞ্জনম্ ।
শোথস্য রৌক্ষ্যং কৃষ্ণত্বং শ্যাবতা-বৃদ্ধি-হানয়ঃ ॥ ১২

করে, এ নিমিত্ত এই রোগ জন্মে। বাতরক্তরোগ খালিবাতাদি নামে উক্ত হয়। এই রোগের প্রথমাবস্থায় দুর্নামা প্রভৃতি কতিপয় রোগ জন্মে। বিশেষতঃ বমনাদি দ্বারা শরীর প্রলম্বিত হয়, উহাই প্রলম্বনামক বাতরক্তরোগের লক্ষণ। ১-৫

কুষ্ঠরোগ জন্মিবার পূর্ব্বে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, বাতরক্ত রোগেও সেই সমস্ত লক্ষণ দেখা যায়। উক্ত রোগে জানু, জঙ্ঘা, উরু, কটি, স্কন্ধ, হস্ত, পাদ ও অঙ্গসন্ধি এই সকল স্থানে কণ্ডূ স্ফুরণ, সূচীভেদবৎ বেদনা, প্রদাহ, গুরুতা ও অসারতা হইয়া থাকে। এই রোগ জন্মিয়া কখন কখন প্রশান্ত হয় এবং পুনরায় আবির্ভূত হইয়া থাকে। বাতরক্তরোগ কখন কখন পাদদ্বয়ের মূল, কখন কখন বা হস্তদ্বয়ের মূল আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। মূষিকবিষ যেরূপ সর্ব্বশরীর-ব্যাপী হয়, সেইরূপ বাতরক্তরোগও সর্ব্বশরীরে সঞ্চরণ করে। বাতরক্তরোগ প্রথমতঃ চর্ম্ম, অনন্তর মাংস আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, কালান্তরে ঐ রোগ অতি গম্ভীর হইয়া সর্ব্ববিধ ধাতুকে আক্রমণ করিয়া থাকে। এই রোগে কটি প্রভৃতি সংবৃত স্থানের চর্ম্ম তাম্র, শ্যাব বা লোহিতবর্ণ হয়, ঐ সকল স্থানে গ্রথিত শোথ উৎপন্ন হইয়া পাকপ্রাপ্ত হয়। তারপর সেই অস্থি ও মজ্জাতে প্রবেশ করে। ৬-১০

এই রোগে বোধ হয় যেন, বেগবান্ বায়ু অস্থি প্রভৃতি ছেদ করিয়া অভ্যন্তরে চক্রাকারে বিচরণ করে। অনন্তর ঐ বায়ু সর্ব্বশরীরব্যাপী হইলে রোগীকে খঞ্জ বা পঙ্গু করিয়া থাকে। বাতাধিক্যপ্রযুক্ত বাতরোগ জন্মিলে অত্যন্ত শরীরকম্পন, ভঞ্জনবৎ বেদনা, গাত্রস্থিত শোথের রুক্ষতা, কৃষ্ণ-বর্ণতা অথবা শ্যাববর্ণতা হইয়া থাকে। উক্ত রোগ কখন কখন অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং কখন কখন লঘু হইয়া থাকে। বায়ুজ বাত-রক্তরোগে অঙ্গুলিসন্ধির ধমনী

কণ্ঠরোধো মনোভ্রংশ-চ্ছর্দ্যরোচক-পীনসান্ । কুর্য্যাচ্চ গলগণ্ডাদীংস্তান্ জত্রূর্দ্ধসংশ্রয়ান্ ॥ ২১
ব্যানোঽতিগমন-স্নান-ক্রীড়া-বিষমচেষ্টিতৈঃ । বিরুদ্ধ-রূক্ষ-ভী-হর্ষ-বিষাদাদ্যৈশ্চ দূষিতঃ ॥ ২২

পুংস্ত্বোৎসাহ-বলভ্রংশ-শোক-চিত্তপ্লব-জ্বরান্ ।
সর্ব্বাঙ্গাময়-নিস্তোদ-রোমহর্ষং সুপ্তুতাম্ ॥ ২৩

কুষ্ঠং বীসর্পমন্যাংশ্চ কুর্য্যাৎ সর্ব্বাঙ্গসাদনম্ । সমানো বিষমাজীর্ণ-শীতসঙ্কীর্ণভোজনৈঃ ॥ ২৪
করোত্যকালশয়ন-জাগরাদ্যৈশ্চ দূষিতঃ । শূলগুল্মগ্রহণ্যাদীন্ যকৃৎ কামাশয়ান্ গদান্ ॥ ২৫
অপানো রূক্ষগুর্ব্বন্ন-বেগাঘাতাতিবাহনৈঃ[1] । যান-পান[2]-সমুত্থান-চঙ্ক্রমৈশ্চাতিসেবিতৈঃ ॥ ২৬

কুপিতঃ কুরুতে রোগান্ কৃচ্ছ্রান্ পক্বাশয়াশ্রয়ান্ ।
মূত্র-শুক্রপ্রদোষার্শো-গুদভ্রংশাদিকান্ বহূন্ ॥ ২৭

সর্ব্বাঙ্গমারুতং সামং তন্দ্রাস্তৈমিত্যগৌরবৈঃ । স্নিগ্ধত্বারোচকালস্য-শৈত্যশোথাগ্নিহানয়ঃ ॥ ২৮
কট্বরূক্ষাভিলাষেণ তদ্বিধোপশয়েন চ । যুক্তিং বিদ্যান্নিরামং তং তন্দ্রাদীনাং বিপর্য্যয়াৎ ॥ ২৯
বায়োরাবরণং বাতো বহুভেদং প্রচক্ষতে । পিত্তপিত্তাবৃতে দাহস্তৃষ্ণা শূলং ভ্রমস্তমঃ ।
কটুকোষ্ণাম্ললবণৈর্বিদাহঃ শীতকামতা ॥ ৩০

এই রোগে বায়ু কণ্ঠ ও মূর্দ্ধদেশ আশ্রয় করিয়া কণ্ঠরোধ, মনোভ্রংশ, বমি, অরুচি, পীনস এবং গলগণ্ডাদি নানাবিধ উপদ্রব ঘটায়। অতিদূরগমন, অধিক স্নান, অত্যধিক ক্রীড়া ও সমধিক বিষমচেষ্টা, বিরুদ্ধ বা রূক্ষ ব্যবহার, ভয়, হর্ষ ও বিষাদাদিদ্বারা ব্যানবায়ু দূষিত হইয়া পুংস্ত্ব, উৎসাহ ও বল বিনাশ করে; আর শোক, চিত্তবিভ্রম, জ্বর, অঙ্গবেদনা, রোমহর্ষ, সুপ্তুতা (স্পর্শজ্ঞানাভাব), কুষ্ঠ, বিসর্প, অঙ্গাবসাদ প্রভৃতি উপদ্রব উৎপাদন করে। বিষম, অজীর্ণ, শীত ও সঙ্কীর্ণ দ্রব্য ভোজনাদি, অকালশয়ন ও জাগরণাদি দ্বারা সমানবায়ু দূষিত হইলে শূল, গুল্ম, গ্রহণী, অর্শ, যকৃৎ প্রভৃতি রোগসমূহ উৎপাদন করে। ২১-২৫

রূক্ষ ও গুরু অন্নভোজন, বেগবিঘাত, অতিবাহন, যানগমন প্রভৃতিদ্বারা অপানবায়ু কুপিত হইয়া পক্বাশয়কে আশ্রয় করে; তাহাতে মলমূত্রাদির বেগে সমধিক ক্লেশবোধ হয়, আর মূত্রদোষ, শুক্রদোষ, অর্শ, গুহ্যভ্রংশাদি বহুবিধ রোগ জন্মে; উক্ত রোগের আমাবস্থায় তন্দ্রা ও স্তৈমিত্য দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত হয়, সর্ব্বশরীর গৌরবযুক্ত বোধ হইয়া থাকে ও সর্ব্বশরীরের স্নিগ্ধতাবশতঃ রুচি চঞ্চল হয়, শৈত্য, শোথ ও অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে। যখন শরীরের কটু ও রূক্ষতা প্রভৃতি এবং তদ্বিধ অন্যান্য উপসর্গেরও নিবৃত্তি হয়, আর তন্দ্রাদির বিপর্য্যয় হইয়া থাকে, তখন সেই রোগীকে নির্ব্যাধি বলা যায়। বায়ুর আবরণভেদে এই রোগ বহুবিধ কথিত আছে। পৈত্তিক চিহ্নসকল দেহ আবৃত করিলে দাহ, তৃষ্ণা, শূল, ভ্রম, অন্ধকারদর্শন, এই সমস্ত উপদ্রব হয়; কখন কটু, কখন উষ্ণ, কখন অম্ল, কখন বা লবণ, কখন শীতলদ্রব্যে অভিলাষ হইয়া থাকে। ২৬-৩০

১। বাহনৈঃ। ২। যান-।

শৈত্যগৌরবশূলানি-কট্বাদ্যুপশয়োঽধিকম্। লঙ্ঘনায়াসরূক্ষোষ্ণকামতা চ কফাবৃতে ॥ ৩১

কফাবৃতেঽঙ্গমর্দ্দঃ স্যাদ্ হৃল্লাসো গুরুতারুচিঃ।

রক্তাবৃতে সদাহার্ত্তিস্ত্বঙ্মাংসাশ্রয়া ভৃশম্ ॥ ৩২

ভবেৎ সরাগঃ শ্বয়থুর্জায়তে মণ্ডলানি চ। শোথো মাংসেন কঠিনো হৃল্লাস-পিড়কান্বিতঃ। ৩৩

চলনসো মৃদুঃ শীতঃ শোথো গাত্রেষ্বরোচকঃ[১]।

আঢ্যবাত ইব জ্ঞেয়ঃ স কৃচ্ছ্রো মেদসাবৃতঃ ॥ ৩৪

স্পর্শ আচ্ছাদিতেঽত্যুষ্ণঃ শীতলশ্চ স্থলাবৃতে। মজ্জাবৃতে তু বিনমং জৃম্ভণং পরিবেষ্টনম্।

শূলঞ্চ পীড্যমানে চ পাণিভ্যাং লভতে সুখম্ ॥ ৩৫

শুক্রাবৃতে তু দোষে বৈ চাতিবেগো ন বিদ্যতে।

ভুক্তে কুক্ষৌ রুজা জীর্ণে নিবৃত্তির্ভবতি ধ্রুবম্। ৩৬

মূত্রপ্রবৃত্তিরাধ্মানং বস্তের্মূত্রাবৃতে ভবেৎ। বিড়াবৃতে বিবন্ধোঽধ স্বস্থানং পরিকৃন্ততি ॥ ৩৭

শক্ত্যাশু জরাক্রান্তো ভুক্তে চ লভতে নরঃ। সকৃৎ পীড়িতমাত্রেন দুষ্টং শুষ্কং চিরাৎ সৃজেৎ ॥ ৩৮

সর্ব্বধাত্বাবৃতে বায়ৌ শ্রোণিবঙ্ক্ষণপৃষ্ঠরুক্। বিলোমে মারুতে চৈব হৃদয়ং পরিপীড্যতে ॥ ৩৯

কফদ্বিষ্ট দেহ আবরণ করিলে শৈত্য, গৌরব, শূল, মন্দাগ্নি প্রভৃতি উপদ্রব হয়, অধিক জলপানে ইচ্ছা হয়, লঙ্ঘনে অতিশয় শ্রমবোধ হয় এবং রুক্ষ ও উষ্ণদ্রব্যে অভিলাষ হইয়া থাকে। কফাবৃত বাতরক্তে অঙ্গমর্দ্দ, হৃল্লাস, গুরুতা, অরুচি, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। রক্তাবৃত বাতরক্তে দাহ, মাংসপ্রভৃতিতে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হয়। এই রোগে রক্তবর্ণ শোথ এবং শরীরে মণ্ডলাকার চিহ্ন দেখা যায়। উক্ত শোথ মাংস আশ্রয় করিলে অতিকঠিন হয় এবং হৃল্লাস ও পীড়কা প্রভৃতি উপদ্রব হইয়া থাকে। এই রোগে গাত্রে যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহা সচল কিংবা একস্থানস্থিত, মৃদু ও শীতলস্পর্শ হইয়া থাকে; ইহাকে আঢ্যবাত বলে। উক্ত শোথ মেদোযুক্ত ও অতিকষ্টপ্রদ। উক্ত শোথ স্পর্শ বা আচ্ছাদন করিলে অতি উষ্ণ হইয়া থাকে এবং অনাবৃত অবস্থায় শীতলবোধ হয়। মজ্জাবৃত শোথে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের বিপরীত হয়। ইহাতে জৃম্ভণ ও অধিক শূল অনুভূত হইয়া থাকে। হস্তদ্বারা পীড়ন করিলে কথঞ্চিৎ সুখবোধ হয়। ৩১-৩৬

কিন্তু জীর্ণ হইলে সেই বেদনার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। বাতিরক্ত মূত্রাশয় আবরণ করিলে মূত্রপ্রবৃত্তি, আধ্মান, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। বাতরক্তরোগে শারীরিক ছিদ্র সমস্ত আবৃত হইলে বিবন্ধ ও স্বস্থানে কর্ত্তনবৎ পীড়া অনুভূত হয়। বাতরক্ত পীড়িত ব্যক্তি সহসা জরাক্রান্ত হইয়া পতিত হয়, ভোজনান্তে পীড়া অনুভূত হইয়া থাকে। তাহার চিরকালে দুষ্ট মল নিঃসারিত হয়। বায়ু সর্ব্বধাতু আবৃত করিলে কটি, বঙ্ক্ষণ ও পৃষ্ঠে বেদনা উপস্থিত হয়। তখন বায়ু বিলোমভাবে হৃদয়কে পরিপীড়িত করে। পিত্ত প্রাণবায়ু আবৃত করিলে

১। শোথো গাত্রেষু রোচকঃ।

স্থানান্যপেক্ষ্য বাতানাং বৃদ্ধিহ্রাসঞ্চ কর্ম্মণাম্ ।
প্রাণাদীনাঞ্চ পঞ্চানাং মিশ্রমাবরণং মিথঃ ॥ ৫০
পিত্তাদীনামাবরণৈর্মিশ্রাণাং মিশ্রিতৈশ্চ তৈঃ ।
মিশ্রৈঃ পিত্তাদিভিস্তদ্বন্মিশ্রত্বঞ্চাপি ত্বনেকধা ॥ ৫১

তান্ লক্ষয়েদবহিতো যথাস্বং লক্ষণোদয়াৎ । শনৈঃ শনৈশ্চোপশয়াৎ গূঢ়ানপি মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৫২
বিশেষাজ্জীবিতং প্রাণ উদানো বলমুচ্যতে । স্যাৎ তয়োঃ পীড়নাদ্ধানিরায়ুষশ্চ বলস্য চ ॥ ৫৩

আবৃতা বায়বোঽজ্ঞাতা জ্ঞাতাঃ বৎসরং স্থিতাঃ ।
প্রযত্নেনাপি দুঃসাধ্যা ভবেয়ুর্ব্বানুপক্রমাঃ ॥ ৫৪

বিদ্রধি-প্লীহ-হৃদ্রোগ-গুল্মাগ্নিসদনাদয়ঃ । ভবন্ত্যুপদ্রবাস্তেষাং মারুতানামুপেক্ষয়া ॥ ৫৫
নিদানং সুশ্রুত যথা আত্রেয়োক্তং সমীরিতম্ । সর্ব্বরোগবিবেকায় নরাণামায়ুঃপ্রবৃদ্ধয়ে ॥ ৫৬
এবং বিজ্ঞায় রোগাদীংশ্চিকিৎসামথবা চরেৎ । ত্রিফলা সর্ব্বরোগঘ্নী মধ্বাজ্যগুড়সংযুতা ॥ ৫৭
সপথ্যা বা ত্রিফলা বাপি সর্ব্বরোগপ্রমর্দ্দিনী । শতাবরীগুড়ূচ্যগ্নিবিড়ঙ্গেন যুতাথবা ॥ ৫৮
শতাবরী গুড়ূচ্যগ্নি শুণ্ঠী মুষলিকা বলা । পুনর্নবা চ বৃহতী নির্গুণ্ডী নিম্বপত্রকম্ ॥ ৫৯

আবরণ নিশ্চয় করিয়া রোগ বিভাগ করিতে হয়। বাতাদির স্থান অস্থান বিবেচনা করিয়া কর্ম্মের হ্রাস বৃদ্ধি অনুমান করিবে। পিত্তই প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর আবরণ স্বরূপ; পিত্তাদি মিশ্রিত হইলে তাহাদিগের আবাসস্থানও মিশ্রিত হয়। পিত্তাদি মিশ্রিত হইলে যেমন নানাবিধ রূপ ধারণ করে, তদ্রূপ মিশ্রিত পিত্তাদিজনিত রোগও অনেক প্রকার হয়। ৫০-৫১

বিজ্ঞ চিকিৎসক অবহিত হইয়া স্ব স্ব লক্ষণ দ্বারা রোগ নিশ্চয় করিবে। রোগসমূহ অতিগূঢ় হইলেও তাহা অল্পে অল্পে উপশম করিতে হয়। প্রাণবায়ু জীবন, উদানবায়ু বল; এই বায়ুদ্বয়ের পীড়ন হইলে আয়ু ও বলের হানি হইয়া থাকে; অতএব যাহাতে উক্ত বায়ুদ্বয়ের হানি না হয়, সাবধানে তদ্রূপ চিকিৎসা করিতে হইবে। যখন দেখিবে বায়ুসকল আবৃত হইয়াছে, অথবা ঐ সকল বায়ু স্থানচ্যুত হইয়াছে, তখন সেই রোগ উপদ্রবহীন হইলেও তাহা দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। সবিশেষ প্রযত্ন করিলেও তাহা সাধ্যায়ত্ত হয় না। বাতরক্ত রোগ উপেক্ষিত হইলে যদি সর্ব্বাঙ্গ আবৃত হয়, তবে বিদ্রধি, প্লীহা, হৃদ্রোগ, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য, বেদনা, এই সমস্ত উপদ্রব হইয়া থাকে। ৫২-৫৫

হে সুশ্রুত! আত্রেয়োক্ত নিদান তোমার নিকট বলিলাম, ইহা দ্বারা সর্ব্বরোগপরিজ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা হইলেই উপযুক্ত ব্যবস্থা দ্বারা মনুষ্যাদির আয়ুর্বৃদ্ধি পায়। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রোগাদি জানিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। ত্রিফলা অর্থাৎ হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, মধু, ঘৃত অথবা গুড়সহযোগে সেবন করিলে সর্ব্বরোগ নাশ পায়। শতমূলী, গুলঞ্চ, চিতা বা বিড়ঙ্গ ইহাদিগের সহিত ত্রিফলা ও ত্রিকটু সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়। শতমূলী, গুলঞ্চ, চিতা, শুঁঠ, তালমূলী, বেড়েলা, পুনর্নবা, বৃহতী, নিসিন্দা, নিমপত্র,

ভৃঙ্গরাজস্তামলকং বাসকস্বরসেন বা। ভাবিতা ত্রিফলা সপ্তবারমেকমথাপি বা ॥ ৬০
পূর্ব্বোক্তান্ত যথালাভং কৃত্বা চূর্ণঞ্চ মোদকঃ। বটিকা ঘৃততৈলং বা কষায়ো সর্বরোগনুৎ।
পলং পলার্দ্ধকং বাপি কর্ষং কর্ষার্দ্ধমেব বা ॥ ৬১

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নিদানস্থানং নামৈকসপ্তত্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭১ ॥

দ্বিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ধন্বন্তরিরুবাচ

সর্ব্বরোগহরং সিদ্ধং যোগসারং বদাম্যহম্।
শৃণু সুশ্রুত সংক্ষেপাৎ প্রাণিনাং জীবহেতবে ॥ ১
কষায়কটুতিক্তাম্ল-রুক্ষাহারাদিভোজনাৎ। চিন্তাব্যবায়ব্যায়াম-ভয়শোকপ্রজাগরাৎ ॥ ২
উচ্চৈর্ভাষাতিভারাচ্চ কর্মযোগাতিকর্ষণাৎ
বায়ুঃ কুপ্যতি পর্জন্যে জীর্ণান্তে দিনসংক্ষয়ে ॥ ৩

ভৃঙ্গরাজ, আমলকী ও বাসক, ইহাদিগের রসে ত্রিফলা সপ্তবার বা একবার ভাবনা দিয়া পূর্ব্বোক্ত শতমূলী প্রভৃতি চূর্ণ করিয়া মোদক, বটিকা, ঘৃত কিংবা তৈল প্রস্তুত করিবে অথবা উক্ত দ্রব্য সকলের কাথ পান করিবে। ইহাতে সর্ব্বরোগ নাশ পায়। একপল (৮ তোলা), পলার্দ্ধ, কর্ষ (দুই তোলা) কিংবা অর্দ্ধকর্ষ পরিমাণে উক্ত কষায় সেবন করিতে হয়। ৫৬-৬১

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নিদানস্থান নামক একসপ্তত্যধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭১।

দ্বিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়

ধন্বন্তরি বলিলেন—হে সুশ্রুত! সর্ব্বপ্রাণীর জীবনের নিমিত্ত বিবিধ রোগাপহারক ঔষধ যোগ সংক্ষেপে তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। কষায়, কটু, তিক্ত, অম্ল ও রুক্ষদ্রব্য ভোজন, চিন্তা, ব্যবায়, ব্যায়াম, ভয়, শোক, জাগরণ, অত্যুচ্চভাষণ, অতিশয় ভারবহন কর্ম্মে অতিশয় অভিনিবেশ এই সমস্ত হেতুতে, বর্ষাকালে, ভুক্তদ্রব্যের জীর্ণ সময়ে

সর্ব্বহেতুসমুৎপন্নং ত্রিলিঙ্গং সান্নিপাতিকম্ । দোষধাতুমলাধারো দেহিনাং দেহ উচ্যতে ॥ ১৩
তেষাং সমত্বমারোগ্যং ক্ষয়বৃদ্ধী বিপর্য্যয়ঃ । রসাসৃঙ্মাংসমেদোঽস্থিমজ্জাশুক্রাণি ধাতবঃ ॥ ১৪

বাতপিত্তকফা দোষা বিণ্মূত্রাদ্যা মলাঃ স্মৃতাঃ ।
বায়ুঃ শীতো লঘুঃ সূক্ষ্মঃ খরো রূক্ষোঽস্থিরো[1] বলী ॥ ১৫
পিত্তমম্লকটূষ্ণঞ্চ পক্ত্যোজোবুদ্ধিরোগকারণম্ ।
মধুরো লবণঃ স্নিগ্ধো গুরুঃ শ্লেষ্মাতিপিচ্ছিলঃ ॥ ১৬

জঘনশ্রোণ্যাশ্রয়ো বায়ুঃ পিত্তং পক্বাশয়স্থিতম্ । কফস্থামাশয়ঃ স্থানং কণ্ঠো বা মূর্দ্ধসন্ধয়ঃ ॥ ১৭
কটু-তিক্ত-কষায়াশ্চ কোপয়ন্তি সমীরণম্ । কট্বম্ললবণাঃ পিত্তং স্বাদূষ্ণলবণাঃ কফম্ ॥ ১৮

এত এব বিপর্য্যস্তাঃ শমায়ৈষাং প্রযোজিতাঃ ।
ভবন্তি রোগিণাং শান্ত্যৈ সুস্থানাং[3] সুখহেতবঃ ॥ ১৯

চক্ষুষ্যো মধুরো শ্রেষ্ঠো রসধাতুবিবর্দ্ধনঃ । অম্লোঽভুতো[4] মনোজ্ঞস্তথা দীপন-পাচনঃ ॥ ২০
শোধনঃ পাচনঃ ক্লেদী লবণঃ শিথিলঃ মৃদুঃ । স্তৌল্যালস্যবিষঘ্নশ্চ কটুর্দীপন-পাচনঃ ॥ ২১

ইত্যাদি বুঝিতে পারিবে। যে রোগে বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকে ত্রিলিঙ্গ বা সান্নিপাতিক রোগ বলে। দেহীদিগের দেহ দোষ, ধাতু ও মলের আধার। যখন বায়ুপিত্তাদি দোষের সমতা থাকে তখনই রোগীকে আরোগ্যবান্ বলা যায়। আরোগ্যাবস্থায় ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না। আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সমস্ত পদার্থকে ধাতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনের নাম দোষ, আর বিষ্ঠা মূত্র প্রভৃতিকে মল বলা যায়। বায়ু শীতল, লঘু, সূক্ষ্ম, রূক্ষ, স্থির ও বলবান্ ১৩-১৫

পিত্ত, অম্ল ও কটুরসযুক্ত এবং উষ্ণ; ইহার দ্বারা পরিপাক কার্য্য ও ওজোধাতুর পুষ্টি হয়। এই পিত্ত বিকৃত হইয়াই রোগের কারণ হয়। শ্লেষ্মা মধুর ও লবণরসযুক্ত এবং স্নিগ্ধ, গুরু ও অতিশয় পিচ্ছিল। বায়ু জঘনদেশ ও কটি আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে; পিত্ত পক্বাশয় অবস্থিত হয়; আমাশয়, কণ্ঠ, মস্তক ও সন্ধি এই সমস্ত কফের অবস্থিতি-স্থান। কটু, তিক্ত ও কষায় এই সমস্ত দ্রব্য বায়ুকে প্রকুপিত করে, কটু, অম্ল ও লবণদ্রব্য পিত্তকে এবং স্বাদু, উষ্ণ ও লবণদ্রব্য কফকে প্রকুপিত করিয়া থাকে। উক্ত রসসকল বিপরীতরূপ প্রযুক্ত হইলে বায়ুপিত্তপ্রভৃতি শান্ত হইয়া থাকে এবং হইলে রোগীদিগেরও সুখশান্তি লাভ হয়। মধুরদ্রব্য, চক্ষুষ্য এবং রস ও ধাতু বর্দ্ধনকারী। মধুর দ্রব্য অম্লমিশ্রিত হইলে মনের তৃপ্তিজনক হয়। উহা অগ্নির উদ্দীপক ও পাচক হইয়া থাকে। ১৬-২০

লবণরস শোধনকারী, পাচক, ক্লেদজনক, দেহের শিথিলতা সম্পাদক এবং ইহা মৃদুদের ন্যায় জীবন ধারণের সহায়। কটু রস অগ্নিদীপক পাচক এবং স্থূলত্ব, আলস্য ও বিষদোষ-

---

১। খরনাশী স্থিরো। ২। জ্ঞাপশিষ্ঠ। ৩। স্বস্থানং। ৪। অম্লোত্তিরো।

দীপনো জ্বরতৃষ্ণাঘ্নস্তিক্তঃ শোধনরোচনঃ*

পিত্তঘ্নো লেখনঃ স্তম্ভী কষায়ো গ্রাহিশোষণঃ ॥ ২২

রসবীর্য্যবিপাকানামাশ্রয়ো দ্রব্যমুত্তমম্ । রসঃ পাকান্তরস্থায়ী দ্রব্যাধারব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ২৩

শীতোষ্ণলবণং বীর্য্যমথবা শক্তিরিষ্যতে ।

রসানাং দ্বিবিধঃ পাকো মধুরঃ কটুরেব চ ॥ ২৪

ভিষগ্‌ভেষজরোগার্ত্ত-পরিচারকসম্পদঃ । চিকিৎসাঙ্গানি চত্বারি বিপরীতাপসিদ্ধয়ে ॥ ২৫

দেশ-কাল-বয়ো বহ্নি-সাত্ম্য-প্রকৃতি-ভেষজম্ ।

দেহসত্ত্ববলব্যাধীন্ বুদ্ধা কর্ম্ম সমারভেৎ ॥ ২৬

বহূদকনগোঽনূপঃ কফমারুতবেগবান্ । জাঙ্গলোঽল্পশাখী চ রক্তপিত্তপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ২৭

সংসৃষ্টলক্ষণোপেতো দেশঃ সাধারণঃ স্মৃতঃ ।

বাল আ ষোড়শাদ্বর্ষাৎ সপ্ততের্বৃদ্ধ ইতোঽপরঃ ॥ ২৮

কফপিত্তানিলাঃ প্রায়ো যথাক্রমমুদীরিতাঃ ।

ক্ষারাগ্নিশস্ত্ররহিতা বালপ্রবয়সোঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৯

কৃশস্য বৃংহণং কার্য্যং স্থূলদেহস্য কর্শনম্ । রক্ষণং মধ্যকায়স্য দেহভেদাস্ত্রয়ো মতাঃ ॥ ৩০

নাশক। তিক্তরস অগ্নির উদ্দীপক, জ্বর ও তৃষ্ণানাশক, শোধন ও শোষণকারক। কষায়দ্রব্য পিত্তবর্দ্ধনকারী, লেখন, স্তম্ভকারক, গ্রাহী ও শোষণ। যে দ্রব্য রস ও বীর্য্যের বিপাকাশ্রয় তাহা উত্তম বলিয়া জানিবে আর রসপাকান্তরস্থায়ী দ্রব্য সমস্তদ্রব্যের আশ্রয়স্বরূপ। শৈত্য, উষ্ণতা ও লবণতা এই সমস্ত দ্রব্যের বীর্য্য অথবা শক্তি। রসের পাক দ্বিবিধ হয়; মধুর ও কটু। চিকিৎসক, ঔষধ, রোগীর পরিচারক ও সম্পত্তি এই চারিটী চিকিৎসার অঙ্গ। এই অঙ্গচতুষ্টয় উত্তম হইলে শীঘ্রই রোগী আরোগ্যলাভ করিতে পারে, কিন্তু উহাদিগের দোষ থাকিলে বিপরীত ফল হয়। দেশ, কাল, রোগীর বয়স, অগ্নি, প্রকৃতি, ঔষধ, দৈহিক বল ও ব্যাধি এই সকল পরিজ্ঞাত হইয়া চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। ২১-২৬

দেশবিশেষে রোগের উৎপত্তিবিশেষ হইয়া থাকে, অতএব চিকিৎসাব্যাপারে দেশই সাধারণ কারণ। বহুজলবিশিষ্ট স্থান ও পর্ব্বত ইহারা বাতশ্লেষ্মবর্দ্ধক। জাঙ্গল, দেশ ও বৃক্ষাগ্র বা পর্ব্বতশিখর এই সমস্ত স্থান রক্তপিত্তপ্রবর্দ্ধক হইয়া থাকে। মনুষ্যের ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত বাল্যকাল, ষোড়শবর্ষের পর সপ্ততিবর্ষপর্যন্ত মধ্যকাল, সপ্ততিবর্ষের পর আজীবন বৃদ্ধকাল বলিয়া জানিতে হইবে। কফ, পিত্ত ও বায়ু ইহারা ক্রমশঃ উদীরিত হয়। রোগীর বাল্যকাল হইলে কিংবা বৃদ্ধাবস্থাতে ক্ষারক্রিয়া, অগ্নিচিকিৎসা ও অস্ত্রপ্রক্রিয়া করিবে না। কৃশ ব্যক্তির পক্ষে বৃংহণ ও স্থূলদেহ ব্যক্তির পক্ষে কর্ষণক্রিয়া কর্ত্তব্য। যাহার শরীর মধ্যবিধ, তাহার শরীররক্ষা করিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে। এইরূপে শরীরের ত্রৈবিধ্য বিবেচনা করিয়া

---

* ১। শোধনশোষণঃ।

ধৈর্য্যব্যায়ামসন্তোষৈর্বোদ্ধব্যং মনুজো বলম্ ।
অবিকারী মহোৎসাহো মহাসাহসিকো নরঃ ॥ ৩১
পানাহারাদয়ো যস্য বিরুদ্ধাঃ প্রকৃতেরপি ।
সুখত্বায়োপকল্পন্তে তৎ সাত্ম্যমিতি কথ্যতে ॥ ৩২
গর্ভিণ্যাঃ শ্লেষ্মলৈর্ভক্ষ্যৈঃ শ্লৈষ্মিকো জায়তে নরঃ ।
বাতলৈঃ পিত্তলৈস্তদ্বৎ সমধাতুর্হিতাশনাৎ ॥ ৩৩
কৃশো রুক্ষোঽল্পকেশশ্চ চলচিত্তো নরঃ স্মৃতঃ । বহুবাকাশগঃ স্বপ্নে বাতপ্রকৃতিকো নরঃ ॥ ৩৪
অকালপলিতো গৌরঃ প্রস্বেদী কোপনো বুধঃ ।
স্বপ্নেঽপি দীপ্তিমৎপ্রেক্ষী পিত্তপ্রকৃতিরুচ্যতে ॥ ৩৫
স্থিরচিত্তঃ ঘনঃ সূক্ষ্মঃ প্রসন্নঃ স্নিগ্ধমূর্দ্ধজঃ । স্বপ্নে জলশিলালোকী শ্লেষ্মপ্রকৃতিকো নরঃ ॥ ৩৬
সম্মিশ্রলক্ষণৈর্জ্ঞেয়া দ্বিত্রিদোষাত্মকা নরাঃ । দোষবত্ত্বেঽপ্যসত্ত্বাদেঽধিকপ্রকৃতিঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৭
মন্দস্তীক্ষ্ণোঽথ বিষমঃ সমশ্চেতি চতুর্বিধঃ ।
কফপিত্তানিলাধিক্যাৎ তৎসাম্যাজ্জাঠরোঽনলঃ ॥ ৩৮
সমস্য পালনং কার্য্যং বিষমে বাতনিগ্রহঃ ।
তীক্ষ্ণে পিত্তপ্রতীকারো মন্দে শ্লেষ্মবিশোধনম্ ॥ ৩৯

চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। ধৈর্য্য, ব্যায়াম ও সন্তোষ ইহাদিগের দ্বারা রোগীর বল বিবেচনা করিবে। যে ব্যক্তি অবিকারী, মহা উৎসাহশীল ও সাহসিক, সেই মানবই বলবান্। ২৭-৩১

পানীয় ও ভক্ষ্য দ্রব্য প্রকৃতির বিরুদ্ধ হইলেও যাহার সুখসাধন হইয়া থাকে, তাহাকে সমপ্রকৃতি বলে। গর্ভিণী শ্লৈষ্মিক দ্রব্য ভক্ষণ করিলে তাহার সন্তানও শ্লেষ্মাপ্রকৃতি হয়। এইরূপ বায়ুজনক দ্রব্য ভক্ষণে বায়ুপ্রকৃতি এবং পিত্তজনক দ্রব্যসেবনে পিত্তপ্রকৃতি হইয়া থাকে। যাহার কেশ রুক্ষ ও অল্প, যে ব্যক্তি চলচিত্ত, কৃশ ও নিদ্রাবস্থায় বহুভাষণ করে, তাহাকে বায়ুপ্রকৃতি বলিয়া নিশ্চয় করিবে। যাহার কেশের অকালে পক্কতা ও শরীর শিথিল হয়, যাহার শরীর গৌরবর্ণ, সর্ব্বদা শরীরে ঘর্ম হয়, যে ব্যক্তি কোপনস্বভাব এবং স্বপ্ন সময়ে সমুজ্জ্বলপ্রভা দেখিতে পায়, তাহাকে পিত্তপ্রকৃতি পুরুষ। যাহার চিত্ত স্থির, চিত্ত সূক্ষ্ম, কেশ স্নিগ্ধ এবং স্বপ্নসময়ে জল ও শিলা অবলোকন করে, সেই ব্যক্তি শ্লেষ্মপ্রকৃতি মনুষ্য। ৩২-৩৬

যে ব্যক্তি মিশ্রলক্ষণান্বিত, তাহাকে মিশ্রপ্রকৃতি বলে; মনুষ্য এইরূপে দ্বিপ্রকৃতিক ও ত্রিপ্রকৃতিক হইয়া থাকে। বায়ুপিত্তাদি সকলেরই লক্ষণ প্রকাশিত থাকিলে যাহার আধিক্য দৃষ্ট হইবে, তাহাকে সেই প্রকৃতি বলিয়াই নিশ্চয় করিবে। কফ, পিত্ত ও বায়ু ইহাদিগের মন্দ, তীক্ষ্ণ, বিষম ও সম এই চারিপ্রকার অবস্থা হইয়া থাকে। কফপিত্তাদির আধিক্য ও সাম্যবশতঃ জঠরাগ্নিও প্রকারভেদ হয়, জঠরাগ্নির সর্ব্বদা সমতা রক্ষা করিবে। জঠরাগ্নির

অতএব সর্ব্বরোগাণামজীর্ণকাদিনাশনম্। আমাম্লরসবিষ্টব্ধ-লক্ষণং চতুর্বিধম্॥ ৪০
আমাদ্বিসূচিকা-ক্লেশ-গুর্ব্বালস্যকাদয়ঃ। বচালবণতোয়েন বমনং তত্র কারয়েৎ॥ ৪১

তৃষ্ণাদাহৌ ভ্রমো মূর্চ্ছা তথাম্লাৎ সম্প্রবর্ত্ততে।
অপক্বং তত্র শীতাম্বুপানং বাতনিষেবণম্॥ ৪২
গাত্রভঙ্গশিরোজাড্য-ভক্তদ্বেষাদয়ো রসাৎ।
তস্মিন্ স্বাপো দিবা কার্য্যো লঙ্ঘনং বারিবর্জ্জনম্[১]॥ ৪৩

শূলারুচিবিণ্মূত্র-স্তব্ধতা বিষ্টব্ধসূচকাঃ। বিশেষাৎ স্বেদনং তত্র পানীয়ং লবণোদকম্॥ ৪৪

আমমম্লঞ্চ বিষ্টব্ধং কফপিত্তানিলৈঃ ক্রমাৎ।
আলিপ্য জঠরং প্রাজ্ঞো হিঙ্গুত্র্যূষণসৈন্ধবৈঃ॥ ৪৫
দিবাস্বপ্নং প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বাজীর্ণবিনাশনম্।
অহিতাদ্বৈ রোগরাশিরহিতান্নং ততস্ত্যজেৎ॥ ৪৬
উষ্ণাম্বু বারিপানঞ্চ মাক্ষিকৈঃ পাচনং ভবেৎ।
করীরদধিমৎস্যৈশ্চ প্রায়ঃ ক্ষীরং বিরুধ্যতে॥ ৪৭

বিল্ব-শ্যোনাক-গাম্ভারী-পাটলা-গণিকারিকাঃ দীপনং কফবাতঘ্নং পঞ্চমূলমিদং মহৎ॥ ৪৮

বিষম অবস্থা হইলে বায়ু নিগ্রহ করা কর্ত্তব্য। তীক্ষ্ণাবস্থাতে পিত্তপ্রতিকার ও মন্দাবস্থায় শ্লেষ্মাবিশোধন করিবে। অজীর্ণ ও মন্দাগ্নি ইহারাই সর্ব্বরোগের কারণ। মন্দাগ্নি চতুর্বিধ; আম, অম্ল, রস ও বিষ্টব্ধ। ৩৭-৪০

আমাবস্থায় বিসূচিকা এবং দেহের ক্লিন্নভাব, গুরুবোধ ও অলসতা প্রভৃতি হইয়া থাকে। এই অবস্থায় বচ ও লবণের সহিত জলপান করিয়া বমন করিবে। অম্লাধিক্য হইলে তৃষ্ণাদাহ, ভ্রম, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা প্রভৃতি উপসর্গ হইয়া থাকে। এই অবস্থায় অপক্ব শীতল জল পান কিংবা বায়ু সেবন করিবে। রসাধিক্য হইলে, গাত্রভঙ্গ, শিরোগুরুতা, ভোজনে অনিচ্ছা, এই সকল উপদ্রব হয়। এই অবস্থাতে দিবাভাগে নিদ্রা যাইবে এবং লঙ্ঘন করিবে। বিষ্টব্ধাবস্থায় শূল, অরুচি মলমূত্রের স্তব্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ জন্মে। ইহাতে উষ্ণ জলের সেক এবং লবণোদক পান করা বিধেয়। কফদোষে আম, পিত্তদোষে অম্ল এবং বায়ুদোষে বিষ্টব্ধ জন্মে। এই সমস্ত প্রতীকারের জন্য হিঙ্গু, ত্রিকটু ও সৈন্ধবদ্বারা উদরলেপন করিয়া দিবাতে নিদ্রা যাইবে; ইহাতে সর্ব্ববিধ অজীর্ণ বিনাশ পায়। ৪১-৪৬

অহিতভোজন দ্বারা নানাবিধ রোগ জন্মে; অতএব অহিতান্ন পরিহার করিবে। মধুর সহিত উষ্ণ জল পান করিলে উদরে পরিপাক হয়; বংশাঙ্কুর, দধি, মৎস্য ও ক্ষীর এই সমস্ত দ্রব্য শীঘ্র পরিপাক পায় না। বিল্ব, শোণাক, গাম্ভারী, পারুলী, গণিকারী, এই পঞ্চবৃক্ষের মূলকে মহৎ পঞ্চমূল বলে। এই পঞ্চমূল অগ্নির উদ্দীপন এবং কফ ও বাত নাশ করিয়া

১। পা বিবর্জনম্।

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরম্ ।
বাতপিত্তহরং বৃষ্যং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকম্ ॥ ৪৯
উভয়ং দশমূলং স্যাৎ সন্নিপাতজ্বরাপহম্ ।
কাসে শ্বাসে চ তন্দ্রায়াং পার্শ্বশূলে চ শস্যতে ॥ ৫০
এতৈস্তৈলানি সর্পীংষি শোফোপাশ্মকাং জয়েৎ ।
কাথাচ্চতুর্গুণং বারি পাদস্থং স্যাচ্চতুর্গুণম্ ॥ ৫১

স্নেহাৎ দ্রব্যসমং ক্ষীরং কল্কশ্চ স্নেহপাদিকঃ । সংবর্দ্ধিতৌষধঃ[1] পাকো বস্তৌ পানে ভবেৎ সমঃ । খরোহভ্যঙ্গে মৃদুর্নস্যে শাস্ত্রেষ্বেবং প্রকল্পনা ॥ ৫২

সুখদেহেন্দ্রিয়াশক্ত্যা প্রকৃতির্যা ব্যবস্থিতা ।
আরোগ্যমিতি তং বিদ্যাদায়ুষ্মত্বমুপাচরেৎ ॥ ৫৩
যো গৃহ্ণাতীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ বিপরীতান্ স মৃত্যুভাক্ ।
ভিষক্‌মিত্রগুরুদ্বেষী প্রিয়বাক্যশ্চ যো ভবেৎ ॥ ৫৪
গুল্‌ফজানুললাটঞ্চ হনূর্গণ্ডস্তথৈব চ ।
অধঃ স্থানচ্যুতং যস্য স জহাত্যচিরাদসূন্ ॥ ৫৫

থাকে। শালপানি, পাঠানী, বৃহতী, কন্টকারি ও গোক্ষুর এই পঞ্চমূলকে স্বল্প পঞ্চমূল বলা যায়। ইহা শরীরের পোষণসাধন করে এবং বাতপিত্ত হরণ করিয়া থাকে। পূর্বোক্ত মহৎ পঞ্চমূল ও লঘু পঞ্চমূল এই উভয়কে দশমূল বলে। এই দশমূল সান্নিপাতিক জ্বর বিনাশ করিয়া থাকে। কাস, শ্বাস, তন্দ্রা, পার্শ্বশূল, প্রভৃতি রোগে পূর্বোক্ত দশমূল প্রশস্ত। ৪৮-৫০

পূর্বোক্ত দশমূলের কাথের সহিত তৈল কিংবা ঘৃত পাক করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে অনুকাশামক রোগ শমতা করা যায়। কাথ প্রস্তুত করিতে হইলে কাথ্যদ্রব্যে চতুর্গুণ জল দিয়া জাল দিতে হয়; যখন সেই জল চতুর্থাংশমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তখন সেই কাথের চতুর্থাংশে স্নেহদ্রব্য পাক করিবে। তৈলাদি পাকের সময় দুগ্ধের পরিমাণ তৈলাদির সমান জানিবে। কল্কদ্রব্য তৈলাদির চতুর্থাংশ পরিমাণে দিতে হয়। যে ঔষধ বস্তিকার্য্য ও পানার্থ প্রস্তুত করিবে, সেই ঔষধকে সমপাকে পাক করিতে হয়। অভ্যঙ্গার্থ ঔষধে খরপাক এবং নস্যার্থ ঔষধে মৃদুপাক করিবে। ইহা সাধারণ ব্যবস্থা। শরীরের পুষ্টি, ইন্দ্রিয়ের প্রবলতা প্রভৃতি প্রাকৃতিক অবস্থাকেই আরোগ্য বলা যায়। এইরূপ আরোগ্যবান্ ব্যক্তি আয়ুষ্মান্ হয়। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়দ্বারা বিপরীতার্থ গ্রহণ করে, তাহাকে আসন্নমৃত্যু বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি চিকিৎসক, মিত্র ও গুরুকে বিদ্বেষ করে, কিংবা শত্রুকে প্রিয়জ্ঞান করে, আর গুল্‌ফ, জানু, ললাট, হনু, গণ্ড, এই সকল যাহার অধঃ ও স্থানচ্যুত হয়,

---

১। সংবর্দ্ধিতৌষধৈঃ।

বামাক্ষিমগ্নকং জিহ্বা শ্যামা নানা বিকারিণী।
ওষ্ঠৌ ম্লানচ্যুতৌ চোষ্ঠৌ পূত্যাস্যং[১] বৈদ্যস্তং ত্যজেৎ ॥ ৫৬

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বৈদ্যকশাস্ত্রে সূত্রস্থানং নাম
দ্বিসপ্তত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭২ ॥

ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ধন্বন্তরিরুবাচ

হিতাহিতবিবেকায়[২] অন্নপানবিধিং বদে। রক্তশালিস্ত্রিদোষঘ্নস্তৃষ্ণামেদোনিবারণঃ[৩] ॥ ১
মহাশালিঃ পরং বৃষ্যঃ কলমঃ শ্লেষ্মপিত্তহা। শীতো গুরুস্ত্রিদোষঘ্নঃ প্রায়শো গৌরষষ্টিকঃ ॥ ২
শ্যামাকঃ শোষণো রুক্ষো বাতলঃ শ্লেষ্মপিত্তহা।
তদ্বৎ প্রিয়ঙ্গু-নীবার-কোরদোষাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৩
বহ্বারঃ সুশীতঃ শ্লেষ্মপিত্তহরো যবঃ। বৃষ্যঃ শীতো গুরুঃ স্বাদুর্গোধূমো বাতনাশনঃ ॥ ৪
কফপিত্তাস্রজিন্মুদ্গাঃ কষায়ো মধুরো লঘুঃ। মাষো বহুবলো বৃষ্যঃ পিত্তশ্লেষ্মকরো[৪] গুরুঃ ॥ ৫

সেই ব্যক্তি অচিরে প্রাণ পরিত্যাগ করে। যাহার বামনয়ন নিমগ্ন, জিহ্বা শ্যামবর্ণ এবং নানা বিকারপ্রাপ্ত হয়, আর ওষ্ঠদ্বয় ম্লানচ্যুত ও মুখে দুর্গন্ধ হয়, সেই ব্যক্তিকে বৈদ্য অবশ্য পরিত্যাগ করিবে। ৫১-৫৬

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বৈদ্যকশাস্ত্রে সূত্রস্থান নামক দ্বিসপ্তত্যধিক
শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭২।

ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়

ধন্বন্তরি বলিলেন,—এক্ষণে হিতাহিতবিবেকের নিমিত্ত অন্নপানবিধি বলিতেছি। দ্রব্যের গুণাগুণ জানিয়া অন্নপানের ব্যবস্থা করিতে হয়; অতএব দ্রব্যের গুণাগুণবিবেক আবশ্যক। রক্তশালি ত্রিদোষ ও মেদোনিবারণ করে। মহাশালি পরম বলকারক, কলম ধান্য শ্লেষ্মপিত্তবিনাশক; গৌরবর্ণ ষষ্টিধান্য শীতবীর্য্য, গুরু ও ত্রিদোষঘ্ন। শ্যামক শোষণকারী, রুক্ষ, বায়ুবৃদ্ধিকর এবং শ্লেষ্মপিত্তঘ্ন। প্রিয়ঙ্গু, নীবার, কোরদোষ ইহারাও পূর্ব্বোক্ত-গুণসম্পন্ন। বহবার শীতবীর্য্য। যব শ্লেষ্মপিত্তহারী। গোধূম বলকারক, শীতবীর্য্য গুরু, স্বাদু ও বাতনাশক। মুদ্গ, কফ, পিত্ত ও রক্তনিবারক, কষায়, মধুর ও লঘু। মাষ অত্যন্ত বলকারক, পুষ্টিসাধক, পিত্তশ্লেষ্মবিধায়ক ও গুরু। ১-৫

১। কৃষ্ণাস্যং। ২। বিবেকায়। ৩। মেদোনিবারকং। ৪। হরো।

তালং রাজাদনং মোচং পানসং নারিকেলজম্ ।
শুক্রমাংসকরাণ্যাহুঃ স্বাদুস্নিগ্ধগুরূণি চ ॥ ২৮

দ্রাক্ষামধুকখর্জ্জুরং কুঙ্কুমং বাতরক্তজিৎ । মাগধী মধুরা পক্কা বাতপিত্তহরা পরা ॥ ২৯

আর্দ্রকং রোচকং বৃষ্যং দীপনং কফবাতনুৎ ।
শুণ্ঠীমরিচপিপ্পল্যঃ কফবাতজিতো মতাঃ ॥ ৩০

অবৃষ্যং মরিচং বিদ্যাদিতরে বৃষ্যসম্মতে । গুল্মশূলবিবন্ধঘ্নং হিঙ্গু বাতকফাপহম্ ॥ ৩১

যবানীধন্যকাজাজ্যো বাতশ্লেষ্মনুদঃ পরম্ । চক্ষুষ্যং সৈন্ধবং বৃষ্যং ত্রিদোষশমনং স্মৃতম্ ॥ ৩২

সৌবর্চ্চলং বিবন্ধঘ্নকং হৃচ্ছূলনাশনম্ । উষ্ণং শূলহরং তীক্ষ্ণং বিড়ঙ্গং বাতনাশনম্ ॥ ৩৩

রোমকং বাতনুৎ স্বাদু রোচনং ভেদনং গুরু ।
হৃৎপাণ্ডুগলরোগঘ্নং যবক্ষারোঽগ্নিদীপনঃ ॥ ৩৪

দহনো দীপনস্তীক্ষ্ণঃ সর্জ্জিকাখ্যো বিদারণঃ ।
দোষঘ্নং নাভসং বারি লঘু হৃদ্যং বিষাপহম্ ॥ ৩৫

নাদেয়ং বাতলং রুক্ষং সারসং মধুরং লঘু ।
বাতশ্লেষ্মহরং বাপ্যং তাড়াগং বাতলং স্মৃতম্ ॥ ৩৬

রোচ্যমগ্নিকরং রুক্ষং কফঘ্নং লঘু নৈর্ঝরম্ ।
দীপনং পিত্তলং কৌপমৌদ্ভিদং পিত্তনাশনম্ ॥ ৩৭

বিম্বফল বাতবৃদ্ধিকর ও বিষ্টম্ভী। প্রিয়ালফল বাতহারী। তাল, পিয়ালফল, কদলীফল, পনসফল ও নারিকেল ফল এই সকল শুক্র ও মাংস বৃদ্ধি করে; ইহারা স্নিগ্ধ ও গুরুপাক, কিন্তু সুস্বাদু। দ্রাক্ষা, মধুকফল, খর্জ্জুর ও কুঙ্কুম ইহারা বাতরক্ত নাশক। সুপক্ব পিপ্পলী মধুর এবং বাত ও পিত্ত নিবারণ করে। আদা রুচিকর, বলকারক, অগ্নিদীপক ও কফ-বাতহারী। শুণ্ঠী, মরিচ ও পিপ্পলী, ইহারা কফ ও বাত জয় করিয়া থাকে; তন্মধ্যে মরিচ অবৃষ্য, শুণ্ঠী ও পিপ্পলী বৃষ্য বলিয়া উক্ত আছে। ইহারা গুল্ম, শূল ও বিবন্ধ নাশ করে। হিঙ্গু কফ ও বাতবিনাশক। যমানী, ধনিয়া, জীরা এই সকল দ্রব্য বাতশ্লেষ্ম নাশ করিয়া থাকে। সৈন্ধব চক্ষুর তেজোবৃদ্ধিকারক, বলবৃদ্ধিকর ও ত্রিদোষনাশক। সৌবর্চ্চল উদরশূলনাশী, বিবন্ধ ও হৃচ্ছূলনাশক। বিড়ঙ্গ উষ্ণ, শূলাপহারী, তীক্ষ্ণ ও বাতনাশক। রোমক লবণ বাতবৃদ্ধিকর, স্বাদু, রুচিকারক ও গুরু। ইহা হৃদ্রোগ, পাণ্ডু ও গলরোগ নাশ করে। যবক্ষার অগ্নিদীপন করিয়া থাকে। ২৮-৩৪

সর্জ্জিকার (সাজিমাটি) দাহক, অগ্নিদীপন, তীক্ষ্ণ ও বিদারণ। নাভস বারি (বৃষ্টির জল) ত্রিদোষঘ্ন, লঘু, হৃদ্য ও বিষাপহ। নদীজল, বাতবৃদ্ধিকর ও রুক্ষ। সরোবরজল মধুর ও লঘু। বাপীজল বাতশ্লেষ্মহর। তড়াগের জল বাতবৃদ্ধিকর। ঝরণার জল রুচিকর, অগ্নিদীপক, রুক্ষ, কফঘ্ন ও লঘু। কূপজল অগ্নিদীপক ও পিত্তবৃদ্ধিকর। উদ্ভিজ্জল পিত্ত-

দিবার্ককিরণৈর্জুষ্টং রাত্রৌ চৈবেন্দুরশ্মিভিঃ।
সর্ব্বদোষবিনির্ম্মুক্তং তত্তুল্যং গগনাম্বুনা॥ ৩৮
উষ্ণং বারি জ্বরশ্বাসমেদোঽনিলকফাপহম্। শৃতশীতং ত্রিদোষঘ্নং পর্য্যুষিতং তচ্চ দোষদম্॥ ৩৯
গোক্ষীরং বাতপিত্তঘ্নং স্নিগ্ধং গুরু রসায়নম্।
গব্যাদ্ গুরুতরং স্নিগ্ধং মাহিষং বহ্নিনাশনম্॥ ৪০
ছাগং রক্তাতিসারঘ্নং কাসশ্বাসকফাপহম্।
চক্ষুষ্যং জীবনং স্ত্রীণাং রক্তপিত্তে চ নাবনম্॥ ৪১
বল্যং[1] বাতহরং বৃষ্যং পিত্তশ্লেষ্মকরং দধি।
দোষঘ্নং দধিমস্তুঞ্চ মস্ত স্রোতোবিশোধনম্॥ ৪২
গ্রহণ্যর্শোঽক্ষিতাপঘ্নং নবনীতং নবোদ্ধৃতম্।
পিণ্ডারাশ্চ কিলাটাদ্যা গুরবঃ শুক্রহেতবঃ॥ ৪৩
গ্রহণীশোথার্শঃপাণ্ড্বতীসারগুল্মনুৎ। ত্রিদোষশমনং তক্রং কথিতং পূর্ব্বসূরিভিঃ॥ ৪৪
ঘৃতঞ্চ মধুরং সর্পির্বাতপিত্তকফাপহম্।
গব্যং মেধাঞ্চ চক্ষুষ্যং সংস্কারাচ্চ ত্রিদোষজিৎ॥ ৪৫
অপস্মারমদোন্মাদমূর্চ্ছাঘ্নং সংস্কৃতং ঘৃতম্। ক্ষারাণীনাঞ্চ সর্পীংষি বিদ্যাৎ সক্ষীরমদ্গুণৈঃ।
কফবাতহরং মূত্রমর্শঃক্রিমিবিষাপহম্॥ ৪৬

মাপক। যে জল দিবাভাগে সূর্য্যকিরণে তপ্ত হইয়া রাত্রিতে চন্দ্ররশ্মিতে শীতল হয়, তাহাতে কোন প্রকার দোষ থাকে না; উহা গগনবারি তুল্য। উষ্ণজল জ্বর, শ্বাস, মেদোরোগ, বায়ুদোষ ও কফ বিনাশ করে; জল পাক করিয়া শীতল করিলে উহা ত্রিদোষঘ্ন, কিন্তু ঐ জল পর্য্যুষিত হইলে দুষ্ট হইয়া থাকে। গব্যদুগ্ধ বাত-পিত্তঘ্ন, স্নিগ্ধ, গুরুপাক ও পোষক। মাহিষদুগ্ধ গব্যদুগ্ধ হইতে গুরু, স্নিগ্ধ এবং অগ্নিমান্দ্যকারী। ৩৮-৪০

ছাগদুগ্ধ রক্তাতিসারঘ্ন এবং কাস, শ্বাস ও কফনাশক। স্ত্রীদুগ্ধ চক্ষুর তেজোবৃদ্ধিকর, জীবনপ্রদ, রক্তপিত্তঘ্ন ও নাবনযুক্ত। দধি বলকর, বাতঘ্ন, পুষ্টিপ্রদ ও পিত্তশ্লেষ্মকারক। দধির মস্ত (মাৎ) ত্রিদোষঘ্ন ও শিরাস্রোতের শোধনকারক। নবোদ্ধৃত নবনীত গ্রহণী, অর্শ ও অক্ষিতাপবিনাশন। কিলাট প্রভৃতি (ক্ষীরবিকৃতি) গুরু ও শুক্রজনক। উদশ্বিৎ তক্র (ঘোল) গ্রহণী, অর্শঃ, শোথ, পাণ্ডু, অতিসার ও গুল্ম নাশ করে এবং ত্রিদোষ নিবারণ করিয়া থাকে। ঘৃত মধুর ও বাত-পিত্ত-কফনাশক। গব্যঘৃত মেধাবৃদ্ধিকর ও চক্ষুর তেজোবৃদ্ধি করে। উহার সংস্কার (অগ্নিতাপে নির্দোষ) হইলে ত্রিদোষ নাশ করিয়া থাকে। ৪১-৪৫

ঘৃত-পুরাতন হইলে অপস্মার, উন্মাদ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগ নাশ করিয়া থাকে।

১। পথ্যং।

হন্তীদং সুকৃতা পেয়া কাসশ্বাসপ্রবাহিকাঃ। পায়সঃ কফকৃদ্বল্যঃ কৃশরা বাতনাশিনী॥ ৫৬

সুধৌতঃ প্রস্রুতঃ স্বিন্নঃ সুখোষ্ণো লঘুরোচনঃ।
কন্দমূলফলস্নেহৈঃ সাধিতো বৃংহণো গুরুঃ॥ ৫৭
ঈষদুষ্ণসেবনাচ্চ লঘুঃ সূপঃ সুসাধিতঃ।
স্বিন্নং নিষ্পীড়িতং শাকং হিতং স্নেহাদিসংস্কৃতম্॥ ৫৮

দাড়িমামলকৈর্যূষো বহ্নিকৃদ্বাতপিত্তহা। শ্বাসকাসপ্রতিশ্যায়কফঘ্নো মূলকৈঃ কৃতঃ॥ ৫৯

যবকোলকুলত্থানাং যূষঃ কণ্ঠ্যোঽনিলাপহঃ।
মুদ্গামলকযূষো গ্রাহী শ্লেষ্মপিত্তবিনাশনঃ॥ ৬০
তক্রং দধি বাতঘ্নং সক্তবো রুক্ষবাতলাঃ।
ঘৃতপূর্ণোঽগ্নিকারী স্যাদ্ গুরু বল্যা চ শষ্কুলী॥ ৬১
সংস্কৃতাঃ সামিষা ভক্ষ্যাঃ পিষ্টকা গুরবঃ স্মৃতাঃ।
তৈলকৃতাশ্চ[১] দৃষ্টিঘ্নাস্তোয়সিদ্ধাস্তু দুর্জরাঃ॥ ৬২
অভ্যাসাৎ সাত্ম্যকাঃ পথ্যাঃ শীতলা গুরবো মতাঃ॥ ৬৩

অনুপানঞ্চ পানীয়ং শ্রমতৃষ্ণাবিনাশনম্। অনুপানাদ্বিরক্ষাকুং স্নাবিনাশোঽঙ্গবর্দ্ধনঃ॥ ৬৪

পেয়া সুসাধিত হইলে কাস, শ্বাস ও প্রবাহিকা বিনাশ করে। পায়স কফবৰ্দ্ধক ও বলকর। কৃশরা (খিচুরী) বাতনাশক। সূপ উষ্ণজলে ধৌত করিয়া সিদ্ধ করিবে, পরে উহা বস্ত্র গালিত করিয়া লইবে। এইরূপ সূপ ঈষদুষ্ণ থাকিতে ভক্ষণ করিলে উহা লঘুপাক ও রুচিকর হয়। ঐ সূপ কন্দমূলাদির সহিত সাধিত হইলে গুরুপাক ও বৃংহণকর হয়। ঐ সূপ উত্তমরূপে পাক করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে সেবন করিলে অল্প-কালে পরিপাক পায়। শাক সিদ্ধ করিয়া নিপীড়নপূর্ব্বক ঘৃততৈলাদির সহিত পাক করিবে; এইরূপ শাক হিতকর। দাড়িম ও আমলকীর সহিত যূষ পাক করিলে সেই যূষ অগ্নিবৃদ্ধি ও বাতপিত্ত নাশ করে। মূলকের সহিত যূষ প্রস্তুত করিলে সেই যূষ শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায় ও কফরোগ বিনাশ করিয়া থাকে। যব, বদরী, কুলথ ইহাদিগের যূষ কণ্ঠপ্রিয় ও বাতনাশী মুগ ও আমলকীর যূষ গ্রাহী ও শ্লেষ্মপিত্তনাশক। ৫৬-৬০

তক্রমিশ্রিত দধি বাতনাশক; শক্তু রুক্ষ এবং বাতবৃদ্ধিকর; শষ্কুলী (পিষ্টক বিশেষ) ঘৃতপক্ক হইলে অগ্নি ও বলবৃদ্ধি করে, কিন্তু উহা গুরুপাক পদার্থ। আমিষমাত্রই শারীরিক পোষণশালী করে, সর্ব্ববিধ পিষ্টক গুরুপাক তৈলপক্ক পিষ্টক দৃষ্টিহানি করে, জলসিদ্ধ গুরুপাক হয়। অভ্যাসবশতই পথ্য, উহা শীতল হলে গুরুপাক হয়। উক্তরূপে দ্রব্যসকলের গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া অনুপানের ব্যবস্থা করিবে। অনুপানের সহিত ঔষধ সেবন করিলে শ্রম ও তৃষ্ণা নাশ পায়। অনুপান মনুষ্যকে বিষাদি হইতে রক্ষা করিয়া রোগহীন

১। তৈলে কৃতাশ্চ।

মধূকসারসিন্ধূত্থ-বচোষণকণাঃ সমাঃ। শ্লক্ষ্ণং পিষ্ট্বাম্ভসা নস্যং কুর্য্যাৎ সংজ্ঞাপ্রবোধনম্ ॥ ৪
ত্রিবৃদ্বিশালাত্রিফলাকটুকারগ্বধৈঃ কৃতঃ। সক্ষারো ভেদনঃ ক্বাথঃ পেয়ঃ সর্ব্বজ্বরাপহঃ ॥ ৫
মহৌষধামৃতামুস্ত-চন্দনোশীরধান্যকৈঃ। ক্বাথস্তৃতীয়কং হন্তি শর্করামধুযোজিতঃ ॥ ৬
অপামার্গজটা কট্যাং লোহিতৈঃ সপ্ততন্তুভিঃ। বদ্ধা বারে রবের্নূনং জ্বরং হন্তি তৃতীয়কম্ ॥ ৭
গঙ্গায়া উত্তরে কূলে অপুত্রস্তাপসো মৃতঃ। তস্মৈ তিলোদকং দদ্যান্মুচ্যতেহৈকাহিকো জ্বরঃ ॥ ৮
গুড়ূচ্যাঃ ক্বাথকল্কাভ্যাং ত্রিফলায়া বৃষস্য চ[১]। মৃদ্বীকায়া বলায়াশ্চ সিদ্ধাঃ স্নেহা জ্বরচ্ছিদঃ ॥ ৯
ধাত্রীশিবাকণাবহ্নিক্বাথঃ সর্ব্বজ্বরাপহঃ। জ্বরাতিসারহরণমৌষধং প্রবদাম্যথ ॥ ১০
পৃশ্নিপর্ণীবলাবিল্ব-নাগরোৎপলধান্যকৈঃ। পাঠেন্দ্রযবভূনিম্বমুস্তপর্পটকাঃ[২] শৃতাঃ।
জয়ন্ত্যামমতীসারং সজ্বরং সমহৌষধাঃ ॥ ১১
নাগরাতিবিষামুস্তভূনিম্বামৃতবৎসকৈঃ। সর্ব্বজ্বরহরঃ ক্বাথঃ সর্ব্বাতীসারনাশনঃ ॥ ১২
মুস্তপর্পটকোদীচ্যশৃঙ্গবেরশৃতং[৩] পয়ঃ। শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতী কন্টকারিকা ॥ ১৩
বলাশ্বদংষ্ট্রাবিল্বানি[৪] পাঠানাগরধান্যকম্। এতদাহারসংযোগে হিতং সর্ব্বাতিসারিণাম্ ॥ ১৪

সৈন্ধব, মরিচ, পিপ্পলী এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে পেষণ করিবে, পরে উহা জলের সহিত গুলিয়া নস্যগ্রহণ করিলে জ্বররোগে অচৈতন্য ব্যক্তির প্রবোধ হয়। তেউড়ী, গোরক্ষকর্কটী, ত্রিফলা, কটুকী, সোঁদাল এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ করিয়া যবক্ষারের সহিত পান করিলে উদরের সারক হইয়া সর্ব্ববিধ জ্বরের শান্তি হইয়া থাকে। ১-৫

শুণ্ঠী, গুড়ূচী, মুথা, রক্তচন্দন, বেণার মূল, ধনিয়া, এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ করিয়া মধু ও শর্করার সহিত পান করিলে তৃতীয়ক জ্বর নাশ পায়। রবিবারে অপামার্গের মূল উত্তোলন করত সপ্ত রক্তসূত্রদ্বারা কটিতে বন্ধন করিলে ত্র্যাহিকজ্বর নাশ পায়। গঙ্গার উত্তরকূলে অপুত্র তাপস মরিয়াছে, তাহাকে তিলোদক প্রদান করিবে, ইহাতে ঐকাহিক জ্বর নষ্ট হয়। গুড়ূচী, ত্রিফলা, বাসক, দ্রাক্ষা, বেড়েলা ইহাদিগের প্রত্যেকের কাথ ও কল্কদ্বারা ঘৃত কিংবা তৈল পাক করিয়া সেবন করিলে জ্বর নাশ হয়। আমলকী, হরীতকী, পিপ্পলী, চিতা এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ পান করিলে সর্ব্বজ্বর নাশ পায়। অতঃপর জ্বরাতিসারনাশক ঔষধ বলিতেছি। ৬-১০

পৃশ্নিপর্ণী, বেড়েলা, বিল্ব, শুণ্ঠী, উৎপল, ধনিয়া, আকনাদি, ইন্দ্রযব, চিরতা, মুথা, ক্ষেৎপাপড়া এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ করিয়া শুণ্ঠীচূর্ণের সহিত পান করিলে জ্বর ও আমাতিসার বিনষ্ট হয়। শুণ্ঠী, আতইচ, মুথা, চিরতা, গুড়ূচী, ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্যের কাথ পান করিলে সর্ব্ববিধ জ্বর ও অতিসার নাশ পায়। মুথা, ক্ষেৎপাপড়া, হরীতকী, আদা, শালপাণি, পৃশ্নিপর্ণী, বৃহতী, কন্টকারী, বেড়েলা, গোক্ষুর, বিল্বশিরণ আকনাদি শুণ্ঠী,

---

১। ত্রিফলাবাসকস্য চ। ২। পর্পটৈঃ। ৩। পর্পটকৈর্ব্বা।
৪। বিশ্বাদি।

বাসায়াং বিদ্যমানায়াং আশায়াং জীবিতস্য চ ।
রক্তপিত্তী ক্ষয়ী কাসী কিমর্থমবসীদতি ॥ ২৫
অটরূষক-মৃদ্বীকা-পথ্যাক্কাথঃ সশর্করঃ ।
ক্ষৌদ্রাঢ্যঃ কাসন-শ্বাস-রক্তপিত্তনিবর্হণঃ ॥ ২৬
বাসারসঃ সিতামধুযুতঃ পীতোঽথ রক্তজিৎ ।
শল্লকী-বদরী-জম্বু-প্রিয়ালাম্রার্জ্জুনং বটঃ ।
পীতাঃ ক্ষীরেণ মধ্বাঢ্যাঃ পৃথক্‌শোণিতবারণাঃ ॥ ২৭
সমূলফলপত্রায়া নিদিগ্ধ্যাঃ স্বরসৈর্ঘৃতম্ ।
সিদ্ধং পীত্বা ক্ষয়ক্ষীণো নির্ব্যাধির্ভাতি দেববৎ ॥ ২৮
হরীতকী-কণা-শুণ্ঠী-মরিচং গুড়সংযুতম্ ।
কাসঘ্নো মোদকঃ প্রোক্তস্তৃষ্ণারোচকনাশনঃ ॥ ২৯
কণ্টকারীগুড়ূচীভ্যাং পৃথক্ ত্রিংশৎপলে রসে ।
প্রস্থং সিদ্ধং ঘৃতং স্যাচ্চ কাসনুদ্বহ্নিদীপনম্ ॥ ৩০
দ্রাক্ষা ধাত্রী সিতা শুণ্ঠী হিক্কাঘ্নী মধুসংযুতা ।
হিক্কাশ্বাসী পিবেদ্ভার্গীং সবিশ্বামুষ্ণবারিণা ॥ ৩১

মধু এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া মোদক করিবে, এই মোদক সন্নিপাতের যমস্বরূপ; ইহা রক্তপিত্ত এবং জ্বরাপহারী। বাসক বিদ্যমানেই জীবনের আশা; রক্তপিত্তরোগী, ক্ষয়রোগবান্ ও কাসগ্রস্ত ব্যক্তিরা কেন প্রাণভয়ে অবসন্ন হয়? অর্থাৎ বাসকদ্বারাই ইহাদিগের রোগ বিনাশ পাইতে পারে। ২১-২৫

বাসক, দ্রাক্ষা ও হরীতকীর ক্বাথ করিয়া শর্করা ও মধুর সহিত পান করিলে কাস, শ্বাস ও রক্তপিত্তরোগ নাশ পায়। বাসকের রস শর্করা ও মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে রক্তপিত্তরোগ নষ্ট হয়। বাবলা, বদরী, জাম, পিয়াল, অর্জ্জুন ও বট এই সমস্ত বৃক্ষের ক্ষীর মধুসংযোগে পান করিলে রক্তদোষ নিবারণ হয়। নিদিগ্ধিকার মূল, ফল ও পত্রের স্বরসে ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে ক্ষয়রোগে ক্ষীণ ব্যক্তি ব্যাধিবিহীন দেবতার ন্যায় হইয়া থাকে। হরীতকী, পিপ্পলী, শুণ্ঠী, মরিচ ও গুড় এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া মোদক করিবে, এই মোদক সেবনে কাস, তৃষ্ণা ও অরুচি বিনষ্ট হয়। প্রথমে ত্রিশ পল কণ্টকারীর রসের সহিত একপ্রস্থ ঘৃত পাক করিয়া পুনরায় ঐ ঘৃত ত্রিশ পল পরিমিত গুড়ূচীর রসে পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে কাসরোগ নাশ পায়; ইহাদ্বারা অগ্নির উদ্দীপন হয়। ২৬-৩০

দ্রাক্ষা, আমলকী, শর্করা, শুণ্ঠী এই সমস্ত দ্রব্য মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে হিক্কারোগ নাশ পায়। হিক্কারোগী ও শ্বাসরোগী ভার্গী (বামনহাটী) ও শুণ্ঠী এই দুই দ্রব্য উষ্ণজলের

তৈলাক্তং স্বরভেদী বা খাদিরং ধারয়েন্মুখে
পথ্যাং পিপ্পলিসংযুক্তাং সংযুক্তাং নাগরেণ বা ॥ ৩২

বিড়ঙ্গ-ত্রিফলা-বিশ্ব-চূর্ণং ছর্দ্দিং জয়েন্মধু[1] । আম্রজম্বুকষায়ং বা পিবেন্মাক্ষিকসংযুতম্ ॥ ৩৩
ছর্দ্দিং সর্ব্বাং প্রণুদতি তৃষ্ণাঞ্চৈবাপকর্ষতি । ত্রিফলা ভ্রমমূর্চ্ছাঘ্নং পয়সা[2] মধুনাপি বা ॥ ৩৪
পঞ্চগব্যং হিতং পানাদপস্মারগ্রহাদিনুৎ । কুষ্মাণ্ডকরসো বাজ্যং যষ্টিকং তদর্থকৃৎ ॥ ৩৫
ব্রাহ্মীরস-বচা-কুষ্ঠ-শঙ্খপুষ্পীভিরেব চ । পুরাণং মেধ্যমুন্মাদ-গ্রহাপস্মারনুদ্ ঘৃতম্ ॥ ৩৬
অশ্বগন্ধাকষায়ে চ কল্কে ক্ষীরচতুর্গুণে । ঘৃতং পক্বন্তু বাতঘ্নং বৃষ্যং মাংসস্য পুষ্টিকৃৎ ॥ ৩৭
নীলীমুণ্ডীরিকাচূর্ণং মধু-সর্পিঃসমন্বিতম্ । ছিন্নাক্বাথং পিবন্ হন্তি বাতরক্তং সুদুস্তরম্ ॥ ৩৮
সগুড়াঃ পঞ্চ পথ্যাশ্চ কুষ্ঠবাতার্শসাদনাঃ । গুড়ূচীস্বরসং কল্কং চূর্ণং বা ক্বাথমেব বা ॥ ৩৯
বাতরক্তান্তকং ক্বাথাদ্গুড়ূচীক্বাথকল্কয়োঃ । ঘৃতং শৃতং সদুগ্ধং স্যাত্ত্বগ্দোষাদিকুষ্ঠজিৎ[3] ॥ ৪০
ত্রিফলাগুগ্গুলুর্বাত-রক্তমূর্চ্ছাপহারকঃ । উরুস্তম্ভবিনাশায় গোমূত্রেণ চ গুগ্গুলুঃ ॥ ৪১

সহিত পান করিবে। স্বরভেদরোগী তৈলাক্ত খদির মুখে রাখিবে কিংবা হরীতকী ও পিপ্পলী অথবা হরীতকী ও শুণ্ঠী ভক্ষণ করিবে। বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও শুণ্ঠী এই সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে বমিরোগ পরাজিত হয়। বমিরোগী আম্র ও জামের ক্বাথ করিয়া মধুসংযোগে পান করিবে। পূর্ব্বোক্ত ক্বাথ সর্ব্ববিধ বমি ও তৃষ্ণানাশ করে। ত্রিফলার ক্বাথ মধুসংযোগে পান করিলে ভ্রম ও মূর্চ্ছারোগ নাশ পায়। পঞ্চগব্য পান করিলে অপস্মারাদি রোগ নাশ পায়। কুষ্মাণ্ডরস, ঘৃত ও যষ্টিমধু এই সমস্ত ভক্ষণ করিলেও মূর্চ্ছারোগ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। ৩…৩৫

ব্রাহ্মীরস, বচ, কুড় ও শঙ্খপুষ্পী ইহাদের সহিত পুরাতনঘৃত সেবন করিলে উন্মাদ, গ্রহদোষ ও অপস্মাররোগ নাশ পাইয়া থাকে। অশ্বগন্ধার ক্বাথ ও কল্ক করিয়া তাহাতে চতুর্গুণ দুগ্ধের সহিত ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত সেবনে বাতরোগ নাশ পায়, বল, মাংস এবং পুত্রোৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি পায়। নীলবৃক্ষ ও মুণ্ডুরেতলতা এই দুই দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মধু ও ঘৃত সহকারে সেবন করিলে কিংবা গুড়ূচীর ক্বাথ পান করিলে দুষ্কর বাতরক্ত-রোগ নাশ পায়। গুড়ের সহিত পাঁচটী হরীতকী ভক্ষণ করিলে কুষ্ঠ, বাত ও অর্শোরোগ নষ্ট হয়। গুড়ূচীর স্বরস, কল্ক, চূর্ণ, কিংবা ক্বাথ সেবন করিলে বাতরক্তরোগ বিনষ্ট হয়। কুষ্মাণ্ডতেউড়ী ও গুড়ূচী ইহাদিগের ক্বাথ ও কল্কের সহিত ঘৃতপাক করিয়া সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ নাশ পায়। এই ঘৃতের পাককালে দুগ্ধ দিতে হয়। ত্রিফলা ও গুগ্গুলু সেবনে বাতরক্ত, মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগ নাশ পায়। গোমূত্রের সহিত গুগ্গুলু সেবন করিলে উরুস্তম্ভ নাশ পায়। ৩৬-৪১

১। বিড়ঙ্গত্রিফলাচূর্ণং বমিঘ্নমধুনা সহ। ২। পীতা সা।
৩। কুষ্ঠরোগাদিনাশনম্।

নির্গুণ্ডীমূলনস্যেন গণ্ডমালা বিনশ্যতি। স্নুহীগণ্ডীরিকাস্বেদো নাশয়েদর্ব্বুদানি চ ॥ ৬৯
হস্তিকর্ণপলাশস্য গলগণ্ড লেপতঃ। ধুস্তূরৈরণ্ড-নির্গুণ্ডী-বর্ষাভূ-শিগ্রু-সর্ষপৈঃ ॥ ৭০
প্রলেপঃ শ্লীপদং হন্তি চিরোত্থমতিদারুণম্। শোভাঞ্জনক-সিন্ধূত্থ-হিঙ্গু-বিদ্রধিনাশনম্ ॥ ৭১
শরপুঙ্খা মধুযুতা স্যাৎ সর্ব্বব্রণরোপণী। নিম্বপত্রস্য বা লেপঃ সপটুর্ব্রণশোধনঃ¹ ॥ ৭২

ত্রিফলা খদিরো দার্ব্বী ন্যগ্রোধো ব্রণশোধনঃ।
সদ্যঃক্ষতং ব্রণং বৈদ্যঃ সশূলং পরিষেচয়েৎ ॥ ৭৩
যষ্টীমধুকযুক্তেন কিঞ্চিদুষ্ণেন সর্পিষা।
বুদ্ধ্যাগন্তুব্রণান্ বৈদ্যো নাশয়েৎ সম্প্রলেপনাৎ ॥ ৭৪
শীতাং ক্রিয়াং প্রযুঞ্জীত পিত্তরক্তোষ্মনাশিনীম্।
ক্বাথো বংশত্বগেরণ্ড-শ্বদংষ্ট্রাণাঞ্চ সমধুঃ ॥ ৭৫
সহিঙ্গুসৈন্ধবঃ পীতঃ কোষ্ঠস্থং স্রাবয়েদসৃক্।
যব-কোল-কুলত্থানাং নিঃস্নেহেন² রসেন বা ॥ ৭৬
ভুঞ্জীতান্নং যবাগূং বা পিবেৎ সৈন্ধবসংযুতম্।
করঞ্জারিষ্টনির্গুণ্ডীরসো হন্যাদ্ ব্রণং ক্রিমীন্ ॥ ৭৭

ত্রিফলাচূর্ণসংযুক্তো গুগ্গুলুর্বটিকীকৃতঃ। নির্যন্ত্রণো বিবন্ধঘ্নো ব্রণশোধনশোধনঃ ॥ ৭৮

সহিত পাক করিয়া সেবন করিলে দুর্ব্বিরোগ নাশ পায়। নিসিন্দার মূল দ্বারা নস্যগ্রহণ করিলে গণ্ডমালা নাশ পায়। স্নুহী ও গণ্ডীরিকার স্বেদপ্রদান করিলে অর্ব্বুদ বিনষ্ট হয়। হস্তিকর্ণপলাশের প্রলেপ দিলে গলগণ্ড নাশ পায়। ধুস্তূরবীজ, এরণ্ড, নিসিন্দা, পুনর্নবা, সর্ষপ এই সকল দ্রব্যদ্বারা প্রলেপ দিলে চিরকালের দারুণ শ্লীপদ-রোগ নষ্ট হয়। সজিনা, সৈন্ধব ও হিঙ্গু এই সকল দ্রব্য বিদ্রধি নাশ করে। ৬৯-৭১

শরপুঙ্খা মধুযুক্ত করিয়া লেপন করিলে ব্রণরোপণ হয়। নিম্বপত্র পেষণ করিয়া ব্রণে লেপ দিলে ব্রণ শুষ্ক হইয়া যায়। ত্রিফলা, খদির, দারুহরিদ্রা ও বট এই সমস্ত দ্রব্য ব্রণশোধন করে। সদ্যোজাত ব্রণে ঐ সমস্ত ঔষধ দিলে তৎক্ষণাৎ বেদনা নিবৃত্ত হইয়া ক্ষত শুষ্ক হয়। যষ্টিমধু ও ঘৃত কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া মধুসংযোগে ব্রণে লেপন করিলে আগন্তুক ব্রণ বিনষ্ট হয়। শীতক্রিয়া করিলে পিত্তরক্তজন্য শারীরিক উষ্মা নাশ পায়। বংশত্বক্, এরণ্ড গোক্ষুর ইহাদিগের ক্বাথ মধু, সৈন্ধব ও হিঙ্গুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে কোষ্ঠস্থ দুষ্ট রক্ত স্রাবিত হয়। যব, বদরী ও কুলত্থ ইহাদিগের রসের সহিত অন্ন বা সৈন্ধবসংযুক্ত যবাগূ ভক্ষণ করিবে; ইহাতে পূর্ব্বোক্ত রোগ নিবৃত্ত হয়। করঞ্জ, নিম্ব ও নিসিন্দা ইহাদিগের রস ব্রণগত ক্রিমি নাশ করে। ত্রিফলার চূর্ণ গুগ্গুলুর সহিত মিশ্রিত করিয়া বটিকা করিবে। এই বটিকা বিবন্ধ নাশ ও ব্রণ শোধন করিয়া থাকে; ইহাতে কোন যন্ত্রণা হয় না।

১। স ভবেদ্ ব্রণশোধনঃ। ২। আজ্যোপার্দ্ধং।

ধুস্তূররসসিদ্ধং বা তৈলং কম্পিল্লকেন বা। দার্ব্বীত্বচশ্চ কল্কেন প্রধানং ব্রণরোপণম্॥ ৭৯

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ব্রণাদিচিকিৎসাকথনং নাম
চতুঃসপ্তত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭৪

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ধন্বন্তরিরুবাচ

নাড়ীব্রণাদিরোগাণাং চিকিৎসাং শৃণু সুশ্রুত।
নাড়ীং শস্ত্রেণ সম্পাট্য নাড়ীনাং ব্রণবৎ ক্রিয়া॥ ১
গুগ্‌গুলুত্রিফলাব্যোষৈঃ সমাংশৈরাজ্যযোজিতৈঃ।
নাড়ীদুষ্টব্রণং শূলং ভগন্দরমথো জয়েৎ॥ ২
নির্গুণ্ডীরসতৈলঞ্চ নাড়ীদুষ্টব্রণাপহম্। হিতং পামাপচীনাঞ্চ পানাভ্যঞ্জননস্যকৈঃ॥ ৩
গুগ্‌গুলুস্ত্রিফলাকৃষ্ণাত্রিপঞ্চৈকাংশযোজিতা।
গুড়িকা শোথগুল্মার্শোভগন্দরবতাং হিতা॥ ৪

ধুতুরার রস, কমলা ও দারুহরিদ্রার সহিত তৈল পাক করিয়া ব্রণে লেপন করিলে ব্রণরোপণ হয়। ৭২-৭৯

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ব্রণাদিচিকিৎসাকথন নামক চতুঃসপ্তত্যধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৪।

পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়

ধন্বন্তরি বলিলেন,—সুশ্রুত! এক্ষণে নাড়ীব্রণাদি চিকিৎসা বলিতেছি, শ্রবণ কর। নাড়ী (নালী ঘা) অস্ত্রদ্বারা কাটিয়া ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। গুগ্‌গুলু, ত্রিফলা, ত্রিকটু এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে ঘৃতসংযোগে সেবন করিলে নাড়ী, দুষ্টব্রণ, শূল ও ভগন্দর রোগ নাশ পায়। নিসিন্দার রসের সহিত তৈল পাক করিয়া লেপন করিলে নাড়ী ও দুষ্টব্রণ নাশ হয়; ইহার পান, অভ্যঞ্জন ও নস্যগ্রহণ করিলে পামা প্রভৃতি রোগের প্রতিকার হয়। ত্রিফলা তিনভাগ, গুগ্‌গুলু পাঁচভাগ, দ্রাক্ষা একভাগ এই সকল একত্র করিয়া গুড়িকা করিবে; এই গুড়িকা শোথ, অর্শ ও ভগন্দরের পক্ষে বিশেষ হিতকর। শিরের মধ্যে

বিড়ঙ্গত্রিফলাকৃষ্ণাচূর্ণং লীঢ়ং সমাক্ষিকম্ ।
হন্তি কুষ্ঠক্রিমীমেহ-নাড়ীব্রণভগন্দরান্ ॥ ২৩
যঃ খাদেদভয়ারিষ্টং তথা চামলকানি যঃ ।
স জয়েৎ সর্বকুষ্ঠানি মাসাদূর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ২৪
মন্মানলম্ভুতঃ কুম্ভে তৎসমং খদিরাম্বুনঃ ।
সাক্ষধাত্রীরসক্ষৌদ্রৈ হন্যাৎ কুষ্ঠং রসায়নম্ ॥ ২৫
ধাত্রীখদিরয়োঃ ক্বাথং পীত্বা বাকুচিসংযুতম্ ।
শঙ্খেন্দুধবলং শ্বিত্রং হন্তি তূর্ণং ন সংশয়ঃ ॥ ২৬
পীত্বা ভল্লাতকং তৈলং মাসাদ্ ব্যাধিং জয়েন্নরঃ ।
সেবিতং খাদিরং বারি পানাদ্যৈঃ কুষ্ঠজিদ্ ভবেৎ ॥ ২৭

বাসা গুড়ূচী ত্রিফলা পটোলক করঞ্জকম্ । নিম্বাশনং কৃষ্ণবেত্রং ক্বাথকল্কেন যদ্ঘৃতম্ ।
বজ্রকং তদ্ধরেৎ কুষ্ঠং শতবর্ষাণি জীবতি ॥ ২৮

রসেন চ দূর্ব্বায়াঃ পক্বং তৈলং চতুর্গুণম্ ।
কচ্ছূবিচর্চ্চিকা পামা অভ্যঙ্গেনৈব নশ্যতি ॥ ২৯
জয়কার্ককুষ্ঠানি লবণানি চ মূত্রকম্ ।
শতাহ্বিকাং চিত্রকৈস্তৈস্তৈলং কুষ্ঠব্রণাদিনুৎ ॥ ৩০

কামতুল্য কান্তিসম্পন্ন হয়। বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও দ্রাক্ষা এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মধুসংযোগে লেহন করিলে কুষ্ঠ, ক্রিমি, মেহ, নাড়ীব্রণ ও ভগন্দর এই সকল রোগ নাশ পায়। যে ব্যক্তি হরীতকী, নিম্ব, আমলকী ও হরিদ্রা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করে, একমাসের মধ্যে তাহার কুষ্ঠরোগ নিশ্চয় পরাজিত হয়। একটি কলসীর মধ্যে আমের আঁঠি বদ্ধ করিয়া তৎসহ খদিরাম্বু, বহেড়া, আমলকীর রস ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ নাশ পায়। এই ঔষধ রসায়নের কার্য্য করে। ২১-২৫

আমলকী ও খদিরকাষ্ঠ ইহাদের ক্বাথ করিয়া সোমরাজীর সহিত পান করিলে শঙ্খ ও চন্দ্রের ন্যায় ধবলবর্ণ শ্বিত্ররোগও শীঘ্র নাশ পায়। ভেলার তৈল পান করিলে এক মাসমধ্যে কুষ্ঠব্যাধিকে জয় করিতে পারে। খদিরকাষ্ঠের ক্বাথ পানে কুষ্ঠরোগ পরাজিত হয়। গুড়ুচী, ত্রিফলা, পটোল, করঞ্জ, নিম্ব, অশনকাষ্ঠ ও কৃষ্ণবেত্র এই সমস্তের ক্বাথ ও কল্কের সহিত ঘৃতপাক করিবে; ইহার নাম বজ্রকঘৃত। এই ঘৃত পান করিলে কুষ্ঠরোগ নিবারণ হয়; শতবর্ষ জীবিত থাকিতে পারে। দূর্ব্বার রসের সহিত চতুর্গুণ তৈল পাক করিয়া সেবন করিলে কচ্ছু বিচর্চ্চিকা পামা প্রভৃতি রোগ নাশ পায়। পারিজাত বৃক্ষের বল্কল, আকন্দমূল, কুড়, পঞ্চলবণ, গোমূত্র, শতাহ্বিকা ও চিতা এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া সেবন করিলে কুষ্ঠব্রণাদি বিনষ্ট হয়। ২৬-৩০

ধাত্রীনিম্বফলং তদ্বৎ গোমূত্রেণ চ চিত্রকম্ । বাসামৃতাপর্পটিকা-নিম্বভূনিম্বমার্কবৈঃ ।
ত্রিফলাকুলথৈঃ ক্বাথঃ সক্ষৌদ্রশ্চাম্লপিত্তহা ॥ ৩১

ফলত্রিকং পটোলঞ্চ তিক্তা ক্বাথঃ সিতাযুতঃ ।
পীতো যষ্টীমধুযুতো জ্বরচ্ছর্দ্দ্যম্লপিত্তজিৎ ॥ ৩২

বাসাঘৃতং তিক্তঘৃতং পিপ্পলীঘৃতমেব চ । অম্লপিত্তে প্রয়োক্তব্যং গুড়কুষ্মাণ্ডকং তথা ॥ ৩৩

পিপ্পলী মধুসংযুক্তা অম্লপিত্তবিনাশিনী ।
মেধাগ্নিমান্দ্যনুৎ পথ্যাপিপ্পলীগুড়মোদকঃ ॥ ৩৪

পিষ্টাজাজীং সধন্যাকাং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ । কফপিত্তারুচিহরং মন্দানলবমিং হরেৎ ॥ ৩৫
পিপ্পল্যমৃতভূনিম্ববাসকারিষ্টপর্পটৈঃ । খদিরারিষ্টকৈঃ ক্বাথো বিস্ফোটাদিজ্বরাপহঃ ॥ ৩৬
ত্রিফলারসসংযুক্তং সর্পিস্ত্রিবৃতয়া সহ । প্রয়োক্তব্যং বিরেকার্থং বীসর্পজ্বরশান্তয়ে ॥ ৩৭
খদিরত্রিফলারিষ্টপটোলামৃতবাসকৈঃ । ক্বাথোঽষ্টকাখ্যো জয়তি রোমান্তিকমসূরিকাঃ ॥ ৩৮
কুষ্ঠবীসর্পবিস্ফোটকণ্ড্বাদীনাং বিনাশকঃ । লশুনাস্ত চূর্ণস্য ঘর্ষো মশকনাশনঃ ॥ ৩৯
চর্ম্মকীলং জতুমণিং[1] মশকাংস্তিলকালকান্ । উৎকৃত্য শস্ত্রেণ দহেৎ ক্ষারাগ্নিভ্যামশেষতঃ ॥ ৪০

আমলকী, নিম্বফল, গোমূত্র, চিতা, বাসক, গুড়ূচী, ক্ষেতপাপ্ড়া, চিরতা, নিম্ব, ভৃঙ্গরাজ, ত্রিফলা ও কুলথ এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ করিয়া মধুর সহিত পান করিলে অম্লপিত্তরোগ নষ্ট হয়। ত্রিফলা, পটোল, কট্‌কী ইহাদিগের ক্বাথ, শর্করা ও যষ্টিমধুসহ পান করিলে জ্বর, বমি, অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগ পরাজিত হয়। বাসাঘৃত, তিক্তকঘৃত, পিপ্পলীঘৃত ও গুড়কুষ্মাণ্ড এই সমস্ত ঔষধ অম্লপিত্তরোগে প্রয়োগ করিবে। মধুযুক্ত পিপ্পলী ভক্ষণ করিলে অম্লপিত্ত নাশ পায়। হরীতকী, পিপ্পলী ও গুড় একত্র করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে; এই মোদক ভক্ষণে মেধা ও অগ্নিমান্দ্য দূরীভূত হয়। কৃষ্ণজিরা ও ধনিয়া একত্র পেষণ করিয়া তাহার সহিত একপ্রস্থ ঘৃত পাক করিবে; এই ঘৃত সেবনে কফ, পিত্ত, অরুচি, মন্দাগ্নি, ও বমিপ্রভৃতি রোগ নাশ পায়। ৩১-৩৫

পিপ্পলী, গুড়ূচী, চিরতা, বাসক, নিম্ব, ক্ষেত-পাপ্ড়া, খদিরকাষ্ঠ, রসোন, এই সমস্ত ক্বাথ পান করিলে বিস্ফোট ও জ্বররোগ নষ্ট হয়। বিসর্প ও জ্বরশান্তির নিমিত্ত ত্রিফলার ক্বাথ ও তেউড়ী ইহাদিগের সহিত ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বিরেচন হইয়া উক্ত দুই রোগের শান্তি হয়। খদিরকাষ্ঠ, ত্রিফলা, নিম্ব, পটোল, গুড়ূচী, বাসক এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ পান করিলে রোমান্তিক মসূরিকারোগ নাশ পায়। রসোন চূর্ণ করিয়া ঘর্ষণ করিলে কুষ্ঠ, বিসর্প, বিস্ফোট ও কণ্ডূ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়; সেই ব্যক্তির নিকট হইতে মশক পলায়ন করে। চর্ম্মকীল, মশক, তিলকালকাদি রোগে শস্ত্রদ্বারা উৎকর্ত্তন করিয়া ক্ষার ও অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিবে। ৩৬-৪০

১। কীর্য্যমাণং।

পটোলনীলীলেপঃ কাকণাদিমর্দ্দকরোগনুৎ । ভল্লাতকৈঃ শৃতং তৈলং ভৃঙ্গরাজরসেন তু ।
কণ্ডূপামাহরং কুষ্ঠকাপালকুষ্ঠনাশনম্ ॥ ৪১

আম্রাস্থিমজ্জাত্রিফলানীলৈশ্চ ভৃঙ্গরাজকৈঃ ।
সপাকলৌহচূর্ণং[১] কালিকং কৃষ্ণকেশকৃৎ ॥ ৪২

ক্ষীরীদার্কপর্ণরসদ্বিপ্রস্থে মধুকাঢকে । তৈলস্য কুড়বং পক্বং নাড়িকাগলিতাপহম্ ॥ ৪৩
মুখরোগে তু ত্রিফলাক্বাথকবলধারণম্ । গৃহধূম-যবক্ষার-পাঠা-ব্যোষ-রসাঞ্জনম্ ॥ ৪৪
সক্ষৌদ্রং ত্রিফলাচূর্ণং তথা চিত্রকচূর্ণিতম্ । সক্ষৌদ্রং ধারয়েদ্বক্ত্রে গলবাতজরোগনুৎ ॥ ৪৫
পটোল-নিম্ব-জম্বীর আম্র মালতিপল্লবাঃ । পঞ্চপল্লবকঃ শ্রেষ্ঠঃ কষায়ো মুখধাবনে ॥ ৪৬
লশুনার্দ্রকশিগ্রূণাং পারুল্যা মূলকস্য চ । কদল্যাশ্চ রসঃ শ্রেষ্ঠঃ কদুষ্ণঃ কর্ণপূরণে ॥ ৪৭
তীব্রশূলোদরে কর্ণে সশব্দে ক্লেদবাহিনি । বস্তমূত্ররসং কোষ্ণং সৈন্ধবেনাবচূর্ণিতম্ ॥ ৪৮

জাতীপত্ররসে তৈলং বিপক্বং কর্ণপূয়জিৎ[২] ।
শুণ্ঠীতৈলং সার্ষপঞ্চ কোষ্ণং স্যাৎ কর্ণশূলনুৎ ॥ ৪৯

পঞ্চমূলীশৃতং ক্ষীরং স্যাচ্চিত্রকহরীতকী । সর্পির্গুড়ঃ ষড়ঙ্গশ্চ যূষঃ পীনসশান্তয়ে ॥ ৫০

পটোল ও নীল সেবন করিয়া প্রলেপ দিলে কাকমর্দ্দকরোগ নাশ পায়। ভল্লাতক ও ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত তৈল পাক করিয়া অঙ্গে মর্দ্দন করিলে কণ্ডূ, কুষ্ঠ ও কাপালকুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ নাশ পায়। আমের আঁঠির মজ্জা, ত্রিফলা, নীল, ভৃঙ্গরাজ ও কাঁজি ইহাদের সহিত লৌহচূর্ণ পাক করিয়া সেবন করিলে শুক্লকেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। ক্ষীরীবৃক্ষ ও আকন্দের রস দুইপ্রস্থ, যষ্টিমধু একপল, ইহাদের সহিত আড়াইপল তোলক পরিমিত তৈল পাক করিয়া সেবন করিলে মাংসের কোঁড়া প্রভৃতি ব্রণলক্ষণ দূরীভূত হয়। ত্রিফলার কাথ করিয়া গণ্ডূষ করিলে মুখরোগ নাশ পায়। গৃহধূম, যবক্ষার, আকনাদি, ত্রিকটু, রসাঞ্জন, ত্রিফলা, লোধ, চিতা এই সমস্ত চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মুখে ধারণ করিলে গলরোগ ও বাতরোগ নষ্ট হয়। ৪১-৪৫

পটোল, নিম্ব, জম্বীর, আম্র ও মালতী এই সমস্ত বৃক্ষের নবপল্লবের কাথ করিয়া মুখে ধারণ করিলে মুখরোগ নিবারিত হয়। রসোন, আদা, সজিনা, পারুলীর মূল এবং কদলী ইহাদের রস কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণরোগ দূরীভূত হয়। কর্ণে অত্যন্ত বেদনা, শব্দ ও পূয নির্গত হইলে সৈন্ধবচূর্ণে সহ ছাগমূত্রের রস কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণে দিবে। জাতীপত্রের রসে তৈল পাক করিয়া কর্ণে দিলে কর্ণের বেদনা নিবারিত হয়। সর্ষপ তৈল শুণ্ঠীর সহিত পাক করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল নষ্ট হইয়া যায়। পঞ্চমূলের সহিত পক্ক দুগ্ধ, চিত্রক, হরীতকী, সর্পিগুড় ও ষড়ঙ্গযূষ এই সমস্ত ঔষধ পীনসশান্তির উৎকৃষ্ট উপায়। ৪৬-৫০

১। সুপক্বং লৌহচূর্ণং। ২ পূতিকর্ণজিদিতি কচিৎ পাঠঃ।

ত্রিকটু ত্রিফলা চৈব সৈন্ধবঞ্চ মনঃশিলা। কেতকং শঙ্খনাভিশ্চ জাতীপুষ্পাণি বিল্বকম্ ॥ ৫৯
রসাঞ্জনং ভৃঙ্গরাজং ঘৃতং মধু পয়স্তথা। এতৎ পিষ্ট্বা চ বটিকা সর্ব্বনেত্ররুগর্দ্দিনী ॥ ৬০

দগ্ধৈরণ্ডকং মূলং লেপাৎ কাঞ্জিকপেষিতম্।
শিরোঽর্ত্তিং নাশয়ত্যাশু পুষ্পং বা মুচুকুন্দজম্ ॥ ৬১
শতাহ্বৈরণ্ডমূলোগ্রা-কেব্যাঘ্রীপত্রৈঃ শৃতম্।
তৈলং নস্যং মরুৎশ্লেষ্ম-তিমিরোর্দ্ধগদাপহম্ ॥ ৬২

মরিচং মধুকং বিশ্বং পিপ্পলী বা সসৈন্ধবা। কৃমিদন্তাদিরোগেষু সর্ব্বেষূর্দ্ধগদেষু চ ॥ ৬৩
সূর্য্যাবর্ত্তে বিধাতব্যং নস্যকর্ম্মাদিভেষজম্। দশমূলীকষায়ঞ্চ সর্পিঃসৈন্ধবসংযুতম্।
নস্যমর্দ্ধবিভেদঘ্নং সূর্য্যাবর্ত্তশিরোঽর্ত্তিনুৎ ॥ ৬৪

দধ্না গোবর্দ্ধনাখ্যাকী-মধুকং নীলমুৎপলম্।
পিবেৎ ক্ষৌদ্রযুতং নারী বাতাসৃগ্দরপীড়িতা ॥ ৬৫

বাসকস্বরসং পৈত্তে গুডূচ্যা রসমেব বা। জলেনামলকীবীজং শর্করা-মধুসংযুতম্ ॥ ৬৬
আমলক্যা রসং মধু মূলং কার্পাসমেব বা। পাণ্ডুপ্রদরশান্ত্যর্থং পিবেৎ তণ্ডুলবারিণা ॥ ৬৭

তণ্ডুলীয়কমূলঞ্চ সক্ষৌদ্রং সরসাঞ্জনম্।
তণ্ডুলোদকসম্পীতং সর্ব্বাংশ্চাসৃগ্দরান্ জয়েৎ ॥ ৬৮

ত্রিকটু ত্রিফলা, সৈন্ধব, মনঃশিলা, কেতকী, শঙ্খনাভি, জাতীপুষ্প, বিল্বপত্র, রসাঞ্জন, ভৃঙ্গরাজ, ঘৃত, মধু ও দুগ্ধ এই সমস্ত একত্র করিয়া পেষণ করত বটিকা প্রস্তুত করিবে, এই বটিকা সর্ব্ববিধ নেত্ররোগ নাশ করে। ৫৯—৬০

এরণ্ডমূল দগ্ধ করিয়া কাঁজির সহিত পেষণপূর্ব্বক মস্তকে লেপ দিলে অথবা মুচুকুন্দপুষ্প দ্বারা শিরোলেপন করিলে শিরঃপীড়া নিবৃত্ত হয়। শতমূলী, এরণ্ডমূল, নাগরমুথা ও কণ্টকারী এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেক একপল পরিমাণে লইয়া তৈল পাক করিবে, এই তৈলের নস্যগ্রহণ করিলে বাতশ্লেষ্মজনিত ঊর্দ্ধজত্রুরোগ এবং তিমিররোগ বিনাশ পায়। মরিচ, শুণ্ঠ ও শুণ্ঠী অথবা পিপ্পলী ও সৈন্ধব কৃমিদন্তাদি সর্ব্ববিধ ঊর্দ্ধগতরোগে সেবন করিবে। সূর্য্যাবর্ত্তরোগে নস্যকর্ম্মাদি বিধেয়; দশমূলের কাথের সহিত ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত সৈন্ধবসংযোগে নস্যগ্রহণ করিলে অর্দ্ধভেদ, সূর্য্যাবর্ত্ত ও শিরঃশূল নাশ পায়। ৬১—৬৪

গোবর্দ্ধন, কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল এই সমস্ত দ্রব্য দধির সহিত পেষণ করিয়া মধুসহযোগে পান করিলে নারীদিগের বাতজ অসৃগ্দররোগ নাশ পায়। পৈত্তিকরোগে বাসকের স্বরস অথবা গুড়ূচীর রস বাবস্থেয়। আমলকীর বীজ জলে পেষণ করিয়া মধু ও শর্করার সহিত সেবন করিলে কিম্বা আমলকীর রস, কার্পাসবীজ ও মধু তণ্ডুলবারি (চালধোয়া জলের) সহিত পান করিলে, পাণ্ডু এবং প্রদর রোগের শান্তি হয়। নটেশাকের

কুশমূলং তণ্ডুলাদ্ভিঃ পীতমসৃগ্দরান্ জয়েৎ । ৫৯

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে মূর্চ্ছাদিচিকিৎসাকথনং নাম
পঞ্চসপ্তত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ । ১৭৫ ।

ষট্‌সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ধন্বন্তরিরুবাচ

স্ত্রীরোগাদিচিকিৎসাঞ্চ বক্ষ্যে সুশ্রুত তাচ্ছৃণু । যোনিব্যাপৎসু ভূয়িষ্ঠং শস্যতে কর্ম বাতজিৎ । ১

বচোপকুঞ্চিকাজাজী-কৃষ্ণাবাসকসৈন্ধবম্
অজমোদা¹ যবক্ষারং চিত্রকং শর্করান্বিতম্ । ২
পিষ্ট্বা প্রোক্ষ্য জলাদৌ চ খাদয়েদ্ ঘৃতভর্জ্জিতম্ ।
যোনিপার্শ্বার্ত্তিহৃদ্রোগ-গুল্মার্শো বিনিবর্ত্তয়েৎ । ৩
বদরীপত্রসংলেপাদ্ যোনিভিন্না প্রশাম্যতি ।
লোধ্রতুম্বীফলালেপাৎ যোনের্দার্ঢ্যং করোতি চ । ৪

মূল, [illegible] ও মধু তণ্ডুলবারির সহিত পান করিলে, সর্ব্বপ্রকার অসৃগ্দররোগ নাশ পায়। কুশমূল তণ্ডুলবারির সহিত পান করিলেও অসৃগ্দর রোগ পরাজিত হয়। ৫৮-৫৯

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে মূর্চ্ছাদিচিকিৎসাকথন নামক পঞ্চসপ্তত্যধিক
শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৫।

ষট্‌সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়

ধন্বন্তরি বলিলেন,—হে সুশ্রুত! এক্ষণে স্ত্রীরোগাদিচিকিৎসা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যোনিব্যাপৎরোগে যাহাতে বাতের পরাজয় হয়, এমনভাবে চিকিৎসাই প্রশস্ত। বচ, কৃষ্ণজীরা, জাতীপত্র, তুলসী, বাসক, সৈন্ধব, জীরা, যবক্ষার, চিতা ও শর্করা এই সমস্ত দ্রব্যই পেষণ করিয়া জল আলোড়নপূর্ব্বক ঘৃতে সন্তার দিয়া পান করিবে। ইহাতে যোনিশূল, পার্শ্বশূল, হৃদ্রোগ, গুল্ম ও অর্শরোগ নষ্ট হয়। বদরীপত্র পেষণ করিয়া যোনিতে লেপ দিলে যোনিবেদনা দূর হয়। লোধ্র ও লাউ একত্র পেষণ করিয়া লেপ দিলে যোনির দৃঢ়তা

১। অজাজী চ।

পঞ্চপল্লব-যষ্ট্যর্ক-মালতীকুসুমৈর্ঘৃতম্। সবিপক্কমসৃগ্‌ভাবা[1] যোনিগন্ধবিনাশনম্ ॥ ৫
সকাঞ্জিকং জবাপুষ্পং প্রদরং জ্যোতিষ্মতীদলম্।
দূর্বাপিষ্টেন সম্প্রাপ্য চিত্রকং শর্করান্বিতম্ ॥ ৬
ধাত্র্যঞ্জনাভয়াচূর্ণং তোয়পীতং রজো হরেৎ।
সক্ষীরা লক্ষ্মণা পীতা নস্যা বা পুত্রদাস্যয়োঃ[2] ॥ ৭
দুগ্ধ্যার্দ্ধাঢ়কক্কাথাশ্বগন্ধা চ পুত্রদা। বন্ধ্যা পুত্রং লভেৎ পীত্বা ঘৃতেন ব্যোষ-কেশরম্ ॥ ৮
কুশকাশোরুবূকাণাং মূলৈর্গোক্ষুরকস্য চ। শৃতং দুগ্ধং সিতাযুক্তং গর্ভিণ্যাঃ শূলনুৎ পরম্ ॥ ৯
পাঠালাঙ্গল্যপামার্গৈস্তথা চ কুটজৈঃ পৃথক্।
নাভি-বস্তি-ভগালেপাৎ সুখং নারী প্রসূয়তে ॥ ১০
সূতায়া হৃচ্ছিরোবস্তি-শূলং চৈব মক্কল্লসংজ্ঞিতম্।
যবক্ষারং পিবেৎ তত্র ঘৃত কোষ্ণোদকেন বা ॥ ১১
দশমূলীকৃতঃ ক্বাথঃ সাজ্যঃ সূতিকশূলাপহঃ। শালিতণ্ডুলচূর্ণস্য সক্ষীরং দুগ্ধকৃদ্ভবেৎ ॥ ১২
বিদারীকুসুমরসং মূলং কার্পাসকং তথা। ধাত্রীগুগ্গুলুবিদার্যাদ্যং মূলায়ুষো রসায়নঃ ॥ ১৩

নাশিত হইয়া থাকে। বট অশ্বত্থ কাঁঠাল বকুল ও আম্র এই পঞ্চবৃক্ষের পল্লব, যষ্টিমধু, আকন্দ ও মালতীপুষ্প এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত ঘৃত সৌপক্ক করিয়া সেবন করিলে অসৃগ্গন্ধ ও যোনিগন্ধ নাশ পায়। ১-৫

কাঞ্জি, জবাপুষ্প, জ্যোতিষ্মতীলতার পত্র, দূর্বা ও চিতা সমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া শর্করার সহিত পান করিলে যোনিরোগ বিনষ্ট হয়। আমলকী, রসাঞ্জন ও হরীতকী এই সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া জলের সহিত পান করিলে রজোদোষ নাশ হয়। লক্ষণামূল দুগ্ধের সহিত পান করিলে কিম্বা নস্য গ্রহণ করিলে, নারীর পুত্রলাভ হয়। দুগ্ধ, অর্দ্ধ আঢ়ক ঘৃত ও অশ্বগন্ধা একত্র পাক করিবে; ইহা ঋতুকালে সেবন করিলে পুত্রলাভ হয়। ঘৃতের সহিত ত্রিকটু ও নাগকেশর ভক্ষণ করিলে বন্ধ্যা নারীও পুত্র প্রসব করিয়া থাকে। কুশ, কাশ, এরণ্ড ও গোক্ষুর ইহাদিগের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া শর্করা-সংযোগে সেবন করিলে গর্ভিণীর শূল নাশ পায়। আকনাদি, লাঙ্গলিয়া, অপামার্গ ও কুটজ ইহাদের মূল প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ পেষণ করিয়া গর্ভিণীর নাভি, বস্তি ও যোনিতে লেপ দিলে সেই গর্ভিণীর সুখপ্রসব হয়। ৫-১০

নারীর প্রসবের পর যদি তাহার হৃদয়, মস্তক অথবা বস্তিতে বেদনা থাকে, তবে ঘৃত বা উষ্ণজলের সহিত আকন্দমূল ও যবক্ষার পান করিবে। দশমূল কাথের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেবনে প্রসূতির শূলের বেদনা নাশ পায়। শালিতণ্ডুলের চূর্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে প্রসূতির স্তনে দুগ্ধসঞ্চার হয়। ভূমিকুষ্মাণ্ডের পুষ্পের রস ও কার্পাসের মূল সেবনে

১। অসৃগ্গন্ধ। ২। পুত্রদেস্যাজ্যৌ।

কুষ্ঠং বচাভয়া ব্রাহ্মী মধুকং ক্ষৌদ্রসর্পিষী ।
বর্ণায়ুঃকান্তিজননং লেহ্যং বালস্য দাপয়েৎ ॥ ১৪
স্তন্যাভাবে পয়শ্ছাগ্যং গব্যং বা তদ্গুণং পিবেৎ ।
লেপেন নাভিশোথাদেঃ মৃদা বহ্নিপ্রতপ্তয়া ॥ ১৫
লৌহমুস্তকাতিবিষা বমি-কাসজ্বরে পিবেৎ ।
মুস্ত-শুণ্ঠী-বিষারুণ-কুটজঘ্নাতিসারনুৎ ॥ ১৬
ব্যোষং মধু মাতুলুঙ্গং হিক্কাচ্ছর্দিনিবারণম্ ॥ ১৭
কুষ্ঠেন্দ্রযবসিদ্ধার্থৌ নিশা দূর্ব্বা চ কুষ্ঠজিৎ ।
মহামুণ্ডিতিকোদীচ্যকাথৈঃ স্নানং গ্রহাপহম্ ॥ ১৮
দন্তচ্ছদাভয়নিশা-চন্দনৈশ্চানুলেপনম্ । শঙ্খাব্জবীজ-রুদ্রাক্ষ-বচা-লৌহাদিধারণম্ ॥ ১৯
ওঁ কং টং পং শং[1] বৈনতেয়ায় নমঃ ওঁ হ্রৌং হ্রাং হ্রঃ ।
মন্ত্রেণ শান্তির্বালানাং মার্জ্জনাদভিলাষতঃ ॥ ২০
ওঁ হ্রীং বালগ্রহা বলিং গৃহ্ণীত বালং মুঞ্চত মুঞ্চত স্বাহা ॥ ২১
তণ্ডুলাদ্ভিঃ শিরীষস্য মূলং পীতং বিষাপহম্ । তণ্ডুলাদ্ভিশ্চ বর্ষাভূঃ শ্বেতায়াঃ সর্পদংশনুৎ ॥ ২২
দধ্যাজ্যং তণ্ডুলীয়ঞ্চ গৃহধূমো নিশা তথা ।
পিষ্টং পানং তথা ক্ষৌদ্রং সিক্থস্য বিষাপহম্ ॥ ২৩

প্রভৃতির স্তন্য শোধন হয় । মুদ্গের যূষ প্রভৃতির সঙ্গে রসায়নের কার্য্য করে । কুড়, বচ, হরীতকী, ব্রাহ্মীশাক, যষ্টিমধু, মধু ও ঘৃত এই সমস্ত দ্রব্য বালককে লেহন করাইলে তাহার বর্ণ, আয়ু ও কান্তি বৃদ্ধি পায় । স্তন্যদুগ্ধ অভাবে ছাগলদুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ পান করিবে । বালকের নাভিতে শোথ হইলে অগ্নিতে মৃত্তিকা উষ্ণ করিয়া সেক দিবে । ১১-১৫

লৌহ, মুথা, আতিচ, এই সকল বমি, কাস ও জ্বররোগে পান করিবে । মুথা, শুণ্ঠী, আতিচ, কুড়চ ও কুটজ এই সমস্ত অতিসার নাশ করে । ত্রিকটু, মধু, লেবু এই সকল হিক্কা ও বমি নিবারণ করে । কুড়, ইন্দ্রযব, সর্ষপ, হরিদ্রা ও দূর্ব্বা এই সমস্ত ঔষধ কুষ্ঠরোগ পরাজয় করে । মহামুণ্ডিতিকা ও বালা ইহাদের কাথ করিয়া তদ্দ্বারা স্নান করিলে গ্রহদোষ শান্তি হয় । গ্রহদোষে দাড়িম, কুড়, হরিদ্রা ও চন্দন এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া অঙ্গে অনুলেপন করিতে হয় । শঙ্খ, পদ্মবীজ, রুদ্রাক্ষ, বচ ও লৌহ-ধারণ করিলে গ্রহদোষ নিবারণ হয় । "ওঁ কং টং পং শং বৈনতেয়ায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রক্ষালন কার্য্য করিতে হয় । ১৬-২১

তণ্ডুলোদকসহ শিরীষবৃক্ষের মূল পান করিলে বিষদোষ নিবারণ হয় । শ্বেতপুনর্নবার মূল তণ্ডুলোদকসহ পান করিলে সর্পবিষ নাশ পায় । দধি, ঘৃত, নটেশাক, গৃহধূম, হরিদ্রা,

১ । শং শং ।

অঙ্কোঠমূলনিক্বাথঃ সাজ্যঃ পীতো বিষাপহঃ ।
যজ্জরাব্যাধিবিধ্বংসি ভেষজং তদ্রসায়নম্ ॥ ২৪
সিন্ধু-শর্করা-শুণ্ঠী-কণা-মধু-গুড়ৈঃ ক্রমাৎ । বর্ষাদিষভয়া সেব্যা রসায়নগুণৈষিণা ॥ ২৫
ভুক্ত্বাগ্রেহভয়া চৈকা প্রভুক্তে দ্বে বিভীতকে ।
ভুক্ত্বা মধ্বাজ্যধাত্রীণাং চতুষ্কং শতবর্ষকৃৎ । ২৬
পীত্বাশ্বগন্ধা পয়সা ঘৃতেনাশেষরোগনুৎ ॥ ২৭
মণ্ডূকপর্ণ্যাঃ স্বরসো বিদার্য্যাশ্চামৃতোদ্ভবঃ[1] ।
তিলধাত্রীভৃঙ্গরাজো ভক্ষ্য বর্ষশতী ভবেৎ । ২৮
ত্রিকটু ত্রিফলা বহ্নির্গুড়ূচী চ শতাবরী । বিড়ঙ্গলোহচূর্ণঞ্চ মধুনা সহ রোগনুৎ ॥ ২৯
ত্রিফলা চ কণা শুণ্ঠী গুড়ূচী চ শতাবরী । বিড়ঙ্গভৃঙ্গরাজাদি-ভাবিতং সর্ব্বরোগনুৎ ॥ ৩০
চূর্ণং বিদার্য্যা মধ্বাজ্যং লীঢ্বা দশ স্ত্রিয়ো ব্রজেৎ । ঘৃতং শতাবরীকল্কৈঃ ক্ষীরে দশগুণৈঃ পচেৎ ।
শর্করাপিপ্পলীক্ষৌদ্র-যুক্তং বা বাজিকরং বিদুঃ ॥ ৩১
প্রতিমর্ষোহবপীড়শ্চ নস্যং প্রধমনং[2] তথা । শিরোবিরেচনঞ্চেতি পঞ্চকর্ম্ম চ কথ্যতে ॥ ৩২

মধু ও সৈন্ধব এই সমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া পান করিলে বিষদোষ নাশ হয়। আঙ্কোটবৃক্ষের মূলের ক্বাথ করিয়া ঘৃতের সহিত পান করিলে বিষদোষ নিবারিত হয়। যে ঔষধ জরাব্যাধি বিনাশ করে, সেই ঔষধকে রসায়ন বলা যায়। রসায়নাভিলাষী ব্যক্তিরা বর্ষাকালে সৈন্ধবের সহিত, শরৎকালে শর্করার সহিত, হেমন্তকালে শুণ্ঠীর সহিত, শীতকালে পিপ্পলীর সহিত, বসন্তকালে মধুর সহিত এবং গ্রীষ্মকালে গুড়ের সহিত হরীতকী ভক্ষণ করিবে। ২২-২৫

অন্নের আগে একটি হরীতকী ও দুইটি বহেড়া ভক্ষণ করিবে। প্রতিদিন মধু ও ঘৃতের সহিত চারিটি আমলকী ভক্ষণ করিলে সেই মানব শতবর্ষ জীবিত থাকিতে পারে। দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত অশ্বগন্ধা সেবন করিলে অশেষরোগ নাশ পায়। থুলকুড়ি ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস সেবন করিলে অমৃতপানের ন্যায় ফল হয়। তিল, আমলকী ও ভৃঙ্গরাজ এই সমস্ত ভক্ষণ করিয়া শতবর্ষ জীবিত থাকিতে পারে। ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতা, গুড়ূচী, শতমূলী, বিড়ঙ্গ ও লৌহচূর্ণ এই সমস্ত দ্রব্য মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে রোগসকল বিনষ্ট হয়। ত্রিফলা, পিপ্পলী, শুণ্ঠী, গুড়ূচী, শতমূলী, এই সকল দ্রব্য বিড়ঙ্গ ও ভৃঙ্গরাজের রসে ভাবনা দিয়া ভক্ষণ করিলে সমস্ত রোগ জয় করে। ২৬-৩০

ভূমিকুষ্মাণ্ডের চূর্ণ, মধু ও ঘৃতসংযোগে সেবন করিলে এক পুরুষ দশ স্ত্রী সম্ভোগ করিতে পারে। শতমূলীর কল্ক ও দশগুণ দুগ্ধের সহিত ঘৃত পাক করিয়া শর্করা, পিপ্পলী ও মধু-সংযোগে সেবন করিলে শরীরের পুষ্টি ও বীর্য্যবৃদ্ধি হয়। প্রতিমর্ষ, অবপীড়ন, নস্য, প্রধমন

১। চামৃতোপমঃ। ২। প্রধমনং।

বংশাদিনৈবং কুর্ব্বীত বস্তিং দ্বাদশাঙ্গুলম্। কর্কন্ধুফলবচ্ছিদ্রং বস্তিকস্তানশায়িনে ॥ ৫৩
নিরূহস্থানেঽপি বিধিরয়মেবমুদীরিতঃ। অর্দ্ধত্রিষট্‌পলৈ মাত্রা লঘুমধ্যোত্তমক্রমাৎ ॥ ৫৪
পথ্যাক্ষধাত্র্য একদ্বিচতুর্ভাগা প্রমর্দ্দনাঃ। শতাবর্য্যমৃতাভৃঙ্গসিন্ধুবারাদিভাবিতা ॥ ৫৫

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে স্ত্রীরোগাদিচিকিৎসাকথনং নাম
ষট্‌সপ্তত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৬ ॥

সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ধন্বন্তরিরুবাচ

দ্রব্যাণি মধুরাদীনি বক্ষ্যে রোগহরাণ্যহম্। শালিষষ্টিকগোধূমক্ষীরং ঘৃতং তথা মধু ॥ ১
মজ্জাশৃঙ্গাটকযবকশেরুর্ব্বারুগোক্ষুরম্। কাশ্মরী পৌষ্করং বীজং দ্রাক্ষা খর্জ্জূরকং বলা ॥ ২
নারিকেলেক্ষ্বাত্মগুপ্তা বিদারী চ প্রিয়ালকম্।
মধুকং তালকুষ্মাণ্ডং মুখ্যোঽয়ং মধুরো গণঃ ॥ ৩

বিধেয়। ছয় অঙ্গুল, অষ্টাঙ্গুল অথবা দ্বাদশাঙ্গুল বংশযষ্টিতে বদরীফল প্রমাণ মধ্যখণ্ডে ছিদ্র করিবে। রোগীকে উত্তানভাবে শয়ন করাইয়া উক্ত বংশযষ্টি দ্বারা বস্তিশোধন করিবে। নিরূহণেও এইরূপ করাই বিধি। যে সমস্ত ঔষধ দ্বারা বস্তি শোধন ও নিরূহণ করিতে হয়, তাহার পরিমাণ অর্দ্ধপল, তিনপল অথবা ষট্‌পল জানিবে। ঐ পরিমাণই ক্রমানুসারে লঘু, মধ্য ও উত্তম পরিমাণ। হরীতকী একভাগ, বহেড়া দুইভাগ, আমলকী চারিভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য, শতমূলী, গুড়ূচী, ভৃঙ্গরাজ, সিন্ধুবার, এই সমস্ত দ্রব্যে ভাবনা দিয়া বস্তিশোধনাদিকার্য্যে প্রয়োগ করিবে। ৫১-৫৫

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে স্ত্রীরোগাদি চিকিৎসা নামক ষট্‌সপ্তত্যধিক
শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৬।

সপ্তসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়

ধন্বন্তরি বলিলেন,—সর্ব্বরোগহারক মধুরাদিগণ বলিতেছি। শালিধান্য, ষষ্টিধান্য, গোধূম, ক্ষীর, ঘৃত, রস, মধু, মজ্জা, পানিফল, যব, কেশুর, ফুটি, গোক্ষুর, গাম্ভারী, পুষ্করবীজ, দ্রাক্ষা, খর্জ্জুর, বেড়েলা, নারিকেল, ইক্ষু, আলকুশিলতা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, পিয়ালফল, যষ্টিমধু,

মূর্চ্ছাদাহপ্রশমনঃ ষডিন্দ্রিয়প্রসাদনঃ।
ক্রিমিকৃৎ কফকৃচ্চৈব একোঽত্যর্থং নিষেবিতঃ॥ ৪
শ্বাসকাসাস্যমাধুর্য্য-স্বরঘাতার্ব্বুদানি চ। গলগণ্ড শ্লীপদানি গুড়লেপাংশ্চ কারয়েৎ॥ ৫
দাড়িমামলকাম্রঞ্চ কপিত্থকরমর্দ্দকৌ। মাতুলুঙ্গাম্রাতকঞ্চ বদরং তিন্তিড়ীফলম্॥ ৬
দধি তক্রং কাঞ্জিকঞ্চ লকুচং চাম্লবেতসম্। অম্লো লোপঃ শুক্তিযুক্তো জারণঃ পাচনো রসঃ॥ ৭
ক্লেদনো বাতহৃদ্‌দ্রোগ্যো বিদাহী চানুলোমনঃ।
অম্লোঽত্যর্থং সেব্যমানঃ কুর্য্যাচ্চ দন্তহর্ষকম্॥ ৮
শরীরস্য চ শৈথিল্যং স্বরকণ্ঠাস্যহৃদ্দহেৎ। ছিন্নভিন্নব্রণাদীনি পাচয়ত্যগ্নিভাবিতঃ॥ ৯
লবণানি যবক্ষারসর্জ্জিকাদিশ্চ লাবণঃ। শোধনঃ পাচনঃ ক্লেদী বিশ্লেষসর্পণাদিকৃৎ॥ ১০
মার্দ্দবো শ্লথিকৃৎ স একঃ পরিসেবিতঃ। খালিত্যকণ্ডূকোঠশোথ-বৈবর্ণ্যং জনয়েন্নরঃ।
রক্তবাতং পিত্তরক্তং পুংস্ত্বেন্দ্রিয়রুজাদিকম্॥ ১১
ব্যোষং শিগ্রুমূলকঞ্চ দেবদারু চ কুষ্ঠকম্। লশুনং বল্গুজীফলং মুস্তাগুগ্গুলু লাঙ্গলী॥ ১২
কটুকো দীপনঃ শোষী কুষ্ঠকণ্ডূকফাপহঃ। স্থৌল্যালসক্রিমিহরঃ শুক্রমেদোবিরোধনঃ।
একোঽত্যর্থং সেব্যমানো ভ্রমদাহাদিকৃদ্ভবেৎ॥ ১৩

আম, কুষ্মাণ্ড, ইহাদিগকে মধুরগণ বলিয়া বৈদ্যকবিদ্যাপারদর্শী পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই মধুরগণ মূর্চ্ছা ও দাহরোগশান্তিকারক এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রসাদক। ইহার কোন একটি দ্রব্য অধিকপরিমাণে সেবন করিলে ক্রিমি ও কফবৃদ্ধি হয়। এই মধুরাদিগণগুড়িকা সেবন কিম্বা লেপন করিলে শ্বাস, কাস, মুখমাধুর্য্য, স্বরঘাত, অর্ব্বুদ, গলগণ্ড, শ্লীপদাদি রোগ নাশ পায়। ১-৫

দাড়িম, আমলকী, আম্র, কদবেল, করমর্দ্দক, মাতুলুঙ্গ, আমড়া, বদরী, তেঁতুল, দধি, তক্র, কাঁজি, ডহুক, আমরুল, অম্লবেতস, শুক্তি, এই সকল ঔষধ জারণ, পাচক, ক্লেদজনক বাতবৃদ্ধিকর, অগ্নিবৃদ্ধিকারী ও বিদাহী; পরন্তু ইহারা বাতাদির অনুলোমসাধন করে। অতিরিক্ত অম্লদ্রব্য সেবনে দন্তহর্ষ হইয়া থাকে। উক্ত ঔষধসকল শরীরের শৈথিল্যসাধন করে; স্বর, কণ্ঠ, আস্য, হৃদয়, এই সমস্ত স্থানে জ্বালা উৎপাদন করে; চিতার রসে ভাবনা দিয়া সেবন করিলে ছিন্নভিন্ন ব্রণাদির পাকসাধন করে। পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাজিমাটি, এই সমস্ত লাবণগণ। ইহারা শরীরের শোধন, পাচন, ক্লেদন ও অস্থিবিশ্লেষাদির সংযোজন করে। ৬-১০

ইহার কোন একটি দ্রব্য অধিক পরিমাণে সেবনে মার্দ্দবরোগ, শরীরের শ্লথতা, খালিত্য, কণ্ডু, কোঠশোথ ও শরীরের বৈবর্ণ্য জন্মে, আর বাতরক্ত, পুংস্ত্বোপঘাত ও ইন্দ্রিয়সমূহের বিকার উৎপাদন করে। ত্রিকটু, সজিনা, মূলক, দেবদারু, কুড়, রসোন, সোমরাজি, মুথা, গুগ্গুলু, লাঙ্গলীয়া, কটুকী, এই সমস্ত দ্রব্য অগ্নিদীপক; শরীরশোষক, কুষ্ঠ, কণ্ডু, কফ, স্থৌল্য,

আরগ্বধঃ করীরাদি হরিদ্রেন্দ্রযবাস্তথা। বাহু-কণ্টক-বেত্রাদি বৃহতীদ্বয়-শঙ্খিনী ॥ ১৪
কাকচী চ দ্রবন্তী চ ত্রিবৃন্মণ্ডুকপর্ণ্যপি। কারবেল্লক-বার্ত্তাকু-করবীরক-বাসকাঃ ॥ ১৫

রোহিণী শঙ্খপুষ্পী চ কর্কোটো বৈ জয়ন্তিকা।
জাতী বরুণকং নিম্বো জ্যোতিষ্মতী পুনর্নবা ॥ ১৬
তিক্তো রসশ্ছেদনঃ স্যাদ্রোচনো দীপনস্তথা।
শোধনো জ্বরতৃষ্ণাঘ্নো মূর্চ্ছায়াঃ কণ্ডুনাশিকৃৎ ॥ ১৭

বিণ্মূত্রক্লেদসংশোষী মতার্থং[1] স চ সেবিতঃ। মন্যাস্তম্ভাক্ষেপকাদি-শিরঃশূলব্রণাদিকৃৎ ॥ ১৮

ত্রিফলা-শল্লকী-জম্বু-আম্রাতক-বটাদিকম্।
তিন্দুকং বকুলং শালং পালঙ্ক-মুদ্গ-চিল্লকম্ ॥ ১৯

কষায়ো গ্রাহকো রোপী স্তম্ভনঃ ক্লেদশোষণঃ। একোঽত্যর্থং সেব্যমানো হৃদয়ে চাধ্ম পীড়কঃ।
মুখশোষজ্বরাধ্মান-মন্যাস্তম্ভাদি[2]কারকঃ ॥ ২০

হরিদ্রা-কুষ্ঠ-লবণং মেষশৃঙ্গী বলাদ্বয়ম্। কচ্ছুরা শল্লকী চৈব পুনর্নবা শতাবরী ॥ ২১
অগ্নিমন্থো ব্রহ্মদণ্ডী শ্বদংষ্ট্রৈরণ্ডকে তথা। যব-কোল-কুলখাদি-কর্ষাণী দশমূলকম্।
পৃথক্ সমস্তো বাতাঘ্নঃ কফ-পিত্তহরস্তথা ॥ ২২
শতাবরী বিদারী চ বালকোশীরচন্দনম্। দূর্বা বটঃ পিপ্পলী চ বদরী শল্লকী তথা ॥ ২৩

আলস্য, ক্রিমি, মেদ ও কফের বিরোধী। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যসকলের মধ্যে কোন একটি দ্রব্য অধিক পরিমাণে সেবন করিলে ভ্রম ও দাহাদি উৎপন্ন হয়। সোঁদাল্, খংলাকুচ, হরিদ্রা, ইন্দ্রযব, ঈঁচ, কৃষ্ণবেত্র, বৃহতী, কণ্টকারী, চোরপুষ্পী, কাকুচী, দ্রবন্তী, তেউড়ী, থুলকুড়ি, করলা, বার্ত্তাকু, করবীর, বাসক, মঞ্জিষ্ঠা, শঙ্খপুষ্পী, কাঁকুড়, জয়ন্তী, জাতি, বরুণ, নিম, জ্যোতিষ্মতী, পুনর্নবা, এই সমস্ত দ্রব্য তিক্তরস। ১১-১৬

ইহারা রুচিকারক ও অগ্নিদীপক, শরীরশোধক, জ্বর, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও কণ্ডুবিনাশী। এই সমস্ত দ্রব্য অধিকপরিমাণে সেবন করিলে মন্যাস্তম্ভ রোগ, শরীরের ক্লিন্নতা, শোষ, হনুস্তম্ভ, আক্ষেপ, শিরঃশূল ও ব্রণাদিরোগ উৎপাদন করে। ত্রিফলা, বাবলা, জাম, আমড়া, বট, গাব, বকুল, শাল, পালঙ্ক চিল্লক ও মুগ এই সমস্ত দ্রব্য কষায়রস, গ্রাহী, ব্রণরোপক, স্তম্ভক, ক্লেদকারক ও শোষক। ইহাদিগের কোন একটি দ্রব্য অধিক সেবন করিলে হৃদয়-পীড়া, মুখশোষ, জ্বর, আধ্মান, হনুস্তম্ভ এই সমস্ত রোগ জন্মিয়া থাকে। ১৭-২০

হরিদ্রা, কুড়, লবণ, মেষশৃঙ্গী, বেড়েলা, শ্বেতবেড়েলা, শূকশিম্বী, বাবলা, পুনর্নবা, শতমূলী, গণিয়ারী, ব্রহ্মদণ্ডী, গোক্ষুর, এরণ্ড, যব, বদরী, কুলখেল, এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেক একবর্গ আর দশমূল এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেক পৃথক্ কিংবা একত্র সেবন করিলে বায়ু, পিত্ত ও কফ যাবতীয় দোষের সমতা হয়। শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বালা, বেণার মূল, চন্দন,

১। সংশোষো হৃত্যর্থং। ২। হনুস্তম্ভা। ৩। হনুস্তম্ভাদি।

কদলী চোৎপলং পদ্মদুন্দুক-পটোলকম্ । অথ শ্লেষ্মহরো বর্গো হরিদ্রা-গুড়-কুষ্ঠকম্ ॥ ২৪
শতপুষ্পী চ জাতী চ ব্যোষারগ্বধলাঙ্গলী । সর্পিস্তৈল-বসা-মজ্জ-স্নেহেষু প্রবরং ঘৃতম্ ॥ ২৫

তথা ধী-স্মৃতি-মেধাগ্নিকাঙ্ক্ষিণাং শস্যতে ঘৃতম্ ।
কেবলং পৈত্তিকে সর্পির্বাতিকে লবণান্বিতম্ ॥ ২৬
দেয়ং বহুকফে বাপি ব্যোষ-ক্ষারসমাযুতম্ ।
গ্রন্থি-নাড়ী-ক্রিমি-শ্লেষ্ম-মেদো-মারুতরোগিষু ॥ ২৭

তৈলং লাঘবদার্ঢ্যার্থং ক্রুরকোষ্ঠেষু দেহিষু । বাতাতপাম্বু-ভার-স্ত্রী-ব্যায়াম-ক্ষীণধাতুষু ॥ ২৮
রৌক্ষ্য-ক্লেশক্ষয়াত্যগ্নি-বাতাবৃতপথেষু চ । অথ মজ্জা শিরাব্যধং যোনিকর্ণ শিরোরুজি ॥ ২৯
উত্তমস্য পলং মাত্রা ত্রিভিশ্চার্দ্ধৈশ্চ মধ্যমে । জঘন্যস্য পলার্দ্ধেন স্নেহক্কাথৌষধেষু চ ॥ ৩০

জলমুষ্ণং ঘৃতে দেয়ং পৃথক্ তৈলে তু শস্যতে ।
স্নেহে পীতে তু তুবরাং পিবেদুষ্ণোদকং নরঃ ॥ ৩১

বাতানুলোমং দীপ্তাগ্নের্বর্চ্চঃ স্নিগ্ধমসংহতম্ । রূক্ষস্য স্নেহনং কার্য্যমতিস্নিগ্ধস্য রূক্ষণম্ ॥ ৩২

শ্যামাককোরদোষান্ন-তক্র-পিণ্যাক-সক্তুভিঃ ।
বাতশ্লেষ্মণি বাতে বা কফে বা স্বেদ ইষ্যতে ॥ ৩৩

দূর্ব্বা, বট, শিমুলী, বদরী, বাবলা, কদলী, উৎপল, পদ্ম ও দুন্দুক, পটোল, হরিদ্রা, গুড় ও কুড় এই সমস্ত দ্রব্য শ্লেষ্মা নিবারণ করে। শতপুষ্পা, জাতীপুষ্প, ত্রিকটু, সোঁদাল, লাঙ্গলিয়া এই সমস্ত দ্রব্য ঘৃত, তৈল, বসা মজ্জা প্রভৃতি স্নেহপাকে প্রশস্ত। যাঁহারা বুদ্ধি, স্মৃতি, মেধা ও অগ্নিবৃদ্ধি কামনা করেন, পূর্ব্বোক্ত ঘৃত তাঁহাদিগের পক্ষে বিশেষ হিতকর। ২১-২৬

পৈত্তিকরোগে কেবল ঘৃত, বায়ুরোগে লবণান্বিত ঘৃত, আর কফের প্রাবল্যে ত্রিকটু ও যবক্ষারযুক্ত ঘৃত প্রয়োগ করিবে। গ্রন্থিরোগ, নাড়ীব্রণ, ক্রিমিরোগ, শ্লেষ্মরোগ, মেদোরোগ ও বাতরোগেও উক্ত ঘৃত সেবন করা কর্ত্তব্য। উদরাময়রোগী এবং বাতাতপসেবী, ভারবহন, স্ত্রীসম্ভোগ ও ব্যায়ামাদিতে ক্ষীণধাতু ব্যক্তির শরীর লঘু হইলে তাহার দৃঢ়তাসম্পাদনার্থ তৈলসেবা বিধেয়। রুক্ষতা, ক্লেশ, ক্ষয়, অত্যগ্নিপ্রভৃতি কারণে বায়ু কুপিত হইয়া শিরাপথ আবৃত করিলে শিরা বদ্ধ করিয়া দিবে; শিরোরোগে যোনিকর্ণ করিবে। স্নেহ, কাথ ও বটিকাদি ঔষধের উত্তম, মধ্যম, অধম ত্রিবিধমাত্রা উক্ত আছে, উত্তম মাত্রার পরিমাণ একপল (৮ তোলা), মধ্যমমাত্রা তিন অর্দ্ধ (৬ তোলা), অধমমাত্রা পলার্দ্ধ (৪ তোলা)। ২৭-৩০

ঘৃত, তৈল ও স্নেহপাকে অনুপান করিতে হইলে উষ্ণ জল দিবে। পিত্তজন্য তৃষ্ণা উপস্থিত হইলেও উষ্ণ জলপান করা ব্যবস্থা। দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির বাতানুলোম, স্নিগ্ধ... মলবিশোধন, রুক্ষব্যক্তির স্নেহন ও অতি স্নিগ্ধব্যক্তির পক্ষে রুক্ষণ কর্ত্তব্য। বাতশ্লেষ্মরোগে, বাতরোগে বা কফরোগে শ্যামাক, কোরদোষ, তক্র, পিণ্যাক (খৈল) অথবা সক্তু দ্বারা

ন দেয়োঽতিস্থূল-রুক্ষ-দুর্বল-মূর্চ্ছিতান্ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে যোগসারাদিকথনং নাম সপ্তসপ্তত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৭ ॥

অষ্টসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ধন্বন্তরিরুবাচ

ঘৃততৈলাদি বক্ষ্যামি শৃণু সুশ্রুত রোগহৃৎ। শঙ্খপুষ্পী বচা সোমা ব্রাহ্মী ব্রহ্মসুবর্চ্চলা ॥ ১
অভয়া চ গুড়ূচী চ অটরূষক-বাগুজী। এতৈরক্ষসমৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥ ২
কণ্টকার্য্যা রসপ্রস্থং ক্ষীরপ্রস্থসমন্বিতম্। এতদ্ব্রাহ্মীঘৃতং নাম স্মৃতি-মেধাকরং পরম্ ॥ ৩
ত্রিফলা-চিত্রক-বলা-নির্গুণ্ডী-নিম্ব-বাসকাঃ। পুনর্নবা গুড়ূচী চ বৃহতী চ শতাবরী।
এভির্ঘৃতং যথালাভং সর্ব্বরোগবিমর্দনম্ ॥ ৪
বলাশৃতকষায়ে তু তৈলস্যার্দ্ধাঢ়কং পচেৎ। কল্কৈর্মধুক-মঞ্জিষ্ঠা-চন্দনোৎপল-পদ্মকৈঃ ॥ ৫

স্নেহপ্রদান বিহিত ; কিন্তু অতিস্থূল, রুক্ষ, দুর্বল ও মূর্চ্ছিত ব্যক্তিকে কখনও স্নেহপ্রদান করিবে না । ৩১-৩৪

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে যোগসারাদিকথন নামক সপ্তসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭৭ ।

অষ্টসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়

ধন্বন্তরি বলিলেন,—সুশ্রুত ! অনন্তর রোগনাশক ঘৃততৈলাদি বলিতেছি । শঙ্খপুষ্পী, বচ, সোমলতা, ব্রাহ্মী, সৌবর্চ্চল, হরীতকী, গুড়ূচী, বাসক, সোমরাজী, এই সমস্ত-দ্রব্য প্রত্যেক দুই তোলা পরিমাণে লইয়া একপ্রস্থ (৪ সের) ঘৃত পাক করিবে । পাককালে কণ্টকারীর রস চারিসের এবং দুগ্ধ চারি সের দিবে । ইহার নাম ব্রাহ্মীঘৃত ; এই ঘৃত সেবন করিলে স্মৃতি ও মেধা বৃদ্ধি পায় । ত্রিফলা, চিতা, বেড়েলা, নিসিন্দা, নিম, বাসক, পুনর্নবা, গুড়ূচী, বৃহতী ও শতমূলী, এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত ঘৃতপাক করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বরোগ নাশ পায় । ১-৪

বেড়েলার কাথ শত সের ও তৈল ষোল সের একত্র করিবে । পাককালে যষ্টিমধু,

সূক্ষ্মৈলা-পিপ্পলী-কুষ্ঠ-ত্বগেলাগুরু-কেশরৈঃ ।
শতাহ্বাজীবনীয়ৈশ্চ ক্ষীরাঢ়কসমান্বিতম্ ॥ ৬

এবং মৃদগ্নিনা পক্বং স্থাপয়েদ্রজতে শুভে । সর্ব্ববাতবিকারাংস্তু সর্ব্বধাতুগতানপি ।
তৈলমেতৎ প্রশমযেদ্বলাসং রাজবল্লভম্ ॥ ৭

শতাবরীরসপ্রস্থং ক্ষীরপ্রস্থং তথৈব চ । শতপুষ্পা দেবদারু মাংসী শৈলেয়কং বলা ॥ ৮
চন্দনং তগরং কুষ্ঠং জ্যোতিষ্মতী মনঃশিলা ।
এতৈঃ কর্ষসমৈঃ কল্কৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥ ৯

কুব্জ-বামন-পঙ্গূনাং বধির-খঞ্জ-কুষ্ঠিনাম্ । বায়ুনা ভগ্নগাত্রাণাং যে চ সীদন্তি মৈথুনে ॥ ১০
জরাজর্জ্জরগাত্রাণামাধ্মানমুখশোষিণাম্ ।
গৃধ্রস্যশ্মাদি যে রোগাঃ শিরাস্নায়ুগতাশ্চ যে ॥ ১১

সর্ব্বাংস্তান্ নাশয়ত্যাশু তৈলং রোগকুলান্তকম্ । নারায়ণমিদং তৈলং বিষ্ণুনোক্তং রুজার্দ্দনম্ ।
পৃথক্ তৈলং ঘৃতং কুর্য্যাৎ সমস্তৈরৌষধৈঃ পৃথক্ ॥ ১২
শতাবর্য্যা গুড়ূচ্যা বা চিত্রকৈর্ব্যোষনিম্বকৈঃ ।
নির্গুণ্ড্যা বা প্রসারণ্যা কণ্টকার্য্যা রসাদিভিঃ ॥ ১৩

বর্ষাভ্বা বাপি বাসকেন ফলত্রিকৈঃ । ব্রাহ্মীকৈরণ্ডকেনাপি তুরগান্ধেন যষ্টিনা ॥ ১৪
মুষল্যা দশমূলেন খদিরেণ বটাদিভিঃ । বটিকা মোদকো বাপি চূর্ণং স্যাৎ সর্ব্বরোগনুৎ ॥ ১৫

মঞ্জিষ্ঠা, চন্দন, উৎপল, পদ্ম, ছোট এলাচ, পিপ্পলী, কুড়, দারুচিনি, এলাচ, অগুরু, নাগকেশর, শুলফা, জীবনীয়গণ, এই সমস্ত কল্কদ্রব্য এবং দুগ্ধ বত্রিশ সের দিবে। মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া রৌপ্যময় পাত্রে রাখিবে। এই তৈল সর্ব্ববিধ বাত রোগ এবং সর্ব্বপ্রকার ধাতুরোগ নাশ করিয়া থাকে। ইহার নাম রাজবল্লভতৈল; এই তৈলসেবনে বলাসরোগের শান্তি হয়। ঘৃত চারি সের; শতমূলীর রস চারি সের, দুগ্ধ চারি সের, শুল্‌ফা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলেয়ক, বেড়েলা, চন্দন, তগর, কুড়, মনঃশিলা, জ্যোতিষ্মতীলতা এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেক দুইতোলা পরিমাণে লইয়া তৈল ষোল সের পাক করিবে। ৮-৯

এই তৈল সেবনে কুব্জ, বামন, পঙ্গু, বধির, খঞ্জ ও কুষ্ঠরোগ বিদূরিত হয়। বায়ুকর্ত্তৃক যাহাদিগের গাত্র ভগ্ন হইয়াছে, যাহারা মৈথুনে অশক্ত, যাহাদিগের গাত্র জরাদ্বারা জর্জ্জরিত, তাহাদিগের পক্ষে এই তৈল সবিশেষ উপকারী। এই তৈল আধ্মান, মুখশোষ, অশ্মরী, শিরাগত ও স্নায়ুগতরোগ সকল বিনাশ করে। এই তৈল রোগসমূহের যমস্বরূপ। ইহার নাম নারায়ণতৈল। এই তৈল বিষ্ণু স্বয়ং বলিয়াছেন। উক্ত ঔষধ ঘৃত ও তৈল পৃথক্ পৃথক্ পাক করিয়া পরে মিলিত করিয়া পুনঃ পাকান্তে সেবন করিতে হয়। শতমূলী, গুলঞ্চ, চিতা, ত্রিকটু, নিম্ব, নিসিন্দা, গন্ধভাদাল ও কণ্টকারী ইহাদিগের রসে পুনর্নবা, বালা, বাসক, ত্রিফলা, ব্রাহ্মী, এরণ্ড, অশ্বগন্ধা, যষ্টিমধু, তালমূলী, দশমূল, খদির ও বটাঙ্কুর এই

একোনাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

এবং ধন্বন্তরির্বিষ্ণুঃ সুশ্রুতাদীনুবাচ হ । হরিঃ পুনর্হরায়াহ নানাযোগান্ জনার্দনঃ ॥ ১

হরিরুবাচ

সর্বজ্বরেষু প্রথমং কার্য্যং শঙ্কর লঙ্ঘনম্ । কথিতোদকপানঞ্চ তথা নির্বাতসেবনম্ ॥ ২
জ্বরিণো দদ্যাদভ্যঙ্গং নাশমায়াতি ঈশ্বর । বাতজ্বরহরঃ ক্বাথো গুড়ূচ্যা মুস্তকস্য চ ॥ ৩
দুরালভৈঃ কৃতঃ ক্বাথঃ পিত্তজ্বরহরঃ শুভঃ । শুণ্ঠী-পর্পট-মুস্তৈশ্চ বালকোশীর-চন্দনৈঃ ॥ ৪

সাজ্যঃ ক্বাথঃ শ্লেষ্মজ্বরং সশুণ্ঠিঃ সহপর্পটঃ মুস্তকালভঃ ।
সবালকঃ সর্বজ্বরং সশুণ্ঠিঃ সহপর্পটঃ ॥ ৫
ক্বাথশ্চ ত্রিফলৈরণ্ড-গুড়ূচী-শুণ্ঠি-মুস্তকৈঃ ।
পিত্তজ্বরহরঃ ক্বাথঃ শৃণু যোগমুত্তমম্ ॥ ৬
বালকোশীরপাঠাভিঃ কণ্টকারিকমুস্তকৈঃ ।
জ্বরঘ্নঃ কৃতঃ ক্বাথস্তথা বৈ সুরদারুণা ॥ ৭

ধন্যাক-নিম্ব-মুস্তানাং সমধুঃ স তু শঙ্কর । পটোলপত্রযুক্তস্তু গুড়ূচী-ত্রিফলাযুতঃ ।
পীতোঽখিলজ্বরহরঃ ক্ষুধাকৃদ্বাতনুদ্ বরম্ ॥ ৮

সূত বলিলেন,—হে শৌনক ! ধন্বন্তরিরূপধারী হরি সুশ্রুতাদির নিকট এই প্রকার রোগ ও ঔষধাদির কথা বলিয়াছিলেন । হরি আবার তাহা হরকে বলেন । হরি হরকে পুনরায় রোগনাশক বিবিধ যোগ বলিয়াছিলেন । হরি কহিলেন,—হে শঙ্কর ! সর্ব্বপ্রকার জ্বরের প্রথমাবস্থায় লঙ্ঘন দিবে ; পরে ক্বাথবারিপান করিয়া নির্ব্বাত স্থানে অবস্থান করিবে । পূর্ব্বোক্ত লঙ্ঘন ও ক্বাথপান করিয়া জ্বররোগী নিজ শরীরে অভিষেক দিবে, তাহা হইলে সর্ব্ববিধ জ্বর বিনাশ পায় । গুড়ূচী ও মুথার ক্বাথ বাতিকজ্বর সংহার করে । দুরালভার ক্বাথ পান করিলে পিত্তজ্বর নাশ পায় । শুণ্ঠি, ক্ষেতপাপড়া, মুথা, বালা, বেণার মূল ও চন্দন এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ করিয়া ঘৃতসহযোগে শুণ্ঠিচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শ্লেষ্মজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে । বালা, শুণ্ঠি ও ক্ষেতপাপড়া ইহাদিগের ক্বাথ সর্ব্ববিধ জ্বর হরণ করে । ত্রিফলা, এরণ্ড, গুড়ূচী, শুণ্ঠি ও মুথা ইহাদিগের ক্বাথ করিয়া পান করিলে পিত্তজ্বর নাশ পায় । ১-৬

অতঃপর অন্যান্য অত্যুত্তম যোগ শ্রবণ কর । বালা, বেণার মূল, আকনাদি, কণ্টকারী, মুথা এই সকলের ক্বাথ পান করিলে সর্ব্ববিধ জ্বর নাশ পাইয়া থাকে । ধনিয়া, নিম্ব, মুথা, পটোলপত্র ; গুড়ূচী ও ত্রিফলা এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ করিয়া মধুসহযোগে পান করিলে সর্ব্ববিধ জ্বর বিনাশ হয়, ক্ষুধাবৃদ্ধি হয় ; বাতরোগ বিনষ্ট হয় । ধনিয়া, বেণার মূল ও

আম্রাস্থিমজ্জামলকলেপাৎ কেশা ভবন্তি বৈ।
ঘনমূলা ঘনা দীর্ঘাঃ স্নিগ্ধাঃ স্যুর্নৈকশতশ্চ ॥ ৫

বিল্বশণ্ডপাষাণ-সাধিতং তৈলমুত্তমম্। স চতুর্গুণগোমূত্রং মনঃশিলয়েন বা।
শিরোঽভ্যঙ্গাচ্ছিরোরোগ-যূকালিখ্যাং ক্ষয়ং নয়েৎ ॥ ৬
মধ্বক্তং শঙ্খচূর্ণং মৃতসীসকলেপিতম্। কচাঃ স্নিগ্ধা মহাকৃষ্ণা ভবন্তি বৃষভধ্বজ ॥ ৭
ভৃঙ্গরাজং লোহচূর্ণং ত্রিফলা বীজপূরকম্। নীলী চ করবীরঞ্চ গুড়ঞ্চৈতৈঃ সমৈঃ শৃতম্।
পলিতানীহ কৃষ্ণানি কুর্যাল্লেপান্মহৌষধম্ ॥ ৮

আম্রাস্থিমজ্জা ত্রিফলা নীলী চ ভৃঙ্গরাজকম্।
লৌহং পঙ্কলোহচূর্ণং কাঞ্জিকং কৃষ্ণকেশকৃৎ ॥ ৯

চক্রমর্দকবীজানি কুষ্ঠমেরণ্ডমূলকম্। সাম্লকাঞ্জিকং পিষ্ট্বা লেপান্মস্তকরোগনুৎ ॥ ১০
সৈন্ধবঞ্চ বচা হিঙ্গু কুষ্ঠং নাগেশ্বরং তথা। শতপুষ্পা দেবদারু এভিস্তৈলঞ্চ সাধিতম্ ॥ ১১
গোপুরীষরসেনৈব চতুর্ভাগেন সংযুতম্। তৎকর্ণপূরণাত্তীব্রকর্ণশূলং ক্ষয়ং নয়েৎ ॥ ১২

মেষমূত্রসৈন্ধবাভ্যাং কর্ণয়োর্ভরণাচ্ছিব।
কর্ণয়োঃ পূতিনাশঃ স্যাৎ ক্রিমিস্রাবাদিকস্য চ ॥ ১৩

মালতীপুষ্পদলয়োঃ রসেন ভরণাত্তথা। গোমূত্রেণৈব পূরণে পূযস্রাবো বিনশ্যতি ॥ ১৪

আমের আঁটির মজ্জা ও আমলকী দ্বারা মস্তকে প্রলেপ দিলে কেশ উৎপন্ন হয়। সেই সমস্ত কেশ দীর্ঘ, ঘন, দৃঢ়মূল এবং স্নিগ্ধ হইয়া থাকে। বিল্ব শণ্ডপাষাণ ইহাদিগের সহিত তৈল পাক করিবে। পাককালে তৈলের চতুর্গুণ গোমূত্র ও মনঃশিলা দিতে হইবে। এই তৈল মস্তকে মর্দন করিলে মস্তকস্থ যূকা লিখ্যাদি বিনাশ পাইয়া থাকে। মদ্য শঙ্খচূর্ণ ও সীস মর্দন করিয়া মস্তকে লেপ দিলে কেশসকল স্নিগ্ধ ও মহাকৃষ্ণবর্ণ হয়। ভৃঙ্গরাজ, লৌহচূর্ণ, ত্রিফলা, লেবু, নীল, করবী ও গুড় এই সমস্ত একত্র পাক করিবে। এই মহৌষধ লেপন করিলে কেশের শুক্লতানাশ পায়, কেশসকল উজ্জ্বল ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। ৫-৮

আমের আঁটির মজ্জা, ত্রিফলা, নীল, ভৃঙ্গরাজ, লৌহচূর্ণ ও কাঁজি এই সমস্ত দ্রব্য কেশের কৃষ্ণতাসাধক। চাকুন্দাবীজ, কুড়, এরণ্ডমূল, এই সমস্ত দ্রব্য অম্লাক্ত কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া মস্তকে লেপন করিলে সর্ব্ববিধ শিরোরোগ নাশ পায়। সৈন্ধব, বচ, হিঙ্গ, কুড়, নাগকেশর, শতমূলী, দেবদারু, এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত তৈলপাক করিবে। পাককালে তৈলের চতুর্গুণ গোময়ের রস দিবে। এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে প্রবল কর্ণশূল বিনাশ পাইয়া থাকে। মেষের মূত্র ও সৈন্ধব একত্র করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণের ক্রিমি ও পূযস্রাবাদি নাশ পায়। ৯-১৩

মালতীপুষ্পের পত্ররস গোমূত্রের সহিত কর্ণে পূরণ করিলে পূযস্রাবাদি কর্ণরোগ বিনষ্ট হয়। মালতীকুসুম ও মালতী পত্রের রস কর্ণে পূরণ করিলেও ঐরূপ ফল হইয়া

কুষ্ঠমাষমরীচানি তগরং মধু পিপ্পলী। অপামার্গোঽশ্বগন্ধা চ বৃহতী শ্বেতসর্ষপাঃ ॥ ১৫
যবাস্তিলাঃ সৈন্ধবঞ্চৈতেষামুদ্বর্তনং শুভম্। লিঙ্গবাহুস্তনানাং কর্ণয়োর্বৃদ্ধিকৃদ্ভবেৎ ॥ ১৬
কটুতৈলং ভল্লাতকং বৃহতীফলদাড়িমম্। বল্কলৈঃ সাধিতং লিপ্তং লিঙ্গং তেন বিবর্দ্ধতে ॥ ১৭

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নানারোগকথনং
নামাশীত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮০ ॥

একাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ

শোভাঞ্জনদলরসং মধুযুক্তং হি চক্ষুষোঃ। ভরণাদ্রোগহরণং ভবেন্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ১
অশীতিস্তিলপুষ্পাণি জাত্যাশ্চ কুসুমানি চ। উষণনিম্বামলশুণ্ঠীপিপ্পলীতণ্ডুলীয়কম্ ॥ ২
ছায়াশুষ্কাং বর্তীং কুর্য্যাৎ পিষ্ট্বা তণ্ডুলবারিণা। মধুনা সহ সা চাক্ষ্ণো রঞ্জনাত্তিমিরাদিনুৎ ॥ ৩
বিভীতকাস্থিমজ্জশ্চ[১] শঙ্খনাভির্মনঃশিলা। নিম্বপত্রমরীচানি অজামূত্রেণ পেষয়েৎ।
পুষ্পং চাত্যঞ্জনাৎ হন্তি তিমিরং পটলন্তথা ॥ ৪

অনুবাদ। কুষ্ঠ, মাষ, মরীচ, তগর, মধু, পিপ্পলী, অপামার্গ, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, শ্বেতসর্ষপ, যব, তিল, সৈন্ধব এই সমস্ত দ্রব্যের উদ্বর্তন করিলে লিঙ্গবর্দ্ধন ও বাহুবর্দ্ধন লাভ পায়, কর্ণেন্দ্রিয়ের শক্তিবৃদ্ধি হয়। কটুতৈল, ভেলা, বৃহতীফল ও দাড়িম্ব এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া লেপন করিলে লিঙ্গবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১৫-১৭

গরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নানা রোগকথন নামক অশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮০।

একাশীত্যধিক শততম অধ্যায়

হরি বলিলেন,—সজিনাপাতার রস মধুর সহিত চক্ষুতে দিলে চক্ষুরোগ নিশ্চয় বিনষ্ট হয়। আশীটি তিলপুষ্প এবং আশীটি জাতীপুষ্প, গুগ্গুলু, নিম্ব, আমলকী, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, তণ্ডুলীয়, এই সমস্ত দ্রব্য তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া বটিকা করিবে। এই বটিকা ছায়াতে শুষ্ক করিয়া মধুর সহিত চক্ষুতে অঞ্জন করিলে তিমিরাদিরোগ নাশ পায়। ভেলার বীচির শাঁস, নাভিশঙ্খ, মনঃশিলা নিম্বপত্র ও মরিচ এই সমস্ত দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া

১। পুষ্পং পু।

চতুর্ভাগানি শঙ্খস্য তদর্দ্ধেন মনঃশিলা। সৈন্ধবস্য তদর্দ্ধেন এতৎ পিষ্টং জলেন তু ॥ ৫
ছায়াশুষ্কাং বর্ত্তিকাং কৃত্বা নয়নমঞ্জয়েৎ। তিমিরং পটলং হন্তি পিচ্চটঞ্চ মহৌষধম্ ॥ ৬
ত্রিকটু ত্রিফলা চৈব করঞ্জস্য ফলানি চ। সৈন্ধবং রজনী দ্বে চ ভৃঙ্গরাজরসেন হি।
পিষ্টা তদঞ্জনাদেব তিমিরাদিবিনাশনম্ ॥ ৭
অটরূষকমূলন্তু কাঞ্জিকাপিষ্টমেব তু। তেনাক্ষ্ণোর্বিলেপাচ্চ চক্ষুঃশূলং বিনশ্যতি ॥ ৮
শতক্রবদরীমূলং পীতমক্ষিরুজাং হরেৎ। সৈন্ধবং কটুতৈলঞ্চ অপামার্গস্য মূলকম্ ॥ ৯
ক্ষীরকাঞ্জিকসংঘৃষ্টং তাম্রপাত্রে তু তেন চ। অঞ্জনাৎ পিচ্চটৈস্তত্র নাশো ভবতি সত্বর ॥ ১০
ওঁ নমঃ সর ক্রোঁ[1] হ্রীঁ ঠঃ ঠঃ নমঃ সর হ্রীং হ্রীং ওঁ উং উং সর ক্রীং ক্রীং ঠঃ ঠঃ অক্ষি
বাধাবাধি মন্ত্রেণানেন চাঞ্জনাৎ ॥ ১১
বিল্বনীলিকামূলং পিষ্টমত্যঞ্জনেন চ। অনেনাক্ষিতমাত্রেণ নশ্যন্তি তিমিরাণি হি ॥ ১২
পিপ্পলীতগরঞ্চৈব হরিদ্রামলকং বচা। খদিরপিষ্টবর্ত্তিশ্চ অঞ্জনান্নেত্ররোগনুৎ ॥ ১৩

নীরপূর্ণমুখো ধৌতি ক্ষিপ্তজলেন যোঽক্ষিণী।
প্রাতস্তে নেত্ররোগৈশ্চ নিত্যং সর্ব্বৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৪

শ্বেতৈরণ্ডস্য মূলেন পত্রেণাপি প্রসাধিতম্। ছাগদুগ্ধেনৈকমুক্তাক্ষ্ণোর্বাতাক্ষিরোগনুৎ ॥ ১৫

চক্ষুতে অঞ্জন দিলে শূল, রাতকানা, পটল ও তিমির এই সকল রোগ নষ্ট হয়। শঙ্খচূর্ণ চারিভাগ, মনঃশিলা দুইভাগ এবং সৈন্ধব একভাগ এই সমস্ত দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া বর্ত্তিকা করিবে। এই বর্ত্তিকা ছায়াতে শুষ্ক করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিলে চক্ষুরোগ নাশ পায়। এই বর্ত্তিকা তিমির, পটল ও পিচুটির মহৌষধ। ১-৬

ত্রিকটু, ত্রিফলা, করঞ্জ, সৈন্ধব, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা এই সমস্ত দ্রব্য ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে তিমিরাদি চক্ষুরোগ নাশ পাইয়া থাকে। বাসকের মূল কাঁজিতে পেষণ করিয়া চক্ষুতে প্রলেপ দিলে চক্ষুঃশূল নষ্ট হয়। শতমূলী ও বদরীমূল পান করিলে চক্ষুঃশূল নাশ পায়। সৈন্ধব, কটুতৈল, অপামার্গের মূল, এই সমস্ত দ্রব্য তাম্রপাত্রে দুগ্ধ ও কাঁজির সহিত পেষণ করিবে। ইহাদ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন করিলে চক্ষুর পিচুটি নষ্ট হয়। ৭-১০

“ওঁ নমঃ সর” ইত্যাদি মন্ত্রে চক্ষুতে অঞ্জনাদি করিতে হয়। বিল্ব ও নীলবৃক্ষের মূল পেষণ করিয়া অঞ্জন করিলে চক্ষুর তিমিরাদিরোগ নাশ পায়। পিপ্পলী, তগর, হরিদ্রা, আমলকী, বচ ও খদির এই সমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া বর্ত্তি করিবে। এই বর্ত্তিদ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন করিলে নেত্ররোগ নষ্ট হয়। প্রাতঃকালে জলদ্বারা মুখ পূর্ণ করিয়া যে ব্যক্তি জলের ঝাপটায় চক্ষু ধৌত করে, সে সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ হইতে মুক্ত হয়। শ্বেত এরণ্ডের মূল ও পত্রের সহিত ছাগদুগ্ধ পাক করিয়া চক্ষুতে দিলে বাতজ চক্ষুরোগ নাশ পায়। ১১-১৫

১। ক্রৌঁ।

জাতীপত্রমথৈবাস্য চূর্ণং পীতং তথা কৃতম্ ।
শেফালিকাজটায়াশ্চ চর্বণং গলগণ্ডনুৎ ॥ ২৭

নাসাশিরারক্তকর্ষান্মুচ্যেত জিহ্বিকা । রসঃ শিরীষবীজানাং হরিদ্রায়াশ্চতুর্গুণঃ ।
তেন পক্বেন তৈলেন নস্যং মস্তকরোগনুৎ ॥ ২৮
গলরোগা বিনশ্যন্তি নস্যমাত্রেণ তৎক্ষণাৎ । দন্তকীটবিনাশঃ স্যাদ্ গুঞ্জামূলস্য চর্বণাৎ ॥ ২৯

কাকজঙ্ঘাস্নুহীনীলীকষায়ো মধুযোজিতঃ ।
দন্তাক্রান্তান্ দন্তজাংশ্চ ক্রিমীন্নাশয়তে শিব ॥ ৩০

ঘৃতং কর্কটপাদেন দুগ্ধমিশ্রেণ সাধিতম্ । তেন চাভ্যঞ্জিতা দন্তাঃ স্ফুর্যুঃ কটকটা ন হি ॥ ৩১
পিষ্ট্বা কর্কটপাদেন কেবলেনাথবা শিব । ত্রিসপ্তাহং বারি পিষ্ট্বা জ্যোতিষ্মত্যাঃ ফলানি হি ।
শুক্লাভয়ামজ্জলেপাদ্দন্তাঙ্ককলঙ্কনুৎ ॥ ৩২
লোধ্রকুঙ্কুমমঞ্জিষ্ঠালোহকালেয়কানি চ । যবতণ্ডুলমেতৈশ্চ যষ্টীমধুসমন্বিতৈঃ ।
বারিপিষ্টৈর্মুখালেপঃ স্ত্রীণাং শোভমুখকৃৎ ॥ ৩৩
হিতালং নাগপত্রেণ তৈলপ্রস্থং সাধিতম্ । রক্তচন্দনমঞ্জিষ্ঠালাক্ষাণাং কর্ষকেণ বা ।
যষ্টিমধুকুঙ্কুমাভ্যাং সপ্তাহান্মুখকান্তিকৃৎ ॥ ৩৪
শুণ্ঠীপিপ্পলীচূর্ণঞ্চ গুড়ূচী কণ্টকারিকা । এভিশ্চ ক্বথিতং বারি পীতং চাগ্নিং করোতি বৈ ॥ ৩৫

জাতীপত্র ইহাদের চূর্ণ সেবন করিলেও সেইরূপ মেধা নির্গত হইয়া থাকে । শেফালিকার মূল চর্বণ করিলে গলগণ্ডরোগ নাশ পায় । হে শঙ্কর ! নাসা ও শিরা হইতে রক্তকর্ষণ করিলে জিহ্বিকারোগ নাশ পায় । শিরীষবীজের রস একভাগ, হরিদ্রার রস চারিভাগ একত্র করিয়া পাক করিবে । ইহাদ্বারা নস্যগ্রহণ করিলে শিরোরোগ নাশ পায় । ঐ নস্যগ্রহণে তৎক্ষণাৎ গলরোগ বিনষ্ট হয় । গুঞ্জামূল চর্বণ করিলে দন্তকীট নাশ পায় । কাকজঙ্ঘা, সিজ ও নীল ইহাদের কষায় মধুসহযোগে পান করিলে দন্তাক্রান্ত ও দন্তজাত ক্রিমি নাশ পায় । ২৬–৩০

ঘৃতের চতুর্থাংশে কর্কটপাদ ও দুগ্ধ একত্র পাক করিয়া দন্তে মর্দন করিলে দন্তকট্‌কটী নাশ পায় । জ্যোতিষ্মতীফল ও কর্কটপাদ একত্র জলে পেষণ করিয়া দন্তে লেপন করিলে সপ্তাহ-মধ্যে দন্তরোগ নাশ পাইয়া থাকে । শুক্লহরীতকীর মজ্জা লেপন করিলে দন্তের অঙ্ক ও কলঙ্ক নষ্ট হয় । লোধ, কুঙ্কুম, মঞ্জিষ্ঠা, কৃষ্ণচন্দন, লোহ, যব, তণ্ডুল, যষ্টিমধু, এই সমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া মুখে লেপন করিলে স্ত্রীলোকের মুখশোভা বৃদ্ধি পায় । নাগপত্র হরিতাল, তৈল একপ্রস্থ এবং রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, লাক্ষা ইহাদের প্রত্যেকে এককর্ষ (দুই তোলা) এবং যষ্টিমধু ও কুঙ্কুম এই সমস্ত একত্র পাক করিয়া মুখে লেপন করিলে সপ্তাহ মধ্যে মুখকান্তি বৃদ্ধি পায় । শুণ্ঠী, পিপ্পলীচূর্ণ, গুড়ূচী ও কণ্টকারী এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ পান করিলে জঠরাগ্নির বৃদ্ধি হয় । ৩১–৩৫

বাতশূলকষায়োঽয়ং করোতি প্রশমেশ্বর । কচ্ছুরকর্কটোশীরং বৃহতী কটুরোহিণী ॥ ৩৬
গোক্ষুরং কথিতং শ্বেতি কাথিপীতং শ্রমাপহম্ ।
দাহং পিত্তজ্বরং শোষং মূর্চ্ছাদ্যৈশ্চ জয়ত্যয়ং ॥ ৩৭
মধ্বাজ্যপিপ্পলীচূর্ণং কথিতং ক্ষীরসংযুতম্ । পীতং হৃদ্রোগকাসঘ্নং বিষমজ্বরমুত্তমং ॥ ৩৮
কাথৌষধীনাং সর্ব্বাসাং কর্ষার্দ্ধং প্রাশয়েত্ব চ ।
বয়োঽনুরূপতো জ্ঞেয়ো বিশেষো বুধসত্তম ॥ ৩৯
দুগ্ধং পীতন্তু সংযুক্তং গোময়ীরসেন চ । বিষমজ্বরনুৎ স্যাচ্চ কাকজঙ্ঘারসস্তথা ॥ ৪০
মণ্ডূকীকথিতং ক্ষীরং বিষমজ্বরসূদনং । যষ্টীমধুকচূর্ণঞ্চ সৈন্ধবং বৃহতীফলম্ ॥ ৪১
এতৈর্নস্যপ্রদানাচ্চ নিদ্রা স্যাৎ পুরুষস্য চ । মরীচমধুযুক্তানাং নস্যান্নিদ্রা ভবেদ্ধ্রুবং ॥ ৪২
মূলন্তু কাকজঙ্ঘায়া নিদ্রাকৃৎ স্যাচ্ছিরে স্থিতম্[১] ।
সিদ্ধং তৈলং কাঞ্জিকেন তথা সর্জ্জরসেন চ ॥ ৪৩
শীতোদকসমাযুক্তং লেপাৎ সন্তাপনাশনম্ । শোণিতজ্বরদাহেভ্যো জাতসন্তাপনুত্তথা ॥ ৪৪
শিলাশৈবালমঞ্জিষ্ঠাঃ শুণ্ঠীপাষাণভেদকম্ । শোভাঞ্জনং গোক্ষুরং বা বরুণত্বচমেব চ ॥ ৪৫
শোভাঞ্জনস্য মূলঞ্চ এতৈঃ কথিতকাথি চ । দত্ত্বা হিঙ্গুযবক্ষারং পিত্তবাতবিনাশনম্ ॥ ৪৬

উক্ত কাথ বাতশূল ক্ষয় করিয়া থাকে। কচ্ছুরা, কর্কট, বেণার মূল, বৃহতী, কটুকী, গোক্ষুর এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ পান করিলে পরিশ্রম নিমিত্ত ক্লেশের নিবারণ হয়। উক্ত কাথ দাহজ্বর, পিত্তজ্বর, শোষ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি ক্ষয় করিয়া থাকে। মধু, ঘৃত, পিপ্পলীচূর্ণ ও দুগ্ধ এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পাক করিয়া সেই কাথ পান করিলে হৃদ্রোগ, কাস ও বিষমজ্বর নাশ পায়। কাথ ও ঔষধের পরিমাণ অর্দ্ধকর্ষ (এক তোলা) জানিবে। রোগীর বয়স অনুমান করিয়া ঔষধের মাত্রা নির্ণয় করিতে হয়। দুগ্ধ কিম্বা কাকজঙ্ঘার রস গোময় রসের সহিত পান করিলে বিষমজ্বর পলায়ন করে। ৩৬-৪০

মণ্ডূকী ও দুগ্ধ একত্র পাক করিয়া সেই কাথ পান করিলে বিষমজ্বর নাশ পায়। যষ্টি-মধু, চূর্ণ, সৈন্ধব, বৃহতীফল, এই সমস্ত দ্রব্যের নস্যগ্রহণ করিলে পুরুষের নিদ্রা হইয়া থাকে। মরীচ ও মধু একত্র করিয়া নস্যগ্রহণ করিলেও অধিক নিদ্রা হয়। কাকজঙ্ঘার মূল মস্তকে ধারণ করিলে অধিক নিদ্রাকর্ষণ হয়। কাঁজি ও ধূপের সহিত তৈল পাক করত শীতল জল মিশ্রিত করিয়া অঙ্গে লেপ দিলে শারীরিক সন্তাপ নাশ পায়। রক্ত-দোষ, জ্বর ও দাহরোগাদি জনিত সন্তাপ এই ঔষধ সেবনে নিবারিত হইয়া থাকে। শিলাজতু, শৈবাল, মঞ্জিষ্ঠা, শুণ্ঠী, পাষাণভেদী, সজিনা, গোক্ষুর, বরুণছাল, সজিনামূল এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ করিয়া তাহাতে হিঙ্গু ও যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাত-পিত্ত-রোগ নাশ পায়। ৪১-৪৬

১। শিরঃস্থিতম্ ।

পিপ্পলীলোহচূর্ণঞ্চ শুণ্ঠ্যামলকানি চ। সমানি কৃত্বা কার্ষার্ধং সৈন্ধবং মধুশর্করা। ৬৮
উড়ুম্বরপ্রমাণেন সপ্তাহভক্ষণাৎ সমম্। পুমাংশ্চ বলবান্ স স্যাৎ জীবেদ্বর্ষশতদ্বয়ম্।
ওঁ ঠঃ ঠঃ ঠঃ ইতি। সর্ববশ্যপ্রয়োগেষু প্রযুক্তঃ সর্বকামকৃৎ। ৬৯
সংগৃহ্য বৃক্ষাৎ কাকস্য নিলয়ং প্রদহেচ্চ তৎ। চিতাগ্নৌ ভস্ম তচ্ছত্রোর্নিক্ষিপ্তং শিরসি শঙ্কর। ৭০
শত্রুচ্চাটয়তে রুদ্র শৃণু তদ্ যোগমুত্তমম্। নিক্ষিপ্তঞ্চ পুরীষং বৈ বনমূষিকচর্মণি।
কটিস্তম্ভনিবদ্ধৈস্তু কুর্য্যান্মলনিরোধনম্। ৭১
কৃষ্ণকাকস্য রক্তেন যস্য নাম প্রলিখ্যতে। চতুষ্পদেঽথবামধ্যে তস্য নিক্ষিপ্যতে হর।
স খাদ্যতে কাকবৃন্দৈর্নারী পুরুষ এব চ। ৭২
শর্করামধুলাঙ্গলীয়ং তিলগোক্ষুরকং সমম্। খণ্ডশং[1] নাশয়েচ্ছত্রুমাত্মাদিতমিদং[2] হর। ৭৩
উলূক-কৃষ্ণকাকস্য বিল্বস্থাথ সমিদ্ধতম্। রুধিরেণ সমাযুক্তং যয়োর্নাম্না তু হূয়তে।
তয়োর্বিধো মহাবৈরং ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ। ৭৪
ভাবিতং দুগ্ধে ঋক্ষস্য রোহিতস্য মৎস্য চ। মাংসং সংসাধিতং তৈলং তদভ্যঙ্গাচ্চ রোগমুৎ। ৭৫
চন্দনেষিকনস্যাত্তু রোমোত্থানং ভবেৎ পুনঃ। ৭৬

অপরাজিতা, আকন্দ এবং চিতা পুষ্যানক্ষত্রে ইহাদিগের মূল উত্তোলন করিবে। উহা একত্র পেষণ করিয়া বটিকা করিবে। এই বটিকা ঘর্ষণ করিয়া তিলক করিলে নারীকে বশীভূত করিতে পারে। পিপ্পলী, লৌহচূর্ণ, শুণ্ঠী, আমলকী, সৈন্ধব ও মধু এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া উড়ুম্বর-প্রমাণ বটিকা নির্মাণ করিবে। এই বটিকা ভক্ষণ করিলে সমধিক বলশালী হইয়া দ্বিশতবর্ষ জীবিত থাকে। 'ওঁ ঠঃ ঠঃ' ইত্যাদি মন্ত্র সর্ববিধ বশীকরণকার্যে প্রয়োগ করিবে, ইহাদ্বারা সর্বকামনা সিদ্ধ হয়। ৬২-৬৯

বৃক্ষ হইতে কাকের বাসা আনিয়া তাহা চিতাগ্নিতে দগ্ধ করিবে, সেই ভস্ম শত্রুর মস্তকে নিক্ষেপ করিলে শত্রুর উচ্চাটন হইয়া থাকে। রুদ্র! অন্য যোগোত্তম শ্রবণ কর। শত্রুর বিষ্ঠা বনমূষিকের চর্মে নিক্ষেপ করত সূত্রদ্বারা বন্ধনপূর্বক কটিতে ধারণ করিলে সেই শত্রুর মলরোধ হয়। অপরপক্ষে কৃষ্ণকাকের রক্তদ্বারা নারী কিংবা পুরুষের নাম লিখিয়া অপবিত্র স্থানে নিক্ষেপ করিলে তাহাকে কাকগণ ভক্ষণ করিয়া থাকে। শর্করা, মধু, লাঙ্গলক, তিল ও গোক্ষুর এই সমস্ত সমপরিমাণে লইয়া প্রয়োগ করিলে শত্রুগণ উচ্চাটিত হইয়া নাশ পায়। একশত বিল্বসমিধ্ কৃষ্ণকাকের রক্তমিশ্রিত করিয়া হোম করিবে। যাহার নাম উদ্দেশে আহুতি দেওয়া যায়, সেই দুই ব্যক্তির মধ্যে মহাবিদ্বেষ জন্মে। রোহিত মৎস্যের মাংস ভল্লুকের দুগ্ধে ভাবনা দিয়া তৎসহ তৈলপাক করিবে। এই তৈল অঙ্গে মর্দন করিলে সর্বরোগ নাশ পায়। ৭০-৭৫

কোন স্থানের রোম পতিত হইলে চন্দনাদ্যের নস্যগ্রহণ করিবে। ইহাতে পতিতরোম

১। স শত্রুং। ২। উচ্চাটিতমিদং।

পিপ্পলীলোহচূর্ণঞ্চ শুণ্ঠ্যামলকানি চ। সমানি কৃত্বা ভানীয়াৎ সৈন্ধবং মধুশর্করা ॥ ৬৮
উডুম্বরপ্রমাণেন মন্ত্রাহতক্ষণাৎ সমম্। পুমাংশ্চ বলবান্ স স্যাৎ জীবেদ্বর্ষশতত্রয়ম্ ।
ওঁ ঠঁ ঠঁ ঠঁ ইতি। সর্ব্ববশ্যপ্রয়োগেষু প্রযুক্তঃ সর্ব্বকামদঃ ॥ ৬৯
সংগৃহ্য বৃক্ষাৎ কাকস্য নিলয়ং প্রদহেচ্চ তৎ। চিতাগ্নৌ ভস্ম তচ্ছত্রোর্নিক্ষিপ্তং শিরসি শত্রব ॥ ৭০
অমুচ্চাটয়তে রুদ্র শৃণু তদ্ যোগমুত্তমম্। নিক্ষিপেচ্চ পুরীষং বৈ বনমূষিকচর্ম্মণি ।
কটিস্থনিবদ্ধৈশ্চ কুর্য্যান্মলনিরোধনম্ ॥ ৭১
কৃষ্ণকাকস্য রক্তেন যস্য নাম প্রলিখ্যতে। চতুষ্পথেঽথবামেধ্যে স্থলে নিক্ষিপ্যতে হর ।
স খাদ্যতে কাকবৃন্দৈর্নারী পুরুষ এব চ ॥ ৭২
শর্করামধুলাক্ষাভিঃ তিলগোক্ষুরকং সমম্। যস্তং[1] নাশয়েচ্ছত্রূন্ আত্মামিত্তবিশং[2] হর ॥ ৭৩
উলূক-কৃষ্ণকাকস্য বিষ্ঠাভিঃ সমিশ্রিতম্। রুধিরেণ সমাযুক্তং যয়োর্নাম্না তু হূয়তে ।
তয়োর্মিথো মহাবৈরং ভবেন্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৪
ভাবিতং তু ঋক্ষক্ষীরেণ রোহিতস্য বসেন চ। মাংসং তৎসাধিতং তৈলং অভ্যঙ্গাৎ সর্ব্বরোগনুৎ ॥ ৭৫
চন্দনোদকনস্যাত্তু রোমোত্থানং ভবেৎ পুনঃ ॥ ৭৬

অপরাজিতা, আকন্দ এবং চিতা পুষ্যানক্ষত্রে ইহাদিগের মূল উত্তোলন করিবে। উহা একত্র পেষণ করিয়া বটিকা করিবে। এই বটিকা ঘর্ষণ করিয়া তিলক করিলে নারীকে বশীভূত করিতে পারে। পিপ্পলী, লৌহচূর্ণ, শুঠী, আমলকী, সৈন্ধব ও মধু এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া উডুম্বর-প্রমাণ বটিকা নির্ম্মাণ করিবে। এই বটিকা ভক্ষণ করিলে সমধিক বলশালী হইয়া ত্রিশতবর্ষ জীবিত থাকে। 'ওঁ ঠঁ ঠঁ' ইত্যাদি মন্ত্র সর্ব্ববিধ বশীকরণকার্য্যে প্রয়োগ করিবে, ইহাদ্বারা সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়। ৬৮-৬৯

বৃক্ষ হইতে কাকের বাসা আনিয়া তাহা চিতাগ্নিতে দগ্ধ করিবে, সেই ভস্ম শত্রুর মস্তকে নিক্ষেপ করিলে শত্রুর উচ্চাটন হইয়া থাকে। রুদ্র! অন্য যোগোত্তম শ্রবণ কর। শত্রুর বিষ্ঠা বনমূষিকের চর্ম্মে নিক্ষেপ করত সূত্রদ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক কটিতে ধারণ করিলে সেই শত্রুর মলরোধ হয়। অনন্তর কৃষ্ণকাকের রক্তদ্বারা নারী কিংবা পুরুষের নাম লিখিয়া অপবিত্র স্থানে নিক্ষেপ করিলে তাহাকে কাকগণ ভক্ষণ করিয়া থাকে। শর্করা, মধু, লাক্ষা, তিল ও গোক্ষুর এই সমস্ত সমপরিমাণে লইয়া প্রয়োগ করিলে শত্রুগণ উচ্চাটিত হইয়া নাশ পায়। একপক্ষ বিষ্ঠামিশ্র, কৃষ্ণকাকের রক্তমিশ্রিত করিয়া হোম করিবে। যাহার নাম উদ্দেশে আহুতি দেওয়া যায়, সেই দুই ব্যক্তির মধ্যে মহাবিদ্বেষ জন্মে। রোহিত মৎস্যের মাংস ভাল্লুকের দুগ্ধে ভাবনা দিয়া তৎসহ তৈলপাক করিবে। এই তৈল অঙ্গে মর্দ্দন করিলে সর্ব্বরোগ নাশ পায়। ৭০-৭৫

কোন স্থানের রোম পতিত হইলে চন্দনজলের নস্যগ্রহণ করিবে। ইহাকে পতিতরোম

১। শং শত্রুং। ২। উচ্চাটিতমিমং।

হস্তে লাঙ্গলিকাকন্দং গৃহীত্বং যেন লেপিতম্ ।
শরীরং যেন স পুমান্ হরেৎসর্পং ব্যপোহতি ॥ ৭৭

মধুরক্ষবিরেচৈর্ব জীবং সংহরতে শিব । ভ্রমতাত্র ভুজঙ্গানাং বিলস্থানামপীশ্বর । ৭৮
দেহস্থিতাস্থো দহেচ্চ সর্পস্যাপগতস্য হি । তত্তস্য সম্মুখে ক্ষিপ্তং শক্রপাং ভস্মকৃত্তবেৎ ॥ ৭৯
মন্ত্রেণানেন তৎ ক্ষিপ্তং মহাভয়করং রিপোঃ   ওঁ ঠ ঠ ঠ চাহীহি চাহীহি স্বাহা ।
ওঁ উদরং পাহিহি পাহিহি স্বাহা ॥ ৮০

সুদর্শনাখ্যা মূলস্য পুষ্যার্কে তু সমাহৃতম্ ।
নিক্ষিপ্তং গৃহমধ্যে তু ভুজগা বর্জ্জয়ন্তি তৎ ॥ ৮১

অর্কমূলেন রবিণা অর্কাগ্নিজ্বলিতা শিব । যুক্তা সিদ্ধার্থতৈলেন বর্ত্তির্নাগাপহারিণী ॥ ৮২

মার্জ্জারপললং পিষ্ঠা হরিতালক ভাবিতম্ ।
ছাগমূত্রেণ তল্লিপ্তো মূষিকো মূষিকান্ হরেৎ ॥ ৮৩

মূকো হি যদিরে কল্প নাত্র কার্য্যা বিচারণা । ত্রিফলার্জ্জুনপুষ্পাণি ভল্লাতকশিরীষকম্ । ৮৪
লাক্ষা সর্জ্জরসশ্চৈব বিড়ঙ্গশ্চৈব গুগ্গুলুঃ । এতৈর্ধূপো মক্ষিকাণাং মশকানাং বিনাশনঃ ॥ ৮৫

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নানা-যোগকথনং
নাম একাশীত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮১ ॥

পূর্ব্বমার উদ্গত হয়। লাঙ্গলিয়ামূল হস্তে ধারণ করিয়া তদ্দ্বারা অঙ্গলেপন করিলে সেই ব্যক্তি হরিয়োগের সর্প নাশ করিতে পারে। হে শিব! মধুর-ক্ষীরদ্বারা জীবসংহার হইয়া থাকে। বিলস্থিত প্রভৃতি সর্প কিংবা অজগরসর্পের দেহ চিতাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম সম্মুখে নিক্ষেপ করিলে শত্রু ভস্ম হয়। পূর্ব্বে যে সকল প্রক্রিয়া কথিত হইল, "ওঁ ঠ ঠ" ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রদ্বারা সেই সকল কার্য্য করিতে হয়। ৭৬ ৮০

সুদর্শনামূল পুষ্যানক্ষত্রে আহরণ করিয়া গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করিলে ভুজঙ্গগণ সেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। রবিবার আকন্দমূল উত্তোলন করিয়া তৎসহ সর্ষপতৈল পাক করিবে, সেই তৈলে আকন্দতুলানির্ম্মিত সিক্ত বর্ত্তি করিয়া অগ্নিকুণ্ডের অগ্নিতে প্রজ্বালিত করিবে। এই প্রদীপ সমস্ত সর্পভয় নাশ করে। মার্জ্জারের মাংস ও বিষ্ঠা হরিতালে ভাবনা দিয়া তাহা ছাগমূত্র দ্বারা পেষণ করত একটি ইন্দুরের গাত্রে লেপন করিয়া গৃহমধ্যে ছাড়িয়া দিলে, সেই ইন্দুর অন্যান্য ইন্দুরদিগকে নিশ্চয় বিনাশ করিয়া থাকে। ত্রিফলা, অর্জ্জুনপুষ্প, ভেলা, শিরীষবৃক্ষ, লাক্ষা, ধূপ, বিড়ঙ্গ, গুগ্গুল্ এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ধূপ দিলে মক্ষিকা ও মশক নাশ পাইয়া থাকে। ৮১-৮৫

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে যোগকথন নাম একাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮১।

চতুঃষষ্টিকলাঃ প্রোক্তাঃ কামশাস্ত্রে বশীকরাঃ ।
আলিঙ্গনাদ্যা নারীণাং কুমারীণাং বশীকরাঃ ॥ ১৮

রোচনাশঙ্খপুষ্পাণি নিম্বপুষ্পং প্রিয়ঙ্গবঃ । কুঙ্কুমং চন্দনঞ্চৈব তিলকেন জগদ্বশেৎ ॥ ১৯

ওঁ হ্রীঁ গৌরি দেবি সৌভাগ্যং পুত্রবশ্যাদি দেহি মে ।
ওঁ হ্রীং লক্ষ্মি দেবি সৌভাগ্যং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যমোহনম্ ॥ ২০

সুগন্ধঞ্চ হরিদ্রা চ কুঙ্কুমানি চ লেপতঃ । বশয়েজ্জগ ধূপঞ্চ পুষ্পধূপং সুগন্ধিকম্ ॥ ২১
দূর্ব্বালতা বচা কুষ্ঠং কুঙ্কুমঞ্চ শতাবরী । তিলতৈলেন সংযুক্তং যোনিলেপাদ্বশো নরঃ ॥ ২২

নিম্বকাষ্ঠস্য ধূমেন ধূপয়িত্বা ভগং স্ত্রিয়ঃ ।
সুভগা স্যাৎ পতিস্তস্যা পতির্দাসো ভবিষ্যতি ॥ ২৩
অহিফেনং নবনীতঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ মধুযষ্টিকা ।
সৌভাগ্যং ভগলেপাৎ স্যাৎ পতির্দাসো ভবেৎ তথা ॥ ২৪

মধুযষ্টিঞ্চ গোক্ষীরং তথা চ কণ্টকারিকা । এতানি সমভাগানি পিবেদ্দুগ্ধেন বারিণা ।
চতুর্ভাগাবশেষেণ গর্ভসম্ভবমুত্তমম্ ॥ ২৫

মাতুলুঙ্গস্য বীজানি ক্ষীরেণ সহ ভাবয়েৎ ।
তৎ পীত্বা লভতে গর্ভং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৬
মাতুলুঙ্গস্য বীজানি মূলমেরণ্ডকস্য চ ।
ঘৃতেন সহ সংযোজ্য পায়য়েৎ পুত্রকাঙ্ক্ষিণী ॥ ২৭

অঙ্গে আলিঙ্গনাদি করিলে বশীভূত হয়। কামশাস্ত্রে বশীকারক চতুঃষষ্টি কলা উক্ত আছে। কুমারীগণের পক্ষে আলিঙ্গনাদি বশীকারক। রোচনা, শঙ্খপুষ্প, নিম্বপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, কুঙ্কুম ও চন্দন এই সমস্ত দ্রব্যের তিলক করিলে জগৎ বশীভূত হয়। "ওঁ হ্রীং গৌরি" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা এই কার্য্য করিতে হয়। ১৮-২০

সুগন্ধ, হরিদ্রা, কুঙ্কুম ও পুষ্পধূপ এই সকল দ্রব্য অঙ্গে লেপন করিলে ত্রিজগৎ বশীভূত হইয়া থাকে। দূর্ব্বালতা, বচ, কুড়, কুঙ্কুম, শতমূলী, এই সমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া তিল-তৈলের সহিত মিশ্রিত করিবে। এই তৈল যোনি অঙ্গে লেপন করিলে নারী পুরুষকে বশীভূত করিতে পারে। নিম্বকাষ্ঠের ধূমদ্বারা স্ত্রীর অঙ্গ ধূপিত করিলে নারী সুভগা হইতে পারে; তাহার পতি দাসবৎ বাধ্য হইয়া থাকে। অহিফেন নবনীত, কুড়, যষ্টিমধু এই সমস্ত দ্রব্যদ্বারা ভগলেপন করিলে তাহার পতি দাসবৎ বাধ্য হইয়া থাকে। ২১-২৪

যষ্টিমধু ও কণ্টকারী এই দুই দ্রব্য সমভাগে পাক করিবে। দুগ্ধের চারিভাগ অবশিষ্ট থাকিতে পাকশেষ করিয়া উহা উষ্ণজলের সহিত পান করিবে। ইহাতে স্ত্রীদিগের গর্ভধারণ হয়। গোঁড়ালেবুর বীজ দুগ্ধে ভাবনা দিয়া পান করিলে, নারী নিঃসংশয় গর্ভগ্রহণ করে। গোঁড়ালেবুর বীজ ও এরণ্ডের মূল ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ইহা সেবন

অশ্বগন্ধাশৃতং দুগ্ধং কথিতং পুত্রকারকম্ । পলাশস্য তু বীজানি ক্ষৌদ্রেণ সহ পেষয়েৎ ।
ঋতুমতী তু পীত্বা স্যাৎ পুষ্পগর্ভবিবর্জ্জিতা ॥ ২৮

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নানাযোগকথনং নাম দ্ব্যশীত্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮২ ॥

ত্র্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ

হরিতালং যবক্ষারং পত্রাঙ্গং রক্তচন্দনম্ ।
জাতি-হিঙ্গুলকং লাক্ষাং পক্বতৈলেন পেষয়েৎ* ॥ ১
হরীতকীকষায়েণ মৃষ্ট্বা[1] দত্ত্বান্ প্রলেপয়েৎ ।
দন্তাঃ স্যুর্লোহিতাঃ পুংসঃ শ্বেতা ক্রমান্ন সংশয়ঃ ॥ ২
মূলকং শ্বিন্ন মন্দাগ্নৌ রসং তস্য প্রপূরয়েৎ ।
কর্ণয়োঃ পূরণাৎ তেন কর্ণস্রাবো বিনশ্যতি ॥ ৩
অর্কপত্রং গৃহীত্বা তু মন্দাগ্নৌ তাপয়েদ্বুধৈঃ ।
নিষ্পীড্য পূরয়েৎ কর্ণং কর্ণশূলং বিনশ্যতি ॥ ৪

করিলে নারী পুত্রপ্রসব করে। অশ্বগন্ধা ও ঘৃত দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া সেই কাথ পান করিলে পুত্র জন্মে। পলাশের বীজ মধুর সহিত পেষণ করিয়া ঋতুমতী নারী পান করিলে পুষ্পগর্ভ-বর্জ্জিতা হয়। ২৩-২৮

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নানা যোগকথন নামক দ্ব্যশীত্যধিক
শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮২।

ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায়

হরি কহিলেন,—হরিতাল, যবক্ষার, তেজপত্র, রক্তচন্দন, জাতীফল, হিঙ্গুল, লাক্ষা এই সকল দ্রব্য পক্ব তৈলসহ পেষণ করিবে। হরীতকীর কষায়দ্বারা দন্তমার্জ্জনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত ঔষধ লেপন করিলে রক্তবর্ণ দন্ত শ্বেতবর্ণ হয়। মন্দ মন্দ অগ্নিতে মূলক সিদ্ধ করিয়া তাহার রস গ্রহণ করিবে, তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণস্রাব নিবারিত হয়। আকন্দের পাতা মন্দাগ্নিতে তপ্ত করিয়া নিষ্পীড়নপূর্ব্বক রস গ্রহণ করিবে, তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল

১। শঙ্খং দত্ত্বান্ প্রলেপয়েৎ।

প্রিয়ঙ্গুমধুকাবষ্টি-ধাতক্যুৎপলপর্ণভিঃ । মঞ্জিষ্ঠালোধ্রলাক্ষাভিঃ কপিত্থস্য রসেন চ ।
পচেৎ তৈলং তথা স্ত্রীণাং নশ্যেৎ স্রাবঃ প্রপূরণাৎ ॥ ৫
শুষ্কমূলক-শুণ্ঠীনাং ক্ষারো হিঙ্গু মহৌষধম্ ।
শতপুষ্পা বচা কুষ্ঠং দারু-শিগ্রু-রসাঞ্জনম্[1] ॥ ৬
সৌবর্চ্চলং যবক্ষারং তথা সর্জ্জক-সৈন্ধবম্ । তথা গ্রন্থিবিড়ং মুস্তং মধুশুক্তং চতুর্গুণম্ ॥ ৭
মাতুলুঙ্গরসস্তদ্বৎ কদল্যাশ্চ রসো হি তৈঃ । পক্বতৈলং হরেৎস্ত্রীণাং স্রাবাদীংশ্চ ন সংশয়ঃ ॥ ৮
কর্ণয়োঃ ক্রিমিনাশঃ স্যাৎ কটুতৈলস্য পূরণাৎ ॥ ৯
হরিদ্রা-নিম্বপত্রাণি পিপ্পল্যো মরিচানি চ । বিড়ঙ্গভদ্রং মুস্তঞ্চ সপ্তমং বিশ্বভেষজম্ ॥ ১০
গোমূত্রেণ চ পিষ্টৈস্তু কৃত্বা চ বটিকাং হর । অজীর্ণকন্তথৈকেন দ্বয়ং বিসূচিকাপহম্ ॥ ১১
পটলং মধুনা হন্তি গোমূত্রেণ তথার্ব্বুদম্ । এষা চ শঙ্করী বর্ত্তিঃ সর্ব্বনেত্রাময়াপহা ॥ ১২

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নানাযোগকথনং নাম
ত্র্যশীত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৩ ॥

নাশ পায়। প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু, ধাতকী, উৎপল, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, লাক্ষা ও কদ্বেলের রস, এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত তৈলপাক করিয়া সেই তৈল পূরণ করিলে স্ত্রীদিগের স্রাবদোষ নিবারিত হয়। ১-৫

শুষ্কমূলক ও শুণ্ঠির ক্ষার, হিঙ্গু, শুণ্ঠি, শুল্ফা, বচ, কুড়, দারুহরিদ্রা, সজিনা, রসাঞ্জন, সৌবর্চল, যবক্ষার, ধুপ, সৈন্ধব, পিপ্পলী, বিড়ঙ্গ মুথা এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত চতুর্গুণ মধু, লেবুর রস ও কদলীর রস একত্র করিয়া তৈলপাক করিবে। এই তৈল ব্যবহার করিলে স্ত্রীদিগের স্রাবাদিদোষ নাশ পায়। কর্ণে কটুতৈল পূরণ করিলে কর্ণের ক্রিমি নষ্ট হয়। হরিদ্রা, নিম্বপত্র, পিপ্পলী, মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুথা ও শুণ্ঠী এই সমস্ত দ্রব্য একত্র গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া বটিকা করিবে। ইহার একটি সেবন করিলে অজীর্ণরোগ নাশ পায়, আর দুইটি ভক্ষণ করিলে বিসূচিকা নষ্ট হয়। ৬-১১

উক্ত বটী মধুর সহিত ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে দিলে পটল (ছানি) এবং গোমূত্রের সহিত ব্যবহার করিলে অর্ব্বুদরোগ নাশ পায়। ইহার নাম শঙ্করীবর্ত্তি, এই বর্ত্তি সর্ব্ববিধ নেত্ররোগ বিনষ্ট করে। ১২

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নানাযোগকথন নামক ত্র্যশীত্যধিক-
শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৩।

১। রসাঞ্জনম্।

চতুরশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ

বচা মাংসী চ বিল্বঞ্চ তগরং পদ্মকেশরম্ । নাগপুষ্পং প্রিয়ঙ্গুঞ্চ সমভাগানি চূর্ণয়েৎ ।
অনেন ধূপিতো মর্ত্যঃ কামবদ্বিচরেন্মহীম্ ॥ ১
কর্পূরং দেবদারুঞ্চ মধুনা সহ যোজয়েৎ । লিঙ্গলেপাচ্চ তেনৈব বশীকুর্য্যাৎ স্ত্রিয়ং কিল ॥ ২

মৈথুনং পুরুষো গচ্ছেদ্ গৃহীত্বাং বকামিন্দ্রিয়ম্ ।
বামহস্তেন বামস্য হস্তং যস্যা স্থিরা লিপেৎ ।
আলিঙ্গ্য স্ত্রী বশং যাতি নান্যং পুরুষমিচ্ছতি ॥ ৩
ওঁ রক্তচামুণ্ডে[1] অমুকং মে বশমানয় আনয় ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রঃ ফট্ ।

ইমং অত্যুক্তং মন্ত্রং তিলকেন চ শঙ্কর । গোরোচনাসংযুতেন রক্তেন বশী ভবেৎ ॥ ৪
সৈন্ধবং কৃষ্ণলবণং সৌবীরং হংসপিত্তকম্ । মধুসর্পিঃ সিতাযুক্তং স্ত্রীণাং অঙ্গলেপনম্ ॥ ৫

যঃ পুমান্ মৈথুনং গচ্ছেত্তাং নান্যাং নারীং নেচ্ছতি ॥ ৬

শঙ্খপুষ্পী বচা মাংসী সোমরাজী চ কস্তুকম্ । মাহিষং নবনীতঞ্চ বটীকরণমুত্তমম্ ॥ ৭

সনালানি চ পদ্মানি ক্ষীরেণাজ্যেন সেবয়েৎ ।
বটিকাং শোধিতাং কৃত্বা নারীযোন্যাং প্রবেশয়েৎ ।
দশবারং প্রসূতাপি পুনঃ কন্যা ভবিষ্যতি ॥ ৮

চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায়

হরি বলিলেন,—বচ, জটামাংসী, বিল্ব, তগর, পদ্মকেশর, নাগপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাবে লইয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণের ধূপ গ্রহণ করিলে মানব পৃথিবীতে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারে। কর্পূর ও দেবদারু এই দুই দ্রব্য মধুর সহিত পেষণ করিয়া পুরুষাঙ্গে লেপন করিলে সেই পুরুষ সকল স্ত্রীকে বশীভূত করিতে পারে। পুরুষ সকল স্ত্রীসংযোগকালে ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিয়া স্ত্রীর বামহস্ত গ্রহণপূর্বক তাহাতে লেপন করিবে। এইরূপ করিলে সেই স্ত্রী অন্য পুরুষ কামনা করে না। "ওঁ রক্তচামুণ্ডে" ইত্যাদি মন্ত্র দশসহস্র জপ করিয়া গোরোচনা ও স্বীয় রক্তদ্বারা তিলক করিলে বশীকরণ হয়। সৈন্ধব, কৃষ্ণলবণ, সৌবীরাঞ্জন, হংসপিত্ত, মধু, ঘৃত ও শর্করা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া স্ত্রীর অঙ্গে লেপন করিবে, যে পুরুষ সেই স্ত্রী সম্ভোগ করে সেই পুরুষ অন্য রমণী কামনা করে না। ১-৬

শঙ্খপুষ্পী, বচ, জটামাংসী, সোমরাজী, আবির ও মাহিষ নবনীত মিশ্রিত করিয়া উত্তম বটিকা প্রস্তুত করিবে। নালের সহিত পদ্মপুষ্প ও দুগ্ধসহ সেবনপূর্বক বটিকা

১। রক্তচামুণ্ডে।

সর্ষপাশ্চ বচা চৈব মদনস্য ফলানি চ। মার্জ্জারবিষ্ঠাধুস্তূরং শ্রীবেষ্টেন সমন্বিতঃ।
চাতুর্থকহরো ধূপো ডাকিনীজ্বরনাশকঃ ॥ ৯
অর্জ্জুনস্য চ পুষ্পাণি ভল্লাতক-বিড়ঙ্গকে। বালা চৈব সর্জ্জরসং সৌবীর-সর্ষপাস্তথা।
সর্প-মূকো-মক্ষিকাণাং ধূপোঽয়ং মশকনাশনঃ ॥ ১০
কুলত্থাহ্বাস্ত চূর্ণেন বদ্ধঃ স্যাদ্ যোনিপূরণাৎ।
তেন লেপনতো যোনৌ অপত্যস্তম্ভ জায়তে ॥ ১১

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নানাযোগকথনং নাম
চতুরশীত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৪ ॥

পঞ্চাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

তাম্বূলক ঘৃতং ক্ষৌদ্রং লবণং তাম্রভাজনে। ঘৃষ্টং শঙ্খসমাযুক্তং[1] চক্ষুঃশূলহরং পরম্ ॥ ১
বিভীতকস্য বীজানি হরিতালং মনঃশিলা। সর্ব্বাক্ষিরোগান্ নাশেত্তু মধ্বাক্ষীরসমন্বিতাঃ ॥ ২
তৎক্ষণাৎ পুষ্পনাশঃ স্যান্মালতীকুসুমাঞ্জনাৎ ॥ ৩

প্রস্তুত করিবে। নারীদিগের যোনিমধ্যে এই গুটিকা প্রবেশ করাইয়া রাখিলে দশবার প্রসূতা রমণীও কন্যা স্বরূপা হইতে পারে। সর্ষপ, বচ, মদনফল, মার্জ্জারবিষ্ঠা, ধুস্তূরবীজ ও শ্রীবেষ্ট এই সকল দ্রব্যের ধূপ গ্রহণ করিলে চাতুর্থকজ্বর ও ডাকিনীজ্বর নাশ পায়। অর্জ্জুন পুষ্প, ভেলা, বিড়ঙ্গ, বালা, ধূপ, সৌবীরাঞ্জন ও সর্ষপ এই সমস্তের ধূপ দিলে সর্প, মূকা, মক্ষিকা ও মশকাদি বিদূরিত হয়। কুলি কুলাতের চূর্ণ দ্বারা যোনি পূরণ এবং তদ্দ্বারা লেপন করিলে সেই অঙ্গের বন্ধন (সংকোচ) হইয়া থাকে। ৭- ১১

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নানাযোগকথন নামক চতুরশীত্যধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৪।

পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায়

হরি বলিলেন,—তাম্বূল, ঘৃত মধু ও লবণ এই সকল তাম্রপাত্রে শঙ্খসহ ঘর্ষণ চক্ষুতে দিলে চক্ষুঃশূল নাশ পায়। বহেড়াবীজ, হরিতাল ও মনঃশিলা এই তিন দ্রব্য ছাগদুগ্ধে পেষণপূর্ব্বক অঞ্জন করিলে সর্ব্ববিধ নেত্ররোগ দূরীভূত হয়। মালতীপুষ্প দ্বারা অঞ্জন প্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ চক্ষুর ছানি দূর হয়। হরীতকী, বচ, কুড়, ত্রিকটু, হিঙ্গু,

---

১। তথা শঙ্খসমাযুক্তং।

হরীতকী বচা কুষ্ঠং ব্যোষং হিঙ্গু মনঃশিলা ।
কাসে শ্বাসে চ হিক্কায়াং লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রং ঘৃতপ্লুতম্ ॥ ৪

পিপ্পলী-ত্রিফলাচূর্ণং মধুনা লেহয়েন্নরঃ । নশ্যন্তে পীনসঃ কাসঃ শ্বাসশ্চ বলবত্তরঃ ॥ ৫
সমূলচিত্রকং ভস্ম পিপ্পলীচূর্ণকং লিহেৎ । শ্বাসং কাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ মধুমিশ্রং [illegible] ॥ ৬
নীলোৎপলং শর্করা চ মধুকং পদ্মকং সমম্ । তণ্ডুলাবকসংমিশ্রং প্রশমেদ্রক্তবিক্রিয়া ॥ ৭
শুণ্ঠী চ শর্করা চৈব তথা ক্ষৌদ্রেণ সংযুতা । কোকিলস্বর এব স্যাদ্ গুটিকাভুক্তিমাত্রতঃ ॥ ৮
হরিতালং শঙ্খচূর্ণং কদলীদলভস্মনা । এতদ্যোগে চোদ্বর্ত্তো লোমশাতনমুত্তমম্ ॥ ৯
লবণং হরিতালঞ্চ তুম্বিকাশ্চ ফলানি চ । লাক্ষারসসমাযুক্তং লোমশাতনমুত্তমম্ ॥ ১০
সুধা চ হরিতালঞ্চ শঙ্খভস্ম মনঃশিলা । সৈন্ধবেন সহৈকত্র ছাগমূত্রেণ পেষয়েৎ ।
তৎকল্কেনোদ্বর্ত্তনাদেব লোমশাতনমুত্তমম্ ॥ ১১

শঙ্খমামলকং পত্রং ধাতকীঃ কুসুমানি চ ।
পিষ্ট্বা তৎ পয়সা সার্দ্ধং সপ্তাহং ধারয়েন্মুখে ।
স্নিগ্ধাঃ শ্বেতাশ্চ দন্তাশ্চ ভবন্তি বিমলপ্রভাঃ ॥ ১২

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নানাযোগকথনং নাম
পঞ্চাশীত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৫ ॥

মনঃশিলা এই সমস্ত দ্রব্য ঘৃত ও মধুসহযোগে লেহন করিলে কাস, শ্বাস ও হিক্কারোগ নষ্ট হয়। পিপ্পলী ও ত্রিফলা চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে বলবান শ্বাস, কাস ও পীনস নাশ পায়। চিতামূল ভস্ম এবং পিপ্পলীচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে শ্বাস, কাস ও হিক্কারোগ নষ্ট হয়। ১-৬

নীলোৎপল, শর্করা, মধু ও পদ্ম এই সমস্ত দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে রক্তবিকার শান্ত হয়। শুণ্ঠী ও শর্করা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া গুটিকা করিবে। ইহা ভক্ষণে কোকিলের ন্যায় কণ্ঠস্বর হয়। হরিতাল, শঙ্খচূর্ণ ও কদলীদল-ভস্ম এই সমস্ত একত্র করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে লোমসকল পতিত হয়। হরিতাল, লবণ, তুম্বীফল এই সমস্ত দ্রব্য লাক্ষারসের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে লোমশাতন হয়। বিষ, হরিতাল, শঙ্খভস্ম, মনঃশিলা ও সৈন্ধব এই সমস্ত দ্রব্য একত্র ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিবে। ইহা দ্বারা গাত্রলেপন করিলে শরীরের লোমপাতন হয়। শঙ্খ, আমলকী-পত্র, ধাইফুল এই সমস্ত দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া সপ্তাহ মুখে ধারণ করিলে দন্তসকল স্নিগ্ধ, শ্বেতবর্ণ ও বিমলপ্রভ হয়। ৭-১২

শ্রীগারুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নানাযোগকথন নামক
পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৫।

ষড়শীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ

শরদ্গ্রীষ্মবসন্তেষু প্রায়শো দধি গর্হিতম্। হেমন্তে শিশিরে চৈব বর্ষাসু দধি শস্যতে॥ ১
ঘৃতেন তু শর্করা পীতা নবনীতেন বুদ্ধিকৃৎ। গুড়ং তু পুরাণস্য পলমেকন্তু ভক্ষয়েৎ॥ ২
প্রত্যহং বর্ষমেকন্তু নিরন্তরমথো নর। গ্রীষ্মেঽধ্বগ গচ্ছেচ্চ পুমান্ বলযুতো ভবেৎ॥ ৩
চূর্ণং গুড়ূচিজং কৃত্বা ঘৃত-মাক্ষিকসংযুতম্। ভক্ষয়েৎ শয়নবেলায়াং[1] বলী-পলিতনাশনম্॥ ৪
অতসী-মাষ-গোধূম-চূর্ণং কৃত্বা তু পিপ্পলীম্। ঘৃতেন লেপয়েদ্ গাত্রমেভিঃ মার্জ্জ্য বিচক্ষণঃ।
কন্দর্পসদৃশো মর্ত্ত্যো নিত্যং ভবতি শঙ্কর॥ ৫
যবাস্তিলাশ্বগন্ধা চ মুষলী সরলা গুড়ম্। এভিস্তু বটিকাং[2] ভক্ষ্য তরুণো বলবান্ ভবেৎ॥ ৬
হিঙ্গুং সৌবর্চ্চলং শুণ্ঠীং পীত্বা তু কাথিতোদকৈঃ। পরিণামাখ্যশূলস্য অজীর্ণস্যৈব নশ্যতি॥ ৭
ধাতকীং সোমরাজীঞ্চ ক্ষীরেণ সহ পেষয়েৎ। দুর্ব্বলশ্চ ভবেৎ স্থূলো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৮

শর্করা-মধুসংযুক্তং নবনীতং বলী লিহেৎ।
ক্ষীরাশী চ ক্ষয়ী পুষ্টিং মেধাঞ্চৈবাতুলাং লভেৎ॥ ৯
কুলীরচূর্ণং সক্ষীরং পীতঞ্চ ক্ষয়রোগনুৎ॥ ১০

ষড়শীত্যধিক শততম অধ্যায়

হরি বলিলেন,—শরৎ, গ্রীষ্ম ও বসন্ত এই ঋতুত্রয়ে দধিভক্ষণ গর্হিত; কিন্তু হেমন্ত, শিশির ও বর্ষা এই তিন ঋতুতে দধি প্রশস্ত। নবনীতের সহিত শর্করা পান করিলে বুদ্ধিবৃদ্ধি হয়। হে হর! যদি কোন মানব প্রতিদিন নিরন্তর একবর্ষ যাবৎ একপল পরিমাণে পুরাতন গুড় ভক্ষণ করে, তবে সেই ব্যক্তি এইরূপ বলবান্ হয় যে, সহস্র গ্রীষ্মযোগেও ক্লান্ত হয় না। গুড়ূচ চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত নিদ্রাকালে ভক্ষণ করিলে সেই ব্যক্তির বলীপলিতাদি দুর্লক্ষণ নাশ পায়। তিসী, মাষ, গোধূম ও পিপ্পলী, এই সকল চূর্ণ করিয়া ঘৃতসংযোগে প্রতিদিন অঙ্গে লেপন করিলে সেই ব্যক্তি কন্দর্পতুল্য কান্তিসম্পন্ন হয়। ১-৫

যব, তিল, অশ্বগন্ধা, তালমূলী, সরলকাষ্ঠ ও গুড় এই সমস্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিলে তরুণপুরুষ সমধিক বলবান্ হয়। হিঙ্গু, সৌবর্চ্চল, শুণ্ঠী এই সমস্ত দ্রব্যের কাথজল পান করিলে পরিণামশূল ও অজীর্ণরোগ নাশ পায়। ধাইফুল ও সোমরাজী দুগ্ধের সহিত পেষণপূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে দুর্ব্বল ব্যক্তিও সমধিক বলবান্ হইতে পারে। শর্করা ও মধুর সহিত নবনীত লেহনপূর্ব্বক ক্ষীর পান করিলে ক্ষয়রোগী অতুল পুষ্টি ও মেধালাভ করিতে পারে। কুলীরচূর্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে ক্ষয়রোগ নাশ পায়। ৬-১০

১। শয়নবেলায়ামিতি পাঠোঽপি দৃশ্যতে।   ২। বটিকাঃ।

তালকং বিড়ঙ্গঞ্চ যবক্ষারঞ্চ সৈন্ধবম্। মনঃশিলা-শঙ্খচূর্ণং তৈলপক্বং তথৈব চ।
রোমাণি শাতয়ত্যেব নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১১
মাণ্ডূক্যা রসং গৃহ্য জলৌকাং তত্র লেপয়েৎ। হস্তৌ সংলেপয়েৎ তেন অগ্নিস্তম্ভনমুত্তমম্॥ ১২
শাল্মলীরসমাদায় খরমূত্রে মিশ্রয় তম্। অগ্নৌ বৈ বিক্ষিপেৎ তেন অগ্নিস্তম্ভনমুত্তমম্॥ ১৩

বায়সী-উদরং গৃহ্য মণ্ডূকবসয়া সহ।
গুটিকাং কারয়েৎ তেন তেজোঽগ্নৌ সংক্ষিপেৎ সুধীঃ॥ ১৪

ওঁ অগ্নিস্তম্ভনং কুরু কুরু॥

এবমেতৎ প্রয়োগেণ অগ্নিস্তম্ভমনুত্তমম্॥ ১৫

ঘৃতীতকবচামুস্তং মরীচং তগরং তথা। চর্ব্বিত্বা চ ইমং সম্যো জিহ্বয়া জ্বলনং লিহেৎ॥ ১৬
গোরোচনাং ভৃঙ্গরাজং চূর্ণীকৃত্য ঘৃতং সমম্। দিব্যাজিনঃ স্তম্ভনং আমরেণাদেন বৈ তথা॥ ১৭

ওঁ নমো ভগবতে জলং স্তম্ভয় স্তম্ভয় সং সং সং কেক কেক চর চর।

জলস্তম্ভনমন্ত্রোঽয়ং জলং স্তম্ভয়তে শিব॥ ১৮

পুত্রাস্থিক নরাস্থিক তথা নির্ম্মাল্যমেব চ। যস্যাপি নিখনেদ্দ্বারে পঞ্চত্বমুপযাতি সঃ॥ ১৯
পঞ্চরক্তানি পুষ্পাণি পৃথগ্জাতাঃ সমাহরেৎ। কুঙ্কুমেন সমাযুক্তমলক্তকসমন্বিতম্॥ ২০

পুষ্পেণ তু সমং পিষ্ট্বা রোচনায়াঃ পলৈকতঃ।
স্ত্রিয়া পুংসা কৃতো হ্যত্র তিলকোঽয়ং বশীকরঃ॥ ২১

তেলা, বিড়ঙ্গ, যবক্ষার, সৈন্ধব, মনঃশিলা, শঙ্খচূর্ণ এই সমস্ত দ্রব্য তৈলপক্ক করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে লোমসকল পতিত হইয়া যায়। বিষমুণ্ডের রসের সহিত জলোকা লেপন করিয়া তদ্দ্বারা উত্তমরূপে হস্তলেপন করিবে। এই যোগ উত্তম, ইহাতে অগ্নিস্তম্ভন হইয়া থাকে, সেই হস্ত দ্বারা অনায়াসে অগ্নিগ্রহণ করা যায়। শাল্মলীর রস ও গর্দ্দভের মূত্র একত্র করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে অগ্নিস্তম্ভন হয়। বায়সীর উদর ও মণ্ডূকের বসা একত্র করিয়া গুটিকা করিবে, পরে "ওঁ অগ্নিস্তম্ভনং" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সেই গুটিকা অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিলে অগ্নিস্তম্ভন হইয়া থাকে। ১১-১৫

ঘৃতীতক, বচ, মুথা, মরীচ, তগর এই সমস্ত দ্রব্য চর্ব্বণ করিয়া তারপর অবিলম্বে জিহ্বা দ্বারা অগ্নিলেহন করিতে পারে। গোরোচনা, ভৃঙ্গরাজ এই দুই দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ঘৃতের সহিত সমপরিমাণে মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধে জলস্তম্ভন হয় "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রে জলস্তম্ভন কার্য্য করিবে। ইহার নাম জলস্তম্ভন মন্ত্র। এই মন্ত্রে জলস্তম্ভন করিলে অবশ্য জল স্তম্ভিত হইয়া থাকে। পুত্রের অস্থি, মনুষ্য অস্থি এবং নির্ম্মাল্য এই সমস্ত দ্রব্য যে শত্রুর দ্বারে নিখনন করা যায়, সেই শত্রু নিশ্চয় নিধন পাইয়া থাকে; পৃথক্ রকমের পাঁচটি রক্তবর্ণপুষ্প, কুঙ্কুম, আলক্তক, পুষ্প ও গোরোচনা এই সমস্ত দ্রব্য

ব্রহ্মদণ্ডী তু পুষ্যেণ তক্রেণ পানে বশীকরঃ। যষ্টিমধুপলৈকেন শতমূলোদকং পিবেৎ।
বিষ্টম্ভিকাক্ষ্মজ্ঞুলং হন্ত্যেতৎ মহেশ্বর। ২২

ওঁ হ্রূং ফঃ

মন্ত্রোঽয়ং হরতে ক্ষিপ্রং সর্ব্ববৃশ্চিকজং বিষম্। ২৩
শিরীষং নবনীতঞ্চ শৃঙ্গবেরঞ্চ সৈন্ধবম্। মরীচং দধি কুষ্ঠঞ্চ নস্যে পানে বিষং হরেৎ। ২৪
ত্রিফলার্দ্রককুষ্ঠঞ্চ চন্দনং ঘৃতসংযুতম্। একৈকপলাক্ত[১] লেপাচ্চ বিষনাশো ভবেদ্ধ্রুবম্। ২৫
পারাবতস্য চাক্ষীণি হরিতালং মনঃশিলা। এতদ্যোগো বিষং হন্তি বৈনতেয় ইবোরগান্। ২৬
সৈন্ধবং ত্র্যূষণচূর্ণং দধিমধ্বাজ্যসংযুতম্। বৃশ্চিকস্য বিষং হন্তি লেপোঽয়ং বৃষভধ্বজ। ২৭
ব্রহ্মদণ্ডী তিলান্ ক্বাথ্য চূর্ণং ত্রিকটুকং পিবেৎ।
নাশয়েদস্য গুল্মানি নিরুদ্ধং রক্তমেব চ। ২৮
পীত্বা ক্ষীরং ক্ষৌদ্রযুতং নাশয়েদসৃজঃ ক্ষতিম্। ২৯
বটকণ্টকমূলেন তথা নাভিঞ্চ লেপয়েৎ। সুখং প্রসূয়তে নারী নাত্র কার্য্যা বিচারণা। ৩০
শর্করাং মধুসংযুক্তাং পীত্বা তণ্ডুলবারিণা। রক্তাতিসারশমনং ভবতীতি বৃষধ্বজ। ৩১

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নানাযোগকথনং নাম
ষড়শীত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ। ১৮৬।

প্রত্যেক এক একপল পরিমাণে লইয়া পেষণ করিবে। ইহাদ্বারা কপালে তিলক করিলে কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই তাহার বশীভূত হইয়া থাকে। ১৮-২১

পুষ্যানক্ষত্রে ব্রহ্মদণ্ডীমূল উত্তোলন করিয়া তক্র অথবা পানীয় দ্রব্যের সহিত সেবন করাইলে বশীকরণ হয়। যষ্টিমধু এক পল উক্তজলের সহিত পান করিবে, ইহাতে বিষ্টম্ভ ও অজ্জুল নিবারিত হয়। "ওঁ হ্রূং ফঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে সর্ব্ববিধ বৃশ্চিক বিষ নষ্ট হয়। শিরীষ, নবনীত, আদা, সৈন্ধব, মরীচ, দধি ও কুড় এই সমুদায় দ্রব্য নস্যগ্রহণ বা পান করিলে বিষদোষ নষ্ট করে। ত্রিফলা, আদা, কুড়, চন্দন ও ঘৃত এই সমস্ত দ্রব্য একপল (৮ তোলা) পরিমাণে লইয়া লেপন করিলে বিষদোষ নাশ করে। ২২-২৫

পারাবতের চক্ষুঃ, হরিতাল ও মনঃশিলা এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিলে গরুড় যেমন সর্পগণ বিনাশ করে, সেইরূপ বিষদোষ সংহরণ করিয়া থাকে। সৈন্ধব ও ত্রিকটু, চূর্ণ করিয়া দধি, মধু ও ঘৃতের সহিত লেপন করিলে বৃশ্চিকবিষ নাশ পায়। ব্রহ্মদণ্ডী ও তিল ইহাদের ক্বাথ করিয়া তৎসহ ত্রিকটুচূর্ণ পান করিবে। ইহাতে গুল্ম ও রক্তরোধজনিত রোগ শান্তি হয়। মধু ও দুগ্ধ একত্র করিয়া পান করিলে রক্তস্রাব নিবারিত হয়। বটকের মূল পেষণ করিয়া নাভিতে ও যোনিতে লেপ দিলে নারীদিগের

[১] একৈক পলাক্ত।

সপ্তাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ

মরীচং শৃঙ্গবেরঞ্চ কুষ্ঠমক্ষযেণ চ। পানাদ্ধি গ্রহণী নশ্যেচ্ছশাঙ্কশেখর ॥ ১
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরীচং তগরং বচা। দেবদারুরসং পাঠাং ক্ষীরেণ সহ পেষয়েৎ ॥ ২
অনেনৈব প্রয়োগেণ অতীসারো বিনশ্যতি। মরীচ-তিলপুষ্পাভ্যামঞ্জনং কামলাপহম্ ॥ ৩
হরীতকী সমগুড়া মধুনা সহ যোজিতা। বিরেচনকরী হ্যত্র ভবতীতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪
ত্রিফলা-চিত্রকং চিত্রং তথা কটুকরোহিণী। উরুস্তম্ভহরো হ্যেষ উত্তমস্ত বিরেচনম্ ॥ ৫
হরীতকী শৃঙ্গবেরং দেবদারু চ চন্দনম্। কাথয়েচ্ছাগদুগ্ধেন অপামার্গস্য মূলকম্।
কণ্টকীমূলকঞ্চ[১] সপ্তরাত্রেণ নাশয়েৎ ॥ ৬
অনন্ত-শৃঙ্গবেরঞ্চ সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ। গুগ্গুলুং গুড়তুল্যঞ্চ গুলিকামুপযুজ্য চ।
পাণ্ডুং রাজযক্ষ্মাণমগ্নিমান্দ্যঞ্চ নাশয়েৎ ॥ ৭
শঙ্খপুষ্পীন্তু পুষ্যেণ সমুদ্ধৃত্য সপত্রিকাম্। সমূলাং ছাগদুগ্ধেন অপস্মারহরাং পিবেৎ ॥ ৮

সুখপ্রসব হইয়া থাকে। তণ্ডুলজলের সহিত শর্করা ও মধুপান করিলে রক্তাতিসার শান্তি হয়। ২৫-৩১

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নানাযোগকথন নামক ষড়শীত্যধিক
শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৬।

সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায়

হরি বলিলেন,—হে শশাঙ্কশেখর! মরীচ, আদা, কুটের চূর্ণ সেবন করিলে গ্রহণীরোগ নাশ পাইয়া থাকে। পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, মরীচ, তগর, বচ, দেবদারু, রস, আকনাদি এই সমস্ত দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অতীসাররোগ নাশ পায়। মরীচ ও তিলপুষ্পদ্বারা অঞ্জন করিলে কামলারোগ নষ্ট হয়। হরীতকী ও গুড় সমভাগে মধুসংযোগে ভক্ষণ করিলে, বিরেচন হইয়া থাকে। ১-৪

ত্রিফলা, চিতা, কটুকী এই সমস্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিলে বিরেচন হয়, তাহাতে উরুস্তম্ভরোগ নাশ পায়। হরীতকী, আদা, দেবদারু, রক্তচন্দন, অপামার্গের মূল ও কণ্টকী মূল এই সমস্ত দ্রব্য ছাগদুগ্ধের সহিত পাক করিয়া সেই ক্বাথ পান করিবে। সপ্তাহকাল এই ক্বাথ পান করিলে উরুস্তম্ভ নাশ পায়। অনন্তমূল ও আদা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তাহার তুল্যপরিমাণে গুগ্গুলু ও গুড় মিশ্রিত করিয়া গুলিকা সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ, রাজযক্ষ্মারোগ ও অগ্নিমান্দ্য নাশ পায়। পুষ্যানক্ষত্রে শঙ্খপুষ্পীবৃক্ষ উত্তোলনপূর্ব্বক তাহার মূল ও

১। কণ্টকী বা চোরকস্তথা।

অশ্বগন্ধাময়া[1] চৈব উদকেন সমং পিবেৎ। রক্তপিত্তং বিনশ্যেত নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৯
হরীতকী-কুষ্ঠচূর্ণং কৃত্বা আস্যে চ পূরয়েৎ। শীতলং শীতাম্বু পানীয়ং সর্ব্বচ্ছর্দ্দিনিবারণম্ ॥ ১০
গুড়ূচী-পদ্মকারিষ্ট-ধান্যাকং রক্তচন্দনম্। পিত্তশ্লেষ্মজ্বর-ছর্দ্দি-দাহ-তৃষ্ণাঘ্নমগ্নিকৃৎ ॥ ১১

ওঁ হ্রূং নম ইতি।

শ্রোত্রে বদ্ধা শঙ্খপুষ্পী জ্বরং বন্ধেন বৈ হরেৎ ॥ ১২
ওঁ অক্ষিনী ভক্ষিনী মোহয় সর্ব্বব্যাধীন্। মে বন্ধেন ঠঃ ঠঃ সর্ব্বব্যাধীন্ বন্ধেন ক্ষিতি।
পুষ্পমষ্টশতং কৃত্বা হস্তে দত্ত্বা নখং স্পৃশেৎ। চাতুর্থকো জ্বরো হ্যত্র অন্যে চৈব জ্বরাস্তথা ॥ ১৩

জম্বুফলং হরিদ্রা চ সর্পত্বৈব চ কঞ্চুকম্।
সর্ব্বদ্রব্যাণাং ধূপোঽয়ং হন্ত্যাতুর্থকস্য চ ॥ ১৪

করবীরং ভৃঙ্গপত্রং লবণং কুষ্ঠ-কর্কটম্। চতুর্গুণেন মূত্রেণ পচেৎ তৈলং হরেচ্চ তৎ।
পামাং বিচর্চ্চিকাং কুষ্ঠমণ্ডলাদি ব্রণানি বৈ ॥ ১৫

পিপ্পলী-মধুপানাচ্চ তথা মধুকভোজনাৎ। প্লীহা বিনশ্যতে ক্ষণঃ তথা দুগ্ধসেবনাৎ ॥ ১৬
পিপ্পলীঞ্চ হরিদ্রাঞ্চ গোমূত্রেণ সমন্বিতাম্। প্রক্ষিপেচ্চ গুদাধারে অর্শাংসি বিনিবারয়েৎ ॥ ১৭
শঙ্খাহ্বমার্দ্রকঞ্চ পীতং প্লীহাদিনাশনম্। সৈন্ধবঞ্চ 'বঙ্কানি গোমূত্রাণি তু সর্ব্বদাঃ ॥ ১৮

পত্রের সহিত নাগপুষ্প পান করিলে অপস্মার রোগ নাশ পায়। অশ্বগন্ধা ও হরীতকী এই দুই দ্রব্য জলের সহিত পান করিলে নিশ্চয় রক্তপিত্তরোগ নষ্ট হয়। হরীতকী ও কুড় চূর্ণ করিয়া মুখে পূরণ করিবে, তৎপরে শীতল জলপান করিলে সর্ব্ববিধ ছর্দ্দিরোগ নিবারিত হয়। ৯-১০

গুড়ূচী, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, ধনিয়া, রক্তচন্দন, এই সমুদয় দ্রব্য পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, ছর্দ্দি, দাহ ও তৃষ্ণানিবারক, অগ্নিবৃদ্ধিকারী। "ওঁ হ্রূঁ নমঃ" এই মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল করিতে হইবে। "ওঁ অক্ষিনী ভক্ষিনী" ইত্যাদি মন্ত্রে শঙ্খপুষ্পী কর্ণে বন্ধন করিলে জ্বর নষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে অষ্টোত্তরশতপুষ্প অভিমন্ত্রিত করিয়া রোগীর হস্তে প্রদানপূর্ব্বক তাহার নখস্পর্শ করিবে। ইহাতে চাতুর্থক প্রভৃতি জ্বর সত্বর পলায়ন করে। জাম, হরিদ্রা, সাপের খোলস এই সমস্ত দ্রব্যের ধূপ দিলে চাতুর্থক জ্বর নাশ পায়। করবী, ভৃঙ্গরাজপত্র, লবণ, কুড়, কর্কট, এই সমস্ত দ্রব্য এবং তৈলের চতুর্গুণ গোমূত্র, সমুদায় দ্রব্য একত্র করিয়া তৈলপাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে পামা, বিচর্চ্চিকা ও কুষ্ঠব্রণ প্রভৃতি রোগ নাশ পায়। ১১-১৫

পিপ্পলী, মধুপান, মধুদ্রব্য-ভোজন অথবা দুগ্ধ ভোজন করিলে শীঘ্র প্লীহারোগ নাশ পায়। গোমূত্রের সহিত পিপ্পলী ও হরিদ্রা পেষণ করিয়া মলদ্বারে স্থাপন করিলে অর্শোরোগ নিবারিত হইয়া থাকে। শঙ্খচূর্ণ ও আদা পান করিলে প্লীহাদিরোগের শান্তি

১। অশ্বগন্ধাভয়া।

চিতায়াঃ খঞ্জরীটস্য বিষ্ঠা ফেনো হয়স্য চ । শোভাঞ্জনং চাসনেত্রং[1] নর এতৈস্তু ধূপিতঃ ।
অদৃশ্যস্ত্রিদশৈঃ সর্বৈঃ কিং পুনর্মানবৈঃ প্রিয় ॥ ৭

তিলতৈলং শবান্ দগ্ধ্বা মসীং কৃত্বা তু লেপয়েৎ ।
তেনৈব সহ তৈলেন অগ্নিদগ্ধঃ সুখী ভবেৎ ॥ ৮
লজ্জালুঃ শরপুঙ্খা চ লেপঃ স্যাজ্জোহগ্নিনাশনঃ ।

ওঁ নমো ভগবতে ঠ ঠ ছিন্ধি ছিন্ধি জ্বলনং প্রজ্বলিতং নাশয় নাশয় হুং ফট্ ॥ ৯
করে বদ্ধ্বা নির্গুণ্ড্যা মূলং ভয়হরং জয়ম্ ॥ ১০
মূলঞ্চ শ্বেতগুঞ্জায়াঃ কৃত্বা তৎ সপ্তখণ্ডকম্ । হস্তে বদ্ধং নাশয়েচ্চ অর্শাংস্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ১১
বিষ্ণুক্রান্তাজমূত্রেণ চৌর-ব্যাঘ্রাদিরক্ষণম্ ॥ ১২
ব্রহ্মদণ্ড্যাস্তু মূলানি সর্বকর্মাণি কারয়েৎ । ত্রিফলায়াস্তু চূর্ণন্তু সাজ্যং কুষ্ঠবিনাশনম্ ॥ ১৩

আজ্যং পুনর্নবাবিল্বৈঃ পিপ্পলীভিশ্চ সংস্কৃতম্ ।
হন্তে হিক্কাং শ্বাস-কাসং পীতং স্ত্রীণাঞ্চ গর্ভকৃৎ ॥ ১৪

ভক্ষয়েত্ত্বেবমাদীনি পয়সাজ্যেন পাচিতম্ । ঘৃতশর্করয়া যুক্তং শুক্রং স্যাদক্ষয়ং ততঃ ॥ ১৫

বিড়ঙ্গং মধুকং পাঠাং মাংসীং সর্জরসং তথা ।
হরিদ্রাং ত্রিফলাঞ্চৈবমপামার্গং মনঃশিলাম্ ॥ ১৬

চিতা, খঞ্জনপক্ষীর বিষ্ঠা, অশ্বফেন, সজিনা, চাসপক্ষীর নেত্র এই সমস্ত দ্রব্যে ধূপগ্রহণ করিলে সেই ব্যক্তি দেবগণেরও অদৃশ্য হইতে পারে মানুষের ত কথাই নাই। তিলতৈল রক্ষিত শব দগ্ধ করিয়া সেই ভস্মগ্রহণপূর্বক তিলতৈলের সহিত মসী প্রস্তুত করিবে। এই মসী লেপন করিলে অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তি সুস্থ হইতে পারে। লজ্জালুলতা ও শরপুঙ্খা এই দুই দ্রব্য পেষণপূর্বক তাহার সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে অগ্নিদাহের জ্বালা প্রশান্ত হয়। "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্বোক্ত কার্য্যসকল করিতে হয়। নিসিন্দার মূল হস্তে বন্ধন করিলে ভয়শান্তি হয়। শ্বেতগুঞ্জার মূল সপ্তখণ্ড করিয়া হস্তে বন্ধন করিলে নিশ্চয় অর্শোরোগ নাশ পায়। অপরাজিতার মূল ও ছাগমূত্র এই দুই দ্রব্য চৌরব্যাঘ্রাদির ভয় নিবারণ করে। ৭-১২

ব্রহ্মদণ্ডীর মূল সর্বকার্য্যসাধন করিয়া থাকে। ত্রিফলার চূর্ণ ঘৃতের সহিত সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ নাশ পায়। পুনর্নবা, বিল্ব ও পিপ্পলী এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে হিক্কা, শ্বাস ও কাসরোগ নষ্ট হয়। এই ঘৃত পান করিলে নারীর গর্ভগ্রহণ হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত দ্রব্যসকল দুগ্ধ কিংবা ঘৃতের সহিত পাক করিয়া ঘৃত ও শর্করা-সহযোগে পান করিলে তাহার কখনও শুক্রক্ষয় হয় না। বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, আকনাদি, জটামাংসী, ধুনা, হরিদ্রা, ত্রিফলা, অপামার্গ, মনঃশিলা, কুঙ্কুম ও জাইফল এই সকল দ্রব্য

১। চাসনেত্রং।

শ্বেতাপরাজিতামূলং পিপ্পলী-শুণ্ঠিকাযুতম্। পরিপিষ্টং শিরোলেপাচ্ছিরঃশূলবিনাশনম্ ॥ ৩৭

অরণ্টিকামূলপানাৎ তাম্রলোক্তা ভবেদ্ধি ন।
শিরোরোগহরং লেপাৎ গুঞ্জামূলং সকাঞ্জিকম্ ॥ ৩৮
নির্গুণ্ডিকাশিফাং[1] পীত্বা গণ্ডমালাবিনাশনম্ ॥ ৩৯
কেতকীশরণং ক্ষারং তৈলেন সহ ভক্ষয়েৎ।
তক্রেণ শরপুঙ্খাং বা পীত্বা প্লীহাং বিনাশয়েৎ ॥ ৪০

মাতুলুঙ্গস্য নির্যাসং গুড়াজ্যেন সমন্বিতম্। বাতপিত্তজশূলানি হন্তি বৈ পানযোগতঃ ॥ ৪১
শুণ্ঠীং সৌবর্চ্চলং হিঙ্গুং পীত্বা হৃদ্রোগনুৎ ॥ ৪২

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বৈদ্যশাস্ত্রেঽষ্টাশীত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৮ ॥

একোননবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ

গাং গং গণপতয়ে স্বাহা ইতি। অয়ং গণপতের্মন্ত্রো ধন-বিদ্যাপ্রদায়কঃ ॥ ১
ইমমষ্টসহস্রঞ্চ জপ্ত্বা বদ্ধা শিখাং ততঃ। ব্যবহারে জয়ং যাতি শতজাপান্নৃণাং প্রিয়ঃ ॥ ২
তিলানাং ঘৃতাক্তানাং কৃষ্ণানাং জপ্ত্বা হোময়েৎ। অষ্টোত্তরসহস্রন্তু রাজা বশ্যো ভবেদিতি ॥ ৩

শ্বেত অপরাজিতার মূল, পিপ্পলী, শুণ্ঠী এই সমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া শিরোলেপ করিলে শিরঃশূল নাশ পায়। অরণ্টিকা বৃক্ষের মূল পান করিলে টাক রোগ দূরীভূত হয়। কাঞ্জিক সহ গুঞ্জামূল পেষণ করিয়া মস্তকে লেপন করিলে শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। নিসিন্দাবৃক্ষের মূল পান করিলে গণ্ডমালারোগ প্রশমিত হয়। কেতকীশরের ক্ষার তৈলের সহিত কিম্বা শরপুঙ্খা তক্রের সহিত ভক্ষণ করিলে প্লীহারোগ নাশ করিতে পারে। লেবুবৃক্ষের রস ঘৃত ও গুড়ের সহিত পান করিলে বাতপিত্তজ শূলরোগ নাশ পায়। শুণ্ঠী, সৌবর্চল ও হিঙ্গু, এই সমস্ত দ্রব্য পান করিলে হৃদ্রোগ নষ্ট হয়। ৩৭-৪২

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বৈদ্যশাস্ত্রনামক অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৮ ॥

ঊননবত্যধিক শততম অধ্যায়

হরি কহিলেন,—"গঁ গণপতয়ে" এই গণপতিমন্ত্র ধন ও বিদ্যা প্রদান করে। উক্ত মন্ত্র অষ্টোত্তরসহস্র জপ করিয়া শিখাবন্ধন করিলে ব্যবহারে জয়লাভ হয়, উহা শতবার জপ করিলে সর্ব্বজনের প্রিয় হইতে পারা যায়। কৃষ্ণতিল ঘৃতাক্ত করিয়া উক্ত মন্ত্রে

১। শিফাং।

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যামুপোষ্যাভ্যর্চ্য বিঘ্নরাট্। তিলাক্ষতানাং জুহুয়াদষ্টোত্তরসহস্রকম্।
অপরাজিতঃ স্যাদ্ যুদ্ধে সর্বে তঞ্চ নিষেবিরে ॥ ৪
জপ্ত্বা চাষ্টসহস্রঞ্চ তদষ্টাষ্টশতেন হি। শিখাং বদ্ধা রাজকুলে ব্যবহারে জয়ো ভবেৎ ॥ ৫
হ্রীঙ্কারং সবিসর্গঞ্চ প্রাতঃকালে নরস্তু যঃ। স্ত্রীণাং ললাটে বিন্যস্য বশতাং নয়তি ধ্রুবম্ ॥ ৬
সুপবাহিতচিত্তেন মন্ত্র তু প্রসাধকে। শোকেকামাং কামিনীং কুর্য্যাৎ "অনঙ্গকলাকুলাম্" ॥ ৭
জপেদযুতং মন্ত্র শুচিঃ প্রযতমানসঃ। ভুক্তিমাত্রে সদা তস্য বশমায়াতি যোষিতঃ ॥ ৮
মনঃশিলাপত্রকঞ্চ গোরোচনকুঙ্কুমম্। এভিঃ কৃতে চ তিলকে[২] বশমায়াতি যোষিতঃ ॥ ৯

সহদেবা ভৃঙ্গরাজঃ শ্বেতাপরাজিতা বচা।
তেনৈব তিলকং কৃত্বা ত্রৈলোক্যং বশতাং নয়েৎ ॥ ১০

গোরোচনা মীনপিত্তমাভ্যাঞ্চ কৃতবর্ত্তিকাম্। যঃ পুমাংস্তিলকং কুর্য্যাদ্বামহস্তকনিষ্ঠয়া।
স করোতি বশং সর্বং ত্রৈলোক্যং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১
গোরোচনা মহাদেব কুঙ্কুমশোণিতভাবিতা। ততঃ কৃত্বাঞ্চ তিলকমিদং যং যং নিরীক্ষতে।
তৎক্ষণাৎ তং বশং কুর্য্যান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১২
নাগেশ্বরঞ্চ শৈলেয়ং ত্বক্‌পত্রঞ্চ হরীতকী। চন্দনং কুষ্ঠসংযুক্তা রক্তশালিসমন্বিতা।
এভির্ধূপো বশকরঃ স্মরবাণ ইবেশ্বরঃ ॥ ১৩

হোম করিবে; তিনদিন অষ্টোত্তরসহস্র হোম করিলে রাজা বশীভূত হন। অষ্টমী ও চতুর্দশীতে উপবাস করিয়া বিঘ্নরাজের পূজাপূর্বক তিল ও তণ্ডুল মিশ্রিত করিয়া অষ্টোত্তরসহস্র হোম করিবে। এই কার্য্যদ্বারা সর্বত্র বিজয়ী হইতে পারে, তাহাকে সকলে সেবা করিয়া থাকে। পূর্বোক্ত দশপঙ্ক্তির অষ্টোত্তরসহস্র জপ করিয়া পরে অষ্টোত্তরশত জপদ্বারা শিখাবন্ধন করিবে। এইরূপ কার্য্য করিলে রাজকুলে ও ব্যবহারে জয়লাভ হইয়া থাকে। ১-৫

প্রাতঃকালে স্ত্রীর ললাটে "হ্রীঃ" এই মন্ত্র লিখিলে সেই স্ত্রীকে বশীভূত করিতে পারা যায়। সংযতচিত্তে উক্ত মন্ত্র অভিমন্ত্রিত কামিনীর গৃহে নিক্ষেপ করিলে সে কামাতুরা হইয়া পুরুষের বশীভূতা হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্ত ও শুচি হইয়া উক্ত মন্ত্র দশ সহস্র জপ করে, সে ভুক্তিমাত্র স্ত্রীদিগকে বশীভূত করিতে পারে। মনঃশিলা, তেজপত্র, গোরোচনা, কুঙ্কুম এই সমস্ত একত্র পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে সেই পুরুষ সমস্ত নারীকে বশীভূত করিতে পারে। সহদেবী, ভৃঙ্গরাজ, শ্বেতাপরাজিতা ও বচ এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ললাটে তিলক করিলে ত্রিভুবন তাহার বশীভূত হয়। ৬-১০

গোরোচনা ও মৎস্য পিত্তদ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে; এই বর্ত্তি ঘর্ষণ করিয়া বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বারা তিলক করিলে সেই ব্যক্তি ত্রিজগৎ বশীভূত করিতে পারে, তাহাতে সন্দেহ

১। নাত্র কার্য্যা বিচারণা। ২। কৃততিলকস্য। ৩। ধাতু-।

রতিকালে মহাদেব পার্ব্বতীপ্রিয় শঙ্কর।
নিজশুক্রং গৃহীত্বা তু বামহস্তেন যঃ পুমান্।
কামিনীচরণং বামং লিপেত্তু স্যাৎ স্ত্রিয়াঃ প্রিয়ঃ॥ ১৪
সৈন্ধবঞ্চ মহাদেব পারাবতমলং মধু। এভির্লিপ্তস্তু লিঙ্গং বৈ কামিনীবশকৃদ্ভবেৎ॥ ১৫
পুষ্পাণি পঞ্চ রক্তানি গৃহীত্বা যানি কানি চ।
তৎসমং চ প্রিয়ঙ্গুঞ্চ পেষয়েদেকযোগতঃ।
অনেন লিপ্তলিঙ্গস্তু কামিনী বশতামিয়াৎ॥ ১৬
হয়গন্ধা চ মঞ্জিষ্ঠা মালতীকুসুমানি চ।
শ্বেতসর্ষপ এতৈস্তু লিপ্তলিঙ্গঃ স্ত্রিয়াঃ প্রিয়ঃ॥ ১৭
মূলন্তু কাকজঙ্ঘায়া দুগ্ধপীতস্তু শোথনুৎ॥ ১৮
অশ্বগন্ধা-নাগবলা-গুড়-মাষনিষেবিণঃ। রূপং ভবেদ্ যথা তরুণযৌবনচারিণাম্॥ ১৯
লৌহচূর্ণমধুযুক্তং ত্রিফলাচূর্ণমেব বা। মধুনা লেহিতং হন্তি পরিণামাখ্যশূলনুৎ॥ ২০
ক্বথিতোদকপানঞ্চ শম্বুকক্ষারকং তথা। মূলকং ভূমিদগ্ধং গব্যাজ্যেন সমন্বিতম্।
পীতং হৃৎপৃষ্ঠশূলানাং ভবেন্নাশকরং শিব॥ ২১

নাই। হে হর! গোরোচনা, শুক্র ও শোণিত একত্র করিয়া কপালে তিলক করিবে; নারী এইরূপ তিলক করিয়া যাহার প্রতি বিলোকন করিবে, তাহাকেই বশীভূত করিতে পারে; ইহাতে সন্দেহ নাই। নাগেশ্বর, শৈলেয়, দারুচিনি, তেজপত্র, হরিতকী, রক্তচন্দন, ক্ষুদ্র ছোট এলাচ ও রক্তশালি এই সমস্ত একত্র করিয়া ধূপ দিবে। যেমন মহেশ্বর কামবাণে বশীভূত হইয়াছিলেন, সেইরূপ লোকসকল এই ধূপ দ্বারা বশীভূত হইয়া থাকে। হে শঙ্কর! রতিকালে নিজ শুক্র বামহস্তে গ্রহণপূর্ব্বক কামিনীর বাম চরণ প্রলিপ্ত করে, সে সেই নারীর চির প্রিয় হয়। সৈন্ধব, পারাবতের মল ও মধু একত্র করিয়া তদ্দ্বারা লিঙ্গ প্রলিপ্ত করিলে যুবতী জনের প্রিয় হইতে পারে। ১১-১৫

যে কোন রকমের পাঁচটি রক্তবর্ণ পুষ্প এবং তৎসম পরিমাণ প্রিয়ঙ্গু লইয়া একত্র পেষণ করিবে। ইহা দ্বারা লিঙ্গ প্রলিপ্ত করিলে কামিনীগণ বশীভূত হয়। অশ্বগন্ধা, মঞ্জিষ্ঠা, মালতীপুষ্প ও শ্বেত সর্ষপ মিলিত করিয়া তদ্দ্বারা লিঙ্গ লেপন করিলে স্ত্রীজনের প্রিয় হইয়া থাকে। কাকজঙ্ঘামূল দুগ্ধের সহিত পান করিলে শোথরোগ নাশ পায়। অশ্বগন্ধা, গোক্ষুর, চাকুলিয়া, গুড়, মাষকলাই, এই সমস্ত দ্রব্য সেবন করিলে নবীন যুবার ন্যায় রূপ ও যৌবন হইয়া থাকে। লৌহচূর্ণ ত্রিফলাচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে পরিণামশূল নাশ পায়। ১৬-২০

শম্বুকক্ষারের ক্বাথজল পান করিলে অথবা মূলক অগ্নিদগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম গব্যঘৃতের সহিত পান করিলে হৃচ্ছূল ও পৃষ্ঠশূল নাশ পায়। হিঙ্গু, সৌবর্চ্চল, শুণ্ঠী ইহারা মহৌষধ-

হিঙ্গু-সৌবর্চ্চলং শুণ্ঠী যবক্ষারং মহৌষধম্ ।
এভিস্তু কথিতং বারি পীতং বৈ সর্ব্বশূলহৃৎ ॥ ২২
অপামার্গস্য বৈ মূলং সামুদ্রলবণান্বিতম্ ।
আমাজিতজীর্ণস্য শূলস্য ব্যাধিমর্দ্দনম্ ॥ ২৩
বটরোহাঙ্কুরো কল্কস্তণ্ডুলোদকবর্ত্তিতঃ ।
পীতঃ সতক্রোঽতিসারং ক্ষয়ং নয়তি শঙ্কর ॥ ২৪
অঙ্কোটমূলকর্ষার্দ্ধং পিষ্টং তণ্ডুলবারিণা ।
সর্ব্বাতিসারগ্রহণীং পীতং হরতি বৃষভ ॥ ২৫
মরীচ শুণ্ঠী-কুটজত্বক্চূর্ণং গুড়ান্বিতম্ ।
ক্রমাৎ দ্বিগুণিতং পীতং গ্রহণীব্যাধিনাশনম্ ॥ ২৬

শ্বেতাপরাজিতামূলং হরিদ্রাসিক্থতণ্ডুলম্ । অপামার্গত্রিকটুকমেষাঞ্চ বটিকাং পিব ।
বিসূচিকামহাব্যাধিং হরত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ২৭
ত্রিকটু ত্রিফলা চৈব শিলাজতু হরীতকী । একৈকমেষাং চূর্ণঞ্চ মধুনা চ বিমিশ্রিতম্ ।
পীতং সর্ব্বঞ্চ মেহঞ্চ ক্ষয়ং নয়তি শঙ্কর ॥ ২৮

অর্কক্ষীরং প্রস্থমেকং তিলতৈলং তথৈব চ ।
মনঃশিলাখটীভ্যাঞ্চ সিন্দূরস্য পলং পলম্ ॥ ২৯
চূর্ণং কৃত্বা তাম্রপাত্রে ভানুতাপৈঃ শোষয়েৎ ততঃ ।
পীতং বস্তীপয়ঃ ক্ষীরং সৈন্ধবং মূত্রকৃচ্ছ্রহৃৎ ॥ ৩০

অনুবাদ : এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথজল পান করিলে সর্ব্ববিধ শূলরোগ নষ্ট হয়। অপামার্গের মূল ও সমুদ্রলবণ একত্র করিয়া ভক্ষণ করিলে অজীর্ণজনিত শূল বিনাশ পায়। বটের অঙ্কুর তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া ঘোলের সহিত পান করিলে অতিসাররোগ বিনষ্ট হয়। অঙ্কোটবৃক্ষের মূল একতোলা তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে সর্ব্ববিধ অতিসার ও গ্রহণী-রোগ সংহরণ করে। ২১-২৫

মরীচ একভাগ, শুণ্ঠী দুইভাগ, কুটজের ছাল চারিভাগ, এই সমস্ত চূর্ণ করিয়া গুড়ের সহিত পান করিলে গ্রহণীরোগ প্রশান্ত হয়। শ্বেতাপরাজিতার মূল, হরিদ্রা, মোম, তণ্ডুল, অপামার্গ, ত্রিকটু এই সমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া বটিকা করিবে। এই বটিকা সেবনে বিসূচিকারোগ নষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। ত্রিফলা, ত্রিকটু, শিলাজতু ও হরীতকী ইহাদিগের চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে সর্ব্ববিধ প্রমেহরোগ ক্ষয় পায়। আকন্দের ক্ষীর চারিসের, তিল তৈল চারিসের, খড়ি, মনঃশিলা ও সিন্দুর প্রত্যেক এক একপল (৮ তোলা), এই সমুদায় একত্র করিয়া তাম্রপাত্রে রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। ছাগের ক্ষীর ও সৈন্ধবের সহিত এই ঔষধ পান করিলে মূত্ররোগ নাশ পায়। ২৬-৩০

ত্রিকটু ত্রিফলালক্তং তিলতৈলং তথৈব চ । মনঃশিলা বিল্বপত্রং জাতীপুষ্পং যবাপরঃ ॥ ৩১
অজামূত্রং শঙ্খনাভিশ্চ চন্দনং ঘর্ষয়েৎ ততঃ । এতৈশ্চ বর্ত্তিকাং কৃত্বা অঞ্জনীং চাঞ্জয়েৎ ততঃ ।
হন্যতে পটলং কাচং পুষ্পঞ্চ তিমিরাদিকম্ ॥ ৩২
বিভীতকস্য বৈ চূর্ণং সমধু কাসনাশনম্ ॥ ৩৩
পিপ্পলী ত্রিফলাচূর্ণং মধুসৈন্ধবসংযুতম্ । সর্ব্বজ্বর-শ্বাস-শোষ-পীনসহৃদ্ভবেৎ ॥ ৩৪
মেষশৃঙ্গ্যাস্তু বৈ চূর্ণমজামূত্রেণ ভাবয়েৎ । একবিংশতি বৈ বারানক্ষিণী তেন চাঞ্জয়েৎ ।
রাত্র্যন্ধতা পটলতা নশ্যেদ্বিলোমতা তথা ॥ ৩৫
পিপ্পলী কেতকং কুষ্ঠ হরিদ্রামলকং বচা । সর্ব্বাক্ষিরোগা নশ্যন্তি ক্ষীরপেষণাৎ ততঃ ॥ ৩৬
কাকজঙ্ঘা শিগ্রুমূলং মুখেন বিধৃতং পিব । চর্ব্বিতা দন্তরোগাণাং[১] বিনাশো হি ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নানাযোগকথনং নামৈকো
ননবত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৯ ॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, আলতা, তিল তৈল, মনঃশিলা, বিল্বপত্র, জাতীপুষ্প, কাসমন্দ, ছাগমূত্র, শঙ্খনাভি ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্য পেষণপূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে পটল, কাচ, পুষ্প ও তিমিরাদি চক্ষুরোগ নাশ পায়। বহেড়ার চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে কাসরোগ নষ্ট হয়। পিপ্পলী ও ত্রিফলাচূর্ণ মধু ও সৈন্ধবের সহিত সেবন করিলে সর্ব্ববিধ জ্বর, শ্বাস, শোষ, পীনস-প্রভৃতি রোগ নাশ পায়। মেষশৃঙ্গী চূর্ণ করিয়া ছাগমূত্রে একবিংশতিবার ভাবনা দিবে। তৎপরে এই ঔষধদ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন করিলে রাত্র্যন্ধতা, পটল ও রোমপাতন প্রভৃতি চক্ষুরোগ নাশ পায়। পিপ্পলী, কেতকীপুষ্প হরিদ্রা, আমলকী ও বচ এই সমস্ত দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে সর্ব্ববিধ চক্ষুরোগ নাশ পায়। কাকজঙ্ঘা ও শজিনার মূল মুখে ধারণ করিলে কিংবা চর্ব্বণ করিলে দন্তকীট নাশ পাইয়া থাকে। ৩১-৩৭

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নানাযোগকথন নামক ঊননবত্যধিক
শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৯।

১। দন্তকীটানাং।

নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ

পীতং সারং গুড়ূচ্যাশ্চ মধুনা চ প্রমেহনুৎ ।
পীতং গোরক্ষিকামূলং তিলমধ্বাজ্যসংযুতম্ ॥ ১

নিরুদ্ধমূত্রং কথিতং নিবর্ত্তয়তি শঙ্কর । তথা হিক্কা হরেৎ পীতং সৌবর্চ্চলযুতঞ্চ বৈ ॥ ২
গোরক্ষ-কর্কটীমূলং পিষ্টং বাস্তোদকেন চ । পীতং দিনত্রয়েণৈব নাশয়েদশ্ম[1]শর্করাম্ ॥ ৩
পিষ্টং[2]চৈব মালতীমূলং গ্রীষ্মকালে সমাহিতম্ । সাধিতং ছাগদুগ্ধেন পীতং শর্করয়ান্বিতম্ ।
হরেন্মূত্রনিরোধঞ্চ হরেদ্বৈ পাণ্ডুশর্করাম্ ॥ ৪
অশ্বগন্ধ্যাশ্চ বৈ মূলং পিষ্টং তণ্ডুলবারিণা । গণ্ডমালাং হরেল্লেপাৎ ক্ষুদ্রক-গলগণ্ডকৌ ॥ ৫
রসাঞ্জনং হরীতক্যাশ্চূর্ণং তেনৈব গুণ্ঠনাৎ । নশ্যেদ্বৈ পুরুষব্যাধীন্ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৬
করবীরমূললেপাল্লেপাৎ পূগফলস্য চ । পুংব্যাধির্নশ্যতে হ্যত্র যোগমন্যং বদাম্যহম্ ॥ ৭
শমীমূলং হরিদ্রা চ চিত্রকং তস্য লেপনাৎ । ভগন্দরবিনাশঃ স্যাদন্যং যোগং বদাম্যহম্ ॥ ৮
জলৌকামস্তকক্ষারং ভগন্দরমুখাগতে[3] । ত্রিফলাজলযুক্তেন মার্জারাস্থিবিলেপিতম্ ॥ ৯
ভগো ন জায়তে হ্যত্র নাত্র কার্য্যা বিচারণা । হরিদ্রাদেবদারুশ্চ মুহুঃ ক্ষীরেণ ভাবিতা ॥ ১০

হরি বলিলেন,—গুড়ূচীর সার মধুর সহিত পান করিলে প্রমেহরোগ নষ্ট হয়। গোরক্ষিকামূলের ক্বাথ করিয়া তিল, মধু ও ঘৃতসংযোগে পান করিলে মূত্ররোধ শান্তি হয়; ঐ ক্বাথ সৌবর্চ্চলের সহিত পান করিলে হিক্কারোগ নাশ পায়। গোরক্ষকর্কটীর মূল পেষণ করিয়া বাস্তুকের সহিত পান করিলে তিন দিনে শর্করারোগ নাশ পায়। গ্রীষ্মকালে মালতীমূল ছাগদুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া শর্করার সহিত পান করিলে মূত্ররোধ, শর্করা ও পাণ্ডুরোগ নিবারিত হয়। অশ্বগন্ধার মূল তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলে গণ্ডমালা গলগণ্ড ও ক্ষুদ্ররোগ নাশ পাইয়া থাকে। ১-৫

রসাঞ্জন ও হরীতকী চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা অবগুণ্ঠন করিলে পুরুষাঙ্গগত সর্ব্ববিধ ব্যাধিশান্তি হয়; ইহার অন্যথা হয় না। করবীর মূল ও গুবাকের ফল পেষণ করিয়া লেপন করিলে পুরুষাঙ্গের সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিবারিত হয়। এক্ষণে অন্য যোগ বলিতেছি। ৬-৭

শমীমূল, হরিদ্রা, চিতা, এই সমস্ত একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ভগন্দররোগ নাশ পায়। জলৌকার মস্তক ক্ষার নির্ম্মাণ করিয়া লেপ দিলে ভগন্দররোগ উপশান্ত হয়। ত্রিফলা ও বিড়ালের অস্থি একত্র জলের সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলে ভগন্দর

১। নাশয়েৎ কষ্ট। ২। পীতং। ৩। ভগন্দরবিনাশনম্।

একনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ

হস্তিকর্ণস্য বৈ মূলং গৃহীত্বা[১] চূর্ণয়েদ্বুধ। সর্ব্বরোগবিনির্ম্মুক্তং চূর্ণং পলমাত্রং পিব ॥ ১
সক্ষীরং ভক্ষিতং কুর্য্যাৎ সপ্তাহেন বৃষধ্বজ। নরঃ শ্রুতিধরং স্যাৎ মৃগেন্দ্রসদৃশবিক্রমম্ ॥ ২
পদ্মরাগপ্রতীকাশং বৃদ্ধং দশশতায়ুষা। ষোড়শাব্দাকৃতিং তত্র সততং দুগ্ধভোজনাৎ ॥ ৩
মধু-সর্পিঃসমাযুক্তং শতমায়ুষ্করং ভবেৎ। তচ্চূর্ণং মধুনা সার্দ্ধং দশবর্ষসহস্রকম্।
কুর্য্যান্নরং শ্রুতিধরং প্রমদাজনবল্লভম্ ॥ ৪
দধ্না নিত্যং ভক্ষিতস্তু বজ্রদেহকরং ভবেৎ। কেশবৃদ্ধিসমাযুক্তং নরং বর্ষসহস্রিণম্ ॥ ৫

তচ্চ কাঞ্জিকসংযুক্তং নরং কুর্য্যাচ্চ ভক্ষিতম্।
শতবর্ষং দিব্যদেহং বলীপলিতবর্জ্জিতম্ ॥ ৬

কল্কং ত্রিফলয়া যুক্তং চক্ষুষ্যং করোতি বৈ। অন্ধঃ পশ্যেৎ তু চূর্ণস্য সাজ্যস্যৈব তু ভক্ষণাৎ ॥ ৭
মহিষীক্ষীরসংযুক্তপ্রলেপঃ কৃষ্ণকেশকৃৎ। খল্বাটস্য চ বৈ কেশা ভবন্তি বৃষভধ্বজ ॥ ৮
তৈলযুক্তেন চূর্ণেন বলী-পলিতনাশনম্। তদুদ্বর্ত্তনযোগেন সর্ব্বরোগৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৯
সচ্ছাগক্ষীরচূর্ণেন দৃষ্টিঃ স্যান্মাসতোঽঞ্জনাৎ ॥ ১০

হরি বলিলেন,—হস্তিকর্ণপলাশের পত্র চূর্ণ করিয়া দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করিলে সপ্তাহ-মধ্যে সর্ব্বরোগ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। উক্ত ঔষধের পূর্ণমাত্রা একপলপরিমাণ। এই ঔষধ সেবনে মনুষ্য শ্রুতিধর হইতে পারে, তাহার শক্তি বিক্রম মৃগেন্দ্রের ন্যায় হয়, পদ্মরাগের ন্যায় শরীরকান্তি হয়, সহস্রবর্ষ জীবিত থাকে; এই ঔষধ সেবন করিয়া দুগ্ধপান করিলে বৃদ্ধ মনুষ্যও ষোড়শবর্ষীয় যুবার ন্যায় আকৃতিধারণ করে; মধু ও ঘৃতের সহিত ভক্ষণ করিলে শতমায়ু বৃদ্ধি হয়, উক্ত হস্তিকর্ণপলাশের পত্রচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে দশসহস্রবর্ষ জীবিত থাকে, সেই পুরুষ শ্রুতিধর ও প্রমদাজনের অতি প্রিয়পাত্র হয়। দধির সহিত সেবন করিলে তাহার দেহ বজ্রতুল্য হয়, কেশবৃদ্ধি হয়, সে ব্যক্তি সহস্রবর্ষ জীবিত থাকে। ১-৫

কাঁজির সহিত পান করিলে দিব্যদেহে বলীপলিতাদি বৃদ্ধচিহ্ন-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া শতবর্ষ বাঁচিতে পারে; ত্রিফলাচূর্ণের সহিত ভক্ষণ করিলে চক্ষুর জ্যোতির্ব্বৃদ্ধি হয়; ঘৃতের সহিত সেবনে অন্ধব্যক্তি দর্শন করিতে পারে; মহিষ দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া লেপন করিলে শুক্লকেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহাদ্বারা খল্বাটরোগীর কেশ উৎপন্ন হয়। ঐ চূর্ণ তৈলের সহিত সেবন করিলে বলীপলিতাদি নাশ পায়; ঐ চূর্ণ গাত্রে উদ্বর্ত্তন করিলে সর্ব্বরোগ হইতে মুক্ত হয়। ছাগদুগ্ধের সহিত অঞ্জন করিলে মাসমধ্যে দৃষ্টিশক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। ৬-১০

১। হস্তিকর্ণপলাশস্য পত্রাণি।

পলাশস্য চ বীজানি শ্রাবণে নিস্তুষাণি চ। গৃহীত্বা নবনীতেন তেষাং চূর্ণঞ্চ ভক্ষয়েৎ ॥ ১১
কর্ষার্দ্ধমেকং সেবেত[1] নত্বা নিত্যং হরিং প্রভুম্। ষষ্টিপুরাণধান্যস্য পথ্যমন্নং জলবর্জিতং হব।
জীবেদ্বর্ষসহস্রাণি বলীপলিতবর্জ্জিতঃ ॥ ১২
কুরণ্টকস্য বৈ মূলং পুষ্যর্ক্ষে তু সমাহৃতম্। বিস্তারপলমাত্রন্তু[2] সক্ষৌদ্রঞ্চ ভক্ষয়েৎ ॥ ১৩
মাসমাত্রপ্রয়োগেণ বলীপলিতবর্জ্জিতঃ। শতানি পঞ্চ জীবেচ্চ নরো নাগবলো ভবেৎ।
ভবেচ্চ স্থবিরো রূপ পুষ্যর্ক্ষে চৈব ভক্ষণাৎ ॥ ১৪

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নানাযোগকথনং নামৈকনবত্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯১ ॥

দ্বিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ

নির্ব্রণঃ স্যাৎ পুষ্যহীনো প্রহারো ঘৃতপূরিতঃ। অপামার্গস্য বৈ মূলং হস্তাভ্যাং বিমর্দ্দিতম্।
তদ্রসেন প্রহারস্য রক্তস্রাবো ন পূরণাৎ ॥ ১

শ্রাবণমাসে পলাশের বীজগ্রহণ করিয়া তাহাকে তুষহীন করিবে। তৎপরে ঐ বীজ চূর্ণ করিয়া নবনীতের সহিত ছয়মাস যাবৎ ভক্ষণ করিবে। ভক্ষণের পরিমাণ এক তোলা। হরিকে নমস্কার করিয়া এই ঔষধ সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া পুরাতন ষষ্টিধান্যের অন্ন পথ্য করিবে; এই ঔষধ সেবনে জলপান করিবে না। ইহাতে সেই ব্যক্তি বলীপলিতাদিহীন হইয়া সহস্রবর্ষ জীবিত থাকিতে পারে। বিস্তার-পলপ্রমাণ 'কুরণ্টকের' মূল, পুষ্যানক্ষত্রে উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করত ক্ষৌদ্রের সহিত পান করিলে মাসমধ্যে বলীপলিত-বর্জিত হইয়া পঞ্চশতবর্ষ জীবিত থাকিতে পারে। এই ঔষধ সেবনে পুরুষ হস্তীর ন্যায় বলশালী হয়। উক্ত ঔষধ পুষ্যানক্ষত্রে সেবন করিলে মানব স্থবির হইতে পারে। ১১-১৪

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নানাযোগ কথন নামক একনবত্যধিক-
শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯১।

দ্বিনবত্যধিক শততম অধ্যায়

হরি বলিলেন,—ব্রণমধ্যে ঘৃতপূরণ করিয়া রাখিলে শীঘ্র সেই ক্ষত নাশ পায়।

১। কর্ষার্দ্ধমেকং ষণ্মাসমিতি পাঠান্তরম্। ২। পুষ্যেণ বৈ তদর্দ্ধক।

কণ্ঠ লাঙ্গলিকামূলং হিঙ্গলস্য তথৈব চ। তেন ব্রণমুখং লিপ্তং শল্যো নিঃসরতি ক্ষণাৎ।
চিরকালপ্রবিষ্টোঽপি তেন মার্গেণ শঙ্কর ॥ ২

বালমূলং মেষশৃঙ্গী-মূলং বা বারিপেষিতম্।
তেন লিপ্তং চিরং জাতং নাড়ীব্রণং প্রণশ্যতি ॥ ৩

মাহিষদধিযুক্তেন শঙ্কর কোদ্রবতণ্ডুলম্। কম্বুমূলস্য বৈ চূর্ণং দত্তং নাড়ীব্রণাপহম্ ॥ ৪

ব্রহ্মযষ্টিফলং পিষ্টং বারিণা তেন লেপিতম্।
তেন দুষ্টং রক্তদোষঃ প্রশাম্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫

যবভস্ম বিড়ঙ্গঞ্চ গন্ধপাষাণমেব চ। শুণ্ঠিরেষাঞ্চৈব চূর্ণং ভাবিতং রুধিরেণ বৈ।
কৃকলাসস্য তল্লিপ্তং বিদ্রধিং নাশয়েচ্ছিব ॥ ৬
শোভাঞ্জনস্য মূলঞ্চ অতসীযমিনা সহ। গৌরসর্ষপযুক্তানি সর্বাণ্যেতানি শঙ্কর।
পিষ্টান্যম্লতক্রেণ গ্রন্থিকং নাশয়েচ্ছিব ॥ ৭
শ্বেতাপরাজিতামূলং পিষ্টং তণ্ডুলবারিণা। তেন নস্যপ্রদানাৎ স্যাদ্ভূতগ্রহস্য বিজ্বরঃ।
অগস্ত্যপুষ্পরসং বৈ মরীচৈশ্চ মৃগহৃৎ। ৯
ভুজঙ্গবর্ম বৈ হিঙ্গু নিম্বপত্রাণি চৈব যবাঃ। গৌরসর্ষপ এভিঃ স্যাল্লেপো ভূতহরঃ শিব ॥ ১০
গোরোচনা মরীচানি পিপ্পলী সৈন্ধবং মধু। অঞ্জনং কুরুতেভিঃ স্যাদ্ গ্রহভূতহরং শিব ॥ ১১

অপামার্গের মূল উভয় হস্তে মর্দন করত সেই রস কর্ণস্থানে পূরণ করিলে রক্তস্রাব নিবারিত হয়। লাঙ্গলিবৃক্ষ ও হিঙ্গলবৃক্ষের মূল একত্র পেষণ করিয়া ব্রণমুখ লেপন করিলে ব্রণমধ্যগত শল্যকণ্টকাদি বহির্গত হয়। ইহাতে চিরকাল প্রবিষ্ট শল্যও নিঃসারিত হইয়া থাকে। বালামূল ও মেষশৃঙ্গীর মূল জলে মর্দন করিয়া ব্রণে লেপ দিলে চিরকালীন নাড়ীব্রণ আরোগ্য হয়। কোদ্রবার মহিষদধির সহিত তক্ষণপূর্বক শাকমিনারার মূল চূর্ণ করত ব্রণে প্রদান করিলে নাড়ীব্রণ শান্তি হয়। জলের সহিত ব্রহ্মযষ্টি ফলদ্বারা পেষণ করিয়া ব্রণস্থানে লেপন করিলে নিঃসংশয় রক্তদোষ প্রশান্ত হয়। যবভস্ম, বিড়ঙ্গ, গন্ধপাষাণ ও শুণ্ঠী এই সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া কৃকলাসের রক্তদ্বারা ভাবনা দিবে। এই ঔষধ লেপন করিলে বিদ্রধিরোগ শান্ত হয়। ১-৬

সজিনার মূল, তিসি, বনিলা, শ্বেতসর্ষপ এই সমস্ত দ্রব্য একত্র অম্লতক্রের সহিত পেষণপূর্বক লেপন করিলে গ্রন্থিকরোগ নাশ পায়। শ্বেতাপরাজিতার মূল তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণপূর্বক নস্যগ্রহণ করিলে ভূতোপদ্রব শান্তি হইয়া থাকে। বকপুষ্পের রস ও মরিচ একত্র পেষণপূর্বক নস্যগ্রহণ করিলে মৃগরোগ নিবারিত হয়। সাপের খোলস, হিঙ্গু, নিম্বপত্র, যব, শ্বেতসর্ষপ, এই সকল একত্র পেষণপূর্বক লেপন করিলে ভূতাবেশ দূর হয়। গোরোচনা, মরীচ, পিপ্পলী, সৈন্ধব, মধু, এই সমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া অঞ্জন করিলে গ্রহভূতাদিদোষ শান্তি হয়। ভল্লূক ও পেচকের পুচ্ছ একত্র করিয়া

...কপুষ্পাভ্যাং ধূপাদ্ গ্রহহরো ভবেৎ। চাতুর্থকজ্বরৈর্মুক্তো কৃষ্ণবস্ত্রাবগুণ্ঠিতঃ। ১২

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নানাযোগকথনং
নাম দ্বিনবত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ। ১৯২।

ত্রিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ

শ্বেতাপরাজিতাপুষ্প-রসেনাক্ষ্ণোঃ প্রপূরণে। পটলং নাশমায়াতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা। ১
মূলং গোক্ষুরকস্যৈব চর্ব্বিত্বা নীললোহিত। দন্তকীটব্যথা নশ্যেৎ কামাসুরবিমর্দ্দন[1]। ২
নারী পুষ্পাদি লেপিত্বা গোক্ষীরেণোপবাসতঃ। শ্বেতার্কস্য তু বৈ মূলং ভক্ষ্যাদ্‌গুল্মনুৎ। ৩
শ্বেতার্কপুষ্পং বিধিনা গৃহীতং পূর্ব্বমন্ত্রিতম্। ঋতুস্নাতা চ ললনা কটৌ বদ্ধা নরোঽথবা[2]।
নারী পুত্রং হি লভতে সুরতে বৃষভধ্বজ। ৪
ধবমূলং পলাশস্য অপামার্গস্য বা হর। মূলং সর্ব্বজ্বরহরং ভূতপ্রেতাদিনুদ্ভবেৎ। ৫
পীতং বৃশ্চিকমূলস্য পর্য্যুষিতজলেন বৈ। দাহং বিনাশয়েচ্ছীঘ্র-মঞ্জসা পরমেশ্বর। ৬
শিখায়াঞ্চৈব তদ্বদ্ধং ভবেদৈকাহিকাদিনুৎ। এতৎ সকাঞ্জিকং পীতং কৃচ্ছ্রমূত্রাদিনুৎ।
তাম্রোদকেন পীতং তদ্বৃশ্চিকবিষহরং[3] ভবেৎ। ৭

ধূপপ্রদান করিলে গ্রহদোষ শান্তি হয়। আর কৃষ্ণবস্ত্রদ্বারা অবগুণ্ঠন করিয়া উহাদ্বারা ধূপ দিলে চাতুর্থকজ্বর নাশ পায়। ৭-১২

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নানাযোগ কথন নামক
দ্বিনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯২।

ত্রিনবত্যধিক শততম অধ্যায়

হরি বলিলেন,—শ্বেতাপরাজিতাপুষ্পের রস চক্ষুতে পূরণ করিলে পটলাদি চক্ষুরোগ নাশ পায়। গোক্ষুরমূল চর্ব্বণ করিলে দন্তকীট ও দন্তব্যথা নাশ পায়। নারী স্বীয় রক্ত দ্বারা শ্বেতাকন্দের মূল লেপন করিয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করিবে। তারপর উপবাসপূর্ব্বক এই ঔষধ সেবন করিলে গুল্মরোগ শান্তি হয়। পূর্ব্বদিন শ্বেত আকন্দের পুষ্প অভিমন্ত্রিত করিয়া রাখিবে, পরে যথাবিধি সেই পুষ্প গ্রহণ করিবে। পরে ঋতুস্নাতা নারী ঐ পুষ্প কটিতে ধারণ করিলে পুত্রপ্রসব করিতে পারে। পলাশ ও অপামার্গের মূল হস্তে বন্ধন করিলে সর্ব্ববিধ জ্বর ও ভূতপ্রেতাদি দোষ শান্তি হয়। ১-৫

বৃশ্চিকমূল বাসিজলের সহিত পান করিলে দাহজ্বর নাশ পায়। বৃশ্চিক মূল শিখাতে

১। দন্তা মূলাসুরবিমর্দ্দন। ২। প্রসূয়তে। ৩। তৎ সর্ববিষহরং।

যস্ত কন্যাতুকামূলং পীয়তে চ যথেচ্ছয়া ।
সার্দ্ধং স বৈরং সংযাতি পুমান্ স্ত্রী বা ন সংশয়ঃ ॥ ৮
পিষ্ট্বা ধবাম্বুতেনৈব পাঠামূলং পিবেত্তু যঃ ।
সর্ব্বং বিষং বিনশ্যেত নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৯
শাকোটকদ্ভবং মূলং শিরীষস্য যথা তথা । অঙ্কচিত্রকমূলস্য রসস্য কর্ণপূরণে ।
কর্ণয়োঃ কামলাব্যাধি-নাশঃ স্যান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০
শ্বেতকোকিলাক্ষমূলং ছাগীক্ষীরেণ সংযুতম্ ।
ত্রিসপ্তাহেন বৈ পীতং জ্বররোগং জয়েৎ সদা ॥ ১১
নারিকেলস্য বা পুষ্পং ছাগীক্ষীরেণ সংযুতম্ । পিবেত্ত্রিবিধস্য বাতরক্তো বিনশ্যতি ॥ ১২
কুর্য্যাৎ সুবর্ণমামূলং মালেন সূত্রবেষ্টিতম্ । কণ্ঠবদ্ধং আহ্নিকাদি-গ্রহভূতবিনাশনম্ ॥ ১৩
পুষ্যে ধবলগুঞ্জায়া গৃহীতং মূলমুত্তমম্ । মুখে তু নিহিতং কর্ম্ম হরেৎ সর্ব্ববিষং বহু ॥ ১৪
হস্তে বদ্ধং কাণ্ডমূলং কণ্ঠে বদ্ধং গ্রহাদিহৃৎ । কৃষ্ণায়াঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং কটিবদ্ধং সমাহৃতম্ ।
সিংহাদিশ্বাপদাভীতিং হরেত্তু নীললোহিত ॥ ১৫
বিষ্ণুক্রান্তামূলমীশ কর্ণবদ্ধং ধারয়েৎ । পট্টসূত্রেণ কুম্ভীর মকরাদিভয়ং ন বৈ ॥ ১৬

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বৈদ্যশাস্ত্রং নাম
ত্রিনবত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৩ ॥

ধারণ করিলে ঐকাহিকজ্বর নাশ পায়। ঐ মূল বাসিজলের সহিত পান করিলে সর্ব্ববিধ বিষদোষ হরণ করে। স্ত্রী কিম্বা পুরুষ যাহার হস্তে স্বীয় রক্তের সহিত কন্যাতুলকার মূলপ্রদান করা যায়, তাহাদিগের মধ্যে মহান্ বৈরভাব হইয়া থাকে। আকনাদির মূল পেষণ করিয়া ধবাম্বুতের সহিত পান করিলে সর্ব্বপ্রকার বিষবিনাশ হয়, ইহার অন্যথা হয় না। শিরীষবৃক্ষের মূল বাসিজলের সহিত পান করিলেও বিষদোষ নাশ পায়। অঙ্কচিতার মূলের রস কর্ণে পূরণ করিলে কামলারোগ বিনষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। ৮-১০

শ্বেত কুলেখাড়ার মূল ছাগীদুগ্ধের সহিত পান করিলে তিন সপ্তাহ মধ্যে জ্বররোগ নাশ পায়। নারিকেল পুষ্প ছাগীদুগ্ধের সহিত পান করিলে ত্রিবিধ বাতরক্ত রোগ নষ্ট হয়। সুবর্ণমামূল মালার মধ্যে করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলে আহ্নিক জ্বর ও গ্রহভূতাদিদোষ নাশ পায়। শ্বেতগুঞ্জার মূল পুষ্যানক্ষত্রে তুলিয়া ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার বিষ বিনষ্ট হয়। শ্বেতগুঞ্জার মূল হস্তে বা কণ্ঠে ধারণ করিলে গ্রহদোষাদি নিবারণ হয়। ঐ মূল কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে আহরণ করিয়া কটিতে ধারণ করিলে সিংহাদি হিংস্রজন্তুর ভয় নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। অপরাজিতার মূল পট্টসূত্রদ্বারা কর্ণে ধারণ করিলে মকরাদি জলজন্তুর ভয় থাকে না। ১১-১৬

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বৈদ্যশাস্ত্র নামক ত্রিনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯৩ ॥

চতুর্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ

*অপরাজিতায়া মূলঞ্চ গোমূত্রেণ সমন্বিতম্। পীতঞ্চাপি হরত্যেব গণ্ডমালাং ন সংশয়ঃ ॥ ১
অথেন্দ্রবারুণীমূলং বিধিনা পীতমীশ্বর। জিঙ্গিন্যেরণ্ডকং[1] কৃত্বা শুকশিম্বা সমন্বিতম্।
পীতোদকঞ্চ তন্নস্যং বাহু-গ্রীবাব্যথাং হরেৎ ॥ ২
মাহিষং নবনীতঞ্চ অশ্বগন্ধা চ পিপ্পলী। বচা-কুষ্ঠদ্বয়ং লেপো লিঙ্গস্রোতঃস্তনার্ত্তিজিৎ ॥ ৩
কুষ্ঠ-নাগবলাচূর্ণং নবনীতসমন্বিতম্। তল্লেপো যুবতীনাঞ্চ কুর্য্যান্মনোহরং স্তনম্ ॥ ৪
ইন্দ্রবারুণিকামূলং যস্য নাম্না সমুদ্ধৃতঃ। নিক্ষিপ্যতে সমুৎপাট্য তস্য প্লীহা বিনশ্যতি ॥ ৫
পুনর্নবায়াঃ শ্বেতায়া মূলং তণ্ডুলবারিণা। পীতং বিদ্রধিনুৎ স্যাচ্চ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৬
কদলীপত্রক্ষারস্য পানীয়েন প্রপাচিতম্। তৎপানাচ্ছিদ্যন্তি উদরব্যাধয়োঽখিলাঃ ॥ ৭
কদল্যা মূলমাদায় গুড়াজ্যেন সমন্বিতম্। অগ্নিনা পাচিতং ভক্ষ্যমুদরক্রিমীন্ হরেৎ ॥ ৮
নিত্যং নিম্বদলানাঞ্চ চূর্ণমামলকস্য চ। প্রত্যূষে ভক্ষয়েদ্যস্তু তস্য কুষ্ঠং বিনশ্যতি ॥ ৯
হরীতকী বিড়ঙ্গঞ্চ হরিদ্রা সিতসর্ষপাঃ। সোমরাজস্য বীজানি[2] করঞ্জস্য চ সৈন্ধবম্।
গোমূত্রপিষ্টান্যেতানি কুষ্ঠরোগহরাণি বৈ ॥ ১০
একস্ত্রিফলাভাগস্তথা ভাগদ্বয়ং শিব। সোমরাজস্য বীজানাং দদ্রুং পামাং নিকৃন্ততি ॥ ১১

হরি বলিলেন,—অপরাজিতার মূল গোমূত্রের সহিত পান করিলে গণ্ডমালারোগ হরণ করে, সংশয় নাই। রাখালশশার মূল, জিঙ্গার রস, শুকশিম্বী এই সমস্ত একত্র শীতলজলের সহিত পেষণ করিয়া পান বা নস্যগ্রহণ করিলে বাহু ও গ্রীবার ব্যথা হরণ করে। মাহিষ নবনীত, অশ্বগন্ধা, পিপ্পলী, বচ, কুড় এই সমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া লিঙ্গ, শিরা ও স্তনগত রোগ নাশ পায়। গোরক্ষচাকুলিয়া ও কুড় এই দুই দ্রব্য চূর্ণ করিয়া নবনীতের সহিত লেপন করিলে যুবতীদিগের স্তন, অতিমনোরম হয়। ১-৪

যাহার নামে রাখালশশার মূল উৎপাটন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করা যায়, তাহার প্লীহারোগ নাশ পায়। শ্বেতপুনর্নবার মূল তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে বিদ্রধিরোগ নষ্ট হয়, ইহার অন্যথা হয় না। কদলীপত্রের ক্ষার জলে সিদ্ধ করিয়া পান করিলে সর্বপ্রকার উদররোগ নাশ পায়। কদলীর মূল, গুড় ও ঘৃত একত্র অগ্নিপক্ব করিয়া ভক্ষণ করিলে উদরস্থ ক্রিমি হরণ করে। প্রতিদিন প্রত্যূষে নিম্বপত্র আমলকীচূর্ণ ভক্ষণ করিলে তাহার সর্ববিধ কুষ্ঠরোগ অপগত হয়। ৫-১০

ত্রিফলা একভাগ ও সোমরাজীবীজ দুইভাগ হরিতকীর সহিত ভক্ষণ করিলে দদ্রু, পা

১। জিঙ্গিণ্যা রসকঃ। ২। মূলানীতি বা পাঠঃ।

অম্লতক্রং সগোমূত্রং ক্বথিতং লবণান্বিতম্ ।
কাংস্যঘৃষ্টং পরং লেপাৎ কুষ্ঠরোগবিনাশনম্ ॥ ১২
হরিদ্রা হরিতালঞ্চ দূর্ব্বাগোমূত্রসৈন্ধবম্ ।
অয়ং লেপো হন্তি দদ্রুং পামামেব গরং তথা ॥ ১৩
সোমরাজ্যা বীজানি নবনীতযুতানি চ । মধুনা খাদিতানি স্যুঃ শুক্লকুষ্ঠহরাণি বৈ ।
তক্রান্নপানতো হ্যত্র নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৪
শ্বেতাপরাজিতামূলং বর্ত্তিকাম্লবারিণা । তল্লেপো হ্যত্র মাসেন শুক্লকুষ্ঠবিনাশনঃ ॥ ১৫
মাহিষং নবনীতঞ্চ সিন্দূরঞ্চ মরীচকম্ । পামা বিলেপনাদ্গচ্ছেদ্দুর্নামা বৃষভধ্বজ ॥ ১৬
বিষকণ্টকারীমূলং পবং ক্ষীরেণ সংযুতম্ ।
ভক্ষিতং শ্লেষ্মপিত্তস্য বিনাশকরমৌষধম্ ॥ ১৭
মূলকস্য তু বীজানি অপামার্গরসেন বৈ । পিষ্টানি তেন লেপেন সিহ্লিকা ক্ষিপ্র নশ্যতি ।
কদলীক্ষারসংযুক্তহরিদ্রা সিহ্লিকাপহা ॥ ১৮
রম্ভাপামার্গয়োঃ ক্ষার এরণ্ডতৈলবিমিশ্রিতঃ । তদভ্যঙ্গাদিহাদেব সদ্যঃ সিধ্ম বিনশ্যতি ॥ ১৯
কুষ্মাণ্ডলতাক্ষারশ্চ সগোমূত্রশ্চ তদ্বচঃ[১] । জলপিষ্টা হরিদ্রা চ সিদ্ধা মন্দানলেন হি ॥ ২০
মাহিষেণ পুরীষেণ বেষ্টিতা বৃষভধ্বজ । অস্যা উদ্বর্ত্তনং কুর্য্যাদ্দেহসৌষ্ঠবমীশ্বর ॥ ২১

নষ্ট হয়। অম্লতক্র ও গোমূত্র একত্র ক্বাথ করিয়া লবণের সহিত কাংস্যপাত্রে ঘর্ষণ করিয়া তাহা কুষ্ঠরোগ নাশ পায়। হরিদ্রা, হরিতাল, দূর্ব্বা, গোমূত্র ও সৈন্ধব এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া লেপন করিলে দদ্রু, পামা ও বিষরোগ নষ্ট হয়। সোমরাজীবীজ, নবনীত ও মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে শুক্লকুষ্ঠ (শ্বিত্ররোগ) নাশ পায়। এই ঔষধ সেবনসময়ে তক্রের সহিত অন্নপথ্য করিবে, ইহার অন্যথা করিবে না। অপরাজিতার মূল কাঞ্জির রসের সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি ঘর্ষণ করিয়া লেপ দিলে একমাসমধ্যে শ্বেতকুষ্ঠ নাশ পায়। ১২-১৫

মাহিষ নবনীত, সিন্দূর, মরিচ এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পেষণপূর্ব্বক লেপন করিলে পামা ও দুর্নামারোগ নষ্ট হয়। শ্বেতকণ্টকারীমূল দুগ্ধের সহিত পান করিবে। ইহাতে শ্লেষ্মপিত্ত নাশ পায়। মূলার বীজ অপামার্গের রসে পেষণপূর্ব্বক লেপন করিলে সিহ্লিকারোগ বিনষ্ট হয়। কদলীর ক্ষার ও হরিদ্রা এই দুই দ্রব্য একত্র সেবন করিলে সিহ্লিকারোগ নাশ পায়। রম্ভা ও অপামার্গের ক্ষার এরণ্ডতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্রে অভ্যঙ্গ করিলে তৎক্ষণাৎ সিধ্মরোগ নষ্ট হয়। গোমূত্রপিষ্ট কুষ্মাণ্ডলতার ক্ষার ও জলপিষ্ট হরিদ্রা এই দুই দ্রব্য মন্দাগ্নিতে পাক করিয়া মহিষবিষ্ঠাদ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে। এই ঔষধদ্বারা গাত্রে উদ্বর্ত্তন করিলে অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি পায়। ১৮-২১

১। তদ্বতঃ।

তিলসর্ষপসংযুক্তং হরিদ্রাদ্বয়কুষ্ঠকম্। তেনোদ্বর্ত্তিতদেহঃ স্যাৎসুগন্ধঃ[1] সুরভিঃ পুমান্॥ ২২
মনোজ্ঞকান্তিদিনং দূর্ব্বাণাং কাকজঙ্ঘয়া। অর্জ্জুনস্য তু পত্রাণি জম্বুপত্রযুতানি চ।
সলোধ্রাণি চ তল্লেপো দেহদৌর্গন্ধ্যতাং হরেৎ॥ ২৩

ধূস্তূরং লোধ্রভবৈর্নীরৈরুদ্বর্ত্ত্য কর্দমস্য চ।
তেনোদ্বর্ত্তিতদেহস্য ন স্যাদ্ গ্রীষ্মপ্রবাধনম্॥ ২৪
হ্রদ্বেনাম্বুনি সেকশ্চ ঘর্ম্মদোষশ্চ শাম্যতি।
কাকজঙ্ঘোদ্বর্ত্তনন্তু অঙ্গশোভাকরং ভবেৎ॥ ২৫

যষ্টিমধু শর্করা চ বাসকস্য রসো মধু। এতৎ পীতং রক্তপিত্ত-কামলা-পাণ্ডুরোগনুৎ॥ ২৬

রক্তপিত্তং হরেৎ পীতো বাসকস্য রসো মধু।
প্রাতঃকালে তোয়পানাৎ পীনসং দারুণং হরেৎ॥ ২৭
বিভীতকস্য বৈ চূর্ণং পিপ্পল্যাঃ সৈন্ধবস্য চ।
পীতং মস্তাম্লিকং হন্তি স্বরভেদং মহেশ্বর॥ ২৮
চূর্ণমামলকং সেব্যং পীতং মধ্বাজ্যসংস্থিতম্।
মনঃশিলা বলামূলং কোলপর্ণ্যগুরুস্তথা॥ ২৯

জাতিপত্রং কোলপত্রং তথা চৈব মনঃশিলা। এভিশ্চৈব কৃতা বর্ত্তির্ধূমার্থে বৈ মহেশ্বর।
ধূমপানং কাসহরং নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৩০

তিল, সর্ষপ, হরিদ্রা দারুহরিদ্রা ও কুড় এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পেষণপূর্ব্বক গাত্রোদ্বর্ত্তন করিলে যাহার গাত্রে অতিশয় দুর্গন্ধ, সেও অতি সুগন্ধযুক্ত হয়। দূর্ব্বা, কাকজঙ্ঘা, অর্জ্জুনপুষ্প, জামের পাতা ও লোধ এই সমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া অনুলেপন করিলে তাহার গাত্রদৌর্গন্ধ্য নাশ হয়; দিন দিন তাহার শরীর মনোরম কান্তি ধারণ করে। ধুতুরার চূর্ণ লোধের কাথে পেষণ করিয়া গাত্রোদ্বর্ত্তন করিলে তাহার শরীরে গ্রীষ্ম বাধা দিতে পারে না। প্রত্যূষে হ্রদবারি দ্বারা গায়ে সেক করিলে ঘর্ম্মদোষশান্তি হয়। কাকজঙ্ঘা দ্বারা গাত্রোদ্বর্ত্তন করিলে শরীরের সমধিক কান্তি বৃদ্ধি পায়। যষ্টিমধু, শর্করা, বাসকের রস ও মধু এই সমস্ত একত্র পান করিলে রক্ত, কমলা ও পাণ্ডুরোগ নাশ পাইয়া থাকে। বাসকের রস ও মধু পান করিলে রক্তপিত্তরোগ দূরীভূত হয়। প্রাতঃকালে জলপান করিলে দারুণ পীনসরোগ নিবারিত হয়। ২২-২৭

বহেড়া, পিপ্পলী ও সৈন্ধব একত্র চূর্ণ করত কাঁজির সহিত পান করিলে স্বরভঙ্গ রোগ নিবারিত হয়। আমলকীর চূর্ণ, মনঃশিলা, বেড়েলামূল, বদরীপত্র, অগুরু, এই সমস্ত মধ্বাজ্যের সহিত পান করিলেও স্বরভঙ্গরোগ বিনাশ পায়। জাতীপত্র, বদরীপত্র এবং মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি

১। স্যাদ্ দুর্গন্ধঃ।

ত্রিফলা-পিপ্পলীচূর্ণং ভক্ষিতং মধুনা যুতম্ ।
ভোজনাদৌ হি সমধু পিপাসাজ্বরজিৎ ভবেৎ ॥ ৩১
বিল্বমূলক সমধু গুড়ূচীক্কথিতং জলম্ । পীতং হরেচ্চ ত্রিবিধং ছর্দিং নৈবাত্র সংশয়ঃ ।
পীত্বা দূর্ব্বা হরেচ্ছর্দিং ক্ষাৎ পিষ্টা তণ্ডুলবারিণা ॥ ৩২

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নানারোগৌষধকথনং নাম
চতুর্নবত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৪ ॥

পঞ্চনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ

পুনর্নবায়া মূলন্ত শ্বেতং পুষ্যে সমাহৃতম্ । বারিপীতং তস্য পার্শ্বে ভবেদেব ন পন্নগাঃ ॥ ১
তার্ক্ষ্যমূর্ত্তিং ধরেদ্ যো বৈ তক্ষকদন্তনির্ম্মিতাম্ ।
স পন্নগৈর্ন দংশ্যেত যাবজ্জীবং বৃষধ্বজ ॥ ২
পিবেদ্ব্রহ্মজটিমূলং যঃ পুষ্যার্কে তক্র বারিণা ।
তদ্গৃহাভ্যন্তরে নাগাঃ স্যুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩

বদরীকাষ্ঠের অগ্নিতে নিক্ষেপপূর্ব্বক সেই ধূমপান করিলে কাসরোগ হরণ করে; ইহার অন্যথা হয় না। ত্রিফলা ও পিপ্পলী চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত ভোজনের আদিতে পান করিলে পিপাসা ও জ্বরশান্তি হয়। বিল্বমূল ও গুড়ূচীর কাথ করিয়া মধুর সহিত পান করিলে ত্রিবিধ ছর্দ্দি (বমিরোগ) বিনাশ পায়। দূর্ব্বা তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে ছর্দ্দিরোগ নিবারিত হয়। ২৮-৩২

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নানা রোগৌষধ নামক চতুর্নবত্যধিক
শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯৪ ॥

পঞ্চনবত্যধিক শততম অধ্যায়

হরি বলিলেন,—পুনর্নবার মূল পুষ্যানক্ষত্রে আহরণপূর্ব্বক জলের সহিত পান করিলে তাহার নিকটে অথবা গৃহে সর্প থাকিতে পারে না। তক্ষকের দন্তদ্বারা গরুড়ের প্রতিমূর্ত্তি করিয়া ধারণ করিলে যাবজ্জীবন তাহাকে সর্পে দংশন করিতে পারে না। ব্রহ্মজটির মূল পুষ্যানক্ষত্রে আহরণ করিয়া জলের সহিত পান করিলে তাহার নিকট সর্পের ভয়

কুসুম্ভং কুঙ্কুমঞ্চৈব হরিতালং মনঃশিলা। করঞ্জং পিষ্টিতং চৈব অর্কমূলস্য শঙ্কর।
বিষং নৃণাং বিনশ্যেত এতেষাং ভক্ষণাচ্ছিব ॥ ১৫
দীপতৈলপ্রদানাচ্চ দংশৈর্বৃশ্চিকজৈঃ[1] শিব। বর্ব্বুরকবিষং নশ্যেৎ তথা নৈব চাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬
দংশস্থানং বৃশ্চিকস্য রুদ্র গুগ্গুলুধূপিতম্। বিষং নশ্যেত্ততো রুদ্র নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৭
অঙ্কোটপত্রধূপেন নশ্যেন্মূষিকজং বিষম্ ॥ ১৮
নাগেশ্বর-মরীচানি শুণ্ঠী তগরপাদিকা। নশ্যেন্মধুমক্ষিকায়া এতেষাং লেপতো বিষম্।
শতপুষ্পা সৈন্ধবঞ্চ সাজ্যং বা তেন লেপয়েৎ ॥ ১৯
শিরীষস্য তু বীজং বৈ সিদ্ধং ক্ষীরেণ মর্দ্দিতম্। তল্লেপেন মহাদেব নশ্যেদুন্দুরজং[2] বিষম্।
অগ্নিতাপৈর্হিমাসেকৌ তথা দর্দ্দুরজং বিষম্ ॥ ২০
ধুস্তূরকরসম্মিশ্রং ক্ষীরাজ্যগুড়পানতঃ। শুনাং বিষং বিনশ্যেত শশাঙ্ককৃতশেখর ॥ ২১
বটসিজশমীনাঞ্চ বল্কলৈঃ কথিতং জলম্। তৎসেকান্মুখদন্তানাং নশ্যেদ্বৈ বিষবেদনা ॥ ২২
লোধ্রনাগ দেবদারোশ্চ পৈপ্পলস্য চ লেপনাৎ। নাগেশ্বরো হরিদ্রে দ্বে তথা চৈব মঞ্জিষ্ঠিকা।
এভির্লেপাদ্বিনশ্যেত লূতাবিষমথাপদে ॥ ২৩
করঞ্জস্য তু বীজানি বরুণচ্ছদমেব চ। তিলাশ্চ সর্ষপা হন্যুর্বিষং নৈব চাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৪

নষ্ট হয়। কুসুম্ভ, কুঙ্কুম, হরিতাল, মনঃশিলা, করঞ্জ ও আকন্দের মূল এই সমস্ত পেষণ করিয়া পান করিলে বিষদোষ শান্তি হয়। ১৩-১৫

দংশস্থানে প্রদীপের তৈল লেপন করিলে কীটাদির দংশনজন্য বেদনা নাশ পায়। ইহাতে বর্ব্বুরকবিষও নাশ পাইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। বৃশ্চিক-দষ্ট স্থান গুগ্গুলু দ্বারা ধূপিত করিলে সেই বিষ নষ্ট হয়; হে রুদ্র! ইহাতে সন্দেহ নাই। আঁকোড় বৃক্ষের পুষ্প প্রদানে মূষিকদংশনজ বিষ বিনষ্ট হয়। মধুমক্ষিকা দংশন করিলে নাগেশ্বর, মরীচ, শুণ্ঠী ও তগরপাদিকা পেষণপূর্ব্বক দংশনে লেপ দিবে। ইহাতে দংশনের জ্বালা নিবারিত হয়। শতমূলী ও সৈন্ধব একত্র পেষণ করিয়া ঘৃতসংযোগে লেপন করিবে, কিংবা শিরীষবীজ দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া মর্দ্দন করিবে। পরে তাহা দংশনস্থানে লেপন করিলে মূষিকদংশনজনিত বিষ নাশ পায়। অগ্নিজ্বালা কিংবা শীতলজলের সেক করিলে ভেকের বিষ নষ্ট হয়। ১৬-২০

হে শশাঙ্কশেখর! ধুস্তূরার রসের সহিত দুগ্ধ, ঘৃত ও গুড় মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কুক্কুরবিষ নাশ পায়। বট, সিজ ও শমীবৃক্ষ ইহাদিগের বল্কলের কাথজল দ্বারা সেক করিলে মুখ ও দন্তের বিষবেদনা নাশ পায়। লোধ্রনাগ, দেবদারু, নাগেশ্বর, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা এই সমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া লেপ দিলে লূতা (মাকড়সা) বিষ নাশ পাইয়া থাকে। করঞ্জবীজ, বরুণবৃক্ষের পত্র, তিল ও সর্ষপ এই সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত বিষ বিনাশ করে।

১। দংশৈশ্চ কীটজৈঃ। ২। নশ্যেৎ কুক্কুরজং।

কর্পূর-মদনফল-মধুকৈঃ পূরিতঃ শিব । যোনিঃ স্তনঃ স্যাদ্‌ বৃদ্ধায়া যুবত্যাঃ কিং পুনর্হর ॥ ১৬
যস্য বালস্য তিলকঃ কৃতো গোরোচনাখ্যয়া । শর্করা-ক্ষৌদ্রপানস্য ভয়ং ন তস্য বিদ্যতে ।
বিষ-ভূত-গ্রহাদিভ্যো ব্যাধিভ্যো বালকঃ শিব ॥ ১৭

শঙ্খ-নাভি-বচা-কুষ্ঠ-লোহানাং ধারণং সদা ।
বালানামুপসর্গেভ্যো রক্ষারক্ষাকরং ভবেৎ ॥ ১৮

পলাশচূর্ণং সমধু গব্যাজ্যামলকান্বিতম্ । সত্রিফলং পীতমাত্রং নরং কুর্য্যান্মহামতিম্ ॥ ১৯
মাসেকেন মহাদেব জরা-মরণবর্জ্জিতঃ ॥ ২০

পলাশবীজং সঘৃতং তিল-মধ্বন্বিতং সমম্ ।
সপ্তাহং ভক্ষিতং রুদ্র জরাং নয়তি সংক্ষয়ম্ ॥ ২১
আমলকচূর্ণং বৈ মধু-তৈল-ঘৃতান্বিতম্ ।
ভক্ষ্যা মাসং যুবা স্যাচ্চ নরো বাগীশ্বরো ভবেৎ ॥ ২২

শিবামলকচূর্ণং বৈ মধুনা উদকেন বা । বলানি কুর্য্যান্নাশায় প্রত্যূষে ভক্ষিতং শিব ॥ ২৩
কুষ্ঠচূর্ণং সাজ্য-মধু প্রাতর্ভক্ষ্য ভবেন্নরঃ । সাক্ষাৎ সুরভিদেহো বৈ জীবেদ্বর্ষসহস্রকম্ ॥ ২৪
মাষস্য বিদলানেব নিস্তুষাণি মহেশ্বর । ঘৃতভাবিতভক্তানি পয়সা সাধিতানি বৈ ॥ ২৫

সমধ্বাজ্যপয়োভিশ্চ ভক্ষয়িত্বা চ কাময়েৎ ।
স্ত্রীণাং শতং মহাদেব তৎক্ষণান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৬

হে শিব ! কর্পূর, মদন ফল ও মধুক একত্র চূর্ণ করিয়া পূরণ করিলে বৃদ্ধা রমণীরও যোনি সঙ্কোচ হয় ; যুবতীদিগের কথা আর কি বলিব ? যে বালকের ললাটে গোরোচনা দ্বারা তিলক দিয়া শর্করা ও ক্ষৌদ্র মিলিত করিয়া পান করান হয়, সেই বালকের গ্রহভূত বিষ ব্যাধি প্রভৃতি কোন প্রকার ভয় থাকে না । শঙ্খ, মৃগনাভি, বচ, কুষ্ঠ, লৌহ, এই সকল দ্রব্য নিয়ত ধারণ করা কর্তব্য, বালকগণের পক্ষে ইহা উত্তম রক্ষা । পলাশচূর্ণ, আমলকী, ত্রিফল ইহার সহিত গব্য ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মানব অল্পদিন মধ্যেই মহামতি (মেধাবী) হইতে পারে । হে মহাদেব ! উক্ত ঔষধ একমাস কাল ব্যবহার করিলে মনুষ্য জরা-মরণ-বর্জ্জিত হইয়া থাকে । ১৮-২০

সমপরিমাণে পলাশবীজ, তিল, ঘৃত ও মধু এই কয়েকটি দ্রব্য সপ্তাহকাল ভক্ষণ করিলে জরা ক্ষয় পায় । আমলকীচূর্ণ, মধু, তৈল, ঘৃত একত্র মিলিত করিয়া একমাস কাল ভক্ষণ করিলে মনুষ্যের যৌবন স্থির থাকে ; এই ঔষধে মনুষ্য বাগীশ্বর তুল্য হইতে পারে । মধু ও জলের সহিত আমলকী ও হরীতকী সমপরিমাণে চূর্ণ করিয়া প্রত্যূষে ভক্ষণ করিলে মনুষ্যের বলবৃদ্ধি ও পালিত্যদোষ বিনাশ হয় । কুষ্ঠচূর্ণ ঘৃত-মধু সহযোগে প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিলে মনুষ্য দেবতার ন্যায় মূরতি-দেহধারী হইয়া দুইশত বৎসর জীবিত থাকিতে পারে । মাষকলাই ভাঙ্গিয়া তুষহীন করিয়া ঘৃত দ্বারা ভাবিত করত ভক্ষ করিয়া দুগ্ধ দ্বারা পাক

রসগন্ধকতৈলেন মর্দ্দনেন লেপনং ভবেৎ ।
ত্রিফলোদকসংযুক্তো বলকৃল্লেপনাদ্ভবেৎ ॥ ২৭
দুগ্ধং বিতুষমাষৈশ্চ শিখীবীজৈশ্চ সাধিতম্ । অপামার্গস্য তৈলেন পীতং স্ত্রীশতকামকৃৎ ॥ ২৮

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নানাযোগকথনং নাম ষন্নবত্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৬ ॥

সপ্তনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ

যা গৌর্দ্বেষ্টি স্বকং বৎসং তস্যা দেয়ং স্বকং পয়ঃ ।
লবণেন সমাযুক্তং তস্যা বৎসঃ প্রিয়ো ভবেৎ ॥ ১
শুনোঽস্থি কণ্ঠবদ্ধং হি মহিষীণাং গবাং তথা ।
কৃমিজালং পাতয়তি সকলং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২
ঘোটকনাড়িগতানাং স্যাৎ গুঞ্জামূলস্য ভক্ষণাৎ ॥ ৩

করিবে, পরে মধু ঘৃত ও দুগ্ধসহ ভক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ শত কামিনী কামনা করিতে পারে ; হে মহাদেব ! ইহাতে সংশয় নাই । ২১-২৬

রস ও গন্ধক একত্র এবং তৈলসহ ত্রিফলার রসে মর্দ্দন করিয়া লেপন করিবে । ইহা অত্যন্ত বলকারক । তুষহীন মাষকলাই এবং শিখীবীজ একত্র দুগ্ধসহ পাক করিবে, পরে তাহা অপামার্গ-তৈলের সহিত পান করিবে । ইহাতে মানব শত রমণীর কামপূরণে সমর্থ হয় । ২৭-২৮

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নানাযোগকথন নামক ষন্নবত্যধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯৬ ॥

সপ্তনবত্যধিক শততম অধ্যায়

হরি বলিলেন,—যে গাভী নিজ বৎসকে দ্বেষ করে, তাহাকে তাহার স্বকীয় দুগ্ধে লবণ মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে ; ইহাতে বৎস তাহার প্রিয় হইবে । গো-মহিষগণের কণ্ঠে কুক্কুরের অস্থি বন্ধন করিয়া দিলে তাহাদিগের দেহের সমস্ত ক্রিমি পতিত হয় । কুঁচের মূল

বকুলফলস্য রসং করেণ মর্দিতং শিব।
চতুষ্পাদ-দ্বিপদয়োঃ কৃমিজালং নিপাতয়েৎ ॥ ৪
ব্রণশু পশুদেহস্য ভল্লাতঃ পূরণাৎ তথা।
শঙ্খমূত্রস্য বৈ পানং গো-মহিষ্যাদিসর্বনুৎ ॥ ৫
মধুমূত্রং শালিবীজং পীতং তক্রেণ মর্দিতম্।
ক্ষীরে গোমহিষ্যৈব গোঃ পুংসশ্চ হিতং ভবেৎ ॥ ৬
পত্রং নরপুষ্পাখ্যা সহং সলবণং শিব।
বাজিস্ফোটং হয়গন্ধা কেশরাণাং বিনাশয়েৎ ॥ ৭
ঘৃতকুমারীপত্রমেব দত্তং সলবণং হর।
তুরঙ্গ-কেশরাণাং কণ্ডুন্নং ন সংশয়ঃ ॥ ৮

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নানাযোগকথনং নাম
সপ্তদশাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১৭ ॥

ভক্ষণ করাইলে গো-মহিষাদি পশুগণের শরীরস্থ গোমক্ষিকা কীটপাত হয়। বকুল ফলের রস হস্তে মর্দন করিয়া প্রয়োগ করিলে চতুষ্পদ দ্বিপদ সমস্ত প্রাণীর শরীরস্থ ক্রিমিজাল বিনষ্ট হয়। ১-৪

কটুতৈল দ্বারা পূরণ করিলে পশুদিগের শরীরের ক্ষত ব্রণ প্রশমিত হয়। শঙ্খমূত্র পান করাইলে গো-মহিষাদি পশুর নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয়। শালিধান্য ও মধুর একত্র ঘোলের সহিত পেষণ করিয়া পান করাইবে। ইহাতে গো-মহিষাদি পশুর সবিশেষ পুষ্টি হয়, স্ত্রী পশুদিগের দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। হে শিব! নরপুষ্পের পত্র, বনকোটা, অশ্বগন্ধা এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে। ইহাতে কেশরগত কীট বিনষ্ট হয়। হে হর! ঘৃতকুমারীপত্র লবণের সহিত খাওয়াইলে তুরঙ্গগণের কেশরগত কণ্ডু বিনাশ পায়, ইহাতে সংশয় নাই। ৫-৮

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নানাযোগকথন নামক সপ্তদশাধিক
শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১৭ ॥

অষ্টনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ

চিত্রকস্যাষ্টভাগানি গুড়স্য চ ষোড়শ।
শুণ্ঠ্যাশ্চত্বারি ভাগানি মরীচানাং দ্বয়ং তথা ॥ ১
ত্রিতয়ং পিপ্পলীমূলং বিড়ঙ্গানাং চতুষ্টয়ম্।
অষ্টৌ মুষলিকাভাগাস্ত্রিফলায়াশ্চতুষ্টয়ম্ ॥ ২
দ্বিগুণেন গুড়েনৈষাং মোদকানি হি কারয়েৎ।
ভক্ষণমজীর্ণং হি পাণ্ডুরোগঞ্চ কামলাম্।
অতিসারাগ্নিমান্দ্যং প্লীহানঞ্চৈব নিবারয়েৎ ॥ ৩
বিল্বাগ্নিমন্থঃ শ্যোনাকঃ পাটলাপারিভদ্রকম্। প্রসারণ্যশ্বগন্ধা চ বৃহতী কণ্টকারিকা ॥ ৪
বলা চাতিবলা রাস্না শ্বদংষ্ট্রা চ পুনর্নবা। এরণ্ডঃ শারিবা পর্ণী গুড়ূচী কপিকচ্ছুকা ॥ ৫
এষাং দশ পলান্ ভাগান্ ক্বাথয়েজ্জলিতেঽম্বুনে।
তেন পাদাবশেষেণ তৈলপাত্রং বিপাচয়েৎ ॥ ৬
আজং বা যদি বা গব্যং ক্ষীরং দত্ত্বা চতুর্গুণম্।
শতাবরীং সৈন্ধবঞ্চ তৈলতুল্যং প্রদাপয়েৎ ॥ ৭
দ্রব্যাণি যানি পেষ্যাণি তানি বক্ষ্যামি শঙ্কর। শতপুষ্পা দেবদারু বলা পর্ণী বচাগুরু ॥ ৮
কুষ্ঠং মাংসী সৈন্ধবঞ্চ শতমেকং পুনর্নবা। পানে নস্যে তথাভ্যঙ্গে তৈলমেতৎ প্রদাপয়েৎ ॥ ৯

হরি বলিলেন,—চিতা আটভাগ, গুড় ষোলভাগ, শুণ্ঠী চারিভাগ, মরীচ দুইভাগ, পিপ্পলীমূল তিনভাগ, বিড়ঙ্গ চারিভাগ, এই সমস্ত দ্রব্যের দ্বিগুণ পরিমাণে গুড় মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক ভক্ষণ করিলে অজীর্ণ, পাণ্ডুরোগ, কামলা, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য ও প্লীহা এই সমুদয় রোগ নিবারিত হয়। বিল্বমূল, গণিয়ারি, সোঁদাল, পারুলী, নিমছাল, গেন্দাইল, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, কণ্টকারী, বেড়েলা, গোরক্ষকর্কটী, রাস্না, গোক্ষুর, পুনর্নবা, এরণ্ড, অনন্তমূল, শালপাণী, গুড়ুচী, শূকশিম্বী, এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেক দশপল পরিমাণে লইয়া নির্মল জলে কাথ করিবে। এই কাথ পাদমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে তাহা তৈলপাত্রে পাক করিবে। পাককালে গব্য অথবা ছাগদুগ্ধ তৈলের চতুর্গুণ পরিমাণে দিবে এবং তৈলের তুল্য পরিমাণে শতমূলী ও সৈন্ধব প্রদান করিবে। ১-৭

অতঃপর যে সমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া দিতে হইবে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। শুল্‌ফা, দেবদারু, বেড়েলা, শালপাণী, বচ, অগুরু, কুড়, জটামাংসী, সৈন্ধব ও পুনর্নবা এই

সরলং সপ্তপর্ণঞ্চ লাক্ষা চামলকী তথা । তথা তু পদ্মকাষ্ঠেন তৈলমেবং প্রসাধয়েৎ ॥ ২২
প্রবেপাথবমূর্দ্ধজ-কণ্ডূকুষ্ঠহরং পরম্ । স্যাৎ পুমাংশ্চৈব তত্রাপি স্ত্রীণাঞ্চাত্যন্তবল্লভঃ ।
স্ত্রীশতং গচ্ছতে তত্র বন্ধ্যাপি লভতে সুতম্ ॥ ২৩
যমানী চিত্রকং ধন্যং ত্র্যূষণং জীরকং তথা । সৌবর্চ্চলং বিড়ঙ্গঞ্চ শিম্বলীমূলশাখিকম্ ॥ ২৪

এভিঃ পচেৎ ঘৃতপ্রস্থং জলপ্রস্থাষ্টসংযুতম্ ।
তথার্শোগুল্মশোথঘ্নং বৃদ্ধিং বহ্নিং করোতি বৈ ॥ ২৫

মরিচং ত্রিবৃতং কুষ্ঠং হরিতালং মনঃশিলা । দেবদারুহরিদ্রে দ্বে কুষ্ঠং মাংসী চ চন্দনম্ ॥ ২৬
বিশালা করবীরঞ্চ অর্কক্ষীরং শকৃদ্রসম্ । এষাঞ্চ কার্ষিকো ভাগো বিষস্যার্দ্ধপলং ভবেৎ ॥ ২৭

প্রস্থং কটুকতৈলস্য গোমূত্রেঽষ্টগুণে পচেৎ ।
মৃৎপাত্রে লৌহপাত্রে বা শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ ॥ ২৮

পামা বিচর্চ্চিকা চৈব দদ্রু বিস্ফোটকানি চ । অভ্যঙ্গেন প্রণশ্যন্তি কোমলত্বঞ্চ জায়তে ॥ ২৯

প্রভূতান্যপি বিত্রাণি তৈলেনানেন মর্দ্দয়েৎ ।
চিরোত্থিতমপি শ্বিত্রং বিনষ্টং তৎক্ষণাৎ ভবেৎ ॥ ৩০

পটোলপত্রং কটুকা রজনী শারিবা নিশা । জাতীনিম্বপত্রং মধুকং ক্বথিতং শুভম্ ।
এভির্লেপাৎ স্রবন্তো ব্রণা বিরোহিণঃ শিব ॥ ৩১

ও পদ্মকাষ্ঠ, এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিবে। এই তৈল সেবন করিলে বর্দ্ধিত পামনক, কণ্ডূ ও কুষ্ঠরোগ নাশ পায়। ইহা দ্বারা অত্যন্ত শুক্রবৃদ্ধি হয়, এই তৈল পুরুষে সেবন করিলে সে নারীগণের অত্যন্ত প্রিয় হয়, শতস্ত্রীগমন করিতে পারে; ইহা সেবন করিলে বন্ধ্যানারীও গর্ভবতী হয়। যমানী, চিতা, ধনিয়া, ত্রিকটু, জীরা, সাচিখাড়ি, বিড়ঙ্গ, শিমূলমূল ও সর্ষপ এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত একপ্রস্থ ঘৃত পাক করিবে। পাককালে অষ্টপ্রস্থ জল দিবে। এই তৈল যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে অর্শ, গুল্ম ও শোথ এই সমস্ত রোগ নাশ করে; ইহা দ্বারা জঠরাগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ২৩-২৫

মরীচ, তেউড়ী, কুড়, হরিতাল, মনঃশিলা, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়, জটামাংসী, রক্তচন্দন, গোরক্ষকর্কটী, করবীর, আকন্দের ক্ষীর ও গোময়রস এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেক দুই তোলা, বিষ চারি তোলা মিলিত সমুদায় দ্রব্যের সহিত কটু তৈল একপ্রস্থ পাক করিবে; পাককালে তৈলের আটগুণ গোমূত্র দিবে। মৃৎপাত্রে বা লৌহপাত্রে মৃদু অগ্নিতে পাক করা বিধেয়। এই তৈল সেবন করিলে পামা, বিচর্চ্চিকা, দদ্রু ও বিস্ফোটকাদি রোগ নষ্ট হয়। গাত্রে মর্দ্দন করিলে গাত্র কোমল হয়, সর্ব্বাঙ্গব্যাপী চিরকালীন শ্বিত্ররোগও নাশ পায়। ২৬-৩০

পটোলপত্র, কট্কী, বক্রিঠা, অনন্তমূল, হরিদ্রা, জাতীপত্র, নিম্বপত্র, মধীপত্র ও যষ্টিমধু এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ করিয়া সেই ক্বাথদ্বারা ধৌতসংযোগে ব্রণ লেপ দিলে বেদনা ও

শঙ্খপুষ্পী বচা সোম ব্রাহ্মীব্রহ্মসুবর্চলাঃ ।
অভয়া চ গুড়ূচী চ অটরূষকবাগুজী ॥ ৩২

এতৈরক্ষসমৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ । কণ্টকার্য্যা রসপ্রস্থং ক্ষীরপ্রস্থসমন্বিতম্ ।
এতদ্ব্রাহ্মীঘৃতং নাম স্মৃতিমেধাকরং পরম্ ॥ ৩৩
অরিমেদো বচা বাসা পিপ্পলীমধুসৈন্ধবম্ । সপ্তরাত্রপ্রযোগেণ কিন্নরৈরিব গীয়তে ॥ ৩৪
অপামার্গো গুড়ূচী চ কুষ্ঠং শতাবরী বচা । শঙ্খপুষ্প্যভয়া সাজ্যং বিড়ঙ্গং ভক্ষিতং সমম্ ।
ত্রিভির্দিনৈর্নরং কুর্য্যাৎ শ্রুতাষ্টশতধারিণম্ ॥ ৩৫
অদ্ভির্বা পয়সাজ্যেন মাসমেকন্তু সেবিতা । বচা কুর্য্যান্নরং প্রাজ্ঞং শ্রুতিধারণসংযুতম্ ॥ ৩৬

চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহে পীতং পলমেকং পয়োন্বিতম্ ।
বচায়াস্তৎক্ষণং কুর্য্যান্মহাপ্রজ্ঞাযুতং নরম্ ॥ ৩৭

ভূনিম্ব-নিম্ব-ত্রিফলা-পর্পটৈশ্চ শৃতং জলম্ । পটোলী-মুস্তকাভ্যাঞ্চ বাসকেন চ নাশয়েৎ ।
বিস্ফোটকানি বাতানি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩৮
কেতক্যা ফলং শঙ্খঃ সৈন্ধবং ত্র্যূষণং বচা । ফেনো রসাঞ্জনং ক্ষৌদ্রং বিড়ঙ্গানি মনঃশিলা ।
এষাং বর্ত্তিরিয়ং হন্তি কাচং[1] তিমিরং পটলং তথা ॥ ৩৯

পূয়স্রাব নিবারিত হয়। শঙ্খপুষ্পী, বচ, কর্পূর, ব্রাহ্মীশাক, সাজিশাক, হরীতকী, গুড়ূচী, বাসক ও সোমরাজী ইহাদিগের প্রত্যেক দুই তোলা পরিমাণে লইয়া একপ্রস্থ ঘৃতসহ পাক করিবে, পাককালে কণ্টকারীর রস এক প্রস্থ ও দুগ্ধ একপ্রস্থ দিবে। ইহার নাম ব্রাহ্মীঘৃত; এই ঘৃত সেবন করিলে স্মৃতি ও মেধা বৃদ্ধি হয়। খদিরারি, বচ, বাসক, পিপ্পলী, মধু ও সৈন্ধব এই সমস্ত দ্রব্য একত্র সেবন করিলে কিন্নরের ন্যায় কণ্ঠস্বর হয়। অপামার্গ, গুড়ূচী, কুড়, শতমূলী, বচ, শঙ্খপুষ্পী, হরীতকী ও বিড়ঙ্গ এই সমস্ত দ্রব্য ঘৃতের সহিত তিন দিন ভক্ষণ করিলে তাহার এরূপ মেধাশক্তি হয় যে, সে অষ্টোত্তরশত গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিতে পারে। ৩১-৩৫

জল, দুগ্ধ কিম্বা ঘৃতের সহিত একমাস বচ ভক্ষণ করিলে সেই ব্যক্তি শ্রুতিধর হয়, সে যাহা শ্রবণ করে, তাহা বিস্মৃত হয় না। চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্য্যগ্রহণকালে যে ব্যক্তি দুগ্ধের সহিত একপল বচ ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি মহাপ্রাজ্ঞ (শাস্ত্রে অধিকারী) হয়। চিরতা, নিম, ত্রিফলা, ক্ষেতপাপড়া, পটোল, মুথা ও বাসক এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ করিয়া সেই কাথজল পান করিলে বিস্ফোটক ও রক্তস্রাব নিবারিত হয়; ইহার অন্যথা হয় না। কেতকীফল, শঙ্খ, সৈন্ধব, ত্রিকটু, বচ, সমুদ্রফেনা, রসাঞ্জন, মধু, বিড়ঙ্গ, মনঃশিলা এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে, এই বর্ত্তিদ্বারা নেত্রে অঞ্জন দিলে কাচ, তিমির ও পটল প্রভৃতি চক্ষুরোগ নাশ পায়। ৩৬-৩৯

১। কাচং।

প্রস্থদ্বয়ং মাষকস্য ক্বাথস্তু দ্রোণমম্ভসাম্ । চতুর্ভাগাবশেষেণ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥ ৪০

কাঞ্জিকস্যাঢ়কং দত্ত্বা পিষ্টৈরেতানি দাপয়েৎ ।

পুনর্নবা গোক্ষুরকং সৈন্ধবং ত্র্যূষণং বচা ॥ ৪১

লবণং সুরদারু চ মঞ্জিষ্ঠা কণ্টকারিকা । নস্যাৎ পানাভ্যঙ্গতোহপি কর্ণশূলং সুদারুণম্ ॥ ৪২

বাধির্য্যং সর্ব্বরোগাংশ্চ অভ্যঙ্গাচ্চ মহেশ্বর । পলদ্বয়ং সৈন্ধবস্য শুণ্ঠীচিত্রকপঞ্চকম্ ॥ ৪৩

সৌবীরপঞ্চপ্রস্থঞ্চ[1] তৈলপ্রস্থং পচেৎ ততঃ ।

অসৃগ্দর-জ্বর-প্লীহা-সর্ব্ববাতবিকারনুৎ ॥ ৪৪

উড়ুম্বরং বটং প্লক্ষং জম্বুদ্বয়ার্জ্জুনম্ ।

পিপ্পলস্য কদম্বস্য পলাশং লোধ্রতিন্দুকম্ ॥ ৪৫

মধুকাম্রসর্জ্জক বদরং পদ্মকেশরম্ । শিরীষবীজং কেতকমেতৎ ক্বাথেন সাধিতম্ ।

তৈলং হন্তি ব্রণান্ লেপাচ্চিরকালভবানপি ॥ ৪৬

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নানাযোগকথনং নামাষ্টনবত্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৮ ॥

দুই প্রস্থ মাষকলাই একদ্রোণ জলে ক্বাথ করিবে; জলের চতুর্থাংশমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে তাহাতে একপ্রস্থ তৈল দিয়া পাক করিবে। পাককালে কাঁজি এক আঢ়ক (আটসের) দিবে। অতঃপর যে সমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া দিতে হইবে, তাহা শ্রবণ কর। পুনর্নবা, গোক্ষুর, সৈন্ধব, ত্রিকটু, বচ, লবণ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, কণ্টকারী এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈলের নস্যগ্রহণ অথবা পান করিলে সুদারুণ কর্ণশূল নাশ পায়। এই তৈল মর্দ্দন করিলে বধিরতা এবং অন্যান্য রোগরাশি নাশ পাইয়া থাকে। সৈন্ধব দুইপল, শুণ্ঠী ও চিতা পঞ্চপল, কাঁজি পাঁচপ্রস্থ এই সমুদায় দ্রব্যের সহিত এক প্রস্থ তৈল পাক করিবে। এই তৈল অসৃগ্দর, জ্বররোগ, প্লীহা ও সর্ব্ববিধ বাতরোগ নাশ করে। যজ্ঞডুমুর, বট, পাকুড়, দ্বিবিধ জাম, অর্জ্জুনবৃক্ষ, অশ্বত্থ, কদম্ব, পলাশ, লোধ, শাল, মধুক, আম্র, সর্জ্জ, বদরী, পদ্ম, নাগকেশর এবং শিরীষবীজ ও নিশাঙ্গী ফল এই সমস্ত ক্বাথের সহিত তৈল পাক করিয়া ব্রণে লেপন করিলে চিরকালজাত ব্রণ নষ্ট হয়। ৪০-৪৬

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নানাযোগকথন নামক অষ্টনবত্যধিক
শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৮।

১। পঞ্চপ্রস্থম্লকাঞ্জিমিতি বা পাঠঃ।

নবনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ

পাঠা দ্বে রজনী[1] কুষ্ঠমশ্বগন্ধাজমোদকম্। বচা ত্রিকটুকঞ্চৈব লবণং চূর্ণমুত্তমম্॥ ১
ব্রাহ্মীরসেন সংভাবিতঞ্চ সর্পির্মধুসমন্বিতম্। সপ্তাহং ভক্ষিতং কুর্য্যান্নির্মলাঞ্চ মতিং পরাম্॥ ২
সিদ্ধার্থকং বচা হিঙ্গুঃ করঞ্জং দেবদারু চ। মঞ্জিষ্ঠা ত্রিফলা বিশ্বং শিরীষো রজনীদ্বয়ম্॥ ৩
প্রিয়ঙ্গু-নিম্ব-ত্রিকটু-গোমূত্রেণৈব ঘর্ষিতম্। নস্যমালেপনঞ্চৈব তথা চোদ্বর্ত্তনং হি তৎ॥ ৪
অপস্মারবিষোন্মাদ-শোষালক্ষ্মীজ্বরাপহম্। ভূতেভ্যশ্চ ভয়ং হন্তি রাজদ্বারে তু পূজনম্॥ ৫
নিম্বং কুষ্ঠং হরিদ্রে দ্বে সিগ্রু-সর্ষপকং তথা। দেবদারু পটোলঞ্চ ধন্যং তক্রেণ ঘর্ষিতম্॥ ৬

দেহং তৈলাক্তগাত্রং বৈ অনেনোদ্বর্ত্তনং তথা।
পামাঃ কুষ্ঠানি নশ্যন্তি কণ্ডুং হন্তি চ নিশ্চিতম্॥ ৭

সামুদ্রং সৈন্ধবং ক্ষারং রাজিকা লবণং বিড়ম্ কটুকো লৌহকঞ্চৈব ত্রিবৃল্লশুনকঃ[2] সমম্।
দধি-গোমূত্র-পয়সা মন্দপাবকপাচিতম্॥ ৮
তদগ্নিবলকৃচ্চূর্ণং পিবেদুষ্ণেন বারিণা। জীর্ণে জীর্ণে[3] তু ভুঞ্জীত মাংসাদি ঘৃতভোজনম্॥ ৯

হরি কহিলেন,—পিপ্পলী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, কুড়, অশ্বগন্ধা, যমানী, বচ, ত্রিকটু ও লবণ এই সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ব্রাহ্মীরসে ভাবনা দিবে, তারপর এই চূর্ণ মধু ও ঘৃতের সহিত সপ্তাহ ভক্ষণ করিলে তাহার বুদ্ধি নির্মল হইয়া থাকে। সর্ষপ, বচ, হিঙ্গু, করঞ্জ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, শুণ্ঠী, শিরীষ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, নিম্ব ও ত্রিকটু এই সমস্ত দ্রব্য গোমূত্রের সহিত ঘর্ষণ করিবে, পরে ইহার নস্য গ্রহণ করিলে কিংবা গাত্রলেপ ও উদ্বর্ত্তন করিলে অপস্মার, বিষোন্মাদ, শোষ, অলক্ষ্মী ও জ্বর নাশ পায়। তাহার কোন ভূতের ভয় থাকে না; সে রাজদ্বারে পূজনীয় হয়। ১-৫

নিম্বপত্র, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সজিনা, সর্ষপ, দেবদারু, পটোল, ধনিয়া এই সমস্ত দ্রব্য ঘোলের সহিত ঘর্ষণ করিবে; পরে শরীরে তৈলমর্দন করিয়া এই ঔষধদ্বারা উদ্বর্ত্তন করিবে। ইহাদ্বারা পামা, কুষ্ঠ, কণ্ডু প্রভৃতি রোগ নাশ পায়। করকচ, সৈন্ধব, যবক্ষার, সর্ষপ, লবণ, বিটলবণ, কটুকী, লৌহচূর্ণ, তেউড়ী, রসোন এই সমস্ত দ্রব্য দধি, গোমূত্র ও দুগ্ধের সহিত মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই ঔষধ উষ্ণজলের সহিত পান করিলে অগ্নি ও বল বৃদ্ধি পায়। একমাস ভক্ষণ করিয়া নিজ পরিপাকশক্তি-অনুসারে

১। পাঠাদ্বে জীরকে ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ। ২। ত্রিবৃৎ সুবর্ণকং।
৩। জীর্ণেঽজীর্ণে।

নাভিশূলং মূত্রশূলং গুদ-প্লীহভবঞ্চ যৎ। সর্বং শূলহরং চূর্ণং জঠরানলদীপনম্।
পরিণামসমুত্থস্য শূলস্য চ হিতং পরম্ ॥ ১০
অভয়ামলকং দ্রাক্ষা পিপ্পলী কণ্টকারিকা। শৃঙ্গী পুনর্নবা শুণ্ঠী মধু কাসং নিহন্তি বৈ ॥ ১১
অভয়ামলকং দ্রাক্ষা পাঠা চৈব বিভীতকম্। শর্করা চ সমাংশেন কল্কং জ্বরহরং ভবেৎ ॥ ১২
ত্রিফলা বদরং দ্রাক্ষা পিপ্পলী চ বিরেচকৃৎ। হরিতকী সোষ্ণনীর-লবণঞ্চ বিরেচকৃৎ ॥ ১৩

কূর্ম-মৎস্যাশ্ব-মহিষ-গো-শৃগালাশ্চ বানরাঃ।
বিড়াল-বর্হি-কাকাশ্চ বরাহোলূককুক্কুটাঃ ॥ ১৪
হংস এষাঞ্চ বিণ্মূত্রং মাংসং বা রোম-শোণিতম্।
ধূপং জ্বরাপহারার্থে উন্মত্তানাঞ্চ শান্তয়ে ॥ ১৫

এতান্যৌষধজাতানি ধূপিতানি[1] মহেশ্বর। নিহন্তি[2] তানি রোগাণি বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা ॥ ১৬

ঔষধে ভগবান্ বিষ্ণুঃ স স্মৃতো রোগমুদ্ধরেৎ।
ধ্যাতোঽর্চ্চিতঃ হরো নাপি মাত্রে কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৭

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নানারোগকথনং নাম নবনবত্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৯ ॥

শূলনাশক হইবে। ইহাতে নাভিশূল, মূত্রশূল, গুদ ও প্লীহা জাত শূল, পরিণামশূল প্রভৃতি নাশ পায় এবং জঠরাগ্নি সন্দীপিত হইয়া থাকে। ৩-১০

হরীতকী, আমলকী, দ্রাক্ষা, পিপ্পলী, কণ্টকারী, কাকড়াশৃঙ্গী, পুনর্নবা ও শুণ্ঠী এই সমস্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিলে কাসরোগ নাশ পায়। হরীতকী, আমলকী, দ্রাক্ষা, আকনাদি বহেড়া ও শর্করা এই সমস্ত দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া ভক্ষণ করিলে জ্বররোগ নষ্ট হয়। ত্রিফলা, বদরী, দ্রাক্ষা, পিপ্পলী, হরীতকী ও লবণ এই সমস্ত দ্রব্য উষ্ণজলসহ ভক্ষণ করিলে বিরেচন হয়। কূর্ম, মৎস্য, অশ্ব, মহিষ, গো, শৃগাল, বানর, বিড়াল, ময়ূর, কাক, শূকর, পেচক, কুক্কুট, হংস এই সমস্ত প্রাণীর বিষ্ঠা, মূত্র, শোণিত, মাংস ও লোম সংগ্রহ করিয়া জ্বররোগী ও উন্মাদরোগীর শান্তির নিমিত্ত ধূপপ্রদান করিবে। এই সকল ঔষধ নানাবিধ রোগ নাশ করিয়া থাকে। যেমন ইন্দ্রের অশনি বৃক্ষ নিপাতিত করে, সেইরূপ উক্ত ঔষধ রোগরাশি নাশ করিয়া থাকে। ঔষধ সেবনকালে ভগবান্ বিষ্ণুকে স্মরণ করিলে এই ঔষধ রোগহারী হয়। অতএব বিষ্ণুর ধ্যান ও পূজা করিয়া ঔষধ সেবন করিবে, ইহার অন্যথা করিবে না। ১১-১৭

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে নানারোগকথন নামক নবনবত্যধিক
শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৯।

১। যতি রোগান্। ২। নিঘ্নন্তি।

দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ

সর্ব্বব্যাধিহরং বক্ষ্যে বৈষ্ণবং কবচং শুভম্ ।
যেন রক্ষা কৃতা শম্ভোর্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১

প্রণম্য দেবমীশানমজং নিত্যমনাময়ম্ । দেবং সর্ব্বেশ্বরং বিষ্ণুং সর্ব্বব্যাপিনমব্যয়ম্ ॥ ২
বধ্নাম্যহং প্রতীকারং নমস্কৃত্য জনার্দনম্ । অমোঘাপ্রতিমং সর্ব্বং সর্ব্বদুঃখনিবারণম্ ॥ ৩
বিষ্ণুর্মামগ্রতঃ পাতু কৃষ্ণো রক্ষতু পৃষ্ঠতঃ । হরির্মে রক্ষতু শিরো হৃদয়ঞ্চ জনার্দনঃ ॥ ৪

মনো মম হৃষীকেশো জিহ্বাং রক্ষতু কেশবঃ ।
পাতু নেত্রে বাসুদেবঃ শ্রোত্রে সঙ্কর্ষণো বিভুঃ ॥ ৫

প্রদ্যুম্নঃ পাতু মে ঘ্রাণমনিরুদ্ধস্তু চর্ম্ম চ । বনমালী গলস্যান্তং শ্রীবৎসো রক্ষতামধঃ ॥ ৬
পার্শ্বং রক্ষতু মে চক্রো[১] বামং দৈত্যনিবারণঃ । দক্ষিণন্তু গদা দেবী সর্ব্বাসুরনিবারিণী ॥ ৭

উদরং মুষলং পাতু পৃষ্ঠং মে পাতু লাঙ্গলম্ ।
ঊর্দ্ধং রক্ষতু মে শার্ঙ্গং জঙ্ঘে রক্ষতু নন্দকঃ ॥ ৮

পার্ষ্ণিং রক্ষতু শঙ্খশ্চ পদ্মং মে চরণাবুভৌ । সর্ব্বকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থং পাতু মাং গরুড়ঃ সদা ॥ ৯

বরাহো রক্ষতু জলে বিষমেষু চ বামনঃ ।
অটব্যাং নারসিংহশ্চ সর্ব্বতঃ পাতু কেশবঃ ॥ ১০

হরি কহিলেন,—অতঃপর সর্ব্বব্যাধিনাশক শুভপ্রদ শ্রীবিষ্ণু-কবচ বলিব। এই রক্ষা-কবচদ্বারা শম্ভুরও রক্ষাকার্য্য সাধিত হইয়াছে। আমি অনাময়, অজ, সনাতন ঈশান দেবকে ও সর্ব্বদেবেশ্বর জনার্দ্দনকে নমস্কার করিয়া এই সর্ব্বরোগ-প্রতীকারক কবচ বন্ধন করিতেছি। বিষ্ণু আমার অগ্রভাগ রক্ষা করুন, কৃষ্ণ পৃষ্ঠদেশ, হরি শির ও জনার্দ্দন হৃদয় রক্ষা করুন। হৃষীকেশ আমার মন, কেশব জিহ্বা, বাসুদেব নেত্রদ্বয় ও সঙ্কর্ষণ কর্ণদ্বয় রক্ষা করুন। প্রদ্যুম্ন আমার নাসিকা, অনিরুদ্ধ চর্ম্ম, বনমালী গল ও শ্রীবৎস অধোভাগ রক্ষা করুন। দৈত্যসূদন চক্র আমার বামপার্শ্ব ও সর্ব্বাসুর-নিবারিণী গদা আমার দক্ষিণপার্শ্ব রক্ষা করুন। মুষল আমার উদর, লাঙ্গল পৃষ্ঠ, শার্ঙ্গ ঊর্দ্ধ ও নন্দক জঙ্ঘাদ্বয় রক্ষা করুন। শঙ্খ আমার পার্ষ্ণি ও পদ্ম আমার চরণদ্বয় রক্ষা করুন, গরুড় আমার সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি করুন। ১-৯

বরাহ আমাকে জলমধ্যে রক্ষা করুন; বামন বিষম সঙ্কটে, নরসিংহ বনমধ্যে, আর

১। চক্রং।

হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ হিরণ্যং মে প্রযচ্ছতু। সাংখ্যাচার্য্যস্তু কপিলো ধাতুসাম্যং করোতু মে ॥১১
শ্বেতদ্বীপনিবাসী চ শ্বেতদ্বীপং নয়ত্বজঃ। সর্ব্বান্ শত্রূন্ সূদয়তু মধু-কৈটভসূদনঃ ॥১২

বিষ্ণুঃ সদা বিকিরতু[1] কিল্বিষং মম বিগ্রহাৎ।
হংসো মৎস্যস্তথা কূর্ম্মঃ পাতু মাং সর্ব্বতো দিশঃ ॥১৩
ত্রিবিক্রমস্তু মে দেবঃ সর্ব্বান্ পাপান্ নিকৃন্ততু[2]।
তথা নারায়ণো দেবো বুদ্ধিং পালয়তাং মম ॥১৪
শেষো মে নির্ম্মলং জ্ঞানং করোত্বজ্ঞাননাশনম্।
বড়বামুখো নাশয়তু কল্মষং যৎ কৃতং ময়া ॥১৫

পদ্ভ্যাং দদাতু পরমো সুখং মূর্দ্ধি মম প্রভুঃ। দত্তাত্রেয়ঃ কলয়তু সপুত্র-পশু-বান্ধবম্ ॥১৬
সর্ব্বানরীন্ নাশয়তু রামঃ পরশুনা মম। রক্ষোঘ্নস্তু দাশরথিঃ পাতু নিত্যং মহাভুজঃ ॥১৭
শত্রূন্ হলেন মে হন্যাদ্রামো যাদবনন্দনঃ। প্রলম্ব কেশি-চাণূর-পূতনা-কংসনাশনঃ।
কৃষ্ণস্য যো বালভাবঃ স মে কামান্ প্রযচ্ছতু ॥১৮
অন্ধকারতমোঘোরং পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্। পশ্যামি ভয়সন্ত্রস্তঃ পাশহস্তমিবান্তকম্ ॥১৯

ততোঽহং পুণ্ডরীকাক্ষমচ্যুতং শরণং গতঃ।
ধন্যোঽহং নির্ভয়ো নিত্যং যস্য মে ভগবান্ হরিঃ ॥২০

কেশব সর্ব্বত্র রক্ষা করুন। ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ আমাকে হিরণ্যপ্রদান করুন, সাংখ্যাচার্য্য কপিলদেব আমার ধাতুসাম্য বিধান করুন। শ্বেতদ্বীপবাসী অজ আমাকে শ্বেতদ্বীপে নয়ন করুন; মধুকৈটভনাশন বিষ্ণু আমার সর্ব্বশত্রু বিনাশ করুন। বিষ্ণু সর্ব্বদা আমার শরীর হইতে পাপসকল আকর্ষণ করুন। হংস, মৎস্য ও কূর্ম্ম আমার সর্ব্বদিক্ রক্ষা করুন। ত্রিবিক্রম আমার সর্ব্বপাপ নাশ করুন। নারায়ণ আমার বুদ্ধি পালন করুন। অনন্ত আমার অজ্ঞান নাশ করিয়া নির্ম্মল জ্ঞান প্রদান করুন। আমি যে সকল পাপ করিয়াছি, বড়বামুখ তৎসমুদায় নাশ করুন। ১০-১৫

পরমদেব আমার মস্তকে পদদ্বয় স্থাপনপূর্ব্বক সুখবিধান করুন। দত্তাত্রেয় আমার পুত্র, পশু ও বান্ধব প্রদান করুন। পরশুরাম পরশুদ্বারা আমার সর্ব্বশত্রু নাশ করুন। রাক্ষসহন্তা দাশরথি মহাবাহু শ্রীরাম আমাকে সর্ব্বদা পালন করুন। যাদবনন্দন বলরাম হলদ্বারা আমার শত্রুসংহার করুন। প্রলম্ব, কেশী, চাণূর, পূতনা ও কংসাদিনাশন শ্রীকৃষ্ণের বাল্যভাব আমার সর্ব্বকামনা পূরণ করুন। আমি অন্ধকারের ন্যায় তমোময়ী পাশহস্ত যমসদৃশ ঘোররূপ পিঙ্গল পুরুষ দর্শনে সন্ত্রস্ত হইয়াছি, অতএব পুণ্ডরীকাক্ষ অচ্যুতের শরণাগত হইলাম; ভগবান্ হরি আমার আশ্রয় হইলেন; অতএব আমি ধন্য ও নিত্য ভয়হীন হইলাম। ১৬-২০

১। চাকর্ষতু। ২। নিকৃন্ততু।

নমো নারায়ণায়েতি বিপর্য্যাসমথাপি চ। করন্যাসং ততঃ কুর্য্যাদ্ দ্বাদশাক্ষরবিদ্যয়া ॥ ৩
প্রণবাদি-যকারান্তঃ মূল-স্থষ্ঠপর্ব্বকম্ । ন্যসেদ্ধৃদয় ওঙ্কারং মন্ত্রং মূর্দ্ধ্নি সমস্তকম্ ॥ ৪
ওঙ্কারঞ্চ ভ্রূবোর্মধ্যে শিখানেত্রাদিমূর্দ্ধতঃ । ওঁ বিষ্ণবে নম ইতি ইদং মন্ত্রমুদীরয়েৎ[1] ॥ ৫

আত্মানং পরমং ধ্যায়েদ্ধ্যেয়ং ষট্‌শক্তিভির্যুতম্[2] ।
মম রক্ষাং হরিঃ কুর্য্যান্মৎস্যমূর্ত্তির্জলেঽবতু ॥ ৬

ত্রিবিক্রমস্তথাকাশে স্থলে রক্ষতু বামনঃ । অটব্যাং নরসিংহস্তু রামো রক্ষতু পর্ব্বতে ॥ ৭

ভূমৌ রক্ষতু বারাহো ব্যোম্নি নারায়ণোঽবতু ।
কর্ম্মবন্ধাচ্চ কপিলো দত্তো যোগাংশ্চ রক্ষতু ॥ ৮
হয়গ্রীবো দেবতানাং কুমারো মকরধ্বজঃ ।
নারদোঽপার্চ্চনাৎ পাতাং কূর্ম্মো বৈ নৈর্ঋতে সদা ॥ ৯
ধন্বন্তরিস্তথাপথ্যাৎ নাগঃ ক্রোধবশাৎ কিল ।
যজ্ঞো রোগাৎ সমস্তাচ্চ ব্যাসোঽজ্ঞানাচ্চ রক্ষতু ॥ ১০
বুদ্ধঃ পাষণ্ডসঙ্ঘাতাৎ কল্কী রক্ষতু কল্মষাৎ ।
পাতান্মধ্যন্দিনে বিষ্ণুঃ প্রাতর্নারায়ণোঽবতু ॥ ১১

ন্যাস করিবে। অনন্তর "নমো নারায়ণায়" বিপর্য্যয়ক্রমে (মন্ত্রের শেষভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া) এই মন্ত্র ন্যাস করিবে; পরে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। অঙ্গুলী ও অঙ্গুষ্ঠের পর্ব্বসন্ধিতে প্রণবাদি যকারান্ত মন্ত্রবর্ণসমূহ ন্যাস করিয়া হৃদয়ে ওঙ্কার ও মস্তকে সমস্ত মন্ত্র ন্যাস করিবে। তারপর ভ্রূমধ্যে ওঙ্কার এবং শিখা নেত্রাদিতে 'ওঁ বিষ্ণবে' এই মন্ত্র ন্যাস করিবে। ১-৫

অতঃপর পরমাত্মার ধ্যান করিয়া পাঠ করিবে।—হরি আমার সর্ব্ববিষয়ে রক্ষা করুন, তাঁহার মৎস্যমূর্ত্তি আমাকে জলে রক্ষা করুন, তাঁহার ত্রিবিক্রমমূর্ত্তি আকাশে, বামনমূর্ত্তি স্থলে, নরসিংহরূপ অরণ্যে এবং রামরূপ আমাকে পর্ব্বতে রক্ষা করুন। বরাহদেব আমাকে ভূমিতে রক্ষা করুন; নারায়ণ আমাকে আকাশে রক্ষা করুন; কপিল আমাকে কর্ম্মবন্ধ হইতে রক্ষা করুন। হয়গ্রীবরূপী বিষ্ণু দেবতাগণের নিকট হইতে আমাকে কুমারাদি দেবমূর্ত্তি হইতে রক্ষা করুন; নারদ আমাকে অপার্চ্চনা দোষ হইতে রক্ষা করুন। কূর্ম্ম আমাকে নৈর্ঋতদিকে সর্ব্বদা পালন করুন। ৬-৯

ধন্বন্তরি আমাকে অপথ্য হইতে, শেষ নাগমূর্ত্তি ক্রোধ হইতে এবং যজ্ঞ আমাকে সর্ব্বরোগ হইতে রক্ষা করুন। ব্যাস আমাকে অজ্ঞান হইতে রক্ষা করুন। বুদ্ধদেব আমাকে পাষণ্ড হইতে রক্ষা করুন। কল্কী আমাকে কলিদোষ হইতে রক্ষা করুন। বিষ্ণু আমাকে মধ্যাহ্ন সময়ে রক্ষা করুন; নারায়ণ আমাকে প্রাতঃকালে রক্ষা করুন; মধুসূদন আমাকে অপরাহ্ণে

১। মন্ত্রন্যাসমুদীরয়েৎ। ২। মহচ্ছক্তিভির্যুতম্।

মধুহা চাপরাহ্ণে চ সায়ং রক্ষতু মাধবঃ ।
হৃষীকেশঃ প্রদোষেঽব্যাৎ প্রত্যূষেঽব্যাজ্জনার্দনঃ ॥ ১২
শ্রীধরোঽব্যাদর্দ্ধরাত্রে পদ্মনাভো নিশীথকে ।
চক্রকৌমোদকীবাণা ঘ্নন্তু শত্রূংশ্চ রাক্ষসান্ ॥ ১৩
শঙ্খঃ পদ্মঞ্চ শত্রুভ্যঃ শার্ঙ্গঞ্চৈব গরুত্মতা ।
বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ পান্তু পার্ষদভূষণম্[1] ॥ ১৪
শেষঃ সর্ব্বস্ব রূপশ্চ সদা সর্ব্বত্র পাতু মাম্ ।
বিদিক্ষু দিক্ষু চ সদা নারসিংহশ্চ রক্ষতু ॥ ১৫
এতদ্ধারয়মাণস্তু যং যং পশ্যতি চক্ষুষা ।
স বশী স্যাদ্বিপাপ্মা চ রোগমুক্তো দিবং ব্রজেৎ ॥ ১৬

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বিষ্ণুধর্ম্মাখ্যবিদ্যাবর্ণনং নাম
একাধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০১ ॥

রক্ষা করুন; মাধব আমাকে সায়ংকালে রক্ষা করুন; হৃষীকেশ আমাকে প্রদোষকালে রক্ষা করুন; জনার্দন আমাকে প্রত্যূষকালে রক্ষা করুন। ১০-১২

শ্রীধর আমাকে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে রক্ষা করুন; পদ্মনাভ আমাকে নিশীথকালে রক্ষা করুন। চক্র, গদা, বাণ, আমার রাক্ষসাদি সর্ব্বশত্রু নাশ করুন। শঙ্খ, পদ্ম, শার্ঙ্গ ও গরুড় আমাকে সর্ব্বশত্রু হইতে রক্ষা করুন; বাসুদেব-পার্ষদ ভূষণসমস্ত আমার বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ রক্ষা করুন। ভগবান্ বাসুদেবের নরসিংহ ও অন্যান্য রূপসকল আমাকে দিক্ ও বিদিকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। বাসুদেবের এই সমস্ত কবচদ্বারা আত্মরক্ষা করিয়া চক্ষুদ্বারা যে যে ব্যক্তিকে দর্শন করে, সেই সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়। যে ব্যক্তি এই স্তব পাঠ করে, তাহার পাপসমূহ বিনষ্ট হয়; সে রোগ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে। ১৩-১৬

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বিষ্ণুধর্ম্মাখ্যবিদ্যাবর্ণন নামক একাধিক দ্বিশততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ২০১।

১। শার্ঙ্গং চ পার্ষদভূষণম্ ।

বায়ব্যমণ্ডলং ধ্যাত্বা ঔঙ্কারবর্ণং চতুরস্রম্। কীটোষ্ঠিমণ্ডলাকারং শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভম্।
প্লাবয়ন্তং জগৎ সর্ব্বং ব্যোমামৃতমনুং[1] স্মরেৎ ॥ ১১

বাসুকিঃ শঙ্খপালশ্চ স্থিতৌ পার্থিবমণ্ডলে।
কর্কোটঃ পদ্মনাভশ্চ বারুণে তৌ ব্যবস্থিতৌ ॥ ১২
আগ্নেয়ে তু কুলিকস্তক্ষকশ্চ মহোরগৌ।
বায়ুমণ্ডলসংস্থো চ পঞ্চ ভূতানি বিন্যসেৎ ॥ ১৩
অঙ্গুষ্ঠাদি-কনিষ্ঠান্তমনুলোম-বিলোমতঃ।
পর্ব্বসন্ধিষু চ ন্যস্য জয়া চ বিজয়া তথা ॥ ১৪
আস্যাদি বপুষঃ স্থানে ন্যাসঃ শিবষড়ঙ্গকম্।
কনিষ্ঠাদৌ হৃদাদ্যেব শিখায়াং করয়োর্ন্যসেৎ ॥ ১৫
ব্যাপকঞ্চ ততঃ পূর্ব্বং ক্রমাদঙ্গুলিপর্ব্বসু।
ভূতানাঞ্চ পুনর্ন্যাসঃ শিবাঙ্গানি তথৈব চ ॥ ১৬
প্রণবাদি-নমোঽন্তানি নামৈব চ সমন্বিতাঃ।
সর্ব্বমন্ত্রেষু কথিতো বিধিঃ স্থাপনপূজনে ॥ ১৭
আদ্যাক্ষরং তন্নাম্নশ্চ মন্ত্রোঽয়ং পরিকীর্ত্তিতঃ।
অষ্টানাং নাগজাতীনাং মন্ত্রঃ সান্নিধ্যকারকঃ ॥ ১৮

তদনন্তর ঔঁকারবেদসমন্বিত চতুরস্র ত্রিভুবনব্যাপী বায়ুমণ্ডল ধ্যান করিবে। অনন্তর হুঙ্কারনিজ বিন্দু স্ফটিকবৎ প্রদীপ্ত, ত্রিভুবনপ্লাবনশীল, ব্যোমামৃতস্বরূপ মন্ত্র স্মরণ করিবে। বাসুকি ও শঙ্খপাল এই দুই নাগ পৃথিবীমণ্ডলে অবস্থিত আছে। কর্কোটক ও পদ্মনাভ এই দুই নাগ বরুণমণ্ডলে অবস্থিতি করেন। কুলিক ও তক্ষক এই দুই নাগ আগ্নেয়মণ্ডলস্থিত; পদ্মনাভ বায়ুমণ্ডলে অবস্থিতি করেন। এইরূপে নাগের তত্ত্ব জানিয়া পঞ্চভূতন্যাস করিবে। অঙ্গুষ্ঠাদি কনিষ্ঠান্ত অনুলোমবিলোমক্রমে পূর্ব্বোক্ত সন্ধিসমূহে জয়া ও বিজয়া ন্যাস করিবে। শরীরের মুখাদি অবয়বে শিবের ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। কনিষ্ঠাদি অঙ্গুলি, হৃদয়াদি অঙ্গ, শিখা ও কর এই সমস্ত স্থানে ন্যাস করা কর্ত্তব্য। ১২-১৫

অনন্তর ক্রমশঃ অঙ্গুলিপর্ব্বে ব্যাপকন্যাস করিবে। পুনরায় ভূতন্যাস ও শিবের অঙ্গন্যাস করিবে। সর্ব্ববিধ দেবতার পূজা ও শিবের অঙ্গন্যাস করিবে। সর্ব্ববিধ দেবতার পূজা ও প্রতিষ্ঠা কার্য্যে সেই সেই দেবতার নামের আদিতে প্রণব (ওঁ) ও অন্তে "নমঃ" শব্দ যোগ করিয়া কার্য্য করিবে, এইরূপ বিধি উক্ত আছে। দেবতার নামের আদিতে সেই নামের আদি বর্ণ যোগ করিলেও মন্ত্র হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে অষ্টনাগের মন্ত্র কথিত হইয়াছে, ঐ সকল মন্ত্রে পূজাদি কার্য্য করিলে নাগগণের সান্নিধ্য

১। ব্যোমামৃতমনুং।

শিববীজং ততো দত্বা ততো ধ্যায়েচ্চ গরুড়ম্।
যদ্‌যস্য ক্রমমাখ্যাতং বর্ণমস্য বিচক্ষণঃ।
তত্র তচ্চিন্তয়েদ্বর্ণং কর্মকালে বিধানবিৎ ॥ ২৮
পাদপক্ষেষু তথা চঞ্চু-কৃষ্ণনাগৈর্বিভূষিতম্।
তার্ক্ষ্যং বিভাবয়েত্ততো নিত্যং বিষে স্থাবরজঙ্গমে ॥ ২৯
গ্রহভূত-পিশাচে চ ডাকিনী-যক্ষ-রাক্ষসে।
নাগৈর্বিবেষ্টিতং কৃত্বা বন্দেহং বিহগেশ্বরম্ ॥ ৩০
দ্বিধান্যাসঃ সমাখ্যাতো নাগানাঞ্চৈব ভূতয়োঃ।
এবং ধ্যাত্বা কর্ম কুর্য্যাৎ ন্যাসতত্ত্বাদিকং ক্রমাৎ ॥ ৩১
ত্রিতত্ত্বং প্রথমং ন্যস্য শিবতত্ত্বং ততোঽপরি।
যথা দেহে তথা দেবে অঙ্গুলীনাঞ্চ পর্ব্বসু ॥ ৩২
দেহন্যাসং পুরা কৃত্বা অনুলোমবিলোমতঃ।
কন্দং নালং তথা পদ্মং বর্ণং জ্ঞানাদিমেব চ ॥ ৩৩
দ্বিতীয়বর্ণমন্ত্রং বর্ণান্তেন তু পূরয়েৎ।
ক্ষৌমিতি কর্ণিকামধ্যে মূর্দ্ধি বেদেন সংযুতম্ ॥ ৩৪
অ ক চ ট ত প য শা বর্ণাঃ পূর্ব্বাদিকে ন্যসেৎ।
পত্রাগ্রকেশরাগ্রে তু দ্বৌ দ্বৌ পূর্ব্বাদিকৌ তথা ॥ ৩৫
কেশরে তু যথা ন্যস্য ঈশান্তান্ ষোড়শার্দ্ধকেৎ।
বামাদ্যাঃ শক্তয়ঃ প্রোক্তাস্ত্রিতত্ত্বং ততো ন্যসেৎ ॥ ৩৬

উক্ত ভূতমন্ত্রের অন্তে শিববীজ যোগ করিয়া গরুড়ের ধ্যান করিবে। ক্রমানুসারে যে যে বীজ উক্ত আছে, বিধানজ্ঞ বিচক্ষণ সাধক কর্মকালে সেই সেই বীজের বর্ণ ধ্যান করিবেন। গরুড়ের পাদ, পক্ষ ও চঞ্চু এই সমস্ত স্থান কৃষ্ণনাগদ্বারা বিভূষিত। স্থাবর, জঙ্গম বিষে, গ্রহ, ভূত ও পিশাচাদির আবির্ভাবে; ডাকিনী, যক্ষ ও রাক্ষসাদির ভয়ে আত্মদেহে উক্তরূপে নাগবেষ্টিত গরুড়কে ধ্যান করিবে। ২৬-৩০

নাগগণের ও ভূতগণের দ্বিবিধ ন্যাস উক্ত আছে। উক্তরূপে ধ্যান করিয়া আত্মতত্ত্বাদি কর্ম করিবে। প্রথমতঃ ত্রিতত্ত্ব, পরে শিবতত্ত্ব ন্যাস করিবে। আত্মদেহে ও অঙ্গুলিপর্ব্বে যেরূপ ন্যাস করিবে, সেইরূপ দেবদেহে ও অঙ্গুলিপর্ব্বেও ন্যাস করিবে। প্রথমে অনুলোম-বিলোমক্রমে দেহন্যাস করিয়া কন্দ, নাল, পদ্ম, বর্ণ ও জ্ঞানাদির ন্যাস করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় বাহুত বর্ণান্ত বর্ণদ্বারা পূর্ণ করিবে। 'ক্ষৌং' মন্ত্র কর্ণিকামধ্যে ও মস্তকে ন্যাস করিবে। পূর্ব্বাদিক্রমে অবর্গ, কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ, যবর্গ ও শবর্গ, এই অষ্টবর্গ ন্যাস করিয়া পুনরায় পূর্ব্বাদিক্রমে পত্রাগ্রে ও কেশরাগ্রে দুই দুই বর্ণের ন্যাস করিবে। ৩১-৩৫

আবাহয়েৎ ততো মূর্ত্তিং শিবমন্তং ততোপরি।
কর্ণিকায়াং ন্যসেচ্চৈবং সাঙ্গং তত্র পুরঃসরম্ ॥ ৩৭
পৃথিবী পশ্চিমে পত্রে আপশ্চোত্তরসংস্থিতাঃ।
তেজস্তু দক্ষিণে পত্রে বায়ুং পূর্ব্বেণ পূজয়েৎ ॥ ৩৮
স্ববীজং মূর্ত্তিরূপঞ্চ প্রাগুক্তং পরিকল্পয়েৎ।
যং বায়ুযুক্তং নৈর্ঋত্যে রেফস্ত্বনলসংস্থিতঃ ॥ ৩৯
বং চ ঈশে সদা পূজ্য ওঁ হৃদিস্থঞ্চ পূজয়েৎ।
তন্মাত্রান্ ভূতমাত্রাংস্তান্ বহিরেব প্রপূজয়েৎ ॥ ৪০
শিবাঙ্গানি ততঃ পশ্চাদ্ধ্যাত্বা সম্পূজয়েৎ ততঃ।
আগ্নেয্যাং হৃদয়ং পূজ্য শির ঈশানগোচরে ॥ ৪১
নৈর্ঋত্যে তু শিখাং দদ্যাদ্বায়ব্যাং কবচং ন্যসেৎ।
অস্ত্রং বাহ্যতো দদ্যান্নেত্রমুত্তরসংবৃতম্ ॥ ৪২
পত্রাগ্রে কর্ণিকায়ে তু বীজানি পরিপূজয়েৎ।
অনন্তাদিস্বরূপাস্তা অষ্টৌ নাগাঃ ক্রমাৎ স্থিতাঃ ॥ ৪৩
পূর্ব্বাদিকক্রমেণৈব ঈশপর্য্যন্তমেব চ।
পূজয়েচ্চ সদা মন্ত্রী বিধানেন পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪৪
হৃদি পদ্মে বিধানেন শিলাদৌ বহ্নিমণ্ডলে।
এতৎ কার্য্যং সমুদ্দিষ্টং নিত্য-নৈমিত্তিকেঽপি চ ॥ ৪৫

ঈশানকোণ হইতে ক্রমশঃ ষোড়শ স্বরের ন্যাস করিয়া তাহাদিগের অর্চ্চনা করিবে। তারপর বামাদিক্রমে শক্তিন্যাস করিয়া ত্রিতত্ত্ব ন্যাস করিবে। অনন্তর মস্তকে আবাহন করিয়া হৃৎপদ্মে শিবের অঙ্গন্যাস করিবে। অতঃপর কর্ণিকাতে অঙ্গন্যাস পুরঃসর দেবের ন্যাস করিবে। পশ্চিমপত্রে পৃথিবী, উত্তরপত্রে জল, দক্ষিণপত্রে তেজঃ ও পূর্ব্বপত্রে বায়ুর পূজা করিবে। অতঃপর পূর্ব্বোক্ত স্ববীজ ও মূর্ত্তি পরিকল্পনা করিবে। 'যং' এই বায়ুবীজ নৈর্ঋতে, রং এই বহ্নিবীজ বায়ুকোণে, 'বং' এই বীজ ঈশানে পূজা করিয়া হৃদয়ে ওঁ এই বীজের অর্চ্চনা করিবে। পরে বাহ্যে ভূতসকল ও ভূততন্মাত্রের পূজা করিবে। ৩৬-৪০

তারপর শিবের অঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যানপূর্ব্বক পূজা করিবে। অনন্তর অগ্নিকোণে হৃদয়, ঈশানকোণে শির, নৈর্ঋতে শিখা ও বায়ুকোণে কবচ, বাহ্যে অস্ত্র ও উত্তরে নেত্র-বিন্যাস করিয়া পত্রাগ্রে ও কর্ণিকায় বীজের পূজা করিবে। পূর্ব্ব হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত যথাক্রমে অনন্তাদি অষ্টনাগ অবস্থিত আছেন; জ্ঞানবান্ সাধক ঐ নাগসকলের পৃথক্ পৃথক্ পূজা করিবেন। নিত্য-নৈমিত্তিকাদি সকল কার্য্যেই উক্ত বিধানক্রমে হৃৎপদ্মে, শিলাদি মূর্ত্তিতে ও মণ্ডলে পূর্ব্বোল্লিখিত কার্য্যসমুদায় করিবে। ৪১-৪৫

পঞ্চাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

ভৈরব উবাচ

অথ চূড়ামণিং বক্ষ্যে শুভাশুভবিবুদ্ধয়ে। সূর্য্যং দেবীং গণং সোমং স্মৃত্বা তু বিলিখেদ্ধ্বজান্॥ ১

ত্রিরেখা গোমূত্রিকাতা অথবা প্রশ্নকালতঃ।

দিগ্বাসপ্রযুক্তো বা ধ্বজাদীন্ গণয়েৎ ক্রমাৎ॥ ২

ধ্বজো ধূম্রাহ্বয় সিংহশ্চ শ্বা বৃষঃ খরগজৈঃ।

ধ্বাঙ্ক্ষশ্চ অষ্টমঃ প্রোক্তো প্রাগ-দ্যষ্টাশু স্থাপয়েৎ॥ ৩

কৌবেরী, বৈষ্ণবী, বারাহী, মাহেন্দ্রী, চামুণ্ডা, অপরাজিতা, বিজয়া, অজিতা, মোহিনী, ত্বরিতা, জম্ভিনী, স্তম্ভিনী, কালিকা এই সমস্ত দেবতাকে পদ্মমধ্যে পূজা করিবে। এইরূপে জ্বালামুখীর আরাধনা করিলে বিষাদি হরণ হয়। ১৪-১৮

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নিত্যক্লিন্নাত্রিপুরাজ্বালামুখীবিদ্যা নামক
চতুরধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৪।

পঞ্চাধিক দ্বিশততম অধ্যায়

ভৈরব বলিলেন,—চূড়ামণিমতানুসারে ধ্বজাদি গণনা বলিব। এই গণনাদ্বারা মনুষ্যের ভাবী শুভাশুভ জানা যায়। সূর্য্য, দেবী ভগবতী, গণেশ ও সোম এই সমস্ত দেবতাকে স্মরণ করিয়া ধ্বজাদি অঙ্কিত করিবে। ধ্বজাদি অঙ্কিত করিয়া প্রশ্নকালের আদি অক্ষরানুসারে ধ্বজাদিগণনা করিবে। যথা—অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ এই সমস্ত বর্ণ ধ্বজ। ক খ গ ঘ ঙ ধূম্র। চ ছ জ ঝ ঞ সিংহ। ট ঠ ড ঢ ণ শ্বান। ত থ দ ধ ন বৃষ। প ফ ব ভ ম খর। য র ল ব গজ। শ ষ স হ এই চারি বর্ণ ধ্বাঙ্ক্ষ। অকারাদি প্রশ্নাক্ষরদ্বারা যথা—ক্রমে ধ্বজাদি গ্রহণ করিবে। প্রশ্নকর্ত্তা যে দিকে অবস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিবে, সেই সেই দিক্ অনুসারেও ধ্বজাদি গ্রহণ করিতে পারা যায়। পূর্ব্বদিকে ধ্বজ, অগ্নিকোণে ধূম্র, দক্ষিণে সিংহ, নৈঋতকোণে শ্বান, পশ্চিমদিকে বৃষ, বায়ুকোণে খর, উত্তরদিকে গজ, ঈশানকোণে ধ্বাঙ্ক্ষ। এইরূপে ধ্বজাদিগণনা করিয়া প্রশ্নের ফল নিরূপণ করিবে। ধ্বজ, ধূম্র, সিংহ, শ্বান, বৃষ, খর, গজ ও ধ্বাঙ্ক্ষ ইহারাই ধ্বজাদি। ১-৩

সিংহস্থানে স্থিতে সিংহে জয়ো মিত্রসমাগমঃ।
সিংহস্থানে স্থিতে যানে স্ত্রীচিন্তাগ্রামলাভকম্[1] ॥ ১৩
সিংহস্থানে বৃষং দৃষ্ট্বা সুহৃৎক্ষেমার্থলাভকম্। সিংহস্থানে খরং দৃষ্ট্বা গ্রামাধিপত্যমেব চ ॥ ১৪
সিংহস্থানে গজং দৃষ্ট্বা আরোগ্যায়ুঃসুখাদিকম্।
সিংহস্থানে স্থিতে ধ্বাঙ্ক্ষে কন্যাধান্যধনাদিকম্ ॥ ১৫
শ্বানস্থানে শ্বানং দৃষ্ট্বা স্থানচিন্তাসুখাদিকম্।
শ্বানস্থানে স্থিতে ধূম্রে কলহং কার্যনাশনম্ ॥ ১৬
শ্বানস্থানে স্থিতে সিংহে কার্যসিদ্ধির্ভবিষ্যতি।
শ্বানস্থানে স্থিতে যানে ধননাশো ভবিষ্যতি ॥ ১৭
শ্বানস্থানে বৃষং দৃষ্ট্বা রোগী রোগাদ্বিমুচ্যতে।
শ্বানস্থানে খরং দৃষ্ট্বা কলহশ্চ ভয়ং ভবেৎ ॥ ১৮
শ্বানস্থানে গজং দৃষ্ট্বা গুরুভার্যাসমাগমঃ।
শ্বানস্থানে স্থিতে ধ্বাঙ্ক্ষে পীড়া স্বজননাশনম্[2] ॥ ১৯
বৃষস্থানে ধ্বজং দৃষ্ট্বা রাজপূজাদিকং ভবেৎ।
বৃষস্থানে স্থিতে ধূম্রে রাজপূজাসুখাদিকম্ ॥ ২০
বৃষস্থানে স্থিতে সিংহে সৌভাগ্যঞ্চ ধনাদিকম্।
বৃষস্থানে স্থিতে যানে ধনস্ত্রীকাম ঈপ্সিতঃ ॥ ২১

হইলে কন্যাপ্রাপ্তি ও ধনাগম জানিবে। সিংহস্থানে সিংহ হইলে জয় ও মিত্রসমাগম বুঝায়। সিংহস্থানে যান হইলে স্ত্রীচিন্তা ও গ্রামলাভ জানা যায়। সিংহস্থানে বৃষ হইলে সুহৃৎ, ক্ষেম ও অর্থলাভ হয়। সিংহস্থানে খর হইলে গ্রামাধিপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সিংহস্থানে গজ হইলে আয়ু, আরোগ্য ও সুখাদি বৃদ্ধি পায়। সিংহস্থানে ধ্বাঙ্ক্ষ হইলে কন্যা, ধান্য ও ধনাদি হইয়া থাকে। ১১-১৫

শ্বানস্থানে শ্বান হইলে স্থানচিন্তা ও সুখাদি জানা যায়। শ্বানস্থানে ধূম্র হইলে কলহ ও কার্যনাশ বুঝিবে। শ্বানস্থানে সিংহ হইলে কার্যসিদ্ধি হইবে। শ্বানস্থানে যান হইলে ধননাশ জানা যায়। শ্বানস্থানে বৃষ হইলে রোগী ব্যক্তি রোগ হইতে মুক্তি পাইবে। শ্বানস্থানে খর হইলে কলহ ও ভয় হইয়া থাকে। শ্বানস্থানে গজ হইলে গুরু ও ভার্যার সহিত সমাগম হয়। শ্বানস্থানে ধ্বাঙ্ক্ষ হইলে পীড়া ও স্বজননাশ জানা যায়। বৃষস্থানে ধ্বজ হইলে রাজসম্মান ও সুখাদি হয়। বৃষস্থানে ধূম্র হইলে রাজপূজা ও সুখাদিলাভ হইবে। ১৬-২০

বৃষস্থানে সিংহ হইলে সৌভাগ্য ও ধনাদি লাভ জানা যায়। বৃষস্থানে যান হইলে ধন,

---

১। স্ত্রীচিন্তোক্ত কচিৎ পাঠঃ   ২। স্বজনাঙ্গসিদ্ধি পাঠান্তরম্।

মাহেন্দ্রো মধ্যসংস্থস্তু শুক্লপক্ষে তু বামগঃ। কৃষ্ণপক্ষে দক্ষিণগ উদয়স্ত্র্যহং ত্র্যহম্ ॥ ৩
বহেৎ প্রতিপদাদ্যো চ বিপরীতে তু বৈ মৃতিঃ। উদয়ং সূর্য্যমার্গেণ চন্দ্রেণাস্তময়ো যদি ॥ ৪
বর্দ্ধন্তে শুভসন্ধ্যাতা অন্যথা বিঘ্নমৌচিত্যম্। সংক্রান্তয়ঃ ষোড়শ প্রোক্তা দিনরাত্রৌ বরাননে ॥ ৫
যদা চ সংক্রমেদ্বায়ুরর্দ্ধপ্রহরে স্থিতঃ। বাহ্যহানিস্তদা জ্ঞেয়া বায়ুর্ভ্রমতি দেহিনু ॥ ৬
দক্ষিণে চ পুটে বায়ুর্হিতো ভোজনমৈথুনে। খড়্গহস্তো ব্রজেদ্ যুদ্ধে রিপূন্ জয়সমন্বিতঃ ॥ ৭
বামেন গমনং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বকার্য্যে সু কৃত্তিতম্। বায়ৌ বহতি[1] তত্ত্বজ্ঞঃ প্রশ্নো ভবতি[2] শোভনঃ ॥ ৮
মাহেন্দ্রে বারুণে বাতে কোঽপি দোষো ন জায়তে। অনাবৃষ্টির্দক্ষবাহে বৃষ্টিঃ স্যাদ্বামবাহকে ॥ ৯

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বায়ুজয়াদিকথনং নাম ষড়ধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০৬ ॥

নাসাদ্বারা বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধগামী বায়ুর নাম অগ্নি (নাসিকার ঊর্দ্ধদিক্ বায়ু প্রবাহিত হইলে অগ্নিতত্ত্বের উদয় জানা যায়)। নাসিকার অধোগত বায়ুকে জলতত্ত্ব, মধ্যগত বায়ুকে মহেন্দ্রতত্ত্ব বলিয়া নির্ণয় করিবে। বায়ু শুক্লপক্ষে বামনাসায় ও কৃষ্ণ পক্ষে দক্ষিণনাসায় উদিত হয়। এইরূপে তিনদিন বায়ু উদিত হইয়া পরিবর্ত্তিত হয়। শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ হইতে বায়ুর এইরূপ উদয় আরম্ভ হইয়া থাকে (শুক্লপ্রতিপদ্ হইতে তিনদিন বামনাসায়, পরে তিন দিন দক্ষিণনাসায়, এই ক্রমে পূর্ণিমাপর্য্যন্ত উদয় হইয়া অপর কৃষ্ণ-পক্ষের প্রতিপদ্ হইতে তিনদিন দক্ষিণনাসায়, তৎপর তিনদিন বামনাসায় উদিত হয়)। ইহার বৈপরীত্য ঘটিলে মৃত্যু হইয়া থাকে। যদি বায়ু সূর্য্যমার্গে উদিত হইয়া চন্দ্রমার্গে অস্ত যায়, তবে সেই মনুষ্য নানা প্রকারে বৃদ্ধি পায় ; কিন্তু নিয়মের অন্যথা হইলে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। ১-৫

দিবারাত্রির মধ্যে ষোড়শবার বায়ুর সংক্রমণ (এক এক প্রহর অন্তে বায়ুর নাসিকা পরিবর্ত্তন) হয়। যখন অর্দ্ধপ্রহরের পর বায়ুর পরিবর্ত্তন হয়, তখন তাহার বাহ্যহানি ঘটিয়া থাকে। এইরূপে দেহীর শরীরে বায়ু ভ্রমণ করে। বায়ু যখন দক্ষিণনাসাপুটে বহিতে থাকে, তখন ভোজন ও মৈথুনকার্য্য করিবে ; তখন খড়্গ হস্তে করিয়া রিপুবিজয়ার্থে বহির্গত হইলে যুদ্ধে জয়লাভ হয়। বামনাসায় বায়ু প্রবহনকালে গমনাদি কার্য্য শুভপ্রদ হয়। বামনাসায় বায়ু বহনকালে কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করিলে ফল শুভ জানা যায়। যে সময়ে মহেন্দ্র এবং বরুণতত্ত্বের উদয় হয়, তখন কোনরূপ দোষ ঘটিতে পারে না। দক্ষিণনাসায় বায়ুর প্রবহনকালে অনাবৃষ্টি ও বামনাসায় বায়ু বহনকালে অতিবৃষ্টি হইয়া থাকে। ৬-৯

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বায়ুজয়াদিকথন নামক ষড়ধিক
দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৬।

১। বায়ুর্বহতি। ২। ভূতয়।

বাতপিত্তে ব্রণে দদ্যাৎ গোক্ষীরঘৃতসংযুতম্ ।
দেয়ং কৃশানাং পুষ্ট্যর্থং মাংসৈর্মুদ্গৈশ্চ ভোজনম্ ॥ ২৯

সপিষ্টকাঃ প্রদাতব্যাঃ শষ্কুল্যঃ পলপঞ্চকম্ ।
প্রভাতে ঘৃতসংযুক্তং শরদ্‌গ্রীষ্মে চ বাজিনাম্ ॥ ৩০

যোজয়েৎ পুষ্টিদ্রব্যাণি বল-তেজোবিবর্দ্ধনম্ ভবেদাহারে দাতব্যং ক্ষীরযুক্তমথাপি বা ॥ ৩১
শষ্কুলীকল্কযোগেন শতাবর্য্যশ্বগন্ধয়োঃ । চত্বারি ত্রীণি মধ্যস্য জঘন্যস্য পলানি হি ॥ ৩২
অকস্মাদ্ যত্র বাহানাং মরণং যদা ভবেৎ । ম্রিয়ন্তে চ যদা ক্ষিপ্রমুপসর্গং তমাদিশেৎ ॥ ৩৩
হোমাদ্যৈ রক্ষয়া বিপ্র-ভোজনৈর্বলিকর্ম্মণা । শান্ত্যোপসর্গশান্তিঃ স্যাদ্ধরীতক্যাদিকল্কতঃ ॥ ৩৪
হরীতকী গবাং মূত্রৈস্তৈলেন লবণান্বিতা । আদৌ পঞ্চ ততঃ পঞ্চ বৃদ্ধ্যা পূর্ণশতাবধিঃ ।
উত্তমঞ্চ শতং মাত্রা অশীতিঃ ষষ্টিরেব বা ॥ ৩৫
গজায়ুর্ব্বেদযোগাদৌ উক্তাঃ কল্কা গজে হিতাঃ । গজে চতুর্গুণা মাত্রা তাভির্গজসমর্দ্দনম্ ॥ ৩৬

সর্ব্বোপসর্গব্যাধীনাং শমনং শান্তিকর্ম্ম চ ।
পূজয়িত্বা সুরান্ বিপ্রান্ বৈষ্ণবীং কপিলাং দদেৎ ॥ ৩৭

অধমমাত্রা জানিবে। কফ, কুষ্ঠ ও বক্ররোগে অশ্বকে ত্রিফলাক্কাথ পান করাইবে ; বস্তি ও শোথরোগে গোমূত্রের সহিত ত্রিফলার ক্কাথ পান করাইবে। বাতপিত্তজ ব্রণরোগে অশ্বকে ঘৃতযুক্ত গব্যদুগ্ধ পান করাইবে। কৃশ অশ্বের শরীরপুষ্টির জন্য ভোজ্য দ্রব্যের সহিত মাংসরস পান করাইবে। কৃশ অশ্বের শরীরের পুষ্টিসাধন জন্য শরৎ ও গ্রীষ্মকালে প্রভাত সময়ে পঞ্চপল পরিমিত শষ্কুলী সেবনপূর্ব্বক ভোজন করাইবে। ২৮-৩০

অশ্বের পুষ্টিসাধন করিতে হইলে যে সমস্ত দ্রব্য রোগঘ্ন, পুষ্টিকারক, বলপ্রদ ও তেজোবর্দ্ধক, সেই সমস্ত ঔষধের সহিত দুগ্ধ মিলিত করিয়া ভোজন করাইবে। অশ্বের শোথনাশের জন্য শষ্কুলীকল্ক, শতাবরীকল্ক ও অশ্বগন্ধাকল্ক সেবন করাইবে। এই ঔষধ সেবন বিষয়ে চারিপল উত্তমমাত্রা, তিনপল মধ্যমমাত্রা ও একপল অধমমাত্রা জানিবে। যখন অশ্বগণের এক প্রকার রোগ উপস্থিত হইয়া তাহাতে তাহাদিগের মৃত্যু হয়, সেই রোগকে উপসর্গ বলে। অশ্বের উপসর্গশান্তির জন্য হোমাদি দ্বারা রক্ষা বিধান করিবে ; আর ব্রাহ্মণভোজন ও বলিকর্ম্মাদি শান্তি দ্বারা উপসর্গশান্তি করিবে। পরে হরীতক্যাদিকল্ক সেবন করাইবে। অশ্বরোগশান্তির জন্য গোমূত্র, তৈল ও লবণযুক্ত হরীতকী ভোজন করাইবে। এই ঔষধ সেবনকালে প্রথমদিনে পাঁচটি হরীতকী সেবন করিতে দিবে, তারপর প্রতিদিন পাঁচ পাঁচটি বৃদ্ধি করিয়া একশতটি পর্য্যন্ত সেবন করাইবে। এই হরীতকী সেবন বিষয়ে একশত উত্তমমাত্রা, অশীতি মধ্যমমাত্রা, আর ষষ্টি অধমমাত্রা জানিবে। ৩১-৩৫

অনন্তর গজায়ুর্ব্বেদ বলিব। পূর্ব্বে যে সমস্ত কল্ক উক্ত হইয়াছে, ঐ সমুদয় গজের পক্ষেও হিতকর জানিবে। বিশেষ এইমাত্র যে, অশ্বের চতুর্গুণমাত্রায় গজে ঔষধ প্রয়োগ করিতে

অষ্টাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

এবং ধন্বন্তরিঃ প্রাহ সুশ্রুতায় চ বৈদ্যকম্। অথ নামানি বক্ষ্যামি ঔষধীনাং সমাসতঃ॥ ১
স্থিরা বিদারিগন্ধা চ শালপর্ণ্যংশুমত্যপি। লাঙ্গলী কলসী চৈব ক্রোষ্টুপুচ্ছা গুহা মতা॥ ২
পুনর্নবাথ বর্ষাভূঃ কারবিল্লঃ কঠিল্লকঃ[১]। এরণ্ডশ্চোরুবূকঃ স্যাদামণ্ডো বর্দ্ধমানকঃ॥ ৩
ঝষা নাগবলা জ্ঞেয়া শ্বদংষ্ট্রা গোক্ষুরো মতঃ। শতাবরী বরা ভীরু পীবরীন্দীবরী বরী॥ ৪

ব্যাঘ্রী[২] তু বৃহতী কৃষ্ণা হংসপাদী মধুস্রবা
ধামনী কণ্টকারী স্যাৎ ক্ষুদ্রা সিংহী নিদিগ্ধিকা॥ ৫

মুষ্টিকাঽমৃতা কালী বিষঘ্নী সর্পদংষ্ট্রিকা। মর্কটী চাত্মগুপ্তা স্যাদার্ষেয়ী কপিকচ্ছুকা॥ ৬
মুদ্গপর্ণী ক্ষুদ্রসহা মাষপর্ণী মহাসহা। ন্যগ্রোধস্তু বটো জ্ঞেয়ো হ্যশ্বত্থঃ কপিলো মতঃ॥ ৭

প্লক্ষোঽথ গর্দ্দভাণ্ডঃ স্যাৎ পর্কটী চ কপীতনঃ।
পার্থস্তু ককুভো ধবী নির্জ্জরোঽর্জ্জুননামভিঃ॥ ৮
নন্দীবৃক্ষঃ প্ররোহী স্যাৎ পুষ্টিকারীতি চোচ্যতে।
বঞ্জুলো বেতসো জ্ঞেয়ো জলাত্তশ্যাপাকরঃ॥ ৯

সূত বলিলেন,—ধন্বন্তরি সুশ্রুতকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বৈদ্যকশাস্ত্র বলিয়াছিলেন; এক্ষণে সংক্ষেপত ঔষধিসকলের নাম বলিব। স্থিরা, বিদারীগন্ধা, শালপর্ণী ও অংশুমতী এই চারিটি শব্দ শালপাণীবাচক। লাঙ্গলী, কলসী, ক্রোষ্টুপুচ্ছা ও গুহা এই সকল শব্দে পিঠানী বুঝায়। পুনর্নবা, বর্ষাভূ, কঠিল্লক ও কারবিল্ল এই চারিটি শব্দ পুনর্নবাবাচক। এরণ্ড, উরুবূক আমণ্ড ও বর্দ্ধমানক এই চারিটি শব্দে এরণ্ড বুঝায়। ঝষা ও নাগবলা এই দুইটি শব্দ গোরক্ষচাকুলিয়াবাচক; শ্বদংষ্ট্রা এই শব্দে গোক্ষুর বুঝায়। শতাবরী, বরা, ভীরু, পীবরী, ইন্দীবরী ও বরী এই সকল শব্দ শতমূলীবাচক। ব্যাঘ্রী, বৃহতী, কৃষ্ণা, হংসপাদী মধুস্রবা এই কয়েকটী বৃহতীর নাম। ধামনী, কণ্টকারী, ক্ষুদ্রা, সিংহী, নিদিগ্ধিকা এই সকল শব্দে কণ্টকারী বুঝিবে। ১-৫

মুষ্টিকালী, অমৃতা, কালী, বিষঘ্নী, সর্পদংষ্ট্রিকা এই পাঁচটী শব্দ বিষাক্তি-বাচক। মর্কটী, আত্মগুপ্তা, আর্ষেয়ী, কপিকচ্ছুকা এই সকল শব্দে শূকশিম্বী বুঝায়। মুদ্গপর্ণী ক্ষুদ্রসহা এই দুই শব্দ মুগানীবাচক। মাষপর্ণী ও মহাসহা এই দুই শব্দে মাষাণী বুঝিবে। ন্যগ্রোধ ও বট এই দুই শব্দে বটবৃক্ষ বুঝায়। অশ্বত্থ কপিল এই দুই শব্দে অশ্বত্থ বৃক্ষ বুঝিবে। প্লক্ষ, গর্দ্দভাণ্ড, পর্কটী, কপীতন এই সমস্ত শব্দ পাকুড় গাছের নাম। পার্থ, ককুভ, ধবী, অর্জ্জুন-বাচক সকল শব্দ অর্জ্জুনবৃক্ষের নাম। নন্দীবৃক্ষ, প্ররোহী পুষ্টিকারী এই সমস্ত শব্দ

১। কঠিল্লা কারবী তথা। ২। ব্যাঘ্রী।

লোধ্রঃ শাবরকো ধৃষ্টস্তিরীটশ্চাপি কীর্তিতঃ। বৃহৎফলা মহাজম্বুর্বা বালফলা পরা ॥ ১০

তৃতীয়া জলজম্বুঃ স্যান্মাদেয়ী সা চ কীর্তিতা।
কণা কৃষ্ণোপকুল্যা[1] চ শৌণ্ডী মাগধিকেতি চ ॥ ১১
কথিতা পিপ্পলী তজ্জৈস্তন্মূলং গ্রন্থিকং স্মৃতম্।
উষণং মরিচং প্রোক্তং শুণ্ঠী বিশ্বং মহৌষধম্ ॥ ১২
ব্যোষং কটুত্রয়ং বিদ্যাৎ ত্র্যূষণং তচ্চ কীর্ত্যতে।
লাঙ্গলী হলিনী চ স্যাচ্ছ্রেয়সী গজপিপ্পলী ॥ ১৩

বাসন্তী জারযাণা স্যাদুৎসা বহুবহা[2] স্মৃতা। চিত্রকঃ স্যাচ্ছিখী বহ্নিরগ্নিসংজ্ঞোঽভিকল্প্যতে ॥ ১৪

ষড়্‌গ্রন্থোগ্রা বচা মেধ্যা শ্বেতা হৈমবতীতি চ।
কুটজো বৃক্ষকঃ শক্রো বৎসকো গিরিমল্লিকা ॥ ১৫
কলিঙ্গেন্দ্রযবারিষ্টং তস্য বীজানি লক্ষয়েৎ।
মুস্তকো মেঘনামা স্যাৎ কৌন্তী জ্ঞেয়া হরেণুকা ॥ ১৬
এলা চ বহুলা প্রোক্তা সূক্ষ্মৈলা চ তথা ত্রুটিঃ।
পদ্মা ভার্গী তথা কাঞ্চী জ্ঞেয়া ব্রাহ্মণযষ্টিকা ॥ ১৭

মেষশৃঙ্গীবাচক। বঞ্জুল ও বেতস এই দুই শব্দে বেতবাঁশ বুঝিবে। অম্লবেতস, শতবেধ এই দুই শব্দে চেনা বুঝায়। ৮-৯

লোধ্র, শাবরক, ধৃষ্ট, তিরীট এই চারি শব্দ লোধবাচক। বৃহৎফলা, মহাজম্বু এই দুই শব্দে গোলাম জাম বুঝায়। বালফলা, মাদেয়ী, জলজম্বু এই সকল শব্দে ক্ষুদ্র জম্বু বুঝায়। কণা, কৃষ্ণা, উপকুল্যা, শৌণ্ডী ও মাগধী, বৈদ্যবিৎ পণ্ডিতগণ এই সমস্ত শব্দ পিপ্পলীবাচক বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। গ্রন্থিকশব্দে পিপ্পলীমূল বুঝিবে। উষণ শব্দ মরিচবাচক। বিশ্ব মহৌষধ এই দুই শব্দ শুণ্ঠীবাচক। ব্যোষ, কটুত্রয়, ত্র্যূষণ এই তিনটি শব্দে ত্রিকটু (মরিচ, পিপ্পলী, শুণ্ঠী) বুঝিবে। লাঙ্গলী, হলিনী, শ্রেয়সী, গজপিপ্পলী, বাসন্তী, জারযাণা, উৎসা, বহুবহা এই সমস্ত শব্দ গজপিপ্পলীবাচক। চিত্রক, শিখী, বহ্নি ও অগ্নিবাচকশব্দ সকল চিতার নাম। ষড়্‌গ্রন্থা, উগ্রা, বচা, শ্বেতা, হৈমবতী এই সমস্ত শব্দ বচের নাম। কুটজ, বৃক্ষক, শক্র, বৎসক, গিরিমল্লিকা এই সমস্ত শব্দে কুটজবৃক্ষ বুঝায়। ১০-১৫

কলিঙ্গ, ইন্দ্রযব, অরিষ্ট এই তিনটি শব্দে কুটজবীজ বুঝিবে। মুস্তক ও মেঘবাচক শব্দ মুথার বাচক হয়। কৌন্তী হরেণুকা এই দুই শব্দে রেণুকা নামক ঔষধি বুঝিবে। এলা বহুলা এই দুইটি শব্দ বড় এলাচবাচক। সূক্ষ্মৈলা ত্রুটি এই দুই শব্দে ছোটএলাচী বুঝিবে। পদ্মা, ভার্গী, কাঞ্চী, ব্রাহ্মণযষ্টিক এই সমস্ত শব্দে বামনহাটী বুঝায়। মূর্বা, মধুরসা, তেজনী,

---

১। কৃষ্ণোপকুল্যা। ২। বা সুবহা।

মূর্ব্বা মধুরসা জ্ঞেয়া তেজনী তিক্তবল্লভা[1] । মহানিম্বো বৃহন্নিম্বো দীপ্যকঃ স্যাদ্ যবানিকা ॥ ১৮

বিড়ঙ্গং ক্রিমিশত্রুঃ স্যাদ্রামঠং হিঙ্গুচোচ্যতে ।
অজাজী জীরকং জ্ঞেয়ং কারবী চোপকুঞ্চিকা ॥ ১৯
বিজ্ঞেয়া কটুকা তিক্তা তথা কটুকরোহিণী ।
তগরং স্যান্নতং বক্রং চোচং ত্বচবরাঙ্গকম্ ॥ ২০
উদীচ্যং বালকং প্রোক্তং হ্রীবেরং চাম্বুনামভিঃ ।
পত্রকং দলসংজ্ঞাভিশ্চোরকং শুক্তকাহ্বয়ম্ ॥ ২১
হেমাম্ভং নাগসংজ্ঞাভির্নাগকেশর উচ্যতে ।
অসৃক্কুঙ্কুমমাখ্যাতং তথা কাশ্মীরবাহ্লিকম্ ॥ ২২
অয়ো শুল্বং[2] সমুদ্দিষ্টৌ যৌগিকে লোহনামভিঃ ।
যষ্টিকা চ তথা চৈব প্রাচীনা কেলিকেতি চ ॥ ২৩

সুগবী তোষনাশা স্যাদ্রম্ভা চ কদলী মতা । পুরং কুটন্নটং বিদ্যান্মহিষাক্ষঃ পলঙ্কষা ॥ ২৪

কাশ্মরী কট্‌ফলা জ্ঞেয়া শ্রীপর্ণী চেতি কীর্ত্তিতা ।
সল্লকী গজভক্ষ্যা চ শল্লী চ সুরভী স্রবাঃ ॥ ২৫

ধাত্রীমামলকীং বিদ্যাদক্ষশ্চৈব বিভীতকঃ । পথ্যাভয়া চ বিজ্ঞেয়া পূতনা চ হরীতকী ॥ ২৬

তিক্তবল্লা এই কয়েকটী শব্দ মূর্ব্বালতার নাম । মহানিম্ব, বৃহন্নিম্ব এই দুই শব্দে মহানিম্ব বুঝায় । দীপ্যক যবানী এই দুইটি শব্দ যবানীবাচক । বিড়ঙ্গ, ক্রিমিশত্রু এই দুই শব্দে বিড়ঙ্গ বুঝায় । হিঙ্গু রামঠ এই দুই শব্দে হিঙ্গু বুঝায় । অজাজী, জীরক, কারবী ও উপকুঞ্চিকা এই চারিটি শব্দ জীরার নাম । কটুকা, তিক্তা, কটুরোহিণী এই তিন শব্দে কটকী বুঝায় । তগর, নত ও বক্র এই তিন শব্দ তগরপাদিকার নাম । ত্বচ, চোচ, বরাঙ্গ এই তিন শব্দে দারুচিনি বুঝিবে । ১৮-২০

উদীচ্য, বালক, হ্রীবের ও জলবাচক শব্দ সমুদায় বালার নাম । দল ও পত্রবাচক শব্দে তেজপত্র বুঝায় । চোর ও শুক্তক এই দুইটি শব্দ কুকুশৃঙ্গীবাচক । হেমাম্ভ ও নাগবাচক শব্দে নাগকেশর বুঝিবে । অসৃক্, কুঙ্কুম, কাশ্মীর, বাহ্লিক এ সমস্ত শব্দ কুঙ্কুমবাচক । অয়ঃ, শুল্ব, যৌগিক ও লোহবাচক শব্দ, সমুদায় শব্দেই লোহ বুঝিবে । যষ্টিকা, প্রাচীনা, কেলিকা, সুগবী, তোষনাশ, এই সকল শব্দ বিকটী বাচক । রম্ভা কদলী প্রভৃতি শব্দ কদলীর নাম । পুর, কুটন্নট, মহিষাক্ষ ও পলঙ্কষা এই সমস্ত শব্দে গুগ্গুলু বুঝায় । কাশ্মরী, কটফলা ও শ্রীপর্ণী এই তিনটি গাম্ভারীর নাম । সল্লকী, গজভক্ষ্যা, শল্লী, সুরভী ও স্রবাঃ এই সমস্ত শব্দে শল্লকীবৃক্ষ বুঝায় । ২১-২৫

ধাত্রী ও আমলকী এই দুই শব্দ আমলকীবাচক । অক্ষ বিভীতক এই দুই শব্দে বহেড়া

---

১ । তিক্তবল্লিকা ।   ২ । লোহং ।

ত্রিফলা ফলত্রয়েহোক্তা তচ্চ শ্রেষ্ঠং ফলত্রিকম্ ।
উৎকোর্য্যা দীর্ঘবৃন্তঃ করঞ্জশ্চেতি কীর্তিতঃ ॥ ২৭

যষ্টী যষ্ট্যাহ্বয়ং প্রোক্তং মধুকং মধুযষ্টিকা । পাটলী তাম্রপর্ণী স্যাৎ সমঙ্গা কৃষ্ণবৃন্তা ॥ ২৮
সিতং মলয়জং শীতং গোশীর্ষং সিতচন্দনম্ । বিপ্রাহ্বয়ং চন্দনঞ্চ দ্বিতীয়ং রক্তচন্দনম্ ॥ ২৯
কাকোলী চ শুক্লা বীরা বয়স্থা চার্কপুষ্পিকা । শৃঙ্গী কর্কটশৃঙ্গী চ মহাঘোষা চ কীর্তিতা ॥ ৩০

তুগাক্ষীরী শুভা বাংশী বিজ্ঞেয়া বংশরোচনা ।
মৃদ্বিকা চ শুভা দ্রাক্ষা তথা গোস্তনিকা মতা ॥ ৩১
স্যাদুশীরং মৃণালঞ্চ সেব্যং লামজ্জকং তথা ।
সারিবা গোপবল্লী চ গোপী শ্যামা চ কথ্যতে ॥ ৩২
শঠী কটঙ্কটেরী চ জ্ঞেয়া দারু নিশেতি চ ।
হরিদ্রা রজনী প্রোক্তা পীতিকা রাত্রিনামিকা ॥ ৩৩
বীজবৃক্ষো বরতরুস্তথা বীজতরুঃ স্মৃতঃ ।
বৃক্ষাদনী ছিন্নরুহা নীলবল্লী রসামৃতা ॥ ৩৪
কপোতা চৈব সংজ্ঞা চ সূর্য্যভক্তাভিধীয়তে ।
কণ্ঠভূষা কণ্ঠমালা কটপং পরিকীর্ত্তিতে ॥ ৩৫

বুঝায়। পথ্যা, অভয়া, পূতনা ও হরীতকী এই সমস্ত শব্দে হরীতকী বুঝায়। হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাদিগকে ত্রিফলা ও ফলত্রিক বলিয়া থাকে। উৎকোর্য্যা, দীর্ঘবৃন্ত ও করঞ্জ এই সমস্ত করঞ্জ বৃক্ষের নাম, যষ্টী, যষ্ট্যাহ্বয়, মধুক ও মধুযষ্টিকা এই সমস্ত নামে যষ্টিমধু বুঝিবে। পাটলী, তাম্রপর্ণী, সমঙ্গা ও কৃষ্ণবৃন্তা এই সমস্ত পারুলফুলের নাম। সিত, মলয়জ, শীত, গোশীর্ষ ও সিতচন্দন এই সমস্ত নামে শ্বেতচন্দন বুঝিবে। রক্ত, চন্দন, রক্তচন্দন এই সকল শব্দ রক্তচন্দনের নাম। কাকোলী, বীরা, বয়স্থা ও অর্কপুষ্পিকা এই সকল কাকোলীর নাম। শৃঙ্গী, কর্কটশৃঙ্গী, মহাঘোষা এই তিনটি শব্দে কাঁকড়াশৃঙ্গী বুঝায়। ২৮-৩০

তুগাক্ষীরী, শুভা, বাংশী ও বংশরোচনা এই সকল শব্দে বংশলোচন জানিবে। মৃদ্বিকা, দ্রাক্ষা ও গোস্তনী এই তিনটী কিস্‌মিসের নাম। উশীর, মৃণাল, সেব্য ও লামজ্জক এই চারিটী শব্দে বেণার মূল জানা যায়। সারিবা, গোপবল্লী, গোপী ও শ্যামা এই সমস্ত নামে শ্যামলতা জানিবে। শটী ও কটঙ্কটেরী এই দুই শব্দ হরিদ্রাবাচক। দারুহরিদ্রা, রজনী, পীতিকা ও রাত্রিবাচক শব্দ এই সমস্তই হরিদ্রার নাম। বীজবৃক্ষ, বরতরু, বীজতরু, এই তিন শব্দে সেগুনবৃক্ষ বুঝায়। বৃক্ষাদনী, ছিন্নরুহা, নীলবল্লী, রসা ও অমৃতা এই সমস্ত শব্দে গুড়ূচী বুঝিবে। কপোতা, সংজ্ঞা, সূর্য্যভক্তা, এই তিন শব্দ একার্থবাচক। কণ্ঠভূষা কণ্ঠমালা, কটপ, এই তিন শব্দ একার্থবাচক। ৩১-৩৫

বসুকোটশ্চ বিখ্যাতো বাশিরঃ কাম্পিল্লকো মতঃ।
শাখাশ্চেদকোঽরিষ্টো ঝম্পিটং কটুচ্ছেদকঃ ॥ ৩৬
ঘণ্টাকঃ শুককো জ্ঞেয়ো বচোঽথ সূচকো মতঃ।
সপঙ্কশ্চ কুসুম্ভশ্চ হরাকি তেজসংজ্ঞকঃ ॥ ৩৭
যুজগো বীজকশ্চৈব পীতশালোঽপি বীরকে। বজ্রবৃক্ষো মহাবৃক্ষঃ স্নুহী গুড় সুধা গুড়া ॥ ৩৮
শালশ্চ ধন্বকঃ স্যাদ্ তিনিশস্তিনিশো মতঃ। তুলসীং সুরসাং বিদ্যাৎগন্ধেতি চ কথ্যতে ॥ ৩৯
এতেরেব চ পর্য্যায়ৈর্দ্বিতীয়া কথিতা সিতা।
কুঠেরকোঽপ্যর্জ্জকঃ পর্ণী সৌগন্ধিপর্ণিকঃ ॥ ৪০
নীলশ্চ সিন্ধুবারশ্চ নির্গুণ্ডীতি সুগন্ধিকা। জ্ঞেয়া সুগন্ধিপর্ণীতি বাসন্তী কুন্দকেতি চ ॥ ৪১
কালীয়কং পীতকাষ্ঠং কণ্ডকাখ্যঃ পুনঃ স্মৃতঃ।
গায়ত্রী খদিরো জ্ঞেয়স্তস্যৈব কন্দরো মতঃ ॥ ৪২
ইন্দীবরং কুবলয়ং পদ্মং নীলোৎপলং স্মৃতম্। সৌগন্ধিকং শতদলমজং কমলমুচ্যতে ॥ ৪৩
অজকর্ণো ভবেদূর্দ্ধ্বো বাজিকর্ণোঽশ্বকর্ণকঃ। শ্লেষ্মাতকস্তথা শেলুর্বহুবারশ্চ কথ্যতে ॥ ৪৪
অলম্বুষমুণ্ডেশ্বাতঃ কুলাজন ইতি স্মৃতঃ।
সুরশকঃ কজ্জলং হরাকী হরসংজ্ঞকঃ ॥ ৪৫

বসুকোট, বাশির, কাম্পিল্ল এই তিন শব্দে গুভারোচনী লতা বুঝিবে। শাখাশ্চেদক, অরিষ্ট, ঝম্পিট ও কটুচ্ছেদক এই সমস্ত শব্দ শাখচ্ছেদবাচক। শুকক, ঘণ্টাক, বচ ও সূচক এই চারি শব্দ ঘণ্টাপাটলীর নাম। সপঙ্ক ও কুসুম্ভ এই দুই শব্দে কুসুম্ভফুল বুঝায়। হরাকি, হরশঙ্ক এই দুই শব্দ হরাকের নাম। যুজগ, বীজক ও পীতশাল এই তিনটী শব্দ পীতবর্ণ শালবাচক। বজ্রবৃক্ষ, মহাবৃক্ষ, স্নুহী, গুড়, সুধা ও গুড়া এই সমুদায় শব্দে সিজবৃক্ষ বুঝায়। ধনিষ, তিনিশ এই দুইটি শব্দ শবল বৃক্ষের নাম। তুলসী, সুরসা ও উগন্ধা এই তিন শব্দ তুলসীর নাম। এই সমস্ত শব্দেই শ্বেত তুলসী বুঝায়। কুঠেরক, অর্জ্জক, পর্ণী ও সৌগন্ধিপর্ণিক এই সমস্ত নামে বাবুই তুলসী বুঝায় ৩৬-৪০

নীল, সিন্ধুবার, নির্গুণ্ডী ও সুগন্ধিকা এই সমস্ত নামে নিসিন্দাবৃক্ষ বুঝায়। সুগন্ধিপর্ণী, বাসন্তী ও কুন্দকা এই তিন শব্দে মাধবীলতা জানা যায়। কালীয়ক, পীতকাষ্ঠ ও কণ্ডকাখ্য এই তিনটী শব্দ কালিয়কাষ্ঠের নাম। গায়ত্রী ও খদির এই দুই শব্দে খয়ের বৃক্ষ কথিত আছে। কন্দর শব্দে খদিরবৃক্ষ বিশেষ বুঝায়। ইন্দীবর, কুবলয়, পদ্ম ও নীলোৎপল-বাচক। সৌগন্ধিক, শতদল, অজ, কমল এই সমুদয় নামে পদ্ম কথিত। অজকর্ণ, ঊর্দ্ধ, বাজিকর্ণ ও অশ্বকর্ণ এই চারি শব্দে অশ্বকর্ণবৃক্ষ উক্ত হয়। শ্লেষ্মাতক, শেলু ও বহুবার এই শব্দ তিনটী চালিতাবৃক্ষের নাম। অলম্বুষ, মুণ্ডেশ্বাত, কুলাজন এই তিনটী শব্দ এক পর্য্যায়। সুরশক, কজ্জল, হরাকী ও হরবাচক শব্দ হরার নাম। ৪১-৪৫

কবরী কুষ্ঠকো ধূর্তঃ[1] স্বর্ণবিধো ধনস্তুরং তথা।
কৃষ্ণার্জ্জকঃ করালশ্চ কামমানঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৬

প্রাচী বলা নদীক্রান্তা কাকজঙ্ঘাথ বায়সী। জ্ঞেয়া মূষিককর্ণী তু দ্রবন্তী চাখুপর্ণিকা ॥ ৩৭
বিষমুষ্টির্দ্রাবণশ্চ কেশমুষ্টিরুদাহৃতা। কিঙ্কিণীং কটুকীং বিদ্যাদম্লকশ্চাম্লবেতসঃ ॥ ৩৮
অম্বষ্ঠা বহুপুষ্পা চ বিজ্ঞেয়া চামলক্যপি। অক্ষকং পত্রশৃঙ্গং ক্ষীরী রাজাদনং মতম্ ॥ ৩৯
মহাশাল্মশ্চ দাড়িমং জ্ঞেয়ং করকং বদেৎ। মসূরী বিদলং শম্যা কালিকেতি নিগদ্যতে ॥ ৪০

কণ্টকাখ্যা মহাশাখা বৃক্ষপাদীতি বক্ষ্যতে।
বিডা কূটী নিকুম্ভা চ মিশ্রণী ত্রিপুটি ত্রিবৃৎ ॥ ৪১
সপ্তলা বর্ষতিক্তা চ চর্ম্মা চর্ম্মকষেতি চ[2]।
শঙ্খিনী সুকুমারী চ তিক্তাক্ষী চাক্ষিপীলুকম্ ॥ ৪২
খরাঙ্গী চামৃতা শ্বেতা শিখিকণ্ঠী যবাসনী।
কাম্পিল্লকোঽথ রক্তাঙ্গো রক্তা রোচনিকেতি চ ॥ ৪৩
হেমক্ষীরী শ্যামা পীতা গৌরী চ কালঙ্কিকা
গাঙ্গেরুকী নাগবলা বিশাখা চেষ্ঠাখ্যকণী ॥ ৪৪

কবরী, কুষক, ধূর্ত, স্বর্ণবিধ ও ধনস্তুর এই সমস্ত নামে কাকোলী বুঝায়। কৃষ্ণার্জ্জক, করাল, কামমান এই তিন শব্দ অর্জকবৃক্ষের নাম। প্রাচী, বলা, নদীক্রান্তা, এই তিন শব্দে বেড়েলা বুঝায়। কাকজঙ্ঘা বায়সী এই দুই শব্দে কেঁয়াঠেঙ্গা বৃক্ষ বুঝিবে। মূষিকর্ণ, দ্রবন্তী ও আখুপর্ণিকা এই তিনটী ইন্দুরকাণীর নাম। বিষমুষ্টি, দ্রাবণ ও কেশমুষ্টি এই সমস্ত নামে মহাবিষ বৃক্ষ উক্ত হয়। কিঙ্কিণী, কটুকী, এই দুই শব্দে কটুকী বুঝায়। অম্লক, অম্লবেতস এই দুই শব্দে অম্লরসযুক্ত লতাবিশেষ বুঝায়। অম্বষ্ঠা ও বহুপুষ্পা এই দুই নামে বন-আমলকী জানিবে। অক্ষক, পত্রশৃঙ্গ, ক্ষীরী ও রাজাদন এই সমস্ত নামে পিয়ালবৃক্ষ বুঝায়। মহাশাল্ম, দাড়িম ও করক এই সমস্ত শব্দ দাড়িম্ববাচক। মসূরী, বিদলী, শম্যা ও কালীকী এই সমুদয় শব্দে মসূর কথিত হয়। ৩৬-৪০

কণ্টকাখ্যা, মহাশাখা ও বৃক্ষপাদী এই সকল নামে কণ্টক বৃক্ষ বুঝায়। বিডা, কূটী, নিকুম্ভা, ত্রিপুটি ও ত্রিবৃৎ এই সকল শব্দ তেউড়িবাচক। সপ্তলা, বর্ষতিক্তা, চর্ম্মা ও চর্ম্মকষা এই সমস্ত নামে চামারকষা কথিত হয়। শঙ্খিনী, সুকুমারী, তিক্তাক্ষী, অক্ষিপীলুক এই সমুদায় শব্দে চোরপুষ্পী লতা বুঝায়। খরাঙ্গী, অমৃতা, শ্বেতা, শিখিকণ্ঠী যবাসনী এই শব্দে অপরাজিতা বুঝিবে। কাম্পিল্ল, রক্তাঙ্গ, রক্তা, রোচনী এই চারিটী রোচনী বৃক্ষবাচক। হেমক্ষীরী, পীতা, গৌরী ও কালঙ্কিকা এই সমস্ত শব্দে প্রিয়ঙ্গু জানিবে। গাঙ্গেরুকী,

---

১। ধূর্তঃ। ২। চর্ম্মকষেতি চেতি বা পাঠঃ।

তার্ক্ষ্যং শৈলং নীলবর্ণমঞ্জনঞ্চ রসাঞ্জনম্ ।
নির্য্যাসো যস্তু শাল্মল্যাঃ স মোচরসসংজ্ঞকঃ ॥ ৫৫
প্রত্যক্পুষ্পী খরী জ্ঞেয়া অপামার্গো ময়ূরকঃ ।
সিংহাস্য-বৃষ বাসাকাটরূষকমাদিশেৎ ॥ ৫৬
জীবকো জীবশাকশ্চ কর্চ্চূরশ্চ শটীং বিদুঃ ।
কট্ফলং সোমবৃক্ষঃ স্যাদগ্নিগন্ধা সুবল্কিকা ॥ ৫৭
শতাহ্বং শতপুষ্পা চ মিশির্মধুরিকা মতা ।
জ্ঞেয়ং পুষ্করমূলঞ্চ পুষ্করং পুষ্করাহ্বয়ম্ ॥ ৫৮
যাসোঽথ যবাসশ্চ দুঃস্পর্শোঽথ দুরালভা ।
বাকুচী সোমরাজী চ সোমবল্লীতি কীর্ত্তিতা ॥ ৫৯
বর্ব্বরঃ কেশরাজশ্চ ভৃঙ্গরাজো নিগদ্যতে ।
প্রোক্তস্ত্বেরগজশ্চক্রমর্দ্দকসংজ্ঞকঃ ॥ ৬০
সুরঙ্গী তগরঃ বাহুঃ কলনাসা তু বামনী ।   মহাকালঃ স্মৃতো বেলস্তুণীরো ঘনস্তনঃ ॥ ৬১
ইক্ষ্বাকুস্তিক্ততুম্বী স্যাৎ তিক্তালাবুর্নিগদ্যতে ।
ধামার্গবোঽথ বিজ্ঞেয়ঃ কোষাতক্যথ কামিনী ॥ ৬২
বিদ্যাৎ কোষাতকীভেদং কৃতচ্ছেদনসংজ্ঞকম্
তথা জীমূতকাখ্যা চ পুড়াকো দেবতাড়কঃ ॥ ৬৩

নাগবলা, বিশালা, ইন্দ্রবারুণী এই সমস্ত শব্দ রাখালশসাবাচক। তার্ক্ষ্য, শৈল, নীলাঞ্জন, রসাঞ্জন এই সমস্ত শব্দে রসাঞ্জন কীর্ত্তিত হয়। শাল্মলীর নির্য্যাসকে মোচরস বলে। ৫১-৫৫

প্রত্যক্পুষ্পী, খরী, অপামার্গ ও ময়ূরক এই সমস্ত শব্দ অপামার্গবাচক। সিংহাস্য, বৃষ, বাসক ও আটরূষক এই সমস্ত নামে বাসক বুঝিবে। জীবক, জীবশাক, কর্চ্চূর ও শটি এই সকল শব্দে শটি জানা যায়। কট্ফল, সোমবৃক্ষ, অগ্নিগন্ধা ও সুবল্কিকা এই সমস্ত শব্দ কট্ফলের নাম। শতাহ্ব ও শতপুষ্পা এই দুই শব্দে শুল্ফা বুঝায়। মিশি ও মধুরিকা এই দুই শব্দে মৌরী জানিবে। পুষ্করমূল, পুষ্কর ও পুষ্করাহ্বয় এই তিন শব্দে পুষ্কর জানা যায়। যাস, যবাস, দুস্পর্শ ও দুরালভা এই চারি শব্দ দুরালভাবাচক। বাকুচী, সোমরাজী, সোমবল্লী এই তিনটি শব্দ সোমরাজীবাচক। বর্ব্বর, কেশরাজ, ভৃঙ্গরাজ এই তিন শব্দে ভৃঙ্গরাজ বুঝায়। এরগজ, চক্রমর্দ্দক এই দুই শব্দে চাকুন্দাবৃক্ষ জানিবে। ৫১-৬০

সুরঙ্গী, তগর, বাহু, কলনাসা, বামনী এই সমস্ত শব্দে কাকতুণ্ডী বৃক্ষ বুঝায়। মহাকাল, বেল, তুণীর ও ঘনস্তন এই সমুদয় শব্দে চাপানটে শাক বুঝায়। ইক্ষ্বাকু, তিক্ততুম্বী, তিক্তা ও অলাবু এই সকল শব্দে তিক্তলাউ বুঝিবে। ধামার্গব, কোষাতকী, কামিনী এই সমস্ত শব্দ কোষাতকীবাচক। বিদ্যাৎ ও কৃতচ্ছেদন এই দুই শব্দে কোষাতকীবিশেষ জানা যায়।

কাংস্যপাত্রঞ্চ সম্প্রোক্তো দ্রোণশ্চ চতুরাঢকৈঃ ।
তুলা পলশতং প্রোক্তং ভারো বিংশৎপলঃ স্মৃতঃ ॥ ৮২
মানমেবংবিধং প্রোক্তং প্রস্থস্যৈব তু পণ্ডিতৈঃ ।
যবস্যৈব তু চোদ্দিষ্টং দ্বিগুণং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৮৩
বলং তুরুষ্কমেবোক্তং লাক্ষা স্যাদ্দেবলাক্ষ চ ।
গ্রন্থিঃ স্থৌণেয়কং বিদ্যাদ্ভূমিকং বালকং তৃণম্ ॥ ৮৪
কুষ্ঠমাময়মাখ্যাতং মাংসী চ নলদংশনম্ ।
শুক্তিঃ শুক্তিনখঃ শঙ্খো ব্যাঘ্রো ব্যাঘ্রনখঃ স্মৃতঃ ॥ ৮৫
পুরং পললকং বিদ্যান্মহিষাক্ষঞ্চ গুগ্গুলুম্ ।
রসং পারদমো বোলং সর্জ্জঃ সর্জ্জরসো মতঃ ॥ ৮৬
কুম্ভং কুম্ভরুকং মুক্তং বিল্বং শ্রীবেষ্টকং মতম্ ।
প্রিয়ঙ্গুঃ ফলিনী শ্যামা গৌরীকান্তেতি চোচ্যতে ॥ ৮৭
আর্ত্তগলনাথার্ত্তি-জীবকো বহুকণ্টকঃ । সৈরীয়কঃ সহচরো দ্বিতীয়ো বাণসংজ্ঞকঃ ॥ ৮৮
করজো নক্তমালঃ স্যাৎ পূতিকশ্চিরবিল্বকঃ ।
শিগ্রুঃ শোভাঞ্জনো নাম অক্ষো মাংসস্য কীর্ত্তিতঃ ॥ ৮৯
জয়া জয়ন্তী শরণী নির্গুণ্ডী সিন্ধুবারকঃ ।
ঘোণ্টা পিণ্ডপর্ণী চ তুণ্ডী স্যাৎ ভূতিকেশিকঃ ॥ ৯০

এক আঢ়ক জানিবে। চারি আঢ়কে এক দ্রোণ, ইহাকে কাংস্যপাত্রও বলে। একশত পলে এক তুলা হয়। বিংশতিপলকে ভার বলিয়া থাকে। প্রস্থ দ্রব্য সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ এইরূপ পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যবদ্রব্যের পরিমাণ ইহার দ্বিগুণ জানিবে। বল ও তুরুষ্ক এই দুই শব্দেও কন্দুক বুঝায়; লাক্ষা ও দেবলাক্ষ এই দুই শব্দে দেবদারু বৃক্ষ বুঝায়। গ্রন্থি শব্দে স্থৌণেয়ক তৃণ এবং ভূমিকা শব্দে বালকও বুঝায়। কুষ্ঠ ও আময় এই দুই শব্দে কুড় কথিত হয়। মাংসী ও নলদংশন এই দুই শব্দ জটামাংসীবাচক। শুক্তি, শুক্তিনখ এই দুই শব্দ শঙ্খের নাম। ব্যাঘ্র ও ব্যাঘ্রনখ এই দুই শব্দে নখী বুঝায়। ৮১-৮৫

পুর, পললক, মহিষাক্ষ ও গুগ্গুলু এই সমস্ত শব্দ গুগ্গুলুবাচক। ক্লীবলিঙ্গ রসশব্দ পারদ-বাচক। পুংলিঙ্গ রসশব্দে বোলরস বুঝায়। সর্জ্জ ও সর্জ্জরস এই দুই শব্দে ধুনা বুঝিবে। কুম্ভ, কুম্ভরুক, মুক্ত, বিল্ব, শ্রীবেষ্ট এই সকল শব্দে সরল ধূপ বুঝায়। প্রিয়ঙ্গু, ফলিনী, শ্যামা ও গৌরীকান্তা এই সমস্ত শব্দ প্রিয়ঙ্গু বৃক্ষের নাম। আর্ত্তগল, নাথার্ত্তি, জীবক, বহুকণ্টক, সৈরীয়ক, সহচর দ্বিতীয় এবং বাণবাচক শব্দ এই সমস্ত শব্দ ঝিন্টী বৃক্ষের নাম। করজ, নক্তমাল, পূতিক ও চিরবিল্ব এই সমুদয় শব্দে করঞ্জবৃক্ষ বুঝায়। শিগ্রু, অক্ষ, মাংস ও শোভাঞ্জন এই চারি শব্দে সজিনাবৃক্ষ বুঝায়। জয়া, জয়ন্তী, শরণী এই তিনটি শব্দ জয়ন্তী-

মসুরো মালবো বোরো বোটা বোটী চ কথ্যতে ।
চতুরঙ্গুলসম্পাকো ব্যাধিঘাতাভিসংজ্ঞকঃ ॥ ১১
বিনাদারগ্বধং রাজবৃক্ষং বৈরকসংজ্ঞকম্ ।
মর্কটা চাতিতিক্তা স্যাৎ কণ্টকী চ বিকঙ্কতঃ ॥ ১২
নিম্বোঽরিষ্টঃ সমাখ্যাতঃ পটোলং কোলকং বিদুঃ ।
বয়স্থা চৈব শিবা চ ছিন্না ছিন্নরুহা মতা ॥ ১৩
বৎসাদনমৃতা চেতি গুড়ূচীনামসংগ্রহঃ । কিরাততিক্তকশ্চৈব ভূনিম্বঃ কাণ্ডতিক্তকঃ ॥ ১৪

সূত উবাচ

নামান্যেতানি চ হরে বৃক্ষাণাং ভেষজাং তথা ।
অতো ব্যাকরণং বক্ষ্যে কুমারোক্তঞ্চ শৌনক ॥ ১৫

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে ঔষধনামকথনং
নামাষ্টাধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০৮ ॥

বৃক্ষবাচক : নির্গুণ্ডী ও সিন্দুবারক এই দুই শব্দে নিসিন্দা বৃক্ষ বুঝায়। বোয়ঠা ও পৌনুপর্ণী এই দুইটী ইক্ষুবৃক্ষের নাম। তুণ্ডী ও তুণ্ডিকেরী এই দুই শব্দে কার্পাসবৃক্ষ বুঝায়। ৮৫-১০

মসুর, মালব, বোর, বোটা ও বটি, এই সমস্ত শব্দে মসুরাদিক জানা যায়। চতুরঙ্গুল, সম্পাক, ব্যাধিঘাত, আরগ্বধ, রাজবৃক্ষ ও বৈরক এই সমস্ত শব্দ সোঁদাল বৃক্ষের নাম। মর্কটা, অতিতিক্তা, কণ্টকী ও বিকঙ্কত এই সমস্ত নামে বৈঁচ গাছ বুঝায়। নিম্ব, অরিষ্ট এই দুইটি নিম্ববৃক্ষের নাম। পটোল ও কোলক এই দুই শব্দে পটোল কথিত হয়। বয়স্থা, শিবা, ছিন্না, ছিন্নরুহা, বৎসাদনী ও অমৃতা এই সকল শব্দে গুড়ূচী কথিত হয়। কিরাত, তিক্তক, ভূনিম্ব, কাণ্ডতিক্ত এই সমুদায় শব্দ ভূনিম্বাদিবাচক। ঔষধ সকলের নাম এই কীর্তন করিলাম। অনন্তর কুমারোক্ত ব্যাকরণ কীর্তন করিব। ১১-১৫

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে ঔষধনাম-কথন নামক অষ্টাধিক দ্বিশততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৮।

নবাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

কুমার উবাচ

অথ ব্যাকরণং বক্ষ্যে কাত্যায়ন সমাসতঃ। সিদ্ধশব্দবিবেকায় বালব্যুৎপত্তিহেতবে ॥ ১

সুপ্তিঙন্তং পদং খ্যাতং সুপঃ সপ্ত বিভক্তয়ঃ।
স্বৌজসঃ প্রথমা প্রোক্তা সা প্রাতিপদিকাত্মকে ॥ ২

সম্বোধনে চ লিঙ্গাদাবুক্তে কর্ম্মণি কর্ত্তরি। অর্থবৎ প্রাতিপদিকং ধাতুপ্রত্যয়বর্জ্জিতম্ ॥ ৩

অমৌশসো দ্বিতীয়া স্যাৎ তৎ কর্ম্ম ক্রিয়তে চ যৎ।
দ্বিতীয়া কর্ম্মণি প্রোক্তান্তরান্তরেণ সংযুতে ॥ ৪

টাভ্যাংভিসস্তৃতীয়া স্যাৎ করণে কর্ত্তরীরিতা। করণং ক্রিয়তে যেন কর্ত্তা যঃ করোতি সঃ ॥ ৫

ঙেভ্যাংভ্যসশ্চতুর্থী স্যাৎ সম্প্রদানে চ কারকে।
যস্মৈ দিৎসা ধারয়তে রোচতে সম্প্রদানকম্ ॥ ৬

পঞ্চমী স্যান্ঙসিভ্যাংভ্যো হ্যপাদানে চ কারকে।
যতোঽপৈতি সমাদত্তে অপাদত্তে ভয়ং যতঃ ॥ ৭

কুমার বলিলেন—হে কাত্যায়ন! অনন্তর সংক্ষেপে ব্যাকরণ বলিতেছি, এই ব্যাকরণ-দ্বারা প্রসিদ্ধ শব্দসকলের বিচারপূর্ব্বক বালকদিগের ব্যুৎপত্তি হইতে পারে। সুবন্ত ও তিঙন্ত শব্দ সকলকে পদ বলে। সুপাদি বিভক্তির সংখ্যা সপ্ত; যথা—সু, ঔ, জস্ ইহাদিগকে প্রথমা বিভক্তি বলে। এই প্রথমা বিভক্তি প্রাতিপদিকে, সম্বোধনে, লিঙ্গার্থে ও উক্তকর্ম্মে প্রযুক্ত হয়। ধাতু ও প্রত্যয়বর্জ্জিত অর্থবান্ শব্দকে প্রাতিপদিক বলে। অম্, ঔ, শস্ ইহাদিগকে দ্বিতীয়া বিভক্তি বলে, এই দ্বিতীয়া বিভক্তি কর্ম্মকারকে এবং অন্তরা ও অন্তরেণ এই দুই শব্দের যোগে প্রযুক্ত হয়। যাহা কিছু করা যায়, তাহাকেই কর্ম্মকারক বলে। টা, ভ্যাং, ভিস্ ইহাদিগকে তৃতীয়া বিভক্তি বলা যায়। করণ ও কর্ত্তৃকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যদ্দ্বারা কার্য্যসম্পাদন হয়, তাহাকে করণকারক বলে। যিনি ক্রিয়া করিয়া থাকেন, তাহাকে কর্ত্তৃকারক বলে। ১-৫

ঙে, ভ্যাং, ভ্যস্ ইহারা চতুর্থী বিভক্তি। সম্প্রদানকারকে এই চতুর্থী বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যাহাকে দান করিতে ইচ্ছা হয়, যাহাকে ধারণ করান যায়, আর যাহার রুচি উৎপাদন করা হয়, তাহারই নাম সম্প্রদান। ঙসি, ভ্যাং, ভ্যস্ ইহারা পঞ্চমী বিভক্তি। অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যাহা হইতে ভয় উপস্থিত হয়, যাহার নিকট গ্রহণ করা যায়, আর যাহা হইতে অপসৃত হয়, তাহাকে অপাদান

ঙসোসামশ্চ ষষ্ঠী স্যাৎ স্বামিসম্বন্ধমুখ্যকে ।
ঙ্যোঃসুপশ্চ সপ্তমী স্যাৎ সা চাধিকরণে ভবেৎ ॥ ৮
আধারশ্চাধিকরণং রক্ষার্থানাং প্রয়োগতঃ । ঈপ্সিতঞ্চানীপ্সিতং যত্তদপাদানকং স্মৃতম্ ॥ ৯
পঞ্চমী পর্য্যপাঙ্‌যোগে ইতরর্ত্তেঽন্যদিঙ্‌মুখে ।
এনযোগে দ্বিতীয়া স্যাৎ কর্ম্মপ্রবচনীয়কৈঃ ॥ ১০
বীপ্সেত্থম্ভাবচিহ্নেষ্বভির্ভাগে চৈব পরিপ্রতী । অনুরেষু সহার্থে চ হীনেঽনূপশ্চ কথ্যতে ॥ ১১
দ্বিতীয়া চ চতুর্থী স্যাচ্চেষ্টায়াং গতিকর্ম্মণি । অপ্রাণে হি বিভক্তী দে মন্যকর্ম্মণ্যনাদরে ॥ ১২
নমঃ স্বস্তি স্বধা স্বাহালং বষড়্‌যোগ-ঈরিতা । চতুর্থী চৈব তাদর্থ্যে তুমর্থাদ্ভাববাচিনঃ ॥ ১৩
তৃতীয়া সহযোগে স্যাৎ কুৎসিতেঽঙ্গে বিশেষণে ।
কালে ভাবে সপ্তমী স্যাদেতৈর্যোগেঽপি ষষ্ঠ্যপি ।
স্বামীশ্বরাধিপতিভিঃ সাক্ষিদায়াদসূতকৈঃ ॥ ১৪
নির্দ্ধারণে দে বিভক্তী ষষ্ঠী হেতুপ্রয়োগকে ।
স্মৃত্যর্থকর্ম্মণি তথা করোতেঃ প্রতিযত্নকে ॥ ১৫

কারক বলে। ঙস্, ওস্, আম্, ইহারা ষষ্ঠী বিভক্তি। নির্দ্ধারণ ও সম্বন্ধাদি অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ হয়। ঙি, ওস্, সুপ্, ইহারা সপ্তমী বিভক্তি। অধিকরণকারকে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হয়। ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ বলা যায়। রক্ষার্থ ধাতুর প্রয়োগে যাহা ঈপ্সিত কি অনীপ্সিত, তাহাকেও অপাদান কারক বলে। পরি, অপ, আঙ্, ইতর, ঋতে, অন্য, দিক্ ও মুখ এই সমুদয় শব্দের যোগেও পঞ্চমী বিভক্তির বিধান আছে। এন শব্দের যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। কর্ম্মপ্রবচনীয়যোগেও দ্বিতীয়া বিভক্তির বিধান আছে। ৮-১০

বীপ্সা, ইত্থম্ভাব ও চিহ্ন এই সমস্ত অর্থে অভি; ভাগার্থে পরি ও প্রতি; পূর্ব্বোক্ত সমুদায় অর্থে ও সহার্থে অনু আর হীন অর্থে অনু এবং উপশব্দ কর্ম্মপ্রবচনীয় বলিয়া কথিত হয়। চেষ্টা ও গমনার্থ ধাতুর কর্ম্মে দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তি হয়। অনাদর অর্থে মন ধাতুর অপ্রাণিকর্ম্মে দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তি হইয়া থাকে। নমঃ, স্বস্তি, স্বাহা, স্বধা, অলং ও বষট্ এই সমস্ত শব্দের যোগে ও নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তি হয়। তুমর্থ ভাববাচী শব্দের উত্তরেও চতুর্থী বিভক্তি হইয়া থাকে। সহ শব্দের যোগে, কুৎসিত অঙ্গ বুঝাইলে ও বিশেষণে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। কালার্থে ও ভাবার্থে সপ্তমী বিভক্তির বিধি জানিবে; কিন্তু ঐ সকল শব্দের যোগে ষষ্ঠী বিভক্তিও হয়। স্বামী, ঈশ্বর, অধিপতি, সাক্ষাৎ, দায়াদ, প্রসূত প্রভৃতি শব্দের যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। নির্দ্ধারণ বুঝাইলে ষষ্ঠী ও সপ্তমী উভয় বিভক্তিই হয়। হেতুশব্দ প্রয়োগে কেবল ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়া থাকে। স্মরণার্থ ধাতুর কর্ম্মকারকে ও কৃ ধাতুর প্রতিযত্ন অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। ১১-১৫

হিংসার্থানাং প্রয়োগে চ কৃতি কর্মণি[1] কর্তরি ।
ন কর্তৃকর্মণোঃ ষষ্ঠী নিষ্ঠয়োঃ প্রতিপাদিতা[2] ॥ ১৬
দ্বিবিধং প্রাতিপদিকং নাম ধাতুস্তথৈব চ । ভূবাদিভ্যস্তিঙো লঃ স্যাল্লকারা দশ বৈ স্মৃতাঃ ॥ ১৭
তিপ্তসন্তি প্রথমো মধ্যঃ সিপ্থস্থোত্তমপুরুষঃ ।
মিপ্‌বস্মসঃ পরস্মৈ তু পদানাত্মনেপদম্ ॥ ১৮
তে আতে অন্তে প্রথমঃ সে আথে ধ্বে চ মধ্যমঃ ।
এ বহে মহে উত্তমঃ পুরুষো হি নিরূপ্যতে ॥ ১৯
নাম্নি প্রযুজ্যমানেঽপি প্রথমঃ পুরুষো ভবেৎ ।
মধ্যমো যুষ্মদি প্রোক্ত উত্তমঃ পুরুষোঽস্মদি ॥ ২০
ভূবাদ্যা ধাতবঃ প্রোক্তাঃ সনাদ্যন্তাস্তথা ততঃ । লডীরিতে বর্তমানে স্মেনাতীতে চ ধাতুতঃ ॥ ২১
ভূতেঽনদ্যতনে লঙ্ বা লিঙাশিষি চ ধাতুতঃ ।
বিধ্যাদাবেবানুমতৌ লোট্ বাচ্যো মন্ত্রণে ভবেৎ ॥ ২২
নিমন্ত্রণাধীষ্টসম্প্রশ্নে প্রার্থনেষু তথাশিষি ।
লিডতীতে পরোক্ষে স্যাচ্ছ্বস্তনে লুট্ ভবিষ্যতি ॥ ২৩

হিংসার্থ ধাতুর প্রয়োগে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়া থাকে। কৃদন্ত ধাতুর কর্তা ও কর্মেও ষষ্ঠী বিভক্তির বিধান জানিবে। নিষ্ঠাদিপ্রত্যয়ান্ত ধাতুর যোগে কর্তা বা কর্মে ষষ্ঠী হয় না। প্রাতিপদিক দ্বিবিধ ঃ নাম ও ধাতু। ভূপ্রভৃতি ধাতুর উত্তর তিঙ্ বিভক্তি হয়। ঐ তিঙ্ বিভক্তিকে লকার বলে। লকার দশবিধ। প্রত্যেক লকারে পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ আছে। পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ উভয়েই তিন তিন পুরুষ। তিপ্, তস্, অন্তি ইহাদিগকে প্রথম পুরুষ; সিপ্, থস্, থ ইহাদিগকে মধ্যম পুরুষ; মিপ্, বস্, মস্ ইহাদিগকে উত্তমপুরুষ বলে। এই তিন পুরুষই পরস্মৈপদের অন্তর্গত। তে, আতে, অন্তে ইহারা প্রথমপুরুষ, সে, আথে, ধ্বে ইহারা মধ্যমপুরুষ; এ, বহে, মহে ইহারা উত্তমপুরুষ। ইহাদিগকে আত্মনেপদ বলা যায়। নাম (যুষ্মদস্মদ্ভিন্ন শব্দ) প্রযুজ্যমান হইলে প্রথমপুরুষ হয়। যুষ্মদ্ প্রযুজ্যমানে মধ্যমপুরুষ হয়। অস্মদ্ প্রযুজ্যমানে উত্তমপুরুষ হয়। ১৬-২০

ভূ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দকে ধাতু বলে। সনাদিপ্রত্যয়ান্ত শব্দও ধাতুসংজ্ঞক জানিবে। বর্তমান কালে ধাতুর উত্তর লট্ বিভক্তি হয়। স্মশব্দের যোগে অতীতকালেও লট্ বিভক্তি হইয়া থাকে। অনদ্যতন অতীতে লঙের বিধান আছে। আশীর্বাদ অর্থে ধাতুর উত্তর লিঙ্ বিভক্তি হইয়া থাকে। বিধি অনুমতি প্রভৃতি অর্থে লোট্ বিভক্তি হয়। নিমন্ত্রণ, অধ্যেষণ, সংপ্রশ্ন, প্রার্থনা ও আশীর্বাদ অর্থেও লোট্ বিভক্তি হইয়া থাকে। পরোক্ষ অতীতে লিট্ বিভক্তি হইয়া থাকে। অনদ্যতন ভবিষ্যতে লুট্ বিভক্তির বিধান জানিবে।

১। প্রতিকর্মণি। ২। প্রতিপাদিকে।

ভবিষ্যত্যনদ্যতনে লুট্ লৃট্ পরোক্ষে ভবিষ্যতি।
ধাতোর্লৃঙ্ ক্রিয়াতিপত্তৌ লিঙর্থে লোট্ প্রকীর্তিতঃ ॥ ২৪
কৃতস্ত্রিষ্বপি সর্বত্র ভাবে কর্মণি কর্তরি।
তৃণ্ তব্য-অনীয়ঃ স্যাৎ শতৃশানচৌ চ ধাতুকঃ ॥ ২৫

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে ব্যাকরণানুশাসনবর্ণনং নাম নবাধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০৯ ॥

দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

সিদ্ধোদাহরণং বক্ষ্যে সংহিতাদিপুরঃসরম্।
বিপ্রাগ্রং শাখয়া দীনং সূত্তমং ত্বাং পিতৃর্ষভঃ ॥ ১
হংকারো বিজিতারেবং নাক্লীবা মনীষয়া। পত্যেষকং তপচ্ছায় বধার্থং প্রার্থয়িত্যপি ॥ ২
শীতার্তশ্চ তবল্কারঃ সৈষী সোকার ইত্যপি।
বক্ষ্যামক পিত্রর্থো মনুবজো নয়ে জয়েৎ ॥ ৩
নায়কো লবণং পাবক এতে ন ত ঈশ্বরাঃ।
দেবীগৃহং অথো অত্র অ অহেহি পটু ইমৌ ॥ ৪

সারাংশঃ ভবিষ্যৎকালে লুট্ হয়। অনদ্যতন ভবিষ্যৎ কালে লুট্ বিভক্তি হইয়া থাকে। ক্রিয়াতিপত্তি (ক্রিয়ার অনিষ্পত্তি) হইলে ধাতুর উত্তর লৃঙ্ বিভক্তি হয়। কোন কোন স্থলে লিট্ বিভক্তির বিষয়ে লোট্ বিভক্তি হয়। কৃৎপ্রত্যয় তিন কালেই হইয়া থাকে। ধাতুর উত্তর ভাবে, কর্মে ও কর্তাতে তৃণ্ তব্য নঙ্ অনীয় শতৃ প্রভৃতি কৃৎপ্রত্যয় হইয়া থাকে। ২১-২৫

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে ব্যাকরণানুশাসন বর্ণন নামক নবাধিক দ্বিশততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৯।

দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়

সূত কহিলেন,—অতঃপর ব্যাকরণসিদ্ধ কতিপয় প্রসিদ্ধ উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। (মূলের লিখিত শ্লোকে দৃষ্টিপাত করিলেই ঐ সকল উদাহরণ অক্লেশে বুঝা যায় ; সুতরাং

সর্ব্ববিশ্বোভয়ে চোভৌ তথান্যকতরাণি চ।
ডতরো ডতমো নেমস্তসমোঽথ সিমস্তথা ৷ ২১
পূর্ব্বপরাবরাশ্চৈব দক্ষিণশ্চোত্তরাধরৌ।
অপরশ্চান্তরোঽংশোতদ্ যদ্‌দ্বকিমদসো ঽয়ম্ ৷ ২২
যুষ্মদস্মদ্‌প্রথমশ্চ চরমাল্প তথার্দ্ধকে। একঃ কতিপয়ো দ্বৌ চ অথ সর্ব্বাদয়স্তথা ৷ ২৩
সর্ব্বে তিষ্ঠন্তি সর্ব্বস্মৈ সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বতো গতঃ।
সর্ব্বেষাঞ্চৈব সর্ব্বস্মিন্নেবং বিশ্বাদয়স্তথা ৷ ২৪
পূর্ব্বে পূর্ব্বাশ্চ পূর্ব্বস্মাৎ পূর্ব্বস্মিন্ পূর্ব্ব ঈরিতঃ ৷ ২৫
গীর্ধূর্বিদা সুহোতিশ্চ অস্থাতিশ্চ সদাত্যপি। গীর্ণাতি ভুঙ্‌ক্তিচৈব পুষীয়তি বদায়তি ৷ ২৬
জটাতি ত্রিয়তে চৈব চিক্রীয়তি নিনীয়তি।
শন্তিঃ করোতি ক্রীণাতি বৃণোতি দধিবর্চ্ছতি ৷ ২৭
কার্য্যং কৃতঞ্চ কৃত্যা চ শুভাবাঃ সৃষ্টথাপরে।
সুর্য্যাহারৌ সুতাঃ সন্তি দেববিপ্রবনাস্তথা ৷ ২৮
সবেশ কার্য্যাং বেদৈশ্চ ক্রিয়তে দেহি ভোজনম্।
ভিক্ষার্থ চ বরিষ্ঠাভ্যাং যা তেভ্যোঽথ সমাগতঃ ৷ ২৯
তীর্থাং তথাশ্রমাভ্যাঞ্চ সঙ্ঘাঃ স্বগৃহস্থ চ।
স্নানতত্ত্বেষু চেত্যেবমন্যে নেয়া যথামতি ৷ ৩০

সূত উবাচ

সুপ্‌তিঙন্তং সিদ্ধরূপং ব্যাকরণেন দর্শিতম্।
কাত্যায়নঃ কুমারাৎ তু শ্রুত্বা বিস্তরমব্রবীৎ ৷ ৩১

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে সিদ্ধোদাহরণ-বর্ণনং নাম দশাধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ৷ ২১০ ৷

নিষ্প্রয়োজন বোধে উহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল না।) কুমার-প্রদর্শিত উদাহরণসমূহ সংক্ষেপে কহিলাম। কুমারের নিকট শ্রবণ করিয়া কাত্যায়ন ইহা বিস্তরক্রমে বলিয়াছিলেন। ১-৩১

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে সিদ্ধোদাহরণ বর্ণন নামক দশাধিক দ্বিশততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ২১০।

একাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

বাসুদেবং গুরুং নত্বা গণং শম্ভুং সরস্বতীম্ ।
মাত্রাবর্ণপ্রভেদেন ছন্দো বক্ষ্যেঽল্পবুদ্ধয়ে ॥ ১
সর্ব্বাদিমধ্যান্তগলৌ ম্নৌ ভ্যৌ জ্রৌ স্তৌ ত্রিকা গণাঃ ।
আর্য্যা চতুষ্কলাস্তসর্ব্বমধ্যো চতুর্গণাঃ ॥ ২
ব্যঞ্জনান্তো বিসর্গান্তো দীর্ঘো যুক্তপরো গুরুঃ ।
সানুস্বারশ্চ পাদান্তো বা ইত্যুক্তো দ্বিমাত্রকঃ ॥ ৩
যদা পাপি কবং যোগে লঘুতাপি কচিদ্ গুরোঃ ।
শ্লোকচার্য্যাদিসংখ্যা স্যাদ্যতিবিচ্ছেদসংজ্ঞিকা ॥ ৪
শ্লোকঃ পাদশ্চ তুর্য্যাংশো যুক্ সমং বিষমস্ত্বযুক্ ।
সমমর্দ্ধসমং বৃত্তং বিষমঞ্চ তৃতীয়কম্ ॥ ৫

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ছন্দঃশাস্ত্রে একাদশাধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১১ ॥

সূত বলিলেন,—বাসুদেব, গুরু গণপতি, শম্ভু ও সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের বিশিষ্ট বোধের জন্য মাত্রা ও বর্ণভেদ অনুসারে ছন্দঃ বলিতেছি। লঘু (হ্রস্ব) বর্ণকে 'ল' এবং দীর্ঘ বর্ণকে 'গ' বলা যায়। তিনটী গুরু বর্ণকে 'ম', তিনটী লঘুকে 'ন', প্রথমটী গুরু তৎপরে দুইটী লঘু হইলে তাহাকে 'ভ', আদি লঘু ও পরবর্ত্তী দুইটী গুরু হইলে তাহাকে 'য', মধ্যবর্ণ গুরু, দুই দিকের দুইটি লঘু হইলে 'জ', মধ্যবর্ণ লঘু আর দুইদিকের দুইটী গুরু হইলে তাহাকে 'র', অন্ত বর্ণ গুরু, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি লঘু হইলে 'স', আর অন্তবর্ণ লঘু ও তৎপূর্ব্বের দুইটি বর্ণ গুরু হইলে তাহাকে 'ত' বলা হইয়া থাকে। তিন তিন বর্ণে এক একটি গণ হয়। আর্য্যা চতুষ্কলা—ইহার আদি অন্ত মধ্য সর্ব্বত্র চারিটি গণ থাকে। ব্যঞ্জনান্ত, বিসর্গান্ত, অনুস্বারযুক্ত বা দীর্ঘ ও সংযুক্তবর্ণের পূর্ব্ববর্ণ গুরু বলিয়া জানিবে। পাদের অন্তে স্থিত বর্ণ বিকল্পে গুরু হয়। গুরুবর্ণ দ্বিমাত্রাসমন্বিত। শ্লোকের শ্রুতিমধুরতাদি নিমিত্ত কখন কখন গুরুবর্ণও লঘুরূপে ব্যবহৃত হয়। বিচ্ছেদস্থানকে যতি বলিয়া থাকে। নিরূপিত স্থানে যতি না হইলে তাহাকে যতিচ্ছেদ বলে। শ্লোকের চতুর্থাংশকে পাদ বলে। সম (২য়, ৪র্থ) পাদ যুক্, আর বিষম (১ম, তৃতীয়) পদে অযুক্ বলিয়া উক্ত হয়। বৃত্ত অর্থাৎ যাহার অক্ষরসংখ্যা নিরূপিত থাকে, সেই ছন্দ ত্রিবিধ—সমবৃত্ত, অর্দ্ধসমবৃত্ত ও বিষমবৃত্ত। ১-৫

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ছন্দঃশাস্ত্র নামক একাদশাধিক দ্বিশততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১১ ॥

দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

আর্য্যালক্ষ্ম সপ্ত গণাঃ সগা জো বিষমে ন হি ।
ষষ্ঠে জোন্‌লৌ যদি ভবেৎ পদং ষষ্ঠে দ্বিতীয়লাৎ ।। ১
আদিতঃ সপ্তমে প্রথমা দ্বিতীয়ার্দ্ধে নরে লঘুঃ ।
ত্রিগণাদিচ্ছেদে পথ্যা হ্যবিপুলা বহিশ্চলনাৎ । ২
গুমধ্যে দ্বিতুর্য্যো জৌ চপলা মুখপূর্ব্বাদিচাপলা ।
দ্বিতীয়ার্দ্ধে সজঘনা আর্য্যাজাতেশ্চ লক্ষণম্ । ৩
আর্য্যাপ্রথমার্দ্ধসমা গীতিঃ স্যাচ্ছেষবদ্যদি । উপগীতির্দ্বিতীয়ার্দ্ধাদুদ্গীতির্ব্যত্যয়াদ্ভবেৎ ।
আর্য্যাগীতিশ্চান্তগুরুর্গীতিজাতেশ্চ লক্ষণম্ । ৪
ষট্ কলা বিষমে যদি সমেঽষ্টৌ ন নিরন্তরাঃ ।
সমা পরাশ্রিতা ন স্যাদ্বৈতালীয়ে রলৌ গুরুঃ । ৫
অন্তে যো পূর্ব্ববদিদমৌপচ্ছন্দসিকং মতম্ । ৬
ভাদ্যো হ্যাপাতলিকা জ্ঞেয়াথো দক্ষিণান্তিকা ।
পরাশ্রিতো দ্বিতীয়ো লঃ পাদেষু নিখিলেষ্বপি । ৭

সূত বলিলেন,—আর্য্যার লক্ষণ এই যে, ইহাতে আটটি গণ থাকে ; বিষম পাদে 'জ' গণ থাকে না। আর ষষ্ঠে 'জ' গণ বা 'ন' গণ থাকে না, দ্বিতীয় 'ন' গণের পর যতি হয়। তিন গণে যদি একপাদ হয় তবে তাহাকে পথ্যা বলে। পঞ্চগণে পাদ হইলে তাহাকে বিপুলা বলা যায়। আর্য্যার প্রথমার্দ্ধের ন্যায় শেষার্দ্ধও হইলে তাহাকে গীতি বলা যায়। আর শেষার্দ্ধের ন্যায় পূর্ব্বার্দ্ধও হইলে তাহাকে উপগীতি বলে। ইহার বিপরীত হইলে তাহাকে উদ্গীতি বলা যায়। আর্য্যা ও গীতি ছন্দের অন্ত বর্ণ গুরু থাকে। গীতি জাতীয় এই লক্ষণ উক্ত হইল। যদি বিষম পাদে ছয়টিগণ আর সমপাদে আটটিগণ হয় এবং পূর্ব্বার্দ্ধের ন্যায় পরার্দ্ধ না হয়, কিংবা র গণ, ল গণ ও একটি গুরু বর্ণ না থাকে, তবে তাহাকে বৈতালীয় বলা যায়। পূর্ব্বোক্ত ছন্দের অন্তে যদি য গণ না থাকে, তবে তাহাকে ঔপচ্ছন্দসিক বলে। ১-৬

ভ গণের পর দুইটি গগণ থাকিলে তাহাকে আপাতলিকা বলা যায়। সকল পাদেই দ্বিতীয় এবং অন্তগণ যদি ল হয় তবে তাহাকে দক্ষিণান্তিকা বলে। যদি বিষমপাদ একপাদবৎ আর সমপাদ বিষমপাদবৎ হয় এবং পঞ্চম ও চতুর্থে ল গণ হয়, তবে তাহাকে

মাত্রাবৃত্তানি চোক্তানি বর্ণবৃত্তানি বচ্মি তে ॥ ১৮

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ছন্দঃশাস্ত্রে দ্বাদশাধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১২ ॥

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

শ্রীরুক্থা গেন সা জ্ঞেয়া অত্যুক্থা স্ত্রী গুরুদ্বয়ম্ ।
রো নারী মো মৃগী মধ্যা মগৌ কন্যা প্রতিষ্ঠয়া ॥ ১
ভো গৌ পংক্তিঃ সুপ্রতিষ্ঠা তনুমধ্যা ত্যযৌ স্মৃতা ।
নযাভ্যাং বালললিতা[1] গায়ত্রীচ্ছন্দ এব হি ॥ ২
মসৈর্গৈর্মদলেখা স্যাদুষ্ণিক্‌ছন্দঃ স্মৃতং বুধৈঃ ।
ভৌ গৌ চিত্রপদা খ্যাতা বিদ্যুন্মালা মমৌ গগৌ ॥ ৩

তাহাকে কলিকা বলা যায়। মাত্রাবৃত্তের বিবরণ এই সংক্ষেপে কহিলাম। এক্ষণে তোমাকে বর্ণবৃত্ত কহিতেছি। ১২-১৮

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ছন্দঃশাস্ত্র নামক দ্বাদশাধিক দ্বিশততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১২ ॥

ত্রয়োদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়

সূত কহিলেন,—একটি গ গণ হইলে তাহাকে শ্রী এবং উক্থা বলে। দুইটি গ গণ হইলে তাহাকে অত্যুক্থা বলে। র গণ হইলে নারী, ম গণ হইলে মৃগী, ম ও গ হইলে কন্যা বৃত্ত হয়। ভ ও দুইটি গ হইলে পংক্তি এবং ত ও য হইলে তনুমধ্যা বৃত্ত হয়। ন ও য গণ হইলে বালললিতা হয়; ইহাকে গায়ত্রী ছন্দঃ বলে। ম স ও গ হইলে মদলেখা হয়; ইহাকে উষ্ণিক্‌ ছন্দ বলা যায়। ভ ভ গ গ হইলে চিত্রপদা এবং ম ম গ গ হইলে তাহাকে বিদ্যুন্মালা বলা যায়। ভ ত ল গ হইলে তাহাকে মানবক বলে। ম ন গ গ হইলে তাহাকে

১। চণ্ডরসেতি প্রাকৃতপৈঙ্গলে নাম, শশিবদনেতি বৃত্তরত্নাকরাদৌ।

রনৌ ভসৌ চন্দ্রবর্ত্ম বংশস্থং স্যাজ্জতৌ জরৌ । ততো জরাবিন্দ্রবংশা বেদৈঃসৈস্তোটকং স্মৃতম্ ।
নভৌ ভ্রৌ দ্রুতবিলম্বিতং পুটশ্চ ন্যাযসৌ যসৌ ॥ ১৩
বসু-বেদৈশ্চ বিরতির্মুদিতবদনা স্মৃতম্ । ননরৈঃ সমাখ্যাতা নবনা মযযা ভবেৎ ॥ ১৪

সা তু কুসুমবিচিত্রা জলোদ্ধতগতী রসৈঃ ।
জসৌ জসৌ চ পাদেষু চতুর্রৈঃ স্রগ্বিণী মতা ॥ ১৫
ভুজঙ্গপ্রয়াতং বৃত্তং চতুর্ভির্যৈঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ।
প্রিয়ংবদা নভজ্রৈশ্চ মণিমালা তযৌ তযৌ ॥ ১৬
জভসৈর্জশ্চ সলিলা ললিতা স্যাৎ তভৌ জরৌ ।
প্রমিতাক্ষরা সজসসৈরুজ্জ্বলা তু ননৌ ভরৌ ॥ ১৭
মমৌ যযৌ বৈশ্বদেবী পঞ্চাশ্বৈশ্চ যতির্ভবেৎ ।
মভৌ সমৌ জলধরমালাব্ধ্যষ্টভির্ভবেৎ ॥ ১৮
নৌ ততৌ গঃ ক্ষমাবৃত্তং তুরগৈশ্চ রসৈর্যতিঃ ।
প্রহর্ষিণী মনৌ জ্রৌ গা বহ্নির্দিগ্ভির্যতিঃ ॥ ১৯

জভৌ সজৌ গো রুচিরা চতুর্ভিশ্চ গ্রহৈর্যতিঃ । মত্তময়ূরং মতযাঃ সগৌ বেদগ্রহৈর্যতিঃ ॥ ২০
মঞ্জুভাষিণী সজ্সা জ্গৌ সুনন্দিনী সজ্সা সগৌ ।
ননৌ ততৌ চন্দ্রিকা গঃ সপ্তভিশ্চ রসৈর্যতিঃ ॥ ২১
অসম্বাধা মতনসা গগৌ বাণগ্রহৈর্যতিঃ । ননরাঃ সো লঘুগুরুকরৈঃ প্রোক্তাপরাজিতা ॥ ২২

পিঙ্গল এই প্রকার ত্রিষ্টুভ্ ছন্দঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন । র ন ভ স হইলে চন্দ্রবর্ত্ম, জ ত জ র হইলে বংশস্থ, ত ত জ র হইলে ইন্দ্রবংশা এবং চারিটি স হইলে তোটক হয় । ন ভ ভ র হইলে দ্রুতবিলম্বিত, ন ন য য হইলে পুট এবং ইহাতেই অষ্টম ও চতুর্থে যতি হইলে মুদিতবদনা বলা যায় । ন ন য য হইলে কুসুমবিচিত্রা এবং জ স জ স হইলে তাহাকে জলোদ্ধতগতি বলে ; ইহার ষষ্ঠস্থানে যতি হয় । র স র স হইলে স্রগ্বিণী বলে । ১১-১৫

চারিটি য হইলে ভুজঙ্গপ্রয়াত হয় । ন ভ জ র হইলে প্রিয়ংবদা, ত য ত য হইলে মণিমালা এবং ত ভ জ র হইলে ললিতা ছন্দ হয় । ইহার ষষ্ঠবর্ণে যতি থাকে । স জ স স হইলে প্রমিতাক্ষরা এবং ন ন ভ র হইলে উজ্জ্বলা হয় । ম ম য য হইলে বৈশ্বদেবী ছন্দঃ হয় ইহার পঞ্চম ও সপ্তম বর্ণে যতি থাকে । ম ভ স ম হইলে জলধরমালা হয় ; ইহার সপ্তম ও অষ্টম বর্ণে যতি থাকে । ন ন ত ত গ হইলে ক্ষমাবৃত্ত হয় ; ইহার সপ্তম ও ষষ্ঠবর্ণে যতি থাকে । জ ভ স জ গ হইলে তাহাকে রুচিরা বলে ; ইহার চতুর্থে ও নবমে যতি হইয়া থাকে । ম ত য স গ এবং চতুর্থ ও নবমে যতি হইলে মত্তময়ূর ছন্দ হয় । ১৬-২০

স জ স জ গ হইলে মঞ্জুভাষিণী এবং স জ স স গ হইলে সুনন্দিনী হয় । ন ন ত ত গ এবং সপ্তম ও তৎপরবর্ত্তী বর্ণে যতি হইলে চন্দ্রিকা ছন্দ হয় । ম ত ন স গ গ হইলে তাহাকে

চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

সসসলগাশ্চ বিষমে পাদে হ্যুপচিত্রকম্। সমে ভৌ ভগগাঃ স্যাচ্চ দ্রুতমধ্যা ভজৌ জগৌ ॥ ১

গঃ পদে বিষমেঽত্র নজৌ জ্যৌ চ পদে স্মৃতৌ।

বিষমে বেগবতী সা সঃ সমে ভৌ ভো গগৌ গগাঃ ॥ ২

পাদেঽসমে তজৌ রো গঃ সমে মজৌ জগৌ গুরুঃ।

ভবেদ্ভদ্রবিরাট্ কেতুমতী তু বিষমে সজৌ ॥ ৩

সজৌ সমে ভ্রৌ গগৌ আখ্যানকী তথাসমে।

তৌ জো গগৌ সমে পাদে জতজা গুরুকদ্বয়ম্ ॥ ৪

বিপরীতাখ্যানকং স্যাদ্বিষমে জতজৌ গগৌ।

তজৌ জগৌ সমে যঃ স্যাৎ পিঙ্গলেন হ্যুদাহৃতম্ ॥ ৫

পাদেঽথ বিষমে চৈব পুষ্পিতাগ্রা নরৌ যগৌ।

সমে নজৌ জরৌ গশ্চ বৈতালীয়ং বদন্তি হি ॥ ৬

হ্যপরবক্ত্রাখ্যমৌপচ্ছন্দসিকং পরম্। যবমতী রজরা যঃ স্যাদ্যুগ্মে জরজা গুরৌ ॥ ৭

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে অর্দ্ধসমবৃত্তকথনং নাম
চতুর্দ্দশাধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১৪ ॥

সূত কহিলেন,—যদি বিষম পাদে স স স ল গ এবং সমপাদে ভ ভ ভ গ হইলে তাহাকে উপচিত্রক বলা যায়। ভ ভ ভ গ গ সম পাদে এবং বিষমপাদে ন জ জ য হইলে তাহাকে দ্রুতমধ্যা বলে। বিষমপাদে ত জ র গ এবং সমপাদে ম স জ গ গ হইলে তাহাকে ভদ্রবিরাট্ বলা যায়। বিষমপাদে স জ স গ এবং সম পাদে ভ র ন গ গ হইলে তাহাকে কেতুমতী ছন্দ বলে। বিষমপাদে ত ত জ গ গ এবং সমপাদে জ ত জ গগ হইলে তাহাকে আখ্যানকী বলা যায়। বিষম পাদে জ ত জ গ গ এবং সমপাদে ত ত জ গ গ হইলে তাহার নাম বিপরীতাখ্যানক। পিঙ্গলমুনি ইহা বলিয়াছেন। বিষমপাদে ন ন র য এবং সমপাদে ন জ জ র গ হইলে তাহাকে পুষ্পিতাগ্রা বলে। বৈতালীয়ছন্দকেই অপরবক্ত্র এবং ঔপচ্ছন্দসিক বলিয়া থাকে। বিষমপাদে র জ য এবং সমপাদে জ র জ র গ হইলে তাহাকে যবমতী বলা যায়। ১-৭

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে অর্দ্ধসমবৃত্তকথন নাম চতুর্দ্দশাধিক
দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২১৪।

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

প্রথমোঽষ্টাক্ষরৈঃ পাদো দ্বিতীয়ো দ্বাদশাক্ষরৈঃ। তৃতীয়ঃ ষোড়শার্ণৈশ্চ বিংশত্যর্ণৈশ্চতুর্থকঃ।
নানাপ্রকারং পদচতুরূর্দ্ধমিতিবৃত্তং হি ॥ ১

আপীড়ঃ সর্ব্বলঃ প্রোক্তঃ পূর্ব্বপাদান্তগদ্বয়ঃ ॥ ২
দ্বিতীয়েঽষ্টাক্ষরৈঃ পাদে কলিকা প্রথমেঽর্ককে।
লবলী স্যাৎ তৃতীয়েঽথ পূর্ব্বপঞ্চাষ্টকাক্ষরে।
প্রোক্তা চামৃতধারেয়ং চতুরষ্টাক্ষরে সতি ॥ ৩

ইতি পদচতুরূর্দ্ধপ্রকরণম্।

সজৌ সলৌ চ প্রথমে নসজা গো দ্বিতীয়কে।
তৃতীয়ে ভনজা গশ্চ চতুর্থে সজসা জগৌ ॥ ৪
পূর্ব্ববৎ স্যাৎ সৌরভকং তৃতীয়েঽন্ত্যে রনৌ ভগৌ।
ললিতং পূর্ব্ববৎ স্যাৎ তৃতীয়েঽন্ত্যে নসৌ সসৌ ॥ ৫

ইত্যুদ্গতাপ্রকরণম্।

উপস্থিতপ্রচুপিতং প্রথমেঽন্ত্যে মসৌ জভৌ। গৌ দ্বিতীয়ে সনজরা গস্তৃতীয়ে নসৌ চ নঃ।
গৌ নজা যশ্চতুর্থে স্যাদ্বর্দ্ধমানন্তু পূর্ব্ববৎ ॥ ৬

তৃতীয়েঽন্ত্যে বিশেষশ্চ শুদ্ধং স্যাত্তৌ নসৌ নসৌ ॥ ৭

সূত কহিলেন,—প্রথমপাদে অষ্টাক্ষর, দ্বিতীয়পাদে দ্বাদশাক্ষর, তৃতীয়ে ষোড়শাক্ষর এবং চতুর্থপাদে বিংশাক্ষর হইবে। বিষমবৃত্তছন্দঃ সম্বন্ধে ইহাই নিয়ম। এই ছন্দের প্রথম পাদে যদি সমস্ত বর্ণ লঘু এবং অন্ত দুইটি বর্ণ গুরু হয়, তবে তাহাকে আপীড় ছন্দঃ বলে। এইরূপ দ্বিতীয় পাদ যদি অষ্টাক্ষর হয় তবে তাহাকে কলিকা ছন্দ বলে। ঐ পূর্ব্বোক্ত ছন্দই যদি তৃতীয় পাদে অষ্টাক্ষর হয়, তবে তাহাকে লবলী বলে। যদি উহার চারি পাদেই অষ্টাক্ষর থাকে তবে তাহাকে অমৃতধারা বলা যায়। প্রথমপাদে স জ স ল, দ্বিতীয় পাদে ন স জ গ, তৃতীয় পাদে ভ ন জ গ এবং চতুর্থপাদে স জ স জ গ থাকিলে তাহাকে উদ্গতা ছন্দ বলে। উক্ত ছন্দের তৃতীয় পাদে র ন ভ গ থাকিলে তাহাকে সৌরভক বলা যায়। ১-৫

যদি তৃতীয় পাদে ন ন স স থাকে, তবে তাহাকে ললিত বলে। প্রথম পাদে ম স জ ভ, দ্বিতীয় পাদে গ গ স ন জ র, তৃতীয়ে গ ন ন স এবং চতুর্থে গ ন জ য হইলে তাহাকে

শ্রুতিস্মৃতী চ বিপ্রাণাং লোচনে ধর্ম্মদর্শনে।
কাণঃ স্যাদেকয়া হীনো দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩
শ্রুত্যুক্তঃ পরমো ধর্ম্মঃ স্মৃতিশাস্ত্রগতোঽপরঃ।
শিষ্টাচারশ্চ শিষ্টানাং ত্রয়ো ধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ ॥ ৪
সত্যং দানং দয়ালোভো বিদ্যেজ্যা পূজনং দমঃ।
অষ্টৌ তানি পবিত্রাণি শিষ্টাচারস্য লক্ষণম্ ॥ ৫
তেজোময়ানি পূর্ব্বেষাং শরীরাণীন্দ্রিয়াণি চ। ন চ লিপ্যন্তি পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ৬
বিবাহাদ্যা ধর্ম্মাণাং ধর্ম্মাচারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। সত্যং যজ্ঞস্তপো দানমেতদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্ ॥ ৭
অপরদ্রব্যানুপাদানং দানমধ্যয়নং তপঃ। অহিংসা সত্যমক্রোধ ইজ্যা ধর্ম্মস্য লক্ষণম্ ॥ ৮
বিদ্যা বিত্তং তপঃ শৌর্য্যং কুলে জন্ম হ্যরোগিতা।
সংসারোচ্ছিত্তিহেতুশ্চ ধর্ম্মাদেব প্রবর্ত্ততে ॥ ৯
ধর্ম্মাৎ সুখঞ্চ জ্ঞানঞ্চ জ্ঞানান্মোক্ষোঽধিগম্যতে। ইজ্যাধ্যয়নদানানি যথাশাস্ত্রং সনাতনঃ।
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং সামান্যো ধর্ম্ম উচ্যতে ॥ ১০
যাজনাধ্যাপনে শুদ্ধে বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ। বৃত্তিত্রয়মিদং প্রাহুর্মুনয়ো জ্যেষ্ঠবর্ণিনঃ ॥ ১১
শস্ত্রাজীবনং রাজ্ঞো ভূতানাঞ্চাভিরক্ষণম্।
পাশুপাল্যং কৃষিঃ পণ্যং বৈশ্যস্যাজীবনং স্মৃতম্ ॥ ১২

তখন সদাচার করিবে। শ্রুতি স্মৃতি এই দুইটিই ব্রাহ্মণদিগের লোচনস্বরূপ। ব্রাহ্মণগণ উক্ত লোচন দ্বারা ধর্ম্মদর্শন করিয়া থাকেন। শ্রুত্যুক্ত ধর্ম্মই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য; স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মও পরম ধর্ম্ম। ইহার একটি না থাকিলে সে ব্যক্তি কাণ, আর দুইটিই যদি না থাকে তবে সে অন্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। শিষ্টাচারও উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। এই ত্রিবিধ ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম। সত্য, দান, দয়া, অলোভ, বিদ্যা, যজ্ঞ, পূজা ও দম এই আটটি পবিত্র শিষ্টাচার। এই সমস্ত শিষ্টাচার যথাবিধি আচরণ করিবে। ১-৫

পূর্ব্বতন যোগিগণের শরীর ও ইন্দ্রিয় তেজোময়। পদ্মপত্রে যেমন জল সংলগ্ন হয় না, সেইরূপ ইঁহাদিগের শরীরে পাপ লিপ্ত হইতে পারে না। বিবাহাদি কতিপয় ধর্ম্মাচার কীর্ত্তিত আছে। সত্য, যজ্ঞ, তপস্যা ও দান এই সকলই ধর্ম্মের লক্ষণ। অপর দ্রব্যের অনুপাদান, দান, অধ্যয়ন, তপস্যা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, যজ্ঞ, এই সমুদায় ধর্ম্মের লক্ষণ। বিদ্যা, বিত্ত, তপঃপ্রভাব, সৎকুলে জন্ম, আরোগ্য, সংসারবন্ধনের উচ্ছেদ হেতু ধর্ম্ম হইতে প্রবৃত্ত হয়। ধর্ম্ম হইতে সুখ ও জ্ঞান উৎপন্ন হয়, আর জ্ঞান হইতে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত এই সমস্তই সনাতন ধর্ম্ম। উক্ত যজ্ঞাদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের সাধারণ ধর্ম্ম। ৬-১০

যাজন, অধ্যাপন, সৎপ্রতিগ্রহ মুনিগণ এই বৃত্তিত্রয়কে জ্যেষ্ঠবর্ণের (ব্রাহ্মণের) ধর্ম্ম বলিয়া

শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা দ্বিজানামনুপূর্ব্বশঃ। গুরৌ বাসোঽগ্নিশুশ্রূষা স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ১৩

ত্রিস্নাতা প্রাশিতা ভৈক্ষ্যং গুরৌ প্রাণান্তিকী স্থিতিঃ।
সমেখলো জটী দণ্ডী মুণ্ডী বা গুরুসংশ্রয়ঃ ॥ ১৪

অগ্নিহোত্রোপচরণং জীবনঞ্চ স্বকর্ম্মভিঃ। ধর্ম্মদারেষু কথিত পর্ব্ববর্জ্জং রতিক্রিয়া ॥ ১৫
দেবপিত্রাতিথিভ্যশ্চ পূজা দীনানুকম্পনম্। শ্রুতিস্মৃত্যর্থসংস্থানং ধর্ম্মোঽয়ং গৃহমেধিনঃ ॥ ১৬
জটিত্বমগ্নিহোত্রত্বং[1] ভূশয্যাজিনধারণম্। বনে বাসঃ পয়োমূলনীবারফলবৃত্তিতা ॥ ১৭
প্রতিষিদ্ধাদ্বিনিবৃত্তিশ্চ ত্রিঃস্নানং ব্রতধারিতা। দেবতাতিথিপূজা চ ধর্ম্মোঽয়ং বনবাসিনঃ ॥ ১৮
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগো ভৈক্ষ্যান্নং[2] বৃক্ষমূলতা। নিষ্পরিগ্রহতাদ্রোহঃ সমতা সর্ব্বজন্তুষু ॥ ১৯
প্রিয়াপ্রিয়পরিষ্বঙ্গে সুখদুঃখাবিকারিতা[3]। সবাহ্যাভ্যন্তরং শৌচং বাগ্যমো ধ্যানচারিতা ॥ ২০
সর্ব্বেন্দ্রিয়সমাহারো ধারণা ধ্যাননিত্যতা। ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেষ পরিব্রাড্ধর্ম্ম উচ্যতে ॥ ২১

অহিংসা সূনৃতা বাণী সত্যশৌচে ক্ষমা দয়া।
বর্ণিনাং লিঙ্গিনাঞ্চৈব সামান্যো ধর্ম্ম উচ্যতে ॥ ২২
যথোক্তকারিণঃ সর্ব্বে প্রযান্তি পরমাং গতিম্।
আ বোধাৎ স্বপনং যাবদ্ গৃহধর্ম্ম বদামি তে ॥ ২৩

নির্দ্দেশ করেন। অস্ত্রদ্বারা প্রাণিবর্গের রক্ষাই ক্ষত্রিয়দিগের বৃত্তি। পশুপালন, কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্য এই সমস্ত বৈশ্যদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য। ব্রাহ্মণাদিরা উক্তরূপ স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। দ্বিজশুশ্রূষা শূদ্রের ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণগণ ক্রমশঃ গুরুকুলে বাস, অগ্নিশুশ্রূষা ও স্বাধ্যায় এই সমস্ত কার্য্য করিবে; ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনও ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বলিয়া জানা যায়। ত্রিসন্ধ্যা স্নান, ভিক্ষাচরণ, আজীবন গুরুকুলে বাস, মেখলা, জটা ও দণ্ডধারণ, মুণ্ডন, গুরুসেবা, অগ্নিহোত্রাচরণ, স্বীয় বৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, পর্ব্বাতিরিক্তকালে ধর্ম্মপত্নীতে রতি, দেবতা পিতৃ ও অতিথির অর্চ্চনা, শ্রুতিস্মৃতিবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান, এই সমস্ত গৃহস্থদিগের ধর্ম্ম। ১১-১৬

জটা, অগ্নিহোত্রাচরণ, ভূশয্যা, অজিনধারণ, বনে বাস, দুগ্ধ, ফল, মূল নীবারাদি ভক্ষণ, নিষিদ্ধাচরণে নিবৃত্তি, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, ব্রতধারণ, দেবতা ও অতিথি পূজা, এই সকল বনবাসীদিগের ধর্ম্ম। সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ, ভিক্ষান্নভোজন, বৃক্ষমূলে বাস, নিষ্পরিগ্রহতা, অদ্রোহ, সর্ব্বজন্তুতে সমজ্ঞান, প্রিয় ও অপ্রিয় সমাগমে সুখদুঃখের তুল্যতা, বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ, বাক্যসংযম, ধ্যানাচরণ, সর্ব্বেন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধারণা ধ্যানে তৎপরতা ও ভাবশুদ্ধি এই সমস্ত পরিব্রাজকদিগের ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। ১৭-২১

অহিংসা, সুমিষ্টবাক্য, সত্য, শৌচ, ক্ষমা, দয়া, এই সমস্ত ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদিগের সামান্য ধর্ম্ম বলা যায়। যে যে বর্ণের যেরূপ ধর্ম্ম কথিত হইল, তাহারা সেই সেই রূপে

১। জটিত্ব-। ২। ভৈক্ষান্নং। ৩। সুখদুঃখাবিকারিতা।

দিবা শৌচস্য রাত্র্যর্দ্ধং পথি পাদো বিধীয়তে।
আর্ত্তস্তু যথাশক্তি শৌচার্থং কুর্য্যাদ্ যথাবলম্ ॥ ৩৪
বসা-শুক্রমসৃঙ্মজ্জা-লালা-বিণ্মূত্র-কর্ণবিট্[১]।
শ্লেষ্মাশ্রু দূষিকা স্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ ॥ ৩৫
যাবতা শুদ্ধিং মন্যেত[২] তাবচ্ছৌচং সমাচরেৎ।
প্রমাণং শৌচসংখ্যায়া নাশিষ্টৈরুপদিশ্যতে[৩] ॥ ৩৬
শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্ ॥ ৩৭
ত্রিরাচামেদপঃ পূর্ব্বং দ্বিঃ প্রমৃজ্যাত্ততো মুখম্।
সম্মৃজ্যাঙ্গুষ্ঠমূলেন ত্রিভিরাস্যমুপস্পৃশেৎ ॥ ৩৮
অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা ঘ্রাণং পশ্চাদনন্তরম্। অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ চক্ষুঃশ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৯
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠয়োর্নাভিং হৃদয়ন্তু তলেন বৈ। সর্ব্বাভিস্তু শিরঃ পশ্চাদ্বাহূ চাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ ॥ ৪০
ঋচো যজূংষি সামানি ত্রিঃ পিবন্[৪] প্রীণয়েৎ ক্রমাৎ।
অথর্ব্বাঙ্গিরসৌ পূর্ব্বং দ্বিঃ প্রমার্জ্জনয়েন্মুখম্ ॥ ৪১

শৌচের অর্দ্ধশৌচ করিলেই শুদ্ধি হইতে পারে। শৌচক্রিয়া যেরূপ উক্ত হইল, ইহা দিবাতে জানিবে, রাত্রিকালে ইহার অর্দ্ধ কিংবা পাদশৌচ করিবে। সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে উক্তরূপ শৌচকার্য্যের ব্যবস্থা; রোগীব্যক্তি যথাশক্তি শৌচক্রিয়া করিলেই শুদ্ধ হইবে। বসা, শুক্র, রক্ত, মজ্জা, লালা, বিষ্ঠা, মূত্র, কর্ণমল, শ্লেষ্মা, অশ্রু, দূষিকা ও ঘর্ম মনুষ্যের মল এই দ্বাদশ প্রকার। ৩১-৩৫

যাবৎ অশুচিবোধ হয়, তাবৎকালই শৌচাচরণ আবশ্যক। শৌচসংখ্যার প্রমাণ সম্পূর্ণ উপদিষ্ট হইল, আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। শৌচকার্য্য দ্বিবিধ, বাহ্য ও আভ্যন্তরিক। মৃত্তিকা ও জলদ্বারা বাহ্যশৌচ এবং ভাবশুদ্ধিদ্বারা আভ্যন্তরিক শৌচ হইয়া থাকে। এইরূপে শৌচক্রিয়া করিয়া আচমন করিবে। প্রথমতঃ তিনবার জলপান করিয়া দুইবার মুখমার্জ্জন করিবে। তদনন্তর অঙ্গুষ্ঠমূলদ্বারা মুখমার্জ্জন করিয়া তিনবার মুখস্পর্শ করিবে। পরে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা নাসিকা স্পর্শ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাদ্বারা চক্ষু ও কর্ণ প্রত্যেক দুইবার স্পর্শ করিবে। তারপর কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে নাভি স্পর্শ করিয়া করতলদ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে। তৎপরে সর্ব্বাঙ্গুলিদ্বারা মস্তক স্পর্শ করিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা বাহুদ্বয় স্পর্শ করিবে। ৩৬-৪০

একণে এইরূপ আচমনের সারমর্ম কথিত হইতেছে। তিনবার জলপানে ঋক্ যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয় প্রীত হয়েন। মুখমার্জ্জনে অথর্ব্বাঙ্গিরস পাঠের ফল হয় এবং

১। কর্ণমলং। ২। শুদ্ধিমন্বেত। ৩। হ্যুপদিশ্যতে। ৪। পঠন্।

সেতিহাসপুরাণানি বেদান্তানি যথাক্রমম্ ।
খং মুখে নাসিকে বায়ুং নেত্রে সূর্য্যং শ্রুতৌ দিশঃ ॥ ৪২
প্রাণগ্রন্থিমথো নাভিং ব্রহ্মাণং হৃদয়ে স্পৃশেৎ ।
রুদ্রং মূর্দ্ধানমালভ্য প্রীণাত্যথ শিখাঋষীন্ ॥ ৪৩
বাহূ যমেন্দ্র-বরুণ-কুবের-বসুধানলান্ । অঙ্গুল্যা চরণৌ বিষ্ণুমিন্দ্রং বিষ্ণুং করদ্বয়ম্ ॥ ৪৪
বাসুকিপ্রমুখান্ নাগান্ জলং ক্ষিপতি যৎ ক্ষিতৌ ।
যেঽম্বুবিন্দবো যান্তি ভূতগ্রামস্য তৈস্থিত ॥ ৪৫
অগ্নির্বায়ুশ্চ সূর্য্যেন্দ্রৌ তিষ্ঠন্ত্যঙ্গুলিপর্বসু । তলে সোমঃ সতীর্থশ্চ স্মৃতোঽতঃ পাবনঃ করঃ ।
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তাসু যা বেলাঃ করমধ্যগাঃ ॥ ৪৬
উষঃকালে তু সম্প্রাপ্তে শৌচং কৃত্বা যথার্থবৎ । ততঃ স্নানং প্রকুর্বীত দন্তধাবনপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৭
মুখে পর্য্যুষিতে নিত্যং ভবত্যপ্রয়তো নরঃ । তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনম্ ॥ ৪৮
কদম্ব-বিল্ব-খদির-করবীর-বটার্জ্জুনাঃ । যূথী চ বৃহতী জাতী করঞ্জার্কাতিমুক্তকাঃ ॥ ৪৯
জম্বু-মধুকাপামার্গ-শিরীষোদুম্বরাসনাঃ । ক্ষীরি-কণ্টকিবৃক্ষাদ্যাঃ প্রশস্তা দন্তধাবনে ॥ ৫০
কটুতিক্তকষায়াশ্চ ধনারোগ্যসুখপ্রদাঃ ।
প্রক্ষাল্য ভুক্ত্বা চ শুচৌ দেশে ত্যক্ত্বা তথাচমেৎ ॥ ৫১

যথাক্রমে ইতিহাস, পুরাণ, বেদ, বেদান্ত, শাস্ত্রের কথাও বুঝিবে। মুখে আকাশ, নাসিকাতে বায়ু, নেত্রে সূর্য্য, কর্ণে দিক, নাভিতে প্রাণগ্রন্থি, হৃদয়ে ব্রহ্মা, মস্তকে রুদ্র এবং শিখা স্পর্শে ঋষিদিগের প্রীণন করা হয়। বাহু স্পর্শে যম, ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, পৃথিবী, অনল এবং চরণদ্বয় অঙ্গুলিতে বিষ্ণু ও ইন্দ্র; ভূতলে যে জলক্ষেপ করা হয়, তদ্দ্বারা বাসুকিপ্রমুখ নাগগণ এবং যে সমস্ত জলবিন্দু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয় তাহা দ্বারা সর্ব্বভূতের তৃপ্তি হইয়া থাকে। ৪২-৪৫

অগ্নি বায়ু সূর্য্য ইন্দ্র পর্বতসমূহ ইহারা অঙ্গুলির পর্বে অবস্থান করেন। করতলে যে বেলাসকল আছে, তাহাতে গঙ্গাদি সরিৎ সমস্ত বাস করেন। করতলে সর্ব্বতীর্থ সহিত সোম বাস করেন। এই জন্যই করকে পাবন বলিয়া উক্ত হয়। আচারবিদ্ ব্রাহ্মণ প্রত্যূষকালে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শৌচকার্য্য করিয়া দন্তধাবনপূর্ব্বক স্নান করিবে। প্রাতঃকালে মুখ ধৌত না করিলে মানুষ সংযমী হইতে পারে না। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে দন্তধাবন করিবে। কদম্ব, বিল্ব, খদির, করবী, বট, অর্জ্জুন, যূথী, বৃহতী, জাতী, করঞ্জ, আকন্দ, অতিমুক্ত, জম্বু, মধুক, অপামার্গ, শিরীষ, উডুম্বর, অসন ও সমস্ত ক্ষীরিবৃক্ষ দন্তধাবনকার্য্যে প্রশস্ত। ৪৬-৫০

কটু, তিক্ত বা কষায় দ্রব্য দ্বারা দন্তধাবন করিলে ধন, আরোগ্য ও সুখলাভ হয়। দন্তধাবন করিয়া পবিত্রস্থানে দন্তকাষ্ঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক মুখ প্রক্ষালন ও আচমন করিবে।

তিস্রঃ কোট্যস্তু বিখ্যাতা মন্দেহা নাম রাক্ষসাঃ ।
উদ্যন্তং দুরাত্মানঃ সূর্য্যমিচ্ছন্তি খাদিতুম্ ॥ ৬২
স হন্তি সূর্য্যং সন্ধ্যায়াং নোপাস্তিং কুরুতে তু যঃ ।
দহন্তি মন্ত্রপূতেন তোয়েনানলরূপিণা ॥ ৬৩
অহোরাত্রস্য যঃ সন্ধিঃ সা সন্ধ্যা ভবতীতি চ ।
দ্বিনাড়িকা ভবেৎ সন্ধ্যা যাবজ্জ্যোতির্দর্শনম্ ॥ ৬৪
সন্ধ্যাকর্ম্মাবসানে তু স্বয়ং হোমো বিধীয়তে ।
স্বয়ং হোমে ফলং যত্তু তদন্যেন ন জায়তে ॥ ৬৫
ঋত্বিক্ পুত্রো গুরুর্ভ্রাতা ভাগিনেয়োঽথ বিট্পতিঃ ।
এতৈরেব হুতং যত্তু তদ্ধুতং স্বয়মেব হি ॥ ৬৬
ব্রহ্মা বৈ গার্হপত্যাগ্নির্দক্ষিণাগ্নিস্ত্রিলোচনঃ ।
বিষ্ণুরাহবনীয়োঽগ্নিঃ কুমারঃ সভ্য উচ্যতে ॥ ৬৭
কৃত্বা হোমং যথাকালং সৌরান্[1] মন্ত্রান্ জপেত্ততঃ ।
সমাহিতাত্মা সাবিত্রীং প্রণবঞ্চ যথোদিতম্ ॥ ৬৮
প্রণবেনৈব সংযুক্তং ব্যাহৃতীশ্চ সপ্তকম্ । ত্রিপদাখ্যাঞ্চ সাবিত্রীং ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৬৯
গায়ত্রীং যো জপেন্নিত্যং কল্যমুত্থায় মানবঃ । লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ৭০

পূর্ব্বক তীর্থাবাহন করিয়া স্নান করিবে। এবং অব্যয় হরিকে স্মরণ করিবে। যেমন মন্দেহ নামক সার্দ্ধত্রিকোটি দুরাত্মা রাক্ষস উদয়শীল সূর্য্যের হিংসা করে, যে ব্যক্তি উক্তরূপ আচারোপাসনা করে না, সেও সেইরূপ সূর্য্যঘাতক হয়। প্রাতঃস্নানাদি কার্য্যে পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে জলসকল অনলরূপী হইয়া দগ্ধ করে। দিবা ও রাত্রির যে সন্ধিস্থান, তাহাই সন্ধ্যা, এই সন্ধ্যা দুইদণ্ডব্যাপিনী; অর্থাৎ যাবৎ সূর্য্য দর্শন হয়, তাবৎকালই সন্ধ্যা জানিবে। সন্ধ্যার অবসানে স্বয়ং হোমকার্য্য করিবে। হোম স্বয়ং করিলে যেরূপ ফল হয়, অন্য কর্তৃক তদ্রূপ ফল হইতে পারে না। ৬১-৬৫

পুরোহিত, পুত্র, গুরু, ভ্রাতা, ভাগিনেয় ও জামাতা ইহারা হোম করিলেও স্বয়ংকৃত হোমের ন্যায় ফল হইয়া থাকে। গার্হপত্য অগ্নি ব্রহ্মা, দক্ষিণাগ্নি মহেশ্বর, আহবনীয় অগ্নি বিষ্ণু এবং কুমারকে সভ্য স্বরূপ বলা যায়। যথাকালে হোম করিয়া সূর্য্যমন্ত্র জপ করিবে এবং সমাহিত হইয়া সাবিত্রী ও প্রণব জপ করিবে। সপ্ত ব্যাহৃতি ও ত্রিপদা গায়ত্রীকে প্রণবযোগ করিয়া জপ করিলে তাহার কদাচ ভয় থাকে না। যে মনুষ্য প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া জপ করে, তাহার গাত্রে পদ্মপত্রের জলের ন্যায় পাপ স্পর্শ হইতে পারে না। ৬৬-৭০

১। সৌরানিতি পাঠঃ

শ্বেতবর্ণা সমুদ্দিষ্টা কৌষেয়বসনা তথা । অক্ষসূত্রধরা দেবী পদ্মাসনগতা শুভা ॥ ৭১

আবাহ্য যজুষানেন তেজোঽসীতি বিধানতঃ ।
এবমুক্তঃ পুরা দেবৈর্ব্রহ্মদর্শনকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ৭২
আদিত্যমণ্ডলান্তঃস্থাং ব্রহ্মলোকস্থিতামপি ।
আবাহ্য জপিত্বাতো নমস্কারৈর্বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৭৩
পূর্ব্বাহ্ণ এব কুর্ব্বীত দেবতানাঞ্চ পূজনম্ ।
ন বিষ্ণোঃ পরমো দেবস্তস্মাত্তং পূজয়েৎ সদা ॥ ৭৪
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবান্ দেবান্ন পৃথক্ ভাবয়েৎ সুধীঃ ।
লোকেঽস্মিন্মঙ্গলান্যষ্টৌ ব্রাহ্মণো গৌর্হুতাশনঃ ॥ ৭৫
হিরণ্যং সর্পিরাদিত্য আপো রাজা তথাষ্টমঃ ।
এতানি সততং পশ্যেদর্চ্চয়েচ্চ প্রদক্ষিণম্ ॥ ৭৬
বেদস্যাধ্যয়নং পূর্ব্বং সর্ব্বদাভ্যসনং জপঃ ।
তদ্দানঞ্চৈব শিষ্যেভ্যো বেদাভ্যাসো হি পঞ্চধা ॥ ৭৭
বেদার্থং যজ্ঞশাস্ত্রাণি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈব হি ।
মূল্যেন লেখয়িত্বা যো দদ্যাদ্ যাতি স বৈদিকম্ ॥ ৭৮

ইতিহাসপুরাণানি লিখিত্বা যঃ প্রযচ্ছতি । ব্রহ্মদানসমং পুণ্যং প্রাপ্নোতি দ্বিগুণীকৃতম্ ॥ ৭৯

সাবিত্রীদেবী শ্বেতবর্ণা, কৌষেয়বসনাবৃতা। ইনি অক্ষমালাধারিণী এবং পদ্মাসনে উপবিষ্টা। এইরূপে সাবিত্রীর ধ্যান করিবে। অনন্তর যজুর্ব্বেদোক্ত "তেজোঽসি" ইত্যাদি মন্ত্র বিহিত প্রকারে আবাহন করিয়া যথাবিধানে তেজোরূপ চিন্তা করিবে। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মদর্শনাকাঙ্ক্ষী দেবগণ এইরূপ করিয়া সফলকাম হইয়াছেন। তৎপরে আদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিনী ব্রহ্মলোকস্থিতা দেবীকে আবাহনপূর্ব্বক জপ ও নমস্কার করিয়া বিসর্জ্জন করিবে। দেবতাদিগের অর্চ্চনা পূর্ব্বাহ্ণেই করিবে। বিষ্ণু হইতে পরমদেব আর কেহ নাই বলিয়া সর্ব্বদা বিষ্ণুর পূজা করিবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ইঁহাদিগকে বিভিন্ন ভাবনা করিবে না। ৭১-৭৫

এই লোকে ব্রাহ্মণ, গো, অগ্নি, হিরণ্য, ঘৃত, আদিত্য, জল ও রাজা ইঁহাদিগকে অষ্টমঙ্গল বলে। সর্ব্বদা এই অষ্টমঙ্গল দর্শনপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর প্রথমে বেদাধ্যয়ন করিয়া সেই বেদ সর্ব্বদা অভ্যাস করিবে। তারপর শিষ্যদিগকে বেদশিক্ষা প্রদান করিবে। এই বেদাভ্যাস পঞ্চ প্রকার জানিবে। বেদার্থ, যজ্ঞশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র এই সমুদয় পুস্তক যিনি মূল্যদ্বারা লিখিত করিয়া প্রদান করেন, তিনি সমুদয় বৈদিক কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকেন। যিনি ইতিহাস পুরাণাদি গ্রন্থ স্বয়ং লিখিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তিনি ব্রহ্মদানের দ্বিগুণ পুণ্য লাভ করেন। ৭৬-৭৯

তৃতীয়ে চ তথা ভাগে পোষ্যবর্গার্থসাধনম্ ॥ ৮০

মাতা পিতা গুরুর্ভার্য্যা প্রজা দীনাঃ সমাশ্রিতাঃ।

অভ্যাগতোঽতিথিশ্চাগ্নিঃ পোষ্যবর্গা উদাহৃতাঃ ॥ ৮১

ভরণং পোষ্যবর্গস্য প্রশস্তং স্বর্গসাধনম্। ভরণং পোষ্যবর্গস্য তস্মাদ্ যত্নেন কারয়েৎ ॥ ৮২

স জীবতি নরশ্চৈকো বহুভির্যোঽপজীব্যতে।

জীবন্তো মৃতকাস্ত্বন্যে পুরুষাঃ স্বোদরম্ভরাঃ ॥ ৮৩

স্বকীয়োদরপূর্ত্তং কুক্কুরস্যাপি বিদ্যতে ॥ ৮৪

অর্থেভ্যোঽপি বিবৃদ্ধেভ্যঃ সম্ভৃতেভ্যস্ততস্ততঃ।

ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ প্রবর্ত্তন্তে পর্ব্বতেভ্য ইবাপগাঃ ॥ ৮৫

সর্ব্বস্যাকরা ভূমির্ধান্যাদি পশবঃ স্ত্রিয়ঃ। অর্থস্য কার্য্যযোগ্যত্বাদর্থ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৮৬

অদ্রোহেণৈব ভূতানামল্পদ্রোহেণ বা পুনঃ।

যা বৃত্তিস্তাং সমাস্থায় বিপ্রো জীবেদনাপদি ॥ ৮৭

ধনন্তু ত্রিবিধং জ্ঞেয়ং শুক্লং শবলমেব চ।

কৃষ্ণঞ্চ তস্য বিজ্ঞেয়ো বিভাগঃ সপ্তধা পৃথক্ ॥ ৮৮

ক্রমাগতং প্রীতিদায়ং[1] প্রাপ্তঞ্চ সহ ভার্য্যয়া।

অবিশেষেণ সর্ব্বেষাং বর্ণানাং ত্রিবিধং ধনম্ ॥ ৮৯

বৈশেষিকং ধনং দৃষ্টং ব্রাহ্মণস্য ত্রিলক্ষণম্। যাজনাধ্যাপনে নিত্যং বিশুদ্ধাচ্চ[2] প্রতিগ্রহঃ ॥ ৯০

দিবসের তৃতীয় ভাগে পোষ্যবর্গের পোষণসাধন কর্ত্তব্য। মাতা, পিতা, গুরু, ভার্য্যা, প্রজা, দীন, আশ্রিত, অভ্যাগত, অতিথি ও অগ্নি ইহারা পোষ্যবর্গ বলিয়া উক্ত হয়। পোষ্যবর্গের ভরণ করাই স্বর্গসাধনের প্রশস্ত উপায়; এ নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক অবশ্য পোষ্যবর্গের ভরণপোষণ করিবে। অনেকের যিনি ভরণপোষণ করেন; তাঁহারই জীবন সার্থক। যাহারা কেবল আত্মোদরমাত্র ভরণ করিয়াই সন্তুষ্ট, তাহারা জীবন্ত থাকিয়াও মৃতকল্প; কুক্কুরও আপন উদর পূর্ণ করিতে পারে। জলধারা ও পৃথিবী হইতে নদীসকল যেমন বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ অর্থ বৃদ্ধি পাইলেই সেই অর্থ হইতে ক্রিয়া সমুদায় হইয়া থাকে। ৮০-৮৫

ভূমি সর্ব্ববস্তুর আকর। ধান্য, পশু ও স্ত্রী ইহারা অর্থের কার্য্যকারী; এ নিমিত্ত ধান্য প্রভৃতিকে অর্থ বলা যায়। ব্রাহ্মণ অনাপৎকালে যে বৃত্তিতে কোনরূপ দ্রোহপ্রসঙ্গ নাই, অথবা অল্পমাত্র দ্রোহ আছে, সেই বৃত্তি আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকিবে। ধন ত্রিবিধ,—শুক্ল, শবল ও কৃষ্ণ। এই ত্রিবিধ ধনের প্রত্যেকের সপ্তবিধ অবান্তরবিভাগ আছে। পিতৃপিতামহ-ক্রমে প্রাপ্ত, পারিতোষিক ও যৌতুক, এই ত্রিবিধ ধন সর্ব্ব বর্ণেরই হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের বৈশেষিক ধনও ত্রিবিধ দৃষ্ট হয়। যথা—যাজন, অধ্যাপন ও সৎপ্রতিগ্রহলব্ধ ধন। ৮৬-৯০

১। প্রীতিদত্তং। ২। বিশুদ্ধঞ্চ।

ত্রিবিধং ক্ষত্রিয়স্যাপি প্রাহুর্বৈশেষিকং ধনম্।
উপার্জ্জকরলব্ধং দণ্ডাপ্তং যুদ্ধজং তথা ॥ ১১
বৈশেষিকং ধনং দৃষ্টং বৈশ্যস্যাপি ত্রিলক্ষণম্। কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং শূদ্রস্যৈভ্যস্ত্বনুগ্রহাৎ ॥ ১২
কুসীদকৃষিবাণিজ্যং প্রকুর্ব্বীত স্বয়ং কৃতম্।
আপৎকালে স্বয়ং কুর্ব্বন্ নৈনসা যুজ্যতে দ্বিজঃ ॥ ১৩
বহবো বর্ত্তনোপায়া ঋষিভিঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
সর্ব্বেষামপি চৈতেষাং কুসীদমধিকং বিদুঃ ॥ ১৪
অনাবৃষ্ট্যা রাজভয়ান্মূষিকাদ্যৈরুপদ্রবৈঃ।
কৃষ্যাদিকে ভবেদ্বাধা সা কুসীদে ন বিদ্যতে ॥ ১৫
শুক্লপক্ষে তথা কৃষ্ণে রজন্যাং দিবসেঽপি বা।
উষ্ণে বর্ষতি শীতে বা বর্দ্ধনং ন নিবর্ত্ততে ॥ ১৬
দেশং গতানাং বা বৃত্তিনাশোপজীবিনাম্।
কুসীদং কুর্ব্বতঃ সম্যক্ সংস্থিতস্যৈব জায়তে ॥ ১৭
লব্ধলাভঃ পিতৄন্ দেবান্ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব পূজয়েৎ।
তে তুষ্টাস্তস্য তদ্দোষং শময়ন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১৮
বণিক্ কুসীদং দদ্যাত্তু স্বয়ং ধান্যং কাঞ্চনাদিকম্।
পালন্ প্রার্থ্যমানস্য স্বল্পমূল্যং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৯

ক্ষত্রিয়ের বৈশেষিক ধনও ত্রিবিধ,—করলব্ধ, দণ্ডলব্ধ ও যুদ্ধলব্ধ। এইরূপ বৈশ্যের বৈশেষিক ধনও তিন প্রকার—কৃষি, গোপালন ও বাণিজ্যদ্বারা প্রাপ্ত। শূদ্রের কেবল এক প্রকার ধনই বৈশেষিক।—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহাদিগের অনুগ্রহে যে ধনলাভ করে, তাহাই শূদ্রের ধন। যদি ব্রাহ্মণ আপৎকালে কুসীদ, কৃষি বা বাণিজ্য করে, তাহাতে সেই ব্রাহ্মণের পাপ স্পর্শ হয় না। মুনিগণ মনুষ্যের জীবনোপায়স্বরূপ অনেক বৃত্তি নিরূপণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কুসীদবৃত্তিই শ্রেষ্ঠ। অনাবৃষ্টি, রাজভয় ও মূষিকাদির উপদ্রব বশতঃ কৃষিকার্য্যাদিতে বাধা আছে, কিন্তু কুসীদবৃত্তিতে এই সমস্ত উপদ্রব নাই। ১১-১৫

কালক্রমে জগতের যাবতীয় পদার্থেরই হ্রাস এবং বৃদ্ধি উভয় ব্যাপারই হইয়া থাকে, পরন্তু কি শুক্লপক্ষ, কি কৃষ্ণপক্ষ, কি দিবা কি রাত্রি, কি গ্রীষ্ম বর্ষা শীত, কোন কালেই কুসীদের বৃদ্ধির বাধা হয় না। পণ্যোপজীবীদিগকে নানাদেশে গমন করিয়া ধনোপার্জ্জন করিতে হয়, কিন্তু কুসীদজীবীরা গৃহে অবস্থান করিয়াই ধনার্জ্জন করিতে পারে। ব্রাহ্মণাদিবর্ণ স্ব স্ব বৃত্তি-দ্বারা ধনলাভ করিয়া পিতৃদেব ও ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিবে। তাহা হইলে পিতৃগণ প্রভৃতি তুষ্ট হইয়া বৃদ্ধি প্রভৃতির দোষ নাশ করেন। বণিক্ ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে আবশ্যক মত ধন দিবে এবং ধান্য, গো, কাঞ্চনাদি যাহার যাহা দেওয়া আবশ্যক তাহাই প্রদান করিবে। রাজা

কৃষীবলোঽন্নপানাদ্যশয্যাসনানি চ।
রাজভ্যো দিংশদ্দিক্ষিপ্তা পশুস্বর্ণাদিকং শতম্ ॥ ১০০
বিদ্যা শিল্পং ভৃতিঃ সেবা গোরক্ষ্যং বিপণিঃ কৃষিঃ।
বৃত্তির্ভৈক্ষ্যং কুসীদঞ্চ দশ জীবনহেতবঃ ॥ ১০১
প্রতিগ্রহার্জিতা বিপ্রে ক্ষত্রিয়ে শস্ত্রনির্জিতাঃ।
বৈশ্যে ন্যায়ার্জিতাশ্চার্থাঃ শূদ্রে শুশ্রূষয়ার্জিতাঃ ॥ ১০২
এধো বহূদকং শাকমগ্নিপর্ণানি সমিৎকুশাঃ। অযাচো মধুযোগশ্চ বিপ্রাণাং ধনমুত্তমম্ ॥ ১০৩
অযাচিতোপপন্নে তু নাস্তি দোষঃ প্রতিগ্রহে।
অমৃতং তং বিদুর্দেবাস্তস্মাত্তন্নৈব বর্জয়েৎ ॥ ১০৪
গুরুভৃত্যাংশ্চোজ্জিহীর্ষুরর্চিষ্যন্ দেবতাতিথীন্।
সর্বতঃ প্রতিগৃহ্নীয়ান্ন তু তৃপ্যেৎ স্বয়ং ততঃ ॥ ১০৫
সাধুতঃ প্রতিগৃহ্নীয়াদথবাসাধুতো দ্বিজঃ। গুণবানল্পদোষস্তু নির্দোষো হি নিগদ্যতে ॥ ১০৬
এবমুক্তবৃত্ত্যা বা কুর্যাদ্ভবনযাপনম্। কুর্যাদ্বৃত্তিং পরতঃ প্রায়শ্চিত্তং বিশোধনম্ ॥ ১০৭
চতুর্থে চ তথা ভাগে স্নানার্থং মৃদমাহরেৎ। তিলপুষ্পকুশাদীনি স্নানঞ্চাকৃত্রিমে জলে ॥ ১০৮

প্রার্থনা করিলে মূল ধনের চতুর্থাংশ প্রদান দ্বারা তাঁহার সাহায্য করিবে। কৃষক ব্যক্তি অন্নপানাদি, যান, শয্যা, আসন, পশু ও স্বর্ণাদি এই সমস্ত রাজাকে প্রদান করিবে। ৯৩–১০০

বিদ্যা, শিল্প, বেতন, সেবা, গোরক্ষা, বাণিজ্য, কৃষিকার্য, বৃত্তি, ভিক্ষা ও কুসীদ এই দশবিধ জীবনোপায় জানিবে। বিপ্রগণ প্রতিগ্রহলব্ধ, ক্ষত্রিয় শস্ত্র-নির্জিত এবং বৈশ্যগণ ন্যায়ার্জিত ধন গ্রহণ করিবে। শূদ্রগণ বর্ণত্রয়ের সেবা দ্বারা ধনোপার্জন করিয়া থাকে। বহুজলপূর্ণ নদী, শাক, পত্র, সমিধ, কুশা, অগ্নি ও মধুযোগ ব্রাহ্মণদিগের এই সমস্তই উত্তম ধন। তাহাদিগের পক্ষে অযাচিত ধনগ্রহণে দোষ নাই, যাচ্ঞা না করিয়া অসৎপ্রতিগ্রহ করিলেও পাপ হইবে না। দেবগণ অযাচিত ধনকে অমৃততুল্য বলিয়া থাকেন, অতএব তাহা কখনও বর্জন করিবে না। তাহারা গুরু ও প্রতিপাল্য পরিজনদিগের পোষণ এবং দেবতা ও অতিথির অর্চনার নিমিত্ত প্রয়োজনরূপ সর্বত্র প্রতিগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু ঐ সকল প্রয়োজন ব্যতীত কেবল মাত্র নিজ তৃপ্তি সাধনার্থ ঐরূপ প্রতিগ্রহ করিবে না। ১০১–১০৫

ব্রাহ্মণ সজ্জনের নিকট প্রতিগ্রহ করিবে; পরন্তু অসৎপ্রতিগ্রহ করিলেও ব্রাহ্মণের দোষ হইবে না। গুণবান্ ব্যক্তির অল্পদোষ থাকিলে তাহা নিরস্ত হইয়া যায়। উক্তপ্রকার বৃত্তি অবলম্বনপূর্বক জীবিকা নির্বাহ করিবে। ভিক্ষাবস্থায় প্রায়শ্চিত্তাদিদ্বারা দোষক্ষালন করিবে। দিবসের চতুর্থভাগে স্নানার্থ মৃত্তিকা আহরণ করিবে; পরে তিল, পুষ্প, কুশাদি

১। গুরুমধ্যাং–। ২। মধু।

ভূমিষ্ঠাদুদ্ধৃতং[1] পুণ্যং ততঃ প্রস্রবণাদিকম্ ।
ততোঽপি সারসং পুণ্যং তস্মান্নাদেয়মুচ্যতে ॥ ১১৮
তীর্থতোয়ং ততঃ পুণ্যং গাঙ্গং পুণ্যন্তু সর্বতঃ ।
গাঙ্গং পয়ঃ পুনাত্যাশু পাপমামরণান্তিকম্ ॥ ১১৯
গয়ায়াঞ্চ কুরুক্ষেত্রে যত্তোয়ং সমুপস্থিতম্ ।
তস্মাদ্ গাঙ্গজলং জানীয়াৎ তোয়মুত্তমম্ ॥ ১২০
সর্বতীর্থাভিষেকাদ্ধি পবিত্রং বিদুষাং গিরঃ ।
ধর্মং সংবদমানোঽথ বিপ্রো ব্যাসসমস্তে স্থিতঃ ॥ ১২১
পুত্রজন্মনি যোগেষু তথা সংক্রমণে রবেঃ । রাহোশ্চ দর্শনে স্নানং প্রশস্তং নিশি নান্যথা ॥ ১২২
উষস্যুষসি যৎ স্নানং সন্ধ্যায়ামুদিতে রবৌ ।
প্রাজাপত্যেন তত্তুল্যং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১২৩
যৎ ফলং দ্বাদশাব্দানি প্রাজাপত্যৈঃ কৃতৈর্ভবেৎ ।
প্রাতঃস্নায়ী তদাপ্নোতি বর্ষেণ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ॥ ১২৪
য ইচ্ছেদ্বিপুলান্ ভোগাংশ্চন্দ্রসূর্যগ্রহোপমান্ ।
প্রাতঃস্নায়ী ভবেন্নিত্যং দ্বৌ মাসৌ মাঘফাল্গুনৌ ॥ ১২৫
যস্তিষ্ঠেন্মাঘমাসন্তু প্রাতঃস্নায়ী হবিষ্যভুক্ ।
অতিপাপং মহাঘোরং মাসাদেব ব্যপোহতি ॥ ১২৬

পুষ্করিণী প্রভৃতির জলাশয়ে স্নান করিতে হয়। ভূমিগত জল হইতে উদ্ধৃত জল পবিত্র, উদ্ধৃত জল হইতে প্রস্রবণজল, প্রস্রবণজল হইতে সরোবরজল, সরোবরজল হইতে নদীজল, নদীজল হইতে তীর্থজল এবং সর্বপ্রকার তীর্থজলের মধ্যে গঙ্গাজলই পবিত্র। গঙ্গাজল মরণান্তিক পাপ নাশ করে। গয়া এবং কুরুক্ষেত্রে যে জল বিদ্যমান আছে, গঙ্গাজল তাহা হইতেও উত্তম বলিয়া জানিবে। ১১৮-১২০

সর্বতীর্থস্নান অপেক্ষাও বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণের বাক্য পবিত্র। ধর্মকথা কথনকালে ব্রাহ্মণ ব্যাস সদৃশ হইয়া থাকেন। পুত্রজন্ম, যোগ, রবিসংক্রমণ ও রাহুদর্শন (চন্দ্রসূর্যগ্রহণ) সময়ে স্নান প্রশস্ত জানিবে। এই সকল স্নান রাত্রিকালেও করিবে। প্রতিদিন ঊষা, সন্ধ্যা ও সূর্যোদয়কালে স্নান করিলে প্রাজাপত্যব্রতের ফল হয় এবং মহাপাতক নাশ পায়। দ্বাদশবৎসর প্রাজাপত্যব্রতাচরণ করিলে যে ফল, একবৎসর প্রতিদিন শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া প্রাতঃস্নান করিলে সেই ফল হইয়া থাকে। যিনি চন্দ্রসূর্যগ্রহের ন্যায় বিপুলভোগ ইচ্ছা করেন, তিনি মাঘ ও ফাল্গুন এই দুই মাস প্রতিদিন প্রাতঃস্নান করিবেন। ১২১-১২৫

যিনি মাঘমাসে হবিষ্যাশী হইয়া প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করেন, তিনি মাসমধ্যে মহাঘোর

১। •মুদ্ধৃতং।

মাতরং পিতরঞ্চাপি ভ্রাতরং সুহৃদং গুরুম্।
যমুদ্দিশ্য নিমজ্জেত দ্বাদশাংশং লভেত্তু সঃ ॥ ১২৭
ধাত্রীফলৈর্হরিং বিষ্ণুমেকাদশ্যাং বিশেষতঃ।
শ্রীকামঃ সর্ব্বদা স্নানং কুর্ব্বীতামলকৈর্নরঃ ॥ ১২৮
সন্তাপং কীর্ত্তিমল্পায়ুর্ধনং নিধনমেব চ।
আরোগ্যং সর্ব্বকামাপ্তিমভ্যঙ্গাদ্ভাস্করাদিষু ॥ ১২৯
উপোষিতস্য ব্রতিনঃ কৃত্তকেশস্য নাপিতৈঃ।
তাবচ্ছ্রীস্তিষ্ঠতি প্রীতা যাবত্তৈলং ন সংস্পৃশেৎ ॥ ১৩০
এবং স্নাত্বা পিতৄন্ দেবান্ মনুষ্যাংস্তর্পয়েত্ততঃ।
নাভিমাত্রে জলে স্থিত্বা চিন্তয়েদূর্দ্ধমানসঃ ॥ ১৩১
আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্ণন্ত্বপোঽঞ্জলিম্।
ত্রীংস্ত্রীনঞ্জলীন্ দদ্যাদাকাশে দক্ষিণে তথা ॥ ১৩২
নিষ্পীড্য বসনং শুক্লং জলে চোত্তীর্য্য বাহিরে। বিধিবত্তর্পণং কুর্য্যান্ন পাত্রে তু কদাচন ॥ ১৩৩
যদপাং ক্রূরমাংসস্য যদমেধ্যস্য কিঞ্চন। অশান্তং মলিনং যচ্চ তৎ সর্ব্বমপগচ্ছতু ॥ ১৩৪
গৃহীত্বানেন মন্ত্রেণ তোয়ং সব্যেন পাণিনা।
প্রক্ষিপেদ্দিশি নৈর্ঋত্যাং রক্ষোপহতয়ে তু তৎ ॥ ১৩৫

অভিলাষ লাভ করিতে পারেন। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, সুহৃৎ বা গুরু প্রভৃতিকে উদ্দেশ করিয়া প্রাতঃস্নান করিলে তাঁহারা দ্বাদশাংশ ফলভাগী হইয়া থাকেন। একাদশীদিনে বিষ্ণুকে আমলকী প্রদান করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, অতএব শ্রীকামী ব্যক্তি আমলকীদ্বারা প্রাতঃস্নান করিবে। রবিবারে অভ্যঙ্গ করিলে সন্তাপ, সোমবারে কীর্ত্তি, মঙ্গলবারে আয়ুঃক্ষয়, বুধবারে ধন, বৃহস্পতিবারে নিধন, শুক্রবারে আরোগ্য এবং শনিবারে সর্ব্বকামপ্রাপ্তি হয়। উপবাসব্রতের পর ক্ষৌরকর্ম্মাবসানে যাবৎ তৈল স্পর্শ না করে, তাবৎ তাহার শরীরে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান থাকে। অতএব তৈল ব্যবহার করিবে না। ১২৭-১৩০

উক্তপ্রকার স্নান করিয়া দেবতা, পিতৃ ও মনুষ্যদিগের তর্পণ করিবে। পরে নাভিমাত্র জলে অবস্থিত হইয়া ঊর্দ্ধমনে চিন্তা করিবে। হে পিতৃগণ! আপনারা আগমন করিয়া আমার এই জলাঞ্জলিগ্রহণ করুন। এই বলিয়া ঊর্দ্ধমুখে দক্ষিণভাগে তিন তিন অঞ্জলি জল দিবে। অনন্তর জলে উত্তীর্ণ হইয়া শুক্লবস্ত্র পরিধান করিবে। পরে কুশাদি আসনে উপবেশন করিয়া তর্পণ করিবে। "জলে যে ক্রূরমাংসাদি দোষ আছে, যাহা কিছু অপবিত্র দ্রব্য আছে, আর যাহাকিছু মালিন্যাদিদোষ আছে, আর যে জল কোনও কারণে দূষিত হইয়াছে, সেই সকল দোষ বিদূরিত হউক" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক দক্ষিণহস্ত দ্বারা নৈর্ঋতদিকে কিঞ্চিৎ জল নিক্ষেপ করিবে। ইহাতে রাক্ষসাদি হত হয়। ১৩১-১৩৫

নিষিদ্ধভক্ষণাদ্ যচ্চ পাপাদ্ যচ্চ প্রতিগ্রহাৎ।
দুষ্কৃতং যচ্চ মে কিঞ্চিদ্বাঙ্মনঃকায়কর্মভিঃ॥ ১৩৬
পুনন্তু মে তদিন্দ্রস্তু বরুণঃ সবৃহস্পতিঃ। সবিতা চ ভগশ্চৈব মুনয়ঃ সনকাদয়ঃ॥ ১৩৭
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যত্বিতি ব্রুবন্।
ক্ষিপেৎপয়োঽঞ্জলীংস্ত্রীংস্তু কুর্ব্বন্ সংক্ষেপতর্পণম্॥ ১৩৮
স্নাত্বা সমর্চ্চনং কুর্য্যাদ্ ব্রহ্মাদীনামমৎসরী।
ব্রাহ্ম-বৈষ্ণব-রৌদ্রৈশ্চ সাবিত্রৈর্মৈত্রবারুণৈঃ॥ ১৩৯
তল্লিঙ্গৈরর্চ্চয়েন্মন্ত্রৈঃ সর্ব্বদেবান্ সমস্য চ।
নমস্কারেণ পুষ্পাণি বিন্যসেত্তু পৃথক্ পৃথক্॥ ১৪০
সর্ব্বদেবময়ং বিষ্ণুং তানভ্যর্চ্য চার্চ্চয়েৎ। দদ্যাৎ পুরুষসূক্তেন যঃ পুষ্পাণ্যপ এব বা॥ ১৪১
অর্চ্চিতং স্যাজ্জগদিদং তেন সর্ব্বং চরাচরম্।
অন্যৈশ্চ তান্ত্রিকৈর্মন্ত্রৈঃ পূজয়েত্তু জনার্দ্দনম্॥ ১৪২
আদাবর্ঘ্যং প্রদাতব্যং ততঃ পশ্চাদ্বিলেপনম্।
ততঃ পুষ্পাঞ্জলিং ধূপমুপহারফলানি চ॥ ১৪৩
স্নানমর্চ্চনকালে চৈব মার্জ্জনাচমনং তথা। জলাভিমন্ত্রণং যচ্চ তীর্থস্য পরিকল্পনম্॥ ১৪৪
অঘমর্ষণসূক্তেন ত্রিরাবর্ত্তেত[1] নিত্যশঃ। স্নানে চরিতমিত্যেতৎ সমুদ্দিষ্টং মহাত্মভিঃ॥ ১৪৫

“নিষিদ্ধভক্ষণ, অসৎ-প্রতিগ্রহ এবং বাক্‌মনঃকায়কর্মদোষে উৎপন্ন যে দুষ্কৃত আমার শরীরে বিদ্যমান আছে, সেই সমুদয় পাপ হইতে ইন্দ্র, বরুণ, বৃহস্পতি, সবিতা, ভগ এবং সনকাদি মুনিগণ আমাদের পবিত্র করুন। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎ পরিতৃপ্ত হউক” এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে তিন অঞ্জলি জল নিক্ষেপ করিবে। ইহাই সংক্ষেপ তর্পণ। অতঃপর মাৎসর্য্যমুক্ত মনে ব্রহ্মাদি দেবগণের অর্চনা করিবে। ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, রৌদ্র, সাবিত্র, মৈত্র ও বারুণ মন্ত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সবিতা, মিত্র ও বরুণদেবের অর্চনা করিয়া উক্ত দেবগণকে নমস্কার করিবে। নমস্কার সহকারে পৃথক্ পৃথক্ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। ১৩৬-১৪০

যে ব্যক্তি সর্বদেবময় বিষ্ণু এবং তাঁহাদের অর্চনা করিয়া পুরুষসূক্তমন্ত্রে পুষ্প ও জল প্রদান করেন, তিনি সমস্ত জগতের অর্চনাজনিত ফললাভ করিয়া থাকেন। অন্যান্য সমস্ত তান্ত্রিকমন্ত্রেই জনার্দ্দনের অর্চনা করিতে পারে। প্রথমতঃ অর্ঘ্য প্রদান করিয়া বিলেপন, পুষ্পাঞ্জলি, ধূপ ফলাদি উপহার প্রদান করিবে। অর্চ্চনকালে স্নান, মার্জ্জন, আচমন, জলাভিমন্ত্রণ, তীর্থাবাহন ও অঘমর্ষণ এই কার্য্য প্রতিদিন তিনবার করিবে। মহাত্মা মুনিগণ স্নানবিধি উক্তপ্রকার নিরূপণ করিয়াছেন। ১৪১-১৪৫

১। ত্রিবারং বেদ।

ব্রহ্ম-ক্ষত্র-বিশাঞ্চৈব মন্ত্রবৎ স্নানমিষ্যতে। তূষ্ণীমেব তু শূদ্রস্য সনমস্কারকং স্মৃতম্॥ ১৩৬

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥ ১৩৭
গৃহে চৈকগুণং জপ্যং নদ্যাং তু দ্বিগুণং স্মৃতম্।
গবাং গোষ্ঠে দশগুণমগ্ন্যাগারে শতাধিকম্॥ ১৩৮

সিদ্ধক্ষেত্রেষু তীর্থেষু দেবতায়তনেষু চ। সহস্রং শতকোটীনামনন্তং বিষ্ণুসন্নিধৌ॥ ১৩৯

পঞ্চমে চ তথা ভাগে সংবিভাগো যথার্হতঃ।
পিতৃ-দেব-মনুষ্যাণাং কীটানাঞ্চোপদিশ্যতে॥ ১৪০

ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদায়াগ্রং যঃ সুহৃদ্ভিঃ সহাশ্নুতে। স প্রেত্য লভতে স্বর্গমন্নদানং সমাচরন্॥ ১৪১
পূর্ব্বং মধুরমশ্নীয়াল্লবণাম্লৌ চ মধ্যতঃ। কটু-তিক্ত-কষায়াংশ্চ পশ্চাচ্চৈব তথান্ততঃ॥ ১৪২
শাকঞ্চ রাত্রিভূমিষ্ঠমত্যম্লঞ্চ[1] বিবর্জয়েৎ। ন চৈকরসসেবায়াং প্রসজ্জেত কদাচন॥ ১৪৩

অমৃতং ব্রাহ্মণস্যান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পয়ঃ স্মৃতম্।
বৈশ্যস্য চান্নমেবান্নং শূদ্রান্নং রুধিরং স্মৃতম্॥ ১৪৪

অমাবাস্যাং[2] বসেদ্যস্তু একগ্রামমেব বা। তত্র শ্রীশ্চৈব লক্ষ্মীশ্চ বসতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৪৫

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের উক্তরূপ মন্ত্রস্নান কথিত আছে। শূদ্রগণ স্নানকালে কোন মন্ত্র পাঠ করিবে না, কেবল নমস্কার করিবে, ইহাই শূদ্রের পক্ষে বিধি। অধ্যাপনা ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণ পিতৃযজ্ঞ, হোম দৈবযজ্ঞ, ভৌতবলি ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিপূজা নৃযজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হয়। গৃহে থাকিয়া জপ করিলে সেই জপের একগুণই ফল হইয়া থাকে কোন বৈশিষ্ট্য হয় না; কিন্তু নদীতে জপ করিলে তদপেক্ষা দ্বিগুণ ফল হইয়া থাকে। গোষ্ঠস্থানে জপ করিলে দশগুণ, অগ্নিগৃহে শতগুণ, সিদ্ধক্ষেত্রে সহস্রগুণ, তীর্থে লক্ষগুণ ও দেবমন্দিরে কোটিগুণ এবং বিষ্ণুসন্নিধানে জপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে অনন্তফল হইয়া থাকে। দিবসের পঞ্চমভাগে যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া পিতৃগণ, দেবগণ, মনুষ্যগণ পক্ষি কীটাদিকে ভোজ্য দান করিবে। ১৩৬-১৪০

পরে প্রথমতঃ ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া যিনি সুহৃদ্বর্গের সহিত ভোজন করেন, তিনি পরলোকে স্বর্গধামে বসতি করিতে থাকেন। ভোজনের পূর্ব্বে মধুরদ্রব্য ভক্ষণ করিবে; মধ্যভাগে লবণাম্ল; কটু তিক্ত ও কষায়দ্রব্য ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য। অবসানকালে জলপান করিবে। রাত্রিকালে ভূমিতলে রক্ষিত পর্য্যুষিত শাক ও অতিশীতল বস্তু ভক্ষণ নিষিদ্ধ জানিবে। ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃততুল্য, ক্ষত্রিয়ের অন্ন দুগ্ধস্বরূপ, বৈশ্যের অন্ন অন্নমাত্র এবং শূদ্রান্ন রুধিরবৎ জ্ঞান করিবে। যে ব্যক্তি একদেশস্থ থাকিয়া অমাবস্যাদিতে কিছুই অর্জন না করে, তাহাকে শ্রী ও লক্ষ্মী নিশ্চয় সেথা বাস করেন। ১৪১-১৪৫

১। রাত্রৌ ভূমিষ্ঠমত্যম্লঞ্চ। ২। অমাবাস্যাং।

উদরে গার্হপত্যাগ্নিঃ পৃষ্ঠদেশে তু দক্ষিণঃ। আস্যে আহবনীয়োঽগ্নিঃ সভ্যঃ সর্ব্বশ্চ[1] মূর্দ্ধনি।
যঃ পঞ্চাগ্নীনিমান্ বেদ আহিতাগ্নিঃ স উচ্যতে ॥ ১৫৬
শরীরমাপঃ সোমশ্চ ত্রিবিধান্নমুচ্যতে। প্রাণো বহ্নিস্তথাদিত্যস্ত্রিভোক্তা এক এব তু ॥ ১৫৭
অন্নং বলায় মে ভূমেরপাবকানিলস্য চ। ভবত্যেতৎপরিণতৌ মমাস্ত্ব্যাহতং[2] সুখম্ ॥ ১৫৮

হস্তেন পরিমার্জ্জ্যাথ কুর্য্যাৎ তাম্বুলভক্ষণম্।
অধবক্ষেতিহাসস্য তং কুর্য্যাৎ সুসমাহিতঃ ॥ ১৫৯
ইতিহাস-পুরাণাদ্যৈঃ ষষ্ঠসপ্তমকৌ নয়েৎ।
ততঃ সন্ধ্যামুপাসীত স্নাত্বা বৈ পশ্চিমাং নরঃ ॥ ১৬০
এতৎসংক্ষেপতঃ প্রোক্তমনুষ্ঠানং ময়া দ্বিজ।
যঃ পঠেচ্ছাবয়েদ্বিদ্বান্ শৃণুয়াৎ স দিবং ব্রজেৎ ॥ ১৬১

আচারাদির্হরির্ধর্ম্মাধর্ম্মবক্তা চ কেশবঃ[3]। প্রায়শ্চিত্তাদিকং বিদ্ধি ধর্ম্মসর্ব্বাদিকং হরিঃ ॥ ১৬২

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদিবর্ণনং নাম
সপ্তদশাধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১৭ ॥

উদরে গার্হপত্যাগ্নি, পৃষ্ঠে দক্ষিণাগ্নি, মুখে আহবনীয়াগ্নি, মস্তকে সভ্যাগ্নি ও বিধাতার সর্ব্বাগ্নি অবস্থিত আছে। যিনি উক্তপ্রকার পঞ্চাগ্নি জানেন, তাঁহাকে আহিতাগ্নি বলা যায়। শরীর, জল ও সোম ইহাদিগকে ত্রিবিধ অন্ন বলিয়া থাকে। প্রাণ, অগ্নি, আদিত্য ইহারা সেই ত্রিবিধ অন্নের ভোক্তা। ভূমি, জল, অগ্নি ও অনিল এই সকলে অন্নই বল। অন্ন ভোজন করিয়া পরিপাক করিতে পারিলেই অব্যাহত সুখ হইয়া থাকে। ভোজনান্তে হস্তদ্বারা মুখমার্জ্জন করিয়া তাম্বূল-ভক্ষণ করিবে। দিবসের ষষ্ঠ ও সপ্তম ভাগে সুসমাহিতচিত্তে ইতিহাস ও পুরাণাদি শ্রবণ দ্বারা কালযাপন করিবে। দিবসের অষ্টম ভাগে স্নান করিয়া সায়ংসন্ধ্যা উপাসনা করিবে। দিবসের অনুষ্ঠান এই উক্ত হইল। যে ব্যক্তি এই দিবসের কর্ত্তব্য আচার পাঠ করে, কিংবা শ্রবণ করে, তাহার স্বর্গপুরে গতি হইয়া থাকে। হরিই এই সকল আচারস্বরূপ। হরিই ধর্ম্মাধর্ম্মবক্তা। সেই হরিই প্রায়শ্চিত্তাদিস্বরূপ; অধিক কি, সেই কেশবকেই এই ধর্ম্ম সর্ব্বাদিস্বরূপ জানিও। ১৫৫-১৬২

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদিবর্ণন নামক সপ্তদশাধিক দ্বিশততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১৭ ।

১। সভ্যো মূর্দ্ধনি। ২। মমাস্ত্বব্যাহতং।
৩। আচারাদির্ধর্ম্মবক্তা কেশবো হি স্মৃতো দ্বিজ।

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

অথ স্নানবিধিং বক্ষ্যে স্নানমূলাঃ ক্রিয়া যতঃ।
মৃদ্গোময়তিলান্ দর্ভান্ পুষ্পাণি সুরভীণি চ॥ ১
আহরেৎ স্নানকালে চ স্নানার্থী প্রযতঃ শুচিঃ।
জলোপকণ্ঠং বিবিক্তং স্থাপয়েত্তাংস্ত থ ভিত্তৌ॥ ২
ত্রিধা কৃত্বা মৃদং তাত গোময়ঞ্চ বিচক্ষণঃ। অদ্ভির্ভিন্ন চরণৌ প্রক্ষালয় করৌ তথা।
উপবীতী বদ্ধশিখঃ সম্যগাচম্য বাগ্যতঃ॥ ৩
উরুং হ্যস্মিন্নিত্যাদ্যা তোয়মুপস্থায় প্রদক্ষিণম্। আবর্ত্তয়েজ্জলং যে তে শতমিতি ঋচা॥ ৪
ওঁ উরুং হি রাজা বরুণশ্চকার, সূর্যায় পন্থামন্বেতবা উ।
অপদে পাদা প্রতিধাতবেঽকঃ, উতাপ বক্তা হৃদয়াবিধশ্চিৎ॥ ৪
নমো বরুণায়াভিষ্ঠিতো বরুণস্য পাশঃ বরুণায় নমঃ॥ ৫
ওঁ যে তে শতং বরুণ যে সহস্রং, যজ্ঞিয়াঃ পাশা বিততা মহান্তঃ।
তেভির্নোঽদ্য সবিতোত বিষ্ণু-র্বিশ্বে মুঞ্চন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ স্বাহা॥ ৬
মৃত্তিকা ন ইত্যনেনাভিমন্ত্র্যোত্তরেণ তোয়ং পশ্চাদিরাদ্যো চৈব বিনিক্ষিপেৎ॥ ৭
ওঁ মৃত্তিকে ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু দুর্মিত্রিয়া-স্তস্মৈ সন্তু যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্মঃ।
পাদৌ জঙ্ঘে কটিঞ্চৈব পূর্ব্বমৃত্তিকাভিস্ত্রিভিঃ। প্রক্ষাল্য হস্তাবাচম্য নমস্কৃত্য জলং ততঃ॥ ৮
ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্। সমূঢ়মস্য পাংসুরে॥ ৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর স্নানবিধি বলিতেছি। সমস্ত ক্রিয়াই স্নানমূলক, অর্থাৎ স্নান ব্যতিরেকে কোন ক্রিয়াই সফল হইতে পারে না; স্নানার্থী ব্যক্তি মৃত্তিকা, গোময়, তিল, দর্ভ, সুরভিপুষ্প এই সমস্ত দ্রব্য স্নাত, সংযত ও শুচি হইয়া আহরণ করিবে। প্রথমতঃ কোন জলোপকণ্ঠ-বর্ত্তী বিশুদ্ধ স্থানে উক্ত দ্রব্য সকল স্থাপন করিবে। পরে বিচক্ষণ ব্যক্তি ঐ স্থিত মৃত্তিকা ও গোময় ত্রিধা বিভক্ত করিয়া মৃত্তিকা ও জলদ্বারা পাদদ্বয় ও করদ্বয় প্রক্ষালন করিবে। অনন্তর বামস্কন্ধে উত্তরীয় রাখিয়া শিখাবন্ধনপূর্ব্বক সম্যক আচার সহকারে বাক্যসংযম করত "উরুং রাজা" ইত্যাদিমন্ত্রে দক্ষিণ ভাগে জলস্থাপন করিবে। পরে "যে তে শতং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত সেই জল আবর্ত্তন করিবে। তৎপরে "উরুং রাজা" ইত্যাদি মন্ত্রে বরুণের নমস্কার করিবে। ১-৭

অনন্তর "যে তে শতং" ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় পাঠ করত পাদদ্বয়ে, জঙ্ঘায় ও কটিতে মৃত্তিকা-দ্বারা তিন তিনবার মার্জ্জন করিবে। তারপর হস্তদ্বয় প্রক্ষালনপূর্ব্বক আচমন করিয়া জলের নমস্কার করিবে। তদনন্তর "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সংযতচিত্তে

মহাব্যাহৃতিভিঃ শন্নোদেবীত্যেব প্রয়তোঽপি সন্।
মার্জয়েদ্বৈ মৃদাঙ্গানি ইদং বিষ্ণুরিতি ঋচা।
ততঃ সূর্য্যাভিমুখো মজ্জেদাপো অস্মানিতি ঋচা ॥ ১০
ওঁ আপো অস্মান্মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু, ঘৃতেন নো ঘৃতপ্বঃ পুনন্তু।
বিশ্বং হি রিপ্রং প্রবহন্তি দেবী-রুদিদাভ্যঃ শুচিরা পূত এমি ॥ ১১
ততোঽবমৃজ্য গাত্রাণি নিমজ্জ্যোন্মজ্য বৈ শনৈঃ।
গোময়েন বিলিম্পাথ মানস্তোক ইতি ঋচা ॥ ১২
ওঁ মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি, মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ।
মা নো বীরান্ রুদ্র ভামিনোঽবধী-র্হবিষ্মন্তঃ সদমিৎ ত্বা হবামহে ॥ ১৩
ততোঽভিষিঞ্চেন্মূর্দ্ধ্নি বারুণৈস্তু যথাক্রমম্। ইমং মে বরুণ তত্ত্বাং ত্বম ন ত্বম ইত্যাদি।
আপো বরুণোদ্ভবং সূক্তমনুস্মৃত্যেতি চ ॥ ১৪
ওঁ ইমং মে বরুণ শ্রুধী হবমদ্যা চ মৃড়য়। ত্বামবস্যুরাচকে ॥ ১৫
ওঁ তত্ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমান-স্তদাশাস্তে যজমানো হবির্ভিঃ।
অহেড়মানো বরুণেহ বোধ্যু-রুশংস মা ন আয়ুঃ প্রমোষীঃ ॥ ১৬
ওঁ ত্বং নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্, দেবস্য হেড়ো অবযাসিসীষ্ঠাঃ।
যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো, বিশ্বা দ্বেষাংসি প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ ॥ ১৭
ওঁ স ত্বং নো অগ্নে অবমো ভবোতী, নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ।
অবযক্ষ্ব নো বরুণং ররাণো, বীহি মৃড়ীকং সুহবো ন এধি ॥ ১৮
ওঁ আপো মৌষধিহিংসির্ধাম্নো রাজং-স্ততো বরুণো নো মুঞ্চ যদাহরঘ্ন্যা ইতি ॥ ১৯
ওঁ বরুণেতি শপামহে ততো বরুণ নো মুঞ্চ ॥ ২০
ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায়।
অথা বয়মাদিত্য ব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম ॥ ২১
সূক্তঞ্চ বারুণমাবর্ত্ত্য তৎ। ততো নমস্ত গায়ত্রী সা নঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ কিল্বিষাৎ ॥ ২২
অবভৃথ নিচুম্পুণ নিচেরুরসি নিচুম্পুণঃ।
অব দেবৈর্দেবকৃতমেনোঽযাক্ষীরব মর্ত্ত্যৈর্মর্ত্ত্যকৃতং পুরুরাব্ণো দেব রিষস্পাহি ॥ ২৩

“ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা” ইত্যাদি মহাব্যাহৃতি মন্ত্রে আচমনপূর্ব্বক “ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে” ইত্যাদি মন্ত্রে মৃত্তিকাদ্বারা অঙ্গমার্জ্জন করিবে। ৯-১০

তৎপরে সূর্য্যাভিমুখ হইয়া “আপো অস্মান্” ইত্যাদি মন্ত্রে জলে মগ্ন হইবে। তারপর গাত্রমর্দ্দন ও পুনঃপুনঃ নিমজ্জন করত স্নান করিবে। অনন্তর “মা নস্তোক” ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠপূর্ব্বক গোময়দ্বারা অঙ্গলেপন করিবে। “ইমং মে” ইত্যাদি মন্ত্রসকলে যথাক্রমে স্বীয় মস্তকে অভিষেক করিবে। (বারুণ মন্ত্র সকল মূলে দ্রষ্টব্য।) পূর্ব্বোক্ত

অভিষিচ্য তথাত্মানং নিমজ্য চাচম্য বৈ পুনঃ। দর্ভেণ পাবয়েন্মন্ত্রৈরেভিশ্চৈব পাবমানিকৈঃ ॥ ২৪

আপো হি ষ্ঠেতি তিসৃভিরিদমাপো হবিষ্মতী।
দেবীরাপ ইতি হ্যাভ্যাং আপো দেবা ইতি ঋচা ॥ ২৫
দ্রুপদাদিব ইতি চ শন্নো দেবীরপাং রসঃ।
আপো দেবীঃ পাবমানঃ পুনন্ত্বাদ্যাস্তৃচো নব ॥ ২৬

চিত্তাভির্ব্বৈতি চ শনৈঃ প্রাধ্যাখ্যানং সমাহিতঃ। হিরণ্যবর্ণা ইতি চ পাবমান্যস্তথাপরাঃ ॥ ২৭

তরৎ সমা তত্ত্ববত্যঃ পবিত্রাণি চ শক্তিতঃ।
বারুণ্যা বহবঃ পুণ্যাঃ শক্তিতঃ সম্প্রযোজয়েৎ ॥ ২৮

ওঙ্কারেণ ব্যাহৃতিভির্গায়ত্র্যা চ সমন্বিতঃ। আপাদয়েচ্চ কুর্ব্বীত অভিষেকং যথাক্রমম্ ॥ ২৯
জলমধ্যস্থিতস্যৈব মার্জ্জনন্তু বিধীয়তে। অন্তর্জ্জলে জপেন্মন্ত্রং ত্রিঃ কৃত্বা অঘমর্ষণম্ ॥ ৩০

দ্রুপদাদ্যা ত্রিরাবর্ত্তেদরং সৌরিতি চেত্যৃচম্।
অন্যাংশ্চৈব তু মন্ত্রান্ বা স্মৃতিদৃষ্টান্ সমাহিতঃ ॥ ৩১

মহাব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং বা জপেদ্বুধঃ। আবর্ত্তয়েদ্বা প্রণবং স্মরেদ্বা বিষ্ণুমব্যয়ম্ ॥ ৩২

বিষ্ণোরায়তনং আপঃ স এবাপ্পতিরুচ্যতে।
তস্যৈবং তন্ময়স্তৎকর্মাঙ্গং জপং চ সংস্মরেৎ ॥ ৩৩
তদ্বিষ্ণোরিতি মন্ত্রেণ নিমজ্জ্যাপ্সু পুনঃ পুনঃ।
গায়ত্রী বৈষ্ণবী হ্যেষা বিষ্ণোঃ সংস্মরণায় বৈ ॥ ৩৪

পরে আত্মাকে অভিষেক করিয়া নিমজ্জনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার আচমন করিয়া দর্ভদ্বারা "আপো হিষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রে দেহকে জলসেক করিবে। ২১-২৪

"আপো হিষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়, "ইদমাপো হবিষ্মতী" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়, "আপো দেবা" ইত্যাদি, "দ্রুপদাদিব" ইত্যাদি, "শন্নো দেবী" ইত্যাদি মন্ত্রে জলসেক করিয়া "হিরণ্যবর্ণা" ইত্যাদি শ্রীসূক্ত, পাবমানী সূক্ত, তত্ত্ববতী সূক্ত ও অন্যান্য বারুণমন্ত্রে যথাশক্তি জলসেক করিবে। ২৫-২৮

উক্ত মন্ত্রগণের আদিতে ও অন্তে ওঙ্কার ও ব্যাহৃতিসমন্বিত গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ দর্ভদ্বারা জলসেক করিবে। জলমধ্যে অবস্থিত হইয়াই মার্জ্জন করা বিধেয়; জলমধ্যেই অবস্থান করিয়া তিনবার অঘমর্ষণ করিতে হয়। ২৯-৩০

পরে দ্রুপদাদিব ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া "অরং সৌঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। তৎপরে সমাহিত হইয়া অন্যান্য স্মৃতিদৃষ্ট মন্ত্র পাঠ করিবে। তারপর মহাব্যাহৃতি ও সপ্রণবা গায়ত্রী জপ করিয়া প্রণব আবৃত্তি করত অব্যয় বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে। ৩১-৩২

জলই বিষ্ণুর আয়তন; সেই বিষ্ণুই জলের অধিপতি; সুতরাং জলই বিষ্ণুস্বরূপ। এই নিমিত্ত জলজপে বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি মন্ত্রে বারংবার

স্নাত্বৈবং বাসসী ধৌতে অচ্ছিন্নে পরিধায় চ ।
প্রক্ষাল্য চ মৃদাদ্ভিশ্চ হস্তৌ প্রক্ষাল্য বৈ তদা ॥ ৩৭
আচামেৎ পুনরাচামেৎ মন্ত্রেণ স্নানভোজনে ।
ঋতঞ্চেতি ত্রিরাবর্ত্য তথা চৈবাঘমর্ষণম্ ॥ ৩৮
আচম্যাপ্লাব্য চাত্মানং ত্রিরাচম্য শনৈঃ পুনঃ ।
ততোঽপস্থিতৈর্দ্দোদিতাং মূর্দ্ধ্নি পুষ্পান্বিতাঞ্জলিঃ ॥ ৩৯
প্রক্ষিপ্যোদকমুদ্বয় উদুত্যং চিত্রমিত্যপি ।
তচ্চক্ষুর্দেব ইতি চ হংসঃ শুচিষদিত্যপি ॥ ৪০
এতাং জপেদূর্দ্ধবাহুঃ সূর্য্যমীক্ষ্য সমাহিতঃ ।
গায়ত্রীঞ্চ তথা শক্ত্যা উপস্থায় দিবাকরম্ ॥ ৪১

বিভ্রাড়িত্যনুবাকেন সূক্তেন পুরুষস্য চ । শিবসঙ্কল্পেন তথা মণ্ডলব্রাহ্মণেন চ ॥ ৪২
দিবা কীর্ত্তিতথা চৈতৈঃ সৌরৈর্ম্মন্ত্রৈশ্চ শক্তিতঃ । জপযজ্ঞস্তু কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বদেবপ্রীতিকৈঃ ।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিবিধজপেষা জপসিদ্ধয়ে ॥ ৪৩

সদ্যং কৃত্বা ত্রিরাচম্য শ্রিয়ং মেধাং ধৃতিং ক্ষিতিম্ ।
বাচং বাগীশ্বরং পুষ্টিং তুষ্টিঞ্চ পরিতর্পয়েৎ ॥ ৪৪

উমামরুন্ধতীঞ্চৈব শচীং মাতৃগণেব চ । জয়াঞ্চ বিজয়াঞ্চৈব সাবিত্রীং শান্তিমেব চ ॥ ৪৫
স্বাহাং স্বধাং ধৃতিঞ্চৈব ত্বৈধ্যাদিতিমুত্তমম্ ।
ঋষিপত্নীশ্চ কন্যাশ্চ তর্পয়েৎ কাম্যদেবতাঃ ॥ ৪৬

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্নানক্রিয়া সমাধান করিয়া ধৌত অচ্ছিন্ন বস্ত্রদ্বয় পরিধানপূর্ব্বক মৃত্তিকা ও জলদ্বারা হস্তপদ প্রক্ষালন করিবে। স্নান ও ভোজনকালে একবার আচমন করিয়া পুনর্ব্বার মন্ত্র দ্বারা আচমন করিতে হয়। তৎপরে তিনবার "ঋতঞ্চেতি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া অঘমর্ষণ করিবে। পুনর্ব্বার আচমনপূর্ব্বক শরীরকে জলদ্বারা আপ্লুত করিবে, এইরূপ তিনবার আচমন করিতে হয়। অনন্তর রক্তপুষ্পাঞ্জলি ঊর্দ্ধে লইয়া সূর্য্যোপস্থান করিবে। পরে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সূর্য্য নিরীক্ষণ করত "উদুত্যং" ইত্যাদি, চিত্রং দেবানামিত্যাদি, তচ্চক্ষুর্দেবহিতং ইত্যাদি এবং হংসঃ শুচি ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। এইরূপে সূর্য্যোপস্থান করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে। ৩৭-৪১

অনন্তর বিভ্রাড়াদি অনুবাক, পুরুষসূক্ত, শিবসঙ্কল্প মন্ত্র, মণ্ডলব্রাহ্মণাদি সর্ব্বদেবপ্রীতিকর অন্যান্য সৌরমন্ত্র পাঠ করিয়া যথাশক্তি জপযজ্ঞ করিবে। পরে সিদ্ধিকামনায় বিবিধ অধ্যাত্মবিদ্যা জপ করিবে। বারত্রয় আচমন করিয়া শ্রী, মেধা, ধৃতি, ক্ষিতি, বাক্, বাগীশ্বর, পুষ্টি, তুষ্টি, উমা, অরুন্ধতী, শচী, মাতৃগণ, জয়া, বিজয়া, সাবিত্রী, শান্তি, স্বাহা, স্বধা, ধৃতি, অদিতি, ঋষিপত্নী, ঋষিকন্যা ও অন্যান্য কাম্যদেবতা এই সমুদয়ের তর্পণ করিবে। তৎপরে

ওঁ দক্ষস্তৃপ্যতাম্। ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতাম্। মরীচিস্তৃপ্যতাম্। ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতাম্। ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাম্। ওঁ পুলস্ত্যস্তৃপ্যতাম্। ওঁ পুলহস্তৃপ্যতাম্। ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতাম্। ওঁ নারদস্তৃপ্যতাম্। ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতাম্। ওঁ বিশ্বামিত্রস্তৃপ্যতাম্। ওঁ কশ্যপস্তৃপ্যতাম্। ওঁ জমদগ্নিস্তৃপ্যতাম্। ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাম্।

ওঁ স্বায়ম্ভুবস্তৃপ্যতাম্। ওঁ স্বারোচিষস্তৃপ্যতাম্ ওঁ তামসস্তৃপ্যতাম্। ওঁ রৈবতস্তৃপ্যতাম্। ওঁ চাক্ষুষস্তৃপ্যতাম্ ওঁ মহাতেজাস্তৃপ্যতাম্। ওঁ বৈবস্বতস্তৃপ্যতাম্। ওঁ ধ্রুবস্তৃপ্যতাম্। ওঁ ধবস্তৃপ্যতাম্। ওঁ অনিলস্তৃপ্যতাম্। ওঁ প্রভাবস্তৃপ্যতাম্। ২

নিবীতী—ওঁ সনকস্তৃপ্যতাম্। ওঁ সনন্দস্তৃপ্যতাম্। ওঁ সনাতনস্তৃপ্যতাম্। ওঁ কপিলস্তৃপ্যতাম্। ওঁ আসুরিস্তৃপ্যতাম্। ওঁ বোঢ়ুস্তৃপ্যতাম্। ওঁ মনুষ্যাণাং কব্যবালস্তৃপ্যতাম্। ওঁ সোমস্তৃপ্যতাম্। ওঁ যমস্তৃপ্যতাম্। ওঁ অর্য্যমা তৃপ্যতাম্। ৩

প্রাচীনাবীতী—ওঁ অগ্নিষাত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যতাম্। ওঁ সৌম্যাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম্। ওঁ হবিষ্মন্তঃ পিতরস্তৃপ্যতাম্। ওঁ উষ্মপাঃ পিতরস্তৃপ্যতাম্। ওঁ সুকালিনঃ পিতরস্তৃপ্যতাম্। ওঁ বর্হিষদঃ পিতরস্তৃপ্যতাম্। ওঁ আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপ্যতাম্। ৪

যমায় নমঃ। ধর্ম্মরাজায় নমঃ। মৃত্যবে নমঃ। অন্তকায় নমঃ। বৈবস্বতায় নমঃ। কালায় নমঃ। সর্ব্বভূতক্ষয়ায় নমঃ। ঔডুম্বরায় নমঃ। দধ্নায় নমঃ। নীলায় নমঃ। পরমেষ্ঠিনে নমঃ। বৃকোদরায় নমঃ। চিত্রায় নমঃ। চিত্রগুপ্তায় নমঃ। ৫

ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু। ৬

ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বধা নমঃ। ওঁ পিতামহেভ্যঃ স্বধা নমঃ। ওঁ প্রপিতামহেভ্যঃ স্বধা নমঃ। ওঁ মাতৃভ্যঃ স্বধা নমঃ। ওঁ পিতামহীভ্যঃ স্বধা নমঃ। ওঁ মাতামহেভ্যঃ স্বধা নমঃ। ওঁ প্রমাতামহেভ্যঃ স্বধা নমঃ। ওঁ বৃদ্ধপ্রমাতামহেভ্যঃ স্বধা নমঃ। ৭

তৃপ্যতামিতি উদীরতামবরতং পরামতস্বধ্যমাঃ পিতরঃ সৌম্যাসঃ। অসুং য ঈয়ুর বৃকা ঋতজ্ঞাস্তে নোঽবন্তু পিতরো হবে আপোমোজ্যোত্তরপ্রথমাঙ্গিরং পিতৃঃ অঙ্গিরসো নঃ। পিতরো য বধা সুপর্ব্বাণো ভৃগবঃ সৌম্যাসঃ। তেষাং বয়ং প্রমতৌ যজ্ঞিয়ানাম্ অপি ভদ্রে সৌমনঃ সৌনসঃ সেবাম। ৮

আয়ান্ত নঃ পিতরঃ সৌম্যাসো অগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভির্দেবযানৈরস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধিব্রুবন্তু তে অবন্ত্বস্মান্।

করিয়া "সনকস্তৃপ্যতাং" ইত্যাদি মন্ত্রে তর্পণ করিবে। পরে দক্ষিণস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া "ওঁ অগ্নিষ্বাত্তা পিতরস্তৃপ্যন্তাং" ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে তর্পণ করিবে। অনন্তর "ওঁ যমায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে এক এক অঞ্জলি জলধারা তর্পণ করিবে। ১-৫

তারপর "ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং জগত্তৃপ্যতু" ইত্যাদি মন্ত্রে এক এক অঞ্জলি জলপ্রদান করিয়া "ওঁ তৃপ্যতামিতি" ইত্যাদি "অবন্ত্বস্মান্" পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে

ঊর্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতম্ স্বধা স্থ তর্পয়ত মে পিতৄন্। পিতৃভ্যঃ স্বধা নমঃ। পিতামহেভ্যঃ স্বধা নমঃ। প্রপিতামহেভ্যঃ স্বধা নমঃ। মাতামহেভ্যঃ স্বধা নমঃ। প্রমাতামহেভ্যঃ স্বধা নমঃ। বৃদ্ধপ্রমাতামহেভ্যঃ স্বধা নমঃ॥৯

পিতামহস্য অক্ষন্ পিতরো অমীমদন্ত পিতরো অমী তৃপ্যন্তু পিতরঃ স্বাদং পিবেৎ পিতরোঽপি বামদেবাংশ্চ বিরূপাংশ্চ জবনপবিত্রা ব্রতপতি যে মাতবেশঃ যথাভির্যজং শুক্লং কুরুধ্ব।

ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ॥ ওঁ মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। ওঁ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমান্ অস্তু সূর্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥১০

প্রপিতামহস্যাঞ্জলিত্রয়দানম্। নমো বঃ পিতরো রসায়। নমো বঃ পিতরঃ শোষায়। নমো বঃ পিতরো জীবায়। নমো বঃ পিতরঃ স্বধায়ৈ। নমো বঃ পিতরো ঘোরায়। নমো বঃ পিতরো মন্যবে। নমো বঃ পিতরো গৃহান্নঃ পিতরো দত্ত। নমো বঃ পিতরো দেষ্ম। ওঁ এতদ্বঃ পিতরো বাসঃ॥১১

মাতামহানাং ত্রিরঞ্জলিঃ। ততো মাত্রাদীনাম্॥১২

যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণো মৃতাঃ।
তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকম্॥১৩

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে তর্পণবিধিকথনং
নামৈকোনবিংশত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥২১৯॥

“ওঁ ঊর্জং বহন্তীরমৃতং” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া “ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বধা নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে জলাঞ্জলিদ্বারা পিতৃতর্পণ করিবে। তারপর “ওঁ অক্ষন্ পিতরো” ইত্যাদি এবং মধুবাতা ঋতায়তে ইত্যাদি মন্ত্রের পাঠ করিয়া পিতামহতর্পণ করিবে। প্রপিতামহতর্পণ সময়ে নমো বঃ পিতরো রসায় ইত্যাদি মন্ত্রপাঠান্তে এক অঞ্জলি জলপ্রদান করিবে। মাতামহাদিরও এইরূপে তর্পণ করিয়া মাতা পিতামহী প্রভৃতিরও তর্পণ করিবে। “যে চাস্মাকং কুলে জাতা” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া বস্ত্রনিষ্পীড়ন-জলদ্বারা তর্পণ করিবে। ৯-১৩

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে তর্পণবিধিকথন নামক
ঊনবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥২১৯॥

বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

বৈশ্বদেবং প্রবক্ষ্যামি হোমকর্মসমুত্তমম্ । ১

প্রজ্বাল্য চাগ্নিং পর্য্যুক্ষ্য—ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ । ২

ওঁ ইহ ধারয়িত্বো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্ । ওঁ পাবক বৈশ্বানর ইধ্মাসন্নহবনীয়সংস্কৃতম্ । তেনোত্তম সর্ব্বদেবমুখোদ্ভবেষু বৈশ্বানরং প্রতিবোধয়ামি । ওঁ বৈশ্বানরো ন ঊতয়ং আপ্রয়াতু পরাবতঃ অগ্নিরুক্থেন বাহসা পৃষ্ঠো দিবি পৃষ্ঠোঽগ্নিঃ পৃথিব্যাং পৃষ্ঠো বিশ্বা ওষধী রাবিবেশ বৈশ্বানরঃ সহসা পৃষ্ঠোঽগ্নিঃ স নো দিবা স রিষঃ পাতু নক্তম্ । ৩

ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা । ওঁ সোমায় স্বাহা । ওঁ বৃহস্পতয়ে স্বাহা । ওঁ অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা । ওঁ ইন্দ্রাগ্নিভ্যাং স্বাহা । ওঁ দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং স্বাহা । ওঁ ধন্বন্তরয়ে স্বাহা । ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা । বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা । ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা । ওঁ অদ্ভ্যঃ স্বাহা । ওঁ ওষধিবনস্পতিভ্যঃ স্বাহা । ওঁ গৃহায় স্বাহা । ওঁ দেবদেবতাভ্যঃ স্বাহা । ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা । ওঁ ইন্দ্রপুরুষেভ্যঃ স্বাহা । ওঁ যমায় স্বাহা । ওঁ যমপুরুষায় স্বাহা । ওঁ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যো দিবাচারিভ্যঃ স্বাহা । ওঁ বসুধাশিভ্যঃ স্বাহা । ওঁ যে ভূতাঃ প্রচরন্তি দিবা চ নিশিঃ বলিমিচ্ছন্তো তেভ্যো বলিং পুষ্টিকামো দদামি ময়ি পুষ্টিং পুষ্টিপতির্দধাতু । ওঁ আচাণ্ডাল পতির্দদাতু আচাণ্ডাল পতিতবায়সেভ্যঃ । ৪

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বৈশ্বদেববিধিকথনং
নাম বিংশত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ । ২২০ ।

সূত বলিলেন,—অনন্তর হোমকর্ম, বৈশ্বদেববলিবিধি বলিতেছি, প্রথমতঃ অগ্নিপ্রজ্বালনপূর্ব্বক অগ্নিপর্য্যুক্ষণ করিয়া ক্রব্যাদমগ্নিং ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নির কিয়দংশ পরিত্যাগ করিবে । অনন্তর ওঁ ইহ ধারয়িত্বো ইত্যাদি, ওঁ পাবক বৈশ্বানর ইত্যাদি এবং বৈশ্বানরো ন উতয়ং ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় পাঠ করিয়া ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে প্রত্যেকে এক এক আহুতিপ্রদানপূর্ব্বক ওঁ যে ভূতাঃ প্রচরন্তি ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে । ১-৪

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বৈশ্বদেববিধিকথন নামক বিংশত্যধিক দ্বিশততম
অধ্যায় সমাপ্ত । ২২০ ।

দেবতা মুনয়ো নাগা গন্ধর্ব্বা গুহ্যকা হর[1]।
ধার্ম্মিকং পূজয়ন্তীহ ন ধনাঢ্যং ন কামিনম্ ॥ ১৩
ন মনুজবলবীর্য্যেণ[2] প্রজ্ঞয়া পৌরুষেণ বা।
অলভ্যং লভতে মর্ত্ত্যস্তত্র কা পরিদেবনা ॥ ১৪
যথামিষং জলে মৎস্যৈর্ভক্ষ্যতে শ্বাপদৈর্ভুবি।
আকাশে পক্ষিভির্নিত্যং তথা সর্ব্বত্র বিত্তবান্ ॥ ১৫
সর্ব্বসত্ত্বদয়াযুক্তং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিনিগ্রহঃ।
সর্ব্বত্রানিত্যবুদ্ধিত্বং শ্রেয়ঃ পরমিদং স্মৃতম্ ॥ ১৬
পশ্যন্নিবাগ্রতো মৃত্যুং যো ধর্ম্মং নাচরেন্নরঃ।
অজাগলস্তনস্যেব তস্য জন্ম নিরর্থকম্ ॥ ১৭
ভ্রূণহা ব্রহ্মহা গোঘ্নঃ পিতৃহা গুরুতল্পগঃ।
ভূমিং সর্ব্বগুণোপেতাং দত্ত্বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৮
ন গোদানাৎ পরং দানং কিঞ্চিদস্তীহ মে মতিঃ।
যা গৌর্ন্যায়ার্জ্জিতা দত্তা কৃৎস্নং তারয়তে কুলম্ ॥ ১৯

হয়। অতএব লোভ পরিত্যাগ করিবে। যে শান্ত ব্যক্তি লোভ পরিত্যাগ করেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার পাপহীন হইয়া পরম লোক প্রাপ্ত হয়েন। হে হর। দেবতা, মুনি, নাগ, গন্ধর্ব্ব ও গুহ্যকগণ, সকলেই ধার্ম্মিকের অর্চনা করিয়া থাকেন, ধনাঢ্য বা কামীর অর্চনা কখন কেহ করে না। মনুষ্য বল বীর্য্য প্রজ্ঞা ও পৌরুষ দ্বারাও যদি কোন অলভ্য দ্রব্য লাভ করিতে না পারে, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে পরিতাপ করা অকর্ত্তব্য। মাংসখণ্ড যেমন জলে থাকিলে মৎস্যে খায়, ভূমে থাকিলে শ্বাপদ জন্তুগণ খায় এবং আকাশে থাকিলে পক্ষীরা খাইয়া ফেলে, তদ্রূপ বিত্তবান্ ব্যক্তিও যেখানেই থাকুক না কেন কেহ না কেহ তাঁহাকে ভোগ করিবেই করিবে। সেই ব্যক্তি চিরকালই পরিবারের উপজীবিকা হইয়া থাকেন। ১১-১৫

সকল প্রাণীর প্রতি দয়া, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সর্ব্ববস্তুতে অনিত্য-বুদ্ধি এই সমস্ত মনুষ্যের পরম শ্রেয়স্কর। সম্মুখে মৃত্যু বিদ্যমান আছে, এইরূপ জ্ঞান করিয়া যিনি ধর্ম্মাচরণ না করেন ছাগীর গলস্থিত স্তনের ন্যায় তাঁহার জন্ম বিফল জানিবে। ভ্রূণহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গো ও পিতৃহত্যাকারী এবং গুরুপত্নীগামী ইহারা মহাপাপী বলিয়া পরিগণিত। সর্ব্বগুণোপেত ভূমি প্রদান করিলে ঐ সকল পাপী পাপ হইতে মুক্তি পাইতে পারে। হে বৃষধ্বজ। আমি নিশ্চয় জানি, ইহলোকে গোদান হইতে অন্য কোন প্রধান কার্য্যই নাই। যিনি ন্যায়োপার্জ্জিত গোপ্রদান করেন, তিনি সকল পাপ হইতে নিজকুল পরিত্রাণ করিতে পারেন। ১৬-১৯

[1] নরাঃ ইতি পাঠঃ। [2] অনন্তবলবীর্য্যেণ।

নান্নদানাৎ পরং দানং কিঞ্চিদস্তি বৃষধ্বজ। অন্নেন ধার্য্যতে সর্ব্বং চরাচরমিদং জগৎ ॥ ২০
কন্যাদানং বৃষোৎসর্গো জপস্তীর্থং[1] শ্রুতং তথা। হস্ত্যশ্বরথদানানি মণিরত্নবসুন্ধরাঃ ॥ ২১

অন্নদানস্য সর্ব্বাণি কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্।
অন্নাৎ প্রাণা বলং তেজস্তথা বীর্য্যং ধৃতিঃ স্মৃতিঃ ॥ ২২

কূপ-বাপীতড়াগাদি আরামাণি চ কারয়েৎ। ত্রিঃসপ্তকুলমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ২৩
সাধূনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থাদপি বিশিষ্যতে। কালেন ফলতে তীর্থং সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ ॥ ২৪

সত্যং দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষশ্চ ক্ষমার্জ্জবম্।
জ্ঞানং শমো দয়া দানমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ২৫

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ধর্ম্মসারকথনং নাম পঞ্চবিংশত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২৫ ॥

হে বৃষবাহন! অন্নদান হইতে প্রধান দান আর কিছুই নাই; এই সচরাচর জগৎ অন্নদ্বারাই প্রতিষ্ঠিত আছে। কন্যাদান, বৃষোৎসর্গ, জপ, তীর্থসেবা, বেদাধ্যয়ন, গজ-বাজি-রথাদিদান, মণিরত্ন ও পৃথিবীদান, এই সমস্ত কর্ম্মও অন্নদানের ষোড়শাংশ ফল প্রদান করিতে পারে না। অন্ন হইতেই প্রাণিগণের প্রাণ, বল, তেজ, বীর্য্য, ধৃতি, স্মৃতি, এই সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। কূপ, পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা ও উপবন নির্ম্মাণ করিয়া যিনি লোকের সন্তুষ্টির নিমিত্ত প্রদান করেন, তিনি নিজ ত্রিসপ্ত কুল উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুলোকে বাস করিতে পারেন। সাধুসঙ্গ অতি মহৎ পুণ্য, ইহা সর্ববিধ তীর্থ হইতেও বিশেষ ফল প্রদান করে। তীর্থসেবা করিলে কালান্তরে তাহার ফললাভ হয়, কিন্তু সাধুসঙ্গ তৎক্ষণাৎ ফল প্রদান করে। সত্য, দম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, শম, দয়া ও দান এই সমস্ত সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। ২০-২৫

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ধর্ম্মসার কথন নামক পঞ্চবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২২৫।

১। বৃষোৎসর্গস্তীর্থসেবা।

ষড়্‌বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

[illegible]

প্রায়শ্চিত্তানি বক্ষ্যেঽহং নরকাঘৌঘমর্দ্দনম্* ।
মক্ষিকা বিপ্রুষো নারী ভূমি তোয়ং হুতাশনঃ ।
মার্জ্জারো নকুলশ্চৈব শুচীন্যেতানি নিত্যশঃ ॥ ১
যঃ শূদ্রোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টং প্রমাদাদ্ভুঙ্‌ক্তে দ্বিজঃ ।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ২
বিপ্রো বিপ্রেণ সংস্পৃষ্ট উচ্ছিষ্টেন কদাচন ।
স্নানং জপাঞ্চ কর্ত্তব্যং দিনান্তে চ ভোজনম্ ॥ ৩

অন্নং সমক্ষিকাকেশং ত্যজেদ্বান্তেন তৎক্ষণাৎ । যশ্চ পাণিতলে ভুঙ্‌ক্তে অঙ্গুল্যা বাহুনা চ যঃ । অহোরাত্রেণ শুধ্যেত পিবেৎ পঞ্চগব্যতঃ ॥ ৪

পীতশেষঞ্চ যৎ তোয়ং বামহস্তেন মদ্যবৎ ।
চর্ম্মমধ্যগতং তোয়মশুচি তন্ন তৎ পিবেৎ ॥ ৫
অন্ত্যজাতিরবিজ্ঞাতো নিবসেদ্‌ যস্য বেশ্মনি ।
চান্দ্রায়ণং পরাকং বা দ্বিজাতীনাং বিশোধনম্ ॥ ৬
প্রাজাপত্যন্তু শূদ্রস্য পশ্চাজ্‌জ্ঞাতে তদাগমে ॥ ৭

ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর প্রায়শ্চিত্তাদি কহিতেছি। এই প্রায়শ্চিত্তসমূহ নরকভোগের হেতু-পাপ বিনাশ করে। মক্ষিকা, জলবিন্দু, স্ত্রী, জল, অগ্নি, মার্জ্জার ও নকুল ইহারা সর্ব্বদাই শুচি। কোন ব্যক্তি প্রমাদবশতঃ শূদ্রের উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিয়া ভোজন করিলে, অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পানদ্বারা শুদ্ধ হইতে পারেন। কোন ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট বিপ্র কর্ত্তৃক সংস্পৃষ্ট হইলে স্নান ও জপ করিয়া দিনান্তে ভোজন করিলেই শুদ্ধ হইতে পারেন। মক্ষিকা ও কেশযুক্ত অন্ন ভোজন করিলে তৎক্ষণাৎ বমন করিয়া শুদ্ধ হইবে। হস্ততলে ও অঙ্গুলীতে অথবা বাহুতে কোন দ্রব্য রাখিয়া ভোজন করিলে, অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া জলপানদ্বারা শুদ্ধ হইবে। কোন ব্যক্তির পীতাবশিষ্ট জল পান করিলে মদ্য পানতুল্য পাপ হয়, বামহস্তে জলপান করিলেও উক্তরূপ ব্যবস্থা জানিবে। চর্ম্মমধ্যগত জল সর্ব্বদা অশুচি, অতএব তাহা পান করিবে না। ১-৫

কোন অন্ত্যজজাতি অজ্ঞানপূর্ব্বক যদি ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করে, সেই ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণ অথবা পরাকব্রত আচরণ করিলে শুদ্ধ হইয়া থাকে। শূদ্রের গৃহে অন্ত্যজজাতি প্রবেশ করিলে শূদ্র প্রাজাপত্য ব্রত দ্বারা শুদ্ধ হয়। অন্ত্যজজাতি গৃহে প্রবেশ করিলে যিনি সেই গৃহে

---

* নরকার্ণবমর্দ্দনম্ ।

যস্তত্র ভুঙ্‌ক্তে পক্কান্নং কৃচ্ছ্রার্দ্ধং তত্র পাপয়েৎ।
তেষামপি চ যো ভুঙ্‌ক্তে কৃচ্ছ্রপাদো বিধীয়তে ॥ ৮
রজকানাঞ্চ শৈলূষী-বেণু চর্ম্মোপজীবিনাম্।
এতেষাঞ্চ যো ভুঙ্‌ক্তে দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৯
চাণ্ডালকূপভাণ্ডেষু অজ্ঞানাৎ পিবতে জলম্।
কুর্য্যাৎ সান্তপনং বিপ্রস্ত্বর্দ্ধঞ্চ বিশঃ স্মৃতম্ ॥ ১০

পাদং শূদ্রস্য দাতব্যমজ্ঞানাদন্ত্যবেশ্মনি। প্রায়শ্চিত্তং ত্রিকৃচ্ছ্রং স্যাৎ পরাকমন্ত্যজাতকে[১] ॥ ১১

অন্ত্যজোচ্ছিষ্টভুক্ শুধ্যেদ্দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণেন চ।
ষড়্‌রাত্রাদিশ্চ বিপ্রাদ্যৈর্বা পীতে হ্যন্ত্যবেশ্মনি ॥ ১২
চাণ্ডালান্নং যদা ভুঙ্‌ক্তে প্রমাদাদেতদাচরেৎ[২]।
ক্ষত্রজাতিঃ সান্তপনং ষট্‌ ত্রিরাত্রং পরে তথা ॥ ১৩

একবৃক্ষে তু চণ্ডালঃ প্রমাদাদ্ ব্রাহ্মণো যদি। ফলং ভক্ষয়তে তত্র অহোরাত্রেণ শুধ্যতি ॥ ১৪

ভুক্তোচ্ছিষ্টো হ্যনাচান্তশ্চাণ্ডালং স্পৃশতে যদি।
গায়ত্র্যষ্টসহস্রস্য জপনাৎ বা শতং জপেৎ ॥ ১৫

পক্কান্ন ভোজন করেন, তাঁহার কৃচ্ছ্রার্দ্ধ ব্রতাচরণ করা কর্ত্তব্য। অন্ত্যজাতি-প্রবিষ্টগৃহে অন্ন-ভোজী ব্যক্তির যিনি অন্ন ভোজন করেন, তাঁহাকে কৃচ্ছ্রপাদ আচরণ করিতে হয়। ব্রাহ্মণ যদি রজক, নট, বেণু ও চর্ম্মোপজীবীর অন্ন ভোজন করেন, তবে তিনি চান্দ্রায়ণ ব্রত করিলে শুদ্ধ হইতে পারেন। অজ্ঞানবশতঃ যদি কোন ব্রাহ্মণ চণ্ডালের কূপে কিংবা ভাণ্ডে জলপান করেন, তাহা হইলে তিনি সান্তপন ব্রত আচরণ করিবেন। বৈশ্য উক্তরূপ জলপান করিলে ব্রাহ্মণের অর্দ্ধপ্রায়শ্চিত্ত করিবে। ৮-১০

কোন শূদ্র অজ্ঞানবশতঃ অন্ত্যজাতির গৃহে ভোজনাদি করিলে ব্রাহ্মণের চতুর্থাংশ প্রায়শ্চিত্তাচরণ করিবে। অন্ত্যজাতির স্ত্রীগমন করিলে ব্রাহ্মণ কৃচ্ছ্রত্রয় প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ চণ্ডালাদি অন্ত্যজাতির উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণদ্বারা শুদ্ধ হইতে পারে। বিপ্রাদি বর্ণ যদি অন্ত্যজগৃহে জলপান করে তবে ব্রাহ্মণের ছয় রাত্র, ক্ষত্রিয়ের চারি রাত্র, বৈশ্যের দুই রাত্রি উপবাসদ্বারা শুদ্ধি হয়। ক্ষত্রিয় প্রমাদবশতঃ চণ্ডালান্ন ভোজন করিলে সান্তপন ব্রত আচরণ করা বিধেয়। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যথাক্রমে ছয় রাত্রি ও ত্রিরাত্র উপবাসব্রত করিয়া শুদ্ধ হইতে পারে। ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল এক বৃক্ষে থাকিয়া ফল ভক্ষণ করিলে সেই ব্রাহ্মণ অহোরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইতে পারে। ব্রাহ্মণ যদি ভোজন করিয়া উচ্ছিষ্টমুখে চণ্ডালকে স্পর্শ করে, তবে সেই ব্রাহ্মণ অষ্টোত্তরসহস্র গায়ত্রী কিংবা শতসংখ্যক জপনাদি মন্ত্র জপ করিলে শুদ্ধ হইয়া থাকে। ১১-১৫

১। পরাকমন্ত্যজাগমে। ২। প্রমাদাদেকমাচরেৎ।

চাণ্ডাল-শ্বপচানাং বা বিণ্মূত্রে তু কৃতেঽথবা[১]।
প্রায়শ্চিত্তং ত্রিরাত্রং স্যাৎ পরাকশ্চান্ত্যজাগমে ॥ ১৬

অকামতস্ত্রিয়ো গত্বা পরাকং তত্র সাধকম্। অন্ত্যজাতিপ্রসূতস্য প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ ১৭
মদ্যাদিদুষ্টভাণ্ডেষু যদাপঃ পিবতে দ্বিজঃ। কৃচ্ছ্রপাদেন শুধ্যেত পুনঃ সংস্কারকর্মণা ॥ ১৮
যে প্রত্যবসিতা বিপ্রা প্রব্রজ্যাগ্নিব্রতাদিষু[২]। অন্নপানাদি সংগৃহ্য চিকীর্ষন্তি গৃহাশ্রমম্ ॥ ১৯

চরেয়ুস্ত্রীণি কৃচ্ছ্রাণি ত্রীণি চান্দ্রায়ণানি বৈ।
জাতকর্মাদিসংস্কারং বশিষ্ঠো মুনিরব্রবীৎ ॥ ২০
প্রাজাপত্যাদিভিঃ শুদ্ধা স্ত্রী ভর্ত্তোচ্ছিষ্টভোজনাৎ[৩] ॥ ২১

উচ্ছিষ্টোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টঃ শুনা শূদ্রেণ বা দ্বিজঃ। উপোষ্য রজনীমেকাং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ২২
বর্ণবাহ্যেন সংস্পৃষ্টঃ পঞ্চরাত্রেণ বৈ তথা। অদুষ্টাঃ সন্ততা ধারা বাতোদ্ধূতাশ্চ রেণবঃ।
স্ত্রিয়ো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ ন দুষ্যন্তি কদাচন ॥ ২৩

নিত্যমাস্যং শুচি স্ত্রীণাং শকুন্তৈঃ পাতিতং ফলম্।
প্রস্রবে[৪] চ শুচির্বৎসঃ শ্বা মৃগগ্রহণে শুচিঃ ॥ ২৪

চণ্ডাল ও ব্যাধের অন্ন, বিষ্ঠা বা মূত্র স্পর্শ করিলে ত্রিরাত্র উপবাসরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। অন্ত্যজস্ত্রীগমন করিলে পরাকব্রতই সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত জানিবে। অকামতঃ পরস্ত্রীগমন করিলে পরাকব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিলে শুদ্ধ হইবে। অন্ত্যজাতিপ্রসূত ব্যক্তির কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত উক্ত নাই। ব্রাহ্মণ মদ্যাদিদূষিত ভাণ্ডে জলপান করিলে কৃচ্ছ্রপাদ ব্রত আচরণ করিয়া পুনর্ব্বার সংস্কার দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ যদি ভোজন করিতে করিতে বজ্রপাত, অগ্ন্যুৎপাত বাত্যাদি উপস্থিত হইলে সেই অন্ন-পানাদি লইয়া গৃহান্তরে গমন পূর্ব্বক ভোজন করেন, তবে সেই ব্রাহ্মণ তিনটি কৃচ্ছ্রব্রত ও তিনটি চান্দ্রায়ণব্রত আচরণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার জাতকর্ম্মাদি সংস্কার করিবেন। বশিষ্ঠ মুনি এই ব্যবস্থা নিরূপণ করিয়াছেন। ১৬-২০

উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণকে যদি অন্য উচ্ছিষ্ট ব্যক্তি, কুক্কুর বা শূদ্র স্পর্শ করে, কিংবা ব্রাহ্মণ যদি একাদিক্রমে দ্বিভোজন করে, তবে সেই ব্রাহ্মণ এক রাত্রি উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পানদ্বারা শুদ্ধ হইবেন। ব্রাহ্মণস্ত্রী উচ্ছিষ্টভোজনে দুষ্টা হইলে প্রাজাপত্যাদি দ্বারা শুদ্ধ হইবে। বর্ণবাহ্য (বর্ণসঙ্কর) জাতি উচ্ছিষ্টমুখ ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিলে সেই ব্রাহ্মণ পঞ্চরাত্রি উপবাস দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিতে পারেন। অবিচ্ছিন্ন ধারাজল ও বাতোদ্ধূত ধূলিসকল অদুষ্ট বলিয়া জানিবে; স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধ ইহারা কদাচ দূষিত হয় না। স্ত্রীর মুখ সর্ব্বদা শুচি; পক্ষিগণ যে সকল ফল পাতিত করে, সেই সকল ফলও শুচি। বৎসগণ মুখদ্বারা যে দুগ্ধ স্রাবিত করে সেই দুগ্ধ অশুচি হয় না। শ্বা যাহা কিছু গ্রহণ করে, তাহাও শুচি বলিয়া পরিগণিত।

১। কৃতেন বা। ২। প্রব্রজ্যাগ্নিপবনাদিষু। ৩। ভর্ত্তোচ্ছিষ্টভোজনাৎ। ৪। প্রস্রবে।

উদকে চোদকং স্থলেষু স্থলজং তথা।
পাদৌ স্পৃষ্টৌ চ তস্যৈব আচান্তঃ শুচিতামিয়াৎ ॥ ২৫

ভস্মনা শুধ্যতে কাংস্যং সুরয়া যন্ন লিপ্যতে। মূত্রেণ সুরয়া মিশ্রং তাপনৈঃ খলু শুধ্যতি ॥ ২৬
গবাঘ্রাতানি কাংস্যানি শূদ্রোচ্ছিষ্টানি যানি চ। কাকশ্বানহতান্যেব শুধ্যন্তে দশভস্মনা ॥ ২৭
শূদ্রভাজনভোক্তা যঃ পঞ্চগব্যমুপোষিতঃ। উচ্ছিষ্টঃ স্পৃশতে বিপ্রঃ শ্বশূদ্রমথাপি বা*।
উপোষিতঃ পঞ্চগব্যাচ্ছুধ্যেৎ স্পৃষ্ট্বা রজস্বলাম্ ॥ ২৮
অনুদকেষু দেশেষু চৌরব্যাঘ্রাকুলে পথি। কৃত্বা মূত্রপুরীষন্তু দ্রব্যহস্তো ন দুষ্যতি ॥ ২৯

ভূমৌ নিক্ষিপ্য তদ্দ্রব্যং শৌচং কৃত্বা সমাহিতঃ ॥ ৩০
আরনালং দধি ক্ষীরং তক্রঞ্চ কৃশরঞ্চ যৎ।
শূদ্রাদপি চ তদ্গ্রাহ্যং মাংসং মধু তথাঽন্ত্যজাৎ ॥ ৩১
গৌড়ীং পৈষ্টিকমাধ্বীকং বিপ্রাদির্যঃ সুরাং পিবেৎ।
সুরাং পিবন্ দ্বিজঃ তোয়মগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ।
গোমূত্রমুদকং বাপি ততঃ শুদ্ধতাং ব্রজেৎ ॥ ৩২

জলমধ্যস্থ কোন অপবিত্র বস্তু দ্বারা সেই জল অশুদ্ধ হয় না। স্থলে অপবিত্র বস্তু থাকিলেও অন্য স্থলস্থ বস্তু অশুদ্ধ হয় না; কিন্তু সেই সকল বস্তুকে পাদস্পর্শন করিলে আচমন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২১-২৫

যে কাংস্যপাত্র সুরালিপ্ত হয় নাই, কিন্তু অন্য কোন প্রকারে অশুদ্ধ হইয়াছে, তাহা ভস্মদ্বারা মার্জ্জন করিলেই শুদ্ধ হইবে। মূত্র এবং সুরালিপ্ত কাংস্যপাত্র অগ্নিপ্রতাপদ্বারা শুদ্ধ করিবে। গো কর্ত্তৃক আঘ্রাত, শূদ্রোচ্ছিষ্টসংলগ্ন এবং কাক ও কুকুরোচ্ছিষ্ট কাংস্যপাত্র ভস্মদ্বারা দশবার মার্জ্জন করিলে শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ শূদ্রের ভাজনে ভোজন করিলে একরাত্রি উপবাস করিয়া পঞ্চগব্যপানে শুদ্ধ হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্টমুখে অপরের উচ্ছিষ্ট, কুকুর বা শূদ্র স্পর্শ করিলেও পূর্ব্বোক্ত প্রায়শ্চিত্তদ্বারা নিষ্পাপ হইবে। রজস্বলা নারী স্পর্শ করিলে পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। জলহীন প্রদেশে কিংবা চৌরব্যাঘ্রাদিসমাকুল পথে কোন দ্রব্য হস্তে করিয়া মূত্রপুরীষ পরিত্যাগ করিলেও সেই দ্রব্য দূষিত হয় না; পরে সেই দ্রব্য ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং শৌচাদি কার্য্য সমাধান-পূর্ব্বক সেই দ্রব্য গ্রহণ করিবে। ২৬-৩০

আজ্য, দধি, ক্ষীর, ঘোল ও কৃশর এই সকল দ্রব্য শূদ্রের নিকটে গ্রহণ করিতে দোষ নাই। মাংস ও মধু এই দুই দ্রব্য অন্ত্যজাতির নিকট গ্রহণ করা যায়। ব্রাহ্মণ গৌড়ী, পৈষ্টী অথবা মাধ্বী সুরাপান করিলে অগ্নিবর্ণ সুরাপান করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। গোমূত্র কিংবা জল অগ্নিবৎ উত্তপ্ত করিয়া পান করিলেও সেই পাপী শুদ্ধ হইতে

১।- শ্বশূদ্রশ্চাপথাপিকঃ।

নর্ত্তীং শৈলূষিকীঞ্চৈব রজকীং বেণুজীবিকাম্ ।
মাতুলস্য সুতাং গত্বা মাতুলানীং ব্রজন্ নরঃ ॥ ৩৩
গুরুপুত্রীং ভ্রাতৃভার্যাং গত্বা স্যাৎ তপ্তকৃচ্ছ্রকম্ ।
মাতৃস্বসুর্দুহিতুশ্চ গমনে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥ ৩৪
শৃগালশূকরোচ্ছিষ্টভোজী ষড়্‌রাত্রকৃচ্ছ্রভিঃ । তপ্তকৃচ্ছ্রাচ্ছুচির্দ্বা কবচং ত্র্যহারসকম্ ॥ ৩৫
অগ্নিদো গরদশ্ছেদী তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি ।
সূতকে মৃতকে ভুক্তে শূদ্রস্যাষ্টশতং জপেৎ ॥ ৩৬
বৈশ্যে পঞ্চশতং জপ্যং গায়ত্র্যাঃ ক্ষত্রিয়ে চ ।
শতং বিপ্রে তু ভুক্ত্বান্নং প্রাণপাতেন সূতকে ॥ ৩৭
শুধ্যেদ্বিপ্রো দশাহেন ক্ষত্রিয়ো দ্বাদশাহতঃ ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥ ৩৮
রাজ্ঞাং যুদ্ধেষু যজ্ঞাদৌ দেশান্তরগতেষু চ ।
বালে প্রেতে চ বয়ালে সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে ॥ ৩৯
অবিবাহা তথা কন্যা দ্বিজো যো মৌঞ্জিবর্জিতঃ ।
জাতদন্তশ্চ বালশ্চ[1] কুমারী চ ত্রিবর্ষিকা ॥ ৪০
তেষাং শুদ্ধিস্ত্রিরাত্রেণ গর্ভস্রাবে চ রাত্রিভিঃ । সূতকে মাসপূর্ণাপ্তিঃ[2] চতুর্থেঽহ্নি রজস্বলা ॥ ৪১

পারে। নটী, শৈলূষিকী, রজকী, বেণুজীবিনী, মাতুলকন্যা, মাতুলানী, ভ্রাতৃভার্যা, কিম্বা গুরুপত্নী গমন করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র আচরণ দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারে। মাতৃস্বসার কন্যা ও নিজ কন্যা গমনে কোনরূপ নিষ্কৃতি বিহিত হয় নাই। কিন্তু শৃগাল কিংবা শূকরের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে ষড়্‌রাত্র উপবাসাদির ব্রত করিবে। ৩১-৩৫

গৃহে অগ্নিপ্রদাতা, বিষদাতা, অথবা কাহারও কোন অঙ্গচ্ছেদকারী ব্যক্তি তপ্তকৃচ্ছ্রব্রত আচরণ দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারে। শূদ্রের সূতকাশৌচে বা মৃতাশৌচে ভোজন করিলে বৈশ্য আটশত বার, ক্ষত্রিয় পঞ্চশতবার এবং ব্রাহ্মণ শতবার গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। জননাশৌচ উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ দশাহে, ক্ষত্রিয় দ্বাদশাহে, বৈশ্য পঞ্চদশাহে ও শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয় যদি যুদ্ধে, যজ্ঞাদিতে কিংবা দেশান্তর গমনে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে সদ্যঃ শৌচ বিধান আছে। বৎসরের বালক মরিলে জ্ঞাতিগণ সদ্যঃ শুদ্ধ হইয়া থাকে। অবিবাহিতা কন্যা, অনুপনীত ব্রাহ্মণ, জাতদন্ত বালক ও ত্রিবর্ষিকা বালিকা ইহাদিগের ত্রিরাত্রি অশৌচ হইয়া থাকে। গর্ভস্রাব হইলেও ত্রিরাত্রি অশৌচ ব্যবস্থা আছে। জন্মাবধি সর্ববর্ণেরই মাতার মাসাশৌচ হয়। রজস্বলা নারী চতুর্থ দিবসে শুদ্ধিলাভ করে। ৩৬-৪১

১। জাতদন্তশ্চ বালশ্চ। ২। সূতায়াং।

দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রসম্পাতে সূতকে মৃতকেঽপি বা । নিয়মাচ্চ ন দুষ্যন্তি দানধর্মপরাস্তথা ।
দীক্ষিতাশ্চাভিষিক্তাশ্চ ব্রততীর্থপরাস্তথা ॥ ৪২

দীক্ষাকালে বিবাহাদৌ দেবদ্বিজনিমন্ত্রিতে ।
পূর্ব্বসঙ্কল্পিতে বাপি নাশৌচং মৃতসূতকে ॥ ৪৩
প্রসূতপত্নীসংস্পর্শাদশুচিঃ স্যাৎ তথা দ্বিজঃ ॥ ৪৪

অগ্নৌ যত্র হূয়তে বেদো বা যত্র পঠ্যতে । পঞ্চকং বৈশ্বদেবাদি ন তেষাং মৃতকং ভবেৎ ॥ ৪৫
শূদ্রো ধর্ম্মব্রতপূতঃ সার্দ্ধমাসেন শুধ্যতি । বিপ্রাদীনাং বিপন্নানামেকরাত্রমশৌচকম্ ।
অগ্নিহোত্রী ব্রতী মন্ত্রী ন তেষাং মৃতকং ভবেৎ ॥ ৪৬

রজস্বলা যদা স্পৃষ্টা শ্বান-চণ্ডাল-পুক্কশৈঃ ।
নিরাহারা ভবেৎ তাবৎ স্নানকালেন শুধ্যতি ॥ ৪৭
তয়া কৃতে গৃহে কর্ম্ম পাপিষ্ঠং তৎকৃতঞ্চ যৎ ।
অশুদ্ধে চ গৃহে ভুক্তে ত্রিরাত্রাচ্ছুধ্যতি দ্বিজঃ ॥ ৪৮

ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা চৈব রজস্বলা । অন্যোন্যস্পর্শনাৎ তত্র ব্রাহ্মণী তু ত্রিরাত্রতঃ ॥ ৪৯

দ্বিরাত্রতঃ ক্ষত্রিয়া চ তথা বৈশ্যা হ্যপোষিতা ।
শূদ্রা স্নানেন শুধ্যেত স্তোমার্থং[১] ন বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৫০

দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, জননাশৌচে, মরণাশৌচে,—দানধর্ম্মপরায়ণ, দীক্ষিত, অভিষিক্ত ব্রতসমন্বিত, তীর্থপ্রবৃত্ত, এই সমস্ত ব্যক্তিদিগের দান ধর্ম্মাদি নিয়মভঙ্গ হইলেও কোন দোষ হয় না। দীক্ষাকালে, বিবাহাদিতে, শ্রাদ্ধার্থ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইলে এবং পূর্ব্বসঙ্কল্পিত কার্য্যে জননাশৌচ বা মৃতকাশৌচ প্রতিবন্ধক হয় না। ব্রাহ্মণ প্রসূতা পত্নীকে স্পর্শ করিলে অশুচি হয়। অগ্নিহোত্রে, বেদপাঠে অথবা বৈশ্বদেববলিকার্য্যে মৃতকাশৌচের দোষ গণনা করিবে না। শূদ্রও যদি ধর্ম্মাচরণ ও মন্ত্র জপাদি দ্বারা পবিত্র পুণ্যাত্মা হয়, তবে পঞ্চদশ দিনেই শুদ্ধিলাভ করিতে পারে। দ্বিজগণ যদি কোন কারণে বিপন্ন হইয়া পড়ে, তখন একরাত্র অশৌচগণনা করিলেই চলিবে। অগ্নিহোত্রী ব্রতী, পুরশ্চরণাদি মন্ত্র সাধন কার্য্যে নিরত ব্যক্তিগণের মৃতকাশৌচ হয় না। ৪১-৪৬

রজস্বলা রমণী যদি কুক্কুর, চণ্ডাল কিম্বা পুক্কশ দ্বারা স্পৃষ্ট হয়, তবে যাবৎ স্নান না করিবে তাবৎ নিরাহার থাকিয়া স্নানান্তে শুদ্ধি লাভ করিবে। তাহার কৃত গৃহকার্য্য সমুদয় পাপজনক হইয়া থাকে; অতএব সেই নারী স্নান না করা পর্য্যন্ত কোন গৃহকার্য্য করিবে না। ব্রাহ্মণ অশুদ্ধ গৃহে ভোজন করিলে ত্রিরাত্র উপবাস ব্রতের পর শুদ্ধ হইতে পারে। ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রাণী, ইহারা রজস্বলা হইয়া পরস্পরকে স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণী ত্রিরাত্রে, ক্ষত্রিয়া দ্বিরাত্রে, বৈশ্যা উপবাস করিয়া এবং শূদ্রাণী স্নানমাত্রে শুদ্ধ হইয়া

১। স্তোমার্থং ।

কাকশ্বানোপলীঢঞ্চ অন্নং বাহ্যন্তু তৎ ত্যজেৎ ।
সুবর্ণাম্ভিঃ সমভ্যুক্ষ্য হুতাশে চ প্রতাপয়েৎ ॥ ৫১

কূপে চ পতিতৌ দৃষ্ট্বা শ্ব-শৃগালৌ চ মর্কটম্ । তৎকূপস্যোদকং পীত্বা শুধ্যেদ্বিপ্রস্ত্রিভির্দিনৈঃ ।
ক্ষত্রিয়োঽহর্দ্বয়েনৈব বৈশ্যঃ শুধ্যেদ্দিনৈকতঃ ॥ ৫২

অস্থি চর্ম্ম মলং বাপি মূষিকং যদি কূপতঃ ।
উদ্ধৃত্য চোদকং পঞ্চগব্যং তু যোজ্য শোধিতম্ ॥ ৫৩
তড়াগে পুষ্করিণ্যাদৌ ভস্মাদিপতিতে তথা ।
ষট্কুম্ভান[1] উদ্ধৃত্য পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৫৪

স্ত্রীরজঃপতিতেঽমেধ্যে ত্রিংশৎকুম্ভান্ সমুদ্ধরেৎ । অগম্যাগমনং কৃত্বা মদ্যগোমাংসভক্ষণম্ ॥ ৫৫
শুধ্যেচ্চান্দ্রায়ণাদ্বিপ্রঃ প্রাজাপত্যেন ভূমিপঃ ॥ ৫৬

বৈশ্যঃ[2] সান্তপনাচ্ছূদ্রঃ পঞ্চাহোভির্বিশুধ্যতি ।
প্রায়শ্চিত্তে কৃতে দদ্যাদ্গাং ব্রাহ্মণভোজনম্ ॥ ৫৭
ক্রীড়ায়াং শয়নীয়াদৌ নীলীবস্ত্রং ন দুষ্যতি ।
নীলীবস্ত্রং ন স্পৃশেচ্চ নারী চ নিরয়ং ব্রজেৎ ॥ ৫৮

থাকে। কাক ও কুকুর অন্ন ভক্ষণ করিলে সেই অন্ন বহির্দেশে পরিত্যাগ করিবে। কাক-কুকুরস্পৃষ্ট অন্ন সুবর্ণজলদ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া অগ্নিতে তাপিত করিয়া লইবে। ৪৭-৫১

কুকুর, শৃগাল ও বানরকে কূপে পতিত দর্শন করিয়া সেই কূপে জলপান করিলে ব্রাহ্মণ ত্রিরাত্রে, ক্ষত্রিয় দুই রাত্রে ও বৈশ্য এক রাত্রে শুদ্ধ হইতে পারে। যদি কূপমধ্যে অস্থি, চর্ম্ম, বিষ্ঠা কিম্বা মূষিক দৃষ্ট হয়, তবে সেই কূপের জল উদ্ধৃত করিয়া তাহাতে পঞ্চগব্য নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ করিলেই সেই জল শুদ্ধ হয়। ঐরূপ দূষিত দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী প্রভৃতিতে বালুকা নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর তাহা হইতে ছয় কলসী জল উদ্ধৃত করিয়া তাহাতে পঞ্চগব্য নিক্ষেপ করিবে। ঐরূপ করিলেই সেই দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী প্রভৃতির জল শুদ্ধ হয়। দীর্ঘিকা প্রভৃতির জলে যদি রজস্বলা স্ত্রীর শোণিতপাত হয়, তবে তাহা হইতে ত্রিংশৎ-কুম্ভ জল উদ্ধৃত করিয়া ফেলিলে ঐ দীর্ঘিকা প্রভৃতি শুদ্ধ হইয়া থাকে। অগম্যাগমন, মদ্যপান বা গোমাংসভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণ ব্রত, ক্ষত্রিয় প্রাজাপত্য ব্রত, বৈশ্য সান্তপনব্রত এবং শূদ্র পঞ্চাহ উপবাস করিলে পাপ হইতে শুদ্ধ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণই পাপের যথোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গোদান প্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। নীলবস্ত্র ক্রীড়াকালে ও শয়নীয় উপাধানাদিতে দূষিত নহে, অপর নীলবস্ত্র স্পর্শও করিবে না। কেহ নীলবস্ত্র ব্যবহার করিলে তাহাকে নরকে গমন করিতে হয়। ৫২-৫৮

১। ষট্‌কুম্ভানপ । ২। বৈশ্যো বৈকাহেন শমম্ ।

ব্রহ্মঘ্নশ্চ সুরাপশ্চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ ।
(সেতুং) এতৎ দৃষ্ট্বা বিশুধ্যন্তে তৎসংযোগী চ পঞ্চমঃ ॥ ৫৯
ততো ধেনুশতং দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনম্ ।
ব্রহ্মহা দ্বাদশাব্দানি কুটীং কৃত্বা বনে বসেৎ ॥ ৬০
ভৈক্ষ্যাশ্যাত্মবিশুদ্ধ্যর্থং কৃত্বা শবশিরোধ্বজম্ ।
প্রাস্যেদাত্মানমগ্নৌ বা স যুদ্ধে দ্বিজকারণে ॥ ৬১
*সর্বস্বং বা বেদবিদে ব্রাহ্মণায়োপপাদয়েৎ   প্রাস্যেদাত্মানমগ্নৌ বা সুরাবিষ্টে সুরাপী তু ॥ ৬২
স্তেয়ী সর্বস্বং বেদবিদে ব্রাহ্মণায়োপপাদয়েৎ ।
বৃষভৈকসহস্রং গাং দদ্যাচ্চ গুরুতল্পগঃ* ॥ ৬৩
কৃচ্ছ্রপাদং চরেদ্রোধে দ্বৌ পাদৌ বন্ধনে পশোঃ ।
সর্বকৃচ্ছ্রং নিপাতে স্যাৎ কান্তারে গৃহদাহতঃ ॥ ৬৪
ঘণ্টাভরণদোষেণ কৃচ্ছ্রপাদং মৃতে গবি । ৬৫
অস্থিভঙ্গং গবাং কৃত্বা শৃঙ্গভঙ্গমথাপি বা ।
ত্বগ্‌ভেদং পুচ্ছনাশং বা মাসার্দ্ধং যাবকং পিবেৎ ॥ ৬৬

ব্রহ্মহত্যাকারী, সুরাপী, স্বর্ণচোর ও গুরুপত্নীগামী ইহারা মহাপাপী বলিয়া খ্যাত, যে ব্যক্তি উক্ত মহাপাপীদিগের সংসর্গ করে, সেও ঐরূপ পাপী হইয়া থাকে। উক্তরূপ পাপীরা প্রায়শ্চিত্তার্থে সেতুবন্ধ দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইতে পারে। ব্রাহ্মণবধরূপ মহাপাপে লিপ্ত হইলে একশত ধেনু দান করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে; তারপর কুটীর নির্মাণ করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বনে বাস করিবে। যাহাকে হনন করিয়াছে, তাহার মস্তক অথবা ব্রহ্মহত্যার চিহ্ন স্বরূপ কোনও দ্রব্য প্রকাশ্যরূপে লইয়া ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে; এরূপ করিলে দ্বাদশ বর্ষান্তে পাপমুক্ত হইতে পারে। অথবা ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তি বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে সর্বস্ব দানপূর্বক ব্রাহ্মণের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিবে। কিম্বা প্রজ্বলিত অনলে দেহ বিসর্জ্জন এই সকলের যে কোন কর্ম দ্বারাই ব্রহ্মঘ্ন ব্যক্তি পবিত্র হইতে পারে। সুরাপায়ী ব্যক্তি জ্বলিত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিবে। ৫৯-৬২

চৌরব্যক্তি বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে সর্বস্ব প্রদান করিলে শুদ্ধ হইতে পারে। গুরুপত্নীগামী বিশুদ্ধির নিমিত্ত একশত ধেনু ও একটী বৃষ ব্রাহ্মণকে করিবে। রুদ্ধাবস্থায় কোন পশুর মরণ হইলে পশুস্বামী সেই পশুহত্যার যথোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। বন্ধনাবস্থায় পশুর মৃত্যু হইলে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত জানিবে। দুর্গমস্থানে অথবা অগ্নিদাহে যদি পশুর মরণ হয়, তবে পশুস্বামী সর্বকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ভূষণ ঘোষণ দোষে গবাদি পশু মরিলে এক পাদ প্রায়শ্চিত্ত বিধি। গোরুর অস্থিভঙ্গ, শৃঙ্গভঙ্গ, চর্মভেদ, পুচ্ছকর্তন অথবা নাসাচ্ছেদ করিলে

১। দদ্যাদ্বিপ্রায় তল্পগ ইতি পাঠান্তরম্ ।

সর্ব্বং হত্বাপশস্ত্রাদ্যৈর্নিষ্ক্রয়ং কৃচ্ছ্রমেব চ ।
অজ্ঞানাৎ প্রাশ্য বিণ্মূত্রং সুরাসংস্পৃষ্টমেব চ ।
পুনঃ সংস্কারমর্হন্তি ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৬৭
বপনং মেখলা দণ্ডো ভৈক্ষচর্য্যা ব্রতানি চ ।
নিবর্ত্তন্তে দ্বিজাতীনাং পুনঃ সংস্কারকর্ম্মণি ॥ ৬৮
আমমাংসং ঘৃতং ক্ষৌদ্রং স্নেহাশ্চ ফলসম্ভবাঃ ।
অন্ত্যভাণ্ডস্থিতাঃ সর্ব্বে নিষ্ক্রান্তাঃ শুচয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬৯
একভক্তং তথা নক্তমেকৈকাহমযাচিতম্ ।
উপবাসঃ পাদকৃচ্ছ্রঃ কৃচ্ছ্রার্দ্ধং দ্বিগুণং হি তৎ ॥ ৭০
প্রাজাপত্যং তত্ত্রিগুণং সর্ব্বপাতকনাশনম্ ।
কৃচ্ছ্রং সপ্তোপবাসৈশ্চ মহাসান্তপনং স্মৃতম্ ॥ ৭১
ত্র্যহমুষ্ণং পিবেদাপস্ত্র্যহমুষ্ণং পয়ঃ পিবেৎ ।
ত্র্যহমুষ্ণং পিবেৎ সর্পিস্তপ্তকৃচ্ছ্রমপাপহম্ ॥ ৭২
দ্বাদশাহোপবাসেন পরাকঃ সর্ব্বপাপহা ।
একৈকং বর্দ্ধয়েৎ পিণ্ডং শুক্লে কৃষ্ণে চ হ্রাসয়েৎ ॥ ৭৩

অর্দ্ধমাস যাবকপানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। যদি শস্ত্রাদির আঘাতে গর্ভ ভেদ করে তবে পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। যদি অজ্ঞানবশতঃ বিষ্ঠা, মূত্র বা সুরাসংস্পৃষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজাতিগণ পুনর্ব্বার স্বীয় বিহিত সংস্কার করিবে। ৬৩-৬৭

পুনর্ব্বার শিরোমুণ্ডন, মেখলাধারণ, দণ্ডগ্রহণ, ভিক্ষাচরণ প্রভৃতি কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলেই দ্বিজাতিদিগের সংস্কার হইয়া থাকে। অপক্ব মাংস, ঘৃত, মধু ও স্নেহ দ্রব্য যাবৎ অন্ত্যজ জাতির ভাণ্ডে অবস্থিত থাকে, তাবৎ উহারা অশুদ্ধ, কিন্তু ঐ ভাণ্ড হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেই উহারা শুদ্ধ হইয়া থাকে। এক দিন একাহার তৎপর দিন নক্তভোজন তারপরদিন অযাচিতাহার, তৎপরদিন উপবাস এইরূপ চারি দিবস আহারসংযম করিলেই পাদকৃচ্ছ্র হইয়া থাকে। পাদকৃচ্ছ্রের ত্রিগুণ হইলেই এক প্রাজাপত্য হয়, এই প্রাজাপত্য ব্রত সর্ব্বপাপ নাশ করে। সপ্তদিন উপবাস করিলে এক মহাসান্তপন ব্রত হয়। তিন দিন উষ্ণ জলপান, তৎপর তিনদিন উষ্ণ দুগ্ধপান, পরবর্ত্তী তিন দিন উষ্ণ ঘৃতপান করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত হইয়া থাকে। এই ব্রত সর্ব্ববিধ পাপনাশ করে। ৬৮-৭২

দ্বাদশদিন উপবাস করিলে এক পরাকব্রত হয়। পরাকব্রত সর্ব্বপাপনাশক। শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ্ দিন একগ্রাসমাত্র ভক্ষণ করিবে; তৎপর পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রতিদিন এক এক গ্রাস বৃদ্ধি করিবে, পরে কৃষ্ণ প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত এক এক গ্রাস হ্রাস

পয়ঃ কাঞ্চনবর্ণায়াঃ শ্বেতবর্ণাশ্চ গোময়ম্[1] ।
গোমূত্রং তাম্রবর্ণায়া নীলবর্ণাভবং ঘৃতম্ ॥ ৭৪
দধি স্যাৎ কৃষ্ণবর্ণায়া দর্ভোদকসমাযুতম্ ।
গোমূত্রমাষকাস্তষ্টৌ গোময়স্য চতুষ্টয়ম্ ॥ ৭৫
ক্ষীরস্য দ্বাদশ প্রোক্তা দধ্নস্তু দশ উচ্যতে ।
ঘৃতস্য মাষকাঃ পঞ্চ পঞ্চগব্যং মলাপহম্ ॥ ৭৬
মুনিভিশ্চরিতা ধর্মা ভক্ত্যা ব্যাস মহোদিতাঃ ।
দৈবিকস্তুষ্যতে চৈব মুখাদিপরিচারকাঃ ॥ ৭৭
তর্পণেন চ হোমেন সন্ধ্যায়াঃ বন্দনেন চ ।
প্রাপ্যতে ভগবান্ বিষ্ণুর্ধর্মকামার্থমোক্ষদঃ ॥ ৭৮
ধর্মো বিষ্ণুর্ব্রতো বিষ্ণুঃ পূজা বিষ্ণুস্তু তর্পণম্ ।
হোমঃ সন্ধ্যা তথা ধ্যানং ধারণা সকলং হরিঃ[2] ॥ ৭৯

শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে প্রায়শ্চিত্তকথনং নাম ষড়্বিংশত্যধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২৬ ॥

করিয়া ভক্ষণ করিবে, ইহার নাম চান্দ্রায়ণব্রত। কাঞ্চনবর্ণা গাভীর দুগ্ধ, শ্বেতবর্ণা গাভীর গোময়, তাম্রবর্ণা গাভীর মূত্র, নীলবর্ণা গাভীর ঘৃত, কৃষ্ণবর্ণা গাভীর দধি ও কুশোদক এই সকলকে পঞ্চগব্য বলা যায়। পঞ্চগব্য গ্রহণ করিতে হইলে গোমূত্র আট মাষা, গোময় চারি মাষা, দুগ্ধ দ্বাদশ মাষা, দধি দশ মাষা এবং ঘৃত পাঁচ মাষা পরিমাণে লইবে। পঞ্চগব্য সর্বপ্রকার আন্তরিক মল বিনাশ করে। ৭৩-৭৯

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে প্রায়শ্চিত্তকথন নামক ষড়্বিংশত্যধিক দ্বিশততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২৬ ॥

১। শ্বেতবর্ণে চ গোময়ম্ ।
২। ৭৭ হইতে ৭৯ শ্লোকগুলি অন্য পুস্তকে নাই। এখানেও বঙ্গানুবাদ নাই; কিন্তু পরের অধ্যায়ের প্রথমে দেখা যাইতেছে। মনে হয় উহাই ঠিক।

সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ।

মুনিভিশ্চরিতা ধর্ম্মা ভক্ত্যা ব্যাস ময়োদিতাঃ ।
তৈর্বিষ্ণুস্তুষ্যতে চৈব যুগাদিপরিচায়কাঃ ॥ ১
তর্পণেন চ হোমেন সন্ধ্যায়া বন্দনেন চ । প্রাপ্যতে ভগবান্ বিষ্ণুর্ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদঃ ॥ ২
ধর্ম্মো হি ভগবান্ বিষ্ণুঃ পূজা বিষ্ণুস্তু তর্পণম্ ।
হোমঃ সন্ধ্যা তথা ধ্যানং ধারণা সকলং হরিঃ ॥ ৩

সূত উবাচ

প্রলয়ং জগতো বক্ষ্যে তং সর্ব্বং শৃণু শৌনক ।
চতুর্যু'গসহস্রান্ত কল্পো ব্রাহ্মদিনং স্মৃতম্ ॥ ৪
কৃত-ত্রেতা-দ্বাপরাদি-যুগাবস্থাং নিবোধ মে ।
কৃতে ধর্ম্মশ্চতুষ্পাচ্চ সত্যং দানং তপো দয়া ॥ ৫
ধর্ম্মপাতা হরিঃ শ্বেতঃ[1] সন্তুষ্টা জ্ঞানিনো নরাঃ ।
চতুর্বর্ষসহস্রাণি নরা জীবন্তি বৈ তদা ॥ ৬
কৃতান্তে ক্ষত্রিয়ৈর্বিপ্রা বিট্‌শূদ্রাশ্চ জিতা দ্বিজৈঃ ।
সুরক্তাজিতবলো বিষ্ণু রক্ষাংসি চ জঘান হ ॥ ৭
ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ্ধর্ম্মঃ সত্যদানদয়াত্মকঃ । নরা যজ্ঞপরাস্তস্মিংস্তথা ক্ষত্রোদ্ভবং জগৎ ॥ ৮

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে ব্যাস ! মুনিগণ ভক্তিপূর্ব্বক যে সকল ধর্ম্ম আচরণ করেন, আমি তাহা বলিয়াছি। এই সকল ধর্ম্ম আচরণ করিলেই বিষ্ণু সন্তুষ্ট হয়েন, তাহাতেই লোকের সুখ হইয়া থাকে। তর্পণ, হোম ও সন্ধ্যাবন্দন দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিবে। তাহাতেই হরি সন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ প্রদান করেন। ভগবান্ বিষ্ণুই পূজা, বিষ্ণুই হোম, বিষ্ণুই সন্ধ্যা, বিষ্ণুই ধারণা ; সকলই বিষ্ণুময় জ্ঞান করিবে। সূত কহিলেন, হে শৌনক ! জগতের প্রলয় কহিতেছি শ্রবণ কর। চারি সহস্র যুগে এক কল্প হয়, ইহাই ব্রহ্মার একদিন। এক্ষণে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরাদি যুগের অবস্থা কহিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যযুগে চারিপাদ ধর্ম্ম জানিবে। সত্য, দান, তপস্যা ও দয়া ইহারাই যথার্থ ধর্ম্ম। ১-৫

হরিই ধর্ম্ম পালন করেন। যে সকল মনুষ্য এইরূপে হরিকে জানেন, তাঁহারা চারিসহস্র বর্ষ জীবিত থাকিতে পারেন। সত্যযুগের অবসানকালে ক্ষত্রিয়সকল বিপ্রগণকে পরাজিত করিবে, আর বৈশ্য ও শূদ্রগণ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইবে। অমিতবলশালী বিষ্ণু রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিবেন। ত্রেতাযুগে সত্য, দান ও দয়া এই পাদত্রয়াত্মক ধর্ম্ম বিদ্যমান

১। হরিশ্চেতি।

রক্তো হরির্নৃভিঃ পূজ্যো নরা দশশতায়ুষঃ ।
তত্র বিষ্ণুর্ভীমরথঃ ক্ষত্রিয়ো রাক্ষসানহন্ ॥ ৯
দ্বিপাদবিগ্রহো ধর্ম্মঃ পীততামাগতে যুগে ।
চতুঃশতায়ুষো লোকা বিপ্রক্ষত্রোদ্ভবাঃ প্রজাঃ ॥ ১০
তত্র দৃষ্ট্বাল্পবুদ্ধীংশ্চ বিষ্ণুর্ব্যাসস্বরূপধৃক্ ।
তদেকন্তু চতুর্বেদং চতুর্দ্ধা ব্যভজৎ পুনঃ ॥ ১১
শিষ্যানধ্যাপয়ামাস নামতস্তান্ নিবোধ মে ।
ঋগ্বেদমথ পৈলন্তু সামবেদঞ্চ জৈমিনিম্ ॥ ১২
অথর্ব্বাণং সুমন্তুঞ্চ যজুর্ব্বেদং মহামুনিম্ । বৈশম্পায়নসংজ্ঞন্তু পুরাণং সূতমেব চ ।
অষ্টাদশপুরাণানি যৈর্বেদ্যো হরিরেব হি ॥ ১৩
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥ ১৪
ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা ।
ভবিষ্যং নারদীয়ঞ্চ স্কান্দং লৈঙ্গং বরাহকম্ ॥ ১৫
মার্কণ্ডেয়ং তথাগ্নেয়ং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমেব চ । কৌর্ম্মং মাৎস্যং গারুড়ঞ্চ বায়বীয়মনন্তরম্ ।
অষ্টাদশং সমুদ্দিষ্টং ব্রহ্মাণ্ডমিতি সংজ্ঞিতম্ ॥ ১৬

থাকিবে; মনুষ্যসকল যজ্ঞপরায়ণ হইবে; পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়প্রজার সংখ্যাবৃদ্ধি পাইবে। এই যুগে সকল মনুষ্যই বিষ্ণুতে অনুরক্ত থাকিবে; মনুষ্যের আয়ুর সংখ্যা সহস্রবর্ষ জানিবে। ক্ষত্রিয়েরা রাক্ষসকে বিনাশ করিবে। দ্বাপরযুগে ধর্ম্মের দুইপাদমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে; ঐ সময় অচ্যুত পীতবর্ণ হয়েন। এই যুগে লোকের আয়ুঃসংখ্যা চারিশতবর্ষের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়প্রজাতে পৃথিবী পরিপূর্ণ থাকিবে। ৮-১০

এই যুগে বিষ্ণু মনুষ্য সমূহকে অল্পবুদ্ধি দেখিয়া ব্যাসরূপ ধারণপূর্ব্বক এক বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করেন। ব্যাসরূপী বিষ্ণু শিষ্যদিগকে ঐ বেদ অধ্যাপনা করেন, এক্ষণে তাহার বিবরণ শ্রবণ কর। ব্যাসদেব পৈলনামক ঋষিকে ঋগ্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ, সুমন্তুকে অথর্ব্ববেদ, মহামুনি বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ এবং সূতকে অষ্টাদশ মহাপুরাণ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। উক্ত বেদে অষ্টাদশ মহাপুরাণে একমাত্র হরিই প্রতিপাদ্য হইয়াছেন। যাহাতে আদি সৃষ্টি, প্রতিসৃষ্টি, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত বর্ণিত আছে, তাহাকেই পুরাণ বলা যায় অর্থাৎ উক্ত লক্ষণান্বিত শাস্ত্রই পুরাণ বলিয়া বিখ্যাত। সমস্ত মহাপুরাণের সংখ্যা অষ্টাদশ—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, ভবিষ্য, নারদীয়, স্কন্দ, লিঙ্গ, বরাহ, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, কূর্ম্ম, মৎস্য, গরুড়, বায়ু এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। এই অষ্টাদশপুরাণই মহাপুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১১-১৬

অন্যান্যুপপুরাণানি মুনিভিঃ কথিতানি তু। আদ্যং সনৎকুমারোক্তং নারসিংহমথাপরম্। ১৭
তৃতীয়ং স্কান্দমুদ্দিষ্টং কুমারেণ তু ভাষিতম্। চতুর্থং শিবধর্মাখ্যং সাক্ষান্নন্দীশভাষিতম্। ১৮

দুর্ব্বাসসোক্তমাশ্চর্য্যং নারদোক্তমতঃ পরম্।
কাপিলং বামনঞ্চৈব তথৈবোশনসেরিতম্॥ ১৯

ব্রহ্মাণ্ডং বারুণঞ্চাথ কালিকাহ্বয়মেব চ। মাহেশ্বরং তথা সাম্বমেবং সর্ব্বার্থসঞ্চয়ম্
পরাশরোক্তমপরং মারীচং ভার্গবাহ্বয়ম্॥ ২০
পুরাণং ধর্মশাস্ত্রঞ্চ বেদাস্ত্বঙ্গানি যন্মুনে। ন্যায়ঃ শৌনক মীমাংসা আয়ুর্ব্বেদার্থশাস্ত্রকম্।
গান্ধর্ব্বশ্চ ধনুর্ব্বেদো বিদ্যা হ্যষ্টাদশ স্মৃতাঃ॥ ২১
দ্বাপরান্তে চ হরির্ভুবো ভারমপাহরৎ। একপাদস্থিতে ধর্ম্মে কৃষ্ণতাঞ্চাচ্যুতে গতে॥ ২২
জনাস্তদা দুরাচারা ভবিষ্যন্তি চ নির্দ্দয়াঃ। সত্ত্বং রজস্তম ইতি দৃশ্যন্তে পুরুষে গুণাঃ।
কালসঞ্চোদিতাস্তেঽপি পরিবর্ত্তন্ত আত্মনি॥ ২৩
প্রভূতন্তু যদা সত্ত্বং মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ। তদা কৃতযুগং বিদ্যাজ্জ্ঞানে তপসি যদ্রতিঃ॥ ২৪

যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু ভক্তির্যশসি দেহিনাম্।
তদা ত্রেতা রজোবৃত্তিরিতি জানীহি শৌনক॥ ২৫

উক্ত অষ্টাদশ মহাপুরাণ ব্যতীত অন্যান্য অনেকানেক উপপুরাণ মুনিগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন ; উপপুরাণের মধ্যে প্রথম সনৎকুমারোক্ত সনৎকুমারসংহিতা, দ্বিতীয় নারসিংহপুরাণ, তৃতীয় কুমারোক্ত স্কন্দপুরাণ, শিবধর্ম্মাখ্য নন্দীশ্বরভাষিত নন্দীশ্বরপুরাণ এই চতুর্থ উপপুরাণ। এতদ্ভিন্ন দুর্ব্বাসোক্ত ও নারদোক্ত উপপুরাণ আছে। আর কপিল-পুরাণ, বামনপুরাণ ও উশনোক্ত ঔশনস পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, বারুণ পুরাণ, কালিকাপুরাণ, মহেশ্বরপুরাণ, শাম্বপুরাণ এই সকল উপপুরাণমধ্যে পরিগণিত হয় এই সমস্ত গ্রন্থে অনেকানেক বিষয় বর্ণিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন পরাশরোক্ত, মরীচিকথিত ও ভৃগু-প্রণীত অনেকানেক ধর্ম্মশাস্ত্র কথিত হয়। ১৭-২০

পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, চারি বেদ, ষড়ঙ্গ, ন্যায়, মীমাংসা, আয়ুর্ব্বেদ, অর্থশাস্ত্র, গন্ধর্ব্বশাস্ত্র ও ধনুর্ব্বেদ ইহারা অষ্টাদশবিদ্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ। দ্বাপরযুগের অবসানে হরি পৃথিবীর ভারহরণ করেন ; পরে ধর্ম্মের একপাদমাত্র অবশিষ্ট থাকে। অচ্যুত হরি স্বয়ং কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েন। অতঃপর লোকসকল দুরাচার নির্দ্দয় হয়। সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয় পুরুষে বিদ্যমান আছে, কালসহকারে সেই সকল গুণের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। যখন লোকসকল প্রভূত শক্তিবিশিষ্ট হয়, লোকের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি প্রবল থাকে, তাহারই নাম সত্যযুগ। এই যুগে সমস্ত লোক তপস্যায় রত হয়। যেকালে প্রাণিমাত্রের কাম্যকর্ম্মে ও যশে ভক্তি হয়, সেই কালে ত্রেতাযুগের আবির্ভাব জানিবে। এই যুগে রজোগুণের প্রাবল্য হইয়া থাকে। ২১-২৫

একতো দানমেবাহুঃ সমগ্রবরদক্ষিণম্ । একতো ভয়ভীতস্য প্রাণিনঃ প্রাণরক্ষণম্ ॥ ৫

তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ যজ্ঞৈঃ স্নানেন বা পুনঃ ।
ধর্ম্মস্য নাশকা যে চ তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৬
যে চ হোম-জপ-স্নান-দেবতার্চ্চনতৎপরাঃ ।
সত্য-ক্ষমা-দয়াযুক্তাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৭
ন দাতা সুখ-দুঃখানাং ন চ হর্ত্তাস্তি কশ্চন ।
স্বকৃতান্যেব ভুঞ্জন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ ॥ ৮
ধর্ম্মার্থং জীবিতং যেষাং সন্তানার্থঞ্চ মৈথুনম্ ।
দেবার্থং তর্পণং যেষাং দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ৯
সন্তুষ্টঃ কো ন শক্নোতি ফলমূলৈশ্চ বর্ত্তিতুম্ ।
সর্ব্ব এব হি সৌখ্যেন সঙ্কটান্যবগাহতে ॥ ১০
এষ এব হি লোভস্য কার্য্যোঽয়মতিদুস্তরঃ[১] ।
লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাদ্দ্রোহঃ প্রবর্ত্ততে ।
লোভান্মোহশ্চ মায়া চ মানো মৎসর এব চ ॥ ১১
রাগ-দ্বেষানৃত-ক্রোধ-লোভ-মোহমদোজ্ঝিতঃ ।
যঃ শান্তঃ স পরং লোকং যাতি পাপবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১২

পুরুষের সর্ব্ববিধ অভিলষিত লাভ হয় ; দানই পুরুষকে স্বর্গ ও রাজ্যপ্রদান করে ; অতএব মানবগণ অবশ্য দান করিবে । পণ্ডিতেরা সমগ্র দক্ষিণার সহিত দান একপক্ষে ও ভয়ভীত প্রাণীর প্রাণরক্ষা অপর পক্ষে এই উভয়কে তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন । ১-৫

তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞ, স্নান এই সমস্ত কার্য্য করিয়াও যাহারা প্রকৃত ধর্ম্মের নাশ করেন, তাঁহারা চিরকাল নরকগামী হইয়া থাকেন । যাঁহারা হোম, জপ, স্নান, দেবতার্চ্চন প্রভৃতি সৎকার্য্যে তৎপর থাকিয়া সত্য, ক্ষমা, দয়া প্রভৃতি সদ্গুণে অলঙ্কৃত হয়েন, তাঁহারাই স্বর্গগামী হইতে পারেন । কেহ কাহাকে সুখ বা দুঃখ দান করিতে পারে না, সকলেই স্বকৃত কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে । যাঁহারা ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত জীবন দান করেন, তাঁহারা সকল দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন । যাঁহাদিগের চিত্ত সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, তাঁহারা ফলমূল শাকাদিদ্বারা জীবন ধারণ করিয়াও সুখ অনুভব করেন । সুখের লালসায় সকল ব্যক্তিই দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় । ৬-১০

লোভপরতন্ত্র হইলেই মনুষ্য দুষ্কর কার্য্য করিয়া থাকে । মনুষ্যের চিত্তে লোভ উপস্থিত হইলেই ক্রোধ প্রবল হইয়া উঠে । মনুষ্য লোভবশতঃ হিংসাদি গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় । মোহ, মায়া, অভিমান, মাৎসর্য্য, রাগ, দ্বেষ, মিথ্যাচরণ, এই সকল লোভ হইতে উৎপন্ন

১ । ইদমেব হি লোভস্য কার্য্যং হ্যতিদুস্তরম্ ।

দেবতা মুনয়ো নাগা গন্ধর্বা গুহ্যকা হর[1]।
ধার্মিকং পূজয়ন্তীহ ন ধনাঢ্যং ন কামিনম্ ॥ ১৩
ন বুদ্ধিবলবীর্যেণ[2] প্রজ্ঞয়া পৌরুষেণ বা।
অলভ্যং লভতে মর্ত্যস্তত্র কা পরিদেবনা ॥ ১৪
যথামিষং জলে মৎস্যৈর্ভক্ষ্যতে শ্বাপদৈর্ভুবি।
আকাশে পক্ষিভিশ্চৈব তথা সর্বত্র বিত্তবান্ ॥ ১৫
সর্বভূতদয়ামূলং সর্বেন্দ্রিয়বিনিগ্রহঃ।
সর্বত্রানিত্যবুদ্ধিশ্চ শ্রেয়ঃ পরমিদং স্মৃতম্ ॥ ১৬
পশ্যন্নিবাগ্রতো মৃত্যুং যো ধর্মং নাচরেন্নরঃ।
অজাগলস্তনস্যেব তস্য জন্ম নিরর্থকম্ ॥ ১৭
ভ্রূণহা ব্রহ্মহা গোঘ্নঃ পিতৃহা গুরুতল্পগঃ।
ভূমিং সর্বগুণোপেতাং দত্ত্বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৮
ন গোদানাৎ পরং দানং কিঞ্চিদস্তীহ মে মতিঃ।
যা গৌর্ন্যায়ার্জিতা দত্তা কৃৎস্নং তারয়তে কুলম্ ॥ ১৯

হয়। অতএব লোভ পরিত্যাগ করিবে। যে সাধু ব্যক্তি লোভ পরিত্যাগ করেন, তিনি সর্বপ্রকার পাপহীন হইয়া পরম লোক প্রাপ্ত হয়েন। হে হর। দেবতা, মুনি, নাগ, গন্ধর্ব ও গুহ্যকগণ, সকলেই ধার্মিকের অর্চনা করিয়া থাকেন, ধনাঢ্য বা কামীর অর্চনা কখন কেহ করে না। বুদ্ধি বল বীর্য প্রজ্ঞা ও পৌরুষ দ্বারাও যদি কোন মনুষ্য অলভ্য দ্রব্য লাভ করিতে না পারে, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে পরিতাপ করা অকর্তব্য। মাংসখণ্ড যেমন জলে থাকিলে মৎস্যে খায়, স্থলে থাকিলে শ্বাপদ জন্তুগণ খায় এবং আকাশে থাকিলে পক্ষীরা খাইয়া ফেলে, তদ্রূপ বিত্তবান্ ব্যক্তিও যেখানেই থাকুক না কেন কেহ না কেহ তাঁহাকে ভোগ করিবেই করিবে। সেই ব্যক্তি চিরকালই সকলের উপজীবিকা হইয়া থাকেন। ১১-১৫

সকল প্রাণীর প্রতি দয়া, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সর্ববস্তুতে অনিত্য-বুদ্ধি এই সমস্ত মনুষ্যের পরম শ্রেয়স্কর। সম্মুখে মৃত্যু বিদ্যমান আছে, এইরূপ জ্ঞান করিয়া যিনি ধর্মাচরণ না করেন, ছাগীর গলস্থিত স্তনের ন্যায় তাঁহার জন্ম বিফল জানিবে। ভ্রূণহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, ও পিতৃহত্যাকারী এবং গুরুপত্নীগামী ইহারা মহাপাপী বলিয়া পরিগণিত। সর্বগুণোপেতা ভূমি প্রদান করিলে ঐ সকল পাপী পাপ হইতে মুক্তি পাইতে পারে। হে বৃষধ্বজ। আমি নিশ্চয় জানি, ইহলোকে গোদান হইতে অন্য কোন প্রধান কার্যই নাই। যিনি ন্যায়োপার্জিত গোপ্রদান করেন, তিনি সকল পাপ হইতে নিজকুল পরিত্রাণ করিতে পারেন। ১৬-১৯

১। নরাঃ ইতি পাঠঃ। ২। অনন্তবলবীর্যেণ।

নান্নদানাৎ পরং দানং কিঞ্চিদস্তি বৃষধ্বজ । অন্নেন ধার্য্যতে সর্ব্বং চরাচরমিদং জগৎ ॥ ২০

কন্যাদানং বৃষোৎসর্গঃ জপস্তীর্থং[১] শ্রুতং তথা । হস্ত্যশ্বরথদানানি মণিরত্নবসুন্ধরাঃ ॥ ২১

অন্নদানস্য সর্ব্বাণি কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ।
অন্নাৎ প্রাণা বলং তেজস্তথা বীর্য্যং ধৃতিঃ স্মৃতিঃ ॥ ২২

কূপবাপীতড়াগাদি আরামাণি চ কারয়েৎ । ত্রিঃসপ্তকুলমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ২৩

সাধূনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থাদপি বিশিষ্যতে । কালেন ফলতে তীর্থং সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ ॥ ২৪

সত্যং দানং তপঃ শৌচং সন্তোষশ্চ ক্ষমার্জ্জবম্ ।
জ্ঞানং শমো দয়া দানমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ২৫

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ধর্ম্মসারকথনং নাম পঞ্চবিংশত্যধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২৫ ॥

হে বৃষবাহন ! অন্নদান হইতে প্রধান দান আর কিছুই নাই; এই চরাচর জগৎ অন্নদ্বারাই প্রতিষ্ঠিত আছে। কন্যাদান, বৃষোৎসর্গ, জপ, তীর্থসেবা, বেদাধ্যয়ন, হস্তি-অশ্ব-রথাদিদান, মণিরত্ন ও পৃথিবীদান, এই সমস্ত কর্ম্মও অন্নদানের ষোড়শাংশ ফল প্রদান করিতে পারে না। অন্ন হইতেই প্রাণিগণের প্রাণ, বল, তেজ, বীর্য্য, ধৃতি, স্মৃতি, এই সমুদয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কূপ, পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা ও উপবন নির্ম্মাণ করিয়া যিনি লোকের সন্তুষ্টির নিমিত্ত প্রদান করেন, তিনি নিজ ত্রিসপ্ত কুল উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুলোকে বাস করিতে পারেন। সাধুসঙ্গ অতি মহৎ পুণ্য, ইহা সর্ব্ববিধ তীর্থ হইতেও বিশেষ ফল প্রদান করে। তীর্থসেবা করিলে কালান্তরে তাহার ফললাভ হয়, কিন্তু সাধুসঙ্গ তৎক্ষণাৎ ফল প্রদান করে। সত্য, দান, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, শম, দয়া ও দান এই সমস্ত সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। ২০-২৫

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ধর্ম্মসার কথন নামক পঞ্চবিংশত্যধিক দ্বিশততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ২২৫।

১। বৃষোৎসর্গস্তীর্থসেবা।

চাণ্ডাল-শ্বপচান্নে বা বিণ্মূত্রে তু স্পৃষ্টেঽথবা[১]।
প্রায়শ্চিত্তং ত্রিরাত্রং স্যাৎ পরাকশ্চান্ত্যজাগমে ॥ ১৬

অকামতস্ত্রিয়ো গত্বা পরাকং তত্র পাবকম্। অন্ত্যজাতিপ্রসূতস্য প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ ১৭
মদ্যাদিস্পৃষ্টভাণ্ডেষু যদাপঃ পিবতে দ্বিজঃ। কৃচ্ছ্রপাদেন শুদ্ধ্যেত পুনঃ সংস্কারকর্মণা ॥ ১৮
যে প্রত্যবসিতা বিপ্রা প্রব্রজ্যাগ্নিজলাদিষু[২]। অনশনাদি সংপৃক্ত চিকীর্ষন্তি গৃহাশ্রমম্ ॥ ১৯

চারয়েৎ ত্রীণি কৃচ্ছ্রাণি ত্রীণি চান্দ্রায়ণানি বৈ।
জাতকর্মাদিসংস্কারং বশিষ্ঠো মুনিরব্রবীৎ ॥ ২০
প্রাজাপত্যাদিভির্ভক্তা স্ত্রী তবোচ্ছিষ্টভোজনাৎ[৩] ॥ ২১

উচ্ছিষ্টোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টঃ শুনা শূদ্রেণ বা দ্বিজঃ। উপোষ্য রজনীমেকাং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ২২
বর্ণবাহ্যেন সংস্পৃষ্টঃ পঞ্চরাত্রেণ বৈ তথা। অদুষ্টাঃ সন্ততা ধারা বাতোদ্ধূতাশ্চ রেণবঃ।
স্ত্রিয়ো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ ন দুষ্যন্তি কদাচন ॥ ২৩

নিত্যমাস্যং শুচি স্ত্রীণাং শকুনেঃ পাতিতং ফলম্।
প্রস্রবে[৪] চ শুচির্বৎসঃ শ্বা মৃগগ্রহণে শুচিঃ ॥ ২৪

চণ্ডাল ও শ্বপচের অন্ন, বিষ্ঠা বা মূত্র স্পর্শ করিলে ত্রিরাত্র উপবাসরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। অন্ত্যজস্ত্রীগমন করিলে পরাকব্রতই সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত জানিবে। অকামতঃ পরস্ত্রীগমন করিলে পরাকব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিলে শুদ্ধ হইবে; অন্ত্যজাতিপ্রসূত ব্যক্তির কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত উক্ত নাই। ব্রাহ্মণ মদ্যাদিদূষিত ভাণ্ডে জলপান করিলে কৃচ্ছ্রপাদ ব্রত আচরণ করিয়া পুনর্ব্বার সংস্কার দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ যদি ভোজন করিতে করিতে বজ্রপাত, অগ্ন্যুৎপাত বাতাদি উপস্থিত হইলে সেই অন্ন-পানাদি লইয়া গৃহান্তরে গমন পূর্ব্বক ভোজন করেন, তবে সেই ব্রাহ্মণ তিনটি কৃচ্ছ্রব্রত ও তিনটি চান্দ্রায়ণব্রত আচরণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার জাতকর্মাদি সংস্কার করিবেন। বশিষ্ঠ মুনি এই ব্যবস্থা নিরূপণ করিয়াছেন। ১৬-২০

উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণকে যদি অন্য উচ্ছিষ্ট ব্যক্তি, কুক্কুর বা শূদ্র স্পর্শ করে, কিংবা ব্রাহ্মণ যদি একাদিত্যে দ্বিভোজন করে, তবে সেই ব্রাহ্মণ এক রাত্রি উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পানদ্বারা শুদ্ধ হইবেন। ব্রাহ্মণস্ত্রী উচ্ছিষ্টভোজনে দুষ্টা হইলে প্রাজাপত্যাদি দ্বারা শুদ্ধ হইবে। বর্ণবাহ্য (বর্ণসঙ্কর) জাতি উচ্ছিষ্টমুখ ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিলে সেই ব্রাহ্মণ পঞ্চরাত্রি উপবাস দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিতে পারেন। অবিচ্ছিন্ন ধারাজল ও বাতোদ্ধূত ধূলিসকল অদুষ্ট বলিয়া জানিবে; স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধ ইহারা কদাচ দূষিত হয় না। স্ত্রীর মুখ সর্ব্বদা শুচি; পক্ষিগণ যে সকল ফল পাতিত করে, সেই সকল ফলও শুচি। বৎসগণ মুখদ্বারা যে দুগ্ধ স্রাবিত করে সেই দুগ্ধ অশুচি হয় না। শ্বা যাহা কিছু গ্রহণ করে, তাহাও শুচি বলিয়া পরিগণিত।

১। স্পৃষ্টেন বা। ২। প্রব্রজ্যাগ্নিপতনাদিষু। ৩। তবোচ্ছিষ্টভোজনাৎ। ৪। প্রস্রবে।

উদকে চো- কস্থস্থ মলেষু স্থলজং শুচি ।
পাদৌ স্থাপ্যৌ চ তত্রৈব আচান্তঃ শুচিতামিয়াৎ । ২৫

ভস্মনা শুধ্যতে কাংস্যং সুরয়া যন্ন লিপ্যতে । মূত্রেণ সুরয়া মিশ্রং তাপনৈঃ খলু শুধ্যতি । ২৬
গবাঘ্রাতানি কাংস্যানি শূদ্রোচ্ছিষ্টানি যানি চ । কাক-শ্বানহতান্যেব শুধ্যন্তে দশভস্মনা । ২৭
শূদ্রভাজনভোক্তা যঃ পঞ্চগব্যমুপোষিতঃ । উচ্ছিষ্টং স্পৃশতে বিপ্রঃ শ্বশূদ্রশ্বাপদাদিকম্[১] ।
উপোষিতঃ পঞ্চগব্যাচ্ছুধ্যেৎ স্পৃষ্ট্বা রজস্বলাম্ । ২৮
জলহীনেষু দেশেষু চৌরব্যাঘ্রাকুলে পথি । কৃত্বা মূত্রপুরীষন্তু দ্রব্যহস্তো ন দুষ্যতি । ২৯

ভূমৌ নিক্ষিপ্য তদ্দ্রব্যং শৌচং কৃত্বা সমাহিতঃ । ৩০
আরনালং দধি ক্ষীরং তক্রঞ্চ কৃশরঞ্চ যৎ ।
শূদ্রাদপি চ তদ্গ্রাহ্যং মাংসং মধু তথান্ত্যজাৎ । ৩১
গৌড়ীং পৈষ্টীঞ্চ মাধ্বীঞ্চ বিপ্রাদির্যঃ সুরাং পিবেৎ ।
সুরাং পিবন্ দ্বিজঃ শুধ্যেদগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ ।
গোমূত্রমুদকং বাপি অতপ্তঃ শুদ্ধতাং ব্রজেৎ । ৩২

জলস্থিত কোন অপবিত্র বস্তুদ্বারা সেই জল অশুদ্ধ হয় না। স্থলে অপবিত্র বস্তু থাকিলেও সেই স্থলস্থ বস্তু অশুদ্ধ হয় না; কিন্তু সেই সকল বস্তুতে পাদস্থাপন করিলে আচমন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২১-২৫

যে কাংস্যপাত্র সুরালিপ্ত হয় নাই, কিন্তু অন্য কোন প্রকারে অশুদ্ধ হইয়াছে, তাহা ভস্মদ্বারা মার্জ্জন করিলেই শুদ্ধ হইবে। মূত্র এবং সুরালিপ্ত কাংস্যপাত্র অগ্নিপ্রতাপদ্বারা শুদ্ধ করিবে। গো কর্ত্তৃক আঘ্রাত, শূদ্রোচ্ছিষ্টসংলগ্ন এবং কাক ও কুক্কুরোচ্ছিষ্ট কাংস্যপাত্র ভস্মদ্বারা দশবার মার্জ্জন করিলে শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ শূদ্রের ভাজনে ভোজন করিলে একরাত্রি উপবাস করিয়া পঞ্চগব্যপানে শুদ্ধ হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্টমুখে অপরের উচ্ছিষ্ট, কুক্কুর বা শূদ্র স্পর্শ করিলেও পূর্ব্বোক্ত প্রায়শ্চিত্তদ্বারা নিষ্পাপ হইবে। রজস্বলা নারী স্পর্শ করিলে পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। জলহীন প্রদেশে কিংবা চৌরব্যাঘ্রাদিসমাকুল পথে কোন দ্রব্য হস্তে করিয়া মূত্রপুরীষ পরিত্যাগ করিলেও সেই দ্রব্য দূষিত হয় না; পরে সেই দ্রব্য ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং শৌচাদি কার্য্য সমাধান-পূর্ব্বক সেই দ্রব্য গ্রহণ করিবে। ২৫-৩০

কাঞ্জি, দধি, ক্ষীর, ঘোল ও কৃশর এই সকল দ্রব্য শূদ্রের নিকটে গ্রহণ করিতে দোষ নাই। মাংস ও মধু এই দুই দ্রব্য অন্ত্যজাতির নিকট গ্রহণ করা যায়। ব্রাহ্মণ গৌড়ী, পৈষ্টি অথবা মাধ্বী সুরাপান করিলে অগ্নিবর্ণ সুরাপান করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। গোমূত্র কিংবা জল অগ্নিবৎ উত্তপ্ত করিয়া পান করিলেও সেই পাপী শুদ্ধ হইতে

১। শ্বশূদ্রস্তাপরাধিকঃ।

নটীং শৈলূষিকীঞ্চৈব রজকীং বেণুজীবিকাম্ ।
মাতুলস্য সুতাং গত্বা মাতুলানীং ব্রজন্ নরঃ ॥ ৩৩
গুরুপুত্রীং ভ্রাতৃভার্য্যাং সখ্যুঃ স্যাৎ তপ্তকৃচ্ছ্রকম্ ।
মাতৃস্বসুর্দুহিতুশ্চ গমনে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥ ৩৪
শৃগালশূকরোচ্ছিষ্টভোজী ষড়্রাত্রকৃচ্ছ্রচিঃ । তপ্তকৃচ্ছ্রাচ্ছুচির্দ্বা কবচং তক্রবারেণকম্ ॥ ৩৫
অগ্নিদো গরদশ্চৈব তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি ।
শূদ্রস্য সূতকে ভুক্তে মৃতকাশৌচজং জপেৎ ॥ ৩৬
বৈশ্যে পঞ্চশতং দশাং গায়ত্র্যাঃ ক্ষত্রিয়ে চ ।
শতং বিপ্রস্য ভুক্ত্বৈবং প্রাণপাতেন সূতকে ॥ ৩৭
শুচির্বিপ্রো দশাহেন ক্ষত্রিয়ো দ্বাদশাহতঃ ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥ ৩৮
হতানাং যুদ্ধে যজ্ঞাদৌ দেশান্তরগতেষু চ ।
মাসে প্রেতে চ ষণ্মাসে সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে ॥ ৩৯
অবিবাহ্যা তথা কন্যা দ্বিজো যো মৌঞ্জিবর্জ্জিতঃ
জাতদন্তস্য বালস্য[১] কুমারী চ ত্রিবর্ষিকা ॥ ৪০
তেষাং ত্রিদিনমাত্রেণ গর্ভস্রাবে চ রাত্রিভিঃ । সূতকে মাসকন্যাতি[২] চতুর্থেহহ্নি রজস্বলা ॥ ৪১

পারে। নটী, শৈলূষিকী, রজকী, বেণুজীবিনী, মাতুলকন্যা, মাতুলানী, ভ্রাতৃভার্য্যা, কিম্বা বন্ধুপত্নী গমন করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র আচরণ দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারে। মাতৃস্বসার কন্যা ও নিজ কন্যা গমনে কোনরূপ নিষ্কৃতি বিহিত হয় নাই। শৃগাল কিংবা শূকরের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে ষড়্‌রাত্র উপবাসাত্মক ব্রত করিবে। ৩১–৩৫

গৃহে অগ্নিপ্রদাতা, বিষদাতা, অথবা কাহারও কোন অঙ্গচ্ছেদকারী ব্যক্তি তপ্তকৃচ্ছ্রব্রত আচরণ দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারে। শূদ্রের সূতকাশৌচে বা মৃতাশৌচে ভোজন করিলে বৈশ্য আটশত বার, ক্ষত্রিয় পঞ্চশতবার এবং ব্রাহ্মণ শতবার গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। জননাশৌচ উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ দশাহে, ক্ষত্রিয় দ্বাদশাহে, বৈশ্য পঞ্চদশাহে ও শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয় যদি যুদ্ধে, যজ্ঞাদিতে কিংবা দেশান্তর গমনে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে সদ্যঃ শৌচ বিধান আছে। বর্ষাদের বালক মরিলে জ্ঞাতিগণ সদ্যঃ শুদ্ধ হইয়া থাকে। অবিবাহিতা কন্যা, অনুপনীত ব্রাহ্মণ, জাতদন্ত বালক ও ত্রিবর্ষিকা বালিকা ইহাদিগের ত্রিরাত্রি অশৌচ হইয়া থাকে। গর্ভস্রাব হইলেও ত্রিরাত্রি অশৌচ ব্যবস্থা আছে। কন্যাজননে সর্ব্ববর্ণের মাতার মাসাশৌচ হয়। রজস্বলা নারী চতুর্থ দিবসে শুদ্ধিলাভ করে। ৩৬–৪১

১। জাতদন্তশ্চ বালশ্চ। ২। সূত্যাহাং।

দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রসম্পাতে সূতকে মৃতকেঽপি বা। নিয়মাশ্চ ন দুষ্যন্তি দানধর্ম্মপরাস্তথা।
দীক্ষিতাশ্চাভিষিক্তাশ্চ ব্রততীর্থপরাস্তথা ॥ ৪২

দীক্ষাকালে বিবাহাদৌ দেবদ্বিজনিমন্ত্রিতে।
পূর্ব্বসঙ্কল্পিতে বাপি নাশৌচং মৃতসূতকে ॥ ৪৩
প্রসূতপত্নীসংস্পর্শাদশুচিঃ স্যাৎ তথা দ্বিজঃ ॥ ৪৪

অগ্নয়ো যত্র হূয়ন্তে বেদো বা যত্র পঠ্যতে। সততং বৈশ্বদেবাদি ন তেষাং সূতকং ভবেৎ ॥ ৪৫
শূদ্রো ধর্ম্মমন্ত্রপূতঃ পাক্ষিকেণ শুধ্যতি। বিপ্রাদীনাং বিপন্নানামেকরাত্রমশৌচকম্।
অগ্নিহোত্রী ব্রতী মন্ত্রী ন তেষাং সূতকং ভবেৎ ॥ ৪৬

রজস্বলা যদা স্পৃষ্টা শ্বান-চণ্ডাল-সূকরৈঃ।
নিরাহারা ভবেৎ তাবৎ স্নানকালেন শুধ্যতি ॥ ৪৭
তয়া কৃতে গৃহে কর্ম্ম পাপিষ্ঠং তৎকৃতঞ্চ যৎ।
অশুচে চ গৃহে ভুঙ্‌ক্তে ত্রিরাত্রাচ্ছুধ্যতি দ্বিজঃ ॥ ৪৮

ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা চৈব রজস্বলা। অন্যোন্যস্পর্শনাৎ তত্র ব্রাহ্মণী তু ত্রিরাত্রতঃ ॥ ৪৯

দ্বিরাত্রতঃ ক্ষত্রিয়া চ তথা বৈশ্যা হ্যপোষিতা।
শূদ্রা স্নানেন শুধ্যেত স্তোমাদং[১] ন বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৫০

দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, জননাশৌচে, মরণাশৌচে,—দানধর্ম্মপরায়ণ, দীক্ষিত, অভিষিক্ত ব্রতসমন্বিত, তীর্থপ্রবৃত্ত, এই সমস্ত ব্যক্তিদিগের দান ধর্ম্মাদি নিয়মভঙ্গ হইলেও কোন দোষ হয় না। দীক্ষাকালে বিবাহাদিতে, শ্রাদ্ধার্থ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইলে এবং পূর্ব্বসঙ্কল্পিত কার্য্যে মৃতাশৌচ বা সূতকাশৌচ প্রতিবন্ধক হয় না। ব্রাহ্মণ প্রসূতা পত্নীকে স্পর্শ করিলে অশুচি হয়। নিত্যহোমে, বেদপাঠে অথবা বৈশ্বদেবাদিকার্য্যে সূতকাশৌচের দোষ গণনা করিবে না। শূদ্রও যদি ধর্ম্মাচরণ ও মন্ত্র জপাদি দ্বারা পবিত্র স্বভাব হয়, তবে পঞ্চদশ দিনেই শুদ্ধিলাভ করিতে পারে। দ্বিজগণ যদি কোন কারণে বিপন্ন হইয়া পড়ে, তখন একরাত্র অশৌচগণনা করিলেই চলিবে। অগ্নিহোত্রী ব্রতী, পুরশ্চরণাদি মন্ত্র সাধন কার্য্যে নিরত ব্যক্তিগণের সূতকাশৌচ হয় না। ৪২—৪৬

রজস্বলা রমণী যদি কুক্কুর, চণ্ডাল কিংবা শূকর দ্বারা স্পৃষ্ট হয়, তবে যাবৎ স্নান না করিবে তাবৎ নিরাহার থাকিয়া স্নানান্তে শুদ্ধি লাভ করিবে। তাহার কৃত গৃহকার্য্য সমুদয় পাপজনক হইয়া থাকে; অতএব সেই নারী স্নান না করা পর্য্যন্ত কোন গৃহকার্য্য করিবে না। ব্রাহ্মণ অশুচ গৃহে ভোজন করিলে ত্রিরাত্র উপবাস ব্রতের পর শুদ্ধ হইতে পারে। ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রাণী, ইহারা রজস্বলা হইয়া পরস্পরকে স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণী ত্রিরাত্রে, ক্ষত্রিয়া দ্বিরাত্রে, বৈশ্যা উপবাস করিয়া এবং শূদ্রাণী স্নানমাত্রে শুদ্ধ হইবে

১। স্তোমার্থং।

কাকশ্বানোপনীতঞ্চ অন্নং বাহ্যে তৎ ত্যজেৎ ।
সুবর্ণাদ্ভিঃ সমভ্যুক্ষ্য হুতাশে চ প্রতাপয়েৎ ॥ ৫১

কূপে চ পতিতো দৃষ্ট্বা শ্ব-সৃগালৌ চ মর্কটম্ । তৎকূপস্যোদকং পীত্বা শুদ্ধ্যেদ্বিপ্রস্ত্রিভির্দিনৈঃ ।
ক্ষত্রিয়োঽহর্দ্বয়েনৈব বৈশ্যঃ শুদ্ধ্যেদ্দিনৈকতঃ ॥ ৫২

অস্থি চর্ম মলং বাপি মূষিকং যদি কূপতঃ ।
উদ্ধৃত্য তোয়কং পঞ্চগব্যাম্বুনোক্ত শোধিতম্ ॥ ৫৩
তড়াগে পুষ্করিণ্যাদৌ তজ্জাদিপতিতে তথা ।
ষষ্টিকুম্ভান্[1] উদ্ধৃত্য পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৫৪

স্ত্রীরজঃপতিতেঽপ্যেবং ত্রিংশৎকুম্ভান্ সমুদ্ধরেৎ । অগম্যাগমনং কৃত্বা মদ্যগোমাংসভক্ষণম্ ॥ ৫৫
শুধ্যেচ্চান্দ্রায়ণাদ্বিপ্রঃ প্রাজাপত্যেন ভূমিপঃ ॥ ৫৬

বৈশ্যঃ[2] সান্তপনাচ্ছূদ্রঃ পঞ্চাহোভির্বিশুধ্যতি ।
প্রায়শ্চিত্তে কৃতে কুর্যাৎ সর্বেষাং ব্রাহ্মণভোজনম্ ॥ ৫৭
ক্রীড়ায়াং শয়নীয়াদৌ নীলীবস্ত্রং ন দুষ্যতি ।
নীলীবস্ত্রং ন স্পৃশেচ্চ নীলী চ নিরয়ং ব্রজেৎ ॥ ৫৮

থাকে। কাক ও কুকুর অন্ন ভক্ষণ করিলে সেই অন্ন বহির্দেশে পরিত্যাগ করিবে। কাক-কুকুরস্পৃষ্ট অন্ন সুবর্ণজলদ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া অগ্নিতে তাপিত করিয়া লইবে। ৪৭-৫১

কুকুর, শৃগাল ও বানরকে কূপে পতিত দর্শন করিয়া সেই কূপে জলপান করিলে ব্রাহ্মণ ত্রিরাত্রে, ক্ষত্রিয় দুই রাত্রে ও বৈশ্য এক রাত্রে শুদ্ধ হইতে পারে। যদি কূপমধ্যে অস্থি, চর্ম, বিষ্ঠা কিম্বা মূষিক দৃষ্ট হয়, তবে সেই কূপের জল উদ্ধৃত করিয়া তাহাতে পঞ্চগব্য নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ করিলেই সেই জল শুদ্ধ হয়। ঐরূপ দূষিত দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী প্রভৃতিতে বালুকা নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর তাহা হইতে ছয় কলসী জল উদ্ধৃত করিয়া তাহাতে পঞ্চগব্য নিক্ষেপ করিবে। ঐরূপ করিলেই সেই দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী প্রভৃতির জল শুদ্ধ হয়। দীর্ঘিকা প্রভৃতির জলে যদি রজস্বলা স্ত্রীর শোণিতপাত হয়, তবে তাহা হইতে ত্রিংশৎ-কুম্ভ জল উদ্ধৃত করিয়া ফেলিলে ঐ দীর্ঘিকা প্রভৃতি শুদ্ধ হইয়া থাকে। অগম্যাগমন, মদ্যপান বা গোমাংসভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণ ব্রত, ক্ষত্রিয় প্রাজাপত্য ব্রত, বৈশ্য সান্তপনব্রত এবং শূদ্র পঞ্চাহ উপবাস করিলে পাপ হইতে শুদ্ধ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণই পাপের যথোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গোপ্রাণ প্রদানপূর্বক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। নীলবস্ত্র ক্রীড়াকালে ও শয়নীয় উপাধানাদিতে দূষিত নহে, অন্যত্র নীলবস্ত্র স্পর্শও করিবে না। কেহ নীলবস্ত্র ব্যবহার করিলে তাহাকে নরকে গমন করিতে হয়। ৫২-৫৮

১। ষট্‌কুম্ভানপ। ২। বৈশ্যো বৈশ্যাহত পরম্।

ব্রহ্মহা চ সুরাপশ্চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ ।
(সেতুং) অক্ষং দৃষ্ট্বা বিশুধ্যন্তে তৎসংযোগী চ পঞ্চমঃ ॥ ৫৯
ততো ধেনুশতং দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনম্ ।
ব্রহ্মহা দ্বাদশাব্দানি কুটীং কৃত্বা বনে বসেৎ ॥ ৬০
ভৈক্ষ্যাশ্যাত্মবিশুদ্ধ্যর্থং কৃত্বা শবশিরোধ্বজম্ ।
প্রাস্যেদাত্মানমগ্নৌ বা স যুদ্ধে দ্বিজকারণে ॥ ৬১
*সর্বস্বং বা বেদবিদে ব্রাহ্মণায়োপপাদয়েৎ   ক্ষিপেদাত্মানমগ্নৌ বা সুসমিদ্ধে সুরাপী তু ॥ ৬২
স্তেয়ী সর্বস্বং বেদবিদে ব্রাহ্মণায়োপপাদয়েৎ ।
বৃষভৈকসহস্রং গাং দদ্যাচ্চ গুরুতল্পগঃ[1] ॥ ৬৩
কৃচ্ছ্রপাদং চরেদ্রোধে দ্বৌ পাদৌ বন্ধনে পশোঃ ।
সর্বকৃচ্ছ্রং নিপাতে স্যাৎ কান্তারে গৃহদাহতঃ ॥ ৬৪
ঘণ্টাভরণদোষেণ কৃচ্ছ্রপাদং মৃতে পশৌ ॥ ৬৫
অস্থিভঙ্গং গবাং কৃত্বা শৃঙ্গভঙ্গমথাপি বা ।
ত্বগ্‌ভেদং পুচ্ছনাশং বা মাসার্দ্ধং যাবকং পিবেৎ ॥ ৬৬

ব্রহ্মহত্যাকারী, সুরাপী, স্বর্ণচোর ও গুরুপত্নীগামী ইহারা মহাপাপী বলিয়া খ্যাত, যে ব্যক্তি উক্ত মহাপাপীদিগের সংসর্গ করে, সেও ঐরূপ পাপী হইয়া থাকে। উক্তরূপ পাপীরা প্রায়শ্চিত্তান্তে নক্ষত্র দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইতে পারে। ব্রহ্মবধরূপ মহাপাপে লিপ্ত হইলে একশত ধেনু দান করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে; তারপর কুটীর নির্মাণ করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বনে বাস করিবে। যাহাকে হনন করিয়াছে, তাহার মস্তক অথবা ব্রহ্মহত্যার চিহ্নস্বরূপ কোনও দ্রব্য প্রকাশ্যরূপে লইয়া ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে; এরূপ করিলে দ্বাদশ বর্ষান্তে পাপমুক্ত হইতে পারে। অথবা ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তি বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে সর্বস্ব দানপূর্বক ব্রাহ্মণের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিবে কিম্বা প্রজ্বলিত অনলে দেহ বিসর্জন এই সকলের যে কোন কর্ম দ্বারাই ব্রহ্মহা ব্যক্তি পবিত্র হইতে পারে। সুরাপায়ী ব্যক্তি প্রদীপ্ত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিবে। ৫৯-৬২

চৌরব্যক্তি বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে সর্বস্ব প্রদান করিলে শুদ্ধ হইতে পারে। গুরুপত্নীগামী শুদ্ধির নিমিত্ত একশত ধেনু ও একটী বৃষ ব্রাহ্মণকে দিবে। রুদ্ধাবস্থায় কোন পশুর মরণ হইলে পশুস্বামী সেই পশুহত্যার যথোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। বন্ধনাবস্থায় পশুর মৃত্যু হইলে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত জানিবে। দুর্গমস্থানে অথবা অগ্নিদাহে যদি পশুর মরণ হয়, তবে পশুস্বামী সর্বকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ভূষণ দোষের দোষে গবাদি পশু মরিলে এক পাদ প্রায়শ্চিত্ত বিধি। গোরুর অস্থিভঙ্গ, শৃঙ্গভঙ্গ, চর্মভেদ, পুচ্ছকর্তন অথবা নাসাচ্ছেদ করিলে

১। দদ্যাদ্বিপ্রায় শুদ্ধয়ে ইতি পাঠান্তরম্।

সর্ব্বং হত্যাথশস্ত্রাদ্যৈর্নিশ্চয়ং কৃচ্ছ্রমেব চ।
অজ্ঞানাৎ প্রাশ্য বিণ্মূত্রং সুরাসংস্পৃষ্টমেব চ।
পুনঃ সংস্কারমর্হন্তি ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ॥ ৬৭
বপনং মেখলা দণ্ডো ভৈক্ষ্যচর্য্যা ব্রতানি চ।
নিবর্ত্তন্তে দ্বিজাতীনাং পুনঃ সংস্কারকর্মণি॥ ৬৮
আমমাংসং ঘৃতং ক্ষৌদ্রং স্নেহাশ্চ ফলসম্ভবাঃ।
অন্ত্যভাণ্ডস্থিতাঃ সর্ব্বে নিষ্ক্রান্তাঃ শুচয়ঃ স্মৃতাঃ॥ ৬৯
একভক্তং ক্রমান্নক্তমেকৈকাহমযাচিতম্।
উপবাসঃ পাদকৃচ্ছ্রং কৃচ্ছ্রার্দ্ধং দ্বিগুণং হি তৎ॥ ৭০
প্রাজাপত্যং তত্ত্রিগুণং সর্ব্বপাতকনাশনম্।
কৃচ্ছ্রং সপ্তোপবাসৈশ্চ মহাসান্তপনং স্মৃতম্॥ ৭১
ত্র্যহমুষ্ণং পিবেদাপস্ত্র্যহমুষ্ণং পয়ঃ পিবেৎ।
ত্র্যহমুষ্ণং পিবেৎ সর্পিস্তপ্তকৃচ্ছ্রমথাপরম্॥ ৭২
দ্বাদশাহোপবাসেন পরাকঃ সর্ব্বপাপহা।
একৈকং বর্দ্ধয়েৎ পিণ্ডং শুক্লে কৃষ্ণে চ হ্রাসয়েৎ॥ ৭৩

অর্দ্ধমাস বাধকপানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। যদি শস্ত্রাদির আঘাতে গরু দেহ করে তবে পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। যদি অজ্ঞানবশতঃ বিষ্ঠা, মূত্র বা সুরাসংস্পৃষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজাতিগণ পুনর্ব্বার স্ব স্ব বিহিত সংস্কার করিবে। ৬৩-৬৭

পুনর্ব্বার শিরোমুণ্ডন, মেখলাধারণ, দণ্ডগ্রহণ, ভিক্ষাচারণ প্রভৃতি কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলেই দ্বিজাতিদিগের সংস্কার হইয়া থাকে। অপক্ব মাংস, ঘৃত, মধু ও স্নেহ দ্রব্য যাবৎ অন্ত্যজ জাতির ভাণ্ডে অবস্থিত থাকে, তাবৎ উহারা অশুদ্ধ, কিন্তু ঐ ভাণ্ড হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেই উহারা শুদ্ধ হইয়া থাকে। এক দিন একাহার তৎপর দিন নক্তভোজন তারপরদিন অযাচিতাহার, তৎপরদিন উপবাস এইরূপ চারি দিবস আহারসংযম করিলেই পাদকৃচ্ছ্র হইয়া থাকে। পাদকৃচ্ছ্রের দ্বিগুণ হইলেই এক প্রাজাপত্য হয়, এই প্রাজাপত্য ব্রত সর্ব্বপাপ নাশ করে। সপ্তদিন উপবাস করিলে এক মহাসান্তপন ব্রত হয়। তিন দিন উষ্ণ জলপান, তৎপর তিনদিন উষ্ণ দুগ্ধপান, পরবর্ত্তী তিন দিন উষ্ণ ঘৃতপান করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত হইয়া থাকে। এই ব্রত সর্ব্ববিধ পাপনাশ করে। ৬৮-৭২

দ্বাদশদিন উপবাস করিলে এক পরাকব্রত হয়। পরাকব্রত সর্ব্বপাপনাশক। শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ্ দিন একগ্রাসমাত্র ভক্ষণ করিবে; তৎপর পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রতিদিন এক এক গ্রাস বৃদ্ধি করিবে, পরে কৃষ্ণ প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত এক এক গ্রাস হ্রাস

পয়ঃ কাঞ্চনবর্ণায়াঃ শ্বেতবর্ণায়াশ্চ গোময়ম্[১] ।
গোমূত্রং তাম্রবর্ণায়া নীলবর্ণাভবং ঘৃতম্ ॥ ৭৪
দধি স্যাৎ কৃষ্ণবর্ণায়া দর্ভোদকসমাযুতম্ ।
গোমূত্রমাষকাস্ত্বষ্টৌ গোময়স্য চতুষ্টয়ম্ ॥ ৭৫
ক্ষীরস্য দ্বাদশ প্রোক্তা দধ্নস্তু দশ উচ্যতে ।
ঘৃতস্য মাষকাঃ পঞ্চ পঞ্চগব্যং মলাপহম্ ॥ ৭৬
মুনিভিশ্চরিতা ধর্ম্মা উক্ত্যা ব্যাস মযোদিতাঃ ।
বৈদিকস্মার্ত্তমার্গে চৈব মুখাদিপরিচারকাঃ ॥ ৭৭
তর্পণেন চ হোমেন সন্ধ্যায়া বন্দনেন চ ।
প্রাপ্যতে ভগবান্ বিষ্ণুর্ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদঃ ॥ ৭৮
ধর্ম্মো বিষ্ণুর্ব্রতো বিষ্ণুঃ পূজা বিষ্ণুস্তু তর্পণম্ ।
হোমঃ সন্ধ্যা তথা ধ্যানং ধারণা সকলং হরিঃ[২] ॥ ৭৯

শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে প্রায়শ্চিত্তকথনং নাম ষড়্বিংশত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২৬ ॥

করিয়া ভক্ষণ করিবে, ইহার নাম চান্দ্রায়ণব্রত। কাঞ্চনবর্ণা গাভীর দুগ্ধ, শ্বেতবর্ণা গাভীর গোময়, তাম্রবর্ণা গাভীর মূত্র, নীলবর্ণা গাভীর ঘৃত, কৃষ্ণবর্ণা গাভীর দধি ও কুশোদক এই সকলকে পঞ্চগব্য বলা যায়। পঞ্চগব্য গ্রহণ করিতে হইলে গোমূত্র আট মাষা, গোময় চারি মাষা, দুগ্ধ দ্বাদশ মাষা, দধি দশ মাষা এবং ঘৃত পাঁচ মাষা পরিমাণে লইবে। পঞ্চগব্য সর্ব্বপ্রকার আন্তরিক মল বিনাশ করে। ৭৩-৭৯

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে প্রায়শ্চিত্তকথন নামক ষড়্বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২৬ ॥

১। শ্বেতবর্ণে চ গোময়ম্।
২। ৭৭ হইতে ৭৯ শ্লোকগুলি অন্য পুস্তকে নাই। এখানেও বঙ্গানুবাদ নাই। কিন্তু পরের অধ্যায়ের প্রথমে দেখা যাইতেছে। মনে হয় উহাই ঠিক।

সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

মুনিভিশ্চরিতা ধর্ম্মা উক্তাং ব্যাস ময়োদিতাঃ।
যৈর্বিষ্ণুস্তুষ্যতে তেন সুখাদিপরিচারকাঃ ॥ ১

তর্পণেন চ হোমেন সন্ধ্যয়া বন্দনেন চ। প্রাপয়তে ভগবান্ বিষ্ণুর্ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদঃ ॥ ২

ধর্ম্মো হি ভগবান্ বিষ্ণুঃ পূজা বিষ্ণুশ্চ তর্পণম্।
হোমঃ সন্ধ্যা তথা ধ্যানং ধারণা সকলং হরিঃ ॥ ৩

সূত উবাচ

প্রলয়ং জগতো বক্ষ্যে তৎ সর্ব্বং শৃণু শৌনক।
চতুর্যুগসহস্রন্তু কল্পো ব্রাহ্মদিনং স্মৃতম্ ॥ ৪
কৃত-ত্রেতা-দ্বাপরাদি-যুগাবস্থাং নিবোধ মে।
কৃতং ধর্ম্মশ্চতুষ্পাচ্চ সত্যং দানং তপো দয়া ॥ ৫
ধর্ম্মং পাতা হরিস্তেষু[1] সন্তুষ্টা জ্ঞানিনো নরাঃ।
চতুর্বর্ষসহস্রাণি নরা জীবন্তি বৈ তদা ॥ ৬
কৃতান্তে ক্ষত্রিয়ৈর্বিপ্রা বিট্শূদ্রাশ্চ জিতা দ্বিজৈঃ।
সুরক্ষ্যাতিবলো বিষ্ণুঃ রক্ষাংসি চ জঘান হ ॥ ৭

ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ্ধর্ম্মঃ সত্যদানদয়াত্মকঃ। নরা যজ্ঞপরাস্তস্মিংস্তথা ক্ষত্রোত্তরং জগৎ ॥ ৮

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে ব্যাস! মুনিগণ ভক্তিপূর্ব্বক যে সকল ধর্ম্ম আচরণ করেন, আমি তাহা বলিয়াছি। এই সকল ধর্ম্ম আচরণ করিলেই বিষ্ণু সন্তুষ্ট হয়েন, তাহাতেই লোকের সুখ হইয়া থাকে। তর্পণ, হোম ও সন্ধ্যাবন্দন দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিবে। তাহাতেই হরি সন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ প্রদান করেন। ভগবান্ বিষ্ণুই পূজা, বিষ্ণুই হোম, বিষ্ণুই সন্ধ্যা, বিষ্ণুই ধারণা; সকলই বিষ্ণুময় জ্ঞান করিবে। সূত কহিলেন, হে শৌনক! জগতের প্রলয় কহিতেছি শ্রবণ কর। চারি সহস্র যুগে এক কল্প হয়, ইহাই ব্রহ্মার একদিন। এক্ষণে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরাদি যুগের অবস্থা কহিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যযুগে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম জানিবে। সত্য, দান, তপস্যা ও দয়া ইহারাই যথার্থ ধর্ম্ম। ১-৫

হরিই ধর্ম্ম পালন করেন। যে সকল মনুষ্য এইরূপে হরিকে জানেন, তাঁহারা চারিসহস্র বর্ষ জীবিত থাকিতে পারেন। সত্যযুগের অবসানকালে ক্ষত্রিয়সকল বিপ্রগণকে পরাজিত করিবে, আর বৈশ্য ও শূদ্রগণ ব্রাহ্মণ কর্তৃক পরাজিত হইবে। অমিতবলশালী বিষ্ণু রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিবেন। ত্রেতাযুগে সত্য, দান ও দয়া এই পাদত্রয়াত্মক ধর্ম্ম বিদ্যমান

১। হরিস্তেতি।

রক্তো হরির্নরৈঃ পূজ্যো নরাঃ দশশতায়ুষঃ।
তত্র বিষ্ণুর্ভীমরূপঃ ক্ষত্রিয়ো রাক্ষসান্ হন্ ॥ ৯
দ্বিপাদবিগ্রহো ধর্ম্মঃ পীতত্বমাচ্যুতে গতে।
চতুঃশতায়ুষো লোকা দ্বিজক্ষত্রোদ্ভবাঃ প্রজাঃ ॥ ১০
তত্র দৃষ্ট্বাল্পবুদ্ধীংস্তু বিষ্ণুর্ব্যাসস্বরূপধৃক্।
বেদমেকং চতুর্ব্বেদং চতুর্দ্ধা ব্যভজৎ পুনঃ ॥ ১১
শিষ্যানধ্যাপয়ামাস নামতস্তান্ নিবোধ মে।
ঋগ্বেদমথ পৈলঞ্চ সামবেদঞ্চ জৈমিনিম্ ॥ ১২
অথর্ব্বাণং সুমন্তঞ্চ যজুর্ব্বেদং মহামুনিম্ বৈশম্পায়নসংজ্ঞঞ্চ পুরাণং সূতমেব চ।
অষ্টাদশপুরাণানি যৈর্ব্বেদ্যো হরিরেব হি ॥ ১৩
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥ ১৪
ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা।
ভবিষ্যং নারদীয়ঞ্চ স্কান্দং লৈঙ্গং বরাহকম্ ॥ ১৫
মার্কণ্ডেয়ং তথাগ্নেয়ং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমেব চ। কৌর্ম্মং মাৎস্যং গারুড়ঞ্চ বায়বীয়মনন্তরম্।
অষ্টাদশং সমুদ্দিষ্টং ব্রহ্মাণ্ডমিতি সংজ্ঞিতম্ ॥ ১৬

থাকিবে; মনুষ্যসকল দশশতায়ুঃ হইবে; পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়প্রজার সংখ্যাবৃদ্ধি পাইবে। এই যুগে সকল মনুষ্যই বিষ্ণুতে অনুরক্ত থাকিবে; মনুষ্যের আয়ুর সংখ্যা সহস্রবর্ষ জানিবে। ক্ষত্রিয়েরা রাক্ষসকে বিনাশ করিবে। দ্বাপরযুগে ধর্ম্মের দুইপাদমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে; এই সময় অচ্যুত পীতবর্ণ হয়েন। এই যুগে লোকের আয়ুঃসংখ্যা চারিশতবৎসর। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়প্রজাতে পৃথিবী পরিপূর্ণ থাকিবে। ৮-১০

এই যুগে বিষ্ণু মনুষ্য সমূহকে অল্পবুদ্ধি দেখিয়া ব্যাসরূপ ধারণপূর্ব্বক এক বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করেন ব্যাসরূপী বিষ্ণু শিষ্যদিগকে ঐ বেদ অধ্যাপনা করেন, এক্ষণে তাহার বিশেষ শ্রবণ কর। ব্যাসদেব পৈলনামক ঋষিকে ঋগ্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ, সুমন্তকে অথর্ব্ববেদ, মহামুনি বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ এবং সূতকে অষ্টাদশ মহাপুরাণ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। উক্ত বেদে অষ্টাদশ মহাপুরাণে একমাত্র হরিই প্রতিপাদ্য হইয়াছেন। যাহাতে আদি সৃষ্টি, প্রজাসৃষ্টি, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত বর্ণিত আছে, তাহাকেই পুরাণ বলা যায় অর্থাৎ উক্ত লক্ষণান্বিত শাস্ত্রই পুরাণ বলিয়া বিখ্যাত। সমস্ত মহাপুরাণের সংখ্যা অষ্টাদশ—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, ভবিষ্য, নারদীয়, স্কন্দ, লিঙ্গ, বরাহ, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, কূর্ম্ম, মৎস্য, গরুড়, বায়ু এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। এই অষ্টাদশপুরাণই মহাপুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১১-১৬

বহুপ্রজাল্পভাগ্যাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ স্ত্রিয়ঃ।
শিরঃকণ্ডূয়নপরা আজ্ঞাং ভেৎস্যন্তি সৎপতেঃ[১] ॥ ৩৪
বিষ্ণুং ন পূজয়িষ্যন্তি পাষণ্ডোপহতা জনাঃ ॥ ৩৫
কলের্দোষনিধের্বিপ্র অস্তি হ্যেকো মহাগুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ[২] ॥ ৩৬
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতঃ ফলম্[৩]।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।
তস্মাদ্ধ্যেয়ো হরির্নিত্যং ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ শৌনক ॥ ৩৭

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে যুগধর্ম্মকথনং নাম সপ্তবিংশত্যধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২৭ ॥

সকলে হীনবীর্য্য ও শূদ্রপ্রায় হইবে। কলিযুগে লোকের বহু সন্তান জন্মিবে, কিন্তু সকলেই অল্পভাগ্য হইবে। স্ত্রীলোকগণও লজ্জাহীন হইয়া মস্তকে করাঘাত করিতে থাকিবে; ভর্ত্তা তিরস্কার করিলেই ভর্ত্তার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে। কলিকালে বিষ্ণুর অর্চ্চনা কেহই করিবে না; সকলেই পাষণ্ড হইয়া নাশ পাইবে। বিপ্রগণ স্বীয় কর্ম্মদোষে দূষিত থাকিবে। কিন্তু কলিকালে সকলেরই একটি মাত্র মহাগুণ বিদ্যমান থাকে। এই কালে লোকসকল কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিলেই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিতে পারে। সত্যযুগে ধ্যানাদি দ্বারা, ত্রেতাযুগে জপ দ্বারা, দ্বাপরে হরির পরিচর্য্যা দ্বারা ফললাভ হয়, আর কলিকালে কেবল হরিনাম কীর্ত্তন করিলেই উক্ত সমস্ত কার্য্যে ফললাভ করিতে পারে. অতএব হে শৌনক! সর্ব্বদা হরির ধ্যান ও হরির অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। ৩১-৩৭

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে যুগধর্ম্ম কথন নামক সপ্তবিংশত্যধিক দ্বিশততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ২২৭।

১। ভর্ৎসিতাঃ। ২। মহাবন্ধং পরিত্যজেৎ।
৩। কৃতে যজ্ঞাদিনা বিষ্ণুং ত্রেতায়াং জপতঃ ফলম্।

অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

চতুর্যুগসহস্রান্তে ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকো লয়ঃ। অনাবৃষ্টিশ্চ কল্পান্তে জায়তে শতবার্ষিকী ॥ ১

উত্তিষ্ঠন্তি তদা রৌদ্রা দিবি সপ্ত দিবাকরাঃ।

তে তু পীত্বা জলং সর্বং শোষয়ন্তি জগত্ত্রয়ম্ ॥ ২

ভূর্ভুবঃ স্বর্মহর্লোকসংস্থা যান্তি জনং জনাঃ[1]।

রুদ্রো ভূত্বা হ্যসৌ বিষ্ণুঃ পাতালানি দহত্যথ ॥ ৩

বিষ্ণুর্দহেৎ ত্রিলোকঞ্চ মুখান্মেঘান্ সৃজজ্জলম্।

বর্ষন্তে চ বর্ষশতং নানাবর্ণা মহাঘনাঃ ॥ ৪

বিষ্ণোঃ শ্বসনঃ শতং যাতি বর্ষাণাং বায়ুরূপিণঃ।

বিষ্ণুরেকার্ণবে পীত্বা সর্বং ব্রহ্মরূপধৃক্ ॥ ৫

শেতেঽনন্তাসনে বিষ্ণুর্নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে। পুনঃ বর্ষসহস্রং স জগৎসুপ্তোঽসৃজদ্ধরিঃ ॥ ৬

অথ প্রাকৃতিকং বক্ষ্যে প্রলয়ং শৃণু শৌনক।

পূর্বে সংবৎসরশতে সংহৃত্য সকলং জগৎ ॥ ৭

ব্রহ্মাণং তত্র দেহে হি যুক্তো যোগেন বৈ হরিঃ[2]।

যে সত্য-ব্রহ্মণঃ স্থানং তেঽপি যান্তি পরং পদম্ ॥ ৮

সূত বলিলেন,—চারি সহস্রযুগের পর ব্রহ্মার নৈমিত্তিক প্রলয় উপস্থিত হয়। কল্পাবসানে শতবর্ষ পর্যন্ত অনাবৃষ্টি হয়। তখন প্রখরকিরণ সপ্ত দিবাকর উদিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা সমস্ত জগতের জলপান করিয়া ত্রিজগৎ শুষ্ক করেন। এক বিষ্ণুই রুদ্ররূপ ধারণ করিয়া ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, জনলোক, তপোলোক, মহর্লোক ও পাতাল দগ্ধ করেন। তখন বিষ্ণুর মুখ হইতে প্রবল বায়ু উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরে ত্রিলোক দগ্ধ করিতে করিতে বিষ্ণুর মুখ হইতে নানাপ্রকার মোহরূপ মহামেঘের সৃষ্টি হয়; তদনন্তর মেঘেরা শতবর্ষ যাবৎ বর্ষণ করিতে থাকে। পূর্বোক্ত মেঘ নিরন্তর বর্ষণ করিয়া জগৎ জলপ্লাবিত করিলে, স্থাবর জঙ্গম সমুদায় নষ্ট হইয়া একার্ণব হয়। তৎপরে ব্রহ্মরূপী বিষ্ণু অনন্তশয্যায় শয়ন করেন। ভগবান্ এইরূপে সহস্রবর্ষ শয়ান থাকিয়া পুনরায় জগৎ সৃষ্টি করেন। ইহা নৈমিত্তিক প্রলয়। ১-৬

হে শৌনক! এক্ষণে প্রাকৃতিক প্রলয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মার শত বৎসর পূর্ণ হইলে হরি যোগবলে জগৎ সংহার পূর্বক স্বীয়দেহে ব্রহ্মসংস্থাপন করিয়া অবস্থান করেন। এই সময় যাহারা ব্রহ্মলোকে যাইয়া বাস করিতেছিল, তাহারাও সেই বিষ্ণুর পরম পদে

১। মহর্লোকং জনাচ্চৈব জনং তথা। ২। যুক্তো যোগবলৈর্হরিঃ।

অনাবৃষ্ট্যার্কসম্পর্কা আসন্ মেঘাস্তথা দ্বিজ।
শতং বর্ষাণি বর্ষদ্ভির্মেঘৈরেবং প্রপূর্যতে ॥ ৯
অন্তর্গতেন তোয়েন ভিন্নমণ্ডং জগৎপতেঃ।
পূর্ণে ব্রহ্মায়ুষি গতে ভিদ্যতেঽম্ভসি লীয়তে ॥ ১০
এবং সা জগদাধারা তোয়ে চোর্ব্বী প্রলীয়তে।
আপস্তেজসি লীয়ন্তে তেজো বায়ৌ প্রলীয়তে ॥ ১১
বায়ুঃ খে খঞ্চ ভূতাদৌ ভূতাদির্বিশতে মহান্[1] ।
মহান্ প্রপদ্যতেঽব্যক্তং প্রকৃতিঃ পুরুষে পরে[2] ॥ ১২
শতবর্ষং হরিঃ শেতে সৃজতেঽথ দিনাগমে।
অব্যক্তাদিক্রমেণৈব ব্যক্তীভূতং চরাচরম্ ॥ ১৩

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নৈমিত্তিকপ্রলয়কথনং
নামাষ্টাবিংশত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২৮ ॥

লীন হয়। অনন্তর অনাবৃষ্টি হওয়াতে নভোমণ্ডলে বর্ষণকারী মহামেঘের সঞ্চার হয় এবং শতবর্ষ নিরন্তর বারিবর্ষণ হইয়া ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হয়। পরে অন্তর্গত জলধারা জগৎপতির সেই অণ্ড ভিন্ন হয়। ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে সেই ভিন্ন অণ্ড জলে, সেই জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে এবং আকাশ ভূতাদি অর্থাৎ তামস অহঙ্কারে প্রবেশ করে। এই তামসাহঙ্কার মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে লীন হইয়া প্রকৃতি পুরুষে লীন হইলে হরি শতবর্ষ শয়ন করিয়া পুনর্বার দিনাগমে সৃষ্টি আরম্ভ করেন। প্রথমতঃ অব্যক্ত (সূক্ষ্ম ভূতসকল) সৃষ্টি করিয়া ক্রমশঃ ব্যক্ত (স্থূল ভূত) সৃষ্টি করিতে থাকেন। এইরূপে পুনর্বার চরাচর ব্যক্ত হয়। ৭-১৩

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নৈমিত্তিকপ্রলয়কথন নামক অষ্টাবিংশত্যধিক
দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২৮ ॥

১। বিশতে চ তথা মহান্। ২। ব্যক্তা প্রকৃতিঃ পুরুষে পরে।

একোনত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

আধ্যাত্মিকাদিতাপাংস্ত্রীন্ জ্ঞাত্বা সংসারচক্রবিৎ ।
উৎপন্নজ্ঞানবৈরাগ্যঃ প্রাপ্নোত্যাত্যন্তিকং লয়ম্ ॥ ১
সংসারচক্রং বক্ষ্যেঽহমপ্যবুদ্ধ্বাত্মিকাদতঃ ।
যদ্বিজ্ঞানাচ্চ পুরুষো[1] লীনঃ স্যাৎ পরমাত্মনি ॥ ২
ঊর্দ্ধে বায়ৌ তনুত্যক্তা দেহমন্যৎ প্রপদ্যতে ।
নীয়তে যাতনাদেহে যমস্য যমপূরুষৈঃ ॥ ৩
তত্র যদ্বান্ধবাস্তোয়ং প্রযচ্ছন্তি তিলৈঃ সহ । যচ্চ পিণ্ডং প্রযচ্ছন্তি যমলোকে তদশ্নুতে ॥ ৪
গচ্ছেচ্চ নরকং পাপাৎ স্বর্গং যাতি মনুষ্যতঃ ।
পাপকৃদ্ যাতি নরকং পুণ্যকৃদ্ যাতি বৈ দিবম্ ॥ ৫
স্বর্গাচ্চ নরকাৎ ভ্রষ্টঃ স্ত্রীণাং গর্ভো ভবত্যপি ।
নাড়িভূতঞ্চ তত্রৈব যাতি বীজদ্বয়ং হি তৎ ॥ ৬
কললং বুদ্বুদঞ্চ[2] ততঃ শোণিতমেব চ । পেশী মাংসমথোঽস্তঃ স্যাদঙ্কুরশ্চ উচ্যতে ॥ ৭
অঙ্গান্যঙ্গুলী-নেত্র-নাসাস্য-শ্রবণানি চ । প্ররোহং যাতি চাঙ্গেভ্যস্তদ্বৎ নখাদিকম্ ॥ ৮

সূত বলিলেন,—মনুষ্য সংসারচক্রে ভ্রমণ করিয়া আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তাপত্রয় ভোগ করে, তাহাদিগের জ্ঞান উপস্থিত হইলে সংসারে বৈরাগ্য জন্মে, বৈরাগ্য হইতেই পরমপদে লীন হইয়া থাকে। এক্ষণে সেই সংসারচক্র (কিরূপে প্রাণিগণ জন্ম মরণ স্বীকার করিয়া পুনঃপুনঃ ভ্রমণ করিতেছে তাহা) বলিতেছি, এই সংসারচক্রের গতি না জানিলে পুরুষের পুরুষার্থসিদ্ধি এবং পরমাত্মাতে লয় হইতে পারে না। মনুষ্যগণ দেহ পরিত্যাগান্তে পরলোকে গমন করিয়া দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রাণিগণের মরণ হইলে যমপুরুষেরা যাতনাদেহে পর তাহাকে লইয়া যমের নিকট অর্পণ করে, সেই মনুষ্যের সেই সময় বান্ধবগণ যে তিলোদক ও পিণ্ড প্রদান করে, যমলোকে থাকিয়া তাহাই সেই মনুষ্য ভোজন করে। মনুষ্যগণ যমলোকে গমন করিয়া পাপবশতঃ নরকে এবং পুণ্যবশতঃ স্বর্গে বাস প্রাপ্ত হয়। পাপী মনুষ্য নরকে এবং পুণ্যশীল ব্যক্তি স্বর্গে যাইয়া থাকে। ১-৫

যখন পাপপুণ্যভোগ শেষ হয়, তখন ভ্রষ্ট হইয়া স্ত্রীর গর্ভমধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। তথায় নাড়িভূত দুইটী বীজরূপে উৎপন্ন হয়। সেই বীজদ্বয় বুদ্বুদাকার হইয়া শোণিতরূপে পরিণত হইয়া থাকে; তাহা হইতে পেশী ও মাংস উৎপন্ন হইয়া পিণ্ডাকার হয়; ক্রমে সেই পিণ্ড হইতে অঙ্কুর জন্মিতে থাকে। ক্রমশ অঙ্গসকল জন্মে; অঙ্গুলি, মুখ, নেত্র, নাসা কর্ণাদি

১। যদ্বিনা পুরুষার্থো। ২। বুদ্বুদমণ্ডং।

নখো রোমাণি জায়ন্তে কেশাশ্চৈব ততঃ পরম্।
নরস্তাধোমুখঃ স্থিত্বা দশমে চ স জায়তে ॥ ৯
ততস্তু বৈষ্ণবী মায়াঽবৃণোত্যন্তমোহিনী।
বাল্যঞ্চ কৌমারকং যৌবনং বৃদ্ধতামপি ॥ ১০
ততস্তু মরণং তদ্বজ্জন্মাপ্নোতি মানবঃ।
এবং সংসারচক্রেঽস্মিন্ ভ্রাম্যতে ঘটিযন্ত্রবৎ ॥ ১১
নরকাৎ প্রতিমুক্তস্তু পাপযোনিষু জায়তে।
পতিতাৎ প্রতিগৃহ্যাথ অধোযোনিং ব্রজেদ্ বুধঃ ॥ ১২
নরকাৎ প্রতিমুক্তস্তু কৃমির্ভবতি পাচকঃ[১]।
উপাধ্যায়ব্যলীকস্য কৃত্বা শ্বা ভবতি দ্বিজঃ ॥ ১৩
তজ্জায়াং মনসা বাঞ্ছংস্তদ্দ্রব্যং বাপ্যসংশয়ম্।
গর্দভো জায়তে জন্তুর্মিত্রস্যাপমানকৃৎ ॥ ১৪
পিতরৌ পীড়য়িত্বা তু কচ্ছপশ্চ জায়তে। ভর্তুঃ পিণ্ডমুপাশ্নাতো হিতান্যপি নিষেবতে[২]।
সোঽপি মোহসমাপন্নো জায়তে বানরো মৃতঃ ॥ ১৫
ন্যাসাপহর্তা নরকাদ্বিমুক্তো জায়তে কৃমিঃ ॥ ১৬

উৎপন্ন হয়; ক্রমে বলসঞ্চার হইতে থাকে, পরে তাহাতে নখাদি উৎপন্ন হয়। অনন্তর চর্মলোম জন্মে, তৎপরে কেশ উৎপন্ন হয়। এইরূপে সেই জীব মনুষ্যাকার হইয়া গর্ভমধ্যে অধোমুখে অবস্থিতি করে। তারপর দশমমাসান্তে মাতৃগর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিবামাত্র মোহিনী বৈষ্ণবীমায়া তাহাকে আবৃত করে। সে ক্রমশঃ বাল্য, কৌমার, যৌবন ও বৃদ্ধতা প্রাপ্ত হয়। পুনরায় সেই বৃদ্ধ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। মানব ঘটিযন্ত্রের ন্যায় এইরূপে এই সংসারচক্রে ভ্রমণ করে। ৮-১১

পাপী ব্যক্তি নরকভোগানন্তর পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। পতিতের নিকট প্রতিগ্রহ স্বীকার করিলে, সেই ব্যক্তি নিকৃষ্টজাতি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। পাচক ব্যক্তি নরকভোগান্তে ক্রিমি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। উপাধ্যায়ের সহিত শঠতা আচরণ করিলে সেই ব্যক্তির কুক্কুরযোনি প্রাপ্তি হয়। মনে মনে গুরুপত্নী বা গুরুদ্রব্য অভিলাষ করিলে তাহাকে গর্দভ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। মিত্রের অপমানকারী ব্যক্তি নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। পিতাকে মাতাকে তাড়ন করিলে তাহার কচ্ছপযোনি প্রাপ্তি হয়। ভর্তাকে বঞ্চনা করিয়া তাহার অন্ন গ্রহণ করিলে সেই মহাপাপী বানর-যোনিতে জন্মগ্রহণপূর্বক মূঢ় হইয়া থাকে। ১২-১৫

কোন ব্যক্তির নিকট ধনাদি গচ্ছিত রাখিলে, যদি সেই ব্যক্তি তাহা অপহরণ করে, তবে

১। যাচকঃ। ২। এতদ্বিত্তা ভবেৎ সঃ।

অসূয়কশ্চ নরকান্মুক্তো ভবতি রাক্ষসঃ। বিশ্বাসহর্ত্তা চ নরো মীনযোনৌ প্রজায়তে ॥ ১৭

যবধান্যানি সংহৃত্য জায়তে মূষকো মৃতঃ।
পরদারাভিমর্ষাত্তু বৃকো ঘোরোঽভিজায়তে ॥ ১৮
ভ্রাতৃভার্য্যাপ্রমর্ষেণ কোকিলো জায়তে নরঃ।
গুর্ব্বাদিভার্য্যাগমনাচ্ছূকরো জায়তে নরঃ ॥ ১৯

যজ্ঞ-দান-বিবাহানাং বিঘ্নকর্ত্তা ভবেৎ ক্রিমিঃ। দেবতা-পিতৃ-বিপ্রাণামদত্ত্বা যঃ সমশ্নুতে।
প্রমুক্তো নরকাচ্চাপি বায়সঃ স প্রজায়তে ॥ ২০

জ্যেষ্ঠভ্রাত্রপমানাচ্চ ক্রৌঞ্চযোনৌ প্রজায়তে ॥ ২১
শূদ্রশ্চ ব্রাহ্মণীং গত্বা ক্রিমিযোনৌ প্রজায়তে।
তস্যামপত্যমুৎপাদ্য কাষ্ঠান্তঃকীটকো ভবেৎ ॥ ২২
কৃতঘ্নঃ ক্রিমিকঃ কীটঃ পতঙ্গো বৃশ্চিকস্তথা।
অশস্ত্রং পুরুষং হত্বা নরঃ সঞ্জায়তে খরঃ ॥ ২৩
ক্রিমিঃ স্ত্রীবধকর্ত্তা চ বালহন্তা চ জায়তে।
ভোজনং চোরয়িত্বা তু মক্ষিকা জায়তে নরঃ ॥ ২৪

ধান্যহর্ত্তৈব মার্জ্জারস্তিলচৌরশ্চ মূষিকঃ। ঘৃতং হৃত্বা চ নকুলঃ কাকো মদ্গুরকামিষম্ ॥ ২৫

উক্ত পাপী নরকভোগান্তে কৃমিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। সর্ব্বদা লোকের সহিত অসূয়া করিলে, সেই ব্যক্তির নরকভোগান্তে রাক্ষসযোনি প্রাপ্তি হয়। বিশ্বাসঘাতী ব্যক্তি মীন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। পরদারাপহারী ব্যক্তি নরক ভোগের পর ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্ররূপে উৎপন্ন হয়। ভ্রাতৃভার্য্যা অপহরণ করিলে সেই পাপিষ্ঠ কোকিলযোনিতে উৎপন্ন হয়। গুরুভার্য্যাপহারী শূকর হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি যজ্ঞ, দান, বিবাহ প্রভৃতির বিঘ্ন উৎপাদন করে, সে ক্রিমিরূপে জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি পিতৃ, দেবতা ও ব্রাহ্মণকে দান না করিয়া অন্নভোজন করে, সে নরকভোগান্তে কাকযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ১৬-২০

জ্যেষ্ঠভ্রাতার অপমান করিলে তাহার বকযোনিপ্রাপ্তি হয়। শূদ্রব্যক্তি ব্রাহ্মণীগমন করিলে সে ক্রিমিযোনিতে জন্মগ্রহণ করে; যদি শূদ্র ব্রাহ্মণীতে সন্তান উৎপাদন করে, তবে সে কাষ্ঠকীট (ঘুণ) হইয়া থাকে। কৃতঘ্ন ব্যক্তি ক্রিমি, কীট, পতঙ্গ বা বৃশ্চিক হইয়া থাকে। নিরস্ত্র পুরুষের প্রাণসংহার করিলে সে নরকভোগের পর গর্দ্দভযোনিতে উৎপন্ন হয়। স্ত্রীহত্যা ও বালবধকারী পুরুষ নরকভোগ করিয়া ক্রিমিযোনি প্রাপ্ত হয়। খাদ্য দ্রব্য চুরি করিলে সে নরকভোগান্তে মক্ষিকা হইয়া জন্মে। অন্নহরণ করিলে সেই পাপীর মার্জ্জারযোনি প্রাপ্তি হয়। যে তিলহরণ করে, সে নরকভোগ করিয়া মূষিকযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ঘৃতহরণ করিলে নকুলযোনিপ্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি মৎস্য ও মাংস অপহরণ করে, তাহার কাকযোনি প্রাপ্তি হয়। ২১-২৫

মধু হৃত্বা নরো দংশঃ পূগং হৃত্বা পিপীলিকঃ।
অন্নং হৃত্বা তু পাপাত্মা বায়সঃ সম্প্রজায়তে ॥ ২৬
হৃতে কাংস্যে[1] চ হারীতঃ কপোতো বা প্রজায়তে।
হৃত্বা তু কাঞ্চনং ভাণ্ডং ক্রিমিযোনৌ প্রজায়তে ॥ ২৭
কার্পাসিকে হৃতে ক্রৌঞ্চো বহ্নিহর্তা বকস্তথা।
ময়ূরো বর্ণকং হৃত্বা শাকং পত্রঞ্চ জায়তে ॥ ২৮
জীবঞ্জীবকতাং যাতি রক্তবস্ত্রাপহারকঃ। ছুছুন্দরিঃ শুভান্ গন্ধান্ বংশং হৃত্বা শশো ভবেৎ ॥ ২৯
ষণ্ডঃ কলাপহরণে কাষ্ঠহৃৎ কাষ্ঠকীটকঃ। পুষ্পং হৃত্বা দরিদ্রস্তু পঙ্গুর্যানাপহারকঃ ॥ ৩০
শাকহর্তা চ হারীতস্তোয়হর্তা চ চাতকঃ। ভূম্যপহারকাদ্ গত্বা রৌরবাদীন্ সুদারুণান্ ॥ ৩১
তৃণ-গুল্ম-লতা-বল্লী-ত্বক্-সারতরুতাং ব্রজেৎ।
এষ এব ক্রমো দৃষ্টো গোসুবর্ণাদিহারিণাম্ ॥ ৩২
বিদ্যাপহারী মূকশ্চ গত্বা চ নরকান্ বহূন্। অসমিদ্ধে হুতে চাগ্নৌ মন্দাগ্নিঃ সম্প্রজায়তে ॥ ৩৩
পরনিন্দা কৃতঘ্নত্বং পরমর্মাবঘাটনম্[2]। নৈষ্ঠুর্যং নির্ঘৃণত্বঞ্চ পরদারোপসেবনম্[3] ॥ ৩৪

মধু অপহরণ করিলে, তাহার দংশকযোনি প্রাপ্তি হয়। পিষ্টক অপহরণ করিলে সে পিপীলিকাযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। অন্ন অপহরণ করিলে সেই পাপাত্মা বায়সযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। কাংস্যাপহারী ব্যক্তি হারীত পক্ষী বা কপোতরূপে উৎপন্ন হয়। কার্পাস বস্ত্র অপহরণ করিলে ক্রৌঞ্চ হয়। বহ্নিহর্তা ব্যক্তি বকরূপে উৎপন্ন হয়। বর্ণকদ্রব্য কিংবা শাকপত্রাদি অপহরণ করিলে নরক ভোগান্তে ময়ূরযোনি প্রাপ্ত হয়। রক্তবস্ত্র অপহরণ করিলে তাহার চকোরযোনি প্রাপ্তি হয়। কোন্ সুগন্ধ দ্রব্য অপহরণ করিলে তাহাকে ছুঁচো হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। বংশ অপহরণ করিলে, সেই ব্যক্তি শশক-যোনিতে উৎপন্ন হয়। কলাপ (ময়ূরপুচ্ছ) অপহরণ করিলে নরকভোগান্তে সেই পাপী ষণ্ড প্রাপ্ত হয়। কাষ্ঠ অপহরণ করিলে, সেই ব্যক্তি ঘুণকীটরূপে জন্মগ্রহণ করে। পুষ্পাপহারী ব্যক্তি দরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যানক অপহরণ করিলে তাহার পঙ্গুত্ব-প্রাপ্তি হয়। ২৬-৩০

শাক হরণ করিলে, হারীতযোনিতে এবং জল হরণ করিলে চাতকযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ভূম্যপহারী ব্যক্তি ঘোরতর রৌরবাদি নরকভোগ করে। তৃণ, গুল্ম, লতা ও বল্লী অপহরণ করিলে নরকভোগান্তে বৃক্ষযোনি প্রাপ্তি হয়। গো-সুবর্ণাদি অপহরণে পাপের পরিণাম এইরূপ জানিবে। বিদ্যাপহারী ব্যক্তি বহুকাল নরকভোগের পর মূক হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যিনি সমিধবিহীন অগ্নিতে আহুতিপ্রদান করেন, তাঁহার জঠরাগ্নি চিরকাল মন্দীভূত থাকে। যে ব্যক্তি পরের নিন্দা করে, উপকার স্মরণ করে না, পরের মর্যাদা নষ্ট

১। কাষ্ঠে। ২। পরমর্ম্যাবঘাটনম্। ৩। পরদারোপসেবিনাম্।

পরদ্রব্যাপহরণং দেবতানাঞ্চ কুৎসনম্। নিকৃত্যা বঞ্চনং নৃণাং কার্পণ্যঞ্চ ঘৃণাং নৃষু।
উপলক্ষ্যাণি জানীয়ান্মুক্তানাং নরকাদনু ॥ ৩৫

দয়া ভূতেষু সংবাদঃ পরলোকং প্রতিক্রিয়া।
সত্যং হিতার্থতা চোক্তির্বেদপ্রামাণ্যদর্শনম্ ॥ ৩৬

গুরুদেবর্ষিসিদ্ধর্ষিসেবনং সাধুসঙ্গমঃ। সৎক্রিয়াভ্যসনং মৈত্রী ধর্ম্মিণাং লক্ষণং বিদুঃ।
অষ্টাঙ্গযোগবিজ্ঞানাৎ প্রাপ্নোত্যাত্যন্তিকং ফলম্ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে পাপবিপাককথনং
নামৈকোনত্রিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২৯ ॥

ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

বক্ষ্যে সাঙ্গং মহাযোগং ভুক্তিমুক্তিকরং পরম্। সর্ব্বপাপপ্রশমনং ভক্ত্যানুপঠিতং খগ ॥ ১
মমেতি মূলং দুঃখস্য ন মমেতি নিবর্ত্তনে। দত্তাত্রেয়ো হ্যলর্কায় ইদমাহ মহামতিঃ ॥ ২

করে, কিম্বা যে নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়, পরদারোপসেবী, পরধনাপহরণকারী ও দেবতার নিন্দুক, সর্ব্বদা লোককে বঞ্চনা করিয়া থাকে; যে কার্পণ্যদোষে দূষিত, ইহাদিগের নরকভোগের পর উক্তরূপ সেই সেই পাপসূচক চিহ্ন সকল প্রকাশ পায়। মনুষ্য পূর্ব্বোক্ত পাপে পতিত হইলে সর্ব্বভূতের প্রতি দয়াপ্রকাশ এবং পরলোকের প্রতীকারে যত্ন করিবে। সর্ব্বদা সত্য ও পরের হিতকরবাক্য কহিবে, বেদের সত্যতা নির্ণয় করিবে, গুরু, দেবর্ষি ও সিদ্ধর্ষিগণের সেবা করিবে; সর্ব্বদা সাধুসমাগমে রত থাকিবে, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, সাধারণের প্রতি মৈত্রস্থাপনে তৎপর থাকিবে; এই সমস্তই সাধুদিগের লক্ষণ। উক্তরূপ সাধু ব্যক্তিরা অষ্টাঙ্গ যোগসাধন করিলে সদ্গতি লাভ করিতে পারেন। ৩১-৩৭

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে পাপপরিণামকথন নামক ঊনত্রিংশদধিক
দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২৯ ॥

ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়

সূত বলিলেন,—এক্ষণে সাঙ্গ মহাযোগ বলিতেছি; এই যোগ অভ্যাস করিলে সাধকের ভুক্তিমুক্তি লাভ হয়। ইহা ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করিলে সর্ব্ববিধ পাপ নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

অহম্মিত্যঙ্কুরোৎপন্নো মমেতি স্কন্ধবান্ মহান্। গৃহক্ষেত্রোচ্চশাখশ্চ পুত্রদারাদিপল্লবঃ[1] ॥ ৩
ধনধান্যমহাপত্রোঽনেককালাদ্বিবর্দ্ধিতঃ। পুণ্যাপুণ্যাগ্রপুষ্পশ্চ সুখদুঃখমহাফলঃ।
বিবিধং দুঃখনাশার্থং জাতো জ্ঞানমহাতরুঃ ॥ ৪

সংসারাধ্বপরিশ্রান্তা যেঽস্য চ্ছায়াং সমাশ্রিতাঃ।
ভ্রান্তিজ্ঞানসুখাসীনাস্তেষামাত্যন্তিকং কুতঃ ॥ ৫

ছিন্নো বিদ্যাকুঠারেণ তে গত্বা লয়মীশ্বরে। প্রাপ্য ব্রহ্মরসং পীত্বা নীরজস্কমকণ্টকম্ ॥ ৬
প্রাপ্নুবন্তি পরাঃ প্রাজ্ঞাঃ সুখনির্বৃতিমেব চ। মূর্ত্তেন্দ্রিয়গণং লূনং ন ত্বং রাজা ন চাপ্যহম্ ॥ ৭
ন তন্মাত্রাদিকং বাহ্যং নৈবান্তঃকরণং তথা। কং বা পশ্যসি রাজেন্দ্র প্রধানমিহ চাবয়োঃ ॥ ৮

মৃতঃ পরেঽস্মি ক্ষেত্রজ্ঞঃ সঙ্ঘাতোঽয়ং গুণাত্মকঃ।
একদেহেঽপি পৃথগ্‌ভাবস্তথা ক্ষেত্রাত্মনো নৃপ ॥ ৯
জ্ঞানপূর্ব্ববিয়োগোঽসৌ অজ্ঞানে নষ্টে চ যোগিনঃ।
সা মুক্তির্ব্রহ্মণা চৈক্যমনৈক্যং প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ ॥ ১০

'আমি, আমার' ইত্যাদি জ্ঞানই দুঃখের হেতু, সংসারাবদ্ধ জীবের কদাচ উক্ত জ্ঞান নিবৃত্ত হয় না। মহামতি দত্তাত্রেয় অলর্ককে এই যোগ বলিয়াছেন। প্রথমতঃ অহঙ্কাররূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া "এই বস্তু" আমার ইত্যাকার জ্ঞানস্বরূপ মহান্ স্কন্ধ ধরে। উক্ত জ্ঞানদ্বয়ই অজ্ঞানবৃক্ষের অঙ্কুর ও স্কন্ধ। ঐ বৃক্ষের গৃহক্ষেত্রাদি শাখা, দারাপুত্র প্রভৃতি পল্লব, ধন ধান্যাদি পত্র; উহা সুদীর্ঘকালে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পাপ পুণ্য তাহার পুষ্প স্বরূপ; সুখ-দুঃখই সেই মহাতরুর মহাফলস্বরূপ। সংসারপথে পরিশ্রান্ত হইয়া সুখশান্তি কামনায় যাহারা এই তরুর ছায়া আশ্রয়পূর্বক ভ্রান্তিজ্ঞানে আকুল হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকে, প্রকৃত সুখশান্তির অনুসন্ধান করে না; সেই সকল মুগ্ধ মানবগণের সেই ভ্রান্তিসম্ভূত ক্ষণিক সুখশান্তি ব্যতীত আত্যন্তিক সুখশান্তির সম্ভাবনা কোথায়? ১-৫

যাঁহারা বিদ্যারূপ কুঠারদ্বারা উক্ত বৃক্ষকে ছেদন করিতে পারে, তাঁহারাই পরব্রহ্মে লীন হইয়া নির্দ্দ্বন্দ্ব ব্রহ্মরস পান করিতে থাকে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা উক্তরূপ ব্রহ্মরস পান করিয়াই পরম নির্বৃতিলাভ করেন, অন্য কোন বিষয়েই তাঁহাদিগের স্পৃহা থাকে না। তখন এই মূর্তিমান্ ইন্দ্রিয়সকল বিলীন হয়। রাজন্! তুমি কিংবা আমি কিন্তু উক্ত ব্রহ্মরসপানের অধিকারী নহি। কেহই তন্মাত্র ও অন্তঃকরণকে বাক্যে ব্যক্ত করিতে পারে না। হে রাজন! তুমি আমাদিগের মধ্যে কাহাকে প্রধান বলিয়া জানিতেছ? জীব মরণান্তে গুণশালী হইয়া পরবিষয় অনুগ্রহণ করে। রাজন্! জীব ও আত্মা উভয়ের ঐক্য থাকিলেও অজ্ঞানবশতঃ পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়। অজ্ঞান যাবৎ থাকে, তাবৎ আত্মা ও জীব উভয়ের পার্থক্যবোধ হয়, অজ্ঞান বিনষ্ট হইলেই পার্থক্যবোধও দূর হইয়া

১। গৃহক্ষেত্রোচ্চশাখাশ্চ বহুদারাদিপল্লবঃ।

তদ্গৃহং যত্র বসতি তদ্ভোজ্যং যেন জীবতি । যন্মুক্তয়ে তদেবোক্তং জ্ঞানমজ্ঞানমন্যথা[1] ॥ ১১
উপভোগেন পুণ্যানামপুণ্যানাঞ্চ পার্থিব । কর্ত্তব্যানাঞ্চ নিত্যানামকামকরণাত্তথা ॥ ১২

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহৌ ।
যমাঃ পঞ্চাথ নিয়মাঃ শৌচং দ্বিবিধমীরিতম্ ॥ ১৩

সন্তোষস্তপসা শান্তির্ব্বাসুদেবার্চ্চনং দমঃ । আসনং পদ্মকাদ্যুক্তং প্রাণায়ামো মরুজ্জয়ঃ ॥ ১৪
প্রত্যেকং ত্রিবিধঃ সোঽপি পূরকুম্ভকরেচকৈঃ । লঘুর্যো দশমাত্রস্তু দ্বিগুণঃ স তু মধ্যমঃ ॥ ১৫
ত্রিগুণাভিস্তু মাত্রাভিরুত্তমঃ স উদাহৃতঃ । জপধ্যানযুতো গর্ভো বিপরীতস্ত্বগর্ভকঃ ॥ ১৬
প্রথমে জনয়েৎ স্বেদং মধ্যমেন চ বেপথুঃ । বিপাকং হি তৃতীয়েন জয়েদ্দোষাননুক্রমাৎ[2] ॥ ১৭
আসনস্থস্তু যুঞ্জীত কৃত্বা চ প্রণবং হৃদি । পাণিভ্যাং লিঙ্গবৃষণৌ স্পৃশন্নেকাগ্রমানসঃ ॥ ১৮

রজসা তমসো বৃত্তিং সত্ত্বেন রজসস্তথা ।
নিরুধ্য নিশ্চলো বৃত্তিং স্থিতো যুঞ্জীত যোগবিৎ ॥ ১৯

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ প্রাণাদীন্ মন এব চ । নিগৃহ্য সমবায়েন প্রত্যাহারমুপক্রমেৎ ॥ ২০

যায়। বলে। তদনন্তর ব্রহ্মের সহিত ঐক্যভাব উপস্থিত হইলে মুক্ত হইয়া থাকে, যাহাতে বাস করা যায়, তাহাই গৃহ, যাহাদ্বারা জীবন রক্ষা হয় তাহাই ভোজ্য, আর যাহাদ্বারা মুক্তি হয়, তাহাকেই জ্ঞান বলা যায়। তদ্ভিন্ন আর সমস্তই অজ্ঞান জানিবে। ৩-১১

উপভোগ দ্বারাই পুণ্যাপুণ্যের, আর অনুষ্ঠান দ্বারা কর্ত্তব্য নিত্যকর্ম্মের ক্ষয় হয়। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ এই পঞ্চ প্রকার সংযমকে নিয়ম বলা যায়। শৌচ দ্বিবিধ বলিয়া কীর্ত্তিত। তপস্যাদ্বারা যে সন্তোষ হয়, তাহাই শান্তি, বাসুদেবার্চ্চনাই দম। আসন পদ্মকাদি অনেকপ্রকার উক্ত আছে। বায়ুজয়কে প্রাণায়াম বলে; প্রত্যেক প্রাণায়ামই পূরক, কুম্ভক ও রেচকভেদে ত্রিবিধ। মাত্রাযুক্ত প্রাণায়ামকে লঘু প্রাণায়াম, উহার দ্বিগুণমাত্রা হইলে মধ্যম প্রাণায়াম এবং ত্রিগুণমাত্রা প্রাণায়ামই উত্তম প্রাণায়াম বলিয়া খ্যাত। ১২-১৫

উক্ত প্রাণায়ামের মধ্যে যাহা জপ-ধ্যানযুক্ত, তাহাই গর্ভপ্রাণায়াম এবং ইহার বিপরীত হইলে তাহাকে অগর্ভপ্রাণায়াম বলে। প্রাণায়ামের প্রথম অবস্থায় স্বপ্নদর্শন, মধ্যমাবস্থায় গাত্রকম্পন, তৃতীয়াবস্থাতে বিপাক জন্মে। প্রাণায়ামের প্রথম হইতে এই ত্রিবিধ দোষ সমুৎপন্ন হয়। সাধক আসনস্থ হইয়া হৃদয়ে প্রণবের যোগ করিবে। পাণিদ্বয়দ্বারা লিঙ্গ ও বৃষণ স্পর্শ করিয়া একাগ্রমনে উপবেশন করিবে। যোগবিৎ সাধক রজোগুণদ্বারা তমোগুণের ও সত্ত্বগুণদ্বারা রজোগুণের বৃত্তিনিরোধ করিয়া নিশ্চলভাবে অবস্থান করিবে। বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে এবং মন হইতে প্রাণাদিকে নিগৃহীত করিয়া সমবায়রূপে প্রত্যাহার করিবে। ১৬-২০

১। জ্ঞানাজ্ঞানেন চান্যথা। ২। জাতা দোষাস্ত্বনুক্রমাৎ।

প্রাণায়ামা দশাষ্টৌ চ ধারণা সা বিধীয়তে ।
দ্বে ধারণে স্মৃতো যোগো যোগিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ২১
প্রাঙ্‌নাভ্যাং[1] হৃদয়ে চাত্র তৃতীয়া চ তথোরসি ।
কণ্ঠে মুখে নাসিকাগ্রে নেত্রে ভ্রূমধ্যমূর্দ্ধসু ॥ ২২
কিঞ্চিৎ তস্মাৎ পরস্মিংশ্চ ধারণা দশধা স্মৃতাঃ ।
দশৈতা ধারণাঃ প্রাপ্য প্রাপ্নোত্যক্ষরসাম্যতাম্ ॥ ২৩
যথাগ্নিরগ্নৌ সংক্ষিপ্তস্তথাত্মা পরমাত্মনি । ব্রহ্মরূপং মহাপুণ্যমোমিত্যেকাক্ষরং জপেৎ ॥ ২৪
অকারশ্চ তথোকারো মকারশ্চাক্ষরত্রয়ম্ । ইত্যেতদক্ষরং ব্রহ্ম পরমোঙ্কারসংজ্ঞিতম্ ॥ ২৫
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ স্থূলদেহবিবর্জিতম্ ।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্জরামরণবর্জিতম্ ॥ ২৬
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ পৃথিব্যাজলবর্জিতম্ ।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্বায়্বাকাশবিবর্জিতম্ ॥ ২৭
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ সূক্ষ্মদেহবিবর্জিতম্ ।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ স্থানাস্থানবিবর্জিতম্ ॥ ২৮
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্গন্ধমাত্রবিবর্জিতম্ । অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতী রূপমাত্রবিবর্জিতম্ ॥ ২৯
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ শব্দমাত্রবিবর্জিতম্ ।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্বাক্পাণ্যাদিবিবর্জিতম্ ॥ ৩০

অষ্টাদশবার প্রাণায়াম করিলেই ধারণা হইয়া থাকে ; তত্ত্বদর্শী যোগিগণ ধারণাদ্বয়কে যোগ বলিয়া নির্ণয় করেন । নাভী, হৃদয়, বক্ষঃস্থল, উদর, মুখ, নাসিকাগ্র, নেত্র, মূর্দ্ধস্থান এবং তদূর্দ্ধে এই সকল স্থানে ধারণা করিবে । উক্ত দশস্থানে দশবিধ ধারণা করিলে সাধক পরমাক্ষর (পরব্রহ্ম) পাইতে পারেন । অগ্নিতে অগ্নি নিক্ষেপ করিলে যেমন এক হইয়া যায়, সেইরূপ আত্মা ও জীবের যোগ করিতে পারিলেই ঐক্যজ্ঞান জন্মে । সাধক মহাপুণ্যপ্রদ, ব্রহ্মরূপী 'ওঁ' এই একাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে । অকার, উকার ও মকার এই অক্ষরত্রয় মিলিত হইলে ওঙ্কার হয় ; ওঙ্কার পরব্রহ্মস্বরূপ । "আমি স্থূল দেহবিবর্জিত পরংব্রহ্ম ; আমি জ্যোতির্ময় পরংব্রহ্ম ; আমার জরা মরণ নাই, আমি জ্যোতির্ময় পরংব্রহ্ম ; আমাতে কোনরূপ পৃথিব্যাদি জল-সম্পর্ক নাই । আমি জ্যোতির্ময় পরংব্রহ্ম ; আমি বায়ু আকাশাদি পঞ্চভূত বিহীন । আমি জ্যোতির্ময় পরংব্রহ্ম ; আমার সূক্ষ্মদেহও নাই, আমি জ্যোতির্ময় পরংব্রহ্ম ; আমার স্থানাস্থান নাই । আমি সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছি । আমি জ্যোতির্ময় পরংব্রহ্ম ; আমাতে কোনরূপ গন্ধসম্বন্ধ নাই । আমি জ্যোতির্ময় পরংব্রহ্ম ; আমাতে রূপসম্পর্ক নাই । আমি জ্যোতির্ময় পরংব্রহ্ম ; আমাতে শব্দ-সম্বন্ধ নাই । আমি

---

১ । নাড্যাং ।

অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ শ্রোত্রত্বক্‌পরিবর্জ্জিতম্ ।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্জিহ্বা-ঘ্রাণবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৩১
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ প্রাণাপানবিবর্জ্জিতম্ ।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্ব্যানোদানবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৩২
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিরজ্ঞানপরিবর্জ্জিতম্ ।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ তুরীয়ং পরমং পদম্ ॥ ৩৩
দেহেন্দ্রিয়-মনো-বুদ্ধি-প্রাণাহঙ্কারবর্জ্জিতম্ । নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্যানন্দাদ্বয়ম্ ।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্ম্মাং নিরূপ্য বিমুচ্যতে ॥ ৩৪

সূত উবাচ

ইত্যষ্টাঙ্গো ময়া যোগ উক্তঃ শৌনক মুক্তিদঃ ।
নিত্যনৈমিত্তিকং প্রাপ্য লয়ং প্রাকৃতবন্ধনাঃ ॥ ৩৫
উৎপদ্যন্তে হি সংসারে নৈকং প্রাপ্য পরাত্মনি[১] ।
বিমুচ্যন্তে বিমুক্তাশ্চ জ্ঞানাদজ্ঞানমোহিতাঃ ॥ ৩৬
অতো ন ম্রিয়তে দুঃখী ন রোগী ন চ বন্ধবান্ ।
ন পাপৈর্ব্বাধ্যতে যোগী নরকে ন নিপাত্যতে ॥ ৩৭
গর্ভবাসে মহাদুঃখী ন মায়ায়াং বিমোহিতঃ । তস্মাদনন্যা মত্যো ভগবান্ ভুক্তিমুক্তিদঃ ॥ ৩৮

জ্যোতির্ম্ময় পরংব্রহ্ম ; আমার বাক্‌পাণি প্রভৃতি নাই । আমি জ্যোতির্ম্ময় পরংব্রহ্ম ; আমি ত্বক্ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়বিহীন । আমি জ্যোতির্ম্ময় পরংব্রহ্ম ; আমি জিহ্বা ঘ্রাণাদি বিবর্জ্জিত ; আমি জ্যোতির্ম্ময় পরংব্রহ্ম ; আমি প্রাণাপানাদি বায়ুবিহীন । আমি জ্যোতির্ম্ময় পরংব্রহ্ম ; আমার ব্যান কিংবা উদান বায়ুর সম্বন্ধ নাই । আমি জ্যোতির্ম্ময় পরংব্রহ্ম । আমি সর্ব্বপ্রকার অজ্ঞানরহিত । আমি জ্যোতির্ম্ময় পরংব্রহ্ম ; প্রকৃতি আমার পরমপদ ; দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও প্রাণ ইহাদিগের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই । আমি জ্যোতির্ম্ময় পরংব্রহ্ম ; আমি নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ আনন্দময় অদ্বিতীয় জ্ঞানস্বরূপ । যিনি এইরূপে ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন । ২৯-৩৪

সূত বলিলেন,—হে শৌনক ! তোমাকে অষ্টাঙ্গযোগ কহিলাম, এই যোগ সাধককে মুক্তিপ্রদান করে । যাহারা মায়াপাশে বদ্ধ, তাহারা নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য করিয়া উক্ত যোগসাধনপূর্ব্বক পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয় । যাহাদিগের ঐক্যজ্ঞান হয় নাই, তাহারাই সংসারে জন্মিয়া থাকে । যাহারা অজ্ঞানমোহিত, তাহারা জ্ঞানযোগবশতঃ সংসার হইতে মুক্তি পাইতে পারে । যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত অষ্টাঙ্গযোগ অভ্যাস করেন, তাঁহাদিগের কখনও মৃত্যু হয় না, দুঃখভোগ হয় না, রোগ হয় না ; তাঁহাদিগের কোনরূপ সংসারবন্ধনেও বদ্ধ

১ । পরাত্মনাম্ ।

ধ্যানেন পূজয়া জপ্যৈঃ স্তবাক্ স্তোত্রৈর্ব্রতমখৈঃ।
যজ্ঞৈর্দানৈশ্চিত্তশুদ্ধিস্তয়া জ্ঞানঞ্চ লভ্যতে ॥ ৩৯
প্রণবাদিকমন্ত্রেণ জপ্যৈর্মুক্তিং গতা দ্বিজাঃ।
ধ্রুব আরাধ্য ভক্ত্যা চ বিষ্ণুং প্রাপ্তঃ পরং পদম্ ॥ ৪০
প্রচেতসশ্চ মুক্তাঃ কণ্ডুশ্চারাধ্য ভক্তিতঃ।
পুরুষোত্তমমীশানং মুক্তিং প্রাপাম্বনির্জ্জনঃ ॥ ৪১
উদ্ধবোঽপি পরং স্থানং নারদাদ্যাঃ পরং পদম্।
ইন্দ্রোঽপি পরমং স্থানং গন্ধর্বাপ্সরসো গতাঃ ॥ ৪২
প্রাপ্তা দেবাশ্চ দেবত্বং মুনিত্বং মুনয়ো গতাঃ। গন্ধর্বত্বঞ্চ গন্ধর্বা রাজত্বঞ্চ নৃপাদয়ঃ।
স্বর্গং স্বর্গেপ্সবঃ প্রাপ্তাস্তমারাধ্য জনার্দ্দনম্ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডেঽষ্টাঙ্গযোগকথনং নাম
ত্রিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩০ ॥

হয় না। অষ্টাঙ্গযোগী ব্যক্তি কখনও পাপে লিপ্ত হন না, নরকে পতিত হন না। অষ্টাঙ্গযোগ সাধন করিলে, তিনি কদাচ গর্ভবাসজনিত দুঃখভোগ করেন না, সেই ব্যক্তি স্বয়ং অব্যয় নারায়ণ তুল্য হন। উক্তরূপ যোগ অভ্যাস করত একান্ত ভক্তিসহকারে ধ্যান করিলে ভুক্তিমুক্তিপ্রদ নারায়ণকে লাভ করিতে পারেন। ৩৫-৩৮

ধ্যান, পূজা, জপ, স্তোত্র, ব্রত, যজ্ঞ, দানাদিদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্ত শুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। দ্বিজগণ প্রণবাদিমন্ত্র জপ করিলে মুক্তিলাভ করে। মহাত্মা ধ্রুব এই যোগ দ্বারা ভক্তিসহকারে আরাধনা করিয়া বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, প্রচেতস মুনিগণ মুক্তিসাযুজ্য লাভ করিয়াছেন, কণ্ডুমুনি পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ভক্তিসহকারে আরাধনা করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন; উদ্ধবও ইহার প্রভাবে পরম স্থান লাভ করিয়াছেন। আর নারদাদি মহর্ষিগণও পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারা ইন্দ্র অব্যয় হরির আরাধনা করিয়া স্বর্গস্থান লাভ করিয়াছেন। এই যোগবলেই দেবগণ দেবত্ব পাইয়াছেন; মুনিগণের মুনিত্ব-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে; গন্ধর্ব্বগণ গন্ধর্ব্বত্ব লাভ করিয়াছে, রাজগণ রাজত্ব পাইয়াছেন, স্বর্গার্থী ব্যক্তিরা স্বর্গলাভে সমর্থ হইয়াছেন। ৩৯-৪৩

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে অষ্টাঙ্গযোগ কথন নামক ত্রিংশদধিক-
দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩০ ॥

একত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

বিষ্ণুভক্তিং প্রবক্ষ্যামি যয়া সর্ব্বমবাপ্যতে ।
যথা ভক্ত্যা হরিস্তুষ্যেৎ তথা নান্যেন কেনচিৎ ॥ ১
মহতঃ শ্রেয়সো মূলং প্রসবঃ পুণ্যসন্ততেঃ ।
জীবিতস্য ফলং স্বাদু নিয়তস্মরণং হরেঃ ॥ ২
ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিসাধনভূয়সী ॥ ৩
তে ভক্তা লোকনাথস্য নামকর্ম্মাদিকীর্ত্তনে ।
মুঞ্চন্ত্যশ্রূণি সংহর্ষাদ্ যে প্রহৃষ্টতনূরুহাঃ ॥ ৪
জগদ্ধাতুর্বাসুদেবস্য বিব্যাপ্যচরণাশ্রয়াঃ[১] ।
ইহ নিত্যক্রিয়াঃ কুর্য্যুঃ স্নিগ্ধা যে বৈষ্ণবাস্তু তে ॥ ৫
ব্রতাদিকং ন পৃথগ্ বৈ তথা ভগবতেরিতম্ ।
প্রণামপূর্ব্বকং ভক্ত্যা যো বদেদ্বৈষ্ণবো হি সঃ ॥ ৬
মদ্ভক্তজনবাৎসল্যং পূজায়াঞ্চানুমোদনম্ । তৎকথাশ্রবণে প্রীতিঃ স্বরনেত্রাঙ্গবিক্রিয়া[২] ॥ ৭
যেন সর্ব্বাত্মনা বিষ্ণৌ ভক্ত্যা ভাবো নিবেশিতঃ ।
বিপ্রেভ্যশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ[৩] মহাভাগবতো হি সঃ ॥ ৮

সূত বলিলেন—এক্ষণে বিষ্ণুভক্তি কীর্ত্তন করিতেছি। এই বিষ্ণুভক্তিদ্বারা সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। বিষ্ণু ভক্তিদ্বারা যেমন পরিতুষ্ট হয়েন, অন্য কোনরূপেই তাঁহার তাদৃশ সন্তোষ হইতে পারে না। এই বিষ্ণুভক্তি মহামঙ্গলের মূল ; বিষ্ণুভক্তি হইতে মহাপুণ্য হয়। নিয়ত হরির স্মরণ করিলেই জীবনের ফল সাধিত হয়। ভজ ধাতুর অর্থ সেবা ; অতএব সুধী সাধক সর্ব্বপ্রযত্নে বিষ্ণুর সেবা করিবে। বিষ্ণুসেবা করিলেই বিষ্ণুতে দৃঢ়ভক্তি জন্মে। যাঁহারা ত্রিলোকনাথ বিষ্ণুর নাম-কর্ম্মাদিকীর্ত্তনে হর্ষপ্রকাশ করত অশ্রুপরিত্যাগ করে এবং রোমাঞ্চিত শরীরে যাঁহারা জগতের বিধাতা মহেশ্বর বিষ্ণুর চরণযুগলে নিরত, তাঁহারাই প্রকৃত বিষ্ণুভক্ত। যাঁহারা বিষ্ণুর সেবাদি ও নিত্যক্রিয়াদি করেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব। ১-৫

উক্তরূপ বৈষ্ণবদিগের ব্রতাদিকরেও শ্রবণ অথবা ভাগবত পাঠ করিতে হয় না। যিনি প্রণামপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে হরিসঙ্কীর্ত্তন করেন, তিনি বৈষ্ণবোত্তম বলিয়া পরিগণিত হয়েন। ভক্তজনের প্রতি বিষ্ণুর বাৎসল্যভাব আছে, এই জানে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করত তাঁহার অনুমোদন করিবে। বিষ্ণুর কথা শ্রবণে যাহার প্রীতি হয়, স্বর-নেত্রাদির বিকার জন্মে,

---

১। জগদঃ চরণাশ্রয়ম্। ২। শ্রবণং নয়নং ভবেৎ। ৩। বিপ্রেশ্বরকৃপাবিত্যাৎ।

বিষ্ণোশ্চ কারণং নিত্যং শ্রবণং সম্প্রবর্ত্তিতম্ ।
স্বয়মভ্যর্চ্চনঞ্চৈব যো বিষ্ণুং নোপজীবতি ।
ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে ॥ ৯
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান্ স যাতি পরমাং গতিম্ ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ ॥ ১০
স্মৃতঃ সম্ভাষিতোঽপ্যথবা পূজিতো বা দ্বিজোত্তম ।
পুনাতি ভগবদ্ভক্তশ্চাণ্ডালোঽপি যদৃচ্ছয়া ॥ ১১
প্রপন্নায় প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যো বদেৎ ।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদ্যাদেতদ্ব্রতং হরেঃ ॥ ১২
মন্ত্রাজিনসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ । সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে ॥ ১৩
ঐকান্তিনস্তু পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদম্ । একান্তেনাসমো বিষ্ণুর্যস্মাদেষাং পরায়ণঃ ।
তস্মাদৈকান্তিনঃ প্রোক্তাস্তদ্ভাবগতচেতসঃ ॥ ১৪
প্রিয়াণামপি সর্ব্বেষাং দেবদেবস্য সুপ্রিয়ঃ । আপৎস্বপি সদা যস্য ভক্তিরব্যভিচারিণী ॥ ১৫
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী । বিষ্ণুং সংস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥ ১৬

তাহার শ্রবণ সকল। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুতে সর্ব্বান্তঃকরণে ভাবসন্নিবেশ করেন, এবং ব্রাহ্মণগণের প্রতি বিষ্ণু বুদ্ধিতে ব্যবহার করেন, তিনি মহাভাগবত বলিয়া খ্যাত। যিনি স্বয়ং বিষ্ণুর অর্চনা করেন, তিনি বিষ্ণুর অনুজীবী হইয়া থাকেন। যদি ম্লেচ্ছও উক্ত অষ্টবিধ ভক্তির অধিকারী হইতে পারে, তাহা হইলে সে বিপ্রশ্রেষ্ঠ মুনি হইয়া হইয়া পরমগতি লাভ করে। যে ব্যক্তি প্রকৃত বিষ্ণুভক্তির পাত্র, সে ম্লেচ্ছ হইলেও তাহাকে হবির্দ্রব্য দিতে পারে · সেই ব্যক্তির নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে ; সেই হরিভক্ত বিষ্ণুর ন্যায় পূজনীয়। ৮-১০

সেই ব্যক্তি স্মৃত বা সম্ভাষিত হইলেও তাহাকে হরির প্রীতি হয়। যদি চণ্ডালও ভগবদ্ভক্ত হয়, তবে সে যদৃচ্ছাক্রমে জগৎ পবিত্র করিয়া থাকে। "আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম" যে ব্যক্তি এইরূপ বলে, তাহার প্রতি দয়াপ্রকাশ করিবে। সর্ব্বপ্রাণীকে অভয় প্রদান করিবে, ইহাই হরির ব্রত। সহস্রমন্ত্রজাপী হইতে সর্ব্ববেদান্তপারগ শ্রেষ্ঠ, কিন্তু কোটিবেদান্তপারগ হইতেও এক বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা বিষ্ণুতে একান্ত অনুরক্ত, তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন একান্ত অনুরক্তের প্রতি হরি প্রসন্ন হয়েন ; অতএব সকলেরই হরিপরায়ণ হওয়া বিধেয়। যাহার চিত্ত হরিতে একান্ত অনুরক্ত, তিনিই ভগবৎ পরায়ণ বলিয়া কীর্ত্তিত। যাঁহারা ভগবানের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, যাঁহার আপৎকালেও হরিভক্তির কিঞ্চিন্মাত্র অন্যথা ভাব না হয়, হরির সমস্ত প্রিয় ব্যক্তি হইতেও সেই ব্যক্তি অধিকতর প্রিয়পাত্র। ১১-১৫

অবিবেকী ব্যক্তিদিগের বিষয় ভোগে যেরূপ প্রবল আসক্তি উৎপন্ন হয়, আমি সর্ব্বদা হরিকে স্মরণ করিতেছি, আমার হৃদয়ে যেন হরিভক্তি সেইরূপ দৃঢ়ভাবে বর্ত্তমান থাকে, কখনও যে

অতর্গতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্ত্যপি[১] । যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমম্ ॥ ১৭

নাধীতবেদশাস্ত্রোঽপি ন কৃতোঽধ্বরসঞ্চয়ঃ ।
যো ভক্তিং বহতে বিষ্ণৌ তেন সর্ব্বং কৃতং ভবেৎ ॥ ১৮
যজ্ঞানাং ক্রতুমুখ্যানাং বেদানাং পারগা অপি ।
ন তাং যান্তি গতিং ভক্তা যাং যান্তি মুনিসত্তমাঃ ।
যঃ কশ্চিদ্বৈষ্ণবো লোকে মিথ্যাচারোঽপ্যনাশ্রমী ॥ ১৯
পুনাতি সকলান্ লোকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ ॥ ২০

যে নৃশংসা দুরাত্মানঃ পাপাচাররতাস্তথা । তেঽপি যান্তি পরং স্থানং নারায়ণপরায়ণাঃ ॥ ২১
দৃঢ়া জনার্দ্দনে ভক্তির্যদৈবাব্যভিচারিণী । তদা কিয়ৎ স্বর্গসুখং সৈব নির্ব্বাণহেতুকী ॥ ২২
ভ্রাম্যতাং তত্র সংসারে নরাণাং কর্ম্মদুর্গমে । হস্তাবলম্বনো হ্যেকো ভক্তিক্রীতো[২] জনার্দ্দনঃ ॥ ২৩
ন শৃণোতি গুণান্ দিব্যান্ দেবদেবস্য চক্রিণঃ । স নরো বধিরো জ্ঞেয়ো সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ ২৪

নাম্নি সঙ্কীর্ত্তিতে বিষ্ণোর্যস্য পুংসো ন জায়তে ।
শরীরং পুলকোদ্ভাসি তদ্ভবেৎ কুণপোপমম্ ॥ ২৫

পাপমুক্ত হয় না। যিনি এইরূপ দুষ্টভক্তির আধার, তিনি বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রপারগ হইতে পারেন। সর্ব্বেশ্বর হরিকে যে ভজনা করে না, তাহাকে পুরুষাধম বলিয়া জানিবে। বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নে কিম্বা কোনরূপ যজ্ঞাদি আচরণেও যাঁহার অনুরাগ নাই, সেই ব্যক্তি যদি হরির ভজনা করে, তাহা হইলে বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন ও সর্ব্বপ্রকার যাগজনিত ফললাভ করিতে পারে। হরিভক্ত মুনিগণ যেমন সদ্গতি লাভ করেন, সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠাতা, সর্ব্ববেদাভিপারগ ব্যক্তিরাও সেইরূপ সদ্গতির অধিকারী হয়েন না। মিথ্যাচারপরায়ণ, অনাশ্রমী, ব্যক্তিরাও যদি হরিভক্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা লোক সকল পবিত্র করিতে পারে। যেমন দিবাকর উদিত হইয়া লোক প্রকাশ করেন, হরিভক্ত ব্যক্তি সেইরূপ ত্রিলোক পবিত্র করিয়া থাকেন। ১৬-২০

যাহারা নৃশংস, দুরাত্মা ও পাপকার্য্যে রত, নারায়ণপরায়ণ হইলে তাহারাও পরমপদ লাভ করিতে পারে। যখন জনার্দ্দনে অচলা ভক্তি জন্মে, তখন স্বর্গসুখ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়; সেই হরিভক্তিদ্বারাই নির্ব্বাণপদ পাইতে পারে। যাহারা ক্রিয়ামার্গরত, তাহারা কর্ম্মদুর্গম সংসারে পুনঃপুনঃ ভ্রমণ করিতে থাকে। হরিভক্ত ব্যক্তি হস্তপ্রসারণ করিলেই জনার্দ্দন সন্তুষ্ট হইয়া সেই ভক্তের হস্তগত হস্তগ্রহণ করেন। যে মানব দেবদেব চক্রধারী নারায়ণের গুণানুবাদ শ্রবণ করে না, সেই নর বধির ও সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত। হরিনাম সংকীর্ত্তন করিলে যে শরীর পুলকিত হয় না, সে ব্যক্তির শরীর শববৎ জ্ঞান করিবে। যে

১। দুষ্টভক্তোঽপি বেদাদি-সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগঃ।
২। হস্তাবলম্বনে হ্যেকো ভক্ত্যা তুষ্টো।

যস্মিন্ স্মৃতে দ্বিজশ্রেষ্ঠ মুক্তিরপ্যচিরাদ্ভবেৎ ।
বিষ্ণৌ নিবিষ্টমনসাং কিং পুনর্ব্বিলক্ষয়ঃ ॥ ২৬
স্বপুরুষমভিবীক্ষ্য পাশহস্তং, বদতি যমঃ কিল তস্য কর্ণমূলে ।
পরিহর মধুসূদনপ্রপন্নান্, প্রভুরহমন্যনৃণাং ন বৈষ্ণবানাম্ ॥ ২৭
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্¹ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ২৮
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ।
বিহগেন্দ্র প্রতিজানীহি বিষ্ণুভক্তো ন নশ্যতি ॥ ২৯
ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা ।
সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা হরৌ ॥ ৩০
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী হরের্মায়া দুরত্যয়া । তমেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ৩১
কিং যজ্ঞাযাজনৈঃ পুংসাং সিধ্যেত হরিমেধসঃ ।
ভক্ত্যৈবারাধ্যতে বিষ্ণুর্নান্যত্তত্তোষকারকম্² ॥ ৩২
ন বাচৈর্বিবিধৈর্দ্রব্যৈর্ন পুষ্পৈর্নানুলেপনৈঃ³ ।
তোষমেতি মহাত্মাসৌ যথা ভক্ত্যা জনার্দ্দনঃ ॥ ৩৩

পুরুষে হরিভক্তি বিদ্যমান আছে, তাঁহার অচিরকালে মুক্তিলাভ হয়। যাঁহারা হরিতে মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সমস্ত পাপ অপ্রাপ্ত হয়। ২১-২৬

যমরাজ পাশহস্ত নিজ দূতদিগের কর্ণে বলিয়া থাকেন "তোমরা শীঘ্র এই মধুসূদনের ভক্তদিগকে পরিত্যাগ কর, আমি অন্যান্য পুরুষের অধীশ্বর সত্য, কিন্তু হরিভক্তদিগের প্রতি আমার কোন অধিকার নাই।" এবং হরি বলিয়াছেন, দুরাচার ব্যক্তিও যদি অন্য কাহাকেও ভজনা না করিয়া কেবল আমারই অর্চনা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া জানিবে; সেই ব্যক্তিই সম্যক্‌প্রকারে সৎকর্ম সমাচরণ করিয়াছে, ইহা বুঝিবে। যিনি হরিভক্ত ব্যক্তি, তিনি নিত্য শান্তিসুখ লাভ করেন; তিনি শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হইতে পারেন। হে বিহঙ্গ। হরিভক্ত ব্যক্তির কদাচ বিনাশ হয় না। সমস্ত জগতের মূলীভূত হরিতে যাহার স্থির ভক্তি আছে, ধর্ম্ম অর্থ কামে তাহার কোন প্রয়োজন নাই; যেহেতু হরিভক্তের করতলে মুক্তি সর্ব্বদা বিরাজিত রহিয়াছে। ২৬-৩০

ত্রিগুণময়ী হরিমায়া দুরতিক্রম্যা, কেহই সেই মায়ার হস্ত হইতে মুক্তি পাইতে পারে না; যিনি হরির শরণাগত হইয়াছেন, কেবল তিনিই উক্ত মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন। যাঁহারা হরিভক্ত, যজ্ঞ ধনাদিদ্বারা তাহাদিগের কি কার্য্যসিদ্ধ হইতে পারে? (হরিভক্ত ব্যক্তিরা স্ত্রীপুত্রকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া থাকে।) কেবল ভক্তি-

১। মামনন্যভাক্। ২। নান্যৎ তত্তাপি কারণম্। ৩। ন পুষ্পৈর্নৈবানুলেপনৈঃ।

বসতি হৃদি সনাতনে চ তস্মিন্, ভবতি পুমান্ জগতোঽস্য সৌম্যরূপঃ।
ক্ষিতিরসমতিরম্যমাত্মনোঽন্তঃ, কথয়তি চারুতয়ৈব শালপোতঃ ॥ ৪১

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ভগবদ্ভক্তিকথনং নামৈকত্রিংশদধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩১ ॥

দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

মুক্তিহেতুমনাদ্যন্ত-মজমব্যয়মক্ষরম্ ।
যো নমেৎ সর্ব্বলোকস্য নমস্যো জায়তে নরঃ ॥ ১
বিষ্ণুমানন্দমদ্বৈতং বিজ্ঞানং সর্ব্বগং প্রভুম্ ।
প্রণমামি সদা ভক্ত্যা চেতসা জগদালয়ম্ ॥ ২
যোঽন্তস্তিষ্ঠন্নশেষস্য পশ্যতীশঃ শুভাশুভম্ ।
তং সর্ব্বসাক্ষিণং বিষ্ণুং নমস্যে পরমেশ্বরম্ ॥ ৩

বেদশিরার প্রমাণে সেই বিষ্ণুর স্বিধাতের পতিত হয়, যাহারা জ্ঞানগামী, তাহারা কিছুই জানে না, তাহাদিগকে মোহিত বলিয়া জানিবে। সেই সনাতন পরব্রহ্ম হরি যাহার হৃদয়ে বাস করেন, সেই মানব অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, সকলেরই হিতকারী, প্রিয়দর্শন হয়। শালবৃক্ষের পোত (কোঁড়) দেখিলেই তদ্ভব ভূমির কিরূপ রস আছে তাহা জানা যায়। ৩৬-৪১

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ভগবদ্ভক্তিকথন নামক একত্রিংশদধিক-
দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩১।

দ্বাত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়

সূত বলিলেন,—যিনি মুক্তির কারণ, যাঁহার আদি অন্ত নাই, যিনি অজ, সেই অব্যয় অক্ষর হরিকে যে ব্যক্তি নমস্কার করে, সে সর্ব্বলোকের নমস্য হইতে পারে। অদ্বিতীয়, আনন্দস্বরূপ, বিজ্ঞানময়, সর্ব্বগ জগৎকর্ত্তা নারায়ণকে ভক্তিপূর্ব্বক মনে মনে নমস্কার করি।

শক্তো নাপি নমস্কারঃ প্রবৃত্তশ্চক্রপাণয়ে । সংসারতৃণবর্গাণামুদ্বেজনকরো হি সঃ ॥ ৪

কৃষ্ণে স্ফুরজ্জলধরোদরচারুকৃষ্ণে, লোকাধিকারপুরুষে পরমপ্রমেয়ে ।
একোঽপি চারুগুণমাত্রকৃতপ্রণামঃ[1], সদ্যঃ স্বপাকমপি সাধয়িতুং সমর্থঃ[2] ॥ ৫
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ নমস্কারেণ যোঽর্চ্চয়েৎ ।
স যাং গতিমবাপ্নোতি ন তাং ক্রতুশতৈরপি ॥ ৬
দুর্গসংসারকান্তারাকূপারানভিধাবতাম্[3] ।
একঃ কৃষ্ণে নমস্কারো মুক্ত্যা তাংস্তারয়িষ্যতি ॥ ৭
আসীনো বা শয়ানো বা তিষ্ঠন্ বা যত্র তত্র বা ।
নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রৈকশরণো ভবেৎ ॥ ৮
নারায়ণেতি শব্দোঽস্তি বাগস্তি বশবর্ত্তিনী ।
তথাপি নরকে মূঢ়াঃ পতন্তীতি কিমদ্ভুতম্ ॥ ৯
চতুর্ম্মুখো বা যদি কোটিবক্ত্রো, ভবেন্নরঃ কোঽপি বিশুদ্ধচেতাঃ ।
স বৈ গুণানামযুতৈকদেশং, বদেন্ন বা দেববরস্য বিষ্ণোঃ ॥ ১০

তিনি হৃদয়ে বাস করিতেছেন। যে ঈশ্বর অশেষ জীবের হৃদয়ে অবস্থানপূর্ব্বক শুভাশুভ দর্শন করেন, সেই পরমেশ্বর সর্ব্বসাক্ষী হরিকে নমস্কার করি। শক্তিসত্ত্বেও যে ব্যক্তি চক্রপাণিকে নমস্কার করে না, সে সংসারমধ্যে তৃণাদিরও উদ্বেগকারণ (সেই পাপাত্মা জগতের অনিষ্টসাধনই করিতে থাকে)। নবজলধরোদরবৎ সুস্নিগ্ধ নীলকলেবর সর্ব্বলোকের অধীশ্বর পরমপুরুষ অপ্রমেয় কৃষ্ণে যে ব্যক্তি দৃঢ়ভক্তিসহকারে একবার মাত্র প্রণাম করিয়াছে, সে শ্বপচাদি পাপিষ্ঠবর্গকেও পরিত্রাণ করিতে পারে। ১-৫

যিনি ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক নারায়ণের অর্চনা করেন, তিনি যেরূপ উত্তম গতিলাভ করেন, শত শত যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেও তাদৃশী সদ্গতিলাভ হইতে পারে না। যাঁহারা দুঃখোত্তাপাদিযুক্ত সংসাররূপ দুর্গমারণ্যে ধাবমান হয়েন, তাঁহারাও যদি একমাত্র কৃষ্ণকে প্রণাম করেন, তাহা হইলে সংসার হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন। উপবেশন কিংবা শয়ন করিয়া থাকুক, অথবা যে কোন অবস্থায় থাকুক, সকল স্থলেই "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্রের শরণাপন্ন হইবে। 'নারায়ণ' এই শব্দও আছে, আপন বশীভূত বাক্যও (শব্দোচ্চারণশক্তি) বিদ্যমান আছে, তথাপি মূঢ়লোকেরা নরকে পতিত হয়, ইহা অতি অদ্ভুত ব্যাপার। একবারমাত্র "নারায়ণ" এই শব্দ উচ্চারণ করিলে আর সেই ব্যক্তির নরক দর্শন হইতে পারে না। কোন শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি চতুরানন অথবা কোটিবদন হইলেও সেই অনন্তগুণের আধারস্বরূপ দেববর নারায়ণের গুণানুবাদ করিতে সমর্থ হয় না। ৬-১০

১। তাবদ্গুণমাত্রকৃতপ্রণামঃ। ২। প্রগল্ভঃ। ৩। -কান্তারকূপারামেঽপি ধাবতাম্।

ব্যাসাদ্যা মুনয়ঃ সর্ব্বে স্তুবন্তো মধুসূদনম্।
মতিক্ষয়ান্নিবর্ত্তন্তে ন গোবিন্দগুণক্ষয়াৎ ॥ ১১
অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে সর্ব্বপাতকৈঃ।
পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহত্রস্তৈর্ম্মৃগো যথা।
স্বতঃ পরিকরত্বেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥ ১২
স্বপ্নেঽপি নাম স্মরতোঽপি পুংসঃ, ক্ষয়ং করোত্যক্ষয়পাপরাশিম্।
প্রত্যক্ষতঃ কিং পুনরত্র পুংসা, প্রকীর্ত্তিতে নাম্নি জনার্দ্দনস্য ॥ ১৩
নমঃ কৃষ্ণাচ্যুতানন্ত-বাসুদেবেত্যুদীরিতম্।
যৈর্ভাবভাবিতৈর্ব্বিপ্র ন তে যমপুরং যযুঃ ॥ ১৪
ক্ষয়ো ভবেদ্যথা বহ্নেস্তমসো ভাস্করোদয়ে।
তথৈব কলুষৌঘস্য নামসঙ্কীর্ত্তনাদ্ধরেঃ ॥ ১৫
ক্ব নাকপৃষ্ঠগমনং পুনরাবৃত্তি ন ক্ষয়ম্ ॥ ১৬
গচ্ছতাং দূরমধ্বানং কৃষ্ণমূর্চ্ছিতচেতসাম্।
পাথেয়ং পুণ্ডরীকাক্ষনামসঙ্কীর্ত্তনং হরেঃ ॥ ১৭

ব্যাসাদি মুনিগণ মধুসূদনের স্তব (গুণবর্ণনা) করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সকলেই স্তব করিতে করিতে বুদ্ধি ক্ষয় হইলেই নিবৃত্ত হইয়াছেন, কেহই তাঁহার গুণ বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই। কোন অবশ ব্যক্তি নারায়ণের নাম করিলে, সেই পুরুষ তৎক্ষণাৎ সর্ব্ববিধ পাতক হইতে মুক্ত হইতে পারে। সিংহের হস্ত হইতে যেমন মৃগ পরিত্রাণ পায়, সেইরূপ হরিনাম কীর্ত্তনে পাপী পাপের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে; আর সেই পাপী মোক্ষলাভে গমনের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হয়। স্বপ্নাবস্থাতেও যদি কোন পুরুষ নারায়ণের নাম স্মরণ করে, তাহা হইলে সেই পুরুষের পাপরাশি ক্ষয় পায়; আর যে ব্যক্তি জাগ্রদবস্থায় জনার্দ্দনের নাম কীর্ত্তন করে, তাহার সিদ্ধি না হয় এমন কার্য্যই নাই। (হরিনাম স্মরণে সর্ব্বকার্য্যই সিদ্ধ হয়।) যাহারা ভক্তি-পূর্ব্বক "হে কৃষ্ণ! হে অচ্যুত! হে অনন্ত! হে বাসুদেব! তোমাকে নমস্কার করি" এইরূপে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করে, তাহাদিগকে কখনও যমপুর দর্শন করিতে হয় না। অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে অথবা সূর্য্যের উদয় হইলে যেমন অন্ধকার নাশ পায়, সেইরূপ হরিনাম সংকীর্ত্তন করিলে পাপরাশি বিনষ্ট হয়। ১১-১৫

স্বর্গপুরে গমন করিলেও কোন ফল নাই, কারণ স্বর্গবাসীরও পতন হইয়া থাকে; কিন্তু যাহারা নারায়ণে চিত্তসমর্পণ করিয়াছে, তাহাদিগের আর পুনরাবৃত্তি হয় না; তাহারা সংসার অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে অবস্থান করিতে থাকে। হরির যে "পুণ্ডরীকাক্ষ" এই নাম আছে, তাহাই সংসারাতিক্রমণের পাথেয়স্বরূপ। সংসাররূপ সর্প যাহাকে দংশন

সংসারসর্পসন্দষ্ট-বিষচেষ্টৈকভেষজম্ ।
কৃষ্ণেতি বৈষ্ণবং মন্ত্রং[1] জপ্ত্বা মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ১৮
ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্ ।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংস্মৃত্য কেশবম্ ॥ ১৯
জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ।
সংসারসাগরং তীর্ত্বা স গচ্ছেদ্বৈষ্ণবং পদম্ ॥ ২০
বিজ্ঞাতদুষ্কৃতিসহস্রসমাবৃতোঽপি শ্রেয়ঃ পরঞ্চ পরিশুদ্ধিমভীপ্সমানঃ ।
বাহ্যান্তরে ন হি পুনশ্চ ভবং স পশ্যেন্নারায়ণস্তুতিকথাপরমো মনুষ্যঃ ॥ ২১

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নারায়ণনমস্কারো নাম
দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩২ ॥

করিয়াছে, তাহার বিষপ্রতিকার বিষয়ে একমাত্র হরিনামই মহৌষধ। "কৃষ্ণ" এই নাম সর্ব্বশান্তিপ্রদ, এই নাম জপ করিলে মনুষ্য মুক্ত হইতে পারে। হরিকে সত্যযুগে ধ্যান দ্বারা, ত্রেতাযুগে নামজপ দ্বারা, দ্বাপরযুগে অর্চনা দ্বারা এবং কলিযুগে কেবল নাম স্মরণ দ্বারা আরাধনা করিবে। তাহা হইলেই নরগণ মুক্তিলাভ করিতে পারে। যিনি "হরি" এই দুইটি বর্ণ জিহ্বাদ্বারা উচ্চারণ করেন, তিনি সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিষ্ণুপুরে গমন করিয়া থাকেন। কোন ব্যক্তি যদি আপনাকে সহস্র সহস্র দুষ্কৃতিসমন্বিত জানিয়াও অন্তরে বাহিরে শ্রেয়স্কাম সর্ব্বকালে হরিকথাপরায়ণ হয়েন, তাহা হইলে তিনি পুনরায় সংসার দর্শন করেন না। ১৮-২১

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নারায়ণ-নমস্কার নামক দ্বাত্রিংশদধিক
দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩২।

১। নাম।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

অসারভূতে সংসারে সারমেতৎ বিনির্দ্দিশেৎ।
অশেষাশেষলোকস্য[1] সারমারাধনং হরেঃ॥ ১
দদ্যাৎ পুরুষসূক্তেন যঃ পুষ্পাণ্যপ এব বা।
অর্চ্চিতং স্যাজ্জগদিদং তেন সর্ব্বং চরাচরম্॥ ২
মাতৃবৎ পরিরক্ষন্তং সৃষ্টিসংহারকারকম্।
যো ন পূজয়তে বিষ্ণুং তং বিদ্যাদ্ ব্রহ্মঘাতকম্॥ ৩
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
তং যো ন ধ্যায়তে বিষ্ণুং স বিষ্ঠায়াং ক্রিমির্ভবেৎ॥ ৪
নরকে পচ্যমানস্তু যমেন পরিভাষিতঃ।
কিন্ত্বয়া নার্চ্চিতো দেবঃ কেশবঃ কেশিনাশনঃ[2]॥ ৫
উদকেনাপ্যভাবেন দ্রব্যাণামর্চ্চিতঃ প্রভুঃ।
যো দদাতি স্বকং লোকং স ত্বয়া কিং ন চার্চ্চিতঃ॥ ৬
ন তৎ করোতি বা[3] মাতা ন পিতা নাপি বান্ধবঃ।
যৎ করোতি হৃষীকেশঃ সন্তুষ্টঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ[4]॥ ৭

সূত বলিলেন,—অসার সংসারে একটিমাত্র সার আছে, সারহীন অশেষ লোকের অধীশ্বর হরির আরাধনাই এই জগতে সার কার্য্য। পুরুষসূক্তমন্ত্রে নারায়ণকে যিনি পুষ্প অথবা জল প্রদান করেন তিনি স্বয়ং নারায়ণ হইয়া থাকেন। যিনি নারায়ণের অর্চ্চনা করেন, তিনি সচরাচর জগতের অর্চ্চনাজনিত ফল লাভ করেন। যে মানব বিষ্ণুর অর্চ্চনা করে না, তাহাকে ব্রহ্মঘাতক বলিয়া জানিবে। যে নারায়ণ হইতে অনন্ত জীবের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত আছেন, যে পাপাত্মা সেই হরির ধ্যান করে না, সে বিষ্ঠাতে ক্রিমিরূপে জন্মগ্রহণ করে। যখন পাপিষ্ঠসকল নরকে পচ্যমান হয়, যম তখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি সর্ব্বক্লেশনাশন কেশবের অর্চ্চনা কর নাই? অর্চ্চনোপযোগী দ্রব্যের অভাব হইলে কেবল জলদ্বারা অর্চ্চনা করিলেও যিনি পূজককে স্বীয় লোক প্রদান করেন, তুমি কি সেই সর্ব্বক্লেশনাশন দেবকে অর্চ্চনা কর নাই?" ১-৬

হৃষীকেশ সন্তুষ্ট হইলে শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া ভক্তের যেরূপ উপকার করিয়া থাকেন, মাতা, পিতা কিম্বা বন্ধু বান্ধব কেহই তাদৃশ কার্য্য করিতে পারে না। মনুষ্য বর্ণাশ্রমাচার-পরায়ণ

১। অশেষলোকনাথস্য। ২। ক্লেশনাশনঃ। ৩। মা। ৪। শ্রদ্ধয়ার্চিতঃ।

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারকঃ ॥ ৮
ন দানৈর্বিবিধৈর্দত্তৈর্ন পুষ্পৈর্নানুলেপনৈঃ ।
তোষমেতি মহাত্মাসৌ যথা ভক্ত্যা জনার্দ্দনঃ ॥ ৯
সম্পদৈশ্বর্য্যমাহাত্ম্যৈঃ সন্তত্যা ন চ কর্ম্মণা ।
বিমুক্তৈরেকতা লভ্যা মূলমারাধনং হরেঃ ॥ ১০
প্রণামৈস্তুষ্যতে বিষ্ণুরেতদেব পরমং ধনম্ ।
অন্যথা বা বিশেষেণ কস্তমর্চ্চিতুমর্হতি ॥ ১১

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে পূজাভক্তিকথনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশদধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩২ ॥

হইয়া পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে আরাধনা করিলে নারায়ণের যেরূপ সন্তোষ হয়, অন্য কোন উপায়ে তাদৃশ সন্তোষ জন্মে না। কেবল ভক্তিদ্বারা মহাত্মা জনার্দ্দনের যেরূপ সন্তোষ সাধিত হইতে পারে, পুষ্প, সুগন্ধি অনুলেপন বা অন্যান্য দ্রব্য দান দ্বারা বিষ্ণুর তাদৃশ সন্তোষ হয় না। ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, মাহাত্ম্য, সন্ততি ও কর্ম্মদ্বারা বিষ্ণুর একতা লাভ হয় না; কেবল বিমুক্ত ব্যক্তিরাই হরির সহিত একতা লাভ করিতে পারে। ইহাদ্বারা জানা যায় যে, হরির আরাধনাই ইহার মূল, যেহেতু প্রণাম দ্বারা বিষ্ণু সন্তুষ্ট হয়েন; বিষ্ণুকে প্রণাম করা কার্য্যটী একটী পরম ধন; যদি তাহা না হইবে, তবে অন্যান্য দেবতা অপেক্ষা সকল লোকেই হরিকে বিশেষরূপে অর্চ্চনা করিত না। ৭-১১

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে পূজাভক্তিকথন নামক ত্রয়স্ত্রিংশদধিক
দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩৩।

চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

আলোড্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা॥ ১
কিং তস্য দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ, কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ।
যো নিত্যং ধ্যায়তে দেবং, নারায়ণমনন্যধীঃ॥ ২
ষষ্টিতীর্থসহস্রাণি ষষ্টিতীর্থশতানি চ। নারায়ণপ্রণামস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥ ৩
প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি তপঃকর্ম্মাত্মকানি বৈ[১]। যানি তেষামশেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্॥ ৪
কৃতে পাপেঽনুতাপশ্চ[২] যস্য পুংসঃ প্রজায়তে।
প্রায়শ্চিত্তন্তু তস্যৈকং হরেঃ সংস্মরণং পরম্॥ ৫
মুহূর্ত্তমপি যো ধ্যায়েন্নারায়ণমতন্দ্রিতঃ। সোঽপি স্বর্গতিমাপ্নোতি[৩] কিং পুনস্তৎপরায়ণঃ॥ ৬
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তেষু যোগস্থস্য চ যোগিনঃ।
যা কাচিন্মনসো বৃত্তিঃ সা ভবত্যচ্যুতাশ্রয়া॥ ৭

সূত বলিলেন,—আমি সর্ব্বশাস্ত্র বিলোকনপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ বিচার করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে আমার এই দৃঢ় জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে যে, কেবল নারায়ণকেই সর্ব্বদা ধ্যান করিবে। যে ব্যক্তি নিত্য অনন্যচিত্তে নারায়ণকে ধ্যান করে, তাহার দান, তীর্থপর্য্যটন, তপস্যা ও যজ্ঞদ্বারা কোন ফল নাই। হরিধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিরা দানাদিজনিত ফলকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে। ভূমণ্ডলে ষষ্টিসহস্র ও ষষ্টিশত তীর্থ বিদ্যমান আছে। তীর্থসকল সেই হরিপ্রণামের ষোড়শাংশ ফলপ্রদান করিতে পারে না; অর্থাৎ ভক্তিপূর্ব্বক একবারমাত্র নারায়ণকে প্রণাম করিলে যেরূপ পুণ্যসঞ্চয় হয়, তীর্থভ্রমণে তাহার ষোড়শাংশ পুণ্যলাভ হয় না। প্রায়শ্চিত্ত ও অশেষ প্রকার তপস্যা বিদ্যমান আছে; কিন্তু সর্ব্ববিধ তপস্যার মধ্যে কৃষ্ণনামস্মরণই পরম তপস্যা বলিয়া পরিগণিত। যাহারা নিরন্তর পাপকার্য্যে নিরত আছে, কিংবা যাহাদিগের পাপাচরণে সমধিক অনুরাগ আছে, একমাত্র হরিনামস্মরণই তাহাদিগের উত্তম প্রায়শ্চিত্ত। ১-৫

অবহিতচিত্তে মুহূর্ত্তকালমাত্র নারায়ণের ধ্যান করিলে স্বর্গলোকে গমন করিতে পারে; পরন্তু যাহারা নারায়ণ-পরায়ণ, তাহাদিগের সৌভাগ্য অবর্ণনীয়। যাহারা সর্ব্বদা যোগে রত থাকে, তাহাদিগের জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি সর্ব্বকালে নারায়ণকে আশ্রয় করিয়াই মনোবৃত্তিসকল উপস্থিত হইয়া থাকে। উত্থান, পতন, প্রলপন, প্রবেশ, ভোজন, জাগরণ

১। তপঃকর্ম্মাণি যানি বৈ। ২। অনুরক্তিশ্চ। ৩। স্বর্গতিম্।

উত্তিষ্ঠন্ নিপতন্ বিষ্ণুং প্রলপন্ বিস্খলংস্তথা।
ভুঞ্জন্ স্বপংশ্চ জাগ্রচ্চ গোবিন্দং মাধবং স্মরেৎ॥ ৮
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ কুর্য্যাচ্চিত্তং জনার্দ্দনে।
এষা শাস্ত্রানুসারোক্তিঃ কিমন্যৈর্বহুভাষিতৈঃ॥ ৯
ধ্যানমেব পরো ধর্ম্মো ধ্যানমেব পরং তপঃ।
ধ্যানমেব পরং শৌচং তস্মাদ্ধ্যানপরো ভবেৎ॥ ১০
নাস্তি বিষ্ণোঃ পরং ধ্যেয়ং তপো নানশনাৎ পরম্।
তস্মাৎ প্রধানমত্রোক্তং বাসুদেবস্য চিন্তনম্॥ ১১
যদ্দুর্লভং যৎ পরং প্রার্থ্যং মনসো যন্ন গোচরম্। তদপ্যপ্রার্থিতং ধ্যাতো দদাতি মধুসূদনঃ॥ ১২
প্রমাদাৎ কুর্ব্বতাং পুংসাং প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ॥ ১৩
ধ্যানেন সদৃশং নাস্তি শোধনং পাপকর্ম্মণাম্।
আগামিদেহহেতূনাং দাহকো যোগপাবকঃ॥ ১৪
বিনিষ্পন্নসমাধিস্তু মুক্তিং তত্রৈব জন্মনি। প্রাপ্নোতি যোগী যোগাগ্নিদগ্ধকর্ম্মা চ যোঽচিরাৎ॥ ১৫
যথাগ্নিরুদ্ধতশিখঃ কক্ষং দহতি সানিলঃ।
তথা চিত্তস্থিতো বিষ্ণুর্যোগিনাং সর্ব্বকিল্বিষম্॥ ১৬

যে কোন অবস্থায় শঙ্খচক্রপতি শ্রীপতি গোবিন্দকে স্মরণ করিবে। মানবগণ স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াও জনার্দ্দনে চিত্তসমর্পণ করিবে, ইহাই শাস্ত্রবাক্য। কেবল গোবিন্দনাম কীর্ত্তনেই সদ্গতি লাভ হইয়া থাকে, অন্যান্য বহুভাষণে কোনও ইষ্টলাভ হয় না। নারায়ণের ধ্যানই পরধর্ম্ম; এই ধ্যানই পরম তপস্যা, ইহাই মনুষ্যের শৌচসম্পাদন করে; অতএব সর্ব্বদা নারায়ণের ধ্যানপরায়ণ হইবে। ৮—১০

বিষ্ণু অপেক্ষা পরম ধ্যেয় আর কিছুই নাই; অনশন হইতেও পরম তপস্যা আর নাই; অতএব বাসুদেবের চিন্তাই প্রধান কার্য্য বলিয়া জানিবে। যাহা অতি দুর্লভ, অপ্রাপ্য ও মনের অগোচর, মধুসূদনের ধ্যান করিলে তিনি ভক্তকে সেই সেই অপ্রার্থিত প্রদান করেন। যজ্ঞাদি কর্ম্ম সাধন করিতে করিতে প্রমাদবশতঃ যদি সেই-যজ্ঞ পরিভ্রষ্ট হয়, তবে বিষ্ণুর নাম স্মরণ করিলে সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ইহা শ্রুতিতে কথিত আছে। নারায়ণের ধ্যান করিলে যেরূপ পাপকর্ম্মের শান্তি হয়, এরূপ পাপশোধন কর্ম্ম আর নাই। এই ধ্যান-যোগাগ্নি আগামী দেহ (পুনর্জ্জন্ম) দাহ করিয়া থাকে। যিনি নারায়ণের ধ্যান করিতে করিতে সমাধিসম্পন্ন হইয়াছেন, তিনি ইহজন্মেই যোগাগ্নিদ্বারা কর্ম্ম দগ্ধ করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারেন। উদ্ধতশিখ অগ্নি বায়ুসহযোগে যেমন তৃণকাষ্ঠাদি দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ যোগিগণের হৃদয়স্থ বিষ্ণু সর্ব্বপ্রকার পাপ দগ্ধ করেন। ১১-১৬

যথাগ্নিযোগাৎ কনকমমলং সম্প্রজায়তে। সংশ্লিষ্টং[1] বাসুদেবেন মনুষ্যাণাং তথা মনঃ[2] ॥ ১৭
গঙ্গাস্নানসহস্রেষু পুষ্করস্নানকোটিষু। যৎ পাপং বিলয়ং যাতি স্মৃতে নশ্যতি তদ্ধরৌ ॥ ১৮
প্রাণায়ামসহস্রৈস্তু যৎ পাপং নশ্যতি ধ্রুবম্।
ক্ষণমাত্রেণ তৎ পাপং হরের্ধ্যানাৎ প্রণশ্যতি ॥ ১৯
একস্মিন্নপ্যতিক্রান্তে মুহূর্তে ধ্যানবর্জিতে। দস্যুভির্মুষিতেনেব যুক্তমাক্রন্দিতুং ভৃশম্ ॥ ২০
কলিপ্রভাবো দুষ্টোক্তিঃ পাষণ্ডানাং তথোক্তয়ঃ।
ন ক্রামন্ত্যমলং তস্য যস্য চেতসি কেশবঃ ॥ ২১
সা তিথিস্তদহোরাত্রং স যোগঃ স চ চন্দ্রমাঃ।
লগ্নং তদেব বিখ্যাতং যত্র সংস্মর্যতে হরিঃ ॥ ২২
সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সা চান্ধজড়মূকতা। যন্মুহূর্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে ॥ ২৩
কলৌ কৃতযুগং তস্য কলিস্তস্য কৃতে যুগে। হৃদয়ে যস্য গোবিন্দো যস্য চেতসি নাচ্যুতঃ ॥ ২৪
যস্যাগ্রতস্তথা পৃষ্ঠে গচ্ছতস্তিষ্ঠতোঽপি বা।
গোবিন্দে নিয়তং চেতঃ কৃতকৃত্যঃ সদৈব সঃ ॥ ২৫
বাসুদেবে মনো যস্য জপহোমার্চনাদিষু। তস্যান্তরায়ো বিপ্রেন্দ্র দেবেন্দ্রত্বাদিকং ফলম্ ॥ ২৬

সুবর্ণ যেমন অগ্নিসংযোগে নির্মল হইয়া থাকে, সেইরূপ বাসুদেব মনুষ্যের পাপসমস্ত নষ্ট করিয়া থাকেন। সহস্রবার গঙ্গাস্নান কিম্বা কোটিবার পুষ্করতীর্থে স্নান করিলে যে সকল পাপ বিনষ্ট হয়, নারায়ণকে একবারমাত্র স্মরণ করিলে মনুষ্যের সেই সকল পাপ লয় পাইয়া থাকে। মনুষ্যের সহস্র প্রাণায়ামদ্বারা যে পাপ বিনাশ পায়, ক্ষণমাত্র হরির ধ্যান করিলে সেই পাপ নষ্ট হইতে পারে। যাহার এমন প্রভাব, যদি সেই হরির ধ্যান ব্যতীত একমুহূর্তও অতিক্রান্ত হয় তবে দস্যু কর্তৃক হৃতসর্বস্ব ব্যক্তির ন্যায় রোদন করা কর্তব্য; কারণ যে সময়টী গিয়াছে, তাহা ত আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। ১৭-২০

যাহার চিত্তে কেশব বিদ্যমান আছেন, কলিপ্রভাব ও পাষণ্ডদিগের দুষ্টোক্তি তাহার চিত্ত আক্রমণ করিতে পারে না। যে সময়ে হরিকে স্মরণ করা যায়, সেই তিথি, সেই অহোরাত্র, সেই যোগ, সেই চন্দ্র ও সেই লগ্ন সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়। যে ক্ষণে বা মুহূর্তে হরির চিন্তা হয় না, তাহা নিষ্ফল; সেই সময়কে মহাহানিকর জানিবে; মনুষ্যকে সেই সময়ে জড়তা ও মূকতা আশ্রয় করে। যাহার হৃদয়ে গোবিন্দ বিদ্যমান আছেন, তাহার পক্ষে কলিযুগও সত্যযুগের ন্যায়; যে ব্যক্তি চিত্তে অচ্যুতকে স্মরণ করে না, তাহার পক্ষে সত্যযুগও কলিযুগতুল্য। যিনি অগ্রে ও পশ্চাদ্ভাগে হরিকে ধ্যান করেন, গমনকালে ও অবস্থানকালে যাঁহার চিত্তে গোবিন্দ নিয়ত বাস করেন, সেই ব্যক্তি কৃতকৃত্য হইয়াছেন। ২১-২৫

১। সংযুক্তো। ২। সদা মলঃ।

অসন্তুষ্টস্ত গার্হস্থ্যং ন তস্য চ মহৎ তপঃ। ক্ষিপন্তি বৈষ্ণবীং[১] মায়াং কেশবার্পিতমানসাঃ ॥ ২৭
কৃপাং কুর্ব্বন্তি ক্রুদ্ধেষু দয়াং মূর্খেষু মানবাঃ। মুদঞ্চ ধর্ম্মশীলেষু গোবিন্দে হৃদয়স্থিতে ॥ ২৮
ধ্যায়েন্নারায়ণং দেবং স্নানদানাদিকর্ম্মসু। প্রায়শ্চিত্তেষু সর্ব্বেষু দুষ্কৃতেষু বিশেষতঃ ॥ ২৯
লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং কুতস্তেষাং পরাভবঃ। যেষামিন্দীবরশ্যামো হৃদয়স্থো জনার্দ্দনঃ ॥ ৩০
কীটপক্ষিগণানাঞ্চ হরৌ সংন্যস্তচেতসাম্। ঊর্দ্ধামেব গতিং মন্যে[২] কিং পুনর্জ্ঞানিনাং নৃণাম্ ॥ ৩১
বাসুদেবতরুচ্ছায়া নাতিশীতা ন ঘর্ম্মদা[৩]। নরকদ্বারশমনী সা কিমর্থং ন সেব্যতে ॥ ৩২
ন চ দুর্ব্বাসসঃ শাপো বজ্রঞ্চাপি শচীপতেঃ। হর্ত্তুং সমর্থো বিপ্রেন্দ্র হৃৎস্থিতে মধুসূদনে ॥ ৩৩
বদতস্তিষ্ঠতোঽন্যদ্বা স্বেচ্ছয়া কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ। নাপযাতি যদা চিন্তা সিদ্ধাং মন্যেত ধারণাম্ ॥ ৩৪

ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী, নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী-হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ ॥ ৩৫

কিমত্র বহুনোক্তেন যুষ্মাকমধুনা হরিম্। স্মরতাহর্নিশং বিষ্ণুমশেষদুরিতাপহম্ ॥ ৩৬

জপ, হোম ও অর্চনা প্রভৃতিতে যাহার চিত্ত বাসুদেবে ন্যস্ত আছে, ইন্দ্রত্বাদি পদও তাঁহার অন্তরায়স্বরূপ অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা বিষ্ণুকে চিন্তা করেন, তিনি ইন্দ্রত্বাদিপদ পাইলেও তাহাতে সন্তুষ্ট হন না; পরন্তু সেই ইন্দ্রত্বাদিকে বিষ্ণুচিন্তনের বিঘ্ন বলিয়া মনে করেন। যিনি কেশবে চিত্তসমর্পণ করিয়াছেন, তিনি গার্হস্থ্য কর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়াও মহাতপস্যা সম্পা-দনপূর্ব্বক গৌরবী মায়া ভেদ করিতে পারেন। যাঁহাদিগের হৃদয়ে গোবিন্দ অবস্থান করেন, তাঁহারা ক্রুদ্ধ ব্যক্তির প্রতি কৃপা, মূর্খের প্রতি দয়া ও ধর্ম্মশীলের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। স্নান, দান, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি সৎকর্ম্মে কিংবা চৌর্য্যাদি দুষ্ক্রিয়াতে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র নারায়ণদেবকে চিন্তা করিবে। যাহার হৃদয়ে নীলোৎপল শ্যামবর্ণের জনার্দ্দন অবস্থান করেন, সর্ব্বদা তাহার লাভ ও জয় হইয়া থাকে, কখনও পরাজয় হয় না। ২৬-৩০

পক্ষিকীটাদি জীবগণ যদি হরিতে চিত্তসমর্পণ করে, তবে তাহাদিগেরও সদ্গতি লাভ হয়; পরন্তু যে সকল মনুষ্য জ্ঞানপূর্ব্বক বিষ্ণুতে চিত্তসমর্পণ করে, তাহাদিগের যে কিরূপ সদ্গতিলাভ হয়, তাহা বর্ণনাতীত। বাসুদেবরূপ তরুচ্ছায়া অতি শীতল বা উষ্ণ নহে; ঐ ছায়া আশ্রয় করিলে নরকদ্বারে গমন করিতে হয় না; অতএব সর্ব্বদা উক্ত ছায়া সেবন করা কর্ত্তব্য। মধুসূদন হৃদয়ে অবস্থিত থাকিলে মহামুনি দুর্ব্বাসার শাপ কিংবা শচীপতি ইন্দ্রের বজ্র কিছুই তাহাকে বিনাশ করিতে পারে না। কথন, অবস্থান বা ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যান্য কর্ম্মাচরণকালে যাহার হৃদয় হইতে বিষ্ণুচিন্তা অপসৃত হয় না, তাহার প্রকৃত ধারণা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। সর্ব্বদা পদ্মাসনে সন্নিবিষ্ট সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী, কেয়ূর-কনককুণ্ডলধারী, কিরীটী ও হারভূষণে বিভূষিত, স্বর্ণময়শরীর, শঙ্খচক্রধর নারায়ণকে ধ্যান করিবে। ৩১-৩৫

হে মুনিগণ! আপনাদিগের নিকট অধিক আর কি বলিব। হরিকে অহর্নিশ স্মরণ

১। গৌরবীং। ২। ঊর্দ্ধা এব গতিস্তাহি। ৩। নাতিশীতাতিতাপদা।

ন হি ধ্যানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে। শ্বপাকান্নানি ভুঞ্জানো ন পাপেনৈব[1] লিপ্যতে ॥ ৩৭
সদা চিত্তং সমাসক্তং জন্তোর্বিষয়গোচরে। যদি নারায়ণেঽপ্যেবং কো ন মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ৩৮
প্রত্যাস্তমিতভেদং যৎ সত্তামাত্রমগোচরম্। বচসামাত্মসংবেদ্যং তজ্জ্ঞানং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ॥ ৩৯

তত্রামলা ধিয়া যোগিনো যান্তি যে লয়ম্ ।
সংসারকর্ষণোঽপ্যেতে যান্তি নির্বীজতাং দ্বিজাঃ ॥ ৪০

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ধ্যানভক্তির্নাম চতুস্ত্রিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩৪॥

পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

বিষ্ণুভক্তির্যস্য চিত্তে যং বা জীবো নমেৎ সদা ।
স তারয়তি চাত্মানং তথৈব দুষ্কৃতার্ণবাৎ ॥ ১
তজ্জ্ঞানং যত্র গোবিন্দঃ সা কথা যত্র কেশবঃ ।
তৎ কর্ম্ম যৎ তদর্থায় কিমন্যৈর্বহুভাষিতৈঃ ॥ ২
সা জিহ্বা যা হরিং স্তৌতি তচ্চিত্তং যৎ তদর্পিতম্ ।
তাবেব কেবলৌ শ্লাঘ্যৌ যৌ তৎপূজাকরৌ করৌ ॥ ৩

করিলে তাহার অশেষ দুরিত বিনষ্ট হয়। বিষ্ণুধ্যানের সদৃশ পবিত্রতাজনক কার্য্য আর আর নাই, হরিধ্যানপরায়ণ নর চণ্ডালান্ন ভক্ষণ করিলেও পাপে লিপ্ত হয় না। প্রাণিগণের চিত্ত সর্ব্বদা বিষয়ভোগে অনুরক্ত থাকে, নারায়ণে যদি সেইরূপ চিত্ত অনুরক্ত হয়, তাহা হইলে ভববন্ধন হইতে কে না মুক্ত হইতে পারে। হে দ্বিজগণ! যাহাতে ভেদজ্ঞান অস্তমিত হয়, যাহা সত্তামাত্র, যাহা বাগিন্দ্রিয়ের অগোচর, সেই কেবলমাত্র স্বসংবেদ্য জ্ঞানকে ব্রহ্ম বলা যায়। উক্ত প্রকার ধ্যানানুসারে সেই ব্রহ্মেতে যে কোন যোগী চিত্ত লয় করিতে পারেন, তাঁহারা সংসারের হেতুভূত কর্ম্মবীজহীন হইয়া বিমুক্ত হয়েন। ৩৭-৪০

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ধ্যানভক্তি নামক চতুস্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥২৩৪॥

পঞ্চত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়

সূত কহিলেন,—হে মুনিগণ! যাহার চিত্তে বিষ্ণুভক্তি বিদ্যমান থাকে, কিংবা যে ব্যক্তি সর্ব্বদা বিষ্ণুকে নমস্কার করে, সে দুষ্কৃতি হইতে আত্মাকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয়। যে জ্ঞানের বিষয় বিষ্ণু, সেই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান; যে কথায় হরিকথার প্রসঙ্গ আছে, তাহাই

১। পাপী নৈবায়।

রাষ্ট্রস্য শরণং রাজা পিতরৌ বালকস্য চ। ধর্মশ্চ সর্বমর্ত্যানাং সর্বস্য শরণং হরিঃ ॥ ১১

যে নমন্তি জগদ্যোনিং বাসুদেবং সনাতনম্ ।
ন তেভ্যো বিদ্যতে তীর্থমধিকং মুনিসত্তম ॥ ১২
অনর্ঘরত্নপূজাঞ্চ কুর্যাৎ স্বাধ্যায়মেব চ ।
অহন্যহনি গোবিন্দং ধ্যানং নিত্যমতন্দ্রিতঃ ॥ ১৩

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বিপ্রজাতিসমং মন্যে ন যাতি নরকং নরঃ ॥ ১৪

আদরেণ যথা স্তৌতি ধনবন্তং ধনেচ্ছয়া ।
তথা বিশ্বস্য কর্তারং কো ন ন মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ১৫
যথা দাববনে বহ্নির্দহত্যার্দ্রমপীন্ধনম্ ।
তথাবিধঃ স্থিতো বিষ্ণুর্যোগিনাং সর্বকিল্বিষম্ ॥ ১৬
জ্বলিতং পর্বতং যদ্বন্নাশ্রয়ন্তি মৃগাদয়ঃ ।
তদ্বৎ পাপানি সর্বাণি যোগাভ্যাসরতং নরম্[1] ॥ ১৭

যস্য যাবাংশ্চ বিশ্বাসস্তস্য সিদ্ধিশ্চ তাবতী। এতাবানেব কৃষ্ণস্য প্রভাবঃ পরিমীয়তে ॥ ১৮

দ্বেষেণাপি গোবিন্দং দমঘোষাত্মজঃ স্মরন্ ।
শিশুপালো গতস্তত্ত্বং কিং পুনস্তৎপরায়ণঃ ॥ ১৯

রাষ্ট্রের আশ্রয় রাজা, বালকের আশ্রয় পিতা, সর্ব্বলোকের আশ্রয় ধর্ম ; কিন্তু একমাত্র বিষ্ণু সকলেরই আশ্রয়। যাঁহারা জগতের কারণীভূত সনাতন বাসুদেবকে নমস্কার করে, তাঁহারা তীর্থস্বরূপ, বহু নরগণের পরিত্রাণের হেতু হয়েন। বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তি অপ্রমত্তচিত্তে প্রতিদিন গোবিন্দের উদ্দেশে অমূল্য রত্নাদিদ্বারা পূজা, স্বাধ্যায় ও ধ্যান করিবে। শূদ্র, নিষাদ ও চণ্ডাল ইহারাও যদি ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্তিভাজন হয়, তবে তাহারা ব্রাহ্মণের সাম্যলাভ করিতে পারে ; কদাচ নরকে গমন করে না। ধনলোলুপ ব্যক্তি যেমন ধনকামনায় যত্নপূর্ব্বক ধনশালী ব্যক্তির সেবা করে, বিশ্বকর্ত্তা নারায়ণের তদ্রূপ আরাধনা করিলে ভববন্ধন হইতে কে না মুক্ত হইতে পারে ? ১১-১৫

বহ্নি যেমন বনে প্রবেশ করিলে আর্দ্র তৃণাদিও দগ্ধ করে, সেইরূপ বিষ্ণু যোগীদিগের হৃদয়স্থিত হইয়া তাহাদিগের সর্ব্বপাতক দগ্ধ করেন। মৃগাদি যেমন প্রজ্বলিত পর্ব্বত আশ্রয় করে না, পাপসকলও সেইরূপ যোগাভ্যাসরত মনুষ্যকে আশ্রয় করিতে পারে না। মনুষ্যগণের মধ্যে বিষ্ণুতে যাহার যেরূপ বিশ্বাস, তাহার সেইরূপ সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ইহাই সেই নারায়ণের প্রভাব। দমঘোষতনয় শিশুপাল বিদ্বেষ করিয়া গোবিন্দকে লাভ করিয়াছিল, অতএব যাহারা তৎপরায়ণ, তাহারা যে ভগবান্ নারায়ণের তত্ত্ব জানিতে পারিয়া তাঁহার সাযুজ্য লাভ করিতে পারিবে, তাহার সংশয় নাই। মানবগণ যাবৎ তাঁহার অর্চনা না করে,

১। °রতো নরঃ।

অয়ং দেবো মুনির্বন্দ্য এষ ব্রহ্মা বৃহস্পতিঃ ।
ইত্যাখ্যা জায়তে তাবদ্ যাবন্মার্জয়তে হরিম্ ২০

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বিষ্ণুমাহাত্ম্যকথনং নাম
পঞ্চত্রিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

নারসিংহস্তুতিং বক্ষ্যে শিবোক্তং শৌনকাধুনা ।
পূর্ব্বং মাতৃগণাঃ সর্ব্বে শঙ্করং বাক্যমব্রুবন্ ॥ ১
ভগবন্ ভক্ষয়িষ্যামঃ সদেবাসুরমানুষম্ ।
ত্বৎপ্রসাদাজ্জগৎ সর্ব্বং তদনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥ ২

শঙ্কর উবাচ

ভবতীভিঃ প্রজাঃ সর্ব্বা রক্ষণীয়া ন সংশয়ঃ ।
তস্মাদ্ ঘোরতরপ্রায়ং মনঃ শীঘ্রং নিবর্ত্ত্যতাম্ ॥ ৩

যাবৎ তাহারা "এই দেবতা, ইনি মুনি, উনি বন্দনীয়, তিনি ব্রহ্মা, অমুক বৃহস্পতি" ইত্যাদি ভাবে বিহ্বল হইয়া থাকে ॥ ১৮-২০

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বিষ্ণুমাহাত্ম্যকথন নামক পঞ্চত্রিংশদধিক
দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়

সূত বলিলেন,—শৌনক ! এক্ষণে শিবোক্ত নারসিংহস্তুতি বলিতেছি । পূর্ব্বে মাতৃগণ শঙ্করকে কহিয়াছিলেন, ভগবন্ ! আমরা আপনার প্রসাদে দেবাসুর মানুষ প্রভৃতির সহিত জগৎ ভক্ষণ করিব, আপনি আমাদিগকে আজ্ঞা প্রদান করুন । শঙ্কর কহিলেন, মাতৃগণ ! আপনারাই প্রজা সকলকে রক্ষা করিতেছেন, অতএব এই ঘোরতর অভিপ্রায়

সূত উবাচ

ইত্যেবং শঙ্করেণোক্তমাকর্ণ্য তু বচস্ততঃ। ভক্ষয়ামাসুরব্যগ্রাস্ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৪

ত্রৈলোক্যে ভক্ষ্যমাণে তু তদা মাতৃগণেন বৈ।
নৃসিংহরূপিণং দেবং প্রদধ্যৌ ভগবান্ শিবঃ ॥ ৫

অনাদিনিধনং দেবং সর্বভূতভবোদ্ভবম্। বিদ্যুজ্জিহ্বং মহাদংষ্ট্রং স্ফুরৎকেশরসঙ্কটম্[১] ।
কল্পান্তমারুতক্ষুব্ধ-সপ্তার্ণবমহারবম্ ॥ ৬

বজ্রাভতীক্ষ্ণনখর-চারুণা দারিতাননম্। মেরুশৈলপ্রতীকাশমুদয়ার্কসমীক্ষণম্ ॥ ৭

হিমাদ্রিশিখরাকারং চারুদংষ্ট্রোজ্জ্বলাননম্।
ক্রুদ্ধবিতাড়িতরোমাগ্নি-জ্বালাকেশরমালিনম্ ॥ ৮

রত্নাঙ্গদং সুমুকুটং হেমকেশরভূষিতম্। শ্রোণিসূত্রেণ মহতা কাঞ্চনেন বিরাজিতম্ ॥ ৯

নীলোৎপলদলশ্যামং রত্ননূপুরভূষিতম্। তেজসাক্রান্তসকল-ব্রহ্মাণ্ডোদরমণ্ডপম্ ॥ ১০

আবর্তসদৃশাকারৈঃ সংযুক্তং দেহরোমভিঃ। সর্বপুষ্পবিচিত্রাঞ্চ ধারয়ন্তং মহাস্রজম্ ॥ ১১

স ধ্যাতমাত্রো ভগবান্ প্রদদৌ তস্য দর্শনম্।
যাদৃশেনৈব রূপেণ ধ্যাতো রুদ্রেণ ভক্তিতঃ ॥ ১২

তাদৃশেনৈব রূপেণ দুর্নিরীক্ষ্যেণ দৈবতৈঃ।
প্রণিপত্য তু দেবেশং তদা তুষ্টাব শঙ্করঃ ॥ ১৩

পরিত্রাণ করুন। সূত কহিলেন,—অনন্তর মাতৃগণ শঙ্করের বাক্য অনাদর করিয়া সচরাচর ত্রিভুবন ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলেন। মাতৃগণ ত্রিজগৎ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে ভগবান্ শিব নৃসিংহরূপী বিষ্ণুদেবের ধ্যান করিতে লাগিলেন। ১-৫

নৃসিংহদেব আদি-অন্তহীন, তাঁহা হইতেই সর্বভূতের উদ্ভব হইয়াছে, তাঁহার জিহ্বা বিদ্যুৎ সদৃশ অতি ভয়ঙ্কর; কেশরমালা স্ফুরিত হইতেছে। তদীয় গর্জন কল্পান্তকালীন মারুত-বিক্ষুব্ধ-সপ্তসমুদ্র-নির্ঘোষবৎ গভীর; তদীয় দেহ উদীয়মান সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত সুমেরু পর্বতবৎ দীপ্যমান। হিমাদ্রিশৃঙ্গতুল্য দংষ্ট্রাদ্বারা তাঁহার মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল। ক্রোধে তাঁহার কেশরনিকর হইতে জ্বালামালা নির্গত হইতেছে। নৃসিংহদেব রত্নবিনির্মিত অঙ্গদ, শোভন মুকুট ও হেমময় কেশরসমূহে বিভূষিত ও কাঞ্চনময় কটিসূত্রে বিরাজিত। তিনি নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, রত্নময় নূপুরে ভূষিত, স্বীয় তেজোদ্বারা জগৎ আক্রমণ করিয়া অবস্থিত আছেন; ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার উদরমণ্ডপে রহিয়াছে। আবর্ত্তসম রোমরাজিদ্বারা তাঁহার দেহ ব্যাপ্ত হইয়াছে, তিনি সর্বপুষ্পগ্রথিত বিচিত্র মাল্য ধারণ করিয়া আছেন। ৬-১১

মহাদেব এইরূপে নৃসিংহদেবের ধ্যান করিলে নরসিংহ তৎক্ষণাৎ শিবকে দর্শন দিলেন। মহাদেব যে রূপের ধ্যান করিয়াছিলেন, তাদৃশরূপ দেবগণেরও দুর্নিরীক্ষ্য। তৎপরে শঙ্কর

১। °কেশরমালিনম্।

সূত উবাচ

এবমুক্তঃ স রুদ্রেণ রৌদ্রান্ মাতৃগণান্ বিভুঃ।* সংহৃত্য জগতঃ শর্ম কৃত্বা চান্তরধীয়ত ॥ ২৩
নারসিংহমিদং স্তোত্রং যঃ পঠেন্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ। মনোরথপ্রদস্তস্য রুদ্রস্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ২৪

ধ্যায়েন্নৃসিংহং তরুণার্কনেত্রং, সিতাম্বুজাতং জ্বলিতাগ্নিবক্ত্রম্।
অনাদিমধ্যান্তমজং পুরাণং, পরাবরেশং জগতাং নিধানম্ ॥ ২৫
জপেদিদং সন্ততদুঃখজালং, জহাতি নীহারমিবাংশুমালী।
স মাতৃবর্গস্য হরোঽভিমুক্তি[1]-র্যদা যদা তিষ্ঠতি তৎসমীপে ॥ ২৬
দেবেশ্বরস্যাপি নৃসিংহমূর্তেঃ, পূজাং বিধাতুং ত্রিপুরান্তকারী।
প্রসাদ্য তং দেববরং স লব্ধা, অব্যাচ্চ মাতৃগণেভ্য এব ॥ ২৭

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে নরসিংহস্তবকথনং নাম ষট্‌ত্রিংশদধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩৬ ॥

তাঁহাদিগের নাশ ইচ্ছা করি না। রুদ্র এইরূপ বলিলে নৃসিংহরূপী হরি নিজ জিহ্বাগ্র হইতে সহস্র দেবী উৎপাদন করিয়া সেই দেবীগণ দ্বারা অসুরগণ ও রৌদ্রমাতৃগণকে সংহার করিয়া জগতের স্বাস্থ্যবিধানপূর্বক অন্তর্হিত হইলেন। যে ব্যক্তি নিয়ত এই নৃসিংহস্তোত্র পাঠ করে, নৃহরি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া রুদ্রকে যেমন বর প্রদান করিয়াছিলেন, তৎপাঠককেও সেইরূপ বর দিয়া থাকেন। ২১-২৪

তরুণার্কনেত্র সিতপদ্মাসনস্থিত প্রজ্বলিত হুতাশনবক্ত্র আদিমধ্যান্তহীন, অজ, পুরাণ-পুরুষ, পরাৎপরেশ্বর, জগদাধার হরিকে ধ্যান করিবে। নৃসিংহদেবের স্তব জপ করিলে তিনি ভক্তজনের বিস্তৃত দুঃখজাল নাশ করেন। অংশুমালী সূর্য্য যেমন নীহারজাল ধ্বংস করেন, নৃহরিও সেইরূপ পাপরাশি বিনাশ করিয়া থাকেন। সাধক যে যে সময়ে নরসিংহের সমীপে বিদ্যমান থাকে, সেই সেই সময়ে তাহার মাতৃগণজনিত ভয় থাকে না। মহেশ্বর এইরূপে দেবেশ্বর নৃসিংহের পূজা ও স্তব করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করত বরলাভ-দ্বারা মাতৃগণ হইতে জগৎ রক্ষা করিয়াছিলেন। ২৫-২৭

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে নরসিংহস্তবকথন নামক ষট্‌ত্রিংশদধিক
দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩৬।

---

* সহস্রদেবীর্জিহ্বাগ্রোদ্ভবা বাগীশ্বর্যো হরিঃ।
তথাসুরগণান্ সর্বান্ রৌদ্রান্ মাতৃগণান্ বিভুঃ।—ইত্যধিকঃ পাঠঃ দৃশ্যতে।

১। সমাতৃবর্গস্য করোতি মুক্তিং।

সপ্তত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

জ্ঞানামৃতং[1] প্রবক্ষ্যামি স্তোত্রং যচ্চ হরোঽব্রবীৎ।
পৃষ্টঃ শ্রীনারদেনৈব নারদায় তথা শৃণু ॥ ১

নারদ উবাচ

যঃ সংসারে সদা বদ্ধৈঃ কামক্রোধৈঃ শুভাশুভৈঃ।
শব্দাদিবিষয়ৈর্বদ্ধঃ পীড্যমানঃ স দুর্ম্মতিঃ ॥ ২
কথং[2] বিমুচ্যতে জন্মমৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো হি ত্রিপুরান্তক ॥ ৩
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা নারদস্য ত্রিলোচনঃ।
উবাচ তমৃষিং শম্ভুঃ প্রসন্নবদনো হরঃ ॥ ৪

মহেশ্বর উবাচ

জ্ঞানামৃতং পরং গুহ্যং রহস্যমৃষিসত্তম।
বক্ষ্যামি শৃণু দুঃখঘ্নং ভববন্ধভয়াপহম্ ॥ ৫
তৃণাদি-চতুরাস্যান্তং ভূতগ্রামং চতুর্বিধম্।
চরাচরং জগৎ সর্ব্বং প্রসুপ্তং যস্য মায়য়া ॥ ৬

সূত বলিলেন,—এক্ষণে জ্ঞানামৃত স্তোত্র কহিতেছি। নারদ মহাদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে মহেশ্বর নারদকে এই স্তব বলিয়াছিলেন; শৌনক! সেই স্তোত্র শ্রবণ কর। নারদ বলিয়াছিলেন, যে দুর্ম্মতি এই সংসারে কাম ক্রোধ, শুভ অশুভ, শব্দ বিষয় প্রভৃতি বন্ধদ্বারা আক্রান্ত হইয়া পরিপীড়িত হইতেছে, হে ভগবন্। সেই ব্যক্তি কি কার্য্য করিলে অনায়াসে মৃত্যুময় সংসারসাগর হইতে মুক্ত হইতে পারে? আমি আপনার নিকট তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। ত্রিলোচন নারদের সেই বাক্য শ্রবণে প্রসন্নবদনে নারদ ঋষিকে কহিলেন, হে ঋষিবর! জ্ঞানরূপ অমৃত পরম গুহ্য। এই জ্ঞানামৃত সর্ব্বদুঃখ নাশ করিয়া জনগণকে সংসারবন্ধন হইতে ত্রাণ করিয়া থাকে। তোমার নিকট আমি সেই জ্ঞানামৃত বলিতেছি। ১-৫

হে নারদ! যে বিষ্ণুর মায়াতে ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সচরাচর চতুর্ব্বিধ জগৎ প্রসুপ্ত আছে, সেই নারায়ণের প্রসাদে যদি কেহ জ্ঞানী হইতে পারে, তবেই সেই ব্যক্তি দেবদুর্লভ সংসার-

---

১। জ্ঞানামৃতং। ২। কথং।

তস্য বিষ্ণোঃ প্রসাদেন যদি কশ্চিৎ প্রবুধ্যতি ।
স নিস্তরতি সংসারং দেবানামপি দুস্তরম্ ॥ ৭
ভোগৈশ্বর্য্যমদোন্মত্ত-তত্ত্বজ্ঞানপরাঙ্মুখঃ ।
সংসারমোহপঙ্কে বৈ জীবো গৌরিব মজ্জতি ॥ ৮
পুত্রদারকুটুম্বেষু সক্তাঃ[১] সীদন্তি জন্তবঃ ।
সর্ব্বে একার্ণবে মগ্না জীর্ণা বনগজা ইব ॥ ৯
যস্ত্বাত্মানং[২] নিবধ্নাতি দুর্মতিঃ কোষকারবৎ ।
তস্য মুক্তিং ন পশ্যামি জন্মকোটিশতৈরপি ॥ ১০
তস্মান্নারদ সর্ব্বেশং[৩] দেবানাং দেবমব্যয়ম্ ।
আরাধয়েৎ সদা সম্যগ্ ধ্যায়েদ্বিষ্ণুং সমাহিতঃ[৪] ॥ ১১
যস্তু বিশ্বমনাদ্যন্তমজমাত্মনি সংস্থিতম্ । সর্ব্বজ্ঞমচলং বিষ্ণুং সদা ধ্যায়ন্ বিমুচ্যতে ॥ ১২
দেহস্থং যজ্ঞপরং জ্ঞেয়ং ব্যক্তাব্যক্তং সনাতনম্ ।
নিষ্কলং নীরুজং বিষ্ণুং সদা ধ্যায়ন্ বিমুচ্যতে ॥ ১৩
সুখদং শঙ্করং নিত্যং নির্গুণং তমসঃ পরম্ ।
সর্ব্বদৃক্ শাশ্বতং বিষ্ণুং সদা ধ্যায়ন্ বিমুচ্যতে ॥ ১৪
অশরীরং বিধাতারং সর্ব্বজ্ঞানমনোরতিম্ । অচলং সর্ব্বগং বিষ্ণুং সদা ধ্যায়ন্ বিমুচ্যতে ॥ ১৫

সাগর হইতে নিস্তার পাইয়া থাকে। প্রাণিগণ ঐশ্বর্য্যভোগে মত্ত হইয়া গো যেমন পাঁকে মগ্ন হয়, তদ্রূপ সংসারমোহপঙ্কে মগ্ন হইয়া থাকে। তাহারা পুত্র দারা কুটুম্বাদিতে অনুরক্ত হইয়া একার্ণবমগ্ন বনগজবৎ মগ্ন হইয়া নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগ করে। যে দুর্মতি কোষমধ্যগত কীটের ন্যায় আপন মুখ বদ্ধ করে (জ্ঞানলাভে পরাঙ্মুখ হয়) সে সংসারসাগরে মগ্ন হইয়া থাকে কোটি কোটি জন্মেও তাহার মুক্তি লাভের সম্ভাবনা দেখা যায় না। ৭-১০

যাহারা পুত্র-কলত্র-কুটুম্বাদির মায়াপাশে বদ্ধ হইয়া সংসারে নিমগ্ন থাকে, দেবদেব নারায়ণকে তাহারা কদাচ আরাধনা করিতে কিংবা ভক্তিযুক্তচিত্তে সম্যক্ প্রকারে সেই নারায়ণের ধ্যান করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি স্বীয় হৃদয়ে বিশ্বরূপ আদ্যন্তবর্জিত সর্ব্বজ্ঞ সদেহস্বরূপ, যজ্ঞমূর্তি, জগৎপালনতৎপর, ব্যক্তস্বরূপ অথচ অব্যক্ত, সনাতন, জ্ঞেয়, নিষ্কল, সুখ-দুঃখ-দ্বন্দ্বহীন হরিকে ধ্যান করে, সে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। নিত্য, নির্গুণ, তমঃপরবর্ত্তী, সর্ব্বদর্শী, শাশ্বত, মহিমান্বিত বিষ্ণুকে সদা ধ্যান করিলে মনুষ্য মুক্ত হইতে পারে। অশরীরী, জগদ্বিধাতা, সর্ব্বজ্ঞানের এক সমুন্নত মনের বিরতিস্থান, অচল, সর্ব্বগ বিষ্ণুকে যাহারা ধ্যান করে তাহারা মুক্ত হইতে পারে। ১১-১৫

১। মত্তাঃ। ২। যস্ত্বাত্মনং। ৩। সর্ব্বেশ্বরং। ৪। মুদান্বিতঃ।

নির্বিকল্পং নিরাভাসং নিষ্প্রপঞ্চং নিরাময়ম্।
বাসুদেবং গুরুং বিষ্ণুং সদা ধ্যায়ন্ বিমুচ্যতে ॥ ১৬
অতীন্দ্রিয়মনির্দেশ্যমচিন্ত্যমপরাজিতম্। তং বিজ্ঞানময়ং বিষ্ণুং সদা ধ্যায়ন্ বিমুচ্যতে ॥ ১৭
নির্মমং নিরহঙ্কারং নির্দ্বন্দ্বং নিরতেন্দ্রিয়ম্।
নির্মুক্তোপাধিকং বিষ্ণুং সদা ধ্যায়ন্ বিমুচ্যতে ॥ ১৮
জন্ম-মৃত্যু-জরাতীতং নির্বিকারং সনাতনম্।
নির্বাণমভয়ং বিষ্ণুং সদা ধ্যায়ন্ বিমুচ্যতে ॥ ১৯
সর্বভাববিনির্মুক্ত-মপ্রমেয়মলক্ষণম্। নির্বাণমমলং বিষ্ণুং সদা ধ্যায়ন্ বিমুচ্যতে ॥ ২০
অমৃতং পরমানন্দং সর্বপাপবিবর্জিতম্। অপ্রতর্ক্যং মহাবিষ্ণুং সদা ধ্যায়ন্ বিমুচ্যতে ॥ ২১
শুভাশুভবিনির্মুক্ত-মূর্মিষট্কবিবর্জিতম্। তং বোধময়ং বিষ্ণুং সদা ধ্যায়ন্ বিমুচ্যতে ॥ ২২
অরূপং সত্যসঙ্কল্পং শুদ্ধমাকাশবৎপরম্। একাগ্রমনসা বিষ্ণুং সদা ধ্যায়ন্ বিমুচ্যতে ॥ ২৩
বাগতীতং ত্রিকালজ্ঞং বিশ্বেশং লোকসাক্ষিণম্
সর্বস্মাদুত্তমং বিষ্ণুং সদা ধ্যায়ন্ বিমুচ্যতে ॥ ২৪
অবিতর্ক্যমবিজ্ঞেয়মখণ্ডাবিমসংস্কৃতম্। একং নিরন্তরং পুংস্যাং সদা ধ্যায়ন্ বিমুচ্যতে ॥ ২৫
বিশ্বাখ্যং বিশ্বগোপ্তারং সুহৃদং সর্বকামদম্। স্থানত্রয়াতিগং বিষ্ণুং সদা ধ্যায়ন্ বিমুচ্যতে ॥২৬
সর্বদুঃখক্ষয়করং সর্বশান্তিকরং হরিম্। সর্বপাপহরং বিষ্ণুং সদা ধ্যায়ন্ বিমুচ্যতে ॥ ২৭

নির্বিকল্প, নিরাভাস, নিষ্প্রপঞ্চ, নিরাময়, জগদ্‌গুরু, বাসুদেবকে সর্বদা ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে। অতীন্দ্রিয় অনির্দেশ্য অচিন্ত্য অপরাজিত বিজ্ঞানরূপী সেই বিষ্ণুকে সদা ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে। নির্মম নিরহঙ্কার নির্দ্বন্দ্ব ইন্দ্রিয়বিহীন নিরুপাধি বিষ্ণুকে সদা ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে। জন্ম-মৃত্যু-জরাতীত বিকারপরিশূন্য সনাতন নির্বাণরূপী অভয়পদস্বরূপ বিষ্ণুকে সদা ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে। সর্বভাববর্জিত অপ্রমেয় অনির্দেশ্য নিরাবরণ শুদ্ধ বিষ্ণুকে সদা ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে। ১৬-২০

পরমানন্দ অমৃতস্বরূপ সর্বপাপসম্পর্করহিত অপ্রতর্ক্য (যাহার কোনও কারণ কল্পনা করা যায় না) সেই মহাবিষ্ণুকে সদা ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে; শুভাশুভ বোধহীন শোক-মোহাদি-রহিত অমল জ্ঞানস্বরূপ বিষ্ণুকে সদা ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারা যায়। সত্যসঙ্কল্পস্বরূপ শুদ্ধ সত্তামাত্র বিষ্ণুকে একাগ্রমনে সদা ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে। বাক্যাতীত ত্রিকালজ্ঞ লোকসাক্ষী সর্বোত্তম বিশ্বেশ্বর বিষ্ণুকে সর্বদা ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে। অবিতর্ক্য অবিজ্ঞেয় অখণ্ড অসংস্কৃত প্রণবস্বরূপ বিষ্ণুকে নিরন্তর ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে। ২১-২৫

জগতের সংহার-পালনকর্তা, সুহৃদের (ভক্তজনের) সর্বকামনাপূরক, স্বর্গ মর্ত্য রসাতল এই স্থানত্রয় অতিক্রম করিয়া অবস্থিত বিষ্ণুকে সদা ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে।

ব্রহ্মাদিদেবগন্ধর্ব্বৈর্মুনিভিঃ সিদ্ধচারণৈঃ ।
যোগিভিঃ সেবিতং বিষ্ণুং সদা ধ্যায়ন্ বিমুচ্যতে ॥ ২৮

সংসারবন্ধনান্মুক্তিমিচ্ছন্ কামাংশ্চ পুষ্কলান্ । স্তুত্বৈবং বরদং বিষ্ণুং সদা ধ্যায়ন্ বিমুচ্যতে ।
সংসারবন্ধনাৎ সোঽপি মুক্তিমিচ্ছন্ সমাহিতঃ ॥ ২৯

বিষ্ণৌ প্রতিষ্ঠিতং বিশ্বং বিষ্ণুর্বিশ্বে প্রতিষ্ঠিতঃ ।
বিশ্বেশ্বরমজং বিষ্ণুং সদা ধ্যায়ন্ বিমুচ্যতে ॥ ৩০

সূত উবাচ

নারদেন পুরা পৃষ্ট এবং স বৃষভধ্বজঃ । যদুক্তং তস্মৈ ব্যাখ্যাতং ময়াপ্যুক্তমিদং তব ॥ ৩১

তমেব সততং ধ্যায়ন্ নির্ব্বীজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্ । অবাপ্স্যসি ধ্রুবং তাত শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৩২

অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ । একাগ্রচিত্তস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৩৩

শ্রুত্বা সুরর্ষির্বিষ্ণোস্তু প্রাপ্তবানিদমীশ্বরাৎ ।
স বিষ্ণুং সম্যগারাধ্য সিদ্ধঃ পদমবাপ্তবান্ ॥ ৩৪

যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি নিত্যমেব স্তবোত্তমম্ । কোটিজন্মকৃতং পাপমপি তস্য প্রণশ্যতি ॥ ৩৫

বিষ্ণোঃ স্তবমিদং দিব্যং মহাদেবেন কীর্ত্তিতম্ ।
প্রহ্লাদ্ যঃ পঠেন্নিত্যমমৃতত্বং স গচ্ছতি ॥ ৩৬

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে জ্ঞানামৃতকথনে সপ্তত্রিংশদধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩৭ ॥

সর্ব্বদুঃখ-হরকারী সর্ব্বশক্তিপ্রদ সর্ব্বপাপহর বিষ্ণুকে সদা ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে। ব্রহ্মাদিদেব গন্ধর্ব মুনি, সিদ্ধ, চারণ ও যোগিগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত বিষ্ণুকে সর্ব্বদা ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে। সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিপ্রার্থী কিম্বা অন্য যে কোন কামনা-বান্ মানব বরপ্রদ বিষ্ণুকে এইরূপ স্তব করিয়া সর্ব্বদা সমাহিতচিত্তে ধ্যান করিলে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিকামী ব্যক্তি মুক্ত হইতে পারে। বিষ্ণুতেই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই বিষ্ণুও বিশ্বেই প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেই বিশ্বেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুকে ধ্যান করিলে মুক্তিকামী ব্যক্তি সংসার হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে। ২৬-৩০

সূত বলিলেন,—পূর্ব্বকালে নারদ জিজ্ঞাসা করিলে বৃষধ্বজ নারদকে যেরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন, আমি তোমার নিকট তাহাই বলিলাম। সেই নিষ্কল নির্ব্বীজ ব্রহ্মরূপী সনাতন হরিকে সতত ধ্যান করিয়া অব্যয়ব্রহ্মপদ লাভ কর। সহস্র সহস্র অশ্বমেধ এবং শত বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে ফল হইয়া থাকে, তাহা ভগবান বিষ্ণুর প্রতি একাগ্র-চিত্ত ব্যক্তির ফলের ষোড়শাংশতুল্য নহে। দেবর্ষি নারদ মহাদেবের মুখে হরির এই স্তব শ্রবণ করিয়া নারায়ণের আরাধনা করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই

স্তব পাঠ অথবা শ্রবণ করে, তাহার কোটিজন্মকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনাশ পায়। মহাদেব-কীর্তিত এই দিব্য হরিস্তব যিনি যত্নপূর্বক পাঠ করেন, তিনি মুক্তি পাইয়া থাকেন। ৩১-৩৬

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে নামামৃত কথন নামক সপ্তত্রিংশদধিক
দ্বিশততমো অধ্যায় সমাপ্ত।২৩৭।

অষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

স্তোত্রং তৎ সম্প্রবক্ষ্যামি মার্কণ্ডেয়েন ভাষিতম্। নারায়ণং সহস্রাক্ষং পদ্মনাভং পুরাতনম্॥
প্রণতোঽস্মি হৃষীকেশং কিং মে[1] মৃত্যুঃ করিষ্যতি॥ ১
গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষমনন্তমজমব্যয়ম্।
কেশবঞ্চ প্রপন্নোঽস্মি কিং মে মৃত্যুঃ করিষ্যতি॥ ২
বাসুদেবং জগন্নাথং ভানুমন্তমতীন্দ্রিয়ম্।
দামোদরং প্রপন্নোঽস্মি কিং মে মৃত্যুঃ করিষ্যতি॥ ৩
শঙ্খচক্রধরং দেবং ছন্নরূপিণমব্যয়ম্।
অধোক্ষজং প্রপন্নোঽস্মি কিং মে মৃত্যুঃ করিষ্যতি॥ ৪
বরাহং বামনং বিষ্ণুং নারসিংহং জনার্দনম্।
মাধবঞ্চ প্রপন্নোঽস্মি কিং মে মৃত্যুঃ করিষ্যতি॥ ৫
পুরুষং পুষ্করং পুণ্যং ক্ষেমবীজং জগৎপতিম্।
লোকনাথং প্রপন্নোঽস্মি কিং মে মৃত্যুঃ করিষ্যতি॥ ৬

অষ্টত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়

সূত বলিলেন,—এক্ষণে মার্কণ্ডেয়-ভাষিত স্তোত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি সহস্রাক্ষ পুরাতন পদ্মনাভ হৃষীকেশ নারায়ণকে প্রণাম করি; মৃত্যু আমার কি করিতে পারে? আমি গোবিন্দ অজ অব্যয় অনন্ত পুণ্ডরীকাক্ষ কেশবের শরণাগত হইলাম, মৃত্যু আমার কি করিবে? আমি অতীন্দ্রিয় দ্যুতিশালী জগন্নাথ বাসুদেব দামোদরের শরণাপন্ন হইলাম, মৃত্যু আমার কি করিবে? আমি শঙ্খচক্রধারী ছদ্মরূপী সনাতন হরিকে প্রণাম করি, মৃত্যু আমার কি করিতে পারিবে? আমি বরাহ, বামন ও নরসিংহরূপী জনার্দন মাধবকে প্রণাম করি, মৃত্যু আমার কি করিতে পারিবে? ১-৬

১। কিং মে ইত্যত্র কিন্নো—ইতি পাঠঃ সর্বেষু শ্লোকেষু দৃশ্যতে।

সহস্রশিরসং দেবং ব্যক্তাব্যক্তং সনাতনম্।
মহাযোগং প্রপন্নোঽস্মি কিং মে মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ৭
ভূতাত্মানং মহাত্মানং যজ্ঞযোনিমযোনিজম্।
বিশ্বরূপং প্রপন্নোঽস্মি কিং মে মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ৮

ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য স্তোত্রং তস্য মহাত্মনঃ। অপযাতস্ততো মৃত্যুর্বিষ্ণুদূতৈঃ প্রপীড়িতঃ ॥ ৯
ইতি তেন জিতো মৃত্যুর্মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা। প্রসন্নে পুণ্ডরীকাক্ষে নৃসিংহে নাস্তি দুর্লভম্ ॥ ১০
মৃত্যষ্টকমিদং পুণ্যং মৃত্যুপ্রশমনং শুভম্। মার্কণ্ডেয়হিতার্থায় স্বয়ং বিষ্ণুরুবাচ হ ॥ ১১

ইদং যঃ পঠতে ভক্ত্যা[1] ত্রিকালং নিয়তং শুচিঃ।
নাকালে তস্য মৃত্যুঃ স্যান্নরস্যাচ্যুতচেতসঃ ॥ ১২
হৃৎপদ্মমধ্যে পুরুষং পুরাণং, নারায়ণং শাশ্বতমাদিদেবম্[2]।
বিচিন্ত্য সূর্য্যাদতিরাজমানং, মৃত্যুং স যোগী জিতবাংস্তথৈব ॥ ১৩

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে মৃত্যষ্টকস্তোত্রকথনং নামাষ্টত্রিংশদধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩৮ ॥

আমি প্রদ্যুম্ন পুরুষক্ষেত্রের বীজভূত লোকনাথ পুরাণপুরুষ জগৎপতিকে নমস্কার করি, মৃত্যু আমার কি করিতে পারিবে? যিনি ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপী, সনাতন আদিদেব, আমি সেই সহস্রশীর্ষা মহাযোগেশ্বর হরিকে প্রণাম করি, মৃত্যু আমার কি করিতে পারে? যিনি সর্ব্বভূতের যজ্ঞযোনি ও অযোনিজ, আমি সেই মহাত্মা বিশ্বরূপ বিষ্ণুকে প্রণাম করি, মৃত্যু আমার কি করিতে পারিবে? মহাত্মা বিষ্ণুর এই স্তব শ্রবণে মৃত্যু বিষ্ণুদূতকর্ত্তৃক পরিপীড়িত হইয়া পলায়ন করে। ৭-৯

ধীমান্ মার্কণ্ডেয় এই স্তব পাঠ দ্বারা মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন। এই স্তব পাঠ করিলে পুণ্ডরীকাক্ষ হরি প্রসন্ন হয়েন; সুতরাং এই জগতে আর কিছুই দুর্লভ থাকে না। মৃত্যষ্টক স্তব মৃত্যুপ্রশমন ও শুভপ্রদ। মার্কণ্ডেয় মুনির হিতার্থ নারায়ণ স্বয়ং এই স্তব বলিয়াছেন। যিনি প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় নিয়তচিত্তে এই স্তব পাঠ করেন, সেই অচ্যুতার্পিতচিত্ত ব্যক্তির অকালমৃত্যু হয় না। যিনি হৃৎপদ্মমধ্যে পুরাণপুরুষ সনাতন অপ্রমেয় নারায়ণকে ভাবনা করেন, সেই যোগিবর সূর্য্য হইতেও সমধিক তেজস্বী হইয়া মৃত্যুকে জয় করিতে পারেন। ১০-১৩

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে মৃত্যষ্টকস্তোত্র কথন নামক অষ্টত্রিংশদধিক
দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩৮।

১। স্তোত্রমিতি পাঠান্তরম্। ২। অপ্রমেয়মিতি পাঠান্তরম্।

একোনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

বক্ষ্যেঽহমচ্যুতস্তোত্রং শৃণু শৌনক সর্ব্বদম্ ।
ব্রহ্মা পৃষ্টো নারদায় যথোবাচ তথাপরম্ ॥ ১

নারদ উবাচ

যথাক্ষয়োঽব্যয়ো বিষ্ণুঃ স্তোতব্যো বরদো ময়া ।
প্রত্যহঞ্চার্চ্চনাকালে তথা ত্বং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২
যে ধন্যাস্তে সুমনসস্তে হি সর্ব্বসুখপ্রদাঃ ।
সফলং জীবিতং তেষাং যে স্তুবন্তি সদাচ্যুতম্ ॥ ৩

ব্রহ্মোবাচ

মুনে স্তোত্রং প্রবক্ষ্যামি বাসুদেবস্য মুক্তিদম্ ।
শৃণু যেন স্তুতঃ সম্যক্ পূজাকালে প্রসীদতি ॥ ৪

ওঁ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ সর্ব্বাপহারিণে[১] । নমো বিশুদ্ধদেহায় নমো জ্ঞানস্বরূপিণে ॥ ৫
নমঃ সর্ব্বসুরেশায় নমঃ শ্রীবৎসধারিণে । নমশ্চর্ম্মাসিহস্তায় নমঃ পঙ্কজমালিনে ॥ ৬
নমো বিশ্বপ্রতিষ্ঠায় নমঃ পীতাম্বরায় চ । নমো নৃসিংহরূপায় বৈকুণ্ঠায় নমো নমঃ ॥ ৭

সূত বলিলেন,—শৌনক ! এক্ষণে সর্ব্বদ অচ্যুতস্তোত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। নারদ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে এই স্তব যেরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন ; সেই পরম স্তব কীর্ত্তন করিতেছি। নারদ বলিলেন,—ব্রহ্মন্ ! প্রতিদিন বরপ্রদ অক্ষয় নারায়ণের অর্চনা করিলে যেরূপ স্তব করিতে হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। যাঁহারা অচ্যুতের স্তব করেন, তাঁহারা ধন্য, তাঁহাদিগের জন্মই সার্থক ; তাঁহারাই সর্ব্বসুখযুক্ত হন। ব্রহ্মা বলিলেন,—বাসুদেবের স্তব বলিতেছি, এই স্তব সাধককে মুক্তি প্রদান করে। এই স্তব যিনি পূজাকালে পাঠ করেন, নারায়ণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন। ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার করি, যিনি সর্ব্ব পাপ হরণ করেন, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি বিশুদ্ধ দেহধারী, সেই হরিকে নমস্কার। যিনি জ্ঞান প্রদান করেন, সেই হরিকে নমস্কার। ১-৫

যিনি সমস্ত সুরগণের ঈশ্বর, সেই হরিকে নমস্কার। যিনি শ্রীবৎসধারী সেই হরিকে নমস্কার। যিনি দুষ্ট দৈত্যাদি সংহার নিমিত্ত চর্ম্ম ও অসি ধারণ করেন, সেই হরিকে নমস্কার। যিনি পঙ্কজমালা ধারণ করেন, সেই হরিকে নমস্কার। যিনি এই জগতের একমাত্র

১। সর্ব্বপাপহারিণে।

নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ ক্ষীরোদশায়িনে। নমঃ সহস্রশীর্ষায় নমো নাগাঙ্গশায়িনে ॥ ৮
নমঃ পরশুহস্তায় নমঃ ক্ষত্রান্তকারিণে। নমঃ সত্যপ্রতিজ্ঞায় [illegible] নমো নমঃ ॥ ৯
নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় নমশ্চক্রধরায় চ। নমঃ শিবায় সূক্ষ্মায় পুরাণায় নমো নমঃ ॥ ১০
নমো বামনরূপায় বলিরাজ্যাপহারিণে। নমো যজ্ঞবরাহায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ১১
নমস্তে পরমানন্দ নমস্তে পরমাক্ষর। নমস্তে জ্ঞানসদ্ভাব নমস্তে জ্ঞানদায়ক।
নমস্তে পরমাদ্বৈত নমস্তে পুরুষোত্তম ॥ ১২
নমস্তে বিশ্বকৃদ্দেব নমস্তে বিশ্বভাবন। নমস্তেঽস্তু বিশ্বনাথ নমস্তে বিশ্বকারণ ॥ ১৩
নমস্তে মধুদৈত্যঘ্ন নমস্তে রাবণান্তক। নমস্তে কংস-কেশিঘ্ন নমস্তে কৈটভার্দন ॥ ১৪
নমস্তে শতপত্রাক্ষ নমস্তে গরুড়ধ্বজ। নমস্তে কালনেমিঘ্ন নমস্তে গরুড়াসন ॥ ১৫
নমস্তে দেবকীপুত্র নমস্তে বৃষ্ণিনন্দন। নমস্তে রুক্মিণীকান্ত নমস্তেঽদিতিনন্দন।
নমস্তে গোকুলাবাসি নমস্তে গোকুলপ্রিয় ॥ ১৬
জয় গোপবপুঃ কৃষ্ণ জয় গোপীজনপ্রিয়। জয় গোবর্দ্ধনাধার জয় গোকুলবর্দ্ধন ॥ ১৭

অবলম্বন, সেই হরিকে নমস্কার। যিনি পীতাম্বরধারী সেই হরিকে নমস্কার। যিনি নৃসিংহরূপধারী, সেই হরিকে নমস্কার। যিনি বৈকুণ্ঠ মূর্ত্তি সেই হরিকে নমস্কার। পদ্মনাভকে নমস্কার করি; ক্ষীরোদশায়ীকে নমস্কার। সহস্রশীর্ষকে নমস্কার; নাগপর্য্যঙ্কশায়ীকে নমস্কার। পরশুধারীকে নমস্কার। ক্ষত্রিয়ান্তকারীকে নমস্কার। সত্যপ্রতিজ্ঞ রামচন্দ্রকে নমস্কার। যিনি জগৎপূজ্য তাঁহাকে নমস্কার। যিনি ত্রৈলোক্যনাথ, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি চক্রধারী সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার। যিনি সূক্ষ্ম শিবস্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি পুরাণপুরুষ তাঁহাকে নমস্কার। ৮-১০

যিনি বামনরূপ ধারণপূর্ব্বক বলি রাজার রাজ্য অপহরণ করিয়াছিলেন, সেই হরিকে নমস্কার। যিনি যজ্ঞবরাহরূপী, সেই গোবিন্দকে নমস্কার। যিনি পরমানন্দরূপী পরমাক্ষর, তাঁহাকে নমস্কার করি। হে জ্ঞানময়! তোমাকে নমস্কার। হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার। হে বিশ্বকারিন্! তোমাকে নমস্কার। হে বিশ্বভাবন! তোমাকে নমস্কার। হে বিশ্বনাথ! তোমাকে নমস্কার। হে বিশ্বকারণ! তোমাকে নমস্কার। হে মধুসূদন! তোমাকে নমস্কার। হে কংসনাশন! তোমাকে নমস্কার। হে কেশিসূদন! তোমাকে নমস্কার। হে কৈটভারে! তোমাকে নমস্কার। হে পদ্মলোচন! তোমাকে নমস্কার। হে গরুড়ধ্বজ! তোমাকে নমস্কার। হে কালনেমিনাশন! তোমাকে নমস্কার। হে গরুড়াসন! তোমাকে নমস্কার। ১১-১৫

হে দেবকীতনয়! তোমাকে নমস্কার। হে বৃষ্ণিনন্দন! তোমাকে নমস্কার। হে রুক্মিণীকান্ত! তোমাকে নমস্কার। হে অদিতিনন্দন! তোমাকে নমস্কার। হে গোকুলবাসিন্! তোমাকে নমস্কার। গোকুল প্রিয়! তোমাকে নমস্কার। হে গোপদেহধারিন্!

সর্বজ্ঞং নির্গুণং শুদ্ধমানন্দময়মক্ষরং পরম্ । বোধরূপং ধ্রুবং শান্তং পূর্ণমদ্বৈতমক্ষয়ম্[1] ॥ ৩৯

অবতারেষু যা মূর্তির্বিষ্ণো[2] দেব দৃশ্যতে ।
পরং ভাবমজানন্তস্তাং ভজন্তি দিবৌকসঃ ॥ ৪০

কথং ত্বামীদৃশং রূপং শক্নোমি পুরুষোত্তম । আরাধয়িতুমীশান মনোগম্যমগোচরম্ ॥ ৪১
ইহ যন্মন্ত্রেণ নাথ পূজ্যতে বিধিবন্নরৈঃ । পুষ্পধূপাদিভির্যত্তব সর্বা বিভূতয়ঃ ।
সদর্শনাদিভেদেন তব যৎ পূজিতা ময়া ॥ ৪২

যৎ কৃতং জপহোমাদি অসাধ্যং পুরুষোত্তম ।
ক্ষন্তুমর্হসি তৎ সর্বং যৎ কৃতং ন কৃতং ময়া ॥ ৪৩
ন শক্নোমি বিভো সম্যক্ তব পূজাং যথোদিতাম্ ।
বিধিন্যাসবিহীনং ভক্ত্যা অতস্ত্বাং ক্ষময়াম্যহম্ ॥ ৪৪
দিবারাত্রৌ চ সন্ধ্যায়াং সর্বাবস্থাসু কেশব ।
অচলা তু হরে ভক্তিস্তবাঙ্ঘ্রিযুগলে মম ॥ ৪৫
শরীরে ন তথা প্রীতির্ন চ ধর্মাদিকেষু চ ।
যথা ত্বয়ি জগন্নাথ প্রীতিরাত্যন্তিকী মম ॥ ৪৬
কিং তেন ন কৃতং কর্ম স্বর্গমোক্ষাদিসাধনম্ ।
যস্য বিষ্ণৌ দৃঢ়া ভক্তিঃ সর্বকামফলপ্রদে ॥ ৪৭

সর্বজ্ঞ, গুণাতীত, শুদ্ধ, পরমানন্দময়, জরাবিহীন, জন্মমৃত্যুরহিত, শান্ত, জ্ঞানময়, পূর্ণ অদ্বৈত সেই ব্রহ্মমূর্তিকে কে ধ্যান করিতে পারে ? দেব ! তোমার যে যে মূর্তি অবতারে দৃষ্ট হয়, দেবতারা সেই সমুদায়েরই ভজনা করিয়া থাকেন, যেহেতু তাঁহারাও তোমার সেই পরম-রূপ ভাব জানেন না । ৩৮-৪০

হে পুরুষোত্তম ! আমি তোমার সেই মনোগম্য অথচ অগোচর ব্রহ্মমূর্তির আরাধনা করিতে কিরূপে সক্ষম হইব ? হে দেব ! আমি যে মন্ত্রেতে বিধানানুসারে মুক্তাত পুষ্প ধূপাদি লৌকিক উপহারে তোমার সুদর্শনাদি বিভূতি সকলকে পূজা করিয়াছি এবং আমি যে জপ হোমাদি আমার অসাধ্য হইলেও করিয়াছি, হে পুরুষোত্তম ! তাহাতে আমার যে দোষ ঘটিয়াছে, তুমি তাহা ক্ষমা কর । বিভো ! আমি যথাবিধি তোমার পূজা সম্পাদন করিতে সর্বথা অশক্ত ; হে পুরুষোত্তম ! আমি সেই জন্য ভক্তিপূর্বক তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি । হে হরে ! এক্ষণে আমি এই প্রার্থনা করিতেছি যে, দিবা রাত্রি সন্ধ্যা সকল সময়েই যেন তোমার চরণযুগলে আমার অচলা ভক্তি থাকে । ৪১-৪৫

জগন্নাথ ! তোমাতে আমি যেরূপ প্রীতি প্রার্থনা করিতেছি শরীরে বা ধর্মাদিতে আমি তাদৃশী প্রীতি অনুভব করি না । সর্বকামফলপ্রদ বিষ্ণুতে যাহার দৃঢ়া ভক্তি

১ । অক্ষরম্ ।   ২ । বিষ্ণোর্দেব ।

পূজাং কর্ত্তুং তথা স্তোত্রং কঃ শক্নোতি তবাচ্যুত ।
স্তুতঞ্চ পূজিতং যেহচ্যুত তৎ ক্ষমস্ব নমোহস্তু তে ॥ ৪৮
ইতি চক্রধরস্তোত্রং ময়া সম্যগুদাহৃতম্ ।
স্তুহি বিষ্ণুং মুনে ভক্ত্যা যদীচ্ছসি পরং পদম্ ॥ ৪৯
স্তোত্রেণানেন যঃ স্তৌতি পূজাকালে জগদ্গুরুম্ ।
অচিরাল্লভতে মোক্ষং ছিত্ত্বা সংসারবন্ধনম্ ॥ ৫০
অন্যোহপি যো জপেদ্ভক্ত্যা ত্রিসন্ধ্যং নিয়তঃ শুচিঃ ।
ইদং স্তোত্রং মুনে সোহপি সর্ব্বকামমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫১
পুত্রার্থী লভতে পুত্রান্ বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ।
রোগাদ্বিমুচ্যতে রোগী নির্দ্ধনো লভতে ধনম্ ॥ ৫২
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং যশঃ কীর্ত্তিঞ্চ বিন্দতি ।
জাতিস্মরত্বং মেধাবী যদ্যদিচ্ছতি চেতসা ॥ ৫৩
স ধন্যঃ সর্ব্ববিৎ প্রাজ্ঞঃ স সাধুঃ[১] সর্ব্বকর্ম্মকৃৎ ।
স সত্যবাক্ শুচির্দাতা যঃ স্তৌতি পুরুষোত্তমম্ ॥ ৫৪
অনাচারাঃ[২] হি তে সর্ব্বে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ ।
যেষাং প্রবর্ত্তনং নাস্তি হরিমুদ্দিশ্য সৎক্রিয়াঃ ॥ ৫৫

আছে, ধর্ম্ম-মোক্ষাদিসাধক কোন্ কর্ম্ম তাহার অনুষ্ঠিত হয় নাই ? (একমাত্র বিষ্ণুভক্তি থাকিলেই ধর্ম্ম-মোক্ষাদি অভীষ্ট লাভ হইতে পারে ।) হে অচ্যুত ! তোমার পূজা কিম্বা স্তব করিতে কাহারও শক্তি নাই । তথাপি যে আমি তোমার পূজা ও স্তব করিতে উদ্যত হইয়াছি, আমার এই অপরাধ ক্ষমা কর । হে শৌনক ! আমি তোমার নিকট চক্রধর-স্তোত্র এই বলিলাম ; মুনে ! তুমি যদি পরমপদ ইচ্ছা কর, তাহা হইলে ভক্তিপূর্ব্বক নারায়ণের স্তব কর । যে ব্যক্তি পূজাকালে জগদ্গুরুকে এই স্তোত্র দ্বারা স্তব করে, সে অচিরে সংসার-বন্ধন ছেদনপূর্ব্বক মোক্ষলাভ করিতে পারে । ৩৬-৫০

মুনে ! যে ব্যক্তি শুচি হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক ত্রিসন্ধ্যা এই স্তোত্র পাঠ করে, সে সর্ব্বপ্রকার কামনা সফল করিতে পারে । এই স্তব পাঠ করিলে পুত্রার্থী ব্যক্তি পুত্র লাভ করে, বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, রোগী রোগ হইতে মুক্তি পায়, নির্দ্ধন ধন লাভ করে, বিদ্যার্থী ব্যক্তি বিদ্যা প্রাপ্ত হয়, এবং অন্যান্য সকলেই অভিলাষানুসারে আয়ু, যশ ও কীর্ত্তি লাভ করিতে পারে । আর মেধাকামী ব্যক্তি বিপুল মেধা এবং জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হয় ; ফলতঃ যে ব্যক্তি চিত্তে যাহা অভিলাষ করিয়া এই স্তব পাঠ করে, সেই সকল ফললাভ করিয়া থাকে । যে পুরুষোত্তমকে স্তব করে, সে অধম হইলেও সর্ব্ববিৎ প্রাজ্ঞ হইয়া থাকে ;

১। প্রাজ্ঞশ্চ সাধুঃ। ২। পাপশীলাঃ।

নাশৌচং বিদ্যতে তস্য মনো বাক্ চ দুরাত্মনঃ ।
যস্য সর্বার্থদে বিষ্ণৌ ভক্তির্নাব্যভিচারিণী ॥ ৫৬
আরাধ্য বিধিবচ্চৈবং হরিং সর্বসুখপ্রদম্ ।
প্রাপ্নোতি পুরুষঃ সম্যগ্‌ যদ্‌ যৎ প্রার্থয়তে ফলম্ ॥ ৫৭

অসুর-সিদ্ধগণৈর্জ্ঞায়তে যস্য নান্ত,
সকলমুনিভিরাদ্য-শ্চিন্ত্যতে যো হি সিদ্ধঃ ।
নিখিলহৃদি নিবিষ্টং বেত্তি যঃ সর্বসাক্ষী,
তমজমমৃতমীশং বাসুদেবং নতোঽস্মি[১] ॥ ৫৮
নিখিলভুবননাথং শাশ্বতং সুপ্রসন্নম্,
অতিবিমলবিশুদ্ধং নির্গুণং ভাবপুষ্পৈঃ ।
সুখমুদিতসমস্তং পূজয়াম্যাত্মভাবং,
বিশতু হৃদয়পদ্মে সর্বসাক্ষী চিদাত্মা ॥ ৫৯

এবং ময়োক্তং পরমপ্রভাব-মাদন্তহীনস্য পরস্য বিষ্ণোঃ ।
তস্মাদ্বিচিন্ত্যঃ পরমেশ্বরোঽসৌ, বিমুক্তিকামেন নরেণ সম্যক্ ॥ ৬০
ধ্যেয়স্বরূপং পুরুষং পুরাণ-মাদিত্যবর্ণং বিমলং বিশুদ্ধম্ ।
সঞ্চিন্ত্য বিষ্ণুং পরমদ্বিতীয়ং, কস্তত্র যোগী ন লয়ং প্রয়াতি ॥ ৬১

অসাধু হইলেও সর্বসৎকর্মকারী, সত্যবাদী শুচি ও দাতা হইতে পারে। নারায়ণকে উদ্দেশ করিয়া সৎক্রিয়া করিতে যাহার প্রবৃত্তি নাই, সাধুশীল হইলেও তাহাদিগকে সর্বধর্মবহিষ্কৃত জানিবে। ৫১-৫৫

সর্বার্থপ্রদ বিষ্ণুতে যে ব্যক্তির অচলা ভক্তি আছে, সে দুরাত্মা হইলেও তাহার মন কিম্বা বাক্য অশুচি না। যদি কোন ব্যক্তি বিধিপূর্বক সর্বসুখপ্রদ হরির আরাধনা করেন, তাহা হইলে তিনি যাহা যাহা প্রার্থনা করেন, সেই সেই ফল পাইয়া থাকেন। অসুর সুর সিদ্ধগণ যাঁহার অন্ত জানিতে পারেন নাই, যে স্বতঃসিদ্ধ আদি পুরুষকে সমস্ত মুনিগণ চিন্তা করিয়া থাকেন, যে সর্বসাক্ষী পুরুষ নিখিল প্রাণীর হৃদয়গত বিষয় অবগত আছেন, আমি সেই অজ অমৃত পরমেশ্বর বাসুদেবকে নমস্কার করি। সমস্ত জগতের অধীশ্বর সুপ্রসন্ন সনাতন অতি-বিমল বিশুদ্ধ নির্গুণ আত্মস্বরূপ সর্বসুখবিধাতা নারায়ণকে ভক্তিরূপ পুষ্পদ্বারা পূজা করি, সেই চিদাত্মা সর্বসাক্ষী দেব আমার হৃদয়ে প্রবেশ করুন। ৫৬-৫৯

আমি আদ্যন্তবিহীন পরমাত্মরূপী বিষ্ণুর মহাপ্রভাবসম্পন্ন স্তব এই তোমার নিকট কীর্তন করিলাম। মোক্ষকামী মনুষ্য পরমেশ্বর হরিকে সম্যক্ প্রকারে চিন্তা করিবে। আনন্দপূর্ণ বিমল বিশুদ্ধ আদিত্যবর্ণ অদ্বিতীয় পরমাত্মস্বরূপ বিষ্ণুকে সম্যক্ প্রকার চিন্তা

১। অজমমরমহীনং নিত্যমানন্দরূপম্—ইত্যধিকঃ পাঠঃ দৃশ্যতে।

ইমং স্তবং যঃ সততং মনুষ্যঃ, পঠেচ্চ তদ্বৎ প্রযতঃ প্রশান্তঃ।
স ধৌতপাপ্মা বিততপ্রভাবঃ, প্রয়াতি লোকং বিমলং মুরারেঃ ॥ ৫২
যঃ প্রার্থয়ত্যর্থমথেহসৌখ্যং, ধর্মঞ্চ কামঞ্চ তথৈব মোক্ষম্।
স সর্বমুৎসৃজ্য পরং পুরাণং, প্রয়াতি বিষ্ণুং শরণং বরেণ্যম্ ॥ ৫৩
বিষ্ণুং প্রভুং বিশ্বময়ং বিশুদ্ধ-মশেষসংসারবিনাশহেতুম্।
যো বাসুদেবং বিমলং প্রপন্নঃ, স মোক্ষমাপ্নোতি বিমুক্তসঙ্গঃ ॥ ৫৪

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে শ্রীবাসুদেবস্তোত্রকথনং নামৈক-
ত্রিংশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩১ ॥

করিলে কোন্ যোগী না হরিতে লয় পাইতে পারে ? যে মনুষ্য প্রশান্ত হইয়া ভক্তিসহকারে সতত এই স্তোত্র পাঠ করে, সে সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত ও মহাপ্রভাবশালী হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। যে সকল ব্যক্তি অর্থ, সুখ, ধর্ম, কাম ও মোক্ষ প্রার্থনা করে, সে সকল পরিত্যাগ করিয়া বরেণ্য পুরাণপুরুষ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়া থাকে। যিনি প্রভু, বিশ্বময়, অশেষ সংসারনাশের হেতু, বিশুদ্ধ, বিমল বাসুদেবের শরণাপন্ন হয়েন, তিনি বিমুক্তসঙ্গ সংসারবন্ধনহীন হইয়া মোক্ষপদ পাইতে পারেন। ৫১-৫৪

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে শ্রীবাসুদেবস্তোত্রকথন নামক একত্রিংশদধিক-
শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩১ ॥

চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

বেদান্ত-সাংখ্যসিদ্ধান্ত-ব্রহ্মজ্ঞানং বদাম্যহম্‌ ।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্বিষ্ণুরিত্যেব চিন্তয়ন্‌ । ১
সূর্য্যেন্দ্বোরপি বহ্নৌ চ জ্যোতিরেকং ত্রিধা স্থিতম্‌ ।
যথা সর্পিঃ শরীরস্থং স্বয়ং ন কুরুতে বলম্‌ ।
নির্গতং কর্ম্মসংযুক্তং দত্তং তাসাং মহাবলম্‌ । ২
তথা বিষ্ণুঃ শরীরস্থো ন করোতি হিতং নৃণাম্‌ । বিনারাধনয়া দেবঃ সর্ব্বগঃ পরমেশ্বরঃ । ৩
আরুরুক্ষুমতীনান্তু কর্ম্মজ্ঞানমুদাহৃতম্‌ । আরূঢ়যোগবৃক্ষাণাং জ্ঞানং ত্যাগঃ পরং মতম্‌ । ৪
জ্ঞাতুমিচ্ছতি শব্দাদীন্‌ রাগদ্বেষোঽথ জায়তে ।
লোভমোহৌ ক্রোধ এতৈর্যুক্তঃ পাপং সমাচরেৎ । ৫
হস্তাবুপস্থমুদরং বাক্‌ চতুর্থী চতুষ্টয়ম্‌ । এতৎ সুসংযতং যস্য স বিপ্রঃ কথ্যতে বুধৈঃ । ৬
পরবিত্তং ন গৃহ্ণাতি ন হিংসাং কুরুতে তথা । নাক্ষক্রীড়ারতো যস্তু হস্তৌ তস্য সুসংযতৌ । ৭
পরস্ত্রীবর্জ্জনরতস্তস্যোপস্থং সুসংযতম্‌ । অলোলুপমিতং ভুঙ্‌ক্তে জঠরং তস্য সংযতম্‌ । ৮

সূত বলিলেন,—এক্ষণে বেদান্ত, সাংখ্য ও সিদ্ধান্ত শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান বলিতেছি। "আমিই জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম স্বরূপ বিষ্ণু" এই প্রকার চিন্তা করিবে। এক জ্যোতিই ত্রিধা বিভক্ত হইয়া সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নিতে অবস্থিত আছে। যেমন সকল শরীরে ঘৃত বিদ্যমান থাকিলেও তাহার বলাধান করে না, পরন্তু সেই ঘৃত নিষ্ক্রান্ত করিয়া যথাবিধি প্রয়োগ করিলে সেই ঘৃত মহাবলপ্রদ হয়, সেইরূপ বিষ্ণু সর্ব্বজীবের শরীরে বিদ্যমান আছেন বটে, কিন্তু তাঁহার আরাধনা ব্যতীত কেহই সেই সর্ব্বগ পরমেশ্বরকে জানিতে পারে না। যাহারা আরোহণেচ্ছুক তাহাদিগের কর্ম্মজ্ঞান আবশ্যক, কর্ম্মজ্ঞান হইলে পরে যোগবৃক্ষে আরোহণ করিলে যখন জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তখন কর্ম্মত্যাগ হইবে। যাহারা শব্দাদি জানিতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগের রাগদ্বেষাদি জন্মে; সুতরাং মনুষ্য লোভ, মোহ ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া পাপাচরণ করিতে থাকে। ১-৫

যাহার হস্ত, উপস্থ, উদর ও বাক্য সংযত আছে, তাহাকেই বুধ বলা যায়। যে পরদ্রব্য গ্রহণ করে না, অক্ষক্রীড়াতে অনুরক্ত হয় না, কিম্বা কোনরূপ হিংসাব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় না, তাহার হস্তদ্বয়কে সুসংযত বলা যায়। যে ব্যক্তি পরস্ত্রীতে রতিকামনা করে না তাহারই উপস্থ সুসংযত হয়। আর যে অলোলুপ হইয়া পরিমিত ভোজন করে, তাহার

চিদ্রূপমমৃতং শুদ্ধং নিষ্ক্রিয়ং ব্যাপকং শিবম্।
তুরীয়ায়ামবস্থায়ামাস্থিতোঽসৌ ন সংশয়ঃ ॥ ১৭
শব্দাদয়ো গুণাঃ পঞ্চ সত্ত্বাদ্যাস্ত্র গুণাস্ত্রয়ঃ। পুর্য্যষ্টকস্য পদ্মস্য পত্রাণ্যষ্টৌ চ তানি হি ॥ ১৮
সাম্যাবস্থা গুণবৃত্তা প্রকৃতিস্তত্র কর্ণিকা। কর্ণিকায়াং স্থিতো দেবো দেহে চিদ্রূপ এব হি ॥ ১৯
পুর্য্যষ্টকং পরিত্যজ্য প্রকৃতিঞ্চ গুণাত্মিকাম্।
যদা যাতি তদা জীবো যাতি মুক্তিং ন সংশয়ঃ ॥ ২০
প্রাণায়ামো জপশ্চৈব প্রত্যাহারোঽথ ধারণা।
ধ্যানং সমাধিরিত্যেতে ষড়্ যোগস্য প্রসাধকাঃ ॥ ২১
পাপক্ষয়ে দেবতানাং প্রীতিরিন্দ্রিয়সংযমঃ। জপধ্যানযুতো গর্ভো বিপরীতস্ত্বগর্ভকঃ ॥ ২২
ষট্ত্রিংশন্মাত্রকঃ[1] শ্রেষ্ঠশ্চতুর্বিংশতিমাত্রকঃ। মধ্যো দ্বাদশমাত্রস্তু ওঙ্কারং সততং জপেৎ ॥ ২৩
বাচকে প্রণবে জপ্তে[2] বাচ্যং ব্রহ্ম প্রসীদতি ॥ ২৪

ওঁ নমো বিষ্ণবে।

ষড়ক্ষরঞ্চ জপ্তব্যা গায়ত্রী দ্বাদশাক্ষরা ॥ ২৫
সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ প্রবৃত্তির্বিষয়েষু চ। নিবৃত্তির্মনসা তস্যাং প্রত্যাহারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৬

চিদ্রূপ, অমৃত, শুদ্ধ, নিষ্ক্রিয়, সর্ব্বব্যাপী, শিবপ্রদ আত্মাকে জানিয়া তুরীয় অবস্থাতে অবস্থিত হইবে। শব্দস্পর্শাদি পঞ্চগুণ ও সত্ত্বাদি গুণত্রয় মিলিত সমুদয়ে অষ্টপুরাত্মক চিৎপদ্মের অষ্ট পত্র স্বরূপ; গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি; এই প্রকৃতিই উক্ত পদ্মের কর্ণিকা; সেইমধ্যে কর্ণিকাতে চিদ্রূপী দেব অবস্থিত আছেন। জীব যখন ঐ পুর্য্যষ্টক এবং গুণাত্মিকা প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণভাব প্রাপ্ত হয়, তখনই সেই জীব মুক্ত হইতে পারে, ইহাতে সংশয় নাই। ১৭-২০

প্রাণায়াম, জপ, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি এই ছয়টি যোগের সাধক। পাপক্ষয় হইলেই দেবতার প্রীতি হয়; তাহা হইলেই ইন্দ্রিয়সংযম করিতে পারে। প্রাণায়াম দ্বিবিধ, গর্ভ ও অগর্ভ। জপধ্যানযুক্ত যে প্রাণায়াম, তাহাই গর্ভ এবং তাহার বিপরীত হইলে অগর্ভ প্রাণায়াম হয়। যে প্রাণায়াম ষট্‌ত্রিংশন্মাত্রাযুক্ত তাহাই শ্রেষ্ঠ, আর যাহা চতুর্বিংশতিমাত্রাযুক্ত তাহা মধ্যম এবং যে প্রাণায়াম দ্বাদশমাত্রাযুক্ত তাহা অধম। সতত ওঙ্কার জপ করিয়া প্রাণায়াম করিবে। ওঙ্কার পরব্রহ্মের বাচক। সেই ব্রহ্মবাচক ওঙ্কারের অভিধান হইলেই বাচ্য ব্রহ্ম প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ২১-২৪

"ওঁ নমো বিষ্ণবে" এই ষড়ক্ষর ও দ্বাদশাক্ষর গায়ত্রী জপ করিবে। বিষয়েতে ইন্দ্রিয়সকল প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, মনোদ্বারা সেই বৃত্তির যে নিবৃত্তি, তাহাই প্রত্যাহার। প্রত্যাহার-কালে মন বিষয় হইতে বুদ্ধির সহিত ইন্দ্রিয়সকলকে সমাহৃত করিবে। অবস্থিতি

১। মাত্রকঃ। ২। জাপে।

চিদ্রূপমমৃতং শুদ্ধং নিষ্ক্রিয়ং ব্যাপকং শিবম্ ।
তুরীয়ায়ামবস্থায়ামাস্থিতোঽসৌ ন সংশয়ঃ ॥ ১৭

শব্দাদয়ো গুণাঃ পঞ্চ সত্ত্বাদ্যাস্ত্ত গুণাস্ত্রয়ঃ । পূর্য্যষ্টকস্য পদ্মস্য পত্রাণ্যষ্টৌ চ তানি হি ॥ ১৮
সাম্যাবস্থা গুণস্থা প্রকৃতিস্তত্র কর্ণিকা । কর্ণিকায়াং স্থিতো দেবো দেহে চিদ্রূপ এব হি ॥ ১৯

পূর্য্যষ্টকং পরিত্যজ্য প্রকৃতিঞ্চ গুণাত্মিকাম্ ।
যদা যাতি তদা জীবো যাতি মুক্তিং ন সংশয়ঃ ॥ ২০
প্রাণায়ামো জপশ্চৈব প্রত্যাহারোঽথ ধারণা ।
ধ্যানং সমাধিরিত্যেতে ষড়্ যোগস্য প্রসাধকাঃ ॥ ২১

পাপক্ষয়ে দেবতানাং প্রীতিরিন্দ্রিয়সংযমঃ । জপধ্যানযুতো গর্ভো বিপরীতস্ত্বগর্ভকঃ ॥ ২২
ষট্ত্রিংশন্মাত্রকঃ[১] শ্রেষ্ঠশ্চতুর্বিংশতিমাত্রকঃ । মধ্যো দ্বাদশমাত্রস্তু ওঙ্কারং সততং জপেৎ ॥ ২৩
বাচকে প্রণবে জপ্তে[২] বাচ্যং ব্রহ্ম প্রসীদতি ॥ ২৪

ওঁ নমো বিষ্ণবে ।

ষড়ক্ষরঞ্চ জপ্তব্যো গায়ত্রী দ্বাদশাক্ষরা ॥ ২৫
সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ প্রবৃত্তির্বিষয়েষু চ । নিবৃত্তির্মনসা তস্মাৎ প্রত্যাহারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৬

চিদ্রূপ, অমৃত, শুদ্ধ, নিষ্ক্রিয়, সর্ব্বব্যাপী, শিবপ্রদ আত্মাকে জানিয়া তুরীয় অবস্থাতে অবস্থিত হইবে। শব্দস্পর্শাদি পঞ্চগুণ ও সত্ত্বাদি গুণত্রয় মিলিত সমুদয়ে অষ্টপুরাত্মক চিৎপদ্মের অষ্ট পত্র স্বরূপ; গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি; এই প্রকৃতিই উক্ত পদ্মের কর্ণিকা; সেইমধ্যে কর্ণিকাতে চিদ্রূপী দেব অবস্থিত আছেন। জীব যখন ঐ পূর্য্যষ্টক এবং গুণাত্মিকা প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণভাব প্রাপ্ত হয়, তখনই সেই জীব মুক্ত হইতে পারে, ইহাতে সংশয় নাই। ১৭-২০

প্রাণায়াম, জপ, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি এই ছয়টি যোগের সাধক। পাপক্ষয় হইলেই দেবতার প্রীতি হয়; তাহা হইলেই ইন্দ্রিয়সংযম করিতে পারে। প্রাণায়াম দ্বিবিধ, গর্ভ ও অগর্ভ। জপধ্যানযুক্ত যে প্রাণায়াম, তাহাই গর্ভ এবং তাহার বিপরীত হইলে অগর্ভ প্রাণায়াম হয়। যে প্রাণায়াম ষট্ত্রিংশন্মাত্রাযুক্ত তাহাই শ্রেষ্ঠ, আর যাহা চতুর্বিংশতিমাত্রাযুক্ত তাহা মধ্যম এবং যে প্রাণায়াম দ্বাদশমাত্রাযুক্ত তাহা অধম। সতত ওঙ্কার জপ করিয়া প্রাণায়াম করিবে। ওঙ্কার পরব্রহ্মের বাচক। সেই ব্রহ্মবাচক ওঙ্কারের অভিধান হইলেই বাচ্য ব্রহ্ম প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ২১-২৪

"ওঁ নমো বিষ্ণবে" এই ষড়ক্ষর ও দ্বাদশাক্ষর গায়ত্রী জপ করিবে। বিষয়েতে ইন্দ্রিয়-সকল প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, মনোদ্বারা সেই বৃত্তির যে নিবৃত্তি, তাহাই প্রত্যাহার। প্রত্যাহার-কালে মন বিষয় হইতে বুদ্ধির সহিত ইন্দ্রিয়সকলকে সমাহৃত করিবে। অবস্থিতি

১। মাত্রকঃ। ২। জাপে।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সমাহৃত্য নিয়তো হি সঃ ।
মনসা সহ বুদ্ধ্যা চ প্রত্যাহারেষু সংস্থিতঃ ॥ ২৭
প্রাণায়ামৈর্দ্বাদশভির্যাবৎকালঃ কৃতো ভবেৎ ।
যস্তাবৎকালপর্য্যন্তং মনো ব্রহ্মণি ধারয়েৎ ।
তস্যৈব ব্রহ্মণা প্রোক্তং ধ্যানং দ্বাদশ ধারণাঃ ॥ ২৮
ধ্যায়ন্ন চলতে যস্য মনোঽভিধ্যায়তো ভৃশম্ ।
প্রাপ্যাবাধকৃতং কালং যাবৎ সা ধারণা স্মৃতা ॥ ২৯
ধ্যেয়ে সক্তং মনো যস্য ধ্যেয়মেবানুপশ্যতি ।
নান্যং পদার্থং জানাতি ধ্যানমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৩০
ধ্যেয়ে মনো নিশ্চলতাং যাতি ধ্যেয়ং বিচিন্তয়ন্ ।
যত্তদ্ধ্যানং পরং প্রোক্তং মুনিভির্ধ্যানচিন্তকৈঃ ॥ ৩১
ধ্যেয়মেব হি সর্ব্বত্র ধ্যাতা তন্ময়তাং গতঃ । পশ্যতি দ্বৈতরহিতং সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে ॥ ৩২
মনঃ সঙ্কল্পরহিতমিন্দ্রিয়ার্থান্ ন চিন্তয়ন্ । যস্য ব্রহ্মণি সংলীনং সমাধিস্থঃ স উচ্যতে ॥ ৩৩
ধ্যায়তঃ পরমাত্মানমাত্মস্থং যস্য যোগিনঃ । মনস্তন্ময়তাং যাতি সমাধিস্থঃ স কীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৪
চিত্তস্য স্থিরতা ভ্রান্তির্দৌর্ম্মনস্যং প্রমত্ততা ।
যোগিনাং কথিতা দোষা যোগবিঘ্নপ্রবর্ত্তকাঃ ॥ ৩৫

করে। দ্বাদশবার প্রাণায়াম করিতে যত সময় অতিক্রান্ত হয়, যে ব্যক্তি তাবৎকালপর্য্যন্ত ব্রহ্মে মনোনিবেশ করে, তাহার দ্বাদশধারণাসাধ্য ধ্যান সিদ্ধ হইয়া থাকে। নিয়ত ব্রহ্মেতে যুক্ত হইলে যে শক্তি অনুভূত হয়, তাহাকে সমাধি বলে। ধ্যান করিতে করিতে যাহার মন চঞ্চল হয় না, অথচ সর্ব্বদা ধ্যান করিতে থাকে, অভীষ্টপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত সেই ধ্যান হইতে নিবৃত্ত হয় না, তাহারই নাম ধারণা। ধ্যেয় পদার্থে যাহার মন আসক্ত থাকে, সর্ব্বদা ধ্যেয় পদার্থই দেখিতে পায়, অন্য কোন পদার্থের বোধ হয় না, তাহাই ধ্যান বলিয়া কীর্ত্তিত। ২৫-৩০

ধ্যেয় পদার্থ চিন্তা করিতে করিতে মন সেই ধ্যেয়েতে নিশ্চল থাকে। ইহাকেই ধ্যান-পরায়ণ মুনিগণ পরম ধ্যান বলিয়া থাকেন। ধ্যান করিতে করিতে যখন সর্ব্বত্র ধ্যেয় পদার্থ দৃষ্ট হইবে, এবং তন্ময় বলিয়া প্রতীত হইবে, কোনরূপ দ্বৈতজ্ঞান থাকিবে না, তাদৃশ অবস্থাকেই সমাধি বলা যায়। যাহার ইন্দ্রিয় বিষয়চিন্তা হইতে বিরত হইলে মন সংকল্প-রহিত হইয়া ব্রহ্মে লীন হয়, তাহাকে সমাধিস্থ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। যে যোগীর মন পরমাত্মাকে ধ্যান করিতে করিতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, সেই যোগী সমাধিস্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। চিত্তের অস্থিরতা, ভ্রান্তি, দৌর্মনস্য ও প্রমাদ এই সমস্ত যোগবিঘ্নকারক দোষ। ৩১-৩৫

স্থিত্যর্থং মনসঃ পূর্ব্বং স্থূলরূপং বিচিন্তয়েৎ।
তন্ময়ং নিশ্চলীভূতং সূক্ষ্মং স্থিরতাং ব্রজেৎ॥ ৩৬

ন বিনা পরমাত্মানং কিঞ্চিজ্জগতি বিদ্যতে। বিশ্বরূপং তমেবেহ ইতি জ্ঞাত্বা ন মুহ্যতি[1]॥ ৩৭

ওঙ্কারং পরমং ব্রহ্ম ধ্যায়েদাত্মস্থিতং বিভুম্। ক্ষেত্রাক্ষেত্রজ্ঞরহিতং জপেদ্ব্রহ্মাদ্বয়ান্বিতম্[2]॥ ৩৮

হৃদি সঞ্চিন্তয়েৎ পূর্ব্বং প্রধানং তস্য চোপরি।
তমো রজস্তথা সত্ত্বং তৃতীয়ং মণ্ডলং স্মরেৎ॥ ৩৯

কৃষ্ণ-রক্ত-সিতং তস্মিন্ পুরুষং জীবসংজ্ঞিতম্।
তস্যোপরি গুণৈশ্বর্য্যমষ্টপত্রং সরোরুহম্॥ ৪০

জ্ঞানন্তু কর্ণিকা তত্র বিজ্ঞানং কেশরং স্মৃতম্।
বৈরাগ্যং নালং তৎকন্দো বৈষ্ণবো ধর্ম্ম উত্তমঃ॥ ৪১

কর্ণিকায়াং স্থিতং তত্র জীবধামনিশ্চলং ততঃ। ধ্যায়েদ্ধৃদি সংযুক্তমোঙ্কারং মুক্তিসাধকম্॥ ৪২

ধ্যায়ন্ যদি ত্যজেৎ প্রাণান্ যাতি ব্রহ্মত্ব সন্নিধিম্।
হরিং সংস্থাপ্য দেহান্তে ধ্যায়ন্ যোগী চ মুক্তিভাক্[3]॥ ৪৩

আত্মানমাত্মনা কেচিৎ পশ্যন্তি ধ্যানচক্ষুষঃ[4]।
সাঙ্খ্যবুদ্ধ্যা তথৈবান্যে যোগেনান্যেন যোগিনঃ॥ ৪৪

মনের স্থিতির নিমিত্ত প্রথমতঃ স্থূলরূপ চিন্তা করিবে, তদনন্তর মন নিশ্চল হইলে তেজঃস্বরূপে অনুরক্ত হইয়া স্থির হইবে। জগতে পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছুই সৎ নহে। সেই পরমাত্মাই বিশ্বরূপ। এইপ্রকার নিশ্চয় করিয়া পরমাত্মাতিরিক্ত সকল পদার্থকে অসৎ জানিয়া পরিহার করিবে। হৃদয়পদ্মস্থিত ওঙ্কাররূপী বিষ্ণু পরব্রহ্মকে ধ্যান করিবে। সেই ওঙ্কার ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞরহিত; অতএব সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপী ওঙ্কার জপ করিবে। প্রথমতঃ হৃদয়ে ওঙ্কাররূপী সেই প্রধানপুরুষ পরমাত্মাকে চিন্তা করিবে। অনন্তর তাঁহার উপরি ক্রমশঃ কৃষ্ণবর্ণ তমোমণ্ডল, রক্তবর্ণ রজোমণ্ডল ও শুক্লবর্ণ সত্ত্বমণ্ডল চিন্তা করিয়া তাহাতে জীবসংজ্ঞক পুরুষের ধ্যান করিবে। তদুপরি গুণ ও ঐশ্বর্য্যযুক্ত অষ্টপত্রসমন্বিত পদ্ম চিন্তা করিবে। ৩৬-৪০

ঐ পদ্মের জ্ঞান কর্ণিকা, বিজ্ঞান কেশর, বৈরাগ্য নাল এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম মূল। ঐ পদ্মের কর্ণিকাতে জীবের ধাম নিশ্চল মুক্তিসাধক ওঙ্কারের ধ্যান করিবে। ওঙ্কাররূপী ব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে যদি কেহ প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে পারেন। যোগী দেহগত পদ্মমধ্যে হরিকে সংস্থাপনপূর্ব্বক ধ্যান করিলে মুক্তিভাগী হইতে পারেন। কোন ব্যক্তি ধ্যানচক্ষু দ্বারা আপনিই আপনাকে দেখিতে পায়। সাঙ্খ্যযোগীদিগের বুদ্ধিদ্বারা আত্মদর্শন হয়, অন্যান্য যোগীরা যোগ দ্বারা আত্মাকে দর্শন করিতে পারেন।

১। বিমুহ্যতি। ২। মধ্যমান্বিতম্। ৩। ভুক্তিভাক্। ৪। ধ্যানচক্ষুষা।

ব্রহ্মপ্রকাশকং জ্ঞানং ভববন্ধবিভেদনম্।
তত্রৈকচিত্ততা যোগো মুক্তিদো নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫৫
জিতেন্দ্রিয়াত্মস্বরূপো জ্ঞানদুগ্ধো হি যো ভবেৎ।
স মুক্তঃ কথ্যতে যোগী পরমাত্মন্যবস্থিতঃ॥ ৫৬
আসনস্থানবিধয়ো ন যোগস্য প্রসাধকাঃ। বিলম্বজনকাঃ সর্ব্বে বিস্তরাঃ পরিকীর্তিতাঃ॥ ৫৭
শিশুপালঃ সিদ্ধিমাপ স্মরণাভ্যাসগৌরবাৎ।
যোগাভ্যাসং প্রকুর্ব্বীত পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা॥ ৫৮
সর্ব্বভূতেষু কারুণ্যং বিদ্বেষং বিষয়েষু[1] চ।
গুপ্তশিশ্নোদরাদিশ্চ কুর্ব্বন্ যোগী বিমুচ্যতে॥ ৫৯
ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থাংস্তু ন জানাতি নরো যদা।
কাষ্ঠবদ্ ব্রহ্মসংলীনো যোগী মুক্তস্তদা ভবেৎ॥ ৬০
সর্ব্ববর্ণঃ[2] স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাঃ কৃত্বা পাপানি ভস্মসাৎ।
ধ্যানাগ্নিনা চ মেধাবী লভতে পরমাং গতিম্॥ ৬১
মহনাদ্ দৃশ্যতে হ্যগ্নির্ধ্যানেন বৈ হরিঃ। ব্রহ্মাত্মনোর্যদৈকত্বং স যোগশ্চোত্তমোত্তমঃ॥ ৬২
বাহ্যক্লেশৈর্ন মুক্তিস্ত্বান্তরৈঃ স্যাদ্ যমাদিভিঃ। সাংখ্যজ্ঞানেন যোগেন বেদান্তশ্রবণেন চ॥ ৬৩

জ্ঞানই ব্রহ্মের প্রকাশক; জ্ঞানই ভববন্ধন ছেদন করে, অতএব জ্ঞানসাধনে একচিত্ততাই প্রধান যোগ। এই যোগই যোগীদিগকে মুক্তিপ্রদান করে; সংশয় নাই। ৫১-৫৫

যিনি ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে জয় করিয়া জ্ঞানাত্মা প্রদীপ্ত হইয়াছেন, পরমাত্মাতে অবস্থিত সেই যোগীকে মুক্ত বলা যায়। আসন, স্থান ও বিধি ইহারাই যোগের সাধক হয় না, উহারা বরং যোগসিদ্ধির ব্যাঘাতজনক। যোগবিধির এইরূপ অনেক কীর্তিত আছে। শিশুপাল স্মরণ ও অভ্যাসের প্রভাববশতঃ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ যোগাভ্যাস করিলে আপনিই আপনাকে দেখিতে পায়। যাহার সর্বভূতে করুণা ও বিষয়ে বিদ্বেষ হয় এবং শিশ্নোদরাদির চরিতার্থতা সাধনে যে তৎপর নহে; সেই যোগী মুক্ত হইতে পারে। যখন যোগী মনুষ্য ইন্দ্রিয়দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিষয় জানিতে পারে না, তখন যেমন অগ্নিতে কাষ্ঠ সংলীন হয়, সেইরূপ ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে। ৫৬-৬০

সর্ব্ববিধ বর্ণাশ্রমাচার, স্ত্রীসম্পর্ক ও পাপ সকলকে জ্ঞানাগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিলে সাধকের পরমা গতি লাভ হয়। যেমন কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিলে অগ্নিদর্শন হয়, সেইরূপ ধ্যানদ্বারা পরমাত্মরূপী হরিকে যে ব্যক্তি দর্শন করিতে পারে, আর যে সময়ে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বজ্ঞান হয়, তখনই যোগের উৎকর্ষ হইয়াছে জানিবে। বাহ্য কোন উপায়ে মুক্তিলাভ হইতে পারে না, পরন্তু আন্তরিক যমনিয়মদ্বারাই মুক্তিলাভ হয়।

১। বিষয়েষু। ২। সর্ব্ববর্ণান্।

এতদ্যুক্তাত্মনো যা হি সা মুক্তিরভিধীয়তে। অনাত্মন্যাত্মজ্ঞানমসতঃ সৎস্বরূপতা ॥ ৫৩

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে ব্রহ্মবিজ্ঞানকথনং নাম
চত্বারিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪০ ॥

একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

আত্মজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি শৃণু নারদ তত্ত্বতঃ। অদ্বৈতং সাংখ্যমিত্যাহুর্যোগস্ত্বৈকচিত্ততা ॥ ১
অদ্বৈতযোগসম্পন্না মুচ্যন্তেঽতিবন্ধনাৎ। অতীতানাগতান্যপি কর্ম নশ্যতি বোধতঃ ॥ ২
সবিচারকুঠারেণ ছিন্নসংসারপাদপঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যতীর্থেন লভতে বৈষ্ণবং পদম্ ॥ ৩

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তঞ্চ মায়াত্রিপদমুচ্যতে[1]।
অত্রৈবার্জিতং সর্বং সাবধানোঽপরে পদে ॥ ৪

সাংখ্যজ্ঞান, যোগাভ্যাস ও বেদান্তশ্রবণাদিদ্বারা আত্মার যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকেই মুক্তি বলা যায়। মুক্তি হইলে অনাত্মাতে আত্মজ্ঞান এবং অসৎ-পদার্থে সৎস্বরূপ জ্ঞান হয়। ৫১-৫৩

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে ব্রহ্মবিজ্ঞানকথন নামক চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪০ ॥

একচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়

ব্রহ্মা বলিলেন—হে নারদ! অনন্তর আত্মজ্ঞান বলিতেছি, শ্রবণ কর। অদ্বৈতজ্ঞানকে সাংখ্যযোগ বলা যায়; বাস্তবিক পরমাত্মাতে যে একচিত্ততা, তাহাকেই যোগ বলে; যাহারা অদ্বৈতজ্ঞানসম্পন্ন, তাহারা ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে; পরমাত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল কর্ম নষ্ট হইয়া যায়। জ্ঞানী ব্যক্তি সবিচাররূপ কুঠারদ্বারা সংসারপাদপকে ছেদ করিয়া জ্ঞান, বৈরাগ্য ও তীর্থদ্বারা বৈষ্ণবপদ লাভ করিতে পারে। জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থাপন্ন মায়াই সংসারের মূল। এই

১। ত্রিপুরমুচ্যতে।

নামরূপক্রিয়াহীনং সর্ব্বং তৎ পরমং পদম্ ।
জগৎ সৃষ্ট্বেশ্বরোঽহনন্তং যথাযথ প্রবিষ্টবান্ ॥ ৫
বেদাহমেতং পুরুষং চিদ্রূপং তমসঃ পরম্ ।
সোঽহমস্মীতি মোক্ষায় নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে ॥ ৬
শ্রবণং মননং ধ্যানং জ্ঞানান্যৈকৈব সাধনম্ । যজ্ঞ-দান-তপস্তীর্থ-বেদৈর্মুক্তির্ন লভ্যতে ॥ ৭
জ্ঞানেন কেনচিদ্ধ্যান-পূজাকর্ম্মাদিভির্ন চ । দ্বিবিধং বেদবচনং কুরু কর্ম্ম ত্যজেতি চ ॥ ৮
সকামতো বিমুক্তানাং নিষ্কামানাং বিমুক্তয়ে ।
অন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমুক্তমেবাত্র কেবলম্ ॥ ৯
একেন জন্মনা জ্ঞানান্মুক্তির্ন দ্বৈতবাদিনাম্ ।
যোগভ্রষ্টাঃ সুযোগাশ্চ বিপ্রা যোগিকুলোদ্ভবাঃ ॥ ১০
কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্জ্ঞানান্মুক্তো ভবাদ্ভবেৎ ।
আত্মজ্ঞানমতশ্চৈব অজ্ঞানং মন্যতেঽন্যথা ॥ ১১
যদা সর্ব্বে বিমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ ।
তদামৃতত্বমাপ্নোতি জীবন্নেব ন সংশয়ঃ ॥ ১২
ধ্যানকস্থাং কথং যাতি কো যাতি ক ন যাতি চ ।
অনন্তত্বায় কোঽপ্যস্তি[1] অমূর্ত্তত্বাদ্ধিতঃ স্থূতঃ ॥ ১৩

মায়া যাবৎ বিদ্যমান থাকে, সংসার তাবৎ সৎ বলিয়া বোধ হয়, পরন্তু ব্রহ্ম পরমপদ প্রাপ্তি হইলে কোন সংশয় থাকে না। পরব্রহ্ম নাম-রূপক্রিয়াহীন। ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং তাহাতেই প্রবিষ্ট আছেন। ১-৫

“আমি মায়াতীত, চিদ্রূপ পুরুষকে জানি, আমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ” এই প্রকার জ্ঞানই মুক্তির পন্থা। মোক্ষলাভে এতদ্ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। শ্রবণ, মনন, ধ্যান এই সমস্তই জ্ঞানের সাধন। জ্ঞানদ্বারাই জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন ও তীর্থসেবাদ্বারা মুক্তিলাভ হয় না; দান, ধ্যান কিম্বা পূজাদি কর্ম্মদ্বারাও মুক্তি হয় না। মুক্তিলাভার্থ দ্বিবিধ কর্ম্ম বেদে উক্ত আছে; যথা—সকাম কর্ম্ম ও নিষ্কাম কর্ম্ম। সকাম যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি হইলে ক্রমে নিষ্কামতা প্রাপ্ত হইয়া মানব মুক্তিলাভ করিতে পারে; আর নিষ্কাম কর্ম্ম সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই জ্ঞানোৎপাদনপূর্ব্বক মোক্ষ লাভ করে। অদ্বৈত জ্ঞানদ্বারা এক কালেই মুক্তি হয়; দ্বৈতবাদীদিগের একজন্মে মুক্তি হইতে পারে না। সেই সকল সুযোগী বা ভ্রষ্টযোগীরা যোগিকুলে ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করে। ৬-১০

জীবসকল কর্ম্মদ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে, জ্ঞান হইলেই সংসার হইতে মুক্ত হয়; অতএব আত্মজ্ঞান আশ্রয় করিবে। যাহারা আত্মজ্ঞানে অনধিকারী, তাহারাই অজ্ঞান বলিয়া

১। বেদোঽস্তি।

অদ্বয়ত্বান্ন কোঽপ্যস্তি বোধত্বাজ্জড়তা কুতঃ[1]।
একোদ্দিষ্টং যদন্যস্য গতিরাগতিসংস্থিতিঃ[2] ॥ ১৪
কথমাকাশকল্পস্য[3] গতিরাকাশসংস্থিতিঃ।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদি মায়য়া পরিকল্পিতম্ ॥ ১৫

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে আত্মজ্ঞানকথনং নামৈকচত্বারিংশদধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪১ ॥

অভিহিত। যখন হৃদয়স্থিত কামনা সকল বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন সেই ব্যক্তি জীবদ্দশাতেও অমৃতত্ব লাভ করে অর্থাৎ সেই ব্যক্তিকে জীবন্মুক্ত বলা যায়। পরব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী সুতরাং কোনও স্থলে তাঁহার গমনাগমন সম্ভব না। তিনি অনন্ত, অতএব তাঁহার বাসস্থান নির্দেশ করা যাইতে পারে না; তিনি অমূর্ত্ত, সুতরাং কোনরূপে তাঁহার গতিও হইতে পারে না। পরব্রহ্ম অদ্বয়, সুতরাং তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় কিছুই নাই। তিনি বোধরূপ; সুতরাং তাঁহার জড়তা হইবে কিরূপে? এক পদার্থের গতি-আগতি-স্থিত্যাদি দ্বারা অন্যের গতি-আগতি-স্থিতি কিরূপে হইবে? বস্তুতঃ তিনি আকাশসদৃশ; তাঁহার গতি-স্থিত্যাদি আকাশের ন্যায় হয় জানিবে। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত্যাদি অবস্থা মায়াদ্বারা পরিকল্পিত—মিথ্যা। ১১-১৫

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে আত্মজ্ঞানকথন নামক একচত্বারিংশদধিক
দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪১।

১। জড়তাং গতঃ। ২। গতিরাগতিসংস্থিতিঃ। ৩। অথবাকাশকল্পস্য।

দ্বিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

গীতাসারং প্রবক্ষ্যামি অর্জ্জুনায়োদিতং পুরা।
অষ্টাঙ্গযোগযুক্তাত্মা সর্ব্ববেদান্তপারগঃ ॥ ১
আত্মলাভঃ পরো লাভ আত্মা দেহাদিবর্জ্জিতঃ।
রূপাদি-হীন[১]-দেহান্তঃকরণত্বাদিলোচনম্ ॥ ২
বিজ্ঞানরহিতঃ প্রাণঃ সুষুপ্তোঽহং প্রতীয়তে।
নাহমাত্মা চ দুঃখাদি সংসারাদিসমন্বয়াৎ ॥ ৩
বিধূম ইব দীপ্তার্চ্চিরাদিত্য ইব দীপ্তিমান্।
বৈদ্যুতোঽগ্নিরিবাকাশে হৃদয়ে আত্মনাত্মনি ॥ ৪
শ্রোত্রাদীনি ন পশ্যন্তি স্বং স্বমাত্মানমাত্মনা।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদর্শী চ ক্ষেত্রজ্ঞস্তানি পশ্যতি ॥ ৫
যদা প্রকাশতে আত্মা পটে দীপো জ্বলন্নিব।
জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ ॥ ৬
যথাদর্শতলপ্রখ্যে পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি। ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাংশ্চ মহাভূতানি পঞ্চকম্ ॥ ৭

ভগবান্ বলিলেন,—এক্ষণে আমি গীতাসার বলিব। ইহা পূর্ব্বে অর্জ্জুনের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলাম। অষ্টাঙ্গযোগযুক্ত ও সর্ব্ববেদান্তপারগ মানবের পক্ষে আত্মলাভ সম্ভব। আত্মলাভই পরম লাভ, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট লাভ আর কিছুই নাই। আত্মা দেহাদি-বর্জ্জিত, রূপাদিহীন, দেহান্তর-লোচনাদি-ইন্দ্রিয়াতীত। প্রাণ বিজ্ঞানরহিত হইলেই “আমি সুষুপ্ত ছিলাম” এইরূপ প্রতীতি হয়। আমি আত্মা, সংসারাদি সংসর্গবশতঃ আমার কোনরূপ দুঃখ হয় না। ধূমহীন অগ্নি যেমন দীপ্তি পায়, আত্মা সেইরূপ স্বয়ং প্রদীপ্ত হয়েন। আর আকাশে যেমন বিদ্যুদগ্নির প্রকাশ হয়, সেইরূপ হৃদয়ে আত্মা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণের কোনরূপ জ্ঞান নাই, তাহারা আপনাকেও জানিতে পারে না। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী আত্মাই সেই ইন্দ্রিয়সকলকে দর্শন করেন। আত্মা উজ্জ্বল প্রদীপের ন্যায় চিত্তপটে প্রকাশ পাইলেই পুরুষের পাপকর্ম্ম ক্ষয় পাইয়া জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। ১-৬

যেমন আদর্শতলে দৃষ্টি করিলে আপনাকে দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ আত্মাতে দৃষ্টি

১। হীন- ।

মনো বুদ্ধিরহঙ্কারমব্যক্তং পুরুষং তথা।
প্রসংখ্যায় পরাখ্যাতো বিমুক্তো বন্ধনৈর্ভবেৎ॥ ৮
ইন্দ্রিয়গ্রামমখিলং মনস্যভিনিবেশ্য চ। মনশ্চৈবাপ্যহঙ্কারে প্রতিষ্ঠাপ্য চ পাণ্ডব॥ ৯
অহঙ্কারং তথা বুদ্ধৌ বুদ্ধিঞ্চ প্রকৃতাবপি।
প্রকৃতিং পুরুষে স্থাপ্য পুরুষং ব্রহ্মণি ন্যসেৎ।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ প্রসংখ্যায় বিমুচ্যতে॥ ১০
নবদ্বারমিদং গেহং ত্রিস্থূণং পঞ্চসাক্ষিকম্।
ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতং বিদ্বান্ যো বেদ স পরঃ কবিঃ॥ ১১
অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ।
জ্ঞানযজ্ঞস্য সর্ব্বাণি কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥ ১২

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে গীতাসারবর্ণনং নাম দ্বিচত্বারিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৪২॥

করিতে পারিলেই পঞ্চ মহাভূতের দর্শন হইয়া থাকে। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও অব্যক্ত পুরুষ এই সকলের প্রসংখ্যানদ্বারা সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়। মনে ইন্দ্রিয়সকলের অভিনিবেশ করিয়া মনকে অহঙ্কারে স্থাপিত করিবে; সেই অহঙ্কারকে বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে প্রকৃতিতে, প্রকৃতিকে পুরুষে এবং পুরুষকে পরব্রহ্মে বিলীন করিবে। এইরূপ করিতে পারিলেই 'অহং ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রকাশ পায়; তাহাতে তখনই সেই পুরুষ মুক্ত হইয়া থাকে। নবদ্বারবিশিষ্ট ত্রিস্তম্ভের আধার পঞ্চভূতাত্মক আত্মাধিষ্ঠিত দেহকে যে জ্ঞানী ব্যক্তি জানিতে পারেন, তিনিই মহাকবি। শত অশ্বমেধ বা সহস্র বাজপেয় যজ্ঞও এই জ্ঞান-যজ্ঞের ষোড়শাংশ ফল প্রদান করিতে পারে না। ৭-১২

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে গীতাসারবর্ণন নামক দ্বিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৪২।

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষ্বসৎস্বিহ । নিগ্রহঃ প্রোচ্যতে সদ্ভিঃ প্রত্যাহারস্তু পাণ্ডব ॥ ১৩
মূর্ত্তামূর্ত্তব্রহ্মরূপ-চিন্তনং ধ্যানমুচ্যতে । যোগারম্ভে মূর্ত্তহরিমমূর্ত্তমপি চিন্তয়েৎ ॥ ১৪
অগ্নিমণ্ডলমধ্যস্থো বাসুদেবশ্চতুর্ভুজঃ । শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মযুক্তঃ কৌস্তুভসংযুতঃ ॥ ১৫
বনমালী কৌস্তুভেন যুক্তোঽহং ব্রহ্মসংজ্ঞকঃ । ধারণেত্যুচ্যতে চেয়ং ধার্য্যতে যন্মনো লয়ে ॥ ১৬

অহং ব্রহ্মেত্যবস্থানং সমাধিরভিধীয়তে ।
অহং ব্রহ্মাস্মি বাক্যাচ্চ জ্ঞানান্মোক্ষো ভবেন্নৃণাম্ ॥ ১৭

ব্রহ্মানন্দচৈতন্যং লক্ষয়িত্বা স্থিতশ্চ যঃ । ব্রহ্মাহমস্ম্যহং ব্রহ্ম অহং ব্রহ্মপদার্থয়োঃ ॥ ১৮

হরিরুবাচ

পুরাণং গারুড়ং প্রোক্তং বিধিনাপি ময়া তব ।
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি সোঽপি মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বিধিযোগকথনং নাম
ত্রিচত্বারিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪৩ ॥

যাহা দেহগত বায়ুর নাম প্রাণ; সেই বায়ুনিরোধকে প্রাণায়াম বলা যায়। হে পাণ্ডব! ইন্দ্রিয়গণ অসৎবিষয়ে বিচরণ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে বিষয় হইতে নিবারণ করিবে। সাধুগণ এইরূপ ইন্দ্রিয়নিরোধকে প্রত্যাহার বলিয়া থাকেন। মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তরূপ ব্রহ্মচিন্তনকে ধ্যান বলা যায়; যোগারম্ভকালে মূর্ত্তিমান্ হরিকে চিন্তা করিতে হইবে। ১২-১৪

যে অগ্নিমণ্ডলবর্ত্তী শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ কৌস্তুভচিহ্নাঙ্কিত বনমালী বাসুদেব ব্রহ্মসংজ্ঞক দেব বিদ্যমান আছেন, মনকে লয় করিয়া উক্ত দেবকে ধারণ করিতে পারিলেই ধারণা হয়, উক্ত ধারণাকেই ধারণা বলা যায়। "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ অবস্থানকে সমাধি বলে। "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞান হইলেই মনুষ্যের মোক্ষ হইয়া থাকে। ব্রহ্মানন্দময় চিদানন্দ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া অবস্থিত হইলে "আমিই ব্রহ্ম" "ব্রহ্মই আমি" এইরূপ অহং ও ব্রহ্মপদার্থের পরিজ্ঞান হয়। হরি বলিলেন, আমি তোমার নিকট যথাবিধি গারুড়পুরাণ কহিলাম, যিনি এই গারুড়পুরাণ পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি মোক্ষপদ পাইয়া থাকেন। ১৫-১৯

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বিধিযোগ কথন নামক ত্রিচত্বারিংশদধিক
দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪৩।

সমাপ্তমিদং পূর্ব্বখণ্ডম্

গরুড়-পুরাণম্।

উত্তরখণ্ডম্।

গরুড়-পুরাণম্।

উত্তরখণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

ধর্মদৃঢ়বদ্ধমূলো বেদস্কন্ধঃ পুরাণশাখাঢ্যঃ।
ক্রতুকুসুমো মোক্ষফলো মধুসূদনপাদপো জয়তি॥
নৈমিষেঽনিমিষক্ষেত্রে শৌনকাদ্যা মুনীশ্বরাঃ।
কর্ম্মণোঽবসরে সূতং শান্তমিদমব্রুবন্॥ ২
সূত জানাসি সকলং তত্ত্বং ব্যাসপ্রসাদতঃ।
তেন নঃ সংশয়ানাং সন্দেহং ছেত্তুমর্হসি॥ ৩
যথা তৃণজলৌকেব ভাষমাণাস্তু কেচন।
দেহিনোঽন্যতনুপ্রাপ্তিং কেচিদেব বদন্তি চ।
কেচিৎ পূর্ব্বক্রিয়াণাং যাম্যমার্গোপভোগতঃ।
পশ্চাদ্দেহান্তরপ্রাপ্তিং বদন্তি কিমু তত্র সৎ॥ ৫

সূত উবাচ।

সাধু পৃষ্টং মহাভাগাঃ শৃণুধ্বং কথয়ামি বঃ।
সন্দেহো লোকপরলোকে লোকানাং কিল পৃচ্ছতাম্।
তদহং কৃষ্ণ-গরুড়সংবাদেনাপি বিপ্রাঃ।
অপাকরিষ্যে সন্দেহং ভবতাং ভাবিতাত্মনাম্॥
নত্বা কৃষ্ণায় মুনয়ে বং এবং সম্পাদিতাঃ।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ নর নরোত্তম ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয়-প্রতিপাদক পুরাণাদি গ্রন্থ পাঠ করিবে। দেবতাদিগের আবির্ভাবভূমি নৈমিষারণ্যে একদা শৌনকাদি মহর্ষিগণ দিব্যকর্ম্ম সমাপনান্তে বিশ্রামাবসরে সুখোপবিষ্ট সূতকে বলিলেন,—হে সূত! তুমি ব্যাসের প্রসাদে সকল তত্ত্বই অবগত আছ, অতএব তুমি আমাদিগের যে সকল সন্দেহ আছে, তাহা ছেদন কর। দেহিগণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া জলৌকা যেমন এক তৃণ হইতে তৃণান্তরে গমন করে, তদ্রূপ এক দেহ হইতে অন্য দেহ আশ্রয় করে। কোন কোন পণ্ডিতগণ এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। আবার অপর পণ্ডিতেরা বলেন যে,—জীবাত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া যমযাতনা ভোগান্তে দেহান্তর গ্রহণ করে। এই দুই মতের মধ্যে কোন্ মতটী সৎ, তুমি তাহা আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া বল। সূত কহিলেন,—হে মহাভাগ মুনিগণ! আপনারা সাধু প্রশ্ন করিয়াছেন; শ্রবণ করুন, পরলোক-সম্বন্ধে আপনাদিগের কোন সন্দেহই থাকিবে না। হে ভাবিতাত্মা মুনিগণ! আমি কৃষ্ণ-গরুড়-সংবাদ বর্ণনা দ্বারা আপনাদিগের সেই

ছিদ্রন্তু নৈব পশ্যামি যতো জীবঃ স নির্গতঃ ।
কুতো গচ্ছন্তি ভূতানি পৃথিব্যাপো মনস্তথা ॥৪৮
তেজো বায়ুশ্চ যে নাথ বায়ুরাকাশমেব চ ॥ ৪৯
কুতঃ পঞ্চেন্দ্রিয়াণীহ পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ ।
বায়বশ্চৈব পঞ্চৈতে কথং গচ্ছন্তি চাচ্যুত ॥ ৫০
লোভমোহাদয়ঃ পঞ্চ শরীরে চৈব তস্করাঃ ।
তৃষ্ণা কামো হ্যহঙ্কারঃ কুতো যান্তি জনার্দ্দন ॥৫১
পুণ্যং বাপাথবাপুণ্যং যৎকিঞ্চিৎ সুকৃতং তথা
নষ্টে দেহে কুতো যান্তি দানানি বিবিধানি চ ॥
সপিণ্ডনং কিমর্থঞ্চ পূর্ণে সংবৎসরেঽপি বা ।
প্রেতস্ত মেলনং কেষাং কিং বিধিং তত্র
কারয়েৎ ।
মূর্চ্ছনাৎ পতনাদ্বাপি বিপত্তির্যদি জায়তে ॥ ৫৩
যে দগ্ধা যে হ্যদগ্ধাশ্চ পতিতা যে নরা ভুবি ।
যানি চান্যানি ভূতানি কেনায়ত্তে ভবেত্তু কিম্
পাপিনো যে দুরাচারা যে চান্যে গরুড়ধ্বজ ।

আত্মঘাতী ব্রহ্মহা চ স্তেয়ী বিশ্বাসঘাতকাঃ ॥ ৫৫
কপিলায়াঃ পিবেৎক্ষীরং যো যঃ পঠেৎপ্রণবম্ ।
ধারয়েদ্ব্রহ্মসূত্রং যঃ কা গতিস্তস্য মাধব ॥ ৫৬
শূদ্রস্ত ব্রাহ্মণী ভার্য্যা সংগৃহীতা যদা ভবেৎ
তস্য পাপস্য ভীতোঽহং তন্মে বদ জগৎপ্রভো
অন্যচ্চ শৃণু বিশ্বাত্মন্ ময়া কৌতুকিনা যথা ।
লোকান্ লোকয়তা লোকে জগাহে বিশ্বমণ্ডলম্
দুঃখাকুলিনি জনান্ দৃষ্ট্বা দুঃখেনৈব নিমজ্জতঃ ।
অধঃস্থানে মহচ্চ যে পীড়া তৎপীড়াতো গরীয়সী ।
ত্রিদিবে দিতিজাতেভ্যো ভূমৌ মৃত্যুরুজাদিনা ৫৯
ইষ্টবস্তুবিয়োগেন পাতালে যামনং ভয়ম্ ॥ ৬০
এবঞ্চ নির্ভয়ং স্থানমেকমেব ন সম্পদাৎ ।
অসতঃ শ্রুতবানেবং কারেন কর্মাকৃতেন ॥৬১

গরুড় কহিতে লাগিলেন,—হে প্রভো, মানবগণ নিশ্চয়ই মরিয়া, পরন্তু কোন্ ছিদ্র দিয়া যে জীব নির্গত হইয়া যায়, তাহা ত কিছুই বুঝিতে পারি না। ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম দেহধারক এই পঞ্চভূত, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সকল, প্রাণাদি পঞ্চবায়ু ইহারাই বা কেমন করিয়া বহির্গত হইয়া যায়? ৪৮—৫০। শরীরে তস্করস্বরূপ লোভ মোহ তৃষ্ণা কাম ও অহঙ্কারাদি আছে, হে জনার্দ্দন! ইহারা কিরূপে কোথায় যায়? দেহ নষ্ট হইলে অনুষ্ঠিত পাপপুণ্যাদি যাহা কিছু কর্ম্ম থাকে, তাহাই বা কোথায় যায়? সংবৎসর পূর্ণ হইলে তবে সপিণ্ডন করিতে হয়; এরূপ বিধিই বা কি নিমিত্ত? সপিণ্ডনান্তে সেই প্রেত ব্যক্তি কাহার সহিত মিলিত হয়? মূর্চ্ছা হেতু কিম্বা পতনাদি দ্বারা যদি মৃত্যু হয়, তবে কোন বিধান অনুসারে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবে? মরণান্তে যে সকল ব্যক্তির দাহাদি সংস্কার হইয়াছে, আর যাহাদের দাহাদি সংস্কার হয় নাই, যে সকল ব্যক্তির ভূমিমধ্যেই বিলীন হইয়া গিয়াছে এবং মনুষ্য ব্যতীত অন্য যে সকল জীব আছে, তাহাদিগের কি গতি হয়? যাহারা পাপী দুরাচার, বিকৃতবুদ্ধি, আত্মঘাতী, ব্রহ্মঘাতী, চোর, বিশ্বাসঘাতক, আর যে শূদ্র ব্যক্তি কপিলা গাভীর দুগ্ধ পান করে, কিম্বা প্রণব (ওঁ) উচ্চারণ করে, অথবা যজ্ঞোপবীত ধারণ করে, হে মাধব! তাহার কিরূপ গতি হয়? শূদ্র যদি ব্রাহ্মণী ভার্য্যা সংগ্রহ করে, হে জগৎপ্রভো! তবে তাহার কি গতি হয়? তাহা আমাকে বলুন। হে বিশ্বাত্মন্! আরও শুনুন,—আমি একদা কৌতুকবশতঃ লোক সকল অবলোকন মানসে সবেগে বিশ্বমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম; নানাস্থানে পরিভ্রমণ করত দেখিলাম, লোক সকল দুঃখে নিমগ্ন রহিয়াছে। তাহাতে আমার অন্তঃকরণে অত্যন্ত দুঃখ বোধ হইল। আমি স্বর্গাদিতে যতই ভ্রমণ করিতেছিলাম, ততই আমার দুঃখের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দেখিলাম স্বর্গেও সুখ নাই, সেখানে দৈত্যদিগের ভয় বিদ্যমান; ভূমণ্ডলে মৃত্যু, রোগ, ইষ্ট পদার্থের বিয়োগাদিজনিত ভয় আছে; পাতালে আমা হইতেই ভয় রহিয়াছে। ৫১—৬০। নির্ভয়স্থান কুত্রাপি দেখিতে পাইলাম না। আপনার পাদপদ্মই নির্ভয়স্থান, ইহা আর সকলই

তথাপি ভারতে বর্ষে মনুষ্যস্য তথানঘ ।
অন্যে দৃষ্টা ময়া রাগ-দ্বেষ-মোহাদিবিহ্বলাঃ ॥ ৬২
কেচিদন্ধাঃ কেকরাক্ষাঃ খঞ্জাশ্চৈব পঙ্গবঃ ।
খলাঃ কাণাশ্চ বধিরা মূকাঃ কুষ্ঠাশ্চ রোমশাঃ ।
নানারোগপরীতাশ্চ খপুষ্পাচ্চাভিমানিনঃ ॥ ৬৩
দেবাঃ লোকস্য বৈচিত্র্যং মৃত্যোর্গোচরতামপি ।
দৃষ্টা প্রষ্টুমনাঃ প্রাপ্তঃ কো মৃত্যুরিতিমত্তঃ কথম্ ॥
শ্রুতিযুক্ত বিধানেন মরণাদ্যনন্তরম্ ।
বিধিনৌর্দ্ধদৈহিকেন যস্তু ন স দুর্গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৫
ঋষিভ্যশ্চ ময়া পূর্ব্বমিতি সামান্যতঃ শ্রুতম্ ।
অতোঽহং ত্বদ্বিশেষেণ পৃচ্ছামীদমিতি প্রভো ॥ ৬৬
ম্রিয়মাণস্য কিং কৃত্যং কিং দানং বাসবানুজ ।
মৃত্যোর্মধ্যান্তরালে কো বিধির্দহনস্য চ ॥ ৬৭
সদ্যো বিলম্বতো বা কিং দেহমুক্তঃ প্রপদ্যতে ।
সংযমন্যাং কম্পমানমাব্দিকং কা মৃতক্রিয়া ॥ ৬৮
প্রায়শ্চিত্তং দুর্মতেশ্চ কিং পঞ্চকাদিমৃতস্য চ ।
প্রসাদং কুরু মে মোহং ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ ॥ ৬৯
সর্ব্বমেতন্ময়া পৃষ্টং ব্রূহি লোকহিতায় বৈ ॥ ৭০

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে
শ্রীকৃষ্ণ-গরুড়সংবাদে প্রশ্নপ্রপঞ্চো
নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।
সাধু পৃষ্টং ত্বয়া তার্ক্ষ্য মানুষাণাং হিতায় বৈ ।
শৃণুষ্বাবহিতো ভূত্বা সর্ব্বমেবৌর্দ্ধদৈহিকম্ ॥ ১
মার্গং বেদবিহিতং শ্রুতিস্মৃতিসমন্বিতম্ ।

স্বপ্নবৎ ইন্দ্রজাল তুল্য মিথ্যা; সকলই কাল কর্ত্তৃক কবলিত হইয়াছে। তার মধ্যেও আবার ভারতবর্ষের অধিবাসীরাই সর্ব্বাধিক দুঃখভাজন। আমি দেখিয়াছি, তত্রত্য জনগণ দ্বেষ-মোহাদি দোষে সমাবৃত। তন্মধ্যে অনেকানেক ব্যক্তি অন্ধ, কেকরাক্ষ, খঞ্জবাক্ (তোৎলা), পঙ্গু, খল, কাণ, বধির, মূক, কুষ্ঠরোগী, রোমশ ও অন্যান্য নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া সতত ক্লেশভোগ করিয়া থাকে। তাহারা সকলেই আকাশকুসুমবৎ দুরাভিমানী, তাহাদিগের সেই দুরাকাঙ্খা এবং তত্রত্য পরিমিত আয়ুষ্কাল ভোগের পূর্ব্বেই মরণ দেখিয়া আমার মনে প্রশ্ন উদয় হইল যে, মৃত্যু কে? ভূমণ্ডলে একরূপ বিচিত্রতাই বা কেন? যথাবিধানে যাহার মৃত্যু হয়, অথবা মরণের পরও যথাবিধি সপিণ্ডীকরণাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, সে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। পূর্ব্বে আমি ঋষিদিগের নিকট এই কথা সামান্যতঃ শুনিয়াছিলাম। প্রভো! সে সম্বন্ধে সবিশেষ জানিবার জন্যই আপনার নিকটে জিজ্ঞাসা করিতেছি। হে বাসবানুজ! মানবের মৃত্যুকালে কোন্ কার্য্য করিতে হয়? সেই সময়ে কোন্ দান বিহিত? মৃত্যু ও দহন-কার্য্যের মধ্যকালে কোন্ বিধান আছে? দাহ কর্ম্ম যদি সদ্য করা হয়, কিংবা বিলম্বে করা হয়, তাহাতেই কিরূপ ফলভেদ হইয়া থাকে? জীব দেহ ত্যাগ করিয়াই কি দেহান্তর পরিগ্রহ করে; অথবা সংযমনীপুরীতে যায়? এক বৎসর যাবৎ মৃতব্যক্তির জন্য কি কি কার্য্য করিতে হয়? দুর্ম্মতিদিগের প্রায়শ্চিত্ত কি? আর পঞ্চকাদি স্থানে মৃত ব্যক্তিদিগের কি গতি হয়? হে দেব! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; আমার এই সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে ছেদন করুন। হে প্রভো! আমি এই যে সকল প্রশ্ন করিলাম, আপনি লোক-সকলের হিতার্থে এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর দানে আমাকে কৃতার্থ করুন। ৬১—৭০।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। ১।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে গরুড়! তুমি মানবদিগের হিতকর উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ; তুমি অবহিতচিত্তে উহা শ্রবণ কর। যাহা শ্রুতি স্মৃতি হইতে সঙ্কলিত সার পদার্থ, যাহার

প্রাণী খণ্ডমেতত্তু ময়োক্তং তে সমাসতঃ।
অথাপ্রকারা হি যথা ভবন্ত্যেব প্রাণিজাতয়ঃ ॥ ২০

এবং বিচিত্রৈর্নিজকর্ম্মভির্নৃণাং
সুখস্য দুঃখস্য চ জন্মনামপি।
বৈচিত্র্যমুক্তং শুভকর্ম্মণাং শুভং
তথাশুভাচাশুভমীরয়ন্তি ॥ ২১

এতৎ তে সর্ব্বমাখ্যাতং যৎ পৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া ॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ-
গরুড়সংবাদে কর্ম্মবিপাকবর্ণনং নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এবমুৎপাদিতঃ পক্ষী যথার্থং বিষ্ণুনা তু।
পপ্রচ্ছ নরকাণ্যেবং শ্রীশং চৌৎসুক্যতন্মনাঃ ॥ ১

গরুড় উবাচ।

নরকাণাং স্বরূপং মে যত্র যেষু বিকর্ম্মিণঃ।
পাত্যন্তে দুঃখভূয়িষ্ঠাস্তেষাং তেষাঞ্চ কীর্তয় ॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ।

নরকাণাং সহস্রাণি বর্ত্তন্তে খগসত্তম।
ন শক্যং বিস্তরাদ্বক্তুং প্রাধান্যতো ব্রুবে।
রৌরবং নাম নরকং মুখ্যং তদ্বৈ নিবোধ মে।
রৌরবে কূটসাক্ষী তু যাতি যশ্চানৃতো নরঃ ॥ ৪
যোজনানাং সহস্রে দ্বে রৌরবো হি প্রমাণতঃ।
জানুমাত্রপ্রমাণস্তু তত্র গর্ত্তঃ সুদুস্তরঃ।
তত্রাঙ্গারচয়েনৈব কৃতঃ ক্ষমাতলীসমঃ ॥ ৫
তত্রাগ্নিনা সুতীব্রেণ তাপিতাঙ্গারভূমিনা।
তন্মধ্যে পাপকর্ম্মাণং বিমুঞ্চন্তি যমানুগাঃ ॥ ৬
স দহ্যমানস্তীব্রেণ বহ্নিনা পরিধাবতি।
পদে পদে চ পাদোঽস্য জায়তে শীর্য্যতে পুনঃ।
অহোরাত্রেণোদ্ধরণং পাদন্যাসং স গচ্ছতি।

স্বরূপ পাপের বিচিত্র নরক ভোগান্তে মর জানিবে। হে খগ! আমি তোমাকে দৃষ্টান্ত মাত্র প্রদর্শন দ্বারা বলিলাম; সংসারে যেমন যত, প্রাণিজাতিও সেইরূপ অসংখ্য; বল পাপানুসারে সেই সেই জাতিতে জন্ম হইয়া থাকে। মানবগণের নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে যে শুভ অশুভ ও জন্ম সম্বন্ধে বিচিত্রতা ঘটিয়া থাকে, তাহা কহিলাম। শুভকর্ম্মের ফল শুভ অশুভ কার্য্যের অশুভ ফল হইয়া থাকে; হে গরুড়! তুমি আমাকে যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলে, আমি তাহা সমস্তই এই কীর্ত্তন করিলাম। ৮১—৯২।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ২।

তৃতীয় অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—সেই পক্ষী ভগবান্ বিষ্ণুর ঐরূপ বচন শ্রবণে উৎসাহিত হইয়া পুনর্ব্বার ঔৎসুক্য চিত্তে নরক সকলের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। গরুড় বলিলেন, হে উপেন্দ্র! পাপীদিগকে ক্লেশ দিবার জন্য তাহাদিগকে যে সকল নরকে পাতিত করা হয়, সেই সকল নরকের স্বরূপ এবং তাহা কত প্রকার ইত্যাদি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ভগবান্ বলিলেন, হে গরুড়! অসংখ্যানেক নরক আছে, তাহা সমস্ত বলিতে পারা যায় না। অতএব প্রধানতঃ তাহাদের বিবরণ করিতেছি। রৌরব নামে যে নরক আছে, তাহাই সর্ব্বপ্রধান। মিথ্যাসাক্ষ্যদাতা কিম্বা মিথ্যাবাদী ব্যক্তি রৌরব নরকে পতিত হয়। রৌরব নরকের পরিমাণ দুই সহস্র যোজন। সেই স্থানে জানুপ্রমাণ গর্ত্ত করিয়া জ্বলদঙ্গার দ্বারা আবৃত হইয়াছে। তাহা অগ্নিসংযোগে সন্তপ্ত হইয়া অতি ভীষণতর হইয়াছে। পাপী ব্যক্তিকে যমদূতগণ তন্মধ্যে ছাড়িয়া দেয়। সে তন্মধ্যে দহ্যমান হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, পুনঃপুনঃ তাহার পদতল দগ্ধ হইয়া সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া যায়। এইরূপে একবার উত্থিত ও একবার পতিত হইতে হইতে যখন সহস্র যোজন অতিক্রম করা হয়, তখন তাহাকে সে

তেনৈব স্নাপয়িত্বা তু তাং পূর্ণ্যাং পয়োধরে ।
পঞ্চভিঃ স্নাপয়িত্বা তু গর্ভিণীং প্রেতকাং কুশময়ান্
দর্ভাকারাকৃতিং কৃত্বা দাহয়েদ্বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭৪
গরুড় পঞ্চকে দাহ-বিধিং বচ্মি শৃণুষ্ব মে ।
আদৌ কৃত্বা ধনিষ্ঠার্দ্ধমেতন্নক্ষত্রপঞ্চকম্ ॥ ১৭৫
রেবত্যন্তং সদা দুষ্টমশুভং সর্ব্বদা ভবেৎ ।
দাহস্তত্র ন কর্ত্তব্যো বিধানং সর্ব্বজন্তুষু ॥ ১৭৬
ন জলং দীয়তে তেষু অশুভং সর্ব্বদা ভবেৎ ।
পঞ্চকান্তরং সর্ব্বং কার্য্যং কর্ত্তব্যমন্যথা ॥১৭৭
পুত্রাণাং গোত্রিণাং তস্য সন্তাপোহপ্যুপজায়তে
গৃহে হানির্ভবত্যেব ঋক্ষেষ্বেষু মৃতস্য চ ॥ ১৭৮
অথবা ঋক্ষমধ্যে চ দাহস্য বিধিপূর্ব্বকঃ ।
ক্রিয়তে দাহযোগশ্চ স বা আহ্নিকবিস্তরাৎ ।
পিষ্টবিধিবিধিঃ কার্য্যো মন্ত্রৈশ্চ বিধিপূর্ব্বকম্ ।
শবস্যাবসমীপে তু কর্ত্তব্যা পুত্তলাস্ততঃ ॥ ১৮০
দর্ভময়াশ্চ চত্বার ঋক্ষমন্ত্রাভিমন্ত্রিতাঃ ।
ততো দাহঃ প্রকর্ত্তব্যস্তৈশ্চ পুত্তলকৈঃ সহ ॥১৮১
সূতকান্তে ততঃ পুত্রৈঃ কার্য্যং শান্তিকপৌষ্টিকম্
পঞ্চকেষু মৃতো যোহসৌ ন গতিং লভতে নরঃ
তিলান্ গাশ্চ সুবর্ণঞ্চ তমুদ্দিশ্য ঘৃতং দদেৎ ।
বিপ্রাণাং দাপয়েদ্দানং সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনম্ ॥ ১৮২
ভোজনোপানহৌ ছত্রং হেমমুদ্রা চ বাসসী ।
দক্ষিণা দীয়তে বিপ্রে পাতকস্য প্রমোচনম্ ॥
যথা ক্ষেত্রং সমাখ্যাতো বিধিঃ পঞ্চকবঃ খগ ।
সংক্ষিপ্তং যথাজ্ঞানং যথাবদ্ধুতক্রিয়া ॥ ১৮৩

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে
শ্রীকৃষ্ণ-গরুড়সংবাদে দহনবিধি-
র্নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

এবং মৃত্বা নরং প্রেতং স্নাত্বা কৃত্বা তিলোদকম্ ।
অগ্রতঃ স্ত্রীজনো গচ্ছেদ্ব্রজেয়ুঃ পৃষ্ঠতো নরাঃ ॥

যথাবিধি স্নান করাইয়া পরে দাহ করিবে। গর্ভবতী রমণীর মৃত্যু হইলে তাহাকে পঞ্চগব্যে স্নান করাইবে। কুশদ্বারা তাহার একটী আকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া বিধিপূর্ব্বক দাহ করিবে। হে গরুড়! মৃতের পঞ্চকদিবসে দাহ করিতে যে বিধি অনুসারে করা কর্ত্তব্য, তাহা তোমাকে বলিতেছি। ধনিষ্ঠাদি রেবতী পর্য্যন্ত নক্ষত্র সদা দুষ্ট; উক্ত দাহ বর্জ্জন করিবে; উহাতে অশুভ হয়। সুতরাং তাহাতে দাহ করিবে না। পঞ্চ দিবসের পর সর্ব্বকার্য্য করিবে; ইহার অন্যথা করিলে তাহার পুত্র গোত্রাদির মধ্যে সন্তাপ উপস্থিত হইতে পারে। এ সকল নক্ষত্রযোগে দাহ করিলে সে গৃহে সন্তাপ অবশ্যম্ভাবী। আহিক, বিজ্ঞদিগের দাহকার্য্য পঞ্চমদিনে নক্ষত্রযোগ থাকিলেও হইয়া থাকে; তাহা আহ্নিক নিশ্চিত জানিবে। বিপ্রগণ বিধি অনুসারে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। কুশ দ্বারা চারিটী পুত্তলিকা রচনা করিয়া নক্ষত্রমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই শবদেহের সহিত দাহ করিবে। অশৌচান্তে পুত্রগণ শান্তিক এবং পৌষ্টিক কার্য্য করিবে। উক্ত নক্ষত্র যোগ-পঞ্চকে যে সকল নরের মৃত্যু হয়, তাহারা গতি লাভ করিতে পারে না। তাহার উদ্দেশে তিল, গো, হিরণ্য ও ঘৃত দান করিবে, ইহাতে সর্ব্ববিঘ্ন দূর হয়। ভোজ্য, পাদুকা, ছত্র ও স্বর্ণমুদ্রা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে। তাহাতে সর্ব্বপাপ নাশ হয়। হে গরুড়! তোমার নিকট মৃতব্যক্তির অশৌচে শান্তি-প্রকার ও বৎসর ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া সকলই এই বলা হইল। ১৭৪—১৮৩।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মৃত মনুষ্যকে এই প্রকারে সংস্কার করিয়া স্নানপূর্ব্বক তর্পণ করণানন্তর স্ত্রীলোক অগ্রে করিয়া তৎপশ্চাৎ পুরুষগণ গমন করিবে।

পিণ্ডানি দশ যান্ পিত্রান্ কুর্ব্বন্তি সুতাদয়ঃ।
প্রত্যহং তে বিভজ্যন্তে চতুর্ভাগৈঃ খগোত্তম ॥
ভাগদ্বয়েন দেহঃ স্যাৎ তৃতীয়েন যমানুগাঃ।
তৃপ্যন্তি হি চতুর্থেন স্বয়মপ্যুপজীবতি ॥ ৩২
অহোরাত্রৈস্তু নবভির্দেহো নিষ্পত্তিমাপ্নুয়াৎ।
শিরস্ত্বাদ্যেন পিণ্ডেন প্রেতস্য ক্রিয়তে তথা ॥ ৩৩
দ্বিতীয়েন তু কর্ণাক্ষি-নাসিকাঞ্চ সমাসতঃ।
গলাংসভুজবক্ষাংসি তৃতীয়েন তথা ক্রমাৎ ॥ ৩৪
চতুর্থেন চ পিণ্ডেন নাভিলিঙ্গগুদানি চ।
জানুজঙ্ঘে তথা পাদৌ পঞ্চমেন তু সর্ব্বদা ॥ ৩৫
সর্ব্বমর্ম্মাণি ষষ্ঠেন সপ্তমেন তু নাড়য়ঃ।
দন্তলোমাদ্যষ্টমেন বীর্য্যন্তু নবমেন চ ॥ ৩৬
দশমেন তু পূর্ণত্বং তৃপ্ততা ক্ষুদ্বিপর্য্যয়ঃ।
অতঃপরং ষোড়শীং বচ্মি বৈনতেয় শৃণুষ্ব মে ॥ ৩৭
বিষ্ণ্বাদি-বিষ্ণুপর্য্যন্তাশ্চৈকাদশ তথা খগ।
শ্রাদ্ধানি পঞ্চ দেবানামিত্যেষা মধ্যষোড়শী ॥ ৩৮
নিমিত্তং দুর্গতিঃ কৃত্বা যদি নারায়ণো বলিঃ।
একাদশাহে কর্ত্তব্যো বৃষোৎসর্গোঽপি তত্র বৈ ॥
একাদশাহে প্রেতস্য যস্যোৎসৃজ্যেত নো বৃষঃ।
প্রেতত্বং সুস্থিরং তস্য দত্তৈঃ শ্রাদ্ধশতৈরপি ॥ ৪০
অকৃত্বা তু বৃষোৎসর্গং কুরুতে যস্তু পিণ্ডকম্।
নিষ্ফলং সকলং বিদ্যাৎ প্রেতীভাবো ন তদ্ভবেৎ ॥
বৃষোৎসর্গাদৃতে নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি মহীতলে।
পুত্রঃ পত্নী দৌহিত্রঃ পিতা বা দুহিতাথবা
মৃতস্যৈকঃ ততশ্চৈবং কার্য্যো বৃষোৎসবঃ ॥ ৪২
চতুর্বৎসতরীযুক্তো যস্যোৎসৃজ্যেত বা বৃষঃ।
অলঙ্কৃতো বিধানেন প্রেতত্বং তস্য নো ভবেৎ ॥
একাদশেঽহ্নি সম্প্রাপ্তে বৃষাভাবো ভবেদ্যদি।
দর্ভৈঃ পিষ্টৈশ্চ সম্পাদ্য তং বৃষং মোচয়েদ্বুধঃ
বৃষোৎসর্জ্জনবেলায়াং বৃষাভাবে তু খেচর।
মৃত্তিকাভিশ্চ দর্ভৈর্ব্বা বৃষং কৃত্বা বিমোচয়েৎ ॥ ৪৪
যদিষ্টং জীবতস্তস্য দদ্যাদেকাদশেঽহনি।
শয্যাদিকঞ্চ দাতব্যং পদাদেশাদিকং তথা ॥ ৪৫
বিপ্রান্ বহূন্ ভোজয়িত্বা প্রেতস্য তৃপ্তিহেতবে।
তৃতীয়াং ষোড়শীং বচ্মি বৈনতেয় শৃণুষ্ব তাম্ ॥

৩১—৩৮। পুত্রাদিরা দশ দিন যে পিণ্ডদান করে, তাহা প্রত্যহ চতুর্ভাগে বিভক্ত হয়। হে খগোত্তম! দুই ভাগ দ্বারা আতিবাহিক দেহ গঠিত হয়। তৃতীয় ভাগে যমদূতগণ তাহাকে উৎপীড়ন করে না। চতুর্থ ভাগ প্রেত স্বয়ং উপজীব্য করে। নয় দিবা রাত্রে ঐ দেহ পূর্ণাবয়ব হয়। প্রথম পিণ্ডে মস্তক; দ্বিতীয়ে কর্ণ, অক্ষি, নাসিকা; তৃতীয়ে গল, অংস, ভুজদ্বয়, বক্ষঃ; চতুর্থে নাভি, লিঙ্গ, গুহ্য; পঞ্চমে জানু, জঙ্ঘা, পাদদ্বয়; ষষ্ঠে সমস্ত মর্ম্মস্থান; সপ্তমে নাড়ীসমূহ; অষ্টমে দন্ত, লোম; নবমে বীর্য্য; দশমে পূর্ণতা, তৃপ্ততা, ক্ষুধাভাব জন্মিয়া থাকে। হে বৈনতেয়! তোমাকে মধ্যম ষোড়শী বলিতেছি, শ্রবণ কর। বিষ্ণুকে আদি করিয়া বিষ্ণু পর্য্যন্ত একাদশটী এবং দেবতাদিগের পাঁচটি মিলিত হওয়ায়, ইহা দেবতাদিগের অভিমত মধ্যষোড়শী। দুর্গতিনিবারণার্থ যদি নারায়ণ বলি দিতে হয়, তবে তাহা একাদশাহেই কর্ত্তব্য। বৃষোৎসর্গ উক্ত দিনেই করিবে। যে প্রেতের উদ্দেশে একাদশাহে বৃষোৎসর্গ না হয়, তাহার উদ্দেশে শত শত শ্রাদ্ধ করিলেও প্রেতত্ব বিমুক্তি হয় না। ৩৯—৪০। বৃষোৎসর্গ না করিয়া যাহারা পিণ্ড প্রদান করিবে তাহাও নিষ্ফল হয়; তাহা প্রেতের কোন উপকার করিতে পারে না। বৃষোৎসর্গ ব্যতীত ভূতলে প্রেতত্ববিমুক্তির আর কোন কার্য্যই নাই। পুত্র, পত্নী, দৌহিত্র, পিতা, কন্যা, যেই হউক একজনে অবশ্য বৃষোৎসর্গ করিবে। যাহার নিমিত্ত বৎসতরীচতুষ্টয় সহিত বৃষ উৎসৃষ্ট হয়, তাহার প্রেতত্ব থাকে না। একাদশাহে যদি বৃষের অভাব হয়, তবে দর্ভপিষ্ট দ্বারা বৃষ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকেই উৎসর্গ করিবে; মৃত্তিকা কিংবা কুশ দ্বারা বৃষ নির্ম্মাণ করিলেও হয়। মৃতব্যক্তির যাহা যাহা প্রিয় ছিল, একাদশ দিনে সেই সেই দ্রব্য দান করিবে। মৃতের উদ্দেশে শয্যা, বেশ্ম প্রভৃতি প্রদান করিতে হয়। প্রেতের ক্ষুধানিবারণার্থ বহু ব্রাহ্মণকে ভোজন

তত্র যাম্যপুরং গচ্ছন্ পুত্র পুত্রেতি চ ব্রুবন্ ।
হা হেতি ক্রন্দতে নিত্যং স্বকৃতং দুষ্কৃতং স্মরন্
অষ্টাদশদিনে তার্ক্ষ্য হৎ পুনঃ প্রাপ্নুযাদসৌ ।
পুষ্পভদ্রা নদী যত্র ন্যগ্রোধঃ প্রিয়দর্শনঃ ।
বিশ্রামেচ্ছাং করোত্যত্র কারয়ন্তি ন তে ভটাঃ
ক্ষিতৌ দত্তং সুতৈস্তস্য স্নেহাদ্বা কৃপয়া তথা ।
মাসিকং পিণ্ডমশ্নাতি ততঃ সৌরিপুরং ব্রজেৎ ।
ব্রজন্নেবং প্রলপতে ক্ষুধাতৃট্পরিপীড়িতঃ ॥ ৯৯

জলাশয়ো নৈব কৃতো ময়া ক্বচিৎ
মনুষ্যতৃপ্ত্যৈ পশুপক্ষিতৃপ্তয়ে ।
গোতৃপ্তিহেতোর্ন চ গোচরঃ কৃতঃ ।
শরীর হে নিস্তর যৎ ত্বয়া কৃতম্ * ॥ ১০০

তত্র নাম্না তু রাজাসৌ জঙ্গমঃ কামরূপধৃক্ ।
তদ্ভয়াৎ তদ্দর্শনাজ্জাতাদ্ভুঙ্‌ক্তে পিণ্ডং স শঙ্কিতঃ ॥ ১০১
ত্রিপক্ষে জলসংযুক্তং ক্ষিতৌ দত্তং ততো ব্রজেৎ
ব্রজন্নেবং প্রলপতে বহ্বাধারপ্রপীড়িতঃ ॥ ১০২

ন নিত্যদানং ন গবাহ্নিকং কৃতং
পুস্তং ন দত্তং ন হি বেদশাস্ত্রয়োঃ ।
পুরাণদৃষ্টো ন হি সেবিতোঽধ্বা
শরীর হে নিস্তর যৎ ত্বয়া কৃতম্ ॥ ১০৩

নগেন্দ্রনগরং গত্বা ভুক্ত্বা চান্নং তথাবিধম্ ।
মাসি দ্বিতীয়ে দত্তং বান্ধবৈস্তু ততো ব্রজেৎ ।
ব্রজন্নেবং প্রলপতে কৃপাণৈঃ স্কন্ধতাড়িতঃ ।
পরাধীনমভূৎ সর্বং মম মূর্খশিরোমণেঃ ।
মহতা পুণ্যযোগেন মানুষ্যং লব্ধবানহম্ ॥ ১০৪
তৃতীয়ে মাসি সম্প্রাপ্তে গন্ধর্বনগরে শুভম্ ।
তৃতীয়মাসিকং পিণ্ডং তত্র ভুক্ত্বা ব্রজত্যসৌ ।
ব্রজন্নেবং বিলপতে কশাক্রান্তশিরাঃ পথি ॥ ১০৫

দত্তং ন দানং ন হুতং হুতাশনে
তপো ন তপ্তং হিমশৈলগহ্বরে ।
ন সেবিতং গাঙ্গমহো মহাজলং
শরীর হে নিস্তর যৎ ত্বয়া কৃতম্ ॥ ১০৬

চতুর্থে শৈলাগমং মাসি প্রাপ্নুয়াৎ তত্র বর্ষণম্ ।

করিতে করিতে নিজ দুষ্কর্মস্মরণে কাতরকণ্ঠে রোদন সহকারে অষ্টাদশ দিবসে যাম্যপুরে যায়। সেখানে পুষ্পভদ্রানাম্নী মনোহরা নদী এবং প্রিয়দর্শন বটবৃক্ষ আছে, তাহা দেখিয়া তাহার বিশ্রামেচ্ছা হয়, কিন্তু যমদূতেরা বিশ্রাম করিতে দেয় না। তাহার পুত্রাদিরা স্নেহে বা কৃপা করিয়া যে মাসিক পিণ্ড দান করে, সে তাহাই ভোজন করিয়া সেখান হইতে সৌরিপুরে যায়। যাইতে যাইতে সে এইরূপ বিলাপ করিতে থাকে—হায়! আমি মনুষ্য পশুপক্ষীর তৃপ্তির জন্য জলাশয় খনন করি নাই, গোতৃপ্তির জন্য গোচরও নির্মাণ করি নাই। হে শরীর! তুমি যাহা করিয়াছ, এখন তাহার ফল হইতে নিস্তারের উপায় কি করিবে। ৯৯—১০০। তথায় জঙ্গমনামা কামরূপী রাজা আছেন, তাঁহার ভয়ে শঙ্কিতচিত্তে ত্রিপক্ষ প্রদত্ত জলযুক্ত পিণ্ড ভক্ষণপূর্বক যাইতে যাইতে এইরূপ বিলাপ করিতে থাকে—আমি নিত্য দান, গবাহ্নিক, পুস্তকদান, বেদশাস্ত্রাদি কিছুই করি নাই; পুরাণোপদিষ্ট পথানুসরণও করি নাই, হে শরীর! তুমি যাহা করিয়াছ, এক্ষণে (তাহা) নিস্তীর্ণ হও। নগেন্দ্র নগরে যাইয়া সেইরূপ দ্বিতীয় মাসপ্রদত্ত পিণ্ডাদি ভোজনপূর্বক সেখান হইতে যাইতে যাইতে কৃপাণাঘাতে ব্যথিত হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে থাকে—আমি মূর্খশিরোমণি, তাই আমার এক্ষণে সকলই পরাধীন হইয়াছে। মহাপুণ্যফলে আমি মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু বৃথা অতিবাহিত করিয়াছি। এইরূপে সে তৃতীয় মাসে গন্ধর্বনগরে যায়। সেখানে তৃতীয় মাসিক পিণ্ড ভক্ষণপূর্বক তথা হইতে যাইতে যাইতে যমদূতপ্রহারে পীড়িত হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে থাকে—আমি দান করি নাই, হুতাশনে হোম করি নাই; হিমালয়গহ্বরে তপ করি নাই, গঙ্গার মহাজলও সেবা করি নাই, হে শরীর! তুমি যাহা করিয়াছ, এক্ষণে (তাহা) নিস্তীর্ণ হও। চতুর্থ মাসে শৈলাগমপুরে প্রাপ্ত

---

* কেচিদ্ কচিদিতি পাঠান্তরমেবং সর্বত্র।

এতৎ তে সর্ব্বমাখ্যাতং সংযমন্যা যথা গতিঃ।
প্রোক্তমার্ষবিকল্পাং তে কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি ॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে সারো-
দ্ধারে শ্রীকৃষ্ণ গরুড়সংবাদে বর্ষকৃত্য-যম-
মার্গযাতনা নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

গরুড় উবাচ।
অপি সাধনযুক্তস্য তীর্থদানরতস্য চ।
অন্তে তু বৃষোৎসর্গে পরলোকগতির্ন হি ॥ ১
তস্মাৎ কৃষ্ণ বৃষোৎসর্গঃ কর্ত্তব্য ইতি মে শ্রুতম্
কিং ফলং বৃষযজ্ঞস্য পূর্ব্বং কেন কৃতো বদ ॥ ২
অনড়ান্ কীদৃশঃ প্রোক্তঃ কস্মিন্ কালে
বিশেষতঃ।
কো বিধিস্তস্য নির্দ্দিষ্টঃ সর্ব্বং মে কৃপয়া বদ ॥ ৩

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
ইতিহাসং মহাপুণ্যং প্রবক্ষ্যামি খগেশ্বর।
ব্রহ্মপুত্রেণ যৎ প্রোক্তং রাজানং বীরবাহনম্ ॥ ৪
বিরাধনগরে রাজা বীরবাহনবিশ্রুতঃ
ধর্ম্মাত্মা সত্যসন্ধশ্চ বদান্যো বিপ্রতুষ্টিকৃৎ ॥ ৫
স কদাচিন্মৃগং বীরো মৃগয়াং খেটিতুং গতঃ।
কিঞ্চিৎ প্রবিষ্টবান্ ভ্রান্ত্যা বশিষ্ঠাশ্রমং যযৌ ॥ ৬
নমস্কৃত্য মুনিং তত্র কৃতাসনপরিগ্রহঃ।
প্রশ্রয়াবনতো রাজা পপ্রচ্ছ ঋষিসংসদি ॥ ৭
রাজোবাচ
মুনে ময়া কৃতো ধর্ম্মো যথাশক্তি প্রযত্নতঃ।
যমস্য শাসনং শ্রুত্বা বিভেমি নিতরাং হৃদি ॥ ৮
যমঞ্চ যমদূতাংশ্চ নিরয়ান্ ঘোরদর্শনান্।
ন পশ্যামি মহাভাগ তথা বদ দয়ানিধে ॥ ৯
বশিষ্ঠ উবাচ।
ধর্ম্মা বহুবিধা রাজন্ কথ্যন্তে শাস্ত্রকোবিদৈঃ।
সূক্ষ্মত্বান্ন বিজানন্তি কর্ম্মমার্গবিমোহিতাঃ ॥ ১০

পরকালে গতিলাভযুক্ত হয়। হে গরুড়! এই আমি তোমার নিকট সংযমনী পুরীতে জীব যে প্রকারে যায় এবং এক বৎসর যাবৎ তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় কর্ত্তব্য কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর তুমি কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ কর? ১৪১—১৫২।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

গরুড় কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! অন্যান্য সাধনসমূহ থাকিলেও বৃষোৎসর্গ না করিলে তাহার পরলোকে সদ্গতি হয় না, এনিমিত্ত বৃষোৎসর্গ অবশ্যকর্ত্তব্য; এই কথা আমি পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু হে প্রভো! সেই বৃষোৎসর্গের কি ফল? পুরাকালে প্রথমে কোন্ ব্যক্তি তাহার অনুষ্ঠান করেন? সেই বৃষ কিরূপ হইবে? উহা কোন্ কালে করিতে হয়? উহার বিধি কি? ইত্যাদি সকল আমাকে কৃপা করিয়া বলুন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে খগেশ্বর! এ সম্বন্ধে ব্রহ্মপুত্র ও রাজা বীরবাহন কথিত একটী মহাপুণ্য ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি। বিরাধনগরে বীরবাহন নামে ধর্ম্মাত্মা সত্যসন্ধ বদান্য বিপ্রতুষ্টিকারী এক রাজা ছিলেন। সেই মহাত্মা একদা মৃগয়া করিতে যাইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে নিকটে বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম দেখিতে পাইয়া কোন প্রকারে বিভ্রান্ত মনসে আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। পরে ঋষিমণ্ডলিবেষ্টিত বশিষ্ঠ মুনিকে প্রণামান্তে আসনে উপবেশন করিয়া বিনয়ে কহিলেন, হে মুনিবর! আমি দীর্ঘকাল যথাশক্তি যত্নসহকারে ধর্ম্মাচরণ করিয়াছি; কিন্তু যমের শাসন শ্রবণে সাতিশয় ভীত হইয়াছি। হে দয়ানিধি মুনিবর! যাহাতে যমদূত, যম কিংবা ঘোরদর্শন নরক সকল দেখিতে না হয়, এমন কোন উপায় উপদেশ করুন। ১—৯। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাজন্! শাস্ত্রকোবিদেরা ধর্ম্ম বহুবিধ বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই সকল সূক্ষ্মতা নিবন্ধন কর্ম্মমার্গে বিমোহিত

বীরবাহো দিবং গত্বা দেবৈঃ সহ মুমোদ হ ॥ ১৪২

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ময়া তে কথিতং পক্ষিন্ বৃষবৎসঃ সুবিস্তরঃ।
প্রাণিনাং কর্মনির্হারং শ্রুত্বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে।

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে
সারোদ্ধারে শ্রীকৃষ্ণ-গরুড়সংবাদে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

গরুড় উবাচ।

শ্রুতং মে মহদাখ্যানং বৃষোৎসর্গফলং হরে।
পুণ্যমন্যাং কথাং ব্রূহি যত্র তে মহিমাদ্ভুতঃ ॥ ১

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

শৃণু তে কথয়াম্যন্যং সংবাদং পরমাদ্ভুতম্।
সন্তপ্তকস্য চ প্রেতৈস্তত্রালাপনায় বৈ ॥ ২
বিপ্রঃ সন্তপ্তকঃ কশ্চিৎ তপসা দগ্ধকিল্বিষঃ।
সংসারাসারতাং জ্ঞাত্বা বনেষ্বেব চচার হ ॥ ৩
বৈখানসমুনিব্রাতৈঃ প্রণিপাতকৃতক্ষণঃ।
স কদাচিৎ তীর্থযাত্রামুদ্দিশ্য প্রাটতি দ্বিজঃ ॥ ৪
প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয়গ্রামো বহির্বৃত্তিনিরোধকঃ।
সংস্কারমাত্রগমনো মার্গভ্রষ্টো বভূব হ ॥ ৫
চলন্নেবং স্নানকালে মধ্যাহ্নেঽথাভিলাষুকঃ।
জলস্থোন্মীল্য নয়নে দিশঃ সর্বাস্তথাপ্যথ ॥ ৬
স দদর্শ তদা ঘোরমটবীকমপ্রকণ্টকৈশ্চিতম্।
বৃক্ষশাখৈঃ শাখিশাখাভিঃ সঙ্কুলং গহনং বনম্ ॥
তত্র তালতমালাশ্চ পিয়ালাঃ পনসাস্তথা।
শ্রীপর্ণীপাটলাখোটস্যন্দনাতিন্দুকাস্তথা ॥ ৮
সর্জার্জুনাম্রাতকাশ্চ শ্লেষ্মাতক-বিভীতকৌ।
পিচুমর্দচিঞ্চিকিনী চ কর্কন্ধুকর্ণিকারকাঃ ॥ ৯
এতে চান্যে চ বহবো বৃক্ষাস্তেষু ন দৃশ্যতে।
পক্ষিণামপি বৈ পন্থা মনুষ্যস্য কুতঃ পুনঃ ॥ ১০
তস্মিন্ বনে ঘোরঘোরে সিংহ-ব্যাঘ্রসমাকুলে।
ভল্লূক-শরভৈর্ঋক্ষমাহিষৈশ্চ নিষেবিতে ॥ ১১
কুক্কুরৈ রুরুভির্নাগৈর্বরাহৈশ্চ তথা মৃগৈঃ।

অবস্থান করিলেন। সেই বীরবাহন রাজা স্বর্গে যাইয়া দেবগণসহ সুখে বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে পক্ষিবর! এই আমি তোমাকে সবিস্তারে বৃষবৎস কীর্তন করিলাম। প্রাণিগণের কর্মনির্মূলনক্ষম এই উপাখ্যান শ্রবণে মানব পাপরাশি হইতে মুক্ত হইতে পারে। ১৩১—১৪৩।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭।

অষ্টম অধ্যায়।

গরুড় কহিলেন,—আমি আপনার প্রমুখাৎ মহাখ্যান বৃষোৎসর্গফল শ্রবণ করিলাম। হে হরে! এক্ষণে যাহাতে আপনার অদ্ভুত মহিমা কীর্তিত আছে, এমন কোন কথা কীর্তন করুন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে গরুড়! সন্তপ্তক নামক দ্বিজের কতকগুলি প্রেতের সহিত যে কথোপকথন হইয়াছিল, আমি তোমাকে অদ্য সেই পরমাদ্ভুত সংবাদ বলিতেছি। সন্তপ্তক নামে কোন বিপ্র তপোনুষ্ঠানে পাপহীন হইয়া সংসারের অসারতা জানিয়া অরণ্য মধ্যেই বৈখানস মুনিদিগের আচার পালনপূর্বক বিচরণ করিতে লাগিল। সে একদা তীর্থযাত্রা উদ্দেশে প্রস্থিত হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে বহির্বৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করত কেবল সংস্কারানুসারে যাইতে যাইতে পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। এইরূপে সে যাইতে যাইতে মধ্যাহ্নস্নান কাল উপস্থিত হইলে জলাভিলাষে নয়নোন্মীলন করিয়া কণ্টক-বৃক্ষলতাদিতে সমাকীর্ণ, বংশাদি নানা বৃক্ষে সমাকুল গহন বন দেখিতে পাইল। তাল, তমাল, পিয়াল, পনস, শ্রীপর্ণ, পারুল, শাখোট, স্পন্দন, তিন্দুক, সর্জ, অর্জুন, আম্রাতক, শ্লেষ্মাতক, বিভীতক, নিম্ব, চিঞ্চিনী, কর্কন্ধু, কর্ণিকার প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষে সমাকুল সেই বনে পক্ষিগণেরও যাতায়াত-পথ দৃষ্ট হয় না, মানুষের কথা আর কি বলিব? ১—১০। সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, শরভ, ঋক্ষ, মহিষ, কুক্কুর,

ধন পিতামহে তান্ দত্ত্বা বিষ্ণোঃ পৌষ্যাং
স্থিতং স্মরেৎ ॥ ৩১
কুর্য্যাচ্চ মাসিকং মাসি সপিণ্ডীকরণং ততঃ ।
অশৌচান্তে ততঃ কুর্য্যাদাব্দিকে বা গতস্য তু ॥
কুর্য্যাদস্থিরতাং জ্ঞাত্বা শক্ত্যারোগ্যধনায়ুষাম্ ।
এতৎ তে সর্ব্বমাখ্যাতং জীবচ্ছ্রাদ্ধং ময়া খগ ॥৩৩

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে সারো-দ্ধারে শ্রীকৃষ্ণ-গরুড়সংবাদে প্রকীর্ণকা-খ্যানং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ ।

গরুড় উবাচ ।

উক্তমাদ্যাঃ ক্রিয়াঃ যাবদ্গতোঽপীতি জনার্দন ।
কস্যচিৎ কেনচিদ্রাজ্ঞা ক্রিয়াদ্যা সা কৃতা পুরা ॥১

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

সুপর্ণ শৃণু বক্ষ্যামি যথা রাজ্ঞা ক্রিয়া কৃতা
বভ্রুবাহনো নাম্না বৈ পক্ষিণামীশ্বরেণ বৈ ॥ ২

আসীৎ কৃতযুগে রাজা নাম্না বৈ বভ্রুবাহনঃ ।
পৃথিব্যান্তুরুত্তাঞ্চ গোপ্তা শস্তীশ্চ ধর্ম্মতঃ ॥ ৩
চতুর্ভাগাং ভুবং কৃৎস্নাং স ভুঙ্ক্তে বসুধাধিপঃ
ন পাপকৃৎ কশ্চিদাসীৎ তস্মিন্ রাজ্যে প্রশাসতি
নাসীচ্চৌরভয়ং তস্মিন্ ন দুর্ভিক্ষভয়ং হি ।
নাসীদ্ব্যাধিভয়ঞ্চাপি তস্মিন্ জনপদেশ্বরে ॥ ৫
স্বধর্ম্মে রেমিরে চাসীৎ তেজসা চ রবোপমঃ ।
অক্ষুব্ধশ্চার্ণবসমঃ পৃথিব্যেব ক্ষমাপরঃ ॥ ৬
স কদাচিন্মহাবাহুঃ প্রভূতবলবাহনঃ ।
বনং জগাম গহনং হয়ানীকশতৈর্বৃতঃ ॥ ৭
সিংহনাদৈশ্চ যোধানাং শঙ্খদুন্দুভিনিস্বনৈঃ ।
আসীৎ কিলকিলাশব্দস্তস্মিন্ গচ্ছতি পার্থিবে ॥
তত্র তত্র চ বিপ্রেন্দ্রৈঃ স্তূয়মানঃ সমন্ততঃ ।
নির্যযৌ পরয়া প্রীত্যা বনং মৃগজিঘাংসয়া ॥ ৯
স গচ্ছন্ দদৃশে শ্রীমান্ নন্দনপ্রতিমং বনম্ ।
বিল্বার্কখদিরাকীর্ণং কপিত্থধবসঙ্কুলম্ ॥ ১০
বিষমৈঃ পর্ব্বতৈশ্চৈব সর্ব্বতশ্চ সমাবৃতম্ ।
নির্জ্জলং নির্ম্মনুষ্যঞ্চ বহুযোজনমায়তম্ ॥ ১১

করিয়া অশৌচান্তান্তে বিধি পালন করিবে। মাসে মাসে মাসিক করিয়া পরে সপিণ্ডীকরণ করিবে এবং অশৌচান্তদিনে আদ্য শ্রাদ্ধ করিবে। কি নিজের, কি পরের সর্ব্বত্রই এই বিধি। শক্তি, আরোগ্য, ধন ও আয়ুর অস্থিরতা চিন্তা করিয়া এই আত্মশ্রাদ্ধ কার্য্য করা কর্ত্তব্য। হে গরুড়! এই আমি তোমাকে জীবৎশ্রাদ্ধ বিষয় সমস্ত বলিলাম। ২১—৩৩।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯।

দশম অধ্যায়।

গরুড় কহিলেন,—প্রভো! আপনি "কেহ না থাকিলে রাজা তাহার শ্রাদ্ধ করিবেন" এই কথা কহিলেন; আমি জানিতে চাই, পূর্ব্বকালে কোন্ রাজা কাহার এইরূপ শ্রাদ্ধ করিয়াছেন? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে গরুড়! পূর্ব্বকালে খগেশ্বর বভ্রুবাহন রাজা ঐরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। সত্যযুগে বভ্রুবাহন নামে সসাগরা ধরাধিপতি এক রাজা ছিলেন; সেই নৃপতি ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন করিতেন। তাঁহার রাজ্যে কোনও পাপী ছিল না, চৌরভয়, ব্যাধিভয় প্রভৃতি কোন উপদ্রব ছিল না। প্রজাগণ স্বধর্ম্মে থাকিয়া সুখে বাস করিত। সেই রাজা তেজে তপন সম অর্ণববৎ অক্ষোভ্য পৃথ্বীর ন্যায় সহিষ্ণু ছিলেন। সেই মহাবাহু রাজা একদা প্রভূত বলবাহন লইয়া মৃগয়ার্থ গহন বনে গমন করিলেন। যোদ্ধগণের সিংহনাদ শঙ্খ ও দুন্দুভিধ্বনি মিলিত হইয়া মহান্ কিলকিলা শব্দ উৎপাদন করিল। তিনি স্থানে স্থানে দ্বিজগণে স্তূয়মান হইয়া সানন্দে যাইতে লাগিলেন। ১—৯। যাইতে যাইতে তিনি নন্দনবন-প্রতিম বিল্ব, অর্ক ও খদির কপিত্থাদি বৃক্ষে সমাকীর্ণ, ইতস্ততঃ পর্ব্বত ব্যাপ্ত, নির্জ্জন,

স কার্ত্তিক্যাং পূর্ণিমায়াং প্রেতমুদ্দিশ্য সংযতাৎ
বৃষোৎসর্গং বিধানেন কৃতবান্ বণিজেন চ ॥ ৭২
প্রেতোহপ্যসৌ তদপি দরম্বুর্ণবেহ্য
কল্যাণং আপ্ত ইতি প্রণনাম ভূপম্ ।
দেবস্ত সর্বীবসদ্বিমানমিতি ভূবন্ স
যাতো দিবং গরুড় ভূপতিনা কৃতজ্ঞঃ ॥ ৭৩
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং যথা ভূপতিনাপি চ ।
উদ্ধৃতঃ প্রেতভাবাদ্বৈ কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৭৪

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে সারোদ্ধারে শ্রীকৃষ্ণ গরুড়সংবাদে প্রেতাখ্যানং নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

গরুড় উবাচ ।

সপিণ্ডীকরণে জাতে গতাশ্চ স্বকর্মভিঃ ।
দেবত্বং বা মনুষ্যত্বং পক্ষিত্বমাপুর্ন্নরাঃ ॥ ১
তেষাং বিভিন্নাহারাণাং শ্রাদ্ধং বৈ তৃপ্তিদং
কথম্ ।
যদন্যৈরেভিরেকস্মিন্ হূয়তে যদি জায়তে ॥ ২
শুভাশুভাত্মকৈঃ প্রেতৈস্তৃপ্তাস্তে ভুঞ্জতে কথম্ ।
শ্রাদ্ধকাণ্ডকর্তব্য অমাবস্যাদিষু প্রভো ॥ ৩

শ্রীভগবানুবাচ ।

শৃণু পক্ষীন্দ্র প্রেতানাং যথা শ্রাদ্ধস্য তৃপ্তিদম্ ।
দেবো যদপি জাতোহস্য মনুষ্যঃ কর্মযোগতঃ ॥ ৪
তস্যান্নমমৃতং ভূত্বা দেবত্বেহপ্যনুযাতি চ ।
গা কর্মে ভোগরূপেণ পশুত্বে চ তৃণং ভবেৎ ॥ ৫
শ্রাদ্ধং হি বায়ুরূপেণ নাগত্বেহপ্যুপগচ্ছতি ।
ফলং ভবতি পক্ষিত্বে রাক্ষসেষু তথামিষম্ ॥ ৬
দানবত্বে তথা মাংসং প্রেতত্বে রুধিরং তথা ।
মনুষ্যত্বেহন্নপানাদি-নানাভোগরসো ভবেৎ ॥ ৭

গরুড় উবাচ ।

কথং কব্যানি দত্তানি হব্যানি চ জনৈরিহ ।
গচ্ছন্তি পিতৃলোকং বা প্রাপকঃ কোহস্য তদ্বদ ।
মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধমাপ্যায়নং ভবেৎ ।

হইয়া নিজপুরে গমন করিলেন। তিনি সেই বণিক বিধিমতের সহ ধন দ্বারা কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে সেই প্রেতের উদ্দেশে যথাবিধি বৃষোৎসর্গ করিলেন। হে গরুড়! সেই প্রেত তখন স্বর্ণকান্তি দেহ ধারণপূর্ব্বক রাজাকে "হে দেব! আপনার প্রসাদে আমার কর্মক্ষয় হইয়াছে" এই বলিয়া স্বর্গে চলিয়া গেল। রাজা দ্বারা যে প্রেতের উদ্ধার হইয়াছিল, হে গরুড়! তাহা এই কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ৬১—৭৪

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায় ।

গরুড় কহিলেন,—হে হরে! সপিণ্ডীকরণ হইলে পর জীব দেবত্ব, মনুষ্যত্ব কিংবা পক্ষিত্ব উহার মধ্যে কোন যোনি প্রাপ্ত হয়? তাহাদিগের পরস্পরের আহার ভিন্ন ভিন্ন, সুতরাং এক প্রকার শ্রাদ্ধ দ্বারা সকলের সমান তৃপ্তি হয় কিরূপে, শ্রাদ্ধে যে অন্ন পিণ্ড ভোজন করে, আর যাহা অনলে হোম করা যায়, প্রেতগণের শুভাশুভাত্মক সেই সকল কর্ম দ্বারা কি প্রকারে ভোজনতৃপ্তি জন্মে? আর অমাবস্যাদিতে শ্রাদ্ধের কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহারই বা কি কারণ? প্রভো! দয়া করিয়া এই সকল উপদেশ করুন। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে পক্ষীন্দ্র! শ্রাদ্ধে প্রেতদিগের যে প্রকারে তৃপ্তিজনক হয়, তাহা বলিতেছি। সেই জীব যদি কর্ম্ম বশতঃ দেবতা হইয়া জন্মলাভ করে, তবে শ্রাদ্ধ তাহার অমৃতরূপে তৃপ্তি সাধন করে। গন্ধর্ব্বজন্মে ভোগরূপে, পশুজন্মে তৃণরূপে, নাগজন্মে বায়ুরূপে, পক্ষিজন্মে ফলরূপে, দানব ও রাক্ষসজন্মে মাংসরূপে, প্রেতত্বে রুধিররূপে এবং মনুষ্য জন্মে অন্নপানাদিরূপে তৃপ্তিজনক হইয়া থাকে। গরুড় কহিলেন,—হে প্রভো! ইহলোকে জনগণপ্রদত্ত হব্যকব্যাদি পিতৃলোকে যায় কিরূপে? উহা কে লইয়া যায়? আমার

অধশ্ছিদ্রেণ যে যান্তি তে যান্তি বিকৃতিং নরাঃ
মৃতাহে বার্ষিকং যাবদ্যথোক্তবিধিনা খগ।
কুর্য্যাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি নির্দ্ধনোঽপি হি মানবঃ।
দেহে যত্র বসেজ্জন্তুস্তত্র ভুঙ্‌ক্তে শুভাশুভম্‌।
মনোবাক্‌কায়জান্ দোষাংস্তথা ভুঙ্‌ক্তে-
খগেশ্বর ॥ ১৫
মৃতঃ স সুখমাপ্নোতি মায়াপাশৈর্ন বধ্যতে।
পাশবদ্ধো নরো যত্র বিকর্ম্মনিরতো ভবেৎ ॥১৬

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ-গরুড়-সংবাদে কর্ম্মবিপাককথনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

এবং তে কথিতং তার্ক্ষ্য জীবিকঞ্চ বিনির্ণয়ঃ।
মানবানাং হিতার্থায় প্রেতত্ববিনিবৃত্তয়ে ॥ ১
চতুরশীতিলক্ষাণি চতুর্ভেদাশ্চ জন্তবঃ।
অণ্ডজাঃ স্বেদজাশ্চৈব উদ্ভিজ্জাশ্চ জরায়ুজাঃ ॥২
একবিংশতিলক্ষাণি হ্যণ্ডজাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
স্বেদজাশ্চ তথা প্রোক্তা উদ্ভিজ্জাশ্চ তথৈব চ।
জরায়ুজাস্তথা প্রোক্তা মনুষ্যাদ্যাস্তথা পরে।
সর্ব্বেষামেব জন্তূনাং মানুষত্বং হি দুর্লভম্‌ ॥ ৪
পঞ্চেন্দ্রিয়নিধানত্বং মহাপুণ্যেন লভ্যতে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তৎপরজাতয়ঃ ॥ ৫
রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।
কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে হ্যন্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ ॥৬
ম্লেচ্ছতুরুষ্কভেদেন জাতিভেদাস্ত্বনেকশঃ
মনুষ্যাণামেব সর্ব্বেষাং জাতিভেদাঃ সহস্রশঃ।
একপাদাদিভেদেন দেশভেদাস্ত্বনেকশঃ ॥ ৭
কর্ম্মশাখো যুগে যত্র ধর্ম্মাদেশঃ স উচ্যতে।
ব্রহ্মাদ্যা দেবতাঃ সর্ব্বাস্তত্র তিষ্ঠন্তি সর্ব্বশঃ ॥ ৮
ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং মতিজীবিনঃ

জীবাত্মা ঐ ঊর্দ্ধ ছিদ্রপথে প্রয়াণ করিয়া থাকে। যাহারা অধঃছিদ্রে গমন করে, তাহারা সদ্গতিলাভে সমর্থ হয় না। মৃতাহ হইতে একবর্ষ পর্য্যন্ত যথাবিধি নির্দ্ধন মানবগণও প্রেতের কার্য্য সমস্ত সম্পাদন করিবে। জন্তুগণ যে দেহে বাস করে, তাহাতেই কায়মনোবাক্যজ শুভাশুভ কর্ম্মফল সকল সেই সেই ভাবে নিয়তই ভোগ করিয়া থাকে। মায়াপাশে বদ্ধ না হইলেই মৃতজীব সুখলাভে সমর্থ হয়। পাশবদ্ধ নরগণের মন সংসারে নিন্দিত কর্ম্মে ভ্রমণ করিতে থাকে। ১১—১৬।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১২।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে গরুড়! আমি তোমার নিকট মানবগণের হিতের নিমিত্ত এবং প্রেতত্বনিবৃত্তির জন্য জীবগণের কার্য্য কীর্ত্তন করিলাম। জন্তুগণ অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ এই চারি প্রকারে বিভক্ত হইয়া চতুরশীতিলক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকে। অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, জরায়ুজ ইহার প্রত্যেক যোনিতে একবিংশতি লক্ষবার জন্মগ্রহণ করে। মানুষাদি জন্তুগণই জরায়ুজ। সকল প্রকার জন্মের মধ্যে মনুষ্যজন্মই দুর্লভ। জীবগণ বহুতর পুণ্যে পঞ্চেন্দ্রিয়নিধান মনুষ্যত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি প্রকার জাতি আছে, তদ্ভিন্ন অন্ত্যজাতিও অনেক দেখা যায়। রজক, চর্ম্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ ও ভিল্ল এই সপ্তপ্রকার মনুষ্য অন্ত্যজমধ্যে পরিগণিত। ম্লেচ্ছ তুরুক প্রভেদে ত্রয়োদশ প্রকার জাতি আছে। মনুষ্য ইহলোকে জন্তুগণের সহস্র সহস্র প্রভেদ দৃষ্ট হয়। একপাদাদিভেদে অনেকানেক দেশ আছে। যেদেশে কৃষ্ণসারমৃগ স্বচ্ছন্দে জন্মগ্রহণ করে, তাহাই ধর্ম্মদেশের লক্ষণ যায়। ব্রহ্মাদিদেবগণ এই সকল দেশেই সর্ব্বদা অবস্থান করেন। ভূতগণের মধ্যে প্রাণিগণ,

শ্রদ্ধাবিরহিতো ধর্ম্মো নেহামুত্র চ তৎফলম্ ॥ ২৩
ধর্ম্মাচ্চ জায়তে হ্যর্থো ধর্ম্মাৎ কামোঽপি জায়তে।
ধর্ম্ম এবাপবর্গায় তস্মাদ্ধর্ম্মং সমাচরেৎ ॥ ২৪
শ্রদ্ধয়া সাধ্যতে ধর্ম্মো বহুভির্নার্থরাশিভিঃ।
অকিঞ্চনা হি মুনয়ঃ শ্রদ্ধাবন্তো দিবং গতাঃ ॥ ২৫
অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পক্ষিন্ প্রেত্য চেহ ন তৎফলম্

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ-
গরুড়সংবাদে শ্রদ্ধাপ্রশংসা নাম
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

গরুড় উবাচ।

কর্ম্মণা কেন কেশব প্রেতত্বং নৈব জায়তে।
পৃথিব্যাং সর্ব্বজন্তূনাং তন্মমাচক্ষ্ব পরমেশ্বর ॥ ১

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

শৃণু বক্ষ্যামি সংক্ষেপাৎ কর্ম্মাণ্যৌর্দ্ধ্বদৈহিকম্।
সংক্ষেপেণৈব কর্ত্তব্যং লোককার্য্যেষু মানবৈঃ ॥ ২
স্ত্রীণামপি বিশেষেণ পঞ্চবর্ষাধিকে শিশৌ।
বৃষোৎসর্গাদিকং কর্ম্ম প্রেতত্ববিনিবৃত্তয়ে।
বৃষোৎসর্গাদৃতে নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি মহীতলে ॥ ৩
জীবন্ বাপি মৃতো বাপি বৃষোৎসর্গং করোতি যঃ।
প্রেতত্বং ন ভবেৎ তস্য বিনা দান-মখ-ব্রতৈঃ ॥ ৪

গরুড় উবাচ।

কস্মিন্ কালে বৃষোৎসর্গং জীবন্ বাপি মৃতোঽপি বা।
কুর্য্যাৎ সুরবরশ্রেষ্ঠ ব্রূহি মে মধুসূদন ॥ ৫
কিং ফলন্তু ভবেত্তত্র কৃতেঃ কথিতে যোষিতৈঃ ॥ ৬

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ন কৃত্বা তু বৃষোৎসর্গং কুর্ব্বীত পিণ্ডপাতনম্।

ধর্ম্মার্থে বিসর্জ্জন করিবেন। শ্রদ্ধাযুক্ত মানসে দেবদান করিলে ধর্ম্ম অবিচলিত থাকে। শ্রদ্ধাহীন ধর্ম্ম ইহলোকে বৃদ্ধি পাইতে সমর্থ হয় না, যেহেতু ধর্ম্ম হইতে অর্থ ও অর্থ হইতে কামলাভ হয়; ধর্ম্মই অপবর্গের কারণ, অতএব নিয়তই ধর্ম্মাচরণ করিবে। বহুতর অর্থরাশি দ্বারা ধর্ম্ম হইতে পারে না। কেবল একমাত্র শ্রদ্ধা দ্বারাই ধর্ম্ম অবিচলিত থাকে। দেখ শ্রদ্ধাবান্ অকিঞ্চন মুনিগণ স্বর্গগামী হইয়া থাকেন। অশ্রদ্ধায় যে আহুতি প্রদান করা যায়, যে দান করা যায়, বা তপস্যা করা যায়, সে সমস্তই অসৎ জানিবে। হে পক্ষিরাজ! ইহলোকে ও পরলোকে তাহার ফললাভ হয় না। ২১—২৬।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

গরুড় বলিলেন,—হে কেশব! অবনীতলে কোন্ কর্ম্মদ্বারা সর্ব্ববিধ জন্তুগণের প্রেতত্ব হয় না, তাহা কীর্ত্তন করুন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—আমি তোমার নিকট ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রেতত্বপরিহারকামী মনুষ্য যত্নে ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবে। স্ত্রীগণের ও পঞ্চবর্ষাধিক বয়স্ক বালকের প্রেতত্বমুক্তির নিমিত্ত বৃষোৎসর্গাদি ক্রিয়া বিশেষরূপে করিবে। বৃষোৎসর্গ ব্যতিরেকে অবনীতলে এমন কোন উৎকৃষ্ট ক্রিয়া নাই, যাহা দ্বারা প্রেতত্ব পরিহার হইতে পারে। বাঁচিয়া থাকিয়া যে বৃষোৎসর্গ করে, অথবা মৃত হইলে যাহার উদ্দেশে বৃষোৎসর্গ কৃত হয়, দান যজ্ঞাদি না করিলেও তাহাদের প্রেতত্ব পরিহার হয়। গরুড় বলিলেন,—হে সুরবর মধুসূদন! জীবিত মানব স্বীয় প্রেতত্বনিবৃত্তির নিমিত্ত কোন্ সময়ে এবং মৃত মানবের প্রেতত্ব পরিহারার্থে কোন্ কালে বৃষোৎসর্গ করিবে, আর যোষিদগণ করিলে জীবগণ কি ফললাভ করে, আমাকে তাহা বলুন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—বৃষোৎসর্গ না

বহ্বভীতিকরে প্রেতো হস্তমাত্রং সমুৎসৃজেৎ ॥ ৩১
পিণ্ডৈর্দশাহজনিতৈঃ তং দেহং দশপিণ্ডজম্ ।
আমশ্রাদ্ধেন যাম্যং দৃষ্ট্বা তেজঃ প্রসর্পতি ॥ ৩২
কর্ম্মজং দেহমাশ্রিত্য পূর্ব্বদেহং সমুৎসৃজেৎ ।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রো বায়ুশ্চ শমীপত্রং সমারুহেৎ ॥ ৩৩
যমসংস্থিতঃ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি ।
যথা তৃণজলৌকেব দেহী কর্ম্মানুগোঽবশঃ ॥৩৪

> বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
> নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি ।
> তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
> ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ৩৫

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ-
গরুড়সংবাদে যমলোকনিরূপিতকথনং
নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

পুরাদি ভ্রমণ করিয়া ক্রমে বহ্বভীতিকর পুরে উপস্থিত হয়। তথায় সেই পিণ্ডদেহ পরিত্যাগান্তে কর্ম্মজ দেহান্তর ধারণ করে। জলৌকা যেমন তৃণ হইতে তৃণান্তরে গমন করে, নরগণ যেমন একপদ ভূমিতে স্থাপনান্তে অন্য পদ উত্তোলন করে, তেমনি সেই জীবও কর্ম্মানুসারে অবশভাবে দেহ হইতে দেহান্তর আশ্রয় করিয়া থাকে। লোকগণ জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যেমন নূতন বস্ত্র পরিধান করে, তেমনি জীবও জীর্ণ শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন শরীর গ্রহণ করিয়া থাকে। ২০—৩৫।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ততঃ সংবৎসরস্যান্তে প্রত্যাসন্নে যমালয়ে ।
বহ্বভীতিপুরে যাতো হস্তমাত্রং সমুৎসৃজেৎ ॥
দশাহপিণ্ডৈর্নির্ম্মিতং তং দেহং দশপিণ্ডজম্ ।
আমশ্রাদ্ধেন যাম্যং দৃষ্ট্বা তেজঃ প্রসর্পতি ।
কর্ম্মজং দেহমাশ্রিত্য পূর্ব্বদেহং সমুৎসৃজেৎ ।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ শমীপত্রং সমারুহেৎ ।
যমস্থিতান্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি ।
যথা তৃণজলৌকেয়ং দেহী কর্ম্মানুগোঽবশঃ ।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।
বায়ুভূতঃ ক্ষুধাবিষ্টঃ কর্ম্মজং দেহমাশ্রিতঃ ।
তং দেহং স সমাসাদ্য যমেন সহ গচ্ছতি ॥ ১
চিত্রগুপ্তপুরং তত্র যোজনানাস্ত বিংশতিঃ ।
কায়স্থাস্তত্র পশ্যন্তি পাপপুণ্যানি সর্ব্বশঃ ॥ ২
মহাদানেষু দত্তেষু গত্বাত্র সুখী ভবেৎ ।
যোজনানাং চতুর্ব্বিংশৎপুরং বৈবস্বতং ততঃ ॥
লোহং লবণকার্পাসং তিলপাত্রঞ্চ দৈর্যদি ।
তস্মাৎ তেনৈব তুষ্যন্তি যমস্য পুরবাসিনঃ ॥ ৩
গত্বা চ তত্র তে সর্ব্বে প্রতিহারং বদন্তি হি ।
ধর্ম্মধ্বজপ্রতীহারস্তত্র তিষ্ঠতি সর্ব্বদা ॥ ৫

ঊনবিংশ অধ্যায় ।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—প্রেত বায়ুরূপী ও ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া কর্ম্মজ দেহ আশ্রয় করে; সেই দেহ পাইয়া যমের সহিত গমন করিতে করিতে চিত্রগুপ্তপুরে উপস্থিত হয়; চিত্রগুপ্ত-পুর বিংশতিযোজন বিস্তীর্ণ; সেখানে কায়স্থগণ সর্ব্বপ্রকার পাপপুণ্য দর্শন করে। মহাদান প্রদান করিলে তথায় গমন করিয়া সুখী হয়। তদনন্তর বৈবস্বতপুর চতুর্ব্বিংশতি-যোজন বিস্তীর্ণ। লোহ, লবণ, কার্পাস এবং তিলপাত্র সকল প্রদান করিলে যমপুরবাসীরা সকলেই তুষ্ট হয়। তাহারা সকলে তথায় গমন করিয়া দ্বারপালকে প্রেতের বৃত্তান্ত বলিয়া থাকে। ধর্ম্মধ্বজ দ্বারপাল সর্ব্বদাই

> বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
> নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি ।
> তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
> ন্যন্যানি গৃহ্লাতি নবানি দেহী ॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে
পিণ্ডদেহোৎপত্তিনামাষ্টাদশো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

চিহ্নান্যেতানি পক্ষীন্দ্র প্রায়শ্চিত্তং নিবেদয়েৎ।
কৃত্বা স্নানং শুচৌ তীর্থে বিষ্ণবে তর্পণং জলৈঃ ॥
কৃষ্ণধান্যানি পূজাঞ্চ প্রদদ্যাদ্বেদপারগে।
হোমং কুর্য্যাদ্যথাশক্তি সম্পূর্ণে কারয়েৎ সুধীঃ
এতদ্ধি শ্রদ্ধয়া যস্ত প্রেতচিহ্ননিদর্শনম্।
পঠতে শৃণুতে বাপি প্রেতচিহ্নং বিনশ্যতি ॥১৫

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ-
গরুড়সংবাদে প্রেতলক্ষণকথনং নাম
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

গরুড় উবাচ। *

যদুক্তং ব্রহ্মণা পূর্ব্বমনৃতং তদ্ধি দৃশ্যতে।
বেদেষূক্তং যথাব্রহ্ম শতং জীবতি মানবঃ ॥ ১
জীবন্তি মানবো লোকে সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
অল্পকালৈশ্চৈব ন চিরং যতে ভারতখণ্ডকে ॥ ২
কলৌ তচ্চ ন দৃশ্যেত কথমেতৎ সমাদিশ।
আধানান্মৃত্যুমাপ্নোতি বাল্যে বা স্থবিরো যুবা
সধনো নির্দ্ধনো বাপি সুরূপশ্চ কুরূপবান্।
অবিদ্বাংশ্চৈব বিদ্বাংশ্চ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ো জনঃ ॥ ৩
তপোরতো যোগশীলো মহাজ্ঞানী চ যো নরঃ।
সর্ব্বজ্ঞানরতঃ শ্রীমান্ শ্রীমানতুলবিক্রমঃ ॥ ৪
সর্ব্বমেতদশেষেণ জায়তে বসুধাতলে।
কস্মান্মৃত্যুমবাপ্নোতি রাজা বা
যোগিনোঽপি বা।

শ্রীভগবানুবাচ।

সাধু সাধু মহাপ্রাজ্ঞ যত্ত্বং ভক্তোঽসি মে প্রিয়ঃ।
শৃণুতাং বচনং তত্ত্বং নানাদোষবিনাশনম্ ॥ ৫
বিধাতৃবিহিতো মৃত্যুঃ শীঘ্রমাদায় গচ্ছতি।
তৎ প্রবক্ষ্যামি পক্ষীন্দ্র কারণেন মহাত্মনে ॥ ৬
মানুষঃ শতজীবীতি পুরা বেদেন ভাষিতম্।

স্বর্গে পিতা মাতা পুত্র কন্যাদি তাহাদিগে যাইয়া থাকে। হে গরুড়! প্রেতচিহ্ন দর্শন হইলে প্রেতদোষ নিবারণ জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে। তীর্থে স্নানপূর্ব্বক বিষ্ণুকে জল প্রদান করিবে। বেদপারগ ব্রাহ্মণকে পূজা-পূর্ব্বক কৃষ্ণধান্য প্রদান করিবে। যথাশক্তি হোম করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। হে গরুড়! যে মানব শ্রদ্ধা সহকারে এই প্রেত নিদর্শন পাঠ করে অথবা শ্রবণ করে, তাহার প্রেতদোষ বিনষ্ট হয়। ১০—১৫।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

গরুড় বলিলেন,—ভগবন্! বেদে কথিত আছে যে, মানব শতবর্ষ জীবিত থাকে। কলিকালে ভারতবর্ষবাসী ব্রাহ্মণাদি কোন বর্ণই ততকাল জীবিত থাকে না; সুতরাং এই বেদানুশাসন কলিকালে দেখিতেছি না। কি কারণে এইরূপ অঘটন ঘটিতেছে, তাহা আমাকে উপদেশ করুন। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—গর্ভস্থ বালক, যুবা, বৃদ্ধ, ধনী, নির্ধন, সুরূপ, বিরূপ, পণ্ডিত, মূর্খ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যদি কেহ মহাজ্ঞানী শ্রীমান্ অতুলবিক্রম রাজা বা যোগিশ্রেষ্ঠ হয়, তথাপি তাহারও মৃত্যু নিশ্চিত। হে প্রভো! ভূতলে এরূপ ব্যত্যয় হয় কি নিমিত্ত? শ্রীভগবান্ কহিলেন,—সাধু সাধু হে গরুড়! তুমি মহাপ্রাজ্ঞ; আমার প্রতি তোমার দৃঢ় ভক্তি আছে। এক্ষণে আমার বাক্য শ্রবণ কর, ইহাতে নানা দোষগণ বিনাশ পাইয়া যাবে। বিধাতা মৃত্যুকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সে মৃত্যু জীবকে গ্রহণ করিয়া শীঘ্র গমন করে। হে কশ্যপনন্দন! যেরূপে জীবের মৃত্যু ঘটনা হয়, তাহা তোমাকে বলিতেছি। বেদে মানবের শতবর্ষ জীবন নিরূ-

---

* ক্বচিদয়মধিকঃ পাঠঃ,—
নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিদিতি বেদানুশাসনম্।
কস্মান্মৃত্যুমবাপ্নোতি রাজা বা
যোগিনোঽপি বা॥

সংগৃহীতসুতো ভূত্বা পাকং বা যঃ প্রযচ্ছতি।
ন প্রীণন্তি তদন্নাদ্যং পিতামহমুখাঃ পিতৃন্ * ॥
এবং জ্ঞাত্বা খগশ্রেষ্ঠ হীনজাতীন্ সুতাংস্ত্যজেৎ।
ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতশ্চাণ্ডালাদধমঃ স্মৃতঃ ॥ ৪০
যশ্চ প্রব্রজিতাজ্জাতো ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রতশ্চ যঃ।
দ্বাবেতৌ বিদ্ধি চাণ্ডালৌ সগোত্রাদ্যশ্চ জায়তে
সজাতিবিহিতান্ পুত্রান্ সমুৎপাদ্য খগেশ্বর।
তৈঃ সুবৃত্তৈঃ সুখং প্রাপ্য দুর্বৃত্তৈর্নরকং ব্রজেৎ
হীনজাতিসমুদ্ভূতৈঃ সুবৃত্তৈঃ সুখমেধতে ॥ ৪৩

কলিকলুষবিমুক্তঃ পূজিতঃ সিদ্ধসঙ্ঘৈ-
রমরবরচমরৈর্বীজ্যমানোঽপ্সরোভিঃ।
পিতৃশতমপি বন্ধূন্ পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রা-
নপি নরকনিমগ্নানুদ্ধরেদেক এব ॥ ৪৪

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ-গরুড়সংবাদে সাধারণৌর্দ্ধদেহিকক্রিয়াকথনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

গরুড় উবাচ।

মহ্যং ব্রূহি সুরশ্রেষ্ঠ কৃপাং কৃত্বা মমোপরি।
মৃতানাঞ্চৈব জন্তূনাং কদা কুর্য্যাৎ সপিণ্ডনম্ ॥ ১
সপিণ্ডনে কৃতে যাতি অসপিণ্ডে কৃতে গতিঃ
কেনৈব সহপিণ্ডং স্ত্রী পুমান্ বক্তুমর্হসি ॥ ২
স্ত্রী-পুংসয়োঃ সহৈকত্বং প্রাপ্নুতঃ কথমুচ্যতাম্।
জীবদ্ভর্ত্তরি নারীণাং সপিণ্ডীকরণং কুতঃ ॥ ৩
ভর্ত্তৃলোকং কথং যাতি স্বর্গলোকং সুরেশ্বর।
অগ্ন্যারোহে কথং শ্রাদ্ধং বৃষোৎসর্গঃ কথং
ভবেৎ ॥ ৪
ঘটদানং কথং কার্য্যং সপিণ্ডীকরণে কৃতে।

করে ও দ্বিজগণকে আহার প্রদান করে সে পাকশাক করিতে পারে। তাহাতে তদীয় পিতৃগণ প্রীত হয়েন। খগরাজ! এইরূপ জানিয়া হীনজাতি সুতদিগকে পরিত্যাগ করিবে। ব্রাহ্মণীতে গোপনে ব্রাহ্মণ দ্বারা উৎপন্ন সন্তান চণ্ডালেরও অধম। শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণীতে এবং সগোত্র কন্যার গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, এই উভয়কেই চাণ্ডাল বলিয়া জানিবে। হে খগেন্দ্র! সজাতি-বিহিত পুত্র সমুৎপাদন করিলে যদি সেই পুত্র সুশীল হয়, তাহা হইলে পিতৃলোকের সুখ হইতে পারে, তাহারা দুর্বৃত্ত হইলে পিতৃলোক নরকে গমন করে। হীনজাতিসমুৎপন্ন পুত্র-সুশীল হইলে পিতৃলোকের সুখবৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কলিকলুষ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, সে সিদ্ধগণকর্তৃক পূজিত ও অপ্সরোগণকর্তৃক অমরচামরব্যজনদ্বারা বীজ্য-মান হইয়া শত শত পিতৃলোক, বন্ধু, পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রদিগকেও নরক হইতে উদ্ধার করিতে পারে। ৪০—৪৪।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

গরুড় বলিলেন,—হে সুরবর! আমার প্রতি কৃপা করিয়া মৃতপ্রাণিগণের সপিণ্ডন কোন্ কালে করিতে হয়, তাহা উপদেশ করুন। মৃতের সপিণ্ডন হইলে তাহাদিগের কিরূপ গতি হয়? সপিণ্ডীকরণ না হইলেই বা প্রেতের কি গতি হইয়া থাকে? কি প্রকারে স্ত্রীপুরুষের সপিণ্ডীকরণ হইবে, তাহা আমাকে বলিতে হইবে। পতি ও পত্নী কিরূপে সমানপিণ্ডভাগী হয়? ভর্তার জীব-দ্দশায় নারীদিগের সপিণ্ডীকরণ কি প্রকার করিবে? তাহাও জানিতে ইচ্ছা করি। সুরেশ্বর! নারীরা কি প্রকারে পতিলোকে গমন করে? চিতারোহণ করিলে তাহার শ্রাদ্ধ কি প্রকার করিবে? সেই দিনে বৃষোৎ-সর্গই বা কিরূপে হইতে পারে? সপিণ্ডীকরণ হইলে তাহার ঘটদানই বা কি প্রকারে করিতে

* দত্বা শ্রাদ্ধং বিজাতীয়াৎ শূদ্রাদেরন্ন কদাচন। তেন দত্তং ন গৃহ্ণন্তি পিতামহমুখাশ্চ যে॥
ইত্যধিকঃ পাঠঃ কচিৎ।

সা চ বৈবস্বতংলোকাদি যমসদনি দুর্ভগা ॥ ৫৯
যদ্দেবেভ্যো যৎ পিতৃভ্যঃ দত্তৈশ্চ প্রণীয়তে।
তৎ সমং ভর্ত্তৃশুশ্রূষাঃ কুর্ব্বত্যভ্যর্চ্চনং ততঃ ॥ ৬০
এবং কৃতে খগশ্রেষ্ঠ পিতৃলোকে চিরং বসেৎ।
যাবদাদিত্যচন্দ্রৌ চ তাবদ্দেবগণা দিবি ॥ ৬১
পুনশ্চিরায়ুষো ভূত্বা জায়তে বিপুলে কুলে।
পতিব্রতা যদা নারী ভর্ত্তৃদুঃখং ন বিন্দতি ॥ ৬২
সর্ব্বমেতদ্ধি কথিতং ময়া তব খগেশ্বর।
বিশেষং কথয়িষ্যামি মৃতস্যৈব সুখপ্রদম্ ॥ ৬৩
দ্বাদশাহে কৃতং সর্ব্বং বর্ষং যাবৎ সপিণ্ডনম্।
পুনঃ কুর্য্যাৎ সদা নিত্যং ঘটাংশ্চ প্রতিমাসিকম্
কৃতস্য করণং নাস্তি প্রেতকার্য্যাদৃতে খগ।
যঃ করোতি নরঃ কশ্চিৎ কৃতং পূর্ব্বং বিনশ্যতি।
মৃতস্যৈব পুনঃ কুর্য্যাৎ প্রেতোদ্দেশ্যবশাদ্ধ্রুবাৎ।
প্রতিমাসং ঘটা দেয়া সোদকা অন্নপূরিতাঃ ॥ ৬৬

> অর্ব্বাক্ চ বর্ষাৎ করণাচ্চ তার্ক্ষ্য
> সপিণ্ডনং যঃ কুরুতে হি পুত্রঃ।
> তথাপি মাসং প্রতিপিণ্ডমেক-
> মন্নঞ্চ কুম্ভং সজলঞ্চ দদ্যাৎ ॥ ৬৭

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ-গরুড়সংবাদে সপিণ্ডীকরণবিধিনিরূপণং নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

তার্ক্ষ্য উবাচ।

কথং প্রেতা বসন্ত্যত্র কীদৃগ্রূপা ভবন্তি তে।
মহাপ্রেতাঃ পিশাচাশ্চ কৈঃ কৈঃ কর্ম্মফলৈর্বিভো।
সর্ব্বেষামনুকম্পার্থং ব্রূহি মে মধুসূদন ॥ ১
প্রেতত্বান্মুচ্যতে যেন দানেন চ তদ্বদ ॥ ২ ॥

হইয়া জীবিত থাকে। যে নারী পতির বিদ্যমানে কিংবা মরণের পর ব্যভিচারিণী হয়, সে পরজন্মে দুর্ভগা হইয়া থাকে, পতিলাভ করিতে পারে না। দেবগণ ও পিতৃগণের শ্রদ্ধাসহকারে অর্চনা করিলে যে ফল, পতিব্রতা নারী ভর্ত্তৃসেবা দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হয়। ৫৯—৬০। পিতৃপূজা অতিথি সৎকার প্রভৃতি সৎক্রিয়া দ্বারা যে ফললাভ হয়, অনন্যচিত্তে ভর্ত্তৃশুশ্রূষা করিলে তাহার দ্বিগুণ ফলভোগ করিতে পারে। পতিসেবা করিলেই নারীগণ স্বর্গলোকে চিরকাল বাস করিতে পারে, যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যমান থাকে, সে তাবৎ স্বর্গলোকে বসতি করে। যে নারী পতিব্রতা, সে ও তাহার স্বামী বিপুলকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া চিরকাল জীবিত থাকে, সেই নারী কদাচ ভর্ত্তৃদুঃখ অনুভব করে না। হে খগেশ! আমি এই সমস্তই তোমার নিকট বলিলাম। অনন্তর মৃতব্যক্তির সুখপ্রদ বিশেষ কার্য্য বলিতেছি। মরণের পর দ্বাদশাহোক্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া বর্ষান্তে সপিণ্ডন করিবে এবং প্রতিমাসেই ঘট-অন্নাদি দান করিবে। প্রেতকার্য্য ব্যতিরেকে একবার কৃতকার্য্য পুনর্ব্বার করিবে না। যদি পুনর্ব্বার কৃতকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে পূর্ব্বকৃত কার্য্য সকল বিফল হইয়া যায়। প্রেতের উদ্দেশে পুনঃপুনঃ পিণ্ডদানাদি কার্য্য করিবে, মাসে মাসে অন্নসহ জলপূর্ণ ঘট দান করিবে। পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া সপিণ্ডন ক্রিয়া সাধন করিবে। বৃদ্ধি উপলক্ষে বর্ষমধ্যে সপিণ্ডন করিলেও প্রতিমাসে এক একটী পিণ্ডপ্রদান, অন্ন ও সজল কুম্ভদান করিবে। ৬১—৬৭।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

গরুড় বলিলেন,—প্রভো! প্রেত, মহাপ্রেত ও পিশাচ ইহারা কোন কোন কর্ম্মফলে প্রেতলোকে বাস করে? তাহাদের স্বরূপই বা কীদৃশ? হে মধুসূদন! সকলের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া যে দানাদি পুণ্যকর্ম্মদ্বারা

প্রেতত্বং সুস্থিরং যেন মম স্যাত্তং নৃপোত্তম ॥ ২৯
একাদশং ত্রিপক্ষঞ্চ ষাণ্মাসিকমথাব্দিকম্।
প্রতিমাস্যানি চান্যানি এবং শ্রাদ্ধানি ষোড়শ ॥ ৩০
যস্যৈতানি ন দীয়ন্তে প্রেতশ্রাদ্ধানি ভূপতে।
প্রেতত্বং সুস্থিরং তস্য দত্তৈঃ শ্রাদ্ধশতৈরপি ॥ ৩১
এবং জ্ঞাত্বা মহারাজ প্রেতত্বাদুদ্ধরস্ব মাম্।
বর্ণানামপি সর্ব্বেষাং রাজা বন্ধুরিহোচ্যতে ॥ ৩২
তন্মাং তারয় রাজেন্দ্র মণিরত্নং দদামি তে।
যথা মম শুভাবাপ্তির্ভবেন্নৃপসত্তম ॥ ৩৩
তথা কার্য্যং মহাবাহো কৃপা যদি মমোপরি।
আত্মনশ্চ কুরু ক্ষিপ্রং সর্ব্বমেবৌর্দ্ধদেহিকম্ ॥ ৩৪

নৃপতিরুবাচ।

কথং প্রেতা ভবন্তীহ কৃতৈরপ্যৌর্দ্ধদেহিকৈঃ।
পিশাচাশ্চ ভবন্তীহ কর্ম্মভিঃ কৈশ্চ তদ্বদ ॥ ৩৫

প্রেত উবাচ।

ব্রহ্মস্বং দেবদ্রব্যঞ্চ স্ত্রীণাং বালধনং তথা।
যে হরন্তি নৃপশ্রেষ্ঠ প্রেতযোনিং ব্রজন্তি তে ॥ ৩৬
তাপসীঞ্চ সগোত্রাঞ্চ অগম্যাং যে ভজন্তি হি।
হরন্তি যে মহারত্নং অমূল্যং নিশ্চিতং হি তে ॥ ৩৭
প্রবালবজ্রবস্ত্রাণি যে চ ব্রহ্মণাশ্রয়াঃ।
তথা বিশ্বাসঘাতিনঃ সংযুগেঽসম্মুখাহতাঃ ॥ ৩৮
কৃতঘ্না নাস্তিকা রৌদ্রাস্তথা সাহসিকা নরাঃ।
পঞ্চযজ্ঞবিনির্ম্মুক্তা মহাদানরতাশ্চ যে।
এবমাদ্যা মহারাজ জায়ন্তে প্রেতযোনয়ঃ ॥ ৩৯

রাজোবাচ।

কথং মুক্তা ভবন্তীহ প্রেতত্বাৎ বদ মেঽপি চ।
কথঞ্চাপি ময়া কার্য্যমৌর্দ্ধদেহিকমাত্মনঃ
বিধিনা কেন তৎ কার্য্যং সর্ব্বমেতদ্বদস্ব মে ॥ ৪০

প্রেত উবাচ।

সংক্ষেপপূর্ব্বকং বিষ্ণোঃ পূজা সকলসমৃদ্ধিদা।

নাই যে, কেহ আমার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া করে। আমি ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াবিহীন হইয়া প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার একাদশাহকৃত্য, ষাণ্মাসিক বা আব্দিক শ্রাদ্ধাদি কোন প্রকার পারত্রিক কার্য্য হয় নাই। হে নৃপবর! আমার প্রতিমাসবিহিত মাসিক শ্রাদ্ধ হয় নাই, এইরূপে আমার ষোড়শশ্রাদ্ধই পতিত রহিয়াছে। যাহার ষোড়শশ্রাদ্ধ হয় নাই, তাহার উদ্দেশে শত শত শ্রাদ্ধ করিলেও সে প্রেতীভূত হইয়া থাকে। রাজন্! আমার দুরবস্থা আপনাকে জানাইলাম, আপনি আমাকে প্রেতত্ব হইতে উদ্ধার করুন। রাজন্! শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, রাজাই সর্ব্ববর্ণের বন্ধু; অতএব আপনি আমাকে পরিত্রাণ করিয়া বন্ধুকার্য্য সাধন করুন, আমি আপনাকে মহামূল্য মণিরত্ন প্রদান করিতেছি। নৃপবর! যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা হইয়া থাকে, তবে যেরূপে আমার শুভপ্রাপ্তি হইতে পারে, তাহার অনুষ্ঠান করুন এবং নিজের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যে তৎপর হউন। ২৯—৩৪। রাজা কহিলেন,—ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করিলেও কি কারণে প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয়, আর কি হেতু মনুষ্যগণ প্রেত হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। প্রেতরাজ কহিল,—যে ব্রহ্মস্ব, দেবস্ব, স্ত্রীধন ও বালক-ধন হরণ করে, নৃপবর! সেই ব্যক্তি নিশ্চয় মরণান্তে প্রেতভাবাপন্ন হইয়া থাকে। যাহারা তাপসী, সগোত্রা ও অগম্যা নারীকে গমন করে, তাহারা মহাপ্রেত হয়; যাহারা অমূল্য হরণ করে, তাহারাও প্রেতভূত হয়। যাহারা প্রবাল, হীরক ও বস্ত্র দান করে, যাহারা বিশ্বাসঘাতী ও যুদ্ধে অসম্মুখে আহত হয়, যাহারা কৃতঘ্ন, নাস্তিক, ক্রূরকর্ম্মা, সাহসিক, শঠ, যাহারা মহাদানপরায়ণ হইয়া পঞ্চযজ্ঞ-বিহীন হয়, রাজন্! এই সকল লোকই প্রেত-ভাবাপন্ন হয়। রাজা কহিলেন,—কিরূপে প্রেতত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, আমার প্রতি কৃপা করিয়া সেই প্রেতত্ব-বিমুক্তির উপায় বল, আর আমি কি প্রকারে তোমার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া করিব, তাহাও উপদেশ কর। প্রেত কহিল,—নৃপবর।

অন্যা দানানি দেয়ানি বাচকায়াধিকানি চ।
পূর্ব্বোক্তফলমাপ্নোতি নান্যথা সফলং ভবেৎ॥ ১৭

পুরাণং পূজয়েৎ পূর্ব্বং বাচকং তদনন্তরম্।
বস্ত্রালঙ্কারগোদানৈর্দক্ষিণাভিশ্চ সাদরম্॥ ১৮

ইহা শ্রোতব্য। পুরাণ-শ্রবণান্তে বাচককে পূর্ব্বোক্ত শয্যাদি দানীয় দ্রব্যসকল প্রদান করিবে; নচেৎ শ্রবণের ফল হয় না। প্রথমতঃ পুরাণ গ্রন্থের পূজা করিয়া বাচকের পূজা করিবে। অনন্তর সাদরে বস্ত্রালঙ্কার, গো

চিন্তয়া দুঃখিতা মূঢ়াস্তিষ্ঠন্তি ব্যাকুলেন্দ্রিয়াঃ।
অন্যথা পরমং তত্ত্বং জনাঃ ক্লিশ্যন্তি চান্যথা।
অন্যথা শাস্ত্রসদ্ভাবো ব্যাখ্যাং কুর্ব্বন্তি চান্যথা॥
কথয়ন্ত্যুন্মনীভাবং স্বয়ং নানুভবন্তি চ।
অহঙ্কারহতাঃ কেচিদুপদেশাদিবর্জ্জিতাঃ।
পঠন্তি বেদশাস্ত্রাণি বোধয়ন্তি পরস্পরম্।
ন জানন্তি পরং তত্ত্বং দর্ব্বী পাকরসং যথা॥
শিরো বহতি পুষ্পাণি গন্ধং জানাতি নাসিকা।
পঠন্তি বেদশাস্ত্রাণি দুর্লভো ভাববোধকঃ॥
তত্ত্বমাত্মস্থমজ্ঞাত্বা মূঢ়ঃ শাস্ত্রেষু মুহ্যতি।
গোপঃ কক্ষগতে ছাগে কূপে পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ
সংসারমোহনাশায় শব্দবোধো ন হি ক্ষমঃ।
ন নিবর্ত্তেত তিমিরং কদাচিদ্দীপবার্ত্তয়া॥
প্রজ্ঞাহীনস্য পঠনং যথান্ধস্য চ দর্পণম্।
অতঃ প্রজ্ঞাবতাং শাস্ত্রং তত্ত্বজ্ঞানস্য লক্ষণম্।
ইদং জ্ঞানমিদং জ্ঞেয়ং সর্ব্বন্তু শ্রোতুমিচ্ছতি।
দিব্যবর্ষসহস্রায়ুঃ শাস্ত্রান্তং নৈব গচ্ছতি॥
অনেকানি চ শাস্ত্রাণি স্বল্পায়ুর্বিঘ্নকোটয়ঃ।
তস্মাৎ সারং বিজানীয়াৎ ক্ষীরং হংস ইবাম্ভসি
অভ্যস্য বেদশাস্ত্রাণি তত্ত্বং জ্ঞাত্বাথ বুদ্ধিমান্।
পলালমিব ধান্যার্থী সর্ব্বশাস্ত্রাণি সন্ত্যজেৎ॥
যথামৃতেন তৃপ্তস্য নাহারেণ প্রয়োজনম্।
তত্ত্বজ্ঞস্য তথা তার্ক্ষ্য ন শাস্ত্রেণ প্রয়োজনম্॥
ন বেদাধ্যয়নান্মুক্তির্ন শাস্ত্রপঠনাদপি।
জ্ঞানাদেব হি কৈবল্যং নান্যথা বিনতাত্মজ।
নাশ্রমঃ কারণং মুক্তের্দর্শনানি ন কারণম্।
তথৈব সর্ব্বকর্ম্মাণি জ্ঞানমেব হি কারণম্॥
মুক্তিদা গুরুবাগেকা বিদ্যা সর্ব্বা বিড়ম্বিকা।
কাষ্ঠভারসহস্রেষু হ্যেকং সঞ্জীবনং পরম্।
অদ্বৈতং হি শিবং প্রোক্তং ক্রিয়ায়াসবিবর্জ্জিতম্
গুরুবক্ত্রেণ লভ্যেত নাধীতাগমকোটিভিঃ॥
আগমোক্তং বিবেকোত্থং দ্বিধা জ্ঞানং প্রচক্ষতে

শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরব্রহ্ম বিবেকজম্।
অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
মম তত্ত্বং ন জানন্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতম্॥
দ্বে পদে বন্ধমোক্ষায় ন মমেতি মমেতি চ।
মমেতি বধ্যতে জন্তুর্ন মমেতি প্রমুচ্যতে॥
তৎ কর্ম্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তিদা।
আয়াসায়াপরং কর্ম্ম বিদ্যান্যা শিল্পনৈপুণম্॥
যাবৎ কর্ম্মাণি ক্রিয়ন্তে যাবৎ সংসারবাসনা।
যাবদিন্দ্রিয়চাপল্যং তাবৎ তত্ত্বকথা কুতঃ॥
যাবদ্দেহাভিমানশ্চ মমতা যাবদেব হি।
যাবৎ প্রযত্নবেগোঽস্তি যাবৎ সঙ্কল্পকল্পনা॥
যাবন্নো মনসঃ স্থৈর্য্যং ন যাবচ্ছাস্ত্রচিন্তনম্।
যাবন্ন গুরুকারুণ্যং তাবৎ তত্ত্বকথা কুতঃ॥
তাবৎ তপো ব্রতং তীর্থং জপহোমার্চ্চনাদিকম্
বেদশাস্ত্রাগমকথা যাবৎ তত্ত্বং ন বিন্দতি॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
তত্ত্বনিষ্ঠো ভবেৎ তার্ক্ষ্য যদীচ্ছেন্মোক্ষমাত্মনঃ
ধর্ম্মজ্ঞানপ্রসূনস্য স্বর্গমোক্ষফলস্য চ।
তাপত্রয়াদিসন্তপ্তশ্ছায়াং মোক্ষতরোঃ শ্রয়েৎ॥
তস্মাজ্জ্ঞানেন তত্ত্বং বিজ্ঞেয়ং শ্রীগুরোর্মুখাৎ
সুখেন মুচ্যতে জন্তুর্ঘোরসংসারবন্ধনাৎ॥
তত্ত্বজ্ঞস্যেদং কৃত্যং শৃণু বক্ষ্যামি তেঽধুনা।
যেন মোক্ষমবাপ্নোতি ব্রহ্ম নির্ব্বাণসংজ্ঞকম্॥
অন্তকালে তু পুরুষ আগতে গতসাধ্বসঃ।
ছিন্দ্যাদসঙ্গশস্ত্রেণ স্পৃহাং দেহেষু যে চ তম্॥
গৃহাৎ প্রব্রজিতো ধীরঃ পুণ্যতীর্থজলাপ্লুতঃ।
শুচৌ বিবিক্ত আসীনো বিধিবৎ কল্পিতাসনে॥
অভ্যসেন্মনসা শুদ্ধং ত্রিবৃদ্ব্রহ্মাক্ষরং পরম্।
মনো যচ্ছেজ্জিতশ্বাসো ব্রহ্মবীজমবিস্মরন্॥
নিযচ্ছেদ্বিষয়েভ্যোঽক্ষান্ মনসা বুদ্ধিসারথিঃ।
মনঃ কর্ম্মভিরাক্ষিপ্তং শুভার্থে ধারয়েদ্ধিয়া॥